Peace

بُلُوغُ الْمَرَامِ

مِنْ اَدِلَّةِ الْاَحْكَامِ

তাহক্বীককৃত

উদ্দেশ্য হাসিল

হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

মানব জীবনের প্রয়োজনীয়

১৫০০ হাদীস

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

বুলূগুল মারাম
শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাসহ

বুলূগুল মারাম

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাসহ

মূল

হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনায়

শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক সালাফি

ভাইস প্রিন্সিপাল মাদারাতুল হাদীস, নাজীরা বাজার, ঢাকা।

দাওরায় হাদীস পশ্চিম বঙ্গ ও দাওরায় হাদীস আল জামিয়া সালাফিয়া বেনারস, ভারত

মোঃ নাজমুল হুদা (দেওবন্দী) ভারত

প্রভাষক, ডি. এইচ সুলতানগঞ্জ আলিম মাদরাসা, কামিল, হাদীস

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

হাফেজ মাওলানা আরিফ হোসাইন

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বুলূগুল মারাম

প্রয়োজনীয় ১৫০০ হাদীস

প্রকাশক

মোরশেদা বেগম

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : ১০ এপ্রিল - ২০১২ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৪ মে - ২০১৩ ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

ISBN : 978-984-8885-23-9

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'বুলূগুল মারাম'-এর মুসান্নেফ (সংকলক) একজন জগদ্বিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় হাফেযে-হাদীস, ইমাম ও মুহাদ্দিস। তাঁর নাম– আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আবুল ফযল। অর্থাৎ ডাক নাম আবুল ফজল, আসল নাম আহমদ, পিতার নাম আলী, দাদার নাম মুহাম্মদ। তিনি ইবনে হাজার আসকালানী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তিনি হিজরী ৭৭৩ সালের ১২ ইং শাবান (মুতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৩৭২ খৃ: মিশরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই তাঁর শৈশবকালেই ইন্তেকাল করায় জনক-জননীর স্নেহছায়া হতে পূর্ণমাত্রায় বঞ্চিত হয়ে পড়েন। মাত্র ৫ বছর বয়সে স্থানীয় মক্তবে ভর্তি হন। ৭ বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। ৭৯৩ হিজরী সালে মুসলিম হাজানের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বের হন এবং ৮০৮ হিজরী সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করেন। তিনি এই দীর্ঘ সময়ে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের প্রায় সবগুলো প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা ওস্তাদগণের খিদমাতে উপস্থিত হয়ে সর্ব বিষয়ে– বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর ভ্রমণকৃত স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মক্কা মুয়াযযমা, মাদীনা মুনাওয়ারা, দিমাস্ক, বায়তুল মাক্বদিস, ইসকান্দারিয়া, আল-খালাল, নাবলুস ও ইয়ামানের বিভিন্ন শহর, রামলাহ প্রভৃতি। তাঁর ওস্তাদগণের সংখ্যা অগণিত।

অতঃপর তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাবে পারদর্শিতা লাভ করে নির্বিশেষে স্বীয় পাণ্ডিত্বে সমসাময়িকদের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেন। বিশেষ করে 'হাফেজে হাদীস' হিসেবে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন দফায় মিশরের বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং চীফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি-এর পদও অলংকৃত করেন। তিনি এই দায়িত্ব মোট ২১ বছর ধরে পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মসজিদেও শিক্ষাদান কার্য যথাসম্ভব চালু রাখেন। একজন

সার্থক গদ্য লেখক ছাড়াও ইবনে হাজার একজন কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি বলে জানা যায়।

ইবনে হাজার আসকালানী দেড়শো-এর অধিক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেন। এগুলোর মধ্যে সহীহ্ বুখারী শরীফের বিরাট ভাষ্য গ্রন্থ 'ফত্হুল বারী' ও তার উপক্রমণিকা (মুকাদ্দামা) হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়া হাদীসশাস্ত্রের মধ্যে শরীয়তী ব্যবস্থাবলীর প্রমাণাদি সুবিন্যস্তভাবে হাদীসের নাম নির্দেশসহ গ্রন্থকারে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে 'বুলূগুল মারাম' তাঁর একটি সারগর্ভ স্বার্থক সংকলন বলে সর্বযুগে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা শহরই প্রথম মূল আরবী সংস্করণ মুদ্রণের গৌরব লাভ করে– যার কৃতিত্ব মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী সাদেকপুরীর প্রাপ্য।

এই গ্রন্থের কয়েকখানা ভাষ্যগ্রন্থও লেখা হয়েছে, তার মধ্যে ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল আমীর আস্সানায়ানী রহ: (মৃত ১১৮২ হিঃ) লিখিত সুবুলুস সালাম এবং মুহাদ্দেস সাইয়েদ সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রহ: (মৃত্যুর ১৩০৭ হিজরী) লিখিত ফত্হুল আল্লামা (فَتْحُ الْعَلَّامَة) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। হিজরী ৮৫২-এর ১৮ জিলহজ্জ শনিবার এশার পর হাদীস শাস্ত্রের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ৭৯ বছর বয়সে ইহলোক থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন– হে প্রিয় পাঠক! দ্বীন ইসলামের শরীয়তী বিধানের পক্ষে মহানবীর হাদীসভিত্তিক মূল দলিলাদি সম্বলিত এটা একটা বিশেষ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সংকলন। এমন এক উন্নত ধারায় একে আমি সুবিন্যস্তভাবে লিখেছি যে, এর আয়ত্বকারী তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সমুন্নত হতে পারবে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ এর সাহায্য লাভে সক্ষম হবে এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভের অভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দও এ থেকে সাহায্য গ্রহণে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে না।

প্রকাশকের কথা

প্রশংসার মস্তক অবনত করছি মহান করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে, যার একান্ত মেহেরবাণীতে **বুলূগুল মারাম (প্রয়োজনীয় ১৫০০ হাদীস)** নামক গ্রন্থটি সম্পাদন ও প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী, রাহমাতুল্লিল আলামীন ও সাইয়্যেদুল কাওনাইন নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। রুহের মাগফিরাত কামনা করছি আদি পিতা আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা তাওহীদের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছেন।

হাফেজে হাদীস, ইমাম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আবুল ফযল, যিনি ইবনে হাজার আসকালানী নামেই সর্বাধিক পরিচিত, তার সংকলিত বুলূগুল মারাম হাদীস শাস্ত্রের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

بُلُوْغُ الْمَرَامِ আমাদের অনেকের নিকট অপরিচিত মনে হতে পারে। কারণ তা কোন পাঠ্য ও ব্যাপক প্রচারিত গ্রন্থও নয়। তার অর্থ হলো– হুকুম আহকামে দলীল বা প্রমাণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো তথা উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এ গ্রন্থে মানব জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যতগুলো বিষয় আছে প্রায় সব বিষয়ের জন্য তিনি সূত্রসহ হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত এ গ্রন্থটি আমরা আমাদের পাঠকদের রুচি, স্বভাব ও অভ্যাসের কথা বিবেচনা করে মূল গ্রন্থের অনেকগুলো আরবী পরিভাষা যেগুলো হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে সময় উপযোগী করার জন্য চেষ্টা করেছি। উক্ত এই গ্রন্থটি আশা করি আমাদের জ্ঞান পিপাসু পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা কিছুটা হলেও লাঘব করবে এবং ইসলামের অনেক বিষয়ের নির্দেশনা দেবে।

তবে বইটির মান উন্নীত করার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণে শব্দার্থ ও হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযোজন করে ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও অনুবাদকর্মে সাহিত্যমানের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। “বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন” আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচিপত্র

١. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
প্রথম অধ্যায় : পবিত্রতা অর্জন

٢. كِتَابُ الصَّلَاةِ
দ্বিতীয় অধ্যায় : সালাত

বুলূগুল মারাম

দ্বিতীয় খণ্ড

٧. كِتَابُ الْبُيُوْعِ

সপ্তম অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

١. كِتَابُ الطَّهَارَةِ

প্রথম অধ্যায় : পবিত্রতা অর্জন

١. بَابُ الْمِيَاهِ

১. অনুচ্ছেদ : পানির বিবরণ

পবিত্রতা অর্জনের প্রধান অবলম্বন হলো পানি। তাই পানির পবিত্রতা নির্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলাম এর ওপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছে, ইসলামের এতদসংক্রান্ত বিধান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা : আয়াত-১০৮)

'আল্লাহ তা'আলা পরিচ্ছন্ন তাই তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।' (মিশকাত-৩৮৫)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুসলিম জাতি আজ ইসলামী শিক্ষা থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছে বলে তারা তাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে হারাতে বসেছে।

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَحْرِ : هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে বলেছেন : "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল (খাওয়া বৈধ)।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৮৩, তিরমিযী হাদীস ৬৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৬, ইবনে আবী শাইবাহ হাদীস-১৩১, শব্দ ইবনে আবু শাইবার, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস- ১১১]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ইমাম মালিক, শাফেই ও ইমাম আহমাদ ও বর্ণনা করেছেন।

শব্দার্থ : اَلْبَحْرِ - সমুদ্র, فِى الْبَحْرِ - সমুদ্রে বা সমুদ্র সম্পর্কে, الطُّهُوْرُ - পবিত্র, مَاءٌ - পানি, مَاؤُهُ - তার পানি, اَلْحِلُّ - এবং হালাল, مَيْتَةٌ - মৃত প্রাণী, مَيْتَتُهُ - তার মৃত (প্রাণী)।

٢. وَعَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْئٌ .

২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "পানি অবশ্যই পবিত্রকারী জিনিস, কোনো জিনিস তাকে নাপাক করতে পারে না।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৬৬, নাসায়ী হাদীস-৩২৬, তিরমিযী হাদীস-৬৬) আহমাদ হাদীসটিকে সহীহ অভিহিত করেছেন।]

শব্দার্থ : اِنَّ - অবশ্যই, لَا یُنَجِّسُهُ - তাকে নাপাক করতে পারে না, شَیْئٌ - কোনো জিনিস।

٣. وَعَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِیِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْئٌ . اِلَّا مَا غَلَبَ عَلٰی رِیْحِهٖ وَطَعْمِهٖ، وَلَوْنِهٖ .

৩. আবূ উমামাহ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয় পানিকে কোনো বস্তু অপবিত্র করতে পারে না; কিন্তু যে (অপবিত্র) বস্তু পানির সুঘ্রাণ, স্বাদ ও রঙকে বিনষ্ট করে দেয় (তা অপবিত্র করে)। [য'ঈফ : ইবনে মাজাহ হাদীস ৫২১]

শব্দার্থ : اِلَّا - কিন্তু যে, مَا غَلَبَ - যা বিজয় লাভ করে, বিকৃত করে বা নষ্ট করে, رِیْحِهٖ - তার সুঘ্রাণ, رِیْحٌ - ঘ্রাণ, وَطَعْمِهٖ - তার স্বাদে, طَعْمٌ - স্বাদ, وَلَوْنِهٖ - এবং তার রং, لَوْنٌ - রং।

٤. وَلِلْبَیْهَقِیِّ : اَلْمَاءُ طَاهِرٌ اَنْ تَغَیَّرَ رِیْحُهٗ، اَوْ طَعْمُهٗ، اَوْ لَوْنُهٗ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِیْهِ ـ

৪.বায়হাক্বীতে উল্লেখ রয়েছে "কোনো অপবিত্র বস্তু পানিতে পতিত হলে উক্ত পানির সুঘ্রান, স্বাদ এবং রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি পবিত্র থাকে।"
[য'ঈফ বায়হাকী সুনান কুবরা ১৫৯-২৬৯]

শব্দার্থ : وَلِلْبَیْهَقِیِّ - বায়হাকীতে আছে, طَاهِرٌ - পানি, اَنْ تَغَیَّرَ - যদি পরিবর্তন হয়, نَجَاسَةٍ - অপবিত্র বা নাপাক, بِنَجَاسَةٍ - নাপাক দ্বারা বা অপবিত্রতার মাধ্যমে, تَحْدُثُ فِیْهِ - তাতে পড়ে বা সৃষ্টি হয়।

٥. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ) وَفِىْ لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ .

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যদি পানি দু'কুল্লা পরিমাণ হয় তবে তার মধ্যে অপবিত্র বস্তু পড়লে তা অপবিত্র হবে না।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৬৩, ৬৪, ৬৫; নাসায়ী হাদীস-৫২, ৩২৮, তিরমিযী হাদীস-৬৭, ইবনে মাজাহ, হাদীস-৫১৭, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৯২, ইবনে হিব্বান হাদীস-১২৪৯; ইবনে খুযাইমাহ ও ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।]

ব্যাখ্যা : দু'কুল্লা ৫ মশক। এ হাদীস অনুযায়ী ৫ মশক ও তার অধিক পানিকে বেশি পরিমাণ পানি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পরিমাণ পানিতে বা তার অধিক পরিমাণ পানিতে অপবিত্র বস্তু পড়লে উল্লেখিত তিনটি গুণ (ঘ্রাণ, স্বাদ ও রং) নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ পানিকে পবিত্র ধরা হবে। পানির 'কম বেশি' পরিমাণ সম্বন্ধে শায়েখ আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহ) বলেছেন: 'পানির পাত্র অর্থাৎ গর্ত বা চৌবাচ্চা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১০ হাত করে হলে ঐ পাত্রের পরিমাণকে 'বেশি পানি' বলে ধরার পেছনে কোনো শরিয়তী ভিত্তি নেই'।

শব্দার্থ : اِذَا كَانَ - যখন হবে, قُلَّتَيْنِ - দুই কুল্লাহ কুল্লাহ (মটকা), قُلَّةٌ - আড়াই মণ পানি ধরে এমন পাত্র, لَمْ يَحْمِلْ - বহন করবে না, বুঝাবে না বা সাব্যস্ত করবে না, اَلْخَبَثَ - নাপাকী বা অপবিত্রতা, وَفِىْ لَفْظٍ - অন্য শব্দে এসেছে, لَمْ يَنْجُسْ - নাপাক হবে না।

٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "বদ্ধ পানিতে (নেমে) কোনো জুনুবী (অপবিত্র) লোক যেন গোসল আদায় না করে। [সহীহ মুসলিম পর্ব : ২, হাদীস-৯৭/২৮৩]

শব্দার্থ : لَا يَغْتَسِلُ - গোসল না করে, اَحَدُكُمْ - তোমাদের কেউ, فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ - আবদ্ধ পানির মধ্যে বা আবদ্ধ পানিতে, وَهُوَ جُنُبٌ - (অথচ) সে অপবিত্র অবস্থায়।

ব্যাখ্যা : বুখারীতে আছে– 'স্রোতবিহীন আবদ্ধ পানিতে, এমন কেহ না করে যে–ঐ পানিতে পেশাব করে তারপর তাতে নেমে সে গোসল করে।' উক্ত রাবী (বর্ণনাকারী) হতে মুসলিম ও আবু দাউদে আছে; 'তাতে (ঐরূপ পানিতে) জুনুবী অবস্থায় গোসল না করে।'

٧. وَلِلْبُخَارِيِّ : لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ .

৭. সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে আবদ্ধ পানিতে যে পানি প্রবাহিত হয় না পেশাব করার পর কেউ যেন সেখানে গোসল না করে। [সহীহ বুখারী, হাদীস-২৩৯]

শব্দার্থ : وَلِلْبُخَارِيِّ - বুখারীতে রয়েছে, لَا يَبُوْلَنَّ - প্রস্রাব না করে, أَحَدُكُمْ - তোমাদের কেউ, لَا يَجْرِيْ - প্রবাহিত হয় না, ثُمَّ - অতঃপর, يَغْتَسِلُ - তাতে গোসল করবে। (অর্থাৎ গোসল করবে না)

٨. وَلِمُسْلِمٍ. مِنْهُ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ: وَلَا يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৮. মুসলিমে ফীহি এর জায়গায় মিনহু উল্লেখ করা হয়েছে। আর আবু দাউদে রয়েছে যে আবদ্ধ পানিতে জুনুবী অপবিত্রতার গোসল করবে না। [মুসলিম-২৮২, আবু দাউদ-৬০]

শব্দার্থ : وَلِمُسْلِمٍ - এবং মুসলিম রয়েছে, مِنْهُ - তা হতে বা সেটা হতে, وَلِأَبِيْ دَاوُدَ - আবু দাউদে রয়েছে , وَلَا يَغْتَسِلُ - এবং তাতে গোসল করবে না, مِنَ الْجَنَابَةِ - অপবিত্র হবে বা অপবিত্র অবস্থায়।

٩. وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا.

৯. কোনো এক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন : "জুনুবী (অপবিত্র পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীক বা জুনুবী স্ত্রীর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষক গোসল করতে। বরং তারা যেন একই সাথে পাত্র হতে অঞ্জলি-অঞ্জলি করে পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করে।

[সহীহ আবু দাউদ হাদীস-৮১, নাসায়ী হাদীস-২৩৮]]

ব্যাখ্যা : পরবর্তী হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে এরূপ পানিতে গোসল করা জায়েয, তবে না করাই উত্তম।

শব্দার্থ : نَهٰى - তিনি নিষেধ করেছেন, اَنْ تَغْتَسِلَ - গোসল করতে বা করবে, اَلْمَرْأَةُ - মহিলা বা নারী, بِفَضْلِ الرَّجُلِ - পুরুষের অবশিষ্ট (পানি) দ্বারা, الرَّجُلِ - পুরুষ, بِفَضْلِ - অবশিষ্ট বা অতিরিক্ত, وَلْيَغْتَرِفَا - তারা দু'জনে যেন আজলা আজলা বা অঞ্জলী ভরে পানি উঠায়, جَمِيْعًا - সকল বা একত্রে।

١٠. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ (رَضِىَ لِلّٰهُ عَنْهَا) .

১০. ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা)-এর গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন।

[সহীহ মুসলিম পর্ব : ২ হাদীস-৪৮/৩২৩]

শব্দার্থ : كَانَ يَغْتَسِلُ - তিনি গোসল করতেন, بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ - মায়মূনাহ্ (রা)-এর গোসলের অবশিষ্ট (পানি) দ্বারা, رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا - আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন।

١١. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِىْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ : اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ : اِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ .

১১. আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় (হাদীসটি এভাবে) বর্ণিত হয়েছে, 'কোনো এক বড় গামলার বা পাত্রের পানিতে নবীর কোনো স্ত্রী গোসল করেছিলেন, তারপর নবী করীম ﷺ তাঁর (অবশিষ্ট) পানিতে গোসল করার জন্য এলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আমি তো জুনবী ছিলাম (আর্থাৎ আমি তাতে নাপাকীর গোসল করেছি)। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, 'পানি তো আর (এতে) না-পাক হয় না।' একে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজা সহীহ্ বলেছেন।

শব্দার্থ : وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ - সুনানের ৪টি কিতাবে রয়েছে, اِغْتَسَلَ - গোসল করলেন, بَعْضُ - কোনো একজন, بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ - নবী (আ)-এর কোনো একজন স্ত্রী, فِىْ جَفْنَةٍ - গামলাতে বা পাত্রে, فَجَاءَ - অতঃপর তিনি আসলেন, لِيَغْتَسِلَ - গোসলের জন্য, مِنْهَا - তা হতে (গামলা হতে), فَقَالَتْ لَهُ - স্ত্রী

তাকে বললেন, اِنِّىْ - নিশ্চয়ই আমি, كُنْتُ جُنُبًا - আমি অপবিত্র ছিলাম, فَقَالَ - অতঃপর তিনি বললেন, لَا يُجْنِبُ - নাপাক বা অপবিত্র হয় না।

١٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهٗ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

১২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : "কুকুর কোনো পাত্র ঝুটা (মুখ লাগিয়ে পানাহার) করলে ঐ পাত্রের পবিত্রতার জন্য পাত্রটিকে সাতবার পরিষ্কার করে ধৌত করতে হবে– এটি প্রথম বারে মাটি দিয়ে মেজে নিতে হবে। [মুসলিম পর্ব : ২, হাদীস- ৯১/২৭৯]

ব্যাখ্যা : এর অন্য বর্ণনায় আছে, "পাত্রের ঝুটা জিনিস ফেলে দিতে হবে– (মুসলিম : হাদীস-৮৯/২৭৯।" তিরমিযীতে আছে, "শেষের বার অথবা প্রথমবার মাটি দিয়ে মেজে নিতে হবে।" সহীহ্ তিরমিযী হাদীস-৯১)

উল্লেখ্য যে, কুকুরের ঝুটা পাত্র পবিত্র করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মেজে-ঘষে ধুয়ে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে অবহেলা করা চলবে না।

শব্দার্থ : طَهُوْرُ – পবিত্র অর্জন হবে, اِنَاءِ - পাত্র, اِنَاءِ اَحَدِكُمْ- তোমাদের কারো পাত্র, اِذَا وَلَغَ - মুখ লাগবে, فِيْهِ - তাতে, اَلْكَلْبُ - কুকুর, اَنْ يَغْسِلَهٗ - তাকে ধৌত করবে বা ধৌত করা, سَبْعَ مَرَّاتٍ - সাতবার, اَوْ لَاهُنَّ - প্রথমবার, بِالتُّرَابِ - মাটি দ্বারা।

١٣. وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْهِرَّةِ : اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ .

১৩. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়াল প্রসঙ্গে বলেন, "সে অপবিত্র নয় আর সে তো তোমাদের মধ্যে খুব বেশি প্রদক্ষিণকারী প্রাণী।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস ৭৫, নাসায়ী হাদীস-৬৮, তিরমিযী হাদীস-৯২, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৬৭, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১০৪]

শব্দার্থ : قَالَ – তিনি বলেন, فِى الْهِرَّةِ - বিড়াল প্রসঙ্গে, اِنَّهَا لَيْسَتْ -নিশ্চয়ই সেটা নয়, بِنَجَسٍ - অপবিত্র, اِنَّمَا هِىَ - নিশ্চয়ই সেটা, - مِنَ الطَّوَّافِيْنَ - প্রদক্ষিণকারীদের একজন, عَلَيْكُمْ - তোমাদের মধ্যে।

١٤. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِى طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ.

১৪. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে মসজিদের (নববীর) এক পাশে পেশাব করতে শুরু করলে লোকেরা (সাহাবীরা) তাকে ধমকাল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ধমকাতে নিষেধ করলেন। তার পেশাব করা সমাপ্ত হলে তিনি সাহাবীদের এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দিলেন।" অতঃপর এর উপর তা ঢেলে দেয়া হলো।

[সহীহ বুখারী মুসলিম, হাদীস একাডেমী : ২৮৪]

শব্দার্থ : جَاءَ – আসল বা আগমন করল, أَعْرَابِيٌّ-গ্রাম্য লোক, فَبَالَ - অতঃপর সে প্রসাব করল, فِى طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ - মাসজিদের এক পাশে, فَزَجَرَهُ - অতৎপর তাকে ধমক দিল, النَّاسُ - মানুষ বা মানুষেরা, فَنَهَاهُمُ - তাদেরকে নিষেধ করলেন নবী (সা), فَلَمَّا - অতঃপর যখন, قَضَى - শেষ করল, بَوْلَهُ - তার প্রসাব, أَمَرَ - আদেশ করলেন, بِذَنُوْبٍ - বালতি নিয়ে আসার, مَاءٍ؛ - পানির, فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ - তার উপর গড়িয়ে দেয়া হলো ।

١٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانُ : فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ.

১৫. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমাদের (মুসলিমদের) জন্য খাদ্যরূপে দু'ধরনের মৃত প্রাণীকে ও দু'প্রকার রক্তকে হালাল করা হয়েছে। মৃত দু'ধরনের প্রাণী হলো টিড্ডি (পঙ্গপাল) ও মাছ এবং রক্ত হচ্ছে– (হালাল প্রাণীর) কলিজা ও প্লীহা।"

[য'ঈফ : আহমদ ২/৯৭, ইবনে মাজাহ ৩৩১৪, মাওকুফ হিসেবে সহীহ।]

শব্দার্থ : لَنَا – আমাদের জন্য, أُحِلَّتْ - হালাল করা হয়েছে, مَيْتَتَانِ - দু'টি মৃত প্রাণী, وَدَمَانِ - দু'প্রকার রক্ত, اَلْجَرَادُ - টিড্ডি বা পঙ্গগাল, الْحُوْتُ - মাছ, الْكَبِدُ - কলিজা, الطِّحَالُ-হৃৎপিণ্ড।

١٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءً .

১৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমাদের পানীয় বস্তুতে মাছি পড়লে তাতে সেটা ডুবিয়ে দিয়ে বাইরে ফেলে দিবে। কেননা তার একটি ডানায় রোগ-ব্যাধি ও অন্যটিতে শেফা (রোগ-মুক্তির উপকরণ) রয়েছে।" [বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৩৩২০, ৫৭২৯; আবূ দাউদ]

আবূ দাউদে আরো উল্লেখ আছে যে, "মাছি তার রোগের জীবাণুযুক্ত ডানাটি দ্বারা (সাঁতরিয়ে) নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-৩৮৪৪]

শব্দার্থ : اِذَا وَقَعَ - যখন (বসবে) পতিত হবে, الذُّبَابُ - মাছি, فِىْ شَرَابِ - পানীয় বস্তুতে, اَحَدِكُمْ - তোমাদের কারো, فَلْيَغْمِسْهُ - সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ - তারপর সে যেন তুলে নেয়, فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ - কেননা নিশ্চয়ই তার এক ডানায় রয়েছে, دَاءً - রোগ বা ব্যাধি, وَفِى الْاٰخَرِ - এবং অপর বা ডানায়, شِفَاءً - আরোগ্য।

ব্যাখ্যা : আধুনিক কালের চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারাও মাছির উভয় ডানার উল্লেখিত বৈশিষ্টের কথা স্বীকৃত হয়েছে। (সুবুলুস্ সালাম) ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা হামেক ফাকীহ্ লিখিত দ্রষ্টব্য। বিছা ও ডাঁসের দংশনের স্থানে মাছি ঘষে দিলে উপকার হয়। (ফাতহুল আল্লামা দ্রঃ)

١٧. وَعَنْ اَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ.

১৭. আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "কোনো জীবিত প্রাণীর শরীরের অংশবিশেষ কেটে নেয়া হলে ঐ কর্তিত অংশকে মৃত ধরা হবে।" (অর্থাৎ ঐরূপ কাটা অংশ খাওয়া হারাম।)

[হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২৮৫৭, তিরমিযী হাদীস-১৪৮০, উল্লেখিত শব্দ তিরমিযীর]

শব্দার্থ : مَا قُطِعَ - যখন কর্তন করা হয়েছে (কাটা অংশ), مِنَ الْبَهِيْمَةِ - চতুষ্পদ জন্তু হতে, وَهِىَ حَيَّةٌ - এমতাবস্থায় তা জীবিত, فَهُوَ مَيِّتٌ - সেটা মৃত।

٢. بَابُ الْاٰنِيَةِ

২. অনুচ্ছেদ : পাত্রের বিবরণ

আহার-বিহার, ইবাদাত-বন্দেগী ইত্যাদিতে শুদ্ধ, রুচিসম্মত ও শরীয়ত অনুমোদিত পাত্র এবং বাসনাদি ব্যবহার অপরিহার্য। তা না হলে ইবাদাত শুদ্ধ হবে না ও পানাহার করাও জায়েয হবে না। এ সম্বন্ধে আমাদেরকে সতর্ক ও সযত্ন থাকার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

١٨. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا ،فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

১৮. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পান করবে না এবং সোনা-রূপার তৈরি থালা-বাসনে আহার করবে না। বস্তুত: এ সব থালা বাসন দুনিয়াতে কাফিরদের (ব্যবহারের) জন্য ও পরকালে তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য"।

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৬৭]

শব্দার্থ : لَا تَشْرَبُوْا - তোমরা পান করো না, فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ - স্বর্ণের পাত্রে, وَالْفِضَّةِ - রূপা বা রূপার (পাত্রে), وَلَا تَاْكُلُوْا - এবং খেও না বা ভক্ষণ করো না, فِىْ صِحَافِهَا - তার থালাতে, فَاِنَّهَا لَهُمْ - কেননা এটা তাদের জন্য, فِى الدُّنْيَا - দুনিয়াতে, وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ - এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।

١٩. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اِنَاءِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

১৯. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করবে সে জাহান্নামের আগুন দিয়েই পেট ঢক্ ঢক্ করে ভর্তি করবে"। [সহীহ বুখারী মুসলিম; হাদীস একাডেমী : ২০৬৫]

শব্দার্থ : اَلَّذِيْ يَشْرَبُ - যে পান করে, فِيْ اِنَاءِ الْفِضَّةِ - রূপার পাত্রে, اِنَّمَا - নিশ্চয় সে ঢক্ ঢক্ করে ভরে বা পুরে, يُجَرْجِرُ - তার পেটে, فِيْ بَطْنِهِ - نَارَ جَهَنَّمَ - জাহান্নামের আগুন।

٢٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ .

২০. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "দেবাগাত (অর্থাৎ চুনখারী) করা হলে চামড়া পবিত্র হয়।

[মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৬৬]

"যে কোনো চামড়া চুনখারী দ্বারা পবিত্র হয়।" [সহীহ আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী, হাদীস-১৭২৮, নাসাঈ হাদীস-৪২৪১, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৫০৯]

ব্যাখ্যা : তবে কুকুর ও শুকরের চামড়া পবিত্র করা যায় না। এগুলোকে মৌলিক নাপাক বলে গণ্য করা হয়েছে।

শব্দার্থ : اِذَا دُبِغَ - যখন দাবাগত দেয়া হয়, اَلْاِهَابُ - চামড়া বা চামড়াকে, طَهُرَ - পবিত্র হয়।

٢١- وَعِنْدَ الْاَرْبَعَةِ : (اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ).

২১. সুনান চতুষ্টয়ে আছে : যে কোনো চামড়া দাবাগত করা হলে (চুনখারী) করা হলে পবিত্র হয়। [তিরমিযী-১৭২৮, নাসায়ী-৪২৪১, আবূ দাউদ-৪১২৩, ইবনে মাজাহ-৪৬০৯]

শব্দার্থ : اَيُّمَا اِهَابٍ - যে কোনো চামড়া, دُبِغَ - দাবাগত দেয়া হয়।

٢٢. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا.

২২. সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক্ব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "(মৃত প্রাণীর) চামড়ার পবিত্রতা চূনখারী দ্বারা হয়ে থাকে।"

[সহীহ যেমনটি ইবনে হিব্বান বলেছেন তবে বর্ণনাটি সালামার নয়; বরং আয়েশা (রা) থেকে।]

শব্দার্থ : دِبَاغُ - দাবাগত দেয়া, جُلُوْدِ - চামড়া, طُهُوْرُهَا - তার পবিত্র।

٢٣. وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ يَجُرُّوْنَهَا، فَقَالَ : لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا؟ فَقَالُوْا : اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ .

২৩. মাইমুনাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত ছাগল টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : "যদি তোমরা এর চামড়াটা নিয়ে নিতে?" তারা বলল : 'এটা তো মৃত ছাগল।" তিনি তাদের বললেন : "পানি ও বাবলার ছাল (এর কষ) একে পবিত্র করে দেবে। [আবূ দাউদ-৪২৬, নাসায়ী হাদীস-৪২৩৫]

শব্দার্থ : مَرَّ - অতিক্রম করলেন, بِشَاةٍ - এমন একটি ছাগলের পাশ দিয়ে, - يَجُرُّوْنَهَا - তারা তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেনে, فَقَالَ - তখন তিনি বললেন, لَوْ اَخَذْتُمْ - যদি তোমরা গ্রহণ করতে বা নিয়ে নিতে, اِهَابَهَا - তার চামড়া, فَقَالُوْا - তারা বললেন বা বলল, اِنَّهَا- এটাতো, مَيْتَةٌ - মৃত (প্রাণী), يُطَهِّرُهَا - তাকে পবিত্র করবে, وَالْقَرَظُ - এবং বাবলার ছাল।

ব্যাখ্যা : যে প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানো বৈধ তার হাড়, শিং, লোম ও দাঁতের ব্যবহার ও ব্যবসা করাও জায়েয।'–মিশকুল খেতাম।

٢٤. وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (رضى) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ اَفَنَاْكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ؟ قَالَ : لَا تَاْكُلُوْا فِيْهَا، اِلَّا اَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا.

২৪. আবূ সা'লাবাহ খুশানী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আহলে কিতাবদের অধীনস্থ ভূমিতে বসবাস করি। আমরা তাদের বাসন-পত্রে খেতে পারব কি? তিনি বললেন, অন্য বাসনপত্র না পেলে খেতে পারো, তবে ধৌত করে পরিষ্কার করে খাবে।

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৩]

শব্দার্থ : اِنَّا بِاَرْضٍ - আমরা (এমন) মাটিতে বা এমন জায়গায় অবস্থান করছিলাম, قَوْمٍ - সম্প্রদায়, اَهْلِ كِتَابٍ - আহলে কিতাব, اَفَنَاكُلُ- আমরা কি খাব? فِىْ اٰنِيَتِهِمْ - তাদের পাত্রে, لَا تَاْكُلُوْا - তোমরা ভক্ষণ করো না, فِيْهَا - তাতে, اَنْ لَا تَجِدُوْا - যদি তোমরা না পাও, غَيْرَهَا - তাছাড়া, فَاغْسِلُوْهَا - তা ধৌত কর, وَكُلُوْا فِيْهَا - এবং তাতে খাও।

٢٥. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوْا مِنْ مُزَادَةِ امْرَاَةٍ مُشْرِكَةٍ .

২৫. 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ জনৈকা মুশরিকা (বেদ্বীন) রমণীর চামড়ার তৈরিকৃত পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করেছিলেন। এ হাদীসটি একটি বড় হাদীসের অংশ বিশেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দার্থ : وَاَصْحَابَهُ - তাঁর সাথীবর্গ, تَوَضَّئُوْ - তারা ওযূ করল, مِنْ مُزَادَةِ- মশক বা চামড়ার পাত্র হতে, امْرَاَةٍ - মহিলার, مُشْرِكَةٍ - মুশরিক।

٢٦. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ .

২৬. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ এর একটি পেয়ালা ফেটে যাওয়ায় তিনি সেটির ভাঙ্গা অংশে রূপার তার জড়িয়ে বেঁধে দেন।

[সহীহ : বুখারী]

শব্দার্থ : قَدَحٌ - পেয়ালা বা পান পাত্র, انْكَرَ - ভেঙ্গে গেল, فَاتَّخَذَ - তিনি গ্রহণ করলেন বা বাঁধলেন, مَكَانَ الشَّعْبِ - ভাঙ্গা বা ফাটা অংশে, سِلْسِلَةٌ - তার বা শিকল, مِنْ فِضَّةٍ - রূপার।

٣. بَابُ اِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

৩. অনুচ্ছেদ : অপবিত্রতা দূরীকরণ ও এর বর্ণনা

٢٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ لَا -

২৭. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : "মদকে কি 'খাল'. বা সিরকা বানানো যায়?" রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন : 'না'। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ১৯৮৩]

শব্দার্থ : عَنِ الْخَمْرِ - মদ হতে, মাদক হতে, تُتَّخَذُ - বানানো হয়, خَلًّا - শিরকা।

٢٨. وَعَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا طَلْحَةَ فَنَادٰى : اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ.

২৮. আনাস (রা) হতে আরো বর্ণিত; আবু তালহা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন জনসাধারণের মাঝে একথা ঘোষণা করতে আদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন, গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিশ্চয়ই তা অপবিত্র।

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ১৯৪০]

শব্দার্থ : لَمَّا كَانَ -যখন বা যখন ছিল, يَوْمُ خَيْبَرَ - খায়বারের দিন, يَنْهَيَانِكُمْ - তারা দু'জন তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, لَحُوْمِ الْحُمُرِ - গাধার গোশ্ত, اَلْاَهْلِيَّةُ - গৃহপালিত, رِجْسٌ - অপবিত্র।

٢٩. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ (رضـ) قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلٰى كَتِفَيَّ -

২৯. 'আমর ইবনে খারিজাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মিনা' নামক স্থানে (তাঁর উটের উপর) আরোহনকৃত অবস্থায় আমাদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন আর তাঁর উটের (মুখ নিঃসৃত) লালা আমার কাঁধদ্বয়ের উপর বেয়ে পড়ছিল। [সহীহ আহমদ হাদীস-৪৮৭, তিরমিযী হাদীস-২১২১]

ব্যাখ্যা : মহানবীর ﷺ মৌন সমর্থন হতে বোঝা যাচ্ছে যে, উটের ন্যায় হালাল জন্তুর লালা পাক–যদি তার মুখে কোনো অপবিত্রতা বস্তু লেগে না থাকে।

শব্দার্থ : خَطَبَ - খুতবা দিলেন বা ভাষণ দিলেন, بِمِنًى - মিনাতে, رَاحِلَتُهُ - তার বাহনে বা আরোহীতে, لُعَابُهَا - (তার) লাগা, يَسِيْلُ - গড়িয়ে পড়ছে, كَتِفَيَّ - আমার দু' কাঁধে।

٣٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذٰلِكَ الثَّوْبِ، وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى اَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ.

৩০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাপড় হতে বীর্য ধুয়ে ফেলে ঐ কাপড়ে সালাত আদায় করতে বেরিয়ে যেতেন আর আমি ধোয়ার চিহ্নটা কাপড়ে লক্ষ্য করতাম।" [বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৮৯]

শব্দার্থ : يَغْسِلُ - ধৌত করেন, اَلْمَنِيُّ - মানী বা শুক্র বা বীর্য, يَخْرُجُ - বের হন বা বেরিয়ে যান, الثَّوْبِ। - কাপড়, اَنْظُرُ - আমি দেখি বা লক্ষ্য করি, اَثَرٌ - চিহ্ন, اَلْغَسْلُ - ধোয়া।

٣١. وَلِمُسْلِمٍ : لَقَدْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّيْ فِيْهِ.

৩১. সহীহ মুসলিমে আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় থেকে বীর্যকে ঘসে/রগড়িয়ে খুঁটিয়ে তুলে দিতাম। তারপর তিনি ঐ কাপড়ে সালাত পড়তেন।

শব্দার্থ : اَفْرُكُ - আমি ঘষি বা খুটাই।

٣٢. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ : لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِيْ مِنْ ثَوْبِهِ .

৩২. মুসলিমের অন্য শব্দ এরূপ আছে। শুকনা বীর্য আমি তার কাপড় হতে নিজের নখ দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে উঠিয়ে ফেলতাম। [মুসলিম হাদীস একাডেমী: ২৮৮ ও ২৯০]

শব্দার্থ : كُنْتُ أَحُكُّ - আমি ঘষে উঠাতাম, بِظُفُرِيْ - আমার নখ দিয়ে, يَابِسًا - শুকনা।

٣٣. وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ .

৩৩. আবূ সাম্‌হ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন "মেয়ে শিশুর পেশাব লাগলে ধৌত করতে হয় আর দুগ্ধ পোষ্য পুত্র সন্তানের পেশাবের স্থানে পানির ছিটা দিতে হয়।"

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৭৬, নাসায়ী হাদীস-৩০৪, হাকিম ১৬৬]

শব্দার্থ : اَلْجَارِيَةُ - শিশুকন্যা, يُرَشُّ - ছিটিয়ে দেয়া হয়,

اَلْغُلَامُ - শিশুপুত্র, بَوْلٌ - প্রস্রাব।

٣٤. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : فِيْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ : تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ .

৩৪. আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত; ঋতুর (হায়েয) রক্ত কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন : "খাকরিয়ে দেয়ার পর পানি দ্বারা রগড়িয়ে নিয়ে তারপর পানি দিয়ে ধৌত করে তাতে সালাত পড়বে।" [সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৯১]

শব্দার্থ : اَلْحَيْضُ - ঋতু, دَمٌ - রক্ত, يُصِيْبُ - পৌছে বা লাগে, تَحُتُّ - নখ দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে দেবে, تَقْرُصُ - পানি দ্বারা আঙ্গুল দিয়ে রগড়িয়ে দেবে,, تَنْضَحُ - পানি দ্বারা ধৌত করবে, تُصَلِّيْ - তুমি সালাত আদায় করবে।

٣٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَتْ خَوْلَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ : يَكْفِيْكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ .

৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা) বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! যদি রক্ত (চিহ্ন) দূর না হয় তবে (কি করতে হবে)? তার উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, রক্তের চিহ্নে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।"

[হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-৩৬৫, হাদীসটি তিরমিযীতে নেই]

শব্দার্থ : لَمْ يَذْهَبْ - না যায় বা দূর না হয়, يَكْفِيْكِ - তোমার জন্য যথেষ্ট, وَلَا يَضُرُّ - ক্ষতি করবে না, أَثَرُهُ - তার চিহ্ন।

٤. بَابُ الْوَضُوْءِ

৪. অনুচ্ছেদ : উযূর বিবরণ

সালাত ইসলামের একটা বিশেষ স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। এ ইবাদত মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের সুদৃঢ় সোপান। আর সর্বপ্রকার সালাতের জন্যই ওযু শর্ত। তাই ওযুর গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া ওযুর ফযীলত বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যথাযথভাবে ওযু সম্পাদন করলে মনের নির্মলতা ও পবিত্রতার উপরও তার প্রভাব প্রসারিত হতে থাকে। হাদীস শরীফে ওযুকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

٣٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক ওযূর সঙ্গে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [সহীহ আহমদ ২/৪৬০, ৫১৭; নাসায়ী সুনান কুবরা ২৯৮; ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৪০; মুয়াত্তা মালিক পবিত্রতা অর্জন পর্ব হাদীস-১১৪, ১১৫]

শব্দার্থ : لَوْلَا - যদি না, أَشُقَّ - কষ্ট মনে করি, أُمَّتِيْ - আমার উম্মাত, لَأَمَرْتُ - আমি আদেশ করি বা আদেশ করতাম, السِّوَاكِ - মিসওয়াক, كُلِّ وُضُوْءٍ - প্রত্যেক ওযু।

ব্যাখ্যা : ওযুর অন্যতম উদ্দেশ্য যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দাঁত পরিষ্কার করার কঠোর নির্দেশ হতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩৭. وَعَنْ حُمْرَانَ اَنَّ عُثْمَانَ (رضى) دَعَا بِوَضُوْءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ـ

৩৭. হুমরান (রা) হতে বর্ণিত; একদিন 'উসমান (রা) উযূর পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি প্রথমে দু' হাত (কব্জি) পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর বাম হাতও ঐরূপভাবে ধৌত করলেন। তারপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন তারপর ডান পা 'টাখ্নু' (গিরা)সহ তিনবার ধৌত করলেন তারপর বাম পা ঐভাবে ধৌত করলেন। তারপর বললেন : "আমার ঐ উযূর মতোই উযূ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি।" [সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২২৬]

শব্দার্থ : دَعَا - ডাকলেন, وَضُوْءٌ - ওযূর পানি, دَعَا بِوَضُوْءٍ - ওযূর পানি আনতে বললেন, كَفٌّ - হাতের কব্জি পর্যন্ত হাত, كَفَّيْهِ - তার দু' হাত, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - তিনবার, مَضْمَضَ - কুলি করলেন, اسْتَنْشَقَ - নাকে পানি দিলেন, اسْتَنْثَرَ - নাক ঝাড়ল, وَجْهَهُ - তার মুখমণ্ডল, يَدَهُ الْيُمْنٰى - তার ডান হাত, اَلْمِرْفَقُ - কনুই, الْيُسْرٰى - বাম, رِجْلَهُ - তার পা, كَعْبٌ - টাখনু, الْكَعْبَيْنِ - দু' টাখনু, تَوَضَّا - ওযূ করলেন, نَحْوَوُضُوْئِى - আমার ওযূর মতো।

৩৮. وَعَنْ عَلِىٍّ (رضى) فِىْ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاحِدَةً.

৩৮. আলী (রা) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূ প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি বলেন ; নবী করীম ﷺ একবার মাত্র মাথা মাসেহ্ করেছিলেন। [সহীহ আবূ দাউদ একবার হাদীস-১১১]

শব্দার্থ : صِفَةٌ - পদ্ধতি বা গুণ, مَسَحَ - মাসাহ করলেন, رَأْسٌ - মাথা, رَأْسُهُ - তার মাথা, أَصَحُّ - অধিক বিশুদ্ধ।

٣٩. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَاصِمٍ (رضى) فِىْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ : وَمَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ.

৩৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আসিম (রা) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূ প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয়কে (মাথা মাসেহের সময়) পেছন থেকে আগে এবং আগে থেকে পেছনে নিয়ে এলেন।

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৩৫]]

শব্দার্থ : أَقْبَلَ - পেছনের দিক থেকে সামনের, أَدْبَرَ - সামনের দিক থেকে পিছনে নিলেন।

٤٠. وَفِىْ لَفْظٍ : بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ.

৪০. অন্য বর্ণনায় আছে মাথার অগ্রভাগ হতে মাসেহ করা আরম্ভ করলেন এবং হস্তদ্বয়কে মাথা গুদা (পেছনে দিকের সর্বশেষ অংশ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর হস্তদ্বয়কে আরম্ভ করার স্থানে ফিরিয়ে আনলেন।

[বুখারী, মুসলিম হাদীস একাডেমী: ২৩৫]

শব্দার্থ : بَدَأَ - শুরু করলেন, مُقَدَّمٌ - অগ্রভাগ, قَفَا - ঘাড়ের পশ্চাৎদিক/পিঠ, رَدَّهُمَا - উভয়টি ফিরিয়ে আনলেন, اَلْمَكَانُ - স্থান, اِلَى الْمَكَانِ - স্থান পর্যন্ত।

٤١. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) فِىْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ - قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِىْ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ.

৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে উযূর নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মাসেহ করলেন এবং তাঁর দু'হাতের তর্জনী (শাহাদাত)

আঙ্গুল দু'টিকে তাঁর দু'কানের ছিদ্র পথে প্রবেশ করালেন ও বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টি দ্বারা দু'কানের বাহির ভাগ মাসেহ করলেন।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৩৫, নাসায়ী হাদীস-১০২, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৪৭]

শব্দার্থ : أَدْخَلَ - প্রবেশ করাল, إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ - তার দু' শাহাদাত (তর্জনী) অঙ্গুলি, أُذُنٌ - কান, أُذُنَيْهِ - তার দু' কান, إِبْهَامٌ - বৃদ্ধাঙ্গুলি, ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ - তার দু'কানের পিঠ।

٤٢. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ.

৪২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা ছিদ্রে শয়তান রাত্রি যাপন করে থাকে।" [সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৩৮]

শব্দার্থ : اِسْتَيْقَظَ - ঘুম হতে জাগল, مَنَامٌ - ঘুম, فَلْيَسْتَنْثِرْ - সে যেন নাক ঝাড়ে, يَبِيْتُ - রাত যাপন করে, خَيْشُوْمٌ - নাকের ছিদ্র।

ব্যাখ্যা : নাকের ছিদ্রে শয়তানের রাত্রি যাপন করা থেকে প্রকৃত শয়তানের রাত্রি যাপন হতে পারে। কেননা শয়তান অপবিত্র ও খারাপ জায়গায় থাকতে পছন্দ করে, অথবা শয়তান থেকে নাকের ভীরুরের আবর্জনাও হতে পারে কেননা যে শয়তান কথাটি রূপক অর্থে মন্দ জিনিসের ক্ষেত্রে ও ব্যবহার হয়ে থাকে।

٤٣. وَعَنْهُ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৪৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।"

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৭৮; উল্লিখিত শব্দ মুসলিমের উল্লেখিত হাদীসের শব্দ সহীহ মুসলিমে বর্ণীত হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে]

শব্দার্থ : لَايَغْمِسُ - না ডুবায়, لَا يَدْرِيْ - সে জানে না, اَيْنَ - কোথায়, بَاتَتْ - রাত যাপন করেছে, يَدَهٗ - তার হাত।

٤٤. وَعَنْ لَقِيْطِ بْنُ صَبْرَةَ، (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ، اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

৪৪. লাক্বীত ইবনে সাব্‌রাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "উত্তমরূপে উযূ কর ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল কর, নাকে পুরো মাত্রায় পানি প্রবেশ করাও, কিন্তু রোযাদার অবস্থায় সেরূপ করবে না। (সংযতভাবে করবে)"।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪২, ১৪৩; নাসায়ী হাদীস-৮৭; তিরমিযী হাদীস-৩৮; ইবনে মাজাহ হাদীস-৪৪৮; ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৫০, ১৬৮]

শব্দার্থ : اَسْبِغْ - পূর্ণ কর বা সুন্দর কর, خَلِّلْ - খেলাল কর, بَيْنَ الْاَصَابِعِ - আঙ্গুলের মাঝে, بَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ - নাকে পূর্ণমাত্রায় পানি দাও, صَائِمًا - রোযাদার।

٤٥. وَلِاَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ : اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ .

৪৫. আবূ দাউদের অন্য এক হাদীসে আছে, "যখন উযূ করবে তখন কুলি করবে।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪৪]

শব্দার্থ : مَضْمِضْ - কুলি করো, اِذَا تَوَضَّأْتَ - যখন ওযূ করবে।

٤٦. وَعَنْ عُثْمَانَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهٗ فِى الْوُضُوْءِ.

৪৬. উসমান (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উযূর সময় তাঁর দাড়ি মুবারক খিলাল করতেন (ভিজা আঙ্গুল দিয়ে দাড়ির গোড়া ভিজাতেন)।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-৩১, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১/৭৮-৭৯]

শব্দার্থ : كَانَ يُخَلِّلُ - খিলাল করতেন, لِحْيَتَهٗ - তার দাড়ি।

٤٧. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ اُتِىَ بِثُلُثَىْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ .

৪৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ-এর নিকট দুই তৃতীয়াংশ মুদ্দ পরিমাণ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে তাঁর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ঘষে ধুতে লাগলেন।" [সহীহ আহমদ ৪/৩৯; ইবনু খুযাইমাহ হাদীস-১১৮]

শব্দার্থ : اُتِىَ - আনা হলো, بِثُلُثَىْ - দু' তৃতীয়াংশ, مُدٍّ - এমন পাত্র যাতে ৬২৫ গ্রাম পানি ধরে, يَدْلُكُ - ঘষলেন বা ঘষবে, ذِرَاعَيْهِ - তার দু' বাহু।

٤٨. وَعَنْهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَاْخُذُ لِاُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِىْ اَخَذَ لِرَاْسِهِ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوْظُ.

৪৮. উক্ত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নবী করীম ﷺ-কে মাথা মাসেহ করার অবশিষ্ট পানি ছাড়া কান মাসেহ করার জন্য নতুনভাবে পানি নিতে দেখেছিলেন।" বায়হাকী (১/৬৫) (তিনি এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযীও একে সহীহ বলেছেন) মুসলিমে শব্দগুলো এরূপ– "এবং তিনি তাঁর মাথা মাসেহ করেছিলেন। তাঁর হাতদ্বয়ের অবশিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে।" – আর এ বর্ণনাটিই সঠিক। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৩৬; বায়হাক্বী এ বর্ণনাকে পূর্বের বর্ণনার চেয়ে অধিক সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

শব্দার্থ : خِلَافَ الْمَاءِ - ভিন্ন পানি, مَسَحَ بِرَاْسِهِ - মাথা মাসেহ করলেন, بِمَاءٍ - পানি দ্বারা, غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ - তার দু' হাতের পানি ব্যতীত অন্য পানি দিয়ে।

٤٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اُمَّتِىْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ، مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

৪৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার উম্মত কিয়ামতের দিন উযূর নিদর্শন হিসেবে নিজেদের উজ্জ্বল উযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ হাজির হবে। তাই যারা তাদের ঐ উজ্জ্বলতা বাড়াতে সক্ষম তারা যেন তা বৃদ্ধি করে নেয়। [সহীহ বুখারী মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৫/২৪৬; উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের। হাদীসে বর্ণিত যারা তাদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম শেষ পর্যন্ত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বক্তব্য।

শব্দার্থ : غُرًّا - যে কোনো বস্তুর অগ্রভাগ (এখানে উদ্দেশ্য হাত-পা), مُحَجَّلِيْنَ - উজ্জ্বল বা চকমকে, اَثَرِالْوُضُوْءِ - ওযূর চিহ্ন, اِسْتَطَاعَ - সক্ষম হলো বা হবে, يُطِيْلَ - লম্বা করে, فَلْيَفْعَلْ - সে যেন তা করে।

৫০. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِىْ تَنَعُّلِهِ. وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ، وَفِىْ شَانِهِ كُلِّهِ.

৫০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জুতা পরা, কেশ বিন্যাস, উযূ ইত্যাদি যাবতীয় কর্মে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"

[সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৬৭/২৬৮

শব্দার্থ : يُعْجِبُ - ভালো লাগে বা পছন্দ করে, التَّيَمُّنُ - ডান দিক থেকে শুরু করা, تَنَعُّلٌ - জুতা পরিধান করা, تَرَجُّلٌ - মাথা আঁচড়ানো, شَانٌ - অবস্থা, কাজ।

৫১. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ(رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاْتُمْ فَابْدَاُوْا بِمَيَامِنِكُمْ.

৫১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যখন তোমরা উযূ করবে তখন তোমরা ডান দিক হতে উযু আরম্ভ করবে"।

(সহীহ আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে মাযাহই হাদীসকে সহীহ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শব্দার্থ : اِبْدَاُوْا - শুরু করো, مَيَامِنِكُمْ - তোমাদের ডান দিক হতে।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস- ৪১৪১, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস- ১৭৮; এ দু'হাদীস গ্রন্থের শব্দ এরূপ اِذَا لَبِسْتُمْ وِاِذَا تَوَضَّا ثُمَّ فَابْدَاُوْ بِاَيَامِنِكُمْ مِنْكُمْ যখন তোমরা পোশাক পড়বে এবং উযূ করবে তখন ডানদিক থেকে আরম্ভ করবে নাসায়ী সুনান কুবরা ৫/৪৮২; তিরমিযী হাদীস-১৭৬৬; এ দু গ্রন্থের শব্দ এরূপ كَانَ اِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَاَ بِمَيَامِنِهِ. ইবনে মাজাহ হাদীস-৪০২; এখানে উল্লেখিত শব্দ ইবনে মাজাহ।]

٥٢. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّا، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.

৫২. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উযূ করার সময় তাঁর কপাল পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করেছেন।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৮৩/২৭৪]

শব্দার্থ : نَاصِيَةٌ - কপাল বা ললাট, اَلْعِمَامَةُ - পাগড়ী, اَلْخُفَّيْنِ - মোজাদ্বয়

ব্যাখ্যা : মূলতঃ মাথার উপরেই মাসেহ ফরয, কপালের উপর মাসেহ ফরয নয় তবে পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে গিয়ে মাথার অগ্রভাগে মাসেহ আরম্ভ করার সময় হাত কিছুটা কপালের উপর এসেই যায় হাদীসে সেটাই বুঝানো হয়েছে।

٥٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) فِىْ صِفَةِ حَجِّ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ النَّبِىُّ : ﷺ اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَا اللّٰهُ بِهِ.

৫৩. জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা) কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর হাজ্জের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেন : "(কুরআনে) আল্লাহ যেটার উল্লেখ আগে করেছেন তোমরাও (সাঈ) সেটা হতে আরম্ভ কর।"

[এভাবে নাসায়ীতে নির্দেশসূচক শব্দ উল্লেখ আছে। সহীহ নাসায়ী হাদীস-২৯৬২, মুসলিমে বর্ণনামূলক শব্দ উল্লেখ আছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২/৮৮৮]

٥٤. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ.

৫৪. উক্ত রাবী জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন উযূ আদায় করতেন তখন তাঁর দু'কনুই এর উপর পানি ফিরাতেন।

[অত্যন্ত দুর্বল : দারে কুত্বনী ১/১৫/৮৩]

শব্দার্থ : اَدَارَ - ঘুরালো বা চক্কর মারলো, ঢেলে দিল, مِرْفَقٌ - কনুই, مِرْفَقَيْهِ - তার দু' কনুই।

٥٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "(উযূর প্রথমে) যে 'বিসমিল্লাহ' বলে না তার উযূ বিশুদ্ধ হয় না।"
[হাসান আহমদ ২/৪১৮; আবূ দাউদ হাদীস-১০১; ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৯৯]

শব্দার্থ : لَمْ يَذْكُرِ - স্মরণ করেনি/উল্লেখ করেনি।

٥٦. وَلِلتِّرْمِذِيِّ : عَنْ سَعِيدِبْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ. قَالَ أَحْمَدُ : لاَيَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

৫৬. তিরমিযীতে সাঈদ ইবনে যাইদ ও আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আহ্‌মদ বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ-হ' বলার ব্যাপারে কিছু প্রমাণিত নেই। [তিরমিযী-১/২৫-২৬, তাওযীহুল আহকাম ১ম/২৪০-২৪১পৃ.]

শব্দার্থ : لاَيَثْبُتُ - সাব্যস্ত নেই, প্রমাণিত নেই।

٥٧. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ.

৫৭. ত্বালহা (রা) তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার মধ্যে ব্যবধান করতে দেখেছি (অর্থাৎ দুই কাজে আলাদা আলাদা পানি ব্যবহার করতেন)। [যা'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-১৩৯]

শব্দার্থ : يَفْصِلُ - পৃথক করে বা আলাদা করে, ব্যবধান করে।

٥٨. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) فِى صِفَةِ الْوُضُوْءِ. ثُمَّ تَمَضْمَضَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِىْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ.

৫৮. আলী (রা) থেকে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ ﷺ তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে তিনবার ঝাড়লেন। তিনি কুলি ও নাক ঝাড়ার কাজ একই হাতের পানিতে করতেন।" [সহীহ আবূ দাউদ ১১১, নাসাঈ হাদীস-৯২, ৯৩]

শব্দার্থ : يُمَضْمِضُ - কুলি করেন, يَنْثِرُ - নাক ঝাড়েন, اَلْكَفُّ - হাতের তালু।

٥٩. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) فِى صِفَةِ الْوُضُوْءِ ثُمَّ أَدْخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا.

৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) হতে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং হাতে নেওয়া একই পানিতে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।"

[বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ১৮/২৩৫]

শব্দার্থ : أَدْخَلَ - প্রবেশ করাল।

٦٠. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : رَأَى النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا، وَفِى قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ . فَقَالَ : اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

৬০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ কোনো লোকের পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা (উযূর সময়) ভিজেনি দেখে তাকে বললেন : "পুনরায় গিয়ে তোমার উযূ সুন্দর কর।" [অর্থাৎ, ভালোভাবে উযূ কর। সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৭৩; নাসায়ীতে এ হাদীসের উল্লেখ নেই।]

ব্যাখ্যা : এই দ্বারা প্রমাণ হয় যে উযুকালীন সময়ে কোন অঙ্গের কোন অংশ শুষ্ক থেকে যায় কিংবা উযুতে শামিল হয় নাই অথবা ইচ্ছা করেই অসম্পূর্ণ রেখে দেয় তবে সেই অযু বাতিল বলে গণ্য হবে। শুধু অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করলে চলবে না বরং নতুন করে উযু না করলে সেই উযুতে সালাত শুদ্ধ হবে না। তেমনিভাবে এক অঙ্গের উযু অসম্পূর্ণ রেখে অন্য অঙ্গের উযুতে চলে যায় তাহলেও উযূ বাতিল হয়ে যাবে ও পুনরায় উযূ করতে হবে।

শব্দার্থ : رَأَى - সে দেখল, قَدَمٌ - পা, قَدَمُهُ - তার পা, فِى قَدْمِهِ - তার পায়ে, الظُّفْرُ - নখ, مِثْلٌ - মতো, পরিমাণ, مِثْلُ الظُّفْرِ - নখ পরিমাণ, لَمْ يُصِبْهُ সেখানে পৌছেনি, اِرْجِعْ - ফিরে যাও, أَحْسِنْ - সুন্দর কর বা সুন্দরভাবে কর, أَحْسِنْ وَضُوْءَكَ - সুন্দরভাবে ওযূ কর।

٦١. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلٰى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ .

৬১. উক্ত সাহাবী আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এক 'মুদ্দ' পানিতে উযূ ও এক 'সা' (আড়াই কেজি) থেকে পাঁচ 'মুদ্দ' পরিমাণ পানিতে গোসল করতেন।' [সহীহ বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৫১/৩২৫]

٦٢. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ : الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

৬২. উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালোভাবে উযূ করে তারপর এ কালেমাটি (নিম্নের দোয়া) পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে।"

উযূ শেষের দু'আ : উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৩৪]

আল্লাহুম্মাজ আল্নী মিনাত তাওওয়াবীনা ওয়াজ আল্নী মিনাল মুতাত্বহহিরীন। [তিরমিযী (হা. ৫৫) আল বানী-এটিকে সহীহ বলেছেন

দু'আটির অর্থ : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ (প্রভু) নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাহ্ কারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

শব্দার্থ : يُسْبِغُ - পূর্ণ করে, يُسْبِغُ الْوَضُوْءَ - পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করে বা ভালোভাবে ওযূ করে, اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, وَحْدَهٗ - তিনি একক, شَرِيْكٌ - অংশীদার, لَاشَرِيْكَ لَهٗ - তার কোনো অংশীদার নেই, عَبْدٌ - বান্দা, عَبْدُهٗ - তাঁর দাস, رَسُوْلٌ - দূত, رَسُوْلُهٗ - তাঁর বা দূত, তাঁর রাসূল, فُتِحَتْ - খোলা হয়, اَبْوَابٌ - দরজাসমূহ।

٥. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

৫. অনুচ্ছেদ : মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম

চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে কোন দ্বীমত নেই তবে যে মোজাতে পানি প্রবেশ করে যায় অর্থাৎ ওয়াটার প্রুফ জাতীয় নয় সেই মোজাতে মাসেহ করার ব্যাপারে মতবিরোধ ও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সবরকম (যেমন কাপড়ের মোজা) মোজাতে মাসেহ জায়েয হওয়া সাব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে মোজা ভেদ করে ভিতরে পানি প্রবেশ করা, না করা বিষয়টি মাসেহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কারণ নয়; বরং বার বার মোজা খুলে উযু করার অধিক ঝামেলা থাকে মুক্তি দেওয়াই হল মাসেহ সাব্যস্ত/ মাশরু হওয়ার একমাত্র কারণ। (সুবুলুস সালাম)

٦٣. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ : دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৬৩. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : "আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে (তাবুকের যুদ্ধে) ছিলাম। তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য উযূ করতে লাগলেন বলে আমি তার পায়ের মোজা দুটি খুলে নিতে চেয়েছিলাম।" তখন তিনি বললেন, "ও দুটিকে থাকতে দাও, আমি এগুলো উযূর অবস্থায় পরেছিলাম।" তারপর তিনি ঐগুলোর উপর মাসাহ করলেন (অর্থাৎ হাত ভিজিয়ে ভিজা হাত দিয়ে উপরি ভাগ মুছে নিলেন)। [বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৭৯/২৭৪]

শব্দার্থ : فَأَهْوَيْتُ - আমি ঝুঁকে পরলাম, لِأَنْزِعَ - আমি খুলতে বা খোলার জন্য, دَعْهُمَا - ও দু'টি ছেড়ে দাও, طَاهِرَتَيْنِ - পবিত্রাবস্থায়, أَدْخَلْتُهُمَا - আমি দু'টো প্রবেশ করিয়েছি।

٦٤. وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৬৪. উক্ত সাহাবী (রা) হতে দুর্বল সনদে আরো বর্ণিত : নবী করীম ﷺ মোজার উপরে ও নিচে মাসেহ করেছিলেন।

[য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-১৬৫; তিরমিযী হাদীস-৯৭; ইবনে মাজাহ হাদীস-৫৫০]

শব্দার্থ : أَعْلَى - উপর, أَعْلَى الْخُفِّ - মোজার উপরিভাগ, أَسْفَلَهُ - তার নিম্নভাগ, তলদেশ।

٦٥. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

৬৫. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : 'যদি ধর্ম-ব্যবস্থা (মানব জাতির) বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে মোজার উপরি ভাগ মাসেহ করার চেয়ে নিচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে দেখেছি। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৬২]

শব্দার্থ : الرَّأْيُ। বুদ্ধি-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত, أَوْلَى - উভয়, مِنْ أَعْلَاهُ - সেটার উপরিভাগের চাইতে, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ - আমি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছি, يَمْسَحُ - সে মাসেহ করে, ظَاهِرٌ - পিঠ বা উপরিভাগ।

٦٦. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.

৬৬. সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন "সফরে বা পরবাসে থাকার সময় আমরা যেন তিনদিন তিনরাত মোজা না খুলি প্রস্রাব পায়খানা ও ঘুমের পরও নয়– তবে জানাবাতের সময় (ফরয গোসলের কারণ উপস্থিত হলে) মোজা না খুললে নয়।

[হাসান : নাসায়ী হাদীস-১২৭, তিরমিযী হাদীস-৯৬, উল্লেখিত শব্দ তিরমিযীর। ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৯৬; তিরমিযী ও ইবনে খুযাইমাহ উভয়েই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : يَأْمُرُ - তিনি আদেশ দেন, إِذَا - যখন, سَفْرًا - ভ্রমণ - إِذَا كُنَّا سَفْرًا - আমরা যখন ভ্রমণে থাকতাম, أَنْ لَا نَنْزِعَ - আমরা যেন না খুলে ফেলি, لَا مِنْ جَنَابَةٍ - তবে নাপাকীর কারণে, غَائِطٍ - পায়খানা, بَوْلٍ - পেশাব, نَوْمٍ - ঘুম।

٦٧. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ (رضى) قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِىْ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৬৭. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত ও নিজগৃহে অবস্থানকারীর জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসেহ করার সময় (নির্ধারণ) করেছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৭৬]

শব্দার্থ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - তিন দিন, وَلَيَالِيَهُنَّ - এবং সেটার রাতসমূহ, لِلْمُسَافِرِ - মুসাফিরের জন্য, لِلْمُقِيمِ - নিজগৃহে অবস্থান কারীর জন্য।,

٦٨. وَعَنْ ثَوْبَانَ (رضى) قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِىْ : اَلْعَمَائِمَ - وَالتَّسَاخِيْنِ - يَعْنِىْ : اَلْخِفَافَ.

৬৮. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে পাগড়ি ও মোজার ওপর মাসেহ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। [সহীহ আহমদ হাদীস-৫৭৭, আবূ দাউদ হাদীস-১৪৬, হাকিম হাদীস ১৬৯]

শব্দার্থ : بَعَثَ - পাঠালেন, প্রেরণ করলেন, سَرِيَّةً - ক্ষুদ্র সেনাদল, اَلْعَصَائِبِ - পাগড়ী বা পট্টি।

٦٩. وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوْفًا. وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا. إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬৯. উমর (রা) হতে মাওকুফ রূপে এবং আনাস (রা) হতে মারফু'ভাবে বর্ণিত; "যে ব্যক্তি উযূ থাকা অবস্থায় মোজা পরবে সে ইচ্ছা করলে মোজা না খুলে তার উপর মাসেহ করবে ও সালাত পড়বে। জানাবাতের গোসলে নয় (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মোজা খুলতে হবে)। [দারাকুত্বনী ১০৩-২০৪, হাকিম ১৮১, হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : لَا يَخْلَعْهُمَا - ঐ দুটি যেন না খুলে, اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ - তবে নাপাকীর কারণে, اِنْ شَاءَ - যদি ইচ্ছা করে।

٧٠. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

৭০. আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উযূ অবস্থায় মোজা পরিধানকারী মুসাফিরকে তিনদিন তিনরাত ও বাড়িতে অবস্থানকারীকে একদিন একরাত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।"

[হাসান : দারেকুত্বনী ১৯৪, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৯২, শাহিদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান। নচেৎ হাদীসের সনদ দুর্বল।]

শব্দার্থ : رَخَّصَ - অনুমতি দিয়েছেন, اِذَا تَطَهَّرَ - যখন পবিত্র ওযূ করে, فَلَبِسَ - অতঃপর পরিধান করে।

٧١. وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ عُمَارَةَ (رضى) اَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : يَوْمًا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ وَمَا شِئْتَ.

৭১. উবাই ইবনে 'ইমারাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বললেন : "হ্যাঁ"। সাহাবী বললেন : একদিন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সাহাবী আবার বললেন : "দু'দিন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। সাহাবী আবার বললেন : তিনদিন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি আরো যে ক'দিন চাও।" [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস- ১৫৮]

শব্দার্থ : وَمَا شِئْتَ - তুমি যত (দিন) চাও।

٦. بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

৬. অনুচ্ছেদ : উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

٧٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ.

৭২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় তাঁর সাহাবীগণ মসজিদে এশার সালাতের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করতেন আর ঘুমে তাঁদের মাথা ঝুঁকে নুইয়ে পড়ত, কিন্তু তাঁরা পুনরায় উযূ না করেই সালাত পড়তেন। [সহীহ দারেকুত্বনী ১/১৩১/৩; আবূ দাউদ হাদীস-২০০; এর মূল বক্তব্য মুসলিমে রয়েছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৭৬০]

শব্দার্থ : اَلْعِشَاءُ - ইশার ওয়াক্ত (সলাত), تَخْفِقُ - ঝুঁকে যায়, ঢলে পড়ে, رُؤُوْسُهُمْ - তাদের মাথা, ثُمَّ يُصَلُّوْنَ - অতঃপর তাঁরা সালাত আদায় করে, وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ - কিন্তু ওযূ করে না, وَاَصْلُهُ - এবং এর মূল রয়েছে, فِىْ مُسْلِمٍ - সহীহ মুসলিমে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যতক্ষণ উযূকারী বসে বা দাঁড়িয়ে নিজ অবস্থানের উপরেই অটুট থাকবে। তন্দ্রা যদিও গভীর হয় এমনকি নিদ্রা এসে যায় তাহলেও কোন কিছুতে ভর দেওয়া অথবা পড়ে যাওয়া পর্যন্ত উযূ ভঙ্গ হবে না।

٧٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ، اَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ : لَا اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَاِذَ اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّىْ .

৭৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আবূ হুবাইশের কন্যা ফাতেমা একদা নবী করীম ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : "আমি 'ইস্তিহাযা' রোগে ভুগছি বলে সব সময়ই অপবিত্র থাকি। আমি কি সালাত ছেড়ে দিতে পারি? তিনি উত্তরে বললেন : "না এটা তোমার কোনো বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্তস্রাবী (হায়েয) নয়। হায়েযের সময় আগত হলে তুমি সে ক'দিন সালাত ছেড়ে দিবে। তারপর ঐ সময়টা চলে গেলে রক্ত ধুয়ে ফেলে (পবিত্র হয়ে) যথারীতি সালাত পড়বে।" [সহীহ : বুখারী, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৩৩] বুখারীতে আছে, "প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতের জন্য উযূ করবে।" বুখারী হাদীস-২২৮। ইমাম মুসলিম এ অংশটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিয়েছেন বলে আভাষ দিয়েছেন।]

শব্দার্থ : جَاءَتْ - আসলেন, امْرَأَةٌ - নারী বা মহিলা, أُسْتَحَاضُ - আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত, فَلَا أَطْهُرُ - ফলে আমি পবিত্র হতে পারি না, أَفَأَدَعُ - আমি কী ছেড়ে দিব? الصَّلَاةَ - সালাত (নামায), إِنَّمَا - নিশ্চয়, ذَلِكَ - ঐ বা সেটা, عِرْقٌ -রগ বা (এক প্রকার রক্ত যা নির্দিষ্ট রগ হতে বের হয়), لَيْسَ بِحَيْضٍ - হায়য নয়, أَقْبَلَتْ - উপস্থিত হয় বা আসে, فَدَعِي - তখন ছেড়ে দাও। أَدْبَرَتْ - অতিক্রান্ত হলে বা চলে গেলে, فَاغْسِلِي - অতঃপর ধৌত করো বা করবে, الدَّمَ - রক্ত।

ব্যাখ্যা : ইস্তিহাযা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইস্তিহাযার রক্ত অপবিত্র নয় এবং ইস্তিহাযার কারণে নারী অপবিত্রও হয় না সুতরাং ইস্তিহাযার কারণে গোসল করা ফরয হয় না। তবে গোসল করা মুস্তাহাব সাধ্যমত গোসল করবে। অবশ্য এর দ্বারা উযু ভঙ্গ হবে। তবে তাৎক্ষণিক উযু করে সালাত আদায়কালীন সময় পর্যন্ত উযু থাকবে ও সেই উযুতে সালাত আদায় হয়ে যাওয়ার শরীয়াতে অবকাশ রাখা হয়েছে।

٧٤. وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.

৭৪. বুখারীর ইবারতে আছে– "প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতে জন্য ওযূ করবে।" ইমাম মুসলিম এ অংশটি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন বলে আভাস দিয়েছেন।
[সহীহ বুখারী-২২৮]

শব্দার্থ : تَوَضَّئِي - ওযু করবে, لِكُلِّ صَلَاةٍ প্রত্যেক সালাতের জন্য, أَشَارَ - ইঙ্গিত করল বা করলেন, حَذَفَهَا - তা ছেড়ে দিলেন বা বিলুপ্ত করলেন, عَمْدًا - স্বেচ্ছাকৃতভাবে।

٧٥. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ : فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

৭৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আমি অত্যন্ত মযী নিঃসরণকারী পুরুষ ছিলাম। তাই সাহাবী মিক্‌দাদ (রা)-কে বললাম, আপনি নবী করীম ﷺ কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিবেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করায় নবী করীম ﷺ বললেন : এতে পুনরায় উযূ করতে হয়।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৩২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩০৩, উল্লিখিত শব্দ বুখারীর]

শব্দার্থ : كُنْتُ رَجُلاً - আমি একজন পুরুষ ছিলাম, مَذَّاءً - যার অধিক মাযী (মযী) নির্গত হয় এমন, فَاَمَرْتُ - আমি আদেশ করলাম, اَنْ يَسْأَلَ - প্রশ্ন করতে, فَسَأَلَهُ - তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা "মাযী" অপবিত্র প্রমাণীত হয় না এবং গোসল ফরয সাব্যস্ত হয় না। বরং ما خرج من السبيلين এর বিধান অনুসারে উযু ভঙ্গ সাব্যস্ত হয় এবং সালাতের জন্য পূনঃ উযু করা জরুরী হয়।

٧٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৭৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন দিয়ে সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন, পুনরায় উযূ করলেন না। [আহমদ হাদীস-৬১০]

[ইমাম বুখারী এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন, কিন্তু আরোও অনেকে এটাকে সহীহ বলেছেন। আর এটাই সঠিক।]

শব্দার্থ : قَبَّلَ - তিনি চুম্বন করলেন, بَعْضَ نِسَائِهِ - কতক স্ত্রীকে বা একজনকে, خَرَجَ - তিনি বের হলেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উযু অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, আলিঙ্গন করা, চুমু খাওয়া ইত্যাদিতে উযু ভঙ্গ হয় না যতক্ষণ না যৌনাঙ্গের ক্রিয়া হয় অথবা যৌনাঙ্গ থেকে কিছু বেরিয়ে যায়।

٧٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ، اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ اَمْ لاَ؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا، اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

৭৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন কোনো মুসল্লী তার পেটের মধ্যে কোনো (গোলযোগ) অনুভব করবে এবং মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে যে পেট হতে কিছু বায়ু বের হলো কিনা; এমতাবস্থায় সে যেন মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ না সে তার কোনো শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৬২]

শব্দার্থ : وَجَدَ - সে পেল, اَحَدُكُمْ - তোমাদের কেউ, فِىْ بَطْنِهِ - তার পেটে, شَيْئًا - কোনো কিছু, فَاَشْكَلَ - গোলমাল, গণ্ডগোল, সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া, اَخَرَجَ - বের হয়েছে কি, فَلَايَخْرُجَنَّ - অবশ্যই সে বের হবে না, مِنَ الْمَسْجِدِ - মাসজিদ হতে, صَوْتًا - আওয়াজ, رِيْحًا - গন্ধ।

٧٨. وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : مَسَسْتُ ذَكَرِيْ اَوْ قَالَ : اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلَاةِ، اَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا، اِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ . اَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ : هُوَاَحْسَنُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ .

৭৮. ত্বালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : কোনো এক সাহাবী (রা) নবী করীম ﷺ-কে বললেন : "আমি আমার লিঙ্গ স্পর্শ করেছি অথবা বললেন : "যদি কোনো লোক সালাতে তার লিঙ্গ স্পর্শ করে, তবে কি তাকে উযূ করতে হবে?" উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন : "না, এটাও তো তোমারই (শরীরের) অংশ বিশেষ।" [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-১৮২, ১৮৩; নাসায়ী হাদীস-১৬৫, তিরমিযী হাদীস- ৮৫; ইবনে মাজাহ হাদীস- ৪৮৩; আহমদ হাদীস-৪৩; ইবনে হিব্বান হাদীস ২০৭; ইবনুল মাদীনী বলেন : এ হাদীস বুসরাহ বর্ণিত হাদীসের চেয়ে উত্তম।]

শব্দার্থ : مَسَسْتُ - আমি স্পর্শ করলাম, ذَكَرِيْ - আমার পুরুষাঙ্গ, লিঙ্গ, يَمَسُّ - তিনি স্পর্শ করেন, أَعَلَيْهِ - তার উপর কী ওয়াজিব হবে? إِنَّمَا هُوَ - নিশ্চয় সেটা, بِضْعَةٌ - অঙ্গ বা অংশ, هُوَ أَحْسَنُ - এটি অধিক উত্তম, مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ বুসরার হাদীস হতে

٧٩. وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ (رضى) : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَاَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ.

৭৯. সাফওয়ানের কন্যা বুস্রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি স্বীয় লিঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন উযূ করে।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৮১) নাসায়ী হাদীস-১৬৩; তিরমিযী হাদীস-৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস-৪৭৯; আহমাদ ৬/৪০৬; ইবনে হিব্বান ২১২; ইমাম বুখারী বলেন : এ ধায়ে এটিই সর্বাধিক সহীহ হাদীস]

শব্দার্থ : ذَكَرَهُ - তার লজ্জাস্থান বা পুরুষাঙ্গ, هُوَاَصَحُّ - এটি অধিক সহীহ, شَيْءٍ - কোনো কিছু, فِى هٰذَالْبَابِ - এ অধ্যায়।

ব্যাখ্যা : এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রকার সতর কিংবা পর্দা ছাড়াই যদি লজ্জা স্থানে সরাসরি হাত স্পর্শ হয় তবে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কাপড় বা কোন প্রকার পর্দার ওপর থেকে লজ্জাস্থানে হাত স্পর্শ হয় তবে উযূ নষ্ট হবে না।

٨٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ.

৮০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ অবশ্যই বলেন : "যে ব্যক্তির বমি নাকসির (নাসা) কালস (পেট হতে মুখ পর্যন্ত কিছু বের হয়ে আসে) হয় বা মযী বের হয় সে যেন (সালাত ছেড়ে) উযূ করে নেয় কোনো কথা না বলে; তারপর সালাতের বাকি অংশ আদায় করে নেয়।"

(ইবনে মাজাহ, হাদীসটিকে আহমাদ ও অন্যান্যগণ যঈফ আখ্যায়ীত করেছেন।

শব্দার্থ : أَصَابَهُ - যার কাছে পৌছেছে, قَيْءٌ - বমি, رُعَافٌ - নাক দিয়ে রক্ত পড়া, قَلَسٌ - ভক্ষিত বস্তু মুখ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে, مَذِيٌّ - মাযী (মযী), فَلْيَنْصَرِفْ - সে যেন ফিরে আসে, لِيَبْنِ - বেনা করা, ধরে নেয়া, لَايَتَكَلَّمُ - কথাবার্তা বলবে না, غَيْرُهُ - এবং অন্যান্যরা।

٨١. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : اِنْ شِئْتَ قَالَ : اَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ؟ قَالَ : نَعَمْ.

৮১. জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত; কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : "ছাগলের গোশত খেয়ে কি উযূ করব?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "যদি তুমি চাও (করবে)।" তারপর জিজ্ঞেস করল, "উটের গোশত খেয়ে কি উযূ করব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, করবে।"

[মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৬০]

শব্দার্থ : لُحُوْمٌ - মাংশ বা গোশ্ত, اَلْغَنَمُ - ছাগল বা ছাগী, اَتَوَضَّاُ - আমি কী ওযু করব? اَلْاِبِلُ - উট, نَعَمْ - হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা : মূলতঃ কোন কিছু খাওয়াটা ওযু ভঙ্গের কারণ নয়, তার পরেও বিশেষভাবে উটের গোস্ত খেয়ে ওযু করতে বলা হয়েছে। অন্য দিকে কখনো ছাগলের গোস্ত খেলে কিংবা আগুনে রান্না খাবার খেলে উযু করতে বলা হয়েছে। আবার কখনো এব্যাপারে নবী (সা) স্বাধীনতা দিয়েছেন এমনকি নিজেও খেয়েছেন এবং উযু না করেই নামায পড়েছেন। এর সমাধান এই যে, এ কুরআনে হাদীস সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিশেষভাবে এক্ষেত্রে উযু শব্দটি শাব্দিক ও পারিভাষিক দুই অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। শাব্দিক অর্থ হল হাত মুখ ধুয়ে নেওয়া এবং পারিভাষিক অর্থ হল সালাতের উযু করার মত উযু করা। দেখা যাচ্ছে যেখানে গোস্ত কিংবা আগুনে রান্নাকৃত খাদ্য খেয়ে ওযু করতে বলা হয়েছে তা থেকে উদ্দেশ্য হাত মুখ ধোওয়া তাও আবার ইচ্ছাধীনভাবে। সালাতের উযুর মত উযু উদ্দেশ্য নয়। তবে বিশেষভাবে উটের গোস্ত খেলে উযু করার বেশী তাকীদ থাকায় এটি প্রকৃত উযু উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তাই উটের গোস্ত খেলে উযু করে নেওয়া ভালো।

٨٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّاْ.

৮২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মৃতের গোসল দিবে সে যেন নিজে গোসল করে; আর যে ব্যক্তি কোনো জানাযা বহন করবে সে যেন উযূ করে"।

[সহীহ আহমদ হাদীস-৭৬৭৫; তিরমিযী হাদীস-৯৯৩; হাদীসটি নাসায়ীতে নেই]

শব্দার্থ : غَسَّلَ - গোসল দিল বা ধৌত করাল, مَيِّتًا - মৃত ব্যক্তিকে, حَمَلَهُ - এবং যে তাকে বহন করল।

৮৩. وعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ؛ اَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِىْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : اَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ.

৮৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হাযমকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে লেখা ছিল– পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া যেন কুরআন স্পর্শ না করে। ইমাম মালিক একে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে হিব্বান একে 'মাওসূল' পূর্ণ সনদ বিশিষ্ট) বলেছেন। হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত।

শব্দার্থ : فِى الْكِتَابِ - পত্রের মধ্যে ছিল, كَتَبَهُ যা তিনি লিখেছিলেন।

৮৪. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ.

৮৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা স্মরণ করতেন।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৭৩, ইমাম বুখারী হাদীসটিকে মুয়াল্লাক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন]

শব্দার্থ : اَحْيَانِهِ - তার সবসময় বা সর্বদাই।

ব্যাখ্যা : ওযুর অবস্থা ছাড়াও আল্লাহর যিক্‌র (গুণকীর্তন) করা যায়। তবে বিভিন্ন হাদীস মূলে জুনবী–পায়খানা, পেশাব ও সঙ্গমকালীন অবস্থায় মৌখিক যিক্‌র হতে বিরত থাকতে হবে।

৮৫. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَصَلّٰى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ،

৮৫. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা লাগানোর পর পুনরায় উযূ না করে সালাত পড়েছেন।" [য'ঈফ : দারেকুত্বনী ১৫১-১৫২]

শব্দার্থ : اِحْتَجَمَ - শিঙ্গা লাগাল।

٨٦. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَاِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ،

৮৬. মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "চক্ষু গুহ্যের (মলদ্বারের) বাঁধনস্বরূপ। চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে পড়লে সে বাঁধন খুলে যায় (এটা উযূ নষ্টের কারণ হয়ে পড়ে)। (আহমদ, তাবারনী)

শব্দার্থ : اَلْعَيْنُ - চোখ বা চক্ষু, وِكَاءُ السَّهِ - মলদ্বারের বাঁধন, نَامَتْ - ঘুমিয়ে যায়, اِسْتَطْلَقَ - খুলে যায়, اَلْوِكَاءُ - বাঁধন।

٨٧. وَزَادَ وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَبِىْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ دُوْنَ قَوْلِهِ : اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. وَفِىْ كِلَا الْاِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

৮৭. হাদীসে এ বিষয়ে আরো আছে : "যে ঘুমিয়ে পড়বে সে যেন উযূ করে।" এ অংশটুকু আবূ দাউদেও আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে 'বাঁধন খুলে যায়' অংশটুকু নেই। উক্ত দুটি সনদই দুর্বল। [হাসান : আহমদ-৪/৯৭, আবূ দাউদ হাদীস- ২০৩)

শব্দার্থ : وَهٰذِهِ - এ (অংশ), اَلزِّيَادَةُ - অতিরিক্ত, دُوْنَ قَوْلِهِ - তার কথা বা বাণী ব্যতীত।

٨٨. وَلِاَبِىْ دَاوُدَ اَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَفِىْ اِسْنَادِهِ ضَعْفٌ اَيْضًا.

৮৮. আবূ দাউদে আরো একটি 'মারফু' হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি হাত পা ছড়িয়ে ষষ্টাঙ্গ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তাকে উযূ করতে হবে।" এরও সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

[মুনকার : আবু দাউদ হাদীস-২০২, এই হাদীসের সনদেও দুর্বলতা রয়েছে]

শব্দার্থ : اَيْضًا - অনুরূপ বা আরো, مَرْفُوْعًا - মারফূ'সূত্রে, مُضْطَجِعًا - হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঘুমানো বা শুয়ে।

৮৯. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِىْ صَلَاتِهِ فَيَنْفُخُ فِىْ مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيِّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ اَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কোনো মুসল্লীর নিকটে শয়তান উপস্থিত হয় ও তার পাছায় (গুহ্য দ্বারে) ফুঁ দেয়, ফলে তার মনে উযূ থাকা না থাকার একটা সন্দেহ জেগে উঠে। যদি কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে যেন সে তার বায়ু ছাড়ার শব্দ বা তার গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সালাত না ছাড়ে।"

শব্দার্থ : يَاْتِىْ - সে আসে, اَحَدَكُمْ - তোমাদের কারো নিকট, فَيَنْفُخُ - সে ফুঁ দেয়, দিবে, مَقْعَدَتِهِ - তার গুহ্যদ্বারে, নিতম্বে, فَيُخَيِّلُ - সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, খেয়াল করানো হয়, ধারণা দেয়া হয়, اَنَّهُ اَحْدَثَ - যে, সে বায়ু নিঃসারণ করেছে, فَاِذَا - যখন, وَجَدَ - পাবে বা পেল, فَلَا يَنْصَرِفْ - সে যাবে না বা ছেড়ে দিবে না।

৯০. وَاَصْلُهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ.

৯০. এর মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত আছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১৩৭; মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩৬১]

শব্দার্থ : وَاَصْلُهُ - এবং তার মূল অংশ।

৯১- وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ

৯১. মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।
[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩৬২]

শব্দার্থ : نَحْوَهُ - অনুরূপ।

٩٢- وَلِلْحَاكِمِ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَرْفُوْعًا : اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : اِنَّكَ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ.

৯২. হাকিম আবূ সাঈদ হতে মারফু' সনদে বর্ণনা করেছেন শয়তান যখন তোমাদের কারো নিকটে উপস্থিত হয়ে বলে : যে তোমার বায়ুনিস্বরণ হয়েছে তখন সে যেন বলে তুমি মিথ্যা বলেছ। ইবনে হিব্বান এভাবে বর্ণনা করেছেন সে যেন মনে মনে বলে। [য'ঈফ হাকিম ১৩৪; ইবনে হিব্বান-২৬৬৬]

শব্দার্থ : اِنَّكَ - নিশ্চয় তুমি, اَحْدَثْتَ - তুমি বায়ু নিঃস্বরণ করেছে, فَلْيَقُلْ - সে যেন বলে, كَذَبْتَ - তুমি মিথ্যা বলছ।

٧. بَابُ اٰدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

৭. অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানা করার নিয়মাবলী

ইসলাম মানবের যাবতীয় বিষয়ের সুশিক্ষার জিম্মাদার। তাই প্রস্রাব, পায়খানার আদব-কায়দা শিক্ষা দিতেও কোন প্রকার কার্পণ্যতা করে নি ও ছাড় দেয় নি। পরবর্তী হাদীসগুলোতে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে।

٩٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

৯৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানায় প্রবেশের আগে (আল্লাহর নামে খোদিত) আংটি খুলে রাখতেন।" [হাদীসটি মুনকার : আবু দাউদ হাদীস-১৯, তিরমিযী হাদীস-১৭৪৬; নাসায়ী হাদীস-৫২১৩; ইবনে মাজাহ হাদীস-৩০৩]

শব্দার্থ : دَخَلَ - প্রবেশ করে, اَلْخَلَاءَ - পায়খানায়, وَضَعَ - খুলল, রেখে দিল, خَاتَمَهُ - তাঁর আংটি।

٩٤. وَعَنْهُ قَالَ : كَان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৯৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানায় প্রবেশের সময় (নিম্নের দু'আটি) বলতেন, অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট পুরুষ জ্বীন ও দুষ্ট নারী জ্বীনের (অনিষ্ট) হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৪২; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৭৫; আবূ দাউদ হাদীস-৪; তিরমিযী হাদীস-৫; নাসায়ী হাদীস-১৯; ইবনে মাজাহ হাদীস-২৯৮; আহ্মদ ৩/৯৯, ১০১, ২৮২ পৃ.]

শব্দার্থ : اِنِّيْ - নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُ - আশ্রয় প্রার্থনা করি বা পানাহ চাই, بِكَ - তোমার কাছে, مِنَ الْخُبُثِ - দুষ্ট পুরুষ জ্বীন হতে, وَالْخَبَائِثِ - এবং দুষ্ট মহিলা জ্বীন হতে।

٩٥. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.

৯৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় যেতেন। আমি ও আমার ন্যায় একটি ছেলে চামড়ার তৈরি পাত্র করে পানি ও বর্শা (লোহার ফলাদার লাঠি বিশেষ) নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (সৌচ) করতেন। [এখানে মুসলিমের শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৭১; বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৫০]

শব্দার্থ : يَدْخُلُ - প্রবেশ করবে, করেন, فَاَحْمِلُ - আমি বহন করি, وَغُلَامٌ - এবং একটি ছেলে বা বালক, نَحْوِيْ - আমার অনুরূপ বা আমার মতো, اِدَاوَةً - (পানির)-পাত্র, وَعَنَزَةً - বর্ষা (লৌহ জাতীয় লাঠি), فَيَسْتَنْجِيْ - তিনি শৌচ কাজ করতেন বা ইস্তিঞ্জা করতেন।

ব্যাখ্যা : উক্ত সময়ে আরবে সাধারণভাবে পানির স্বল্পতা হেতু পাথরের টুকরো দ্বারা পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা হতো। সাদা মাটিকে খুঁড়ে দিয়ে পেশাব করতেন।

٩٦. وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ خُذِ الْاِدَاوَةَ . فَانْطَلَقَ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّىْ، فَقَضٰى حَاجَتَهُ.

৯৬. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : "পানির পাত্রটি নাও অতঃপর তিনি আমার দৃষ্টির অগোচর হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকলেন এরপর পায়খনা করার কাজ সম্পন্ন করলেন।"
[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩৬৩; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৭৪]

শব্দার্থ : لِىْ - আমার বা আমাকে, خُذْ - ধরো, গ্রহণ করো, فَانْطَلَقَ - অতঃপর তিনি চললেন, تَوَارٰى - (আমার) দৃষ্টির আড়াল হলেন, গোপন হলেন, عَنِّىْ - আমার থেকে।

٩٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ : اَلَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ، اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ.

৯৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "দুটি লা'নত বা অভিসম্পাত (এর কাজ) হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ, যে ব্যক্তি লোকের চলার পথে বা লোকের (বিশ্রাম করার স্থান) ছায়াতে পায়খানা করে (অর্থাৎ এরূপে লা'নতের উপযোগী কার্যাবলী হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ)"। (সহীহ মুসলিম)

শব্দার্থ : اِتَّقُوْا - তোমরা ভয় কর, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ, اللَّاعِنَيْنِ - দু'টি অভিশাপ হতে, فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ - মানুষের রাস্তায়, فِىْ ظِلِّهِمْ - তাদের বিশ্রাম গ্রহণের ছায়াতে।

٩٨. زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ (وَالْمَوَارِدُ) وَلَفْظُهُ : (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ : الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ).

৯৮. আবূ দাউদে মুআয (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে পানিতে অবতরণের 'ঘাটে' শব্দটিও হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদের শব্দগুলো নিম্নরূপ : 'তিনটি লা'নতের ক্ষেত্র পানিতে অবতরণের ঘাট, সাধারণের চলা-চলের পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা।" [হাদীস (اَلْمَوَارِدُ) পানির ঘাটে শব্দের উল্লেখ য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-২৬; আলবানী একে হাসান বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْمَوَارِدَ - ঘাট (পুকুর, নদী ইত্যাদি), اَلْمَلَاعِنَ - অভিশাপের কাজ, اَلْبَرَازُ - মলমূত্র বা পায়খানা ত্যাগ করা হতে, وَالظِّلِّ - এবং ছায়ায়, قَارِعَةُ الطَّرِيْقِ - চলাচলের পথে।

٩٩. وَلِاَحْمَدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَوْ نَقْعَ مَاءٍ. وَفِيْهِمَا ضَعْفٌ .

৯৯. ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন : "আবদ্ধ পানিতে জলাশয়ে (পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষেধ)।" এ দুটি হাদীস দুর্বল সনদের।
[য'ঈফ : আহমদ হাদীস-২৭১৫]

শব্দার্থ : نَقْعٌ - জন্মভূমি, জলাশয়, নিম্নভূমি, نَقْعِ مَاءٍ - পানি আবদ্ধ থাকার জায়গা, وَفِيْهِمَا - এ দু'টির মধ্যে, ضَعْفٌ দুর্বলতা।

١٠٠. وَاَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتِ الْاَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِيْ . مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ .

১০০. এবং ইমাম তাবারানী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণিত একটি দুর্বল সনদ যুক্ত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে– "ফলবান বৃক্ষের নিচে ও প্রবাহমান নদীর তীরে পায়খানা করা নিষেধ।" [হাদীসটি মুনকার : মাজমাউল বাহরাইন ৩৪৯]

শব্দার্থ : اَلنَّهْيُ - নিষেধ করা, عَنْ - হতে বা থেকে, تَحْتَ الْاَشْجَارِ - গাছের নিচে, اَلْمُثْمِرَةُ - ফলবান (বৃক্ষ), ضَفَّةٌ - (নদীর) তীর বা কিনারা, اَلنَّهْرُ - নদী-নালা, اَلْجَارِيْ - প্রবহমান।

١٠١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ.

১০১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন দু'জন এক সঙ্গে পায়খানা করতে বসবে তখন এমনভাবে বসবে যেন একে অপরকে দেখতে না পায়। আর যেন তারা কথাবার্তা না বলে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।" [আহমদ. ইবনে সাকানও ইবনুল কাত্তান একে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। এটি য'ঈফ : তাওযীহুল আহকাম ১ম/৩৩৮ পৃ.]

শব্দার্থ : تَغَوَّطَ - পায়খানা করল, فَلْيَتَوَارَ - সে যেন আড়াল হয়, গোপন হয়, وَلَا يَتَحَدَّثَا - তারা দু'জন কথা-বার্তা বলবে না, يَمْقُتُ - তিনি অসন্তুষ্ট হন।

١٠٢. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

১০২. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কোন ব্যক্তি যেন প্রস্রাব করা কালীন অবস্থায় তার লিঙ্গ কখনও ডান হাতে স্পর্শ না করে। ডান হাত দিয়ে সৌচকার্যে না করে আর যেন পানি পান করার সময় পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।"

[শব্দ মুসলিমের। সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৫৩; মুসলিম হাদীস একাডেমী: ২৬৭]

শব্দার্থ : لَا يَمَسَّنَّ - স্পর্শ করবে না, يَبُوْلُ - সে প্রস্রাব করে, لَا يَتَمَسَّحْ - মুছবে না, মাসাহ করবে না, مِنَ الْخَلَاءِ - পায়খানা হতে, بِيَمِيْنِهِ - তার ডান হাতে, وَلَا يَتَنَفَّسْ - সে যেন নিঃশ্বাস না ছাড়ে।

١٠٣. وَعَنْ سَلْمَانَ (رضى) قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ.

১০৩. সালমান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেন আমরা পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী না হই, ডান হাতে সৌচ কার্য না করি, তিন খানা পাথরের কমে যেন সৌচকার্য না করি, আর গোবর ও হাড় যেন ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার না করি।"

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী: ২৬২]

শব্দার্থ : نَهَانَا - আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, أَنْ نَسْتَقْبِلَ - ক্বিবলামুখী হতে, الْقِبْلَةَ - ক্বিবলা বা দিক, بِغَائِطٍ - পায়খানায়, أَوْ بَوْلٍ - অথবা প্রস্রাব, بِالْيَمِيْنِ - ডান হাত দ্বারা, بِأَقَلَّ - কমের দ্বারা বা স্বল্পের দ্বারা, أَحْجَارٍ - পাথরসমূহ, بِرَجِيْعٍ - গোবর দ্বারা, أَوْ عَظْمٍ - অথবা হাড় দ্বারা।

١٠٤. وَلِلسَّبْعَةِ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىْ (رضى) لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَّلاَ بَوْلٍ، وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا.

১০৪. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, "পায়খানা বা প্রস্রাবের সময় তোমরা কিবলাকে সামনে বা পিছনের দিকে করবে না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম (ডান বা বাম) দিক করবে।" [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৪৪, ৩৯৪; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২৬৪, আবূ দাউদ হাদীস- ৯, নাসায়ী হাদীস-২১, তিরমিযী হাদীস-৮; ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৮, আহ্‌মদ ৫/৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪২১ পৃ.]

শব্দার্থ : لَاتَسْتَقْبِلُوْا - তোমরা ক্বিবলামুখী হয়ো না, شَرِّقُوْا - পূর্ব দিকে হও, اَوْ غَرِّبُوْا - অথবা পশ্চিম দিকে হও।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটি সেই সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার দেশের অবস্থান কাবা গৃহের উত্তরে কিংবা দক্ষিণে সে সব দেশের লোকদের কিবলা উত্তরে কিংবা দক্ষিণে হবে সুতরাং তারা পশ্চিম অথবা পূর্ব মুখী হয়ে পেশাব পায়খানায় বসবে। কিন্তু সে সব দেশের অবস্থান কাবা গৃহের পূর্বে কিংবা পশ্চিমে সে দেশের লোকদের কিবলা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে হবে সুতরাং তারা উত্তর অথবা দক্ষিণ মুখী হয়ে পেশাব পায়খানা বসবে।

١٠٥. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ.

১০৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি পায়খানায় প্রবেশ করবে সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়।" [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-৩৫; আবূ হুরায়রা হতে। হাদীসটিকে আয়েশা (রা) দিকে সম্পৃক্ত করে হাফিজ আসক্বালীন ভুল করেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْغَائِطُ - পায়খানা, فَلْيَسْتَتِرْ - সে যেন আড়াল করে, পর্দা করে।

١٠٦. وَعَنْهَا: اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ.

১০৬. আয়েশা (রা) হতে আরও বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন 'গুফরানাকা' (তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি)।
[হাসান : আলবানী সহীহ বলেছেন, আবূ দাউদ হাদীস-৩০, তিরমিযী হাদীস-৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩০০; নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়া লাইলাহ হাদীস-৭৯, আহমদ হাদীস- ৬৫৫; ইবনে হিব্বান হাদীস-১৪৪৪; হাকিম হাদীস-১৮৫]

শব্দার্থ : إِذَا خَرَجَ - যখন বের হবে, غُفْرَانَكَ - তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

١٠٧. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : أَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكْسٌ .

১০৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "নবী করীম ﷺ পায়খানা করার স্থানের কাছাকাছি এসে আমাকে তিনটি পাথরের টুকরো আনার জন্য বললেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম, তৃতীয়াটি পেলাম না। ফলে আমি তাকে একটি শুকনো গোবরও দিলাম। তিনি পাথর দুটি নিলেন ও গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেন : 'এটা অপবিত্র।' [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৫৬, আহমদ ও দারাকুত্বনী 'এটি ব্যতীত আরেকটি নিয়ে এসো' অংশটুকু বর্দ্ধিত বর্ণনা করেছেন। আহ্মদ ১/৪৫, দারেকুত্বনী ১/৫৫]

শব্দার্থ : فَوَجَدْتُ - আমি পেলাম, حَجَرَيْنِ - দু'টি পাথর, لَمْ أَجِدْ - আমি পাইনি, পেলাম না, فَأَتَيْتُهُ - আমি নিয়ে এলাম তার নিকট, بِرَوْثَةٍ - শুকনো গোবর, وَأَلْقَى - নিক্ষেপ করলেন, الرَّوْثَةَ - গোবরটি, رِكْسٌ - অপবিত্র, নাপাক।

١٠٨. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ نُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ : إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ.

১০৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাড় ও গোবর দ্বারা সৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "এ দুটি বস্তু পবিত্র করতে পারে না।" (দ্বারাকুতনী, সহীহ)

শব্দার্থ : بِعَظْمٍ - হাড় দ্বারা, أَوْرَوْثٍ - অথবা গোবর দ্বারা।

١٠٩. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

১০৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "প্রস্রাবের ছিটা হতে নিজেকে পবিত্র রাখ। কেননা সাধারণত কবরের আযাব এরই ফলে হয়ে থাকে।" [সহীহ দারেকুত্বনী ১২৮/৭]

শব্দার্থ : اِسْتَنْزِهُوْا - তোমরা বিরত থাকো, পবিত্র হও, مِنَ الْبَوْلِ - পেশাব হতে, عَامَّةٌ - অধিকাংশ, সাধারণত।

١١٠. وَلِلْحَاكِمِ : اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.

১১০. হাকিমের বর্ণনায় আছে, কবরের অধিকাংশ আযাব প্রস্রাবের ছিটার কারণে হয়ে থাকে। [সহীহ হাকিম হাদীস-১৮৬]

শব্দার্থ : اَكْثَرُ - অধিকাংশ, বেশির ভাগ।

١١١. وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ (رَضِىَ) قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَلَاءِ: اَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرٰى وَنَنْصِبَ الْيُمْنٰى.

১১১. সুরাক্বাহ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।" [যঈফ সনদ সূত্রে বর্ণীত, বায়হাক্বী ১/৯৬]

শব্দার্থ : عَلَّمَنَا - আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, اَنْ نَقْعُدَ - আমরা বসব, اَلْيُسْرٰى - বাম (পা), اَلْيُمْنٰى - ডান (পা), وَنَنْصِبَ - এবং খাড়া রাখব, খাড়া করব।

١١٢. وَعَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

১১২. ঈসা তাঁর পিতা ইয়াযদাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি (ইয়াযদাদ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করবে তখন যেন সে তার লিঙ্গকে তিনবার টেনে নিংড়িয়ে নেয়।" [য'ঈফ : ইবনে মাজাহ হাদীস-৩২৬]

শব্দার্থ : فَلْيَنْتُرْ - সে যেন ঝেড়ে নেয়।

١١٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاَلَ اَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالُوْا : اِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

১১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কুবা

বাসীদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন : আল্লাহ্ আপনাদের প্রশংসা করেন কেন? তারা বলল, "আমরা সৌচকার্য করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি।" [সা'ঈফ : বাজ্জার হাদীস-২২৭]

শব্দার্থ : سَالَ - সে প্রশ্ন করল বা তিনি প্রশ্ন করলেন, أَهْلَ قُبَاءِ - কুবাবাসী, يُثْنِي - প্রশংসা করেছেন, عَلَيْكُمْ - তোমাদের কর্তব্য, نُتْبِعُ - ব্যবহার করি, অনুসরণ করি, الْحِجَارَةُ - পাথর (ঢিলা)।

١١٤. وَأَصْلُهُ فِيْ أَبِيْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيْ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) بِدُوْنِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

১১৪. এর মূল বক্তব্য আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে রয়েছে। ইবনে খুযাইমাহ্ আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। তাতে কিন্তু পাথরের উল্লেখ নেই কেবল পানির কথা আছে। [সহীহ্ আবূ দাউদ হাদীস-৪৪; তিরমিযী হাদীস-৩১০০]

শব্দার্থ : بِدُوْنِ ذِكْرِ - উল্লেখ ব্যতীত।

٨. بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

৮. অনুচ্ছেদ : গোসল ও জুনুবী সংক্রান্ত বিধান

যৌন সম্ভোগ অথবা বীর্যপাতের ফলে গোসল ফরয হওয়ার অবস্থাকে 'জুনুবীর অবস্থা' এবং যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তাকে 'জুনুবী' বলা হয়।

١١٥. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

১১৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "বীর্যপাতের কারণে গোসল অবধারিত বা ফরয"। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৪৩; এর মূল বক্তব্য বুখারীতেও আছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ১৮০]

١١٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

১১৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর চারটি শাখার (উরুর) মধ্যে অবস্থান করতঃ সঙ্গমরত হবে তখন তার উপর গোসল ফরয হবে।" [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২৯১]

শব্দার্থ : شُعَبِهَا الْأَرْبَعَةِ - তার চার শাখা, جَهَدَهَا - তাতে পরিশ্রম করবে, সঙ্গম করবে, وَجَبَ - ওয়াজিব হলো, الْغُسْلُ - গোসল করা।

١١٧۔ وَزَادَ مُسْلِمٌ : (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ).

১১৭. মুসলিমে কিছু বেশি আছে (তা হচ্ছে) : "যদিও বীর্যপাত না হয়।" (অর্থাৎ বীর্যপাত না হলেও গোসল করা ফরয)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৪৮]

শব্দার্থ : وَإِنْ - এবং যদিও, لَمْ يُنْزِلْ - নাযিল করেনি বা অর্থাৎ, বীর্যপাত করেনি।

١١٨. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ- وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ : نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

১১৮. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : উম্মু সুলাইম আবূ তালহার স্ত্রী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। যখন মহিলাদের স্বপ্নে বীর্যপাত হবে তখন কি তারা গোসল করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হ্যাঁ, অবশ্যই যখন তারা পানি বা বীর্যপাত হয়েছে দেখবে তখন তাদেরকে গোসল করতে হবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২৮৩; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩১৩]

শব্দার্থ : اَلْمَرْأَةُ - মহিলা বা নারী, مَنَامِهَا - তার ঘুম হতে, اَلرَّجُلُ - পুরুষ, تَغْتَسِلُ - সে গোসল করবে।

١١٩. وَعَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ۔ قَالَ : تَغْتَسِلُ. زَادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا؟ قَالَ : نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ؟

১১৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে গোসল করবে"। (সহীহ বুখারী)

মুসলিমের বর্ণনা উম্মু সুলাইম বললেন : এ রকম ও কি হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন হ্যাঁ, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কেমন করে?

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩১১]

শব্দার্থ : وَهَلْ - এবং কী? يَكُوْنُ - হয়, হবে , اَيْنَ - কোথায়, الشَّبَهُ - সাদৃশ্য।

١٢٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

১২০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : চারটি কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করতেন। জুনুবী হলে, জুমু'আর দিনে, শিঙ্গা লাগালে ও মৃতকে গোসল দিলে। [হাদীসটি য'ঈফ, আবূ দাউদ হাদীস-৩৪৮, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-২৫৬]

শব্দার্থ : مِنْ اَرْبَعٍ - চার কারণে, يَوْمَ الْجُمُعَةِ - জুমু'আর দিন বা শুক্রবার, مِنَ الْحِجَامَةِ - শিঙ্গা লাগালে।

١٢١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فِىْ قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ اُثَالٍ، عِنْدَمَا اَسْلَمَ- وَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ.

১২১. আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক সুমামাহ ইবনে উসাল (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (ইসলামে গ্রহণের সময়) গোসল করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন"। [সহীহ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬/৯-১০/৯৮৩৪; বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৪৩৭২; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ১৭৬৪]

শব্দার্থ : قِصَّةٌ - ঘটনা, কাহিনী, عِنْدَمَا - যখন, اَمَرَهُ - তাকে আদেশ করলেন।

١٢٢. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

১২২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'প্রত্যেক বালেগ মুসলিমের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।" [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৮৭৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৮৪৬, আবূ দাউদ হাদীস-৩৪১, নাসায়ী হাদীস-১৩৭৭, ইবনে মাজাহ ১০৮৯; আহমদ ৩/৬০]

শব্দার্থ : وَاجِبٌ - আবশ্যক বা ওয়াজিব, مُحْتَلِمٌ - প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি।

١٢٣. وَعَنْ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ.

১২৩. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "জুমু'আর দিনে যে উযূ করবে সে ভালোই করবে। আর যে ব্যক্তি (তৎসহ) গোসল করবে সে আরো উত্তম কাজ করবে।"
[হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৪, তিরমিযী হাদীস-৪৯৭, নাসায়ী হাদীস-১৩৮০, আহমদ ৫১, ১৫, ২২]

শব্দার্থ : نَعْمَتْ - ভালো বা সুন্দর, اَفْضَلُ - অধিক উত্তম।

١٢٤. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

১২৪. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, যতক্ষণ তিনি জুনুবী না হতেন।" [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-২২৯, নাসাঈ হাদীস-২৬৬, তিরমিযী হাদীস-১৪৬, ইবনে মাজাহ ৫৯৪, আহমদ হাদীস- ১/৮৩) ইবনে হিব্বান হাদীস-৭৯৯]

শব্দার্থ : يُقْرِئُنَا - আমাদেরকে পড়াতেন, جُنُبًا - অপবিত্র অবস্থায়।

١٢٥. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ، ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا.

১২৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গমের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করবে সে যেন উভয় সহবাসের মধ্যে একবার উযূ করে নেয়।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩০৮]

শব্দার্থ : اَهْلَهُ - তার পরিবার (হাদীসে উদ্দেশ্য তার স্ত্রী), اَرَادَ - (সে) ইচ্ছা করল, اَنْ يَعُوْدَ - ফিরতে বা পুনরায় সঙ্গম করতে (হাদীসে সঙ্গম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে), بَيْنَهُمَا - উভয়ের মাঝে।

١٢٦. زَادَ الْحَاكِمُ : (فَانَّهُ اَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) .

১২৬. আর ইমাম হাকিম একটু বেশি বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে, "পুনর্মিলনের জন্য এটা (উযূ করা) অপেক্ষাকৃত আনন্দদায়ক।" [সহীহ মুসতাদরাক হাকিম হাদীস-১৫২]

শব্দার্থ : اَنْشَطُ - অধিক আনন্দদায়ক বা মজাদার, لِلْعَوْدِ - পুনরায় সঙ্গমের, সহবাসের জন্য।

١٢٧. وَلِلْاَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُوْلٌ .

১২৭. আর আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত; আরো একটি হাদীস সংকলন করেছেন। যাতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সময় পানি না ছুঁয়েও জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতেন।"

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২২৮; তিরমিযী হাদীস-১১৮, ১১৯, ইবনে মাজাহ হাদীস- ৫৮৩; আহমদ ৬/৪৩, ১০৬, ১০৯, ১৪৬, ১৭১; নাসায়ী সুনানে কুবরা]

শব্দার্থ : يَنَامُ - তিনি ঘুমান, جُنُبٌ - অপবিত্র অবস্থায়, مِنْ غَيْرِ - ব্যতীত বা হতে।

١٢٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

১২৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফরয গোসল করতেন তখন প্রথমে দু'হাত ধৌত করতেন, তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা

বাম হাতে পানি ঢেলে তাঁর লজ্জা স্থান ধৌত করতেন, তারপর উযূ করতেন। তারপর গোসলের জন্য পানি নিতেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মাথার চুলের গোড়ায় প্রবেশ করাতেন। তারপর তাঁর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধৌত করতেন ও তারপর পা ধৌত করতেন।"
[এখানে শব্দগুলো মুসলিমের। মুসলিমের, হাদীস একাডেমী: ৩১৬, বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২৪৮]

শব্দার্থ : يَبْدَأُ - তিনি শুরু করেন বা করবেন, يَدَيْهِ - তার দু'হাতে, يُفْرِغُ - ঢালবে, بِيَمِيْنِهِ - তার ডান হাত দ্বারা, شِمَالَهُ - তার বাম হাতে, فَرْجَهُ - তার লজ্জাস্থান, يَأْخُذُ - সে গ্রহণ করবে বা নিবে, فِى اُصُوْلِ - মূলে, اَلشَّعْرِ - চুল, حَفَنَ - অঞ্জলী ভরে নিল, اَفَاضَ - ঢেলে দিলেন, سَائِرٌ - সমস্ত বা সকল, جَسَدَهُ - তার শরীর, رِجْلَيْهِ - তার দু' পা।

١٢٩. وَلَهُمَا فِىْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ : ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى فَرْجِهٖ، فَغَسَلَهٗ بِشِمَالِهٖ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْاَرْضَ.

১২৯. বুখারীও, মুসলিমে মাইমুনাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একটি হাদীসে আছে, "তারপর (হাত ধৌত করার পর) তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন ও বাম হাত দিয়ে তা ধৌত করার পর হাত মাটি দিয়ে মাজলেন।'

শব্দার্থ : اَفْرَغَ - সে ঢালল, فَرْجِهٖ - তার লজ্জাস্থানে, ضَرَبَ - তিনি ঘষলেন, اَلْاَرْضَ - মাটিতে।

١٣٠. وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ وَفِىْ اٰخِرِهٖ: ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهٗ، وَفِيْهِ : وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهٖ.

১৩০. অন্য বর্ণনায় আছে– "মাটিতে হাত মাজলেন।" এ বর্ণনায় শেষাংশে আছে, "আমি 'আয়েশা (রা) তাঁকে একখানা রুমাল দিলাম কিন্তু তিনি তা ফেরত দিলেন।" এতে আরো আছে "এবং তিনি (তাঁর চুলের পানি) হাত দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২৪৯, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬৬, ২৭৪, ২৭৬; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩১৭]

ব্যাখ্যা : গোসলের পরে কাপড়ে শরীর মোছাটা নবী (সা) এর একান্তই নিজস্ব অভিরুচি, শারঈ হুকুমের সাথে এর কোন সম্পর্কে নেই তার পরেও যদি কেউ নবী (সা)এর অতি মহব্বত ও চরম আনুগত্য স্বরূপ এর প্রতি আমল করে তা করতে পারে।

শব্দার্থ : فَمَسَحَهَا - তিনি ঘষলেন বা মাজলেন, بِالتُّرَابِ - মাটি দিয়ে, بِالْمِنْدِيْلِ - রুমাল দিয়ে, فَرَدَّهُ - তিনি ফেরত দিলেন, يَنْفُضُ - ঝাড়তে লাগলেন।

١٣١. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِيْ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ. وَالْحَيْضَةِ. فَقَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ.

১৩১. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! "আমি আমার চুল বেঁধে রাখি এবং আমি জানাবাতের (অন্য বর্ণনায়), এবং ঋতু-স্রাবের জন্য গোসলের সময় আমার চুলের বেণী কি খুলে ফেলব? তিনি বলেন : "না, বরং তিন অঞ্জলি পানি মাথায় ঢেলে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৩০]

ব্যাখ্যা : দ্বীন ইসলাম যে অযৌক্তিক কোন দায়িত্ব কারো প্রতি চাপিয়ে দেয়নি বরং বিধান পালন যথযথ সহজ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এরূপ হাদীস তার জলন্ত প্রমাণ।

শব্দার্থ : قُلْتُ - আমি বললাম, أَشُدُّ - শক্তভাবে বেঁধে রাখি, شَعْرٌ - চুল, أَفَأَنْقُضُهُ - আমি কী তা খুলে ফেলব? تَحْثِيْ - তুমি আজলা বা অঞ্জলীতে করে পানি ঢালবে, حَثْيَةٌ - আজলা বা অঞ্জলী।

١٣٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلَا جُنُبٍ.

১৩২ : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমি ঋতুবতী ও জুনুবীর জন্য মসজিদে প্রবেশ হালাল মনে করি না।"

[য'ঈফ : আবূ দাউদ, হাদীস- ২৩২; ইবনে খুযাইমাহ, হাদীস-১৩২৭]

শব্দার্থ : اَلْمَسْجِدَ - মাসজিদ বা মাসজিদে, لِحَائِضٍ - ঋতুবতীর জন্য, وَّلَا جُنُبٍ - নাপাক ব্যক্তি।

١٣٣. وَعَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

১৩৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের (সহবাস জনিত অপবিত্রতার) গোসল একই পাত্র (এর পানি) হতে করতাম; তাতে আমাদের পরস্পরের হাত পাত্রের মধ্যে আসা যাওয়া করত।"
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২৬১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩২১, ইবনে হিব্বানে আরো আছে আমাদের উভয়ের হাত একে অপরের হাতকে স্পর্শ করত। ইবনে হিব্বান হাদীস-১১১১, এর সনদ সহীহ।]

শব্দার্থ : تَخْتَلِفُ - আসা-যাওয়া করত, أَيْدِيْنَا - আমাদের দু'জনের হাত, تَلْتَقِيْ - সম্পর্শ বা সাক্ষাৎ করত বা ছোঁয়া লাগত।

١٣٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوْا الْبَشَرَ.

১৩৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : "প্রত্যেক চুলের মূলে নাপাকী সংযুক্ত হয়। অতএব তোমরা (ফরয গোসলের সময়) চুলগুলো ধৌত কর ও চামড়া পরিষ্কার কর।"
[মুনকার: আবূ দাউদ হাদীস-২৪৮, তিরমিযী হাদীস-১০৬]

শব্দার্থ : تَحْتَ - নিচে, شَعْرَةٍ - চুল, وَأَنْقُوْا - পরিষ্কার করো, اَلْبَشَرَ - চামড়া (সাহিত্যে মানুষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়)।

١٣٥. وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ.

১৩৫. আহ্‌মদ আয়েশা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (হাদীস-৬৫৪) এর সনদ দুর্বল, এর সনদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।]

শব্দার্থ : نَحْوُهُ - তার অনুরূপ, رَاوٍ - বর্ণনাকারী, مَجْهُوْلٌ - অপরিচিত।

٩. بَابُ التَّيَمُّمِ

৯. অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

পানির অভাবে বা স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কায় পানির পরিবর্তে পবিত্র মাটি দ্বারা ওযু বা গোসলের কাজ শরিয়তসম্মত বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধা করাকে ইসলামের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলে।

١٣٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

১৩৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেছেন : "নির্দিষ্ট করে আমাকে পাঁচটি বিশেষ বস্তু দান করা হয়েছে। যেগুলো আমার আগে কাউকেও প্রদান করা হয়নি। ১. মনোবল বিলোপ সাধনে এক বিশেষ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রতাপ দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ফলে (এক) মাসের পথের ব্যবধান হতে লোক আমাকে ভয় করে থাকে। ২. পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগকে সিজদাহ করার (উপসানা করার) ক্ষেত্রে মাটিকে পরিবত্রকারীরূপে ব্যবহার করার বৈধতা দান করা হয়েছে। ফলে যার যেখানে সালাত পড়ার সময় এসে যাবে (কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান ব্যতীত) সে তখন সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)।"

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৩৫; মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫২১]

শব্দার্থ : أُعْطِيْتُ - আমাকে দেয়া হয়েছে, خَمْسًا - পাঁচটি জিনিস, لَمْ يُعْطَهُنَّ - কাউকে দেয়া হয়নি, قَبْلِيْ - আমার পূর্বে, نُصِرْتُ - আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, بِالرُّعْبِ - ভয়ের দ্বারা, مَسِيْرُ شَهْرٍ - এক মাসের দূরত্ব, جُعِلَتْ - তৈরি করা হয়েছে, বানানো হয়েছে, أَدْرَكَتْهُ - তাকে পেয়ে বসবে বা বসে।

١٣٧- وَفِيْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

১৩৭. মুসলিমে হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, "পানির অভাবে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী বস্তু করা হয়েছে।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫২২]

শব্দার্থ : تُرْبَتُهَا - তার ধূলা, لَمْ نَجِدْ - আমরা পাইনি বা পাব না।

١٣٨. عَنْ عَلِيٍّ (رضى) عِنْدَ أَحْمَدَ : وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيْ طَهُوْرًا.

১৩৮. আহমদে 'আলী (রা) হতে বর্ণিত; "মাটিকে আমার জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে।" [হাসান : আহমদ হাদীস-৭৬৩]

শব্দার্থ : التُّرَابُ - মাটি বা ধূলা, طَهُوْرًا - পবিত্র হওয়ার উপকরণ।

١٣٩. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضى) قَالَ : بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

১৩৯. 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "নবী করীম ﷺ আমাকে কোনো প্রয়োজনে (কোনো এক স্থানে) পাঠিয়েছিলেন। আমি সেখানে জুনুবী (নাপাক) হয়ে যাই এবং পানি না পাওয়ার দরুণ ধুলোতে জীবজন্তুর মতো গড়াগড়ি দেই। তারপর নবী করীম ﷺ-এর নিকটে ফিরে এসে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন, 'ঐ অবস্থায় তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তোমার হাত দুটিকে এরকম অবস্থায় (তিনি তা দেখাতে গিয়ে) তাঁর দু'হাতের তালুকে একবার মাটির উপরে মারলেন, তারপর বাম হাতকে ডান হাতের উপর মাসেহ করলেন এবং তাঁর দু'হাতের বাহির ভাগ ও মুখমণ্ডলও মাসেহ করলেন।"

[এখানে মুসলিমের শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩৪৭. মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৬৮]

শব্দার্থ : بَعَثَنِىْ - আমাকে প্রেরণ করেন, فِىْ حَاجَةٍ - কোনো প্রয়োজনে, فَاَجْنَبْتُ - আমি জুনুবী বা অপবিত্র হই, فَتَمَرَّغْتُ - আমি গড়াগড়ি করি, فِى الصَّعِيْدِ - মাটিতে, الدَّابَّةُ - চতুষ্পদ প্রাণী, فَذَكَرْتُ - আমি উল্লেখ করলাম।

١٤٠۔ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ : وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ، وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ،

১৪০. বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে এবং তার দু'হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন এবং দুহাতে ফুঁ দিলেন তারপর দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করলেন। [বুখারী হাদীস-৩৩৮]

শব্দার্থ : نَفَخَ - তিনি ফুঁৎকার দিলেন, كَفَّيْهِ - তার দু' হাতের তালু (কব্জি পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা : ইসমাইলী নামক গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তোমার জন্য একটাই যথেষ্ট হবে যে, তুমি তোমার হাতের তালু দু'টিকে মাটিতে রাখবে, তারপর হাত দুটিকে ঝেড়ে নিবে। তারপর ডান হাত বাম হাতের উপর ও বাম হাত ডান হাতের উপর ঘঁষবে, তারপর মুখমণ্ডল মসাহ করবে।–সুবুলুস সালাম। কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার পক্ষে সহীহ্ হাদীস নেই। (মিশরীয় টীকা)

١٤١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

১৪১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দু'দফা হাত মারতে হবে। এক দফা মুখমণ্ডলের জন্য আর এক দফা দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করার জন্য।"
[অত্যন্ত দুর্বল : দারেকুত্বনী হাদীস-১৮০৬]

শব্দার্থ : اَلتَّيَمُّمُ - তায়াম্মুম, ضَرْبَتَانِ - দু'বার মারা, لِلْوَجْهِ - চেহারা/মুখমণ্ডলের জন্য, اَلْمِرْفَقَيْنِ - দু' কনুই, اَلْاَئِمَّةُ - হাদীস বেত্তাগণ বা ইমামগণ।

١٤٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ الصَّعِيْدُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ، وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ.

১৪২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "পবিত্র মাটি মু'মিন মুসলিমের জন্য উযূর পানি বিশেষ (অর্থাৎ পানির বদলে) যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। তারপর পানি পেলে আল্লাহকে ভয় করবে ও অঙ্গে তা ব্যবহার করবে (অর্থাৎ উযূ করবে)।

[সহীহ বাযযার হাদীস-৩১০; ইবনুল ক্বাত্তান একে সহীহ বলেছে। দারেকুত্বনী বলেছেন হাদীসটি মুরসাল।]

শব্দার্থ : اَلصَّعِيْدُ -মাটি, عَشْرَسِنِيْنَ - দশ বছর, فَلْيَتَّقِ - সে যেন ভয় করে, بَشَرَتَهُ - তার দেহে বা তার চামড়ায়, صَوَّبَ - সঠিক বলে মত দিয়েছেন।

١٤٣. وَلِلتِّرْمِذِيْ : عَنْ اَبِى ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ.

১৪৩. তিরমিযী আবূ যার হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১২৪]

١٤٤. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : خَرَجَ رَجُلَانِ فِى سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ. فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوْءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ، ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ : اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ : لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

১৪৪ : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন : "দু'জন সাহাবী বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। সালাতের সময় উপস্থিত হলো কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না; ফলে তাঁরা পবিত্র মাটি দিয়ে উভয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। তারপর সময় থাকতেই তাঁরা পানি পেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন উযূ করে পুনরায় সালাত পড়লেন আর অপর ব্যক্তি তা আর করলেন না। তারপর তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এলেন এবং তাঁদের বিষয়টি তাঁর নিকটে ব্যক্ত করলেন। যিনি পুনরায় সালাত পড়েননি তাঁকে বললেন : "তুমি সুন্নাত (নিয়ম) মাফিক ঠিকই করেছ। তোমার জন্য ঐ সালাতই যথেষ্ট হয়েছে।" আর অপর লোকটিকে বলেন : "তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।" [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৮, নাসায়ী অধ্যায় : পবিত্রতা, হাদীস-৪৩৩]

শব্দার্থ : فِىْ سَفَرٍ - সফরে বা ভ্রমণে, فَحَضَرَتْ - উপস্থিত হলো, مَعَهُمَا - তাদের সাথে, طَيِّبًا - পবিত্র, اَلْوَقْتُ - (ঐ) সময়, فَاعَادَ - সে ফিরাল বা পুনরায় করল, اَلاٰخَرُ - অন্যজন, اَصَبْتَ - তুমি পেয়েছি বা তুমি সঠিক কাজ করেছ, السُّنَّةَ। - নিয়ম বা বিধান বা সুন্নাত, اَجْزَاَتْكَ - তোমরা জন্য যথেষ্ট হয়েছে, اَلاَجْرُ - প্রতিদান।

١٤٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) فِى قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ "وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ." قَالَ : اِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجَرَاحَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْقُرُوْحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ اَنْ يَمُوْتَ اِنْ اغْتَسَلَ : تَيَمَّمَ .

১৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহর বাণী "যদি তোমরা অসুস্থ হও বা পরবাসে থাক .... "এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জখম (আঘাতপ্রাপ্ত) হয় এবং সে জুনুবী হয়ে যায় আর গোসল করলে যদি মৃত্যুর ভয় থাকে, তবে এরূপ অবস্থায় সে তায়াম্মুম আদায় করবে।" [মাওকূফ, মারফূ উভয়টিই য'ঈফ : হাদীসটি দারাকুত্বনী মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ১৭৭/৯; বাযযার একটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছন। ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-২৭২; হাকিম হাদীস-১৬৫; এরা দু'জনে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : অসুস্থ, اَلْجِرَاحَةُ - জখম বা ক্ষতস্থান, سَبِيْلٌ - পথ, اَلْقُرُوْحُ - ক্ষতস্থান বা ফোঁড়া, فَيَخَافُ - অতঃপর সে ভয় করে বা আশংকা করে।

١٤٦. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : اِنْكَسَرَتْ اِحْدَى زَنْدَىَّ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.

১৪৬. 'আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : "আমার এক কব্জি ভেঙ্গে যায় ফলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে (উযূ ও গোসল কালীন) পট্টির (ব্যান্ডেজ) উপর মাসেহ করতে আদেশ দেন।"

[মাওযূ : ইবনে মাজাহ হাদীস-৬৫৭]

শব্দার্থ : اِنْكَسَرَتْ - ভেঙ্গে গেল, زَنْدَىَّ - আমার দু' কবজি, عَلَى الْجَبَائِرِ - পট্টির উপর বা ব্যান্ডেজের উপর।

١٤٧. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) فِى الرَّجُلِ الَّذِىْ شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ـ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ.

১৪৭. জাবির (রা) হতে মাথায় জখমপ্রাপ্ত এক সাহাবী প্রসঙ্গে বর্ণিত, যিনি গোসল করার পর ইন্তিকাল করেছিলেন। "তাঁর জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট হতো, জখমের উপর পট্টি বেঁধে তার উপর মাসেহ করে নিত ও বাকি সমস্ত শরীর ধৌত করে নিত"। [স'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৬)]

শব্দার্থ : شُجَّ - মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হলো, يَكْفِيْهِ - তার জন্য যথেষ্ট, يَعْصِبَ - পট্টি বেঁধে তার উপর মাসেহ করে নিত ও বাকি সমস্ত শরীর ধুয়ে নিত।

١٤٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لَا يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ اِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْاُخْرٰى.

১৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : "শরী'আতের বিধি মতে মানুষ তায়াম্মুম দ্বারা মাত্র এক ওয়াক্তেরই সালাত পড়বে। তারপর অন্য সালাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে।" [অত্যন্ত দুর্বল : দারেকুত্বনী হাদীস-১৮৫]

١٠. بَابُ الْحَيْضِ

১০. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের (হায়েয) ঋতুর বর্ণনা

١٤٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ مِنَ الصَّلَاةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ، وَصَلِّىْ.

১৪৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আবূ হুবাইসের কন্যা ফাতিমা 'ইস্তিহাযা' নামক রোগে ভুগতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : "ঋতুর রক্ত অবশ্য কালো, তা চেনা যায়। যখন এরূপ রক্ত দেখতে পাবে তখন সালাত বন্ধ করে দাও। তারপর যখন অন্য রক্ত বের হয় তখন উযূ করে সালাত আদায় কর।" আবূ দাউদ, নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাত্বিম একে মুন্‌কার হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২৮৬, নাসায়ী হাদীস-২১৫, ২১৬, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩৪৮, হাকিম (হাদীস-১৭৪]

শব্দার্থ : تُسْتَحَاضُ - ইস্তিহাযাহ (প্রদর রোগে আক্রান্ত হয়), دَمٌ أَسْوَدُ - কালো রক্ত, يُعْرَفُ - চেনা যায়, فَأَمْسِكِيْ - তুমি বন্ধ করে দাও বা বিরত থাকা وَاسْتَنْكَرَهُ - তিনি তাকে মুনকার হাদীসের মাঝে গণ্য করেছেন।

١٥٠. وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ : لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ.

১৫০. আবু দাউদে উমাইসের কন্যা আসমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে একটা বড় পানির পাত্রে বসবে (রক্তের রং পরীক্ষার জন্য) যদি দেখ যে রক্তের রং হলদে রয়েছে তবে যুহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে এবং মাগরিব ও ইশার সালাতের জন্য একবার গোসল করবে। ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। আর এর মাঝে মাঝে (প্রত্যেক সালাতের জন্য) একবার গোসল উযূ করবে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৯৬]

ব্যাখ্যা : ইস্তিহাজায় গোসল ফরয হয় না। তবে শরীর সতেজ ও রুচিকর ও আর্বজনা মুক্ত রাখতে সম্ভবমত গোসল করা মুস্তাহাব।

শব্দার্থ : وَلْتَجْلِسُ - এবং তুমি বসবে, فِيْ مِرْكَنٍ - (বড়) পানির পাত্রে, صُفْرَةً - হলুদ বর্ণ, غُسْلًا وَاحِدًا - একবার গোসল করা।

١٥١. وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيْهِ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ

رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّيْ أَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَّعِشْرِيْنَ، وَصُوْمِيْ وَصَلِّيْ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِيْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلٰى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْ حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِيْ. وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ. قَالَ : وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ .

১৫১. জাহাশের কন্যা হামনাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : "আমার 'ইস্তিহাযা' নামক রোগের জন্য অত্যাধিক রক্তস্রাব হতো। আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এর ব্যবস্থার জন্য আগমন করলাম।" তিনি বললেন : "এটা শয়তানের আঘাত হতেই (হচ্ছে), তুমি ছয় বা সাত দিন ঋতুর নিয়ম পালন করবে, তারপর গোসল করে পবিত্র হয়ে প্রতি মাসে চব্বিশ বা তেইশ দিন যথারীতি সালাত আদায় করবে, রোযা রাখবে ও সালাত পড়বে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে ঋতুবর্তী মেয়েদের ন্যায় প্রতি মাসে করতে থাকবে। যদি তুমি সক্ষম হও তবে যুহরকে পিছিয়ে দিয়ে এবং আসরকে কিছু এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করবে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে ও এশাকে এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় সালাত আদায় করবে; এবং ফজর সালাতের জন্য গোসল করে তা আদায় করবে। এটাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়"। তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন, আর ইমাম বুখারী হাসান বলেছেন। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২৮৭, তিরমিযী হাদীস- ১২৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-৬২৭, আহমদ ৬/৪৩৯]

শব্দার্থ : كَبِيْرَةٌ - বড় বা ব্যাপক, شَدِيْدَةٌ - কঠিনরূপে, أَسْتَفْتِيْهِ - আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলান, জানতে চাইলাম, رَكْضَةٌ - আঘাত, سِتَّةَ أَيَّامٍ - ছয়দিন, اِسْتَنْقَأْتِ - তুমি পবিত্র হবে, صُوْمِيْ - তুমি রোযা রাখবে, يُجْزِئُكِ - তোমার

জন্য যথেষ্ট হবে, النِّسَاءُ - تَحِيْضُ - মহিলা ঋতুবর্তী হয়, فَإِنْ قَوِيْتِ - যদি তুমি পার বা সক্ষম হও, تُؤَخِّرِيْ - পিছিয়ে দিবে, বিলম্ব করবে, تُعَجِّلِيْ - এগিয়ে নিয়ে আসবে বা তাড়াতাড়ি করবে, الصُّبْحِ - সুবহে সাদিক বা ফাজরের সময় (অত্র হাদীসে ফজরের সালাত উদ্দেশ্য), أَعْجَبُ - অধিক প্রিয়, পছন্দনীয়।

١٥٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ : أُمْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ.

১৫২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; জাহাশের কন্যা উম্মে হাবিবাহ তাঁর রক্তস্রাবের অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁকে বললেন: "তুমি এর আগে তোমার ঋতুর জন্য যে ক'দিন অবস্থান করতে সে ক'দিন তুমি ঋতুর বাধা নিষেধগুলো মেনে চলবে। তারপর ঋতু হতে পবিত্র হওয়ার গোসল করবে।" এরপর উম্মে হাবিবা প্রত্যেক সালাতের জন্যই গোসল করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩৩৪]

শব্দার্থ : شَكَتْ - তিনি অভিযোগ করলেন, অসুবিধার কথা বললেন, أُمْكُثِيْ - তুমি অবস্থান করবে বা নিয়ম মানবে, قَدْرَمَا - ঐ পরিমাণ, كَانَتْ تَحْبِسُكِ - তোমাকে আবদ্ধ রাখত বা বিরত রাখত।

١٥٣. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

১৫৩. বুখারীর এক বর্ণনাতে আছে 'প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে'।
[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ২২৮; আবূ দাউদ হাদীস-৩০০]

١٥٤. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

১৫৪. উম্মু আত্বীয়াহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আমরা ঋতুর পরবর্তী মেটে ও হলদে রঙের রক্তকে কিছু (দোষণীয়) বলে মনে করতাম না।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩২৬; আবূ দাউদ হাদীস-৩০৭]

শব্দার্থ : اَلْكُدْرَةُ - মেটে রং, الصُّفْرَةُ - হলুদ বর্ণ।

١٥٥. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ إِلَّا النِّكَاحَ۔

১৫৫ : আনাস (রা) হতে বর্ণিত; ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার বর্জন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তোমরা সহবাস ছাড়া তাদের সঙ্গে সবই করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩/১৬/৩০২]

শব্দার্থ : إِنَّ يَهُوْدَ - নিশ্চয় ইয়াহুদীরা, لَمْ يُوَاكِلُوْهَا - তারা তার সাথে পানাহার করে না, اِصْنَعُوْا - তোমরা সম্পাদন করো, النِّكَاحَ - বিবাহ অত্র হাদীসে যৌন মিলন উদ্দেশ্য।

١٥٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنِىْ فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِىْ وَأَنَا حَائِضٌ۔

১৫৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঋতুবর্তী অবস্থায় আমাকে ইযার পরিধান করার নিদের্শ দিতেন, (আমি সে মতোই করতাম) তারপর তিনি আমার সাথে (সঙ্গম ছাড়া) প্রেমালিঙ্গন করতেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩০০; মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৩/১, ২/২৯৩]

শব্দার্থ : فَأَتَّزِرُ - আমি লুঙ্গি জাতীয় কিছু পড়তাম, فَيُبَاشِرُنِىْ - অতঃপর আমার সাথে তিনি আলিঙ্গন বা কোলাকুলি করতেন, শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

١٥٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَأْتِىْ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ- قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ۔

১৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে তার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "ঐ ব্যক্তি যেন এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) বা অর্ধ দিনার (সদাক্বাহ্) করে।" হাকিম ও ইবনুল খাত্তাব এটিকে সহীহ বলেছেন। আর অন্যরা এটিকে মাওকূফ বলে মন্তব্য করেছেন।
[মারফূ হিসেবেই হাদীসটি সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস- ২৬৪; নাসায়ী হাদীস-২৮৮/২৮৯, তিরমিযী হাদীস-১৩৬, ইবনে মাজাহ ৬৪০, আহমদ হাদীস- ১/২২৯, ২৮৬ হাকিম ১৭২]

শব্দার্থ : يَأْتِي - আসবে বা সঙ্গম করবে, يَتَصَدَّقُ - সদাক্বাহ দিবে, بِدِيْنَارٍ - এক দীনার, أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ - অর্ধ-দীনার, رَجَّحَ - তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, وَقْفَه - সেটার মাওকূফ হওয়াকে।

١٥٨. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟.

১৫৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'ঋতু অবস্থায় মেয়েরা কি সালাত ও রোযা হতে বিরত থাকে না?" (অর্থাৎ বিরত থাকতে হবে)– বুখারী মুসলিম। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। [সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩০৪; এখানে বুখারীর শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ৭৯]

١٥٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ.

১৫৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "যখন আমরা হজ্জ্ব পালন করার উদ্দেশে সারিফ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমার ঋতু শুরু হলো।" নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : "তুমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বা শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যান্য কাজ সকলের মতোই আদায় করে যাবে"– (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৩০৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ১২১১]

শব্দার্থ : لَمَّا جِئْنَا - যখন আমরা পৌঁছলাম বা আসলাম, سَرِفَ - 'সারিফ' নামক স্থানে, اِفْعَلِيْ - তুমি কার্য সম্পাদন করো, غَيْرَ - ব্যতীত বা তবে, لَاتَطُوْفِيْ - তাওয়াফ করবে না, بِالْبَيْتِ - কা'বা ঘরে।

١٦٠. وَعَنْ مُعَاذٍ (رضى) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

১৬০. মু'আয (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : "ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (দাম্পত্য কার্যকলাপের মধ্যে) কি কি বৈধ হবে?" তিনি বললেন : "কাপড়ের উপরিভাগ (অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কাজে) বৈধ"– আবূ দাউদ, তিনি এটিকে 'যঈফ বলেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১৩; এখানে কাপড়ের উপরিভাগ অংশটুকু সহীহ, তবে হাদীসের বাকি অংশ তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম অংশটুকু য'ঈফ। যেমনটি ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন।]

শব্দার্থ : مَا يَحِلُّ - কি বৈধ হবে বা হয়? فَوْقَ الْإِزَارِ - লুঙ্গির উপরিভাগ।

١٦١. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ. يَوْمًا.

১৬১. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিফাসের (সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাবের) জন্য মেয়েরা চল্লিশ দিন অপেক্ষমান থাকতেন।" [হাদীসের উল্লিখিত শব্দ আবূ দাউদের। হাসান সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস-৩১১; তিরমিযী হাদীস-১৩৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-৬৪৮, আহমদ হাদীস-৬/৩০০]

শব্দার্থ : النُّفَسَاءُ। - নিফাসগ্রস্ত মহিলা, تَقْعُدُ - অপেক্ষা করবে।

١٦٢. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৬২. আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে নবী করীম ﷺ তাদেরকে নিফাস কালীন সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন না। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-৩১২]

শব্দার্থ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا - তিনি তাকে আদেশ করেননি বা আদেশ দেননি, بِقَضَاءِ - কাযা করতে বা পূরণ করতে।

٢. كِتَابُ الصَّلَاةِ

দ্বিতীয় অধ্যায় : সালাত

١. بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

১. অনুচ্ছেদ : সালাতের সময়

সঠিক সময়ে সালাত আদায় করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীস শরীফে একে সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

١٦٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

১৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) হতে বর্ণিত; আল্লাহর নবী ﷺ বলেন : "যুহরের সময় (তখন হয়)– যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যায়, আর মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, তথা আসরের সময় না আসা পর্যন্ত (তা বিদ্যমান থাকে) আসরের সময়– (মানুষের ছায়া সমান হওয়ার পর হতে) সূর্যের রং ফিকে হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সময়– সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আকাশের লাল আভা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এশার সালাতের সময় (মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর হতে) অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত বিদ্যমান

থাকে। ফজরের সময়– সুবহে সাদিক আরম্ভ হওয়া থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। [মুসলিম পর্ব ৫, হাদীস-১৭৩/৬১২]

শব্দার্থ : وَقْتٌ - সময়, الظُّهْرِ - যুহর, اِذَا زَالَتْ - যখন ঢলে পড়ে, الشَّمْسُ - সূর্য, وَكَانَ ظِلُّ - এবং ছায়া হতো, الرَّجُلِ - ব্যক্তি, كَطُوْلِهٖ - তার দৈর্ঘ্যের সমান, مَا - যতক্ষণ পর্যন্ত, مَالَمْ يَحْضُرْ - উপস্থিত না হয়, صَلاَةٌ - সালাত বা নামায, وَقْتُ الْعَصْرِ - আসরের সময়, لَمْ تَصْفَرَّ - হলুদ বর্ণ হয়নি, لَمْ يَغِبْ - অদৃশ্য হয়নি, الشَّفَقُ - (পশ্চিমাকাশে) লালিমা, الْعِشَاءِ - ঈশা, اِلَى - দিকে বা পর্যন্ত, نِصْفِ - অর্ধেক, اللَّيْلِ - রাত, اَلْاَوْسَطُ - মধ্য, الصُّبْحِ - সকাল।

ব্যাখ্যা : যোহরের সালাতের সময় তো সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়, আর আসরের সালাতের সময় সূর্যের লাল বর্ণ বরণ ধারণ করার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় এ বিষয়ে তেমন কোন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য যোহরের শেষ সময় ও আসরের প্রথম সময়ের ব্যাপারে শক্তমতভেদ রয়েছে তবে বিশুদ্ধ সংখ্যধিক্য হাদীসের আলোকে যোহরের শেষ সময় প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন সমপরিমাণ হয় সেটা, আর আসরের প্রথম সময় তখন শুরু হয় যখন যোহরের সময় শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ বস্তুর সমপরিমাণ ছায়া। অবশ্য এই ছায়ার মাপ গণ্য হব فئى زوال এর ছায়া ব্যাতীত। অর্থাৎ ঠিক দুপারের সময় ও সূর্য ঢলার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে বস্তুর যদি কোন ছায়া থেকে থাকে বিশেষভাবে যেমনটি ছোট দিনে হয়ে থাকে, সেই ছায়া ব্যাতীত সমপরিমাণ ছায়া গণ্য করতে হবে তাহলেই প্রকৃত সমপরিমাণ ধরা হবে নচেৎ নয়।

١٦٤. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فِى الْعَصْرِ : وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ.

১৬৪. মুসলিমে বুরাইদাহ্‌ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আসরের সময় সম্পর্কে আছে সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকা পর্যন্ত আসরের সময় বিদ্যমান থাকে।

[মুসলিম পর্ব : ৫, হাদীস-১৭৭/৬১৩]

শব্দার্থ : بَيْضَاءُ - সাদা, نَقِيَّةٌ - পরিষ্কার বা উজ্জ্বল।

١٦٥. وَمِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُوْسٰى : وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

১৬৫. আর আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, "এবং সূর্য উঁচুতে থাকা পর্যন্ত" (আসরের সময় থাকে)।

শব্দার্থ : مُرْتَفِعَةٌ - উঁচু।

١٦٦. وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهٖ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ

وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

১৬৬. আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত পড়তেন তারপর আমাদের লোক মদীনার দূর প্রান্তের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরও সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল থাকত। ইশার সালাত বিলম্ব করাকে তিনি পছন্দ করতেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো ও পরে গল্প করাকে মন্দ জানতেন; আর তিনি ফজরের সালাত পড়ে এমন সময় ফিরতেন যখন লোক তার পাশের সঙ্গীকে চিনতে পারত। আর তিনি ষাট আয়াত হতে একশো আয়াত এক রাকআত সালাতে পড়তেন।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৫৪৭, মুসলিম পর্ব : ৫, হাদীস-১৩৫/৬৪৭]

শব্দার্থ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّيْ - রাসূল (সা) সালাত আদায় করতেন, ثُمَّ يَرْجِعُ - তারপর ফিরে যেত, أَحَدُنَا - আমাদের কেউ, إِلَى - দিকে, رَحْلِهِ - তার বাসস্থানে বা বাড়িতে, فِيْ - মধ্যে বা তে, أَقْصَى - প্রান্তর, الْمَدِيْنَةِ - মাদীনাহ শহর, وَالشَّمْسُ - এবং সূর্য, حَيَّةٌ - জীবিত (حَيَّةٌ এর শাব্দিক অর্থ 'জীবিত' কিন্তু এখানে 'সমুজ্জ্বল বা উদিত থাকা' অর্থে ব্যবহার হয়েছে), مِنْ হতে বা থেকে, طُلُوْعٌ - উদিত হওয়া, اَلْفَجْرُ - ফাজর, مَا - যতক্ষণ পর্যন্ত, لَمْ تَطْلُعْ - উদিত না হয়, حِيْنَ - যখন, يَعْرِفُ - সে চিনবে, جَلِيْسَهُ - তার পাশের সঙ্গী, وَكَانَ يَقْرَأُ - আর তিনি পড়তেন, بِالسِّتِّيْنَ - ষাট (আয়াত), إِلَى - পর্যন্ত, اَلْمِائَةِ - একশত।

١٦٧. وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ : وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا : إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ.

১৬৭. বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, 'ইশার সালাত কখনও তাড়াতাড়ি আবার কখনও বিলম্ব করে পড়তেন। যখন দেখতেন লোক জমায়েত হয়ে গেছে তখন তাড়াতাড়ি সালাত পড়তেন। আর লোক দেরিতে

উপস্থিত হলে দেরিতেই পড়তেন। আর ফজরের সালাত তিনি আবছা (ক্ষীণ) আঁধারে পড়তেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৬০, মুসলিম পর্ব ৫, হাদীস-২৩৩/৬৪৬]

শব্দার্থ : اَحْيَانًا - কখনো কখনো, يُقَدِّمُهَا - তাকে আগ্রে নিয়ে আসতেন/ এগিয়ে আনতেন, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ - তিনি পছন্দ করতেন, اَنْ يُؤَخِّرَ - বিলম্ব করতে, وَكَانَ يَكْرَهُ - আর তিনি অপছন্দ করতেন, النَّوْمُ - ঘুম, قَبْلَهَا - তার পূর্বে, وَالْحَدِيْثُ - এবং কথাবার্তা, بَعْدَهَا - তার পরে, وَكَانَ يَنْفَتِلُ - আর তিনি ফিরে আসতেন, صَلَاةُ الْغَدَاةِ - ফজরের নামায (الْغَدَاةِ-এর শাব্দিক অর্থ হলো সকাল, ভোর ইত্যাদি; এখানে ফজরের সালাত উদ্দেশ্য), يُؤَخِّرُهَا - তাকে পিছনে নিয়ে আসতেন, اِذَا رَاٰهُمْ - যখন তাদেরকে দেখতেন, اِجْتَمَعُوْا - তারা একত্রিত হয়েছে, عَجَّلَ - তাড়াতাড়ি করল, وَاِذَا - এবং যখন, اَبْطَئُوْا - তারা বিলম্ব করেছে, اَخَّرَ - পিছিয়ে দিতেন, كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّيْهَا - নবী (সা) ফজরের সালাত আদায় করতেন, بِغَلَسٍ - আবছা অন্ধকারে।

١٦٨. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ مُوْسٰى : فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

১৬৮. মুসলিমে আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত; অন্য হাদীসে আছে, ফজরের সালাত আদায় করলেন যখন সুবহে সাদিক হলো। কিছু লোক একে অপরকে তখনও সহসা চিনতে পারত না। [মুসলিম, পর্ব: ৫, হাদীস-১৭৮/৬১৪]

শব্দার্থ : فَاَقَامَ - অতঃপর প্রতিষ্ঠিত করল বা সালাত আদায় করল, حِيْنَ - যখন, انْشَقَّ - প্রকাশ পেল বা আলোকিত হলো, وَالنَّاسُ - এবং মানুষ, لَايَكَادُ - পারত না, (يَكَادُ অর্থ উপক্রম হওয়া), يَعْرِفُ - সে চিনবে, بَعْضُهُمْ - তাদের কেউ, بَعْضًا - অপরকে।

١٦٩. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

১৬৯. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করে ফিরার পরও আমাদের লোক তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার দূরবর্তী স্থানটি দেখতে পেতেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫৯, মুসলিম পর্ব-৫, হাদীস-২১৭/৬৩৭]

শব্দার্থ : كُنَّا نُصَلِّىْ - আমরা সালাত আদায় করতাম, مَعَى النَّبِىِّ (ص) - নবী ﷺ-এর সাথে, فَيَنْصَرِفُ - অতঃপর ফিরে আসত, أَحَدُنَا - আমাদের কেউ, وَاِنَّهُ - আর নিশ্চয়ই তিনি বা সে, لَيُبْصِرُ - দেখতে পেত, مَوَاقِعَ - পতিত হবার স্থান, نَبْلِه - তার তীর।

١٧٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلّٰى وَقَالَ : اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ.

১৭০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে 'ইশার সালাত পড়তে বিলম্ব করেছিলেন, এমন কি রাতের বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : এটাই হচ্ছে 'ইশার সালাতের উপযুক্ত সময়, যদি আমি আমার উম্মতের উপর এ সময়টাতে 'ইশা পড়া কঠিন হবে বলে মনে না করতাম।

[সহীহ মুসলিম পর্ব : ৫, হাদীস-২১৯/৬৩৮]

শব্দার্থ : اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ - রাসূলুল্লাহ (সা) বিলম্ব করেন, ذَاتَ لَيْلَةٍ - এক রাতে, حَتّٰى - এমনকি, ذَهَبَ - অতিবাহিত হয়ে গেছে, عَامَّةُ اللَّيْلِ - বেশ কিছু সময়, ثُمَّ خَرَجَ - তারপর তিনি বের হন, فَصَلّٰى - অতঃপর নামায আদায় করেন, لَوَقْتُهَا - তার সময়, لَوْلَا - যদি না, اَنْ اَشُقَّ - কষ্ট মনে করতাম, عَلٰى اُمَّتِىْ - আমার উম্মাত-এর উপর।

١٧١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ، فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১৭১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোদের প্রখরতার সময় (যুহরের সালাত) প্রখরতা কমে যাওয়ার পরে পড়বে, কেননা রোদের প্রখরতা দোযখের আগুনের তীক্ষ্ণতা থেকে হয়।

[বুখারী : (তাওহীদ প্রকাশনী : ৫৩৬) মুসলিম (পর্ব: ৫, হাদীস- ১৮০/৬১৫)]

শব্দার্থ : اِذَا - যখন, اشْتَدَّ - কঠিন হবে, اَلْحَرُّ - গরম, فَاَبْرِدُوْا - অতঃপর তোমরা ঠাণ্ডা কারো বা বিলম্ব করো, بِالصَّلَاةِ - সালাত, شِدَّةَ - কাঠিন্যতা, فَيْحِ - তীব্রতা, جَهَنَّمَ - জাহান্নাম।

١٧٢. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُوْرِكُمْ.

১৭২. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : ফজরের সালাত স্পষ্ট সুবহে সাদিকে আদায় কর। কেননা তা তোমাদের জন্য অধিক সাওয়াবের কারণ। [সহীহ আবূ দাউদ-৪২৪, নাসায়ী হাদীস-৫৪৮, তিরমিযী হাদীস-১৫৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-৬৭২, আহমদ-৩/১৪২, ৪৪০, ৪৬৫]

ব্যাখ্যা : ফজরের সালাত আদায়ের সময় হল সুবহি সাদেক এবং যথা সময়ে সালাত আদায় করা অধিক সওয়াবের কাজ কিন্তু সুবহি কাযিব থেকে সুবহি সাদেককে পৃথক করা একটু মুশকিল হয়। অনেক সময় হয়তঃ সুবহি সাদিক হয়েছে মর্মে সুবহি কাযিযে ভুল করে নামায পড়ে নিতে পারে এ জন্য নবী (সা) স্পষ্টভাবে সুবহি সাদিক জেনে নিয়ে সালাত আদায়ে উৎসাহিত করেছেন। এটা তার প্রথম ও উত্তম সময় যা সাধাধিক ও মহা সওয়াব পাওয়ার একমাত্র সুযোগ।

শব্দার্থ : أَصْبِحُوْا - তোমরা স্পষ্ট করো (এখানে স্পষ্ট করা বুঝানো হয়েছে), بِالصُّبْحِ - সকাল করো, ফজর, فَإِنَّهُ -কেননা তা, أَعْظَمُ - অধিক, لِأُجُوْرِكُمْ - তোমাদের প্রতিদান।

١٧٣. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

১৭৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের এক রাক'আত সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়তে পারল সে ফজরের সালাত পেল, আর যে ব্যক্তি আসরের সালাতের এক রাক'আত সূর্যাস্তের পূর্বে পড়ল, সে আসরের পূর্ণ সালাতের সময়ের মধ্যে পড়ল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৭৯, মুসলিম : পর্ব ৫, হাদীস-১৬৩/৬০৮, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৪৯০]

শব্দার্থ : مَنْ أَدْرَكَ - যে পেল, مِنَ الصُّبْحِ - ফজরের (সালাত) থেকে, رَكْعَةً - এক রাকআত, قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ - উদিত হওয়ার পূর্বে, فَقَدْ أَدْرَكَ - সে পেয়ে গেল, الصُّبْحِ। - (পুরো) ফাজরের সালাত, مِنَ الْعَصْرِ - আসর থেকে, أَنْ تَغْرُبَ - ডুবার পূর্বে।

١٧٤. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ : سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَالَ : وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

১৭৪. এবং মুসলিমে 'আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ কথা রয়েছে। তাতে রাক'আতের পরিবর্তে সিজদাহ্ শব্দ রয়েছে এবং পরে সিজদার অর্থ এখানে রাক'আত হবে বলা হয়েছে। [মুসলিম পর্ব : ৫, হাদীস-১৬৪/৬০৯]

শব্দার্থ : نَحْوَهُ - তার মতো বা অনুরূপ, سَجْدَةً - এক সাজদাহ, بَدَلَ - পরিবর্তে, ثُمَّ قَالَ - তারপর বলেন।

١٧٥. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : (لَاصَلَاةَبَعْدَصَلَاةِ الْفَجْرِ.

১৭৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফজরের সালাতের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত (পড়ার বিধান) নেই। আর 'আসর সালাতের পরও সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। মুসলিমে "বা'দাস সুবহি" শব্দের পরিবর্তে "বা'দা সালাতিল ফাজর" শব্দ রয়েছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৫৮৬; মুসলিম পর্ব : ৭, হাদীস-২৮৮/৮২৭]

শব্দার্থ : سَمِعْتُ - আমি শুনেছি, لَاصَلَاةَ - সালাত নেই, بَعْدَ الصُّبْحِ - ফজরের পরে, حَتّٰى تَطْلُعَ - উদিত হওয়া পর্যন্ত, بَعْدَ الْعَصْرِ - আসরের পরে, حَتّٰى تَغِيْبَ - অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত বা অস্ত হওয়া পর্যন্ত।

١٧٦. وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ.

১৭৬. এবং মুসলিমে 'উক্ববাহ ইবনে 'আমির (রা) হতে বর্ণিত; তিনটি এমন সময় রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পড়া ও মৃতকে কবরস্থ করা নিষেধ করতেন ১. যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উদিত হয় ও তা উপর উঠে না আসা পর্যন্ত) ২. এবং ঠিক দুপুর হলে যতক্ষণ না সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যায়, ৩. আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য ঢলে পড়ে। [সহীহ মুসলিম পর্ব : ৭, হাদীস- ২৯৩/৮৩১]

শব্দার্থ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ - তিন সময়ে, كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - রাসূলুল্লাহ (সা), يَنْهَانَا - আমাদের নিষেধ করতেন, اَنْ نُصَلِّيَ - সালাত আদায় করতে, فِيْهِنَّ - সেগুলোর মধ্যে, اَنْ نَقْبُرَ - এবং ক্ববর দিতে, فِيْهِنَّ - সেটাতে, مَوْتَانَا - আমাদের মৃতদেরকে, حِيْنَ - যখন, تَطْلُعُ - উদিত হয়, بَازِغَةً - উজ্জ্বল অবস্থায়, حَتّٰى تَرْتَفِعَ - উপরে উঠা পর্যন্ত, يَقُوْمُ - দাঁড়ায়, قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ - ঠিক দুপুরে, حَتّٰى تَزُوْلَ - ঢলে পড়া পর্যন্ত, تَتَضَيَّفُ - ধাবিত হয়, لِلْغُرُوْبِ - অস্ত যাওয়ার জন্য।

١٧٧. وَالْحُكْمُ الثَّانِىْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. وَزَادَ: اِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

১৭৭. ঠিক দুপুরে সালাত না পড়া সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (রহ)। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দুর্বল সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত এ কথাও আছে, "জুমুআর দিন ব্যতীত" অত্যন্ত দুর্বল। [মুসনাদ শাফেঈ ১৩৯/৪০৮]

শব্দার্থ : بِسَنَدٍ - সনদের মাধ্যমে, بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ - দুর্বল সনদের, وَزَادَ - এবং বৃদ্ধি করেছেন, اِلَّا - কিন্তু, يَوْمَ الْجُمْعَةِ - জুমু'আর দিনে।

١٧٨. وَكَذَا لِاَبِىْ دَاوُدَ : عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ.

১৭৮. আবূ দাউদে ও আবূ কাতাদা হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।
[য'ঈফ: আবূ দাউদ (হাদীস- ১০৮৩]

١٧٩. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ.

১৭৯. যুবাইর ইবনে মুত্ব'ইম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে বনী আব্দি মানাফ! (এরা কা'বা ঘরের সেবক ছিলেন), জনসাধারণ তাদের ইচ্ছামত রাত-দিনের যে কোনো সময়ে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করুক বা সালাত পড়ুক, তোমরা তাদের কোনো বাধা দিবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৮৯৪, নাসায়ী হাদীস-২৯২৪, তিরমিযী হাদীস-৮৬৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৫৪, আহমদ ৪/৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪; ইবনে হিব্বান হাদীস-১৫৫২, ১৫৫৩, ১৫৫৪]

শব্দার্থ : يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ - হে বনী 'আব্‌দ মানাফ এর গোত্র, لَاتَمْنَعُوْا - তোমরা বাধা দিও না, اَحَدًا - কাউকে, بِهٰذَا الْبَيْتِ - এ ঘরের, وَصَلّٰى - এবং সালাত আদায় করে, اَيَّةَ - যে কোনো, سَاعَةَ - সময়, شَاءَ - সে ইচ্ছা করে, مِنْ لَيْلٍ - রাতের বা রাত থেকে, اَوْنَهَارٍ - অথবা দিনে।

١٨٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

১৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, 'শাফাক্ব' এর অর্থ হুমরা (সূর্যাস্তের পরবর্তী পশ্চিমাকাশের লাল আভা)।

[য'ঈফ : দারাকুত্বনী সুনান গ্রন্থে ১/২৬৯/৩, ইবনে খুযাইমাহ ও অন্যরা একে মাওকুফ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَلشَّفَقُ - শাফাক্ব, اَلْحُمْرَةُ - (পশ্চিমাকাশের) লালিমা।

١٨١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيْهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيْهِ الصَّلَاةُ - اَىْ صَلَاةُ الصُّبْحِ. وَيَحِلُّ فِيْهِ الطَّعَامُ.

১৮১. ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফজর দুই প্রকার– এক ফজর (যাতে রোযার নিয়তে) পানাহার হারাম করে আর এতে সালাত পড়া হালাল, আর অন্য ফজর (সুবহে কাযিব) যাতে ফজরের সালাত পড়া হারাম এবং পানাহার করা হালাল। [সহীহ : ইবনে খুযাইমাহ ৩৫৬, হাকিম ১৯১]

শব্দার্থ : اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ - ফজর দু' প্রকার, يُحَرِّمُ - হারাম করে, اَلطَّعَامُ - খাদ্য, وَتَحِلُّ - হালাল হয়. فِيْهِ - তাতে, تَحَرَّمُ - হারাম হয়, অবৈধ হয়, اَىْ - অর্থাৎ।

١٨٢. وَلِلْحَاكِمِ فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ (رضى) نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِيْ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ : اِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلًا فِي الْأُفُقِ وَفِي الْآخَرِ : اِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ .

১৮২. হাকিমে জাবির (রা) হতে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে তাতে আরো রয়েছে, যে ফজরে (রোযার নিয়তে) পানাহার হারাম তার আলোক পূর্বাকাশের দিগন্তে প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে (যাকে সুবহে সাদিকা বলা হয়) আর অন্যটি উর্ধ্বমুখী থাকে (যাকে সুবহি কাযিব বলা হয়)। [সহীহ : হাকিম-১৯১]

শব্দার্থ : يَذْهَبُ - দূর হয় বা চলে যায়, مُسْتَطِيْلاً - লম্বা রেখা, فِي الْأُفُقِ - দিগন্তে বা আকাশের কিনারায়, وَفِي الْآخَرِ - অপরটির ক্ষেত্রে, اِنَّهُ - নিশ্চয়ই তা, كَذَنَبِ السِّرْحَانِ - নেকড়ে বাঘের লেজের মতো।

١٨٣. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا.

১৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : সময়ের প্রথম ভাগে সালাত আদায় করা একটা উৎকৃষ্টতর পূণ্য কাজ। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৭৩, হাকিম ১৮৮; এখানে উল্লিখিত শব্দ হাকিমের। এর মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে বিদ্যমান।]

শব্দার্থ : اَفْضَلُ - উত্তম, الْاَعْمَالُ - 'আমল, বা কাজ, فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا - তার প্রথম সময়ে।

١٨٤. وَعَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ، وَاَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ .

১৮৪. আবূ মাহযূরাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : সালাতের সময়ের প্রথমাংশে সালাত আদায় করায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, মধ্যমাংশে আদায় করায় তাঁর অনুগ্রহ এবং শেষাংশে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা যায়। [মাওযূ দারাকুত্বনী-২৪৯-২৫০]

শব্দার্থ : أَوَّلُ الْوَقْتِ - প্রথম সময়, رِضْوَانٌ - সন্তুষ্টি, وَأَوْسَطُهُ - তার মধ্য সময়, رَحْمَةُ اللّٰهِ - আল্লাহর রহমত, وَآخِرُهُ - আর শেষ সময়, عَفْوُ اللّٰهِ - আল্লাহর ক্ষমা।

١٨٥. وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُوْنَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

১৮৫. তিরমিযীতে ইবনে উমর (রা) হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাতে মধ্যমাংশ শব্দ নেই। এটির সনদও দুর্বল। [মাওযূ : তিরমিযী হাদীস- ১৭২]

শব্দার্থ : دُوْنَ - ব্যতীত, الْأَوْسَطِ - মধ্যম সময়, وَهُوَ ضَعِيفٌ - আর সেটা দুর্বল, أَيْضًا - অনুরূপ।

١٨٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّاالنَّسَائِيَّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

১৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফজর সালাতের সময় হওয়ার পর ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতীত আর কোনো নফল সালাত (পড়া বৈধ) নেই। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১২৭৮, তিরমিযী হাদীস-৪১৯, আহমদ হাদীস-৫৮১১, আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনাতে রয়েছে ফজর "উদয় হওয়ার পর ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাত) ছাড়া আর কোনো সালাত নেই।" [সহীহ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদীস-৩/৫৩/৪৭৬০]

শব্দার্থ : سَجْدَتَيْنِ - দু' রাক'আত, اِلَارَكْعَتَى الْفَجْرِ - ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত ব্যতীত।

١٨٧. وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

১৮৭. 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর পুত্র ('আব্দুল্লাহ) হতে দারেকুত্বনীতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। [সহীহ দারেকুত্বনী ১/৪/১৯/৩]

١٨٨. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِيْ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، فَسَاَلْتُهُ، فَقَالَ : شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ، قُلْتُ : اَفَنَقْضِيْهِمَا اِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ : لَا.

১৮৮. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করলেন ও দু'রাক'আত সালাত পড়লেন। আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : "যুহরের পরের দুরাক'আত সুন্নাত সালাত অবসরের অভাবে পড়া হয়নি তাই এখন তা পড়ে নিলাম।" আমি তাঁকে বললাম : "আমরাও কি তা ছুটে গেলে পড়ে নিব?" নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন : "না (তা করবে না)"। [য'ঈফ : আহমদ ৬/৩১৫]

শব্দার্থ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ - রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় করলেন, ثُمَّ دَخَلَ - তারপর প্রবেশ করলেন, بَيْتِيْ - আমার বাড়িতে, فَصَلّٰى - এবং সালাত আদায় করলেন, رَكْعَتَيْنِ - দু' রাক'আত, فَسَاَلْتُهُ - অতপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, فَقَالَ - তিনি বললেন, شُغِلْتُ - আমি ব্যস্ত ছিলাম, الْاٰنَ- এখন, قُلْتُ - আমি বললাম, اَفَنَقْضِيْهِمَا - আমরাও কি সে দু' রাক'আত ক্বাযা পড়ে নিব? اِذَا - যখন, فَاتَتْنَا - ছুটে যাবে, (لَا) قَالَ - তিনি বলেন 'না'।

١٨٩. وَلِاَبِى دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

১৮৯. আবূ দাউদে আয়েশা (রা) হতে উক্ত মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-১২৮০]

٢. بَابُ الْأَذَانِ

২. অনুচ্ছেদ : আযান (সালাতের সময় ঘোষণা)

ইমাম কুরতুবী (রা) বলেছেন, আযানের শব্দ সংখ্যা কম থাকলেও এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করেছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব ও পূর্ণত্বের স্বীকৃতিও ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তা ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে; মহানবী ﷺ-এর রিসালাত ও নবুয়তের স্বীকৃতি ঘোষণা দ্বারা তাঁর প্রশংসা হয়েছে এবং ইবাদত ও বন্দেগীর যাবতীয় কর্তব্য বা ক্রিয়া-কলাপ তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে ও তাঁর শিক্ষার বাইরে সম্পাদিত কোনো কাজ নাজাত লাভের কারণ হতে পারবে না। আযানের মাধ্যমে পরকালের স্থায়ী সুখ সম্পদের প্রতিও মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়েছে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আছে- মুয়াযযিনের আযানের শব্দ মানব, জ্বীন ও অন্যান্য যে কোনো বস্তুর কানে পৌঁছাবে তারা সকলেই তাঁর জন্য এ সত্য শাহাদাত ঘোষণার স্বাক্ষী কিয়ামাতে প্রদান করবে।

'আযান' ইবাদত বা উপাসনার জন্য সময় ঘোষণার এমন এক উন্নত স্বর্গীয় ব্যবস্থা যার উচ্চ প্রশংসা বহু অমুসলিম মনীষীও করেছেন।

আযানের প্রথম প্রবর্তন হয় হিজরী ২য় সনে। আযান ইসলামের মৌলিক শিক্ষার গাম্ভীর্যপূর্ণ এক মহানিদর্শন বিশেষ। নবী করীম ﷺ যে পল্লীতে আযান ধ্বনি শুনেছেন ঐ পল্লীকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

١٩٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ (رضى) قَالَ : طَافَ بِىْ - وَاَنَا - نَائِم رَجُلٌ فَقَالَ : تَقُوْلُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْاَذَانَ- بِتَرْبِيْعِ التَّكْبِيْرِ بِغَيْرِ تَرْجِيْعٍ، وَالْاِقَامَةَ فُرَادَى، اِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ـ قَالَ : فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ الْحَدِيْثَ ـ

১৯০. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আবদে রাব্বিহি (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি স্বপ্নযোগে দেখলাম, কোনো লোক আমাকে পরিভ্রমণ করে বলছে

: তুমি বল, 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি আযানের শব্দগুলো। এতে আল্লাহু আকবার চারবার ছিল কিন্তু 'তারজী' (শাহাদাতাইন নিম্নস্বরে পাঠ করা) ছিল না। আর ইক্বামাতের সববাক্যই একবার করে ছিল কিন্তু তার মধ্যে 'ক্বাদকামাতিস সালাত' বাক্যটি দু'বার ছিল।

রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন : সকাল হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আসলাম। তিনি এই স্বপ্নপ্রসঙ্গে বললেন : স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। (হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। [হাসান সহীহ আবূ দাউদ হাদীস- ৪৯৯, তিরমিযী হাদীস-১৮৯, আহমদ ৪/৪৩, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৩৭১]

তিরমিযী ও ইবনে খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।

শব্দার্থ : طَافَ بِیْ - আমার পাশ দিয়ে পরিভ্রমণ করল, نَائِمٌ - ঘুমন্ত, رَجُلٌ - এক একটি, تَقُوْلُ - তুমি বলো, اَللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ সবচেয়ে বড়, فَذَكَرَ - অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন, بِتَرْبِيْعِ التَّكْبِيْرِ - তাকবীর চারবার উল্লেখ করে, التَّكْبِيْرِ - তাকবীর, بِغَيْرِ تَرْجِيْعٍ - পুনরায়বৃত্তি ছাড়া, وَالْاِقَامَةَ - আর ইক্বামাত, فُرَادَى - একবার করে, اِلَّا - তবে, فَلَمَّا - অতঃপর যখন, اَصْبَحْتُ - আমি সকাল করলাম বা ভোরে উপনীত হলাম, اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) - আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলাম, اِنَّهَا - নিশ্চয়ই তা, لَرُؤْيَا حَقٌّ - সত্য স্বপ্ন।

١٩١۔ وَزَادَ اَحْمَدُ فِیْ اٰخِرِهٖ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِیْ اَذَانِ الْفَجْرِ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

১৯১. ইমাম আহমদ এ হাদীসের শেষাংশে– ফজরের সালাতের আযান সম্পর্কীয় বিলাল (রা)-এর ঘটনাটিতে– 'সালাত ঘুম হতে উত্তম' অংশটি বাড়িয়েছেন।

শব্দার্থ : قِصَّةَ - ঘটনা, خَيْرٍ - ভালো বা উত্তম।

١٩٢. وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ : عَنْ اَنَسٍ (رضی) قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِی الْفَجْرِ : حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

১৯২. ইবনে খুযাইমাতে আনাস (রা)-এর রেওয়াতে আছে সুন্নাত হলো, মুয়াযিন ফজরের আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার পর' আস সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম বলবে। [ইবনে খুযাইমাহ্ হাদীস-৩৮৬; সনদ সহীহ]

শব্দার্থ : مِنَ السُّنَّةِ - সুন্নাত হলো।

١٩٣. عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ، فَذَكَرَ فِيْهِ التَّرْجِيْعَ. اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلٰكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيْرَفِى اَوَّلِهٖ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوْهُ مُرَبَّعًا.

১৯৩. আবূ মাহযূরাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁকে যে আযান শিখিয়েছিলেন তাতে তিনি 'তারজী'-এর উল্লেখ করেছেন। [মুসলিম পর্ব : ৪, হাদীস-৬/৩৭৯]

কিন্তু এ হাদীসের প্রথম তাকবীরে মাত্র দু'বার বলার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে চারবার তাকবীর বলার কথা উল্লেখ করেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৫০২, নাসায়ী হাদীস-৬৩১, তিরমিযী হাদীস-১৯২, ইবনে মাজাহ হাদীস-৭০৯, আহ্মহ ৩/৪০৯, ৬/৪০১]

শব্দার্থ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ - নবী (সা) তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, فَقَطْ - শুধুমাত্র।

١٩٤. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ، وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ، اِلَّا الْاِقَامَةَ، يَعْنِىْ قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَذْ كُرْمُسْلِمٌ الْاِسْتِثْنَاءَ .

১৯৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : বিলাল (রা)-কে জোড় বাক্যে 'আযান' ও বিজোড় বাক্যে 'ইক্বামাত' দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু "ক্বাদকামাতিস সালাত" বাক্যটি দু'বার বলতে বলা হয়েছিল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৬০৫, মুসলিম পর্ব : ৪, হাদীস- ২/৩৭৮, নাসায়ী হাদীস-৬২৭; মুসলিমে "ইল্লাল ইক্বামাতা" শব্দের উল্লেখ নেই।

শব্দার্থ : أَمَرَ - আদেশ করলেন, أَنْ يَشْفَعَ - জোড় করতে বা দু'বার করে বলতে, وَيُوتِرَ - বিজোড় করতে, يَعْنِي - অর্থাৎ, وَلَمْ يَذْكُرْ - আর তিনি উল্লেখ করেনি, الاسْتِثْنَاءَ - ব্যতিক্রম।

١٩٥- وَلِلنَّسَائِيِّ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا.

১৯৫. নাসায়ীতে আছে নবী করীম ﷺ বিলালকে আদেশ দিলেন"।
[সহীহ নাসায়ী-৬২৭]

١٩٦. وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (رضى) قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ.

১৯৬. আবূ জুহায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে দেখেছি তিনি তাঁর দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে আযান দিচ্ছেন আর আমি তাঁর আযানে এদিক-ওদিক মুখ ফিরানোর অনুসরণ করছি (লক্ষ্য করছি)। [সহীহ আহমদ ৪/৩০৮-৩০৯]

শব্দার্থ : رَأَيْتُ - আমি দেখেছি, وَهَاهُنَا - এদিক, وَهَاهُنَا - ও দিক, وَإِصْبَعَاهُ - আর তার আঙ্গুলদ্বয়, فِي أُذُنَيْهِ - তার দু'কানের ভিতর।

١٩٧- وَلِابْنِ مَاجَهْ : وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

১৯৭. ইবনে মাজাহতে আছে, এবং তিনি তার আঙ্গুল দুটি তার দু'কানে দিয়েছিলেন। [ইবনে মাজাহ হাদীস-৭১১]

١٩٨- وَلِأَبِي دَاوُدَ : لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

১৯৮. আবূ দাউদে আছে 'হাইয়্যা আলাস সালা'হ বলার সময় তিনি তাঁর গর্দান ডানে ও বামে ফিরাতেন, তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতেন না। [আবূ দাউদ হাদীস- ৫২০, এর মূল বুখারীতে ও মুসলিমে আছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৬৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী: ২০৩]

শব্দার্থ : لَمَّا بَلَغَ - যখন পৌছলেন, يَمِينًا - ডানদিকে, وَشِمَالًا - বামদিকে, وَلَمْ يَسْتَدِرْ - সম্পূর্ণভাবে ঘুরতেন না।

١٩٩. وَعَنْ أَبِيْ مَحْذُورَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৯৯. আবূ মাহযূরাহ (রা) হতে বর্ণিত; তাঁর কণ্ঠস্বর নবী করীম ﷺ এর পছন্দ হওয়ায় তিনি তাঁকে আযান শিখিয়ে দেন। (ইবনে খুযাইমাহ)

শব্দার্থ : أَعْجَبَهُ - তাকে আশ্চর্যান্বিত করে বা তার ভালো লাগে, صَوْتُهُ - তার আওয়াজ, فَعَلَّمَهُ - অতঃপর তিনি তাকে শিখালেন।

٢٠٠. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَيْنِ، من غَيْرِ مَرَّةٍ وَّلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَّلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২০০. জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ এর সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত বিনা আযান ও ইক্বামাতে একাধিকবার আদায় করেছি। [সহীহ মুসলিম, পর্ব ৯, হাদীস-৭/৮৮৭]

শব্দার্থ : صَلَّيْتُ - আমি সালাত আদায় করেছি, مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - এর সাথে, اَلْعِيْدَيْنِ - দু' ঈদে, غَيْرَمَرَّةٍ - একবার নয়, وَّلَا مَرَّتَيْنِ - দু'বার নয়, بِغَيْرِ أَذَانٍ - আযান ছাড়া বা ব্যতীত, وَّلَا إِقَامَةٍ - এবং কোনো ইক্বামাত ছাড়া।

٢٠١. وَنَحْوُهُ فِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) وَغَيْرِهِ.

২০১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী (রা) হতেও বুখারী ও মুসলিমে এরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৯৫৯, ৯৬০; মুসলিম পর্ব : ৯, হাদীস-৪, ৫, ৬/৮৮৫]

٢٠٢. وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ فِى الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ، فِيْ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২০২. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে সাহাবাগণের ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে পড়া প্রসঙ্গে বর্ণিত; অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক তেমনভাবে সালাত আদায় করলেন, যেমন প্রতিদিন ঠিক সময়ে সালাত পড়লে করতেন। [মুসলিম পর্ব : ৫, হাদীস-৩১১/৬৮১]

শব্দার্থ : اَلطَّوِيْلِ - লম্বা, فِىْ نَوْمِهِمْ - তাদের ঘুমের মধ্যে, عَنِ الصَّلَاةِ - সালাত থেকে, اَذَّنَ - তিনি আযান দিলেন, كَمَا كَانَ يَصْنَعُ - তিনি যেমন করতেন, كُلُّ - প্রত্যেক, يَوْمٍ - দিন।

٢٠٣. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ؛ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ.

২০৩. মুসলিমে জাবির (রা) হতে আরো বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ হজ্জের সময় আরাফাহ্ হতে মিনায় ফেরার পথে মুযদালিফায় এসে মাগরিব ও ইশার সালাত একই আযানে ও দু' ইক্বামাতে পড়লেন। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২/৮৯১]

শব্দার্থ : اَتَى - আসলেন।

٢٠٤. وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ : لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ : وَلَمْ يُنَادِ فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

২০৪. মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, যে, নবী করীম ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইক্বামাতে একত্রিত করে (একসাথে) পড়লেন। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৮৯, ২৯০/১২৮৮, কিন্তু আবূ দাউদে "প্রত্যেক সালাতের জন্য" কথাটি উল্লেখ আছে এবং আবূ দাউদের আর একটি রেওয়ায়াতে আছে, কোন সালাতের জন্যেই আযান দেয়া হয়নি।

[আবূ দাউদ হাদীস-১৯২৮, 'আযান দেয়া হয়নি' অংশটুকু শায]

শব্দার্থ : لَمْ يُنَادِ - আযান দেননি।

٢٠٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ،

وَكَانَ رَجُلًا اَعْمٰى لَا يُنَادِيْ، حَتّٰى يُقَالَ لَهُ : اَصْبَحْتَ، اَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ اٰخِرِهِ اِدْرَاجٌ .

২০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলাল তো বস্তুতঃ রাতে (সুবহি সাদিকের পূর্বে) আযান দেয়, অতএব তোমরা পানাহার করতে (সাহারী খেতে) থাকবে যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম (ফজরের সালাতের) আযান দেয়। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ তাই আপনি 'সকাল করে ফেললেন, সকাল করে ফেললেন', না বলা পর্যন্ত তিনি (ফজরের) আযান দিতেন না।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৬১৭; মুসলিসম, হাদীস- একাডেমী; ১০৯২]

শব্দার্থ : اِنَّ بِلَالًا - নিশ্চয়ই বিলাল, يُؤَذِّنُ - আযান দিবে বা আযান দেন, بِلَيْلٍ - রাতে, فَكُلُوْا - তারপর তোমরা খাও, وَاشْرَبُوْا - এবং পান করো, اَعْمٰى - অন্ধ, لَايُنَادِيْ - আযান দেন না, اَصْبَحْتَ - তুমি ভোরে পৌঁছেছে, اِدْرَاجٌ - রাবীর কথা হাদীসে মিশানো।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের শেষাংশে কিছু ইদরাজ বা রাবীর কিছু বক্তব্য নবী ﷺ-এর কথার সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে।

٢٠٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلَالًا اَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيْ: اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَوَضَعَّفَهُ.

২০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; বিলাল (রা) ফজরের (অল্প) আগে আযান দিয়েছিলেন। ফলে নবী করীম ﷺ তাকে 'ওহে বান্দাহ! অবশ্য ঘুমিয়ে গিয়েছিল বলে' ঘোষণা দিতে নির্দেশ করলেন।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৫৩২, হাদীসটি তিনি য'ঈফ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।]

শব্দার্থ : فَاَمَرَهُ - অতঃপর তিনি তাকে আদেশ দিলেন, اَنْ يَرْجِعَ - পুনরাবৃত্তি করতে, فَيُنَادِيَ - সে ঘোষণা দিল, اَلَا - সাবধান!, اَلْعَبْدُ - বান্দা, نَامَ - ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

٢٠٧. وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়াযযিন যা বলেন তোমরা তাই বলবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী : ৬১১; মুসলিম, পর্ব : ৪, হাদীস- ১০/৩৮৩]

শব্দার্থ : اِذَا سَمِعْتُمْ - যখন তোমরা শুনবে, اَلنِّدَاءَ - আহ্বান-আযান, فَقُوْلُوْا - অতঃপর তোমরা বলো, مَا يَقُوْلُ - সে যা বলে, اَلْمُؤَذِّنُ - মুয়ায্যিন (ঘোষক)।

٢٠٨. وَلِلْبُخَارِيِّ : عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) مِثْلُهُ.

২০৮. মু'আবিয়া (রা) হতেও এরূপ হাদীস বুখারীতে বর্ণিত আছে।
[সহীহ বুখারী : তাওহীদ প্রকাশনী : ৬১২]

٢٠٩. وَلِمُسْلِمٍ :عَنْ عُمَرَ (رضى) فِى فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُوْلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

২০৯. এবং মুসলিমে ইবনে উমর (রা) হতে আযানের জবাবের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, যেমনটি মুয়াযযিন একটি একটি করে আয়ানের শব্দগুলো বলবেন শ্রোতাও অনুরূপভাবে শব্দগুলো বলবেন। তবে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ্ হইয়্যা আলাল ফালাহ' (সালাতের জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো) দুটির জবাবে বলবে– 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (লা হাওলা .... এর অর্থ পাপ কাজ হতে বিমুখ থাকার ও সৎ কাজে সক্ষম হওয়ার শক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নেই।) [সহীহ মুসলিম, পর্ব : ৪, হাদীস-১২/৩৮৫]

শব্দার্থ : فَضْلِ - ফাযীলত বা মর্যাদা, اَلْقَوْلِ - বলা, اَلْقَوْلِ - শব্দের অর্থ হলো কথা এখানে আযান উদ্দেশ্য), سِوَى - ব্যতীত, اَلْحَيْعَلَتَيْنِ - দু'টি "হাইয়্যা 'আলা-" (অর্থাৎ, "হাইয়্যা 'আলাস্ সলা-হ" ও "হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হা"), فَيَقُوْلُ - অতঃপর সে বলবে, لَا حَوْلَ -কোনো ক্ষমতা নেই, وَلَا قُوَّةَ - এবং কোনো শক্তি নেই, اِلَّا - ছাড়া বা ব্যতীত, بِاللّٰهِ - আল্লাহ।

٢١٠. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رضى) اَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ . قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِ اَجْرًا.

২১০. উসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের জন্য (সালাতের) ইমাম করে দিন। তিনি বললেন : তুমি তাদের ইমাম হলে, তবে তুমি তাদের দুর্বল লোকের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন লোককে নিয়োগ করবে যে আযানের বিনিময়ে কোনো মজুরি নেবে না। [সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস-৫৩১, তিরমিযী হাদীস-২০৯, ইবনে মাজাহ ৭১৪, নাসায়ী হাদীস-৬৭২]

শব্দার্থ : اِجْعَلْنِىْ - আমাকে করে দিন বা বানিয়ে দিন, اِمَامَ - নেতা বা সরদার, ইমাম, قَوْمِىْ - আমার জাতি, اَنْتَ - তুমি, اِمَامُهُمْ - তাদের ইমাম, وَاقْتَدِ - খেয়াল রাখো বা অনুসরণ করো, اَضْعَفِهِمْ - তাদের দুর্বলদের, وَاتَّخِذْ - এবং গ্রহণ করবে, ধার্য করবে, مُؤَذِّنًا - মুয়াযযিন, اَجْرٌ - প্রতিদান বা পারিশ্রমিক।

٢١١. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ... الْحَدِيْثَ. اَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

২১১. মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের বললেন : যখন সালাত (এর সময়) উপস্থিত হবে তখন তোমাদের একজন আযান দেবে (এটা একটা বড় হাদীসের অংশ বিশেষ)। [সহীহ বুখারী; তাওহীদ প্রকাশনী : ৬২৮, মুসলিম, পর্ব : ৫ হাদীস-২৯২/৬৭৪, আবূ দাউদ হাদীস-৫৮৯, নাসায়ী হাদীস-৬৬৯, তিরমিযী হাদীস-২০৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৭৯, আহমদ ৩/৪৩৬, ৫/৫৩]

শব্দার্থ : اِذَا حَضَرَتْ - যখন উপস্থিত হয়।

٢١٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ : اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ

قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهِ. اَلْحَدِيْثَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَضَعَّفَهُ.

২১২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে বললেন, যখন আযান দিবে তখন থেমে থেমে দিবে, আর যখন ইক্বামাত দিবে তখন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বলবে। আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে একটা লোক খানা খেয়ে উঠতে পারে ঐ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে। (হাদীসটির আরো অংশ আছে।) তিরমিযী একে য'ঈফ বলেছেন। [মুনকার : তিরমিযী, হাদীস-১৯৫]

শব্দার্থ : فَتَرَسَّلْ - ধীরে ধীরে দিবে বা বলবে, اَقَمْتَ - তুমি ইক্বামাত দিবে, فَاحْدُرْ - তাড়াতাড়ি করবে, قَدْرَ - (এমন) পরিমাণ, مَا - যা, يَفْرُغُ - অবসর গ্রহণ করে, مِنْ اَكْلِهِ - তার খাওয়া থেকে।

২১৩. وَلَهُ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ. وَضَعَّفَهُ اَيْضًا.

২১৩. ইমাম তিরমিযী সংকলিত আর একটি হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তাতে আছে : নবী করীম ﷺ বলেন : উযূ আছে এরূপ ব্যক্তিই যেন আযান দেয়। এটাকেও তিনি য'ঈফ বলেছেন। [য'ঈফ : তিরমিযী হাদীস-২০০]

শব্দার্থ : مُتَوَضِّئٌ - ওযূ করা ব্যক্তি।

২১৪. وَلَهُ :عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ. وَضَعَّفَهُ اَيْضًا.

২১৪. আর যিয়াদ ইবনে হারিস (রা) হতে বর্ণিত, তিরমিযীর অন্য আর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইক্বামাত দিবে। এটাকেও ইমাম তিরমিযী য'ঈফ বলেছেন। [য'ঈফ : তিরমিযী হাদীস-১৯৯]

শব্দার্থ : يُقِيْمُ - সে ইক্বামাত দিবে।

٢١٥. وَلِأَبِي دَاوُدَ : فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ - وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

২১৫. আবূ দাউদ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাবী বললেন : "আমি আযান (স্বপ্ন) দেখেছি। আর আমি তা দিতেও চাই। নবী করীম ﷺ বললেন : বেশ তুমি ইক্বামাত দেবে। এর সনদেও দুর্বলতা রয়েছে।
[যঈফ: আবূ দাউদ হাদীস-৫১২]

শব্দার্থ : رَأَيْتُهُ - আমি তা (আযান) দেখেছি (স্বপ্নে), أُرِيدُهُ - আর আমি তা চাই।

٢١٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ . رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ.

২১৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আযানের কর্তৃত্ব মুয়াযযিনের ওপর অর্পিত আর ইক্বামাত ইমাম সাহেবের কর্তৃত্বাধীন বা আয়ত্তাধীনে। [য'ঈফ : ইবনু 'আদী আল-কামিল-৪/১৩২৭]

শব্দার্থ : أَمْلَكُ - অধিক কর্তৃত্বশীল।

٢١٧. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ : عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ .

২১৭. বায়হাক্বীতে অনুরূপ একটি হাদীস আলী (রা)-এর কথা বলে বর্ণিত রয়েছে। [সহীহ, মাওকুফ বায়হাক্বী-২/১৯]

শব্দার্থ : لَا يُرَدُّ - প্রত্যাখ্যান করা হয় না, اَلدُّعَاءُ - দু'আ।

٢١٨. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .

২১৮. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের প্রার্থনা (আল্লাহর মহান দরবারে) অগ্রাহ্য হয় না। [সহীহ নাসায়ী আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ-৬৭, ৬৮, ৬৯, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, তিরমিযী হাদীস-৩৫৯৪]

শব্দার্থ : لَايُرَدُّ - প্রত্যাখ্যান করা হয় না, الدُّعَاءُ - দু'আ।

٢١٩. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৯. জাবির (রা) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে (নিম্নের দোয়াটি) পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ কিয়ামতের দিন ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উচ্চারণ : আল্লাহুমা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি, ওয়াস সলাতিল ক্বায়িমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব'আসহু মাক্বামাম মাহমুদানিলল্লাযী ওয়াদ্‌তাহু।

অর্থ : হে মহান আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত সালাতের ভূমিই প্রভু! মুহাম্মদ ﷺ-কে ওয়াসিলা ও ফযীলাত প্রদান কর এবং তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ উচ্চাসন দান কর– যা দেয়ার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬১৪, আবূ দাউদ হাদীস-৫২৯, নাসায়ী হাদীস-৬৮০, তিরমিযী হাদীস-২১১, ইবনে মাজাহ হাদীস- ৭২২]

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! التَّامَّةِ - পরিপূর্ণ, وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ - প্রতিষ্ঠিত সালাত, اٰتِ - দাও বা দান করো, اَلْوَسِيْلَةَ - সম্মানিত স্থান, وَالْفَضِيْلَةَ - এবং মর্যাদা, وَابْعَثْهُ - তাঁকে অধিষ্ঠিত করো বা প্রেরণ করো, مَقَامًا - স্থানে, مَحْمُوْدًا - প্রশংসনীয়, اَلَّذِىْ - যার, وَعَدْتَّهُ - তুমি তাঁকে ওয়াদা দিয়েছ, حَلَّتْ - হালাল হয়ে যাবে, لَهُ - তাঁর জন্য, شَفَاعَتِىْ - আমার সুপারিশ।

٣. بَابُ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ

৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের শর্তাবলি

٢٢٠. عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ .

২২০. আলী ইবনে ত্বালক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে বাতকর্ম (বায়ূ নির্গত) করবে, সে (সালাত ছেড়ে) সরে গিয়ে উযূ করবে ও সালাত দ্বিতীয়বার পড়বে।
[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২০৫, তিরমিযী হাদীস- ১৬৬৬, আহমদ হাদীস-১/৮৬]

শব্দার্থ : فَسَا - বায়ু নির্গত করবে, اَحَدُكُمْ - আমাদের কেউ, فَلْيَنْصَرِفْ - অতঃপর সে যেন সরে আসে বা ফিরে আসে, وَلْيُعِدِ - পুনরায় আদায় করে।

٢٢١. وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ .

২২১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : বালেগা নারীর উড়না ব্যতীত সালাত হয় না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস- ৬৪১, তিরমিযী হাদীস- ৩৭৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৬৫৫, আহমদ ৬/১৫০, ২১৮, ২৫৯, ইবনে খুযাইমাহ-৭৭৫]

শব্দার্থ : لَا يَقْبَلُ - তিনি কবুল করেন না, حَائِضٌ - ঋতুবতী, بِخِمَارٍ - ওড়নাসহ।

٢٢٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ : اِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ) يَعْنِىْ : فِى الصَّلَاةِ وَلِمُسْلِمٍ : فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২২২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; বস্তুত: নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন : যদি কাপড় বড় থাকে তবে তা দিয়ে শরীরকে ঢেকে নাও। সহীহ মুসলিমে আছে, (বড়) চাদর হলে তার কিনারাদ্বয়কে দু'কাঁধের উপর পাল্টা-পাল্টি করে রেখে নেবে। কিন্তু ছোট কাপড় হলে কেবল তহবন্দরূপে পরে সালাত আদায় করবে।
[বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৬১, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৩০১০, শব্দ বুখারীর।]

শব্দার্থ : إِنْ كَانَ - যদি হয়, الثَّوْبُ - কাপড়, وَاسِعًا - প্রশস্ত, فَالْتَحِفْ - তাহলে ঢেকে নাও, خَالِفْ - বিপরীতমুখী করবে, بَيْنَ طَرَفَيْهِ - তার দু' পাশের মাঝে, ضَيِّقًا - সংকীর্ণ, فَاتَّزِرْ - লুঙ্গি বা তহবন্দ বানাও।

٢٢٣. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) لَا يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْئٌ.

২২৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; কাঁধের উপর কাপড় না দিয়ে তোমাদের কেউ যেন সালাত আদায় না করে।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৫৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫১৬]

শব্দার্থ : عَلٰى عَاتِقِهِ - তার ঘরের উপর, مِنْهُ - তা থেকে, شَيْئٌ - কিছু।

٢٢٤. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّيْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا .

২২৪. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেয়েরা তহবন্দ ব্যতীত শুধু কি জামা ও ওড়না (মস্তকাবরণ) পরে সালাত আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, পারবে। যদি জামা বড় হয় আর তা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। [মারফূ ও মওকূফ উভয়টি যঈফ আবূ দাউদ হাদীস- ৬৪০]

শব্দার্থ : دِرْعٍ - জামা (دِرْعٍ শব্দের অর্থ 'বর্ম'- এটা যুদ্ধের জন্য এক প্রকার লোহার কাপড়, আর এখানে 'জামা' উদ্দেশ্য), بِغَيْرِ - ছাড়া, ব্যতীত, يُغَطِّيْ - ঢেকে নেয়, ظُهُوْرَ - পাতা (পিঠ), قَدَمَيْهَا - তার দু'পায়ের।

ব্যাখ্যা : درع বলা হয় গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা মেয়েদের জামাকে আমাদের দেশে এটাকে ম্যাক্সি বলা হয়।

٢٢٥. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا

طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ : فَاَيْنَمَا تَوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ .

২২৫. আমির ইবনে রাবী'আহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে একটি অন্ধকার রাত্রে ছিলাম। আমাদের জন্য কিবলার দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ল। আমরা (অনুমানের উপরই কিবলা ঠিক করে) সালাত আদায় করলাম। কিন্তু ভোরে সূর্যোদয় কালে জানা গেল যে, আমরা কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করিনি। এমন সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে এ ঘোষণা করল যে, যে কোনো দিকে তোমরা মুখ কর না কেন, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে। [য'ঈফ, তিরমিযী হাদীস- ৩৪৫, ২৯৫৭]

শব্দার্থ : مُظْلِمَة - অন্ধকার, فَاَشْكَلَتْ - অতঃপর কঠিন হয়ে গেল, সমস্যা হলো, فَاَيْنَمَا - যে কোনো দিকে, ثَمَّ - সেখানে।

٢٢٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

২২৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : (উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলবাসীদের জন্যে) পূর্ব ও পশ্চিম-এর মধ্যে কিবলা রয়েছে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস- ৩৪৪, বুখারী একে মজবুত বলেছেন]

٢٢٧. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ).

২২৭. আমের ইবনে রাবি'আহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সওয়ারীর (জন্তুর) উপর সালাত আদায় করতে দেখেছি সওয়ারেটি যেদিকেই তাকে নিয়ে মুখ ঘুরাননা কেন।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১০৯৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৭০১]

ইমাম বুখারী (রহ) উল্লেখ করেছেন, (রুকু' সিজদার সময়) মাথা নিচু করে ইশারা করতেন। আর ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। [বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী- ১০৯৭]

শব্দার্থ : رَاحِلَتِهِ - তার বাহন বা সওয়ারী (জন্তু), حَيْثُ - যেখানে বা যেদিকেই, تَوَجَّهَتْ - অভিমুখী হয়।

২২৮. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ : كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ .

২২৮. আবূ দাউদে আনাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভ্রমণকালে যখন নফল সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাওয়ারী জন্তুটিকে কিবলামুখী করে নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত পড়তে থাকতেন, তারপর তাঁর সওয়ারীর মুখ যে কোনো দিকেই থাক না কেন। সে দিকেই সালাত আদায় করতেন। এর সনদ হাসান। [আবূ দাউদ হাদীস-১২২৫]

শব্দার্থ : سَافَرَ - ভ্রমণ করেছেন, أَنْ يَتَطَوَّعَ - নাফল সালাত আদায় করতে, بِنَاقَتِهِ - তার উটটিকে, رِكَابِهِ - তার সওয়ারী।

২২৯. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ .

২২৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত; কবরস্থান ও গোসল খানা ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গা সালাত আদায় করার ক্ষেত্র।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-৩১৭, হাদীসটি যদিও ইরসালের দুষেদুষী কিন্তু তা ক্ষতিকারক নয়। যার ফলে হাফিয ইবনে হাজার স্বয়ং তালখীস কিতাবে একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْمَقْبَرَةُ - কবরস্থান, وَالْحَمَّامُ - গোসলখানা।

২৩০. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) (قَالَ) : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّى فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ : الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ .

২৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সাত জায়গায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন– ১. আবর্জনা নিক্ষেপ

করার জায়গায়, ২. জন্তু যবাহকরার জায়গায়, ৩. কবরস্থানে ৪. চলাচলের রাস্তায়, ৫. গোসল খানায়, ৬. উট বাঁধার জায়গায়, ৭. পবিত্র কা'বা ঘরের ছাদের উপর। [মুনকার, তিরমিযী হাদীস-৩৪৬, ৩৪৭]

শব্দার্থ : مَعَاطِنِ الْاِبِلِ - উটশালা, اَلْمَزْبَلَةِ - ময়লা ফেলার স্থান, اَلْمَجْزَرَةُ - পশু যবেহ করার স্থান, وَقَارِعَةُ الطَّرِيْقِ - চলার পথে, مَوَاطِنُ - জায়গা, فَوْقَ - উপরে, ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ - আল্লাহর ঘরের ছাদে।

٢٣١. وَعَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ.

২৩১. আবূ মারসাদ গানাবী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরস্থানকে সামনে রেখে সালাত আদায় করবে না ও তার উপর বসবে না।' [সহীহ মুসলিম পর্ব-১২, হাদীস-৯৭/৯৭২]

٢١٨. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَاِنْ رَاَى فِىْ نَعْلَيْهِ اَذًى اَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا .

২৩২. আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমাদের কেহ মসজিদে আসে সে যেন লক্ষ্য করে যদি সে তার জুতায় কোনো নাপাক জিনিস দেখে তবে যেন তা মুছে পরিষ্কার করার পর তা পরে সালাত আদায় করে। [আবু দাউদ হাদীস-৬৫০, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস- ৭৮৬]

শব্দার্থ : فَلْيَنْظُرْ - অতঃপর সে যেন লক্ষ্য করে, فِىْ نَعْلَيْهِ - তার জুতার প্রতি, اَذًى - নাপাকী বা ময়লা, قَذَرًا - ময়লাযুক্ত বস্তু, فَلْيَمْسَحْهُ - সে যেন তা মুছে ফেলে।

٢٣٣. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَطِىَ اَحَدُكُمُ الْاَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ .

২৩৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন তোমাদের কেউ যদি তার (চামড়ার) মোজায় কোনো ঘৃণ্য জিনিস পাড়ায় (পা-চাপা দেয়) তবে ঐ মোজা দু'টির পবিত্রতা মাটি দিয়ে হবে (অর্থাৎ মাটিতে ঘষে পাক সাফ করে নেবে)। [সহীহ আবূ দাউদ-৩৮৬, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৪০৪]

শব্দার্থ : وَطِئَ - পাড়ায় বা পদদলিত করে, اَلْاَذَى - নাপাকী, بِخُفَّيْهِ - তার দু' মোজা দ্বারা, اَلتُّرَابُ - মাটি।

২৩৪. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩৪. মু'আবিয়াহ ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : অবশ্যই সালাত মানুষের নিজস্ব কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে নয়, এটা তো কেবল মহান আল্লাহর পবিত্রতা (তাসবীহ), শ্রেষ্ঠত্ব (তাকবীর ঘোষণা) ও কুরআন পাঠের ক্ষেত্র। [সহীহ মুসলিম, পর্ব-৫, হাদীস-৩৩/৫৩৭]

শব্দার্থ : لَا يَصْلُحُ - সঠিক নয় বা উপযুক্ত নয়, هُوَ التَّسْبِيْحُ - সেটা তাসবীহ, وَالتَّكْبِيْرُ - এবং তাকবীর।

২৩৫. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضى) قَالَ : اِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهٗ بِحَاجَتِهٖ، حَتّٰى نَزَلَتْ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) (اَلْبَقَرَةَ - ٢٣٨) فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ، وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ مسلم .

২৩৫. যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর যুগে আমাদের কেউ কেউ একে অপরের সাথে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলত– ইতোমধ্যে কুরআনে এ ঘোষণাটি নাযিল হলো। "তোমরা যাবতীয়

সালাতের সুপ্রতিষ্ঠার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখ। আর বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাত (আসর)-এর প্রতি এবং আল্লাহর বন্দেগীর (ইবাদাত) জন্য বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮) তখন আমাদের প্রতি নীরব থাকার আদেশ হলো এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিষেধ হয়ে গেল।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২০০, মুসলিম, পর্ব-৫, হাদীস-৩৫/৫৩৯, শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ - অবশ্যই আমরা কথা বলতাম, عَهْدٌ - যুগ, صَاحِبَهُ - তার সাথী, بِحَاجَتِهِ - তার প্রয়োজনে, حَافِظُوْا - তোমরা সংরক্ষণ করো, اَلْوُسْطٰى - মধ্যবর্তী (আস্‌র), وَقُوْمُوْا - তোমরা দাঁড়াও, قَانِتِيْنَ - বিনয়ী হয়ে, فَأُمِرْنَا - আমরা আদিষ্ট হয়েছি বা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে, بِالسُّكُوْتِ - চুপ থাকার, وَنُهِيْنَا - এবং আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٢٣٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ. وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ فِى الصَّلَاةِ.

২৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : পুরুষদের 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং মেয়েদের হাতে তালি বাজানোর বিধান (মুসলিমের বর্ণনায় আছে) সালাতের ভুল সংশোধনের জন্য।

[বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২০৩, মুসলিম, পর্ব-৪, ১০৬/৪২২]

শব্দার্থ : اَلتَّصْفِيْقُ - হাতে তালি বাজানো (ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উল্টা দিকে তালি দেয়া), لِلنِّسَاءِ - মহিলাদের জন্য।

٢٣٧. وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ، وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ .

২৩৭. মুত্বাররিফ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনী শিখ্‌খীর তার পিতা আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত

পড়তে দেখেছি যে, সালাতের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়ে কান্নার ফলে তাঁর বক্ষদেশে (বুকের মধ্যে) হাঁড়ির মধ্যে রাখা ফুটন্ত পানি 'গরগর' শব্দের মতো শব্দ হতো। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস- ৯০৪, নাসায়ী হাদীস-১২১৪, শামায়েল তিরমিযী হাদীস-৩১৫, আহমদ-৪/২৫, ২৬, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৬৬৫, ৭৫৩, ইবনে মাজাহ]

শব্দার্থ : أَزِيْزٌ - শব্দ বা আওয়াজ, الْمِرْجَلِ - ডেক বা কড়াই, مِنَ الْبُكَاءِ - কান্নার কারণে।

٢٣٨. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : كَانَ لِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ تَنَحْنَحَ لِىْ .

২৩৮. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সামনে আমার উপস্থিতি, দিনে দু'টি সময়ে ছিল। ফলে, যখন তাঁর নফল সালাত আদায় করার সময় আমি যেতাম তখন তিনি (অনুমতি জ্ঞাপক) 'আখআখ' শব্দ করতেন (গলা খাকড়ানি দিতেন)। [এ শব্দে হাদীসটি য'ঈফ, নাসায়ী-১২১২]

শব্দার্থ : مَدْخَلَانِ - দু'টি প্রবেশের সময়, تَنَحْنَحَ - গলা খাঁকড়াতেন, (কাশির ন্যায় আওয়াজ করতেন), لِىْ - আমার উদ্দেশে বা আমার জন্য।

٢٣٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) (قَالَ) : قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّىْ؟ قَالَ : يَقُوْلُ هٰكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ .

২৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে বললাম : কেমন করে নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করার সময় তাঁদের (সাহাবীদের) সালামের জবাব দিতেন? বিলাল (রা) হাত উঠিয়ে দেখিয়ে বললেন, তিনি এভাবে হাত উঠাতেন, (অর্থাৎ হাতের ইশারায় জবাব দিতেন)।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৯২৭, তিরমিযী হাদীস-৩৬৮]

শব্দার্থ : يَرُدُّ - তিনি ফিরিয়ে দিতেন, يُسَلِّمُوْنَ - তারা সালাম দিত, وَبَسَطَ - এবং প্রসারিত করলেন, كَفَّهُ - তার হাত।

٢٤٠. وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضي) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ : وَهُوَيَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ.

২৪০. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যায়নাব (রা)-এর কন্যা 'উমামাহ'-কে সালাত আদায় করার সময় কোলে উঠিয়ে নিতেন, যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তিনি রেখে দিয়ে সিজদাহ করতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে উঠাতেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে। তিনি মসজিদে লোকদের ইমামতি করার সময় এরকম করতেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৫১৬, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৪৮৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী- ৫৪৩]

শব্দার্থ : حَامِلٌ - বহনকারী, وَضَعَهَا - তাকে নামালেন, حَمَلَهَا - তাকে কোলে নিলেন।

٢٤١. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوْا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ .

২৪১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দুটি কালো জন্তুকে সালাত আদায় করার সময়েও হত্যা করবে, সাপ ও কাঁকড়া বিছা। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৯২১, নাসায়ী হাদীস-১২০২, তিরমিযী হাদীস-৩৯০, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৪৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৩৫২ তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اُقْتُلُوْا - তোমরা হত্যা করো, اَلْأَسْوَدَيْنِ - দু'টি কালো প্রাণী, اَلْحَيَّةُ - সাপ, اَلْعَقْرَبُ - বিচ্ছু।

٤. بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ

৪. অনুচ্ছেদ : সালাত আদায়কারীর সুতরাহ (আড়াল)

٢٤٢. عَنْ اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَّهٗ مِنَ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ فِى الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ : اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

২৪২. আবূ জুহাইম ইবনে হারিস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পাপ সম্বন্ধে যদি অতিক্রমকারী অবগত থাকত, তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ দিন/ মাস/ বছর দাঁড়িয়ে থাকাকেই তার জন্য উত্তম মনে করত। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৫১০, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫০৭, বাযযারের অন্য সূত্রে রয়েছে '৪০ বছর এটি শাজ।]

ব্যাখ্যা : বুখারী মুসলিমের একজন রাবী আবু নাযর বলেন, আমি জানিনা যে, তিনি চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর বলেছেন।

শব্দার্থ : لَوْيَعْلَمُ - যদি জানত, اَلْمَارُّ - অতিক্রমকারী, يَدَىْ - সামনে (يَدَىْ শব্দের অর্থ দু'হাত এর দ্বারা সামনে বুঝানো হয়), اَلْمُصَلِّىْ - সালাত আদায়কারী ব্যক্তি, مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ - তার উপর কি পরিমাণ পাপ, اَنْ يَقِفَ - সে অবস্থান করবে, اَرْبَعِيْنَ - চল্লিশ, خَرِيْفًا - বছর।

٢٤٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ . فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

২৪৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : 'তাবূক যুদ্ধে' রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায়কারীর সুতরাহ (আড়াল) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তা উটের পালানের পেছনের কাঠির সমান সাদৃশ্য হবে। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫০০, উটে পিঠে আরোহী যে কাঠে হেলান দেয় তাকে مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ বলা হয়]

অব্দার্থ : غَزْوَةٌ - যুদ্ধ, سُتْرَةٌ - সুতরাহ, مِثْلُ - মতো, مُؤَخَّرَةٌ - পিছনে, مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ এর দ্বারা বুঝানো হয় উটের পালানের পিছনের কাঠি), الرَّحْلُ - বাহন (উট)।

٢٤٤. وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَسْتَتِرْ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ .

২৪৪. সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : সালাত আদায় করার সময় সুতরাহ করে নেবে যদিও একখানা তীর দিয়ে তা করা হয়। [হাসান হাকিম-১/২৫২, এখানে উল্লিখিত শব্দ ইবনে আবী শাইবাহ হতে নেয়া। ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭৮]

শব্দার্থ : وَلَوْ - এবং যদি, بِسَهْمٍ - তীর দ্বারা।

٢٤٥. وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْاَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ ـ وَفِيْهِ الْكَلْبُ الْاَسْوَدِ شَيْطَانٌ الْحَدِيْثَ.

২৪৫. আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : সালাত আদায় করার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুতরাহ দেয়া না হয় আর উক্ত সালাত আদায় করার সামনে দিয়ে (প্রাপ্তবয়স্কা) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর চলে যায় তবে সালাত (এর একাগ্রতা) নষ্ট হবে। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)। এতে এ কথাটিও আছে যে, কালো কুকুর শয়তান।" [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫১১]

শব্দার্থ : يَقْطَعُ - ভঙ্গ করে দিবে, الْمَرْءِ - ব্যক্তি, মুসল্লী, اَلْمَرْاَةُ - মহিলা, وَالْحِمَارُ - এবং গাধা, اَلْكَلْبُ - কুকুর, اَلْاَسْوَدُ - কালো।

٢٤٦. وَلَهُ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) نَحْوُهُ دُوْنَ الْكَلْبِ.

২৪৬. সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এরকম আছে, তবে তাতে কুকুরের উল্লেখ নেই।

[সম্ভবত : হাফিয ইবনে হাজার এখানে ভুল করেছেন। কেননা মুসলিমে কুকুরের উল্লেখ আছে। তবে তার উদ্দেশ্য যদি কালো কুকুর শয়তান অংশ হয় তাহলে তা সঠিক।]

٢٤٧. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) نَحْوُهُ، دُوْنَ اٰخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْاَةَ بِالْحَائِضِ.

২৪৭. আর আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে ইবনে আব্বাস (রা) হতেও এরকম বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে উক্ত হাদীসের শেষাংশ (কুকুরের উল্লেখ) নেই এবং তাতে স্ত্রীলোককে 'ঋতুবতী' বিশেষণের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।
[ম'রফূ হিসেবেও হাদীসটি সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস-৭০৩, নাসায়ী হাদীস-৭৫০]

শব্দার্থ : وَقَيَّدَ - নির্দিষ্ট করেছে, بِالْحَائِضِ - ঋতুবতী

٢٤٨. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنِ -

২৪৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমাদের কেউ সালাত আদায় করার সময় কোনো বস্তুকে সুতরাহ বানিয়ে নেয় যদি তারপরেও কেউ যদি উক্ত সুতরার ভিতর দিয়ে যায় তবে তাকে বাধা দিবে, তাতেও বিরত না হলে তার সাথে লড়ে যেতে হবে (কঠোরভাবে তাকে বাধা দিতে হবে)। কেননা সে শয়তান (প্রকৃতির)।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫০৫০]

অন্য এক বর্ণনায় আছে "অবশ্যই ঐ লোকের সঙ্গে শয়তানী সঙ্গী হয়েছে। [সহীহ : মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫০৬]

শব্দার্থ : فَاَرَادَ - অতঃপর সে ইচ্ছা করল, اَنْ يَجْتَازَ - অতিক্রম করতে, فَلْيَدْفَعْهُ - সে যেন তাকে বাধা দেয়, اَبٰى - সে অস্বীকার করে, فَلْيُقَاتِلْهُ - সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করবে।

٢٤٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

২৪৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে যাবে তখন যেন তার সামনে কিছু স্থাপন করে নেয়, কিছু না পেলে লাঠি খাড়া করে নিবে, তা না পেলে একটা রেখা হলেও টেনে দিবে। এর ফলে সুতরার বাইরের সামনে দিয়ে কেউ গেলে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [মুযতারিব হওয়ার কারণে হাদীসটি য'ঈফ : হাদীসটিকে হাসান বলা সঠিক নয় কেননা এতে অপরিচিতি রাবী রয়েছে। (আহমদ-২/২৪৯, ২৫৫, ২৬৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৪৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৩৬১]

শব্দার্থ : تِلْقَاءَ - সম্মুখ, وَجْهَهُ - তার চেহারা, فَلْيَنْصِبْ - সে যেন দাঁড় করায়, عَصًا - লাঠি, فَلْيَخُطَّ - সে যেন রেখা টেনে দেয়, خَطًّا - একটি দাগ।

٢٥٠. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ.

২৫০. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : সালাতকে কোনো কিছু নষ্ট করতে পারে না; তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করতে (বাধা দিতে) থাকবে। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-৭১৯, সনদে মুজালিদ ইবনে সাঈদ একজন দুর্বল রাবী রয়েছে তা ছাড়া এটি মুযতারিব হাদীস।]

শব্দার্থ : وَادْرَؤُا - প্রতিহত কর, مَا اسْتَطَعْتُمْ - তোমরা যতটুকু সক্ষম হও, তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী।

٥. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوْعِ فِى الصَّلَاةِ

৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে একাগ্রতা ও বিনয় নম্রতার প্রতি উৎসাহিতকরণ

٢٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمْ. وَمَعْنَاهُ : اَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

২৫১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২১৯, ১২২০, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৫৪, এখানে উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের। মুখতাসির অর্থ কোমরে হাত স্থাপনকারী]

শব্দার্থ : مُخْتَصِرًا - কোমরে হাত স্থাপন করা।

٢٥٢. وَفِى الْبُخَارِىِّ : عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ ذٰلِكَ فِعْلُ الْيَهُوْدِ.

২৫২. আয়েশা (রা) থেকে বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে, 'মুখতাসির অবস্থায় সালাতে দাঁড়ানো' হচ্ছে ইয়াহুদী জাতির কাজ (যা তারা তাদের উপাসনায় করে থাকে)। [মাওকূফ হিসেবে সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৪৫৮]

٢٥٣. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا الْمَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : রাতের বেলা খাবার সামনে এসে গেলে মাগরিবের সালাত পড়ার আগেই খানা খেয়ে নেবে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৭২, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৫৭]

শব্দার্থ : قُدِّمَ - সামনে রাখা হয়, فَابْدَءُوْا - তোমরা শুরু করবে।

٢٥٤. وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ .

২৫৪. আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সালাতরত অবস্থায় যেন কেউ কঙ্কর (ধূলাবালি) অপসারিত না করে। কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ সালাত আদায় কারীর সম্মুখে সমাগত হয়। [য'ঈফ আবূ দাউদ-৯৪৫, নাসায়ী হাদীস-১১৯১, তিরমিযী হাদীস-৩৭৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-১০২৭, আহমদ-৫/১৫০, ১৬৩, ১৭৯, হাদীসের সনদ সহীহ "মন্তব্য সঠিক নয়। আহমদে আরো অতিরিক্ত আছে" একবার তা করবে, না হয় বাদ দিবে। সহীহ আহমদ-৫/১৩৩]

শব্দার্থ : فَلَايَمْسَحْ - সে যেন না মুছে, স্পর্শ না করে, الْحَصَى - পাথর, কঙ্কর, تُرَاجِهُهُ - তার মুখোমুখি হয়।

٢٥٥. وَفِى الصَّحِيْحِ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ نَحْوُهٗ بِغَيْرِ تَعْلِيْلٍ.

২৫৫. সহীহ সনদে মু'আইকিব (দাউসী) হতে এর কারণ দর্শানো। (আল্লাহর রহমত সালাত আদায়কারীর সামনে আসে) ছাড়াই পূর্বের মতো আরো একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২০৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৪৬]

শব্দার্থ : تَعْلِيْلٍ - কারণ, দর্শানো।

٢٥٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىْ وَلِلتِّرْمِذِيِّ :عَنْ أَنَسٍ وَصَحَّحَهُ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ، فَاِنَّهٗ هَلَكَةٌ، فَاِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ.

২৫৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতে এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। তার উত্তরে তিনি বললেন: এটা 'শয়তানের রাহাজানি' শয়তান বান্দার সালাতের মধ্যে এরকম রাহাজানি করে থাকে। [সহীহ বুখারী-তওহীদ প্রকাশনী-৭৫১]

তিরমিযীতে আনাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে, "সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা এটা একটি ধ্বংসকারী কর্ম। তবে বাধ্য হয়ে তা করতে হলে নফল সালাতে করবে। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-৫৮৯]

শব্দার্থ : اَلْاِلْتِفَاتِ - এদিকে-ওদিক দৃষ্টি দেয়া, اِخْتِلَاسٌ - ছোঁ মারা।

ব্যাখ্যা : সালাত সংক্রান্ত দ্বীনী বিষয়ে কোনো প্রয়োজনে মুক্তাদীগণ ইমামের দিকে ফরয সালাতে তাকাতে পারে। যেমন, মহানবী ﷺ মৃত্যু রোগের সময়ে আবু বকর (রা) ও আরো সাহাবী যোহরের ফরয সালাতে নবী করীম ﷺ-এর দিকে তাঁর কুটির হতে বের হয়ে আসার সময় তাকিয়ে ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়াও সালাতরত অবস্থায় ইমামের দিকে তাকানোর প্রমাণ রয়েছে।

٢٥٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَاِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ، فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ . وَفِى رِوَايَةٍ : اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

২৫৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে সে প্রকৃতপক্ষে তার প্রভুর সঙ্গে বাক্যালাপ করে। অতএব সে যেন তার সম্মুখে বা ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে, তবে বাঁ দিকে তার পায়ের নিচে কোনো উপায় না থাকলে নিক্ষেপ করতে পারে।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২১৪, মুসলিম হাদীস-৫৫১, বুখারীতে আরেক বর্ণনায় আছে "বাঁ দিকে অথবা পায়ের নিচে নিক্ষেপ করবে" বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪১৩]

শব্দার্থ : يُنَاجِىْ - বাক্যালাপ করে. গোপনে কথা বলে, فَلَايَبْزُقَنَّ - সে যেন থুথু না ফেলে, تَحْتَ - নিচে।

٢٥٨. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ (رضى) سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِى عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا، فَاِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِىْ فِىْ صَلَاتِىْ .

২৫৮. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আয়েশা (রা)-এর একটি পর্দা ছিল তা দিয়ে তিনি তাঁর ঘরের একপাশ ঢেকে রেখেছিলেন। ফলে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তোমার এ পর্দাটা আমার সামনে হতে সরিয়ে নাও। কেননা এর চিত্রগুলো সালাতে আমার মনে উদিত হতেই থাকছে।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৪৭]

শব্দার্থ : قِرَامٌ - পর্দা, أَمِيْطِيْ - তুমি সরিয়ে ফেল বা দূর কর, تَصَاوِيْرُهُ - তার ছবিগুলো, تَعْرِضُ - সামনে আসে।

٢٥٩. وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِهَا فِيْ قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمٍ وَفِيْهِ: فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ عَنْ صَلَاتِيْ.

২৫৯. আবূ জাহমির আম্বিজানিয়া চাদরের ঘটনায় আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, "পর্দাখানির চিত্রগুলো আমাকে সালাতে অমনোযোগী বা উদাসীন করে দিচ্ছে।" [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৭৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৬]

ব্যাখ্যা : 'আম্বিজানিয়া'–রেখা ও চিত্রবিহীন মোটা প্লেন চাদর। খামিসা নামক নক্‌সাদার পর্দা সরিয়ে নিতে বলেছেন।

শব্দার্থ : أَلْهَتْنِيْ - আমাকে গাফিল করেছে বা অমনোযোগী করেছে।

٢٦٠. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

২৬০. জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : সালাত লোকেরা যেন তাদের চোখ আকাশ পানে উঠানো বন্ধ রাখে; অন্যথায় তাদের চোখ (দৃষ্টিশক্তি) তাদের কাছে ফিরে না আসতে পারে। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-১১৭/৪২৮]

(অর্থাৎ, এগুলো সালাতের একাগ্রতা নষ্টকারী কর্ম) এ থেকে বিরত থাকতেই হবে।

শব্দার্থ : لَيَنْتَهِيَنَّ - অবশ্যই বিরত থাকবে, يَرْفَعُوْنَ - তারা উঁচু করবে।

٢٦١. وَلَهُ : عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ-

২৬১. আয়েশা (রা) হতে মুসলিমের অন্য এক হাদীসে আছে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খাবার উপস্থিত রেখে সালাত আদায় করা যায় না আর প্রস্রাব-পায়খানার যন্ত্রণা চেপে রেখেও সালাত পড়া যায় না। [সহীহ মুসলিম একাডেমী হাদীস-৫৬০]

শব্দার্থ : يُدَافِعُهُ - তাকে ঠেলে দেয় বা তার বেগ পায়, الْأَخْبَثَانِ - প্রস্রাব-পায়খানা।

٢٦٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ : (فِي الصَّلَاةِ).

২৬২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'হাই' উঠা শয়তানের প্রভাব থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই উঠে তবে সে যেন সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করে। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৯৯৪, তিরমিযী হাদীস-৩৭০, তিরমিযীতে সালাতে (হাই উঠা) কথাটিও উল্লেখ রয়েছে]

শব্দার্থ : اَلتَّثَاؤُبُ - হাই উঠা, فَلْيَكْظِمْ - সে যেন প্রতিহত করে।

٦. بَابُ الْمَسَاجِدِ

৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

٢٦٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ، وَتُطَيَّبَ .

২৬৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জনবসতি ক্ষেত্রে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে, তা পরিষ্কার ও সুবাসিত করে রাখতে আদেশ করেছেন। [সহীহ আমহদ-৬/২৭৯, আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৫, তিরমিযী-৫৯৪, তিরমিযী এটিকে মুরসাল বলেছেন। তবে এ মুরসাল বলার কোনো গুরুত্ব নেই।]

শব্দার্থ : اَلدُّوْرُ - লোকালয়, মহল্লা, تُنَظَّفَ - পরিষ্কার করা হয়, وَتُطَيَّبَ - এবং সুবাসিত করা হয়।

٢٦٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ : اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ (وَالنَّصَارٰى).

২৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আল্লাহ ইয়াহূদী জাতির ধ্বংস সাধন করুন, তারা তাদের নবীগণের কবরস্থানগুলোকে সিজদাহ বা উপাসনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪৩৭, মুসলিম হাদীস-৫৩০, মুসলিমে খ্রিস্টান জাতির কথাও উল্লেখ আছে।]

শব্দার্থ : أَنْبِيَائِهِمْ - তাদের নবীগণ, قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ - তাদের নবীগণের কবর।

ব্যাখ্যা : কবরকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে ইসলামের নামে যতটা ইসলামকে অন্তঃসার শূন্য ও ধ্বংস করা হয়েছে তার তুলনা আর কোথাও নেই। এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি হতে রেহাই দেয়ার জন্যেই মহানবী (সা) কবরের ওপরে মট (ঘর) উপাসনা ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি শিরক-বিদ্আত্ মুখী সমস্ত বস্তুকে এমন কি কবরকে আধ হাতের বেশি উঁচু করা ও কবরকে পাকা করা পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। এটা অতি বাস্তব সত্য যে, কাঁচা কবরকে কেন্দ্র করে শিরক আর বিদআতের আখড়া হতে দেখা যায় না।

٢٦٥. وَلَهُمَا : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ (رضى) : كَانُوْا اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَفِيْهِ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ.

২৬৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; "তাদের মধ্যে থেকে কোনো ভালো লোক মৃত্যুবরণ করলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত।" এ বর্ণনার আরো রয়েছে– এরা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ প্রকৃতির। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪২৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫২৮]

শব্দার্থ : مَاتَ - মৃত্যুবরণ করেছে, بَنَوْا - তারা নির্মাণ করেছে, قَبْرُهُ - তার কবর।

٢٦٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ. الحديث.

২৬৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ কিছু সৈন্য (নাজদে) প্রেরণ করেছিলেন– তারা একজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে মসজিদের কোনো একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। (হাদীসটির বাকি অংশ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৩৭২, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৪৪৩৯]

শব্দার্থ : خَيْلًا - অশ্বারোহী দল বা সৈন্যদল, فَرَبَطُوْهُ - তারা তাকে বেঁধে ফেলল, بِسَارِيَةٍ - খুঁটির সাথে।

٢٧٦. وَعَنْهُ (رضى) اَنَّ عُمَرَ (رضى) مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِى الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ اِلَيْهِ، فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اُنْشِدُ، وَفِيْهِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; উমর (রা) হাসসান (রা)-কে মসজিদে কবিতা আবৃতি করা অবস্থায় অতিক্রম করতে যেয়ে তার দিকে অসন্তুটির দৃষ্টিতে তাকালেন। ফলে হাসসান (রা) (তাঁকে) বললেন : "আমি মসজিদে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে কবিতা আবৃতি করেছি যিনি আপনার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে।] [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩২১২, মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৪৮৫]

ব্যাখ্যা : ইসলামী ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক কবিতা ও ছন্দ পাঠে দোষ নেই।

শব্দার্থ : يُنْشِدُ - কবিতাটি পাঠ করে, اُنْشِدُ - আমি কবিতা পাঠ করতাম, فَلَحَظَ - তিনি তাকালেন, اِلَيْهِ - তার দিকে।

٢٦٨. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ، فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا .

২৬৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কেউ মসজিদে কোনো ব্যক্তিকে হারানো বস্তু সন্ধান করছে বলে শুনতে পায় তবে সে যেন বলে : "আল্লাহ যেন তোমাকে তা আর ফিরিয়ে না দেন।" কেননা মসজিদ এ রকম কাজের জন্য তৈরি হয়নি।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৬৮)]

শব্দার্থ : ضَالَّةً - হারানো বস্তু, لَارَدَّهَا - তা ফিরিয়ে না দেন, لَمْ تُبْنَ - নির্মাণ করা হয়নি।

٢٦٩. وَعَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ، اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا : لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ .

২৬৯. উক্ত রাবী হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন তোমরা বলবে মহান আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে যেন লাভজনক না করেন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৩২১, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাতি-১৭৬, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

শব্দার্থ : يَبِيْعُ - বিক্রয় করছে, يَبْتَاعُ - ক্রয়-বিক্রয় করছে, اَرْبَحَ - লাভ দেন।

২৭০. وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيْهَا .

২৭০. হাকিম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মসজিদে 'হদ্দ' জারী ও 'কিসাস' (শরী'আতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি বাস্তবায়ন) করা যায় না। [হাসান আহমদ-৩/৪৩৪, আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৯০, হাফিয ইবনে হাজার এখানে যদিও সনদ দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু তিনি তালখীসে-৪/৭৮, বলেছেন এর সনদে কোনো সমস্যা নেই।]

শব্দার্থ : تُقَامُ - কার্যকর করা, اَلْحُدُوْدُ - হাদ্দ - শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি, يُسْتَقَادُ - ক্বিসাস-কার্যকর করতে চাওয়া।

ব্যাখ্যা : হাকিম, দ্বারাকুতনী ও ইবনে সাকানও বর্ণনা করেছেন। তালখীসে হাদীসটির সনদকে নির্দোষ বলা হয়েছে।

২৭১. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ، لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ .

২৭১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধে সা'দ' (রা) আহত হয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিকটে রেখে তাঁর সেবা করার উদ্দেশ্যে মসজিদের মধ্যে তাঁর থাকার জন্য একটা তাঁবু স্থাপন করেন।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪৬৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৭৬৯)]

শব্দার্থ : اُصِيْبَ - আহত হয়েছেন, خَيْمَةً -তাঁবু।

২৭২. وَعَنْهَا قَالَتْ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِى، وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ .

২৭২. তাঁর থেকে আরো বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছেন আর আমি (তাঁর পিছন হতে) মসজিদে খেলা দেখানোর কাজে মগ্ন হাবশীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। (হাদীসটি আরো দীর্ঘ রয়েছে)। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪৫৪, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৮৯২]

শব্দার্থ : اَلْحَبَشَةُ - হাবশী লোক, يَلْعَبُوْنَ - তারা খেলা করে।

ব্যাখ্যা : এটা ঈদের দিনের ঘটনা। অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–এটা ছিল জিহাদের জন্য প্রস্তুতির মহড়া বিশেষ। ঈদের দিনে শরীয়তসম্মত আনন্দ প্রকাশের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য নগ্ন সভ্যতার অনুসরণ মুখী কোন আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। মসজিদে তো নয়ই। (অনুবাদক)

٢٧٣. وَعَنْهَا : اَنَّ وَلِيْدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِيْنِىْ فَتَحَدَّثُ عِنْدِىْ . الحديث.

২৭৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; একজন কৃষ্ণবর্ণী (কালো বর্ণের) দাসীর জন্য মসজিদে (আশ্রয় স্বরূপ) একটা তাঁবু ছিল। সে আমার কাছে এসে প্রায় কথাবার্তা বলত। (হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত)। (দীর্ঘ হাদীস)

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪৩৯, এটি মুসলিমে বর্ণিত হয়নি।]

শব্দার্থ : وَلِيْدَةٌ - দাসী, سَوْدَاءُ - কালো, خِبَاءٌ - তাঁবু, فَتَحَدَّثُ - বাক্যালাপ করা বা আলোচনা করা বা কথা বলা।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের বাকি অংশের মর্মানুবাদ : মেয়েটি আরব গোত্রের দাসী ছিল। তাদের কোনো একটি বালিকার একখানা হার মাটি হতে একটা গোশতের টুকরো ভেবে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বালিকার পরিবার মেয়েটির ওপর তল্লাসী চালায়। পরক্ষণে চিল হারটি ওখানেই ফেলে দেয়। মেয়েটি তার সততার প্রমাণ দেখিয়ে তাদেরকে বর্জন করে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ তার থাকার জন্য মসজিদেই জায়গা করে দেন। মেয়েটি আয়েশা (রা)-এর নিকটে এসে ঐ ঘটনা স্মরণ করে প্রায়শই ঐ মর্মে কবিতা পাঠ করত। ওয়া ইয়াওমিল্ বেশহি মিন্ তায়াজীবি রাব্বিনা, আলা ইন্নাহু দারাতিল্ কুফ্‌রে নাজ্জানী। সুবুল :

٢٧٤. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

২৭৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহের কর্ম আর তা মুছে ফেলাতেই তার সংশোধন।' [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৪১৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৫২]

শব্দার্থ : اَلْبُصَاقُ - থুথু, خَطِيْئَةٌ - পাপ বা গুনাহ, دَفْنُهَا - তা মিটিয়ে দেয়া বা পুঁতে ফেলা।

٢٧٥. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ .

২৭৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মানুষ মসজিদের বাহ্যিক আড়ম্বর (চাকচিক্য) নিয়ে গর্ব করার আগে কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। (অর্থাৎ এটা কিয়ামতের বিশেষ একটি আলামত)।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৯, নাসায়ী হাদীস-৬৮৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-৭৩৯, আহমদ ৩/১৩৪, ১৪৫, ১৫২, ২৩০, ২৮৩, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৩২৩, একে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : يَتَبَاهَى - গর্ব করে (চাকচিক্য নিয়ে)।

٢٧٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ .

২৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আমাকে "জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ তৈরি করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি।" (এটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয় বলে বোঝা যাচ্ছে)।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৯, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৬১৫]

শব্দার্থ : بِتَشْيِيْدِ - সজ্জিতকরণ।

٢٧٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ، حَتّٰى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

২৭৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের পুণ্যজনক কর্মগুলো আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এমনকি সামান্য খড়কুটোগুলো কোনো লোক মসজিদ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে

এমন কাজও। আবূ দাউদ, তিরমিযী গরীব সূত্রে এবং ইবনে খুযাইমাহ হাদীসটি সহীহ বলেছেন। [য'ঈফ আবূ দাউদ-৪৬১৯, তিরমিযী ২৯১৬, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১২৯৭]

শব্দার্থ : اَلْقَذَاةُ - ক্ষুদ্র খড়কুটা, يُخْرِجُهَا - তা বের করবে, ফেলে দিবে।

٢٧٨. وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ .

২৭৮ : আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : "যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে দু'রাকআত (দুখুলুল-মাসজিদ) সালাত পড়ার পূর্বে না বসে।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১১৬৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৭১৪]

ব্যাখ্যা : এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকার কোনো কারণ থাকতে পারে না। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী (রহ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালেগা'য় বলেছেন :

অর্থ : জুম্আর দিনে ইমামের খুত্বা চলাকালীন যখন মসজিদে আসবে তখন দু'রাকআত (দাখেলা মসজিদ) সালাত পড়বে। .... এতে তোমার দেশবাসীর উগ্র আচরণে বিরত যেন না হও। কারণ এ সম্বন্ধে এমন সহীহ হাদীস রয়েছে যার ওপর আমল করা ওয়াজিব। হুজ্জা : ২য় খণ্ড, ২৯ পৃ:।

٧. بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

৭. অনুচ্ছেদ : সালাতের বিবরণ

٢٧٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَاْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِى صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

২৭৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ (খাল্লাদ ইবনে রাফিকে) বলেছেন : 'যখন সালাতে দাঁড়াতে যাবে (তার পূর্বে) উত্তমরূপে উযূ করে নেবে,

তারপর কিবলামুখী হয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে (ও তাহরিমা বাঁধবে), তারপর কুরআনের যে অংশ তোমার জন্য সহজ হবে তা তেলাওয়াত করবে। তারপর রুকুতে যাবে ও স্থিরভাবে রুকু আদায় করবে। তারপর রুকু হতে উঠে সোজা দাঁড়াবে, তারপর সিজদায় যাবে ও সিজদা অবস্থায় ধীরস্থিরভাবে থাকবে। তারপর উঠবে ও স্থিরভাবে বসবে। তারপর সিজদা করবে ও সিজদার অবস্থায় ধীর-স্থিরভাবে থাকবে। অতঃপর অবশিষ্ট (রাকাআতগুলো) এভাবেই আদায় করবে।" [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৫৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৩৯৭, আবূ দাউদ হাদীস-৮৫৬, নাসায়ী হাদীস-৮৮৪, তিরমিযী হাদীস-৩০৩, ইবনে মাজাহ হাদীস-১০৬০, আহমদ-২/৪৩, উল্লেখিত শব্দ বুখারীর। ইবনে মাজাহ এর বর্ণনায় حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا শব্দের পরিবের্ত حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا শব্দ আছে।]

শব্দার্থ : فَأَسْبِغْ - পরিপূর্ণ করো, تَيَسَّرَ - সহজ হয়, تَطْمَئِنَّ - পরিপূর্ণ বা স্থির হয় বা প্রশান্তি লাভ করে, تَعْتَدِلَ - সমান বা সোজা হয়।

২৮০. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ، حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا.

২৮০. আহমদে ও ইবনে হিব্বানেও রিফা'আহ ইবনে রাফি' (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে মাজাহের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

[সহীহ আহমদ-৪/৩৪০, ইবনে হিববানের উল্লেখ সঠিক নয়।]

২৮১. وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ.

২৮১. আর আহমদের শব্দে আছে, (রুকু হতে উঠার পর) তোমার পিঠকে ঠিক সোজা করে দাঁড়াবে– যাতে করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিগুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতে পারে। [নাসায়ী ও আবূ দাউদে উক্ত সাহাবী রিফা'আহ হতে বর্ণিত আছে]

শব্দার্থ : صُلْبَكَ - তোমার পিঠ, الْعِظَامُ -হাড়সমূহ।

২৮২. وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللّٰهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ. وَفِيهَا فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ.

২৮২. "তোমাদের কারো সালাত অবশ্য ততক্ষণ পূর্ণভাবে আদায় হবে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ঠিকভাবে উযূ করে, তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে। এতে আরো আছে– 'যদি তোমার কুরআন জানা থাকে তবে তা পড়বে অন্যথায় 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। [সহীহ আবূ দাঊদ-৮৫৮]

শব্দার্থ : يُثْنِيَ - সানা পাঠ করবে বা গুণগান করবে।

٢٨٣۔ وَلِأَبِي دَاوُدَ : (ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ.

২৮৩. আবূ দাউদে এটাও আছে অতঃপর উম্মুল কুরআন এবং আল্লাহ্ যা চায় তা পাঠ কর। [সহীহ আবূ দাঊদ হাদীস-৮৫২]

١٨٤۔ وَلِابْنِ حِبَّانَ : ثُمَّ بِمَا شِئْتَ.

২৮৪. ইবনে হিব্বানে আছে অত:পর তোমরা যা ইচ্ছা হয় তেলাওয়াত কর। [সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-১৭৮৭]

٢٨٥. وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رضى) قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْأُخْرٰى، وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ ـ

২৮৫. আবূ হুমাইদ সা'ঈদী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে 'আল্লাহু আকবার' বলে (রুকুতে যাওয়ার সময়) তাঁর উভয় হাতকে কাঁধ

পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। আর যখন তিনি রুকূতে তখন তাঁর দু-হাঁটু দু-হাত দ্বারা ধরতেন ও তাঁর পিঠকে বাঁকা না করে সোজা করে দিতেন, আর যখন মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হতেন যাতে তাঁর পিঠের শিরদাঁড়ার হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত। তারপর সিজদায় গিয়ে কেবল তাঁর হাতের তালুদ্বয়কে (মেঝেতে) রাখতেন, হাতের অন্য অংশকে বিছাতেন না এবং হাত দুটিকে সংকোচও করতেন না। আর দু'পায়ের আঙ্গুলগুলোর সম্মুখভাগকে কিবলামুখী করতেন। আর দু'রাকআত শেষে (মধ্য বৈঠকে) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা-কে (আঙ্গুল ভরে) খাড়া করে রাখতেন। আর যখন শেষ বৈঠকে বসতেন তখন বাম পা-কে (ডান পায়ের নিচ দিয়ে) ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন ও ডান পা-কে খাড়া করতেন এবং মেঝের উপরে পাছা রেখে বসতেন।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৮২৮]

শব্দার্থ : حَذْوٌ - সমান বা বরাবর, مَنْكِبَيْهِ - তার দু' কাঁধ, أَمْكَنَ - শক্ত করে ধরল, رُكْبَتَيْهِ - তার দু' হাঁটু, هَصَرَ - নোয়ানো বা নিচু করতেন, اِسْتَوَى - সোজা হলো, فَقَارٍ - হাড়, مُفْتَرِشٍ - মাটিতে বাহু স্থাপনকারী, قَابِضِهِمَا - দু'টিকে সংকুচিতকারী, بِاَطْرَافِ - অগ্রভাগ দ্বারা, اَصَابِعِ - আঙ্গুলগুলো, رِجْلَهُ - তার পা, قَعَدَ - বসেছেন, مَقْعَدَتَهُ - তার নিতম্ব।

٢٨٦. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اِلٰى قَوْلِهِ : مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ..... اِلٰى اٰخِرِهِ .

২৮৬. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতের বেলায় সালাতে দাঁড়াতেন তখন (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন : আমি আমার মুখমণ্ডলকে তাঁরই দিকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ফিরালাম– যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন– "আর আমি তো মুশরিক নই। আমার সালাত, 'ইবাদাত-বন্দেগী, জীবন-মরণ বিশ্ব জগতের মহান প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে, তাঁর কোনোই অংশীদার নেই; আমি এ খাঁটি তাওহীদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি।" আর আমি তো আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণকারীদের একজন (মুসলিম)। হে আল্লাহ! তুমি তো বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই;

তুমিই আমার রব আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি আর আমি নিজের অপরাধ নিজেই স্বীকার করছি। আমার যাবতীয় গুনাহ্ তুমি ক্ষমা কর। বস্তুত: অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। উত্তম চরিত্রের পথে আমাকে পরিচালিত কর– উত্তম চরিত্রের দিকে হিদায়াতকারী তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। কু-চরিত্রাবলি আমার কাছ থেকে দূর কর, তুমি ব্যতীত এটা দূর করার আর কেউ নেই। আমি তোমার দ্বারে বার বার উপস্থিত হচ্ছি আর তোমার আনুগত্য প্রকাশ করছি। তোমারই হাতে মঙ্গল, অমঙ্গল তোমার পানে অর্পিত হয় না। আমি তো তোমার সাথে ও তোমার দিকেই। তুমি কল্যাণময় ও মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আর তোমার নিকটে ফিরে আসছি। অর্থাৎ পাপের পথ ত্যাগ করার শপথ গ্রহণ করছি।

[সহীহ্ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৭৭১, আরেক বর্ণনায় রয়েছে "এটা ছিল রাত্রির সালাতে"]

শব্দার্থ : وَجَّهْتُ - আমি ঘুরিয়েছি বা ফিরাচ্ছি, وَجْهِىَ - আমরা মুখ বা চহারা, فَطَرَ - তিনি সৃষ্টি করেছেন।

٢٨٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ اَنْ يَقْرَاَ، فَسَاَلْتُهُ، فَقَالَ : اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

২৮৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমার পর কিরাআতের পূর্বে একটু সময় নীরব থাকতেন। আমি তাঁকে এ প্রসেঙ্গ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন : আমি তখন এ দু'আটি বলে থাকি : "হে মহান আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার গোনাগুলো হতে এমন দূরে রাখ যেমনটি দূরত্ব করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার গোনাহ ময়লা হতে এরূপভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে মহান আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হতে (পবিত্র করার জন্য) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার কর।"

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৪৪, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৯৮]

শব্দার্থ : سَكَتَ - তিনি চুপ থেকেছেন, هُنَيَّةً - কিছুক্ষণ, بَاعِدْ - দূর করে দাও, بَيْنِي - আমার মাঝে, خَطَايَايَ - আমার গুনাহসমূহ, اَلْمَشْرِقِ - পূর্ব, اَلْمَغْرِبِ - পশ্চিম, نَقِّنِي - আমাকে পরিষ্কার করে দাও, اَلْاَبْيَضُ - সাদা, الدَّنَسِ - ময়লা, الثَّلْجِ - বরফ, وَالْبَرَدِ - এবং শিশির।

২৮৮. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

২৮৮. উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি (সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন : "হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম মহত্ত্বপূর্ণ কল্যাণময়, তোমার মর্যাদা সুমহান ও তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।"

[এটি উমর (রা)-এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ মুসলিম ৫২/২৯৯, দারাকুতনী ১/২৯৯/৩০০]

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। (আবূ দাউদ)

শব্দার্থ : تَبَارَكَ - বরকতময়, اِسْمُكَ - তোমার নাম, تَعَالٰى - সুউচ্চ, جَدُّكَ - তোমার মর্যাদা।

ব্যাখ্যা : সালাত আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে 'ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ...' বা অন্য কোন দোয়া পাঠ করার কোন প্রমাণ শারী'আতে নেই শারহু বেকায়ার ১ম খণ্ড; ১৬৬ পৃ: ১নং টীকা।

২৮৯. وَنَحْوُهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَرْفُوْعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ : وَفِيْهِ : وَكَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ.

২৮৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতেও অনুরূপ একটি মারফু হাদীস বর্ণিত আছে।
[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৭৭৫, নাসায়ী হাদীস-৮৯৯, তিরমিযী হাদীস-২৪২, ইবনে মাজাহ হাদীস-৮০৪, আহমাদ হাদীস-৩-৫০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]
এতে এ কথাটিও আছে তিনি তাকবীরের পর বলতেন : সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান তার কুমন্ত্রণা তন্ত্রমন্ত্র ও ফুঁক হতে। হাদীসের এই অংশটুকু সহীহ।

শব্দার্থ : هَمْزُهُ - তার কুমন্ত্রণা, وَنَفْخُهُ - এবং তার ফুঁক, وَنَفْثُهُ - তার তন্ত্রমন্ত্র।

ব্যাখ্যা : সালাত শুরুর পর সানার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না বরং সানার পর সূরা ফাতিহা পড়ার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়তে হয় অতঃপর সালাত শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।

২৯০. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ، وَالْقِرَاءَةَ : بِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ. وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَاسَه مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا. وَاِذَا رَفَعَ رَاسَه مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ الْيُمْنٰى . وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهٰى اَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيْمِ .

২৯০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত ও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (পাঠ) দ্বারা কিরআত শুরু করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা না উঁচু রাখতেন, না নিচু; বরং (মাথা ও পিঠকে) সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিদজায় যেতেন না; আবার যখন সিজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না। আর প্রতি দু'রাক'আতের শেষে আত্তাহিয়াতু পাঠ করতেন ও বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর (ভর করে) বসতেন ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। আর উকবাতুশ শয়তান নামক আসনে বসতে নিষেধ করতেন। আর হিংস্র জন্তুর মতো কনুই পর্যন্ত দু'হাতকে মাটিতে স্থাপন করতে নিষেধ করতেন, আর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতেন।

[মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৯৮, অত্র হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে, আর তা হলো (রাবী আবুল জওযা আয়েশা (রা) হতে হাদীস শুনেননি। অতএব এটি মুরসাল হাদীস। হাফিয ইবনে হাজার তালখীসে বলেছেন : এ হাদীসের সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।]

শব্দার্থ : يَسْتَفْتِحُ - শুরু করতেন, لَمْ يُشْخِصْ - উঁচু রাখতেন, رَأْسَهُ - তার মাথা, لَمْ يُصَوِّبْهُ - নিচু রাখতেন না, يَسْتَوِىْ - সমান করতেন, يَفْرِشُ - বিছাতেন, الْيُسْرَى - বাম, عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ - শাইত্বনের এক প্রকার আসন, أَنْ يَفْتَرِشَ - বিছাতে, زِرَاعَيْهِ - তার দু'বাহু, السَّبُعِ - হিংস্র প্রাণী, يَخْتِمُ - শেষ করতেন।

এ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে নিষিদ্ধ রূপটি তথা উককাতশ শয়তান নামক আসনটি হচ্ছে– মেঝেতে দু'পাত ও পাছা পেতে দু'হাঁটি খাড়া দু'হাত রেখে কুকুরের ন্যায় বসা।

٢٩١. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

২৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ দু'হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন– সালাতের শুরুকালে, রুকূতে যাওয়াকালীন তাকবীর বলার সময় আর রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৩৫, মুসলিম (হাদীস একাডেমী-৩৯০]

শব্দার্থ : اِفْتَتَحَ - শুরু করল।

ব্যাখ্যা : সালাতে রুকুর আগে ও রুকুর পরে এবং তৃতীয় রাক্আতে প্রারম্ভে স্কন্ধ বা কান পর্যন্ত দু'হাত উঠানোর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এ সম্বন্ধে গভীর ও সবিস্তারে পর্যালোচনা করার পর মাস্লার বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে–

হানাফী মায্হাবের বিশিষ্ট ইমাম ও মুহাক্কিক্ আলেমগণসহ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও তাঁদের সমস্ত অনুগামী ইমাম ও আলেমবৃন্দ এবং প্রায় সমস্ত ফুকাহায়ে মুহাদ্দেসীন সালাত উক্ত সময়ে হাত উঠানোর পক্ষে অভিমত পোষণ করতেন এবং এযাবৎ করে যাচ্ছেন। নিম্নে তার একটা ধারাবাহিকতার নমুনা প্রিয় পাঠকগণের খেদমতে আমরা পেশ করলাম।

ক. জীবিতকালেই যে দশজন মহান সাহাবী তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার শুভ সংবাদ লাভ করেছিলেন তাঁদের সহ মোট ৫০ জন সাহাবী উক্ত সময়ে হাত উঠানের হাদীস বর্ণনা করেছেন।– সিফরুস সাআদাত দ্রষ্টব্য।

খ. উক্ত সময়ে হাত উঠানের হাদীস ও আসারের সংখ্যা চারশত দাঁড়িয়েছে। ঐ দ্র:।

গ. ঈমাম ইবনুল মাদানী [মৃত ২৩৪ হিঃ] (ঈমাম বুখারী (রহ.) এর উস্তাদ) বলেছেন : মহানবীর সহীহ হাদীসসমূহ মূলে মুসলমানের ওপর ইসলামের পর ইসলামের হক হচ্ছে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু হতে উঠার সময় কান পর্যন্ত দু'হাত তোলা।

ঘ. ইমাম মুহাম্মদ বিন নসর মুর্ওয়াযী (মৃ; ২৯৪ হিঃ) বলেছেন : রফউল ইদায়ন করার পক্ষে প্রায় সমস্ত দেশের উলামার অভিমত রয়েছে।

ঙ. মোল্লা আলী ক্বারী (হানাফী) (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) তাঁর মাওযুয়াত নামক বিখ্যাত কিতাবে বলেছেন : 'হাত না উঠানোর হাদীসগুলো সবই বাতিল–তার কোনটিই সহীহ নয়।

চ. শরীয়ত ও তরিকতের মহাপণ্ডিত বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওলী উল্লাহ (হানাফী) (রহ) : (মৃত: ১১৭৬ হি:) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালেগা' নামক মিশরীয় ছাপার ২য় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন– যাঁরা হাত ওঠান না তাঁদের থেকে যাঁরা হাত ওঠান তাঁদেরকে আমি অধিক ভালোবাসী। কারণ, হাত ওঠানোর হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশি ও খুব মজবুত।

ছ. মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহ) (মৃ: ১৩০৪ হি:) বলেছেন– সত্য কথা এই যে, রুকুতে যাবার ও রুকু হতে উঠার সময় হাত ওঠানোর দৃঢ় সূত্রে ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে।– মিশরীয় ছাপা বুলুগুল মারামের ২৯০ হাদীসের টীকা, সিফ্রুস্ সাআদাত, মালাবুদ্দা মিন্হু, উম্দাতুররেআয়্যা, রাওযাতুন্নাদিয়া, হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালেগা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

জ. শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) বলেছেন, 'রাফউল ইয়াদাঈন বা হাত ওঠান এমনই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি দ্বারা নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী সমস্ত স্তরের শ্রেষ্ঠতম ইমাম ও মুজতাহিদগণ দ্বারা সর্বতোভাবে সাব্যস্ত ও সমর্থিত হয়েছে যে, তাকে মনসুখ (রহিত) হওয়ার বা পরস্পর বিরোধ দোষে দুষ্ট বলে চিহ্নিত করা অবান্তর ও অবাস্তব।–মিশরীয় ছাপা, রওযাতুন্ নাদীয়া, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃ: দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি সালাতে চারটি স্থানে হাত উঠানোর মাসলায় এমন একটা সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে যাকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা আসাবিয়াত বা দলগত মোহ ও অনৈসলামিক সংকীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

٢٩٢. وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ.

২৯২. আবূ হুমাইদ (রা) হতে আবূ দাউদে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৭৩০]

শব্দার্থ : يُحَاذِيْ - সমান বা বরাবর করেন।

٢٩٣. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) نَحْوُ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلٰكِنْ قَالَ : حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ .

২৯৩. মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে মুসলিমে ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; উপরাক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হাত তাঁর কানের লতি বরাবর নিয়ে যেতেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৬/৩৯১]

শব্দার্থ : فُرُوْعَ - লতি, أُذُنَيْهِ - তাঁর দু' কান।

٢٩٤. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ .

২৯৪. ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর সিনার (বুকের) উপরে স্থাপন করলেন। [ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৪৭৯]

শব্দার্থ : عَلٰى - উপর, صَدْرِهِ - তাঁর বুক বা সিনা।

ব্যাখ্যা : হাত ছেড়ে সালাত পড়ার পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। এক হাতকে অন্য হাতের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে যুক্ত হস্তদ্বয় শরীরের কোন অংশে স্থাপন করতে হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। বুকের ওপর, নাভীর ঊর্ধ্বে ও নাভীর নিচে এই তিন প্রকার স্থাপনের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম উপরোক্ত তিন অবস্থাকেই সমপর্যায়ভুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।–রওযাতুন্নাদিয়া দ্রষ্টব্য।

এ সম্বন্ধে আলী (রা) হতে সূরা কাওসারের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে (অন্‌হার) এর অর্থ সালাতের বুকের উপর হস্তদ্বয় স্থাপন করা। আয়াতটির এরূপ অর্থ মুহাম্মদ বিন কাব হতেও বর্ণিত হয়েছে।–তাফসীর কাবীর, ফতহুল কাদীর ইত্যাদি দ্রঃ। এ সম্বন্ধে সহীহ বুখারী ও মুয়াত্তা ইমাম মালেকে সহল বিন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে– 'সাহাবীগণ (রা) ডান হাতকে বাম যেরা' (কব্জি ও কনুই-এর মধ্যাংশ) এর ওপর স্থাপন করার জন্য আদিষ্ট হতেন।' এ হাদীস ও অয়েল বিন হুজর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সঙ্গে আলী ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াতের তফসীরকে একত্রে বিবেচনা করলে সালাতে বুকের ওপর হাত রাখার অভিমতটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত বলে সাব্যস্ত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

এখানে আর এক লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে– বুকের ওপর হাত রাখার হাদীসটিকেই ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও তাঁর অনুগামী ইমাম ও আলেমগণ স্ত্রী-জাতির জন্য বুকের ওপরে

হাত বাঁধার ব্যবস্থা প্রদানকে কাজে লাগিয়েছে।– শারহে বেকায়, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃ:, ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য। অতএব প্রকারন্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর ইজতেহাদ হতেও বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে একটা জোর সমর্থন এসে যাচ্ছে।

٢٩٥. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

২৯৫. উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে না তার সালাত সহীহ্ হয় না। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৫৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৩৯৪, শব্দ মুসলিমের]

٢٩٦. وَفِىْ رِوَايَةٍ، لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ : لَا تَجْزِىْ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

২৯৬. ইমাম দারেকুত্বনী ও ইমাম ইবনে হিব্বানের সংকলিত হাদীসে আছে, যে সালাতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা হয় না সে সালাত যথেষ্ট নয়।
[সহীহ দারেকুত্বনী হাদীস-১/৩২১/৩২২]

٢٩٧. وَفِىْ أُخْرٰى، لِأَحْمَدَ وَأَبِىْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

২৯৭. আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বানে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমরা হয়তো ইমামের পেছনে (কুরআন) পাঠ কর। আমরা বললাম: হ্যাঁ পাঠ করি। তিনি বললেন : সূরা ফাতিহা ব্যতীত পাঠ করবে না। কেননা, যে এটা পাঠ করে না তার সালাত সহীহ্ হয় না। [হাসান আহমদ ৫/৩২১/৩২২, আবূ দাউদ হাদীস-৮২৩, তিরমিযী হাদীস-৩১১, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৭৮৫]

ব্যাখ্যা : মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ আছে তা সত্য কিন্তু বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদগণের গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনার পর এ মাসলার চিত্রটা নিম্নরূপ দাড়িয়েছে–

উপরোক্ত হাদীসগুলোর প্রমাণের ভিত্তিতে শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী এবং হানাফী মায্হাবের মুহাক্কিক আলেম ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন।

ক. মৌলনা আব্দুল হাই হানাফী লিখিত 'গাইসুল গামাম' নামক কিতাবের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আছে– ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ)-এর পরবর্তী অভিমত হচ্ছে– সন্দেহ নিরসনমূলক সতর্কতা হেতু ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়াটাই উত্তম। আর একে মাক্রূহ বলাও চলবে না এজন্য যে, ইমামের পিছনে, কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে বলে হাদীসে মহানবী ﷺ এর নির্দেশ রয়েছে।

খ. মুহাদ্দিস আতা (রহ) (তাবেয়ী মৃত্যু ১১৪ হিঃ) বলেছেন: ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) তাঁদের ১ম মত পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় অভিমতের (মুক্তাদির পক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রয়োজনীয়তার দিকে ফিরে এসেছে। (মীযানুল্ কুবরা ইত্যাদি)।

গ. ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর শিষ্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) (মৃত্যু ১৮১ হিঃ) বলেছেন। আমি ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং (কুফাবাসীদের ছাড়া) লোকেরাও তা পড়ে থাকে।–তিরমিযী ৪২ পৃষ্ঠা।

ঘ. মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (মৃত্যু ৮৫৫ হিঃ) বলেছেন: আমাদের অনেক হানাফী ইমাম ও মুজতাহিদ ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পাঠ করা সমস্ত সালাতে উত্তম বলে জানতেন। (উমদাতুল কারী–বুখারী শরীফের টীকা)

ঙ. তাপসকুল শিরমণি শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রহ) (মৃ: ১১১৬ হি:) বলেছেন– সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। (গুনিয়াতুত্তালেবীন, ৭২৩)

চ. শাহ্ ওলী উল্লাহ (রহ) বলেছেন : ইমামের শোনা গেলে সাকতা বা আয়াতের মধ্যস্থিত নীরবতার সময় মুকতাদী সূরা ফাতিহা ক্রমশ পড়ে নেবে। আর ইমামের কিরায়াত শোনা না গেলে স্বাধীন ভাবেই তা পড়বে।– হুজ্জাতুল্লাহ্

ছ. মৌলানা আব্দুল হাই লক্ষৌবী (রহ) বলেছেন– আমি আশা করছি যে, এটাই (মুকাতাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ) তাঁদের (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ (রহ) প্রভৃতির) অভিমত হবে। আর মাকরূহ ও হারাম বলে সাব্যস্তকরণ তাঁদের অনুগামীদের সৃজন মাত্র।–ইমামুল কালাম।

তিনি আরো বলেছেন: রাসূল ﷺ থেকে এমন কোন সহীহ: হাদীস নেই যার দ্বারা ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ করা নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়। আর যেগুলো নিষিদ্ধ করার পক্ষে বর্ণিত হয়েছে– হয় ভিত্তিহীন নয়– যয়ীফ। তা'লিকুল মুমাজ্জাদ, ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৯৮. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

২৯৮. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা) এরা সকলেই (সূরা) আলহামদু দ্বারা সালাত শুরু করতেন।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৪৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৩৯৯]

٢٩٩. زَادَ مُسْلِمٌ : لَا يَذْكُرُوْنَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَّلَا فِيْ اٰخِرِهَا.

২৯৯. মুসলিমে আরো আছে কিরাআতের প্রথমে বা শেষে 'বিসমিল্লাহ' (প্রকাশ্যভাবে) তাঁরা উল্লেখ করতেন না। [সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৯৯]

٣٠٠. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ : لَا يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

৩০০. আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে খুযাইমা হতে আছে তাঁরা [রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা)।] 'বিসিমিল্লাহ' সশব্দে পড়তেন না।
[সহীহ আহমদ হাদীস-৩/৩৭৫, নাসায়ী হাদীস-৯০৭]

শব্দার্থ : لَايَجْهَرُوْنَ - সশব্দে পাঠ করতেন না বা প্রকাশ করতেন না।

٣٠١. وَفِيْ أُخْرٰى لِابْنِ خُزَيْمَةَ : كَانُوْا يُسِرُّوْنَ . وَعَلٰى هٰذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا.

৩০১. ইবনে খুযাইমার অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে "তাঁরা বিসমিল্লাহ মনে মনে পড়তেন।" [ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৪৯৮ সনদ দুর্বল।]

এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুসলিমে 'তাঁরা বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ করতেন না। এর অর্থ হবে তাঁরা সশব্দে পড়তেন না, কিন্তু যিনি এ হাদীসগুলোকে দুর্বল বলেছেন তাঁর কথা সঠিক নয়।

শব্দার্থ : يُسِرُّوْنَ - চুপিসারে পড়তেন।

٣٠٢. وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ، حَتّٰى إِذَا بَلَغَ : (وَلَا الضَّالِّيْنَ)، قَالَ : اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩০২. নু'আইমুল মুজাম্মির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি বিসমিল্লাহ পড়লেন তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, তারপর 'ওয়ালাদ দাল্লীন' পর্যন্ত পড়ে 'আমীন' বললেন এবং প্রত্যেক সিজদা হতে যাওয়াকালে ও সিজদাহ হতে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর তিনি সালাম ফেরানোর পর বলতেন : আল্লাহর কসম আমি তোমাদের মধ্যে সালাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রক্ষাকারী। [য'ঈফ নাসায়ী হাদীস-৯০৫]

শব্দার্থ : وَرَاءَ - পিছনে, بَلَغَ - পৌলেন, لَأَشْبَهُكُمْ - তোমাদের সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য।

٣٠٣. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوْا : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا .

৩০৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের সময় 'বিসমিল্লাহ' তেলাওয়াত করবে। কেননা ওটা তারই একটা আয়াত। [মওকূফ দারেকুত্বনী হাদীস-২/৩২২]

শব্দার্থ : آيَاتِهَا - তাঁর আয়াত।

٣٠٤. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْاٰنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : اٰمِيْنَ .

৩০৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা সমাপ্ত করতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু করতেন ও 'আমীন' বলতেন। [সহীহ দারেকুত্বনী ১/৩৩৫, হাকিম ১/২২৩]

শব্দার্থ : فَرَغَ - সমাপ্ত করল।

ব্যাখ্যা : সশব্দে 'আমীন' বলার প্রমাণ বহু সহীহ হাদীসে রয়েছে। আতা (রহ) বলেছেন: আমি দুশো জন মহানবীর সাহাবীকে (রা) এমন শব্দযোগে 'আমীন' বলতে শুনেছি যে, তার ফলে মসজিদে নব্বীতে প্রতিধ্বনি শোনা যেত।–বায়হাকী। শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মযহাবের সমস্ত ইমাম ও মুজ্তাহিদগণ, বড় পীর শাহ্ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ) দ্বারা সশব্দে 'আমীন' বলাও সমাদৃত হয়েছে।– রওযা, নায়ল, ফত্হুল কাদীর, তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, দূরে মুখতার গুনিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

٣٠٥. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوَهُ.

৩০৫. ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রা) হতে আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে অনুরূপ হাদীস রয়েছে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৯৩২, তিরমিযী হাদীস-২৪৮]

٣٠٦. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّيْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِيْ مَايُجْزِئُنِيْ (مِنْهُ) فَقَالَ : قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

৩০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আউফা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : "আমি কুরআনের কোনো অংশ গ্রহণে (আয়ত্ব করতে) সক্ষম নই, তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার (সালাতের) জন্য যথেষ্ট হয়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল, 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ' 'ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার', 'ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলীয়্যিল আযীম'– (সংক্ষিপ্ত)। [হাসান আহমদ ৪/৩৫৩, ৩৫৬, আবূ দাউদ হাদীস-৮৩২, নাসায়ী হাদীস-৯২৪, ইবনে হিব্বান-১৮০৮, দারাকুত্বনী-১/৩১৩, হাকিম-২৪১]

শব্দার্থ : لَا اَسْتَطِيْعُ - আমি সক্ষম নই।

٣٠٧. وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا، فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلٰى، وَيَقْرَأُ فِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৩০৭. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত পড়াতেন, তিনি যুহর ও আসরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটি সূরা পড়তেন; কখনও কখনও আমাদের তিনি কোন কোন আয়াত

শুনিয়ে তেলাওয়াত করতেন আর প্রথম রাকআতকে (অপেক্ষাকৃত) লম্বা করতেন আর শেষের দু'রাক'আতে (কেবল) সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭৫৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৫১)]

শব্দার্থ : يُطَوِّلُ - লম্বা করতেন, سُوْرَتَيْنِ - দু'টি সূরা, أَحْيَانًا - কখনো কখনো।

٣٠٨. وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ : (الم تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةُ وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ . وَفِى الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ .

৩০৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুহর ও আসরের 'ক্বিয়াম'-কে (কিরআতকালীন দাঁড়ানো অবস্থাকে) অনুমান করতাম। তাঁর যুহরের প্রথম দু'রাকআতের ক্বিয়াম সূরা 'সাজদাহ' তেলাওয়াতের সময়ের পরিমাণ মতো, আর শেষের দু'রাকআতের ক্বিয়ামকে এর অর্ধেক পরিমাণ, আর আসরের প্রথম দু'রাক'আতের ক্বিয়ামকে যুহরের শেষের দু'রাক'আতের ক্বিয়ামের অনুরূপ, আর শেষের দু'রাক'আতের ক্বিয়ামকে এর অর্ধেকের মতো অনুমান করতাম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৫২]

শব্দার্থ : نَحْزُرُ - আমরা অনুমান করতাম, قَدْرٌ - পরিমাণ, النِّصْفِ - অর্ধেক, اَلْأُخْرَيَيْنِ - শেষ দু'টি (রাক'আত)।

٣٠٩. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ : كَانَ فُلَانٌ يُطِيْلُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِى الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ. فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا .

৩০৯ : সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : অমুক সাহাবী (অর্থাৎ, আমর ইবনে সালামাহ মদীনা শরীফের তৎকালীন গভর্নর) যুহরের ফরয সালাতের প্রথম দু'রাক'আতকে দীর্ঘ করতেন ও আসরকে হালকা করতেন এবং মাগরিবের সালাতে কুরআনের ক্বিসাবে মুফাসসাল ইশার সালাতে ওয়াসাত্বে মুফাসসাল ও ফজরের সালাতের ত্বিওয়ালে মুফাসসাল সূরা তেলাওয়াত করতেন। (তা শুনে) আবূ হুরায়রা (রা)-এ বলে মন্তব্য করলেন– এমন কোন ব্যক্তির পিছনে আমি সালাত পড়িনি, যাঁর সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে এর থেকে বেশি সাদৃশ্য (অনুরূপ) হতে পারে। [সহীহ নাসায়ী হাদীস-৯৮২]

শব্দার্থ : فُلَانٌ - অমুক, يُطِيْلُ - লম্বা করা, يُخَفِّفُ - হালকা করতেন, بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ- মুফাস্সালের ছোট সূরা, بِوَسَطِهِ - মুফাস্সালের মধ্যম সূরা, بِطِوَالِهِ - মুফাস্সালের দীর্ঘ সূরা।

ব্যাখ্যা : কুরআন মাজীদের প্রথম হতে সূরা হুজরাতের আগের অংশ সম্পূর্ণই দীর্ঘ সূরা বিশিষ্ট। তারপর হতে শেষ পর্যন্ত অংশের সূরাগুলো অপেক্ষাকৃত কলেবর অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত।– তেওয়ালে মুফাস্সাল, অসাতে মুফাস্সাল ও কেসারে মুফাস্সাল এই তিন নামে যথাক্রমে অভিহিত করা হয়েছে।

٣١٠. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ .

৩১০. জুবাইর ইবনে মুত্ব'ইম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা 'আততুর' পাঠ করতে শুনেছি।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭৬৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৬৩]

শব্দার্থ : يَقْرَأُ - তিনি পড়বেন।

٣١١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ : (الم تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةَ، وَ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৩১১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাত সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযিল' সাজদাহ এবং 'হাল আতা 'আলাল ইনসান' (সূরা দাহর) পাঠ করতেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮৯১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৮০]

শব্দার্থ : وَقَفَ - থেমেছেন, يَسْأَلُ - তিনি চাইতেন, تَعَوَّذَ - তিনি আশ্রয় চেয়েছেন।

٣١٢. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : يَدِيْمُ ذٰلِكَ .

৩১২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তাবারানীতে উল্লেখ আছে, তিনি ফজরের এ সূরা দু'টি বরাবর পাঠ করতেন।
[য'ঈফ তাবারানী আসসাগীর হাদীস-৯৮৬, সনদ দুর্বল।]

٣١٣. وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَرَّتْ بِهِ اٰيَةُ رَحْمَةٍ اِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا اٰيَةُ عَذَابٍ اِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا.

৩১৩. হুযাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। (তাতে দেখলাম) যখনই কির'আতের সময় কোন রহমতের আয়াত অতিক্রান্ত হচ্ছে তখনই তিনি থেমে যাচ্ছেন ও উক্ত রহমত (আল্লাহর নিকটে) চাচ্ছেন আর যখন কোনো 'আযাবের আয়াত অতিক্রান্ত হচ্ছে তখনই তিনি তা থেকে পানাহ বা নিরাপত্তা চাচ্ছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৭৭১, নাসায়ী হাদীস-১১০২, ১৩৩, তিরমিযী হাদীস-২৬২, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩৫১, আহমদ-৫/৩৮২]

শব্দার্থ : وَقَفَ - থেমেছেন, يَسْأَلُ - তিনি চাইতেন, تَعَوَّذَ - তিনি আশ্রয় চেয়েছেন।

٣١٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا وَاِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا سَاجِدًا، فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

৩১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা এ ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাও যে, আমাকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমরা রুকুতে তোমার মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা কর, এতে প্রার্থনা কবুল হওয়ার পক্ষে তোমাদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৭৯]

শব্দার্থ : نُهِيْتُ - আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, فَعَظِّمُوْا - তোমরা মহত্ব বর্ণনা কর, فَاجْتَهِدُوْا - তোমরা প্রচেষ্টা কর, فَقَمِنٌ - যোগ্য, যথাযথ, উপযুক্ত।

٣١٥. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ (رَبَّنَا) وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ .

৩১৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু ও সিজদা হতে এ রকম বলতেন : হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৮৪]

শব্দার্থ : رَبَّنَا - হে আমাদের প্রতিপালক! اِغْفِرْلِىْ - আমাকে ক্ষমা কর।

٣١٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ .

৩১৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন, 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর রুকুতে যাবার সময় 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, তারপর সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ : (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনলেন) বলতেন, যখন তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা করতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, রাব্বনা ওয়ালাকাল হামদ (হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা)। তারপর সিজদার

জন্য ঝুঁকে পড়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর যখন সিজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার ' বলতেন। তারপর তিনি তাঁর সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাক'আতেই এরূপ করতেন। আর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলতেন– যখন দু'রাক'আতের পর তাশাহহুদ শেষে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩৯২]

শব্দার্থ : يُكَبِّرُ - তাকবীর দিবে, لِمَنْ حَمِدَهُ - যে তার প্রশংসা করে, صُلْبَهُ - তার পিঠ, لَكَ - তোমার জন্য, حِيْنَ - যখন, يَهْوِيْ - ঝুঁকে পড়তেন, بَعْدَ - পরে, الْجُلُوْسِ - বসা (তাশাহ্হুদ)।

٣١٧. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ -(رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ- وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৩১৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ! তোমার জন্য আসমান যমীন ভরপুর প্রশংসা আর এ ছাড়া আরো অন্য বস্তু পরিপূর্ণ প্রশংসাও– যা তুমি চাও। তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার একমাত্র হকদার এটা বড়ই ন্যায্য কথা যা তোমার বান্দা বলল। আমরা তো সব তোমারই দাস। হে মহান আল্লাহ! তুমি যা দাও তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর তুমি যা রুখে দাও তা দেবারও কেউ নেই। আর কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা তোমার কাছে তার কোনো ফলে আসবে না।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৭৭]

শব্দার্থ : مِلْءٌ - পরিপূর্ণ, مَاشِئْتَ - যা তুমি চাও, أَهْلٌ - অধিকারী বা অধিবাসী, الثَّنَاءِ - প্রশংসা বা মর্যাদার, أَهْلَ الثَّنَاءِ - গুণ-গানের অধিকারী, وَالْمَجْدُ -

মর্যাদা, اَحَقُّ - অধিক হক্বদার, اَعْطَيْتَ - তুমি দিয়েছ, مُعْطِيَ - দাতা, مَنَعْتَ - তুমি নিষেধ করেছ বা বিরত রেখেছ, ذَالْجَدِّ - শক্তিশালী।

٣١٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ- وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلٰى اَنْفِهٖ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ. وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ .

৩১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছন : আমি সাতটি হাড়ের উপর (ভর করে) সিজদাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। ১. কপাল– তিনি তাঁর নাক তাঁর হাতের ইশারা করে দেখালেন (২-৩) দু-হাত (৪-৫) দু-হাঁটু ও (৬-৭) দু পায়ের পাতার অগ্রভাগ।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮১২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৩০/৪৯০]

শব্দার্থ : اَشَارَ - ইশারা বা ইঙ্গিত করলেন, اَنْفُهٗ - তার নাক, اَطْرَافٌ - অগ্রভাগ, الرُّكْبَتَيْنِ - দু' হাঁটু।

٣١٩. وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ. حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

৩১৯. ইবনে বুহাইনাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যখন সালাতে সিজদাহ করতেন তখন পার্শ্বদেশ হতে তাঁর হাত দু'টিকে দূরে রাখতেন ফলে তাঁর বগল দু'টির উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেত। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮০৭, আধুনিক হাদীস-৭৬২, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৯৫]

শব্দার্থ : يَبْدُوْ - প্রকাশ পেত, بَيَاضٌ - শুভ্রতা, اِبِطٌ - বগল, اِبْطَيْهِ - তার দু' বগল।

٣٢٠. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ .

৩২০ : বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করে : তুমি যখন সিজদাহ করবে তখন তোমার দু'হাতের তালু মাটিতে রাখবে ও কনুই দুটি উঠিয়ে রাখবে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৯৪]

শব্দার্থ : كَفَّيْكَ - তোমার দু' হাতের তালু, اِرْفَعْ - উঠাও বা উঠাবে বা উঁচু কর, উঁচু করবে, مِرْفَقَيْكَ - তোমার দু' কনুই।

৩২১. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، وَاِذَا سَجَدَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ .

৩২১ : ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন আঙ্গুলগুলো (হাঁটুর উপর) ফাঁক-ফাঁক করে স্থাপন করতেন, আর যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোকে মিলিতভাবে রাখতেন।
[সহীহ হাকিম-১/২২৪, ১/২২৭]

শব্দার্থ : فَرَّجَ - ফাঁক করলেন, ضَمَّ - মিলালেন।

৩২২. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعًا .

৩২২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে চারজানু আসনে বসে সালাত আদায় করতে দেখেছি।
[সহীহ নাসায়ী হাদীস-১৬৬১, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১২৩৮]

শব্দার্থ : مُتَرَبِّعًا - চারজানু (হয়ে বসা)।

ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন; সে সময়ে তিনি এভাবে সালাত পড়েছেন–সুস্থ অবস্থায় নয়।–সুবুল)

৩২৩. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ .

৩২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ দু সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সু-পথে পরিচালিত কর আমাকে সুখী কর, ও উত্তম জীবিকা দান কর। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৮৫০, তিরমিযী হাদীস-২৮৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-৮৯৮, হাকিম-১/২৬২, ২৭১]

শব্দার্থ : وَارْحَمْنِىْ - আমাকে দয়া কর, وَاهْدِنِىْ - এবং আমাকে পথ দেখাও, عَافِنِىْ - আমাকে নিরাপত্তা দাও, وَارْزُقْنِىْ - আমাকে রিয্‌ক্ব দাও।

٣٢٤. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ، فَاِذَا كَانَ فِىْ وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا.

৩২৪. মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নবী করীম ﷺ-কে সালাত পড়তে দেখেছেন যে বিজোড় রাক'আতের সিজদার পর ঠিকভাবে না বসে দাঁড়াতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮২৩]

শব্দার্থ : وِتْرٌ - বিজোড়, لَمْ يَنْهَضْ - দাঁড়াতেন না।

ব্যাখ্যা : প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের জন্য আগে একটু বসাকে 'জাল্‌সায়ে ইস্‌তেরাহাত' বলা হয়। এর জায়েয হওয়াতে কোনো মতভেদ নেই; তবে আফযালিয়াত (উত্তম হওয়া) সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে–যদিও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মূলে এটা অবশ্যই পালনীয় হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। –মিশকাত, সুবুল:, মির্‌আতুল মাফাতীহ্ ইত্যাদি।

٣٢٥. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ، يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَابِ، ثُمَّ تَرَكَهُ .

৩২৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবৎ রুকূর পর 'কুনূত' পাঠ করেছেন, এতে তিনি আরবের কাফির-মুশরিক সম্প্রদায়ের জন্য বদ্ দোয়া করেছিলেন; তারপর তিনি তা ছেড়ে দেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪০৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৬৭৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৪২৯/১৪৩২]

শব্দার্থ : قَنَتَ - দু'আ কুনূত পড়ল, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, شَهْرًا - এক মাস, اَحْيَاءٌ - গোত্র, সম্প্রদায়।

٣٢٦. وَلِاَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ، وَزَادَ : فَاَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا.

৩২৬. আহমদ ও দারেকুত্বনীতে অন্য সনদে কিছু বেশি আছে "কিন্তু ফজরের সালাত তিনি ইহকাল ত্যাগ না করা পর্যন্ত (মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত) 'কুনূত' পড়া বাদ দেননি।" [মুনকার আহমদ-৩/১৬২, দারাকুত্বনী হাদীস-২/৩৯]

শব্দার্থ : الصُّبْحِ - সকালে (ফজ্‌রের সালাতে), فَارَقَ - পৃথক হয়েছে বা ছেড়েছেন।

٣٢٧. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ .

৩২৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কেবল কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে আশীর্বাদ বা বিপক্ষে বদ্‌দোয়া (অভিসম্পাত) করার জন্য 'কূনূত' পাঠ করতেন। [সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৬২০]

শব্দার্থ : لِقَوْمٍ - (কোন) গোত্রের জন্য, عَلَى قَوْمٍ - (কোন) গোত্রের বিরুদ্ধে।

ব্যাখ্যা : কুনূত শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। রুকুর আগের কুনূত ও রুকূর পরের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে ঐরূপ বিশেষ কোনো সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কুনূত ও সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট না করা কনূতের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। যে কুনূত তিনি একমাস ধরে পড়েছিলেন সেই কুনূত ছিল কুনতে নাযেলা এবং তা রুকুর আগে পড়া হত অর্থাৎ নবী (সা) এই কুনুত রুকুর আগে পড়তেন। এই কুনুতের পেছনে বিশেষ কারণ বিদ্যমান ছিল। মোট কথা কারো প্রতি অভিসম্পাত করা বা আর্শীবাদ করার কুনূত সাময়িক ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে আল্লাহর স্তূতিবাদ ও প্রার্থনা করার কুনূত আজীবন দীর্ঘস্থায়ী ছিল এবং রুকুর আগে পড়া হত রুকুর পরে নয় সেটা সহীহ বুখারীতে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট। আপাতকালীন কুনূত এখনও কখনো কখনো পড়া যেতে পারে। বরাবর পড়া ঠিক নয়।

٣٢٨. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ (رضى) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ : يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ أَفَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ .

৩২৮. সা'দ ইবনে ত্বারিক আল-আশযা'ঈ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এবং আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন– তাঁরা কি ফজরের সালাতে কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন : হে পুত্র! এটা নতুন ব্যাপার (বিদ'আত)। [সহীহ নাসায়ী হাদীস-১০৮০, তিরমিযী হাদীস-৪০২, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৪১, আহমদ হাদীস-৩/৪৭২, ৬/৩৯৪]

শব্দার্থ : يَا اَبَتِ - হে আমার পিতা! (কিন্তু আরবরা পিতা সম্মান দেখানোর জন্য يَا اَبَتِ ব্যবহৃত হয়ে থাকে), خَلْفٌ - পিছন, পিছনে।

৩২৯. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . وَزَادَ الطَّبَرَانِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ : وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ زَادَ النَّسَائِىُّ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ فِىْ اٰخِرِهٖ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ.

৩২৯. হাসান ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছিলেন যা আমি বিত্‌র সালাতের কূনূতে পাঠ করে থাকি। (তা নিম্নরূপ)

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাহদিনী ফি-মান হাদাইতা ওয়া-ফিনী ফী-মান আ' ফাইতা ওয়া তাঅল্লানী ফি-মান তা ওয়াল্লাইতা, অবারিক লী ফি-মা আ'ত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মা-ক্বাদাইতা; ফাইন্নাকা তাক্বদী ওয়া ইউক্বদা আলাইকা ইন্নাহু লা ইয়াদিলু মাঁও ওয়ালাইতা, তাবারাক্‌তা রাব্বানা ওয়াতা'আলাইতা। [সহীহ আবু দাউদ হাদীস-১৪২৫, নাসায়ী হাদীস-১৭৪৫, তিরমিযী হাদীস-৪৬৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৭৮, আহমদ-১.১৯৯, ২০০]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদের হিদায়াত করেছ, তুমি যাদের সুখ-শান্তি দিয়েছ, তাদের মতো আমাকে হিদায়াত ও সুখ-শান্তি দান কর। যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের মতো আমারও অভিভাবক হও। যা তুমি আমাকে দান করেছ তাদের মতো আমারও অভিভাবক হও। যা তুমি আমাকে দান করেছ তাতে বরকত দান কর। আমার জন্য যে ফায়সালা (বরাদ্দ) তুমি করেছ তার অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা কর, বস্তুতঃপক্ষে তুমিই তো ফায়সালা দান করে থাক। আর তোমার প্রতি তো কোনো ফয়সালা আরোপ করা যায় না। তুমি যাকে

ভালোবেসেছ সে তো অসম্মানিত হয় না, হে আমাদের মহান প্রভু! তুমি কল্যাণময় ও মহান।

ইমাম তাবারানী ও ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে–

وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

"তুমি যার প্রতি বিরহী (অসন্তুষ্ট) হও সে সম্মান লাভ করতে পারে না।"
[সহীহ তাবারানী আল-কাবীর-৩/৭৩/২৭০১, বায়হাক্বী আল-কুবরা-২/২০০৯]

নাসায়ীতে অন্য সূত্রে আরো বর্ণিত আছে, وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ 'আর আল্লাহর নবীর ﷺ উপর দরূদ নাযিল হোক।" [য'ঈফ নাসায়ী হাদীস-১৬৪৬]

শব্দার্থ : فِيْمَنْ - যাদের মধ্যে, تَوَلَّنِيْ - আমাকে (তোমার) তত্ত্বাবধানে নাও, اَعْطَيْتَ - তুমি দিয়েছে, وَقِنِيْ - আমাকে রক্ষা করো, قَضَيْتَ - তুমি স্থির, সমাধা করেছ, ফায়সালা করেছ বা ধার্য করেছ, تَقْضِيْ - তুমি ফায়সালা কর, لَايَزِلُّ - অপমানিত হবে না, وَالَيْتَ - তুমি তত্ত্বাবধানের নিয়েছ, تَبَارَكْتَ - তুমি বরকতময়, وَتَعَالَيْتَ - উচ্চ প্রশংসিত, لَا يَعِزُّ - সম্মানিত হবে না, عَادَيْتَ - তুমি শত্রুতা পোষণ করেছ।

٣٣٠. وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُوْ بِهِ فِى الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِى سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

৩৩০. বায়হাক্বীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে আরো বর্ণিত; তিনি বলেন : ﷺ আমাদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিতেন, যার দ্বারা আমরা ফজরের কুনূতের সময় প্রার্থনা করতাম। এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। [যঈফ বায়হাক্বী-২/২১০]

٣٣١. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلِ رُكْبَتَيْهِ .

৩৩১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে সিজদায় যাবে তখন যেন উটের মতো না বসে; সে যেন হাঁটু দু'টি রাখার আগে তার দু'হাত মাটিতে রাখে।
[সহীহ আবু দাউদ হাদীস-৮৪০, নাসায়ী হাদীস-১০৯১, তিরমিযী হাদীস-২৬৯]

শব্দার্থ : يَبْرُكُ - সে বসে, হাঁটু রাখে, اَلْبَعِيْرُ - উট, رُكْبَتَيْهِ - তার দু' হাঁটু।

এ হাদীসটি ওয়ায়িল (রা) কর্তৃক বর্ণিত; উক্ত হাদীসে আছে–

৩৩২. رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

৩৩২. আমি নবী করীম ﷺ-কে সিজদার সময় তাঁর দু-হাতের আগে দু-হাঁটু মাটিতে রাখতে দেখেছি। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৮৩৮, নাসায়ী হাদীস-১০৮৯, তিরমিযী হাদীস-২৬৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-৮৮২]

فَاِنَّ لِلْاَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْثِ : اِبْنِ عُمَرَ (رضى) صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِىُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوْفًا.

পূর্বে হাত রাখার প্রথম হাদীসটির শাহিদ বা সমর্থক হাদীস ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে। যা ইবনে খুযাইমাহ সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারীও এটি মু'আল্লাক্বা মাওকুফরূপে উল্লেখ করেছেন।

[হাসান ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৬৩৭, বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১০/১২৮]

৩৩৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى، وَالْيُمْنٰى عَلَى الْيُمْنٰى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ، وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَاَشَارَبِالَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ .

৩৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহহুদের (আত্তাহিয়াতু পড়ার) জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং (আরাবীয় পদ্ধতিতে) তিপান্ন গণনার অবস্থার মত (ডান হাতের তর্জনী ব্যতীত আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। (অর্থাৎ তাশাহহুদের সময় উক্ত আঙ্গুলকে উপর-নীচ, নামা -উঠা করে মহান আল্লাহর একত্বের প্রতি ইশারা করতেন)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-১১৫/৫৮০, ১১৬/৫৮০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৯৮, ১১৯৯]

শব্দার্থ : قَعَدَ - বসেছে, عَقَدَ - গুটিয়ে নিলো, اَلسَّبَّابَةِ - শাহাদাত অঙ্গুলি।

٣٣٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : اِلْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ، مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبُهٗ اِلَيْهِ، فَيَدْعُو. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. وَلِلنَّسَائِيِّ : كُنَّا نَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ. وَلِاَحْمَدَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَاَمَرَهُ اَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

৩৩৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় কর তখন সে বলবে : যাবতীয় মৌখিক ও আর্থিক, উপাসনা, 'ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর জন্য– হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর করুণা ও তাঁর বরকত অবতীর্ণ হোক, এবং আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাহর উপর সালাম বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনোই উপাস্য নেই এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাস ও তাঁরই রাসূল। তারপরে যে কোনো পছন্দমত দু'আ সে পড়বে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮৩১, আধুনিক হাদীস-৭৮৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৪০২ ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৭৯২]

নাসায়ীতে উল্লেখ আছে, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফরয হওয়ার আগে আমরা উপরোক্ত তাশাহহুদ পড়তাম। [সহীহ নাসায়ী কুবরা-১/৩৭৮/১২০]

আহমদে উল্লেখ আছে, বস্তুত: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাশাহুদ শিখিয়েছিলেন আর আদেশ করেছিলেন যে, লোকদেরকেও যেন তিনি তা শিখিয়ে দেন।

[য'ঈফ আহমদ হাদীস-৩৫৬২]

শব্দার্থ : اِلْتَفَتَ - দৃষ্টি ফিরালেন, اَلتَّحِيَّاتُ - সকল প্রশংসা বা অভিবাদন, وَالصَّلَوَاتُ 'ইবাদাতসমূহ, وَالطَّيِّبَاتُ - পবিত্রতা, عِبَادٌ - বান্দাগণ, لِيَتَخَيَّرْ - সে বেছে নিবে, নির্বাচন করবে, اَعْجَبُهٗ - যা পছন্দনীয় তার (নিকট)।

٣٣٥. وَلِمُسْلِمٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ : اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اِلٰى اٰخِرِهٖ.

৩৩৫. মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে তাশাহহুদ শিখাতেন আর সেটা ছিল এরূপ আত্তাহিয়াতুল মুবারাকাতু আস্‌সালাওয়াতু লিল্লাহ শেষ পর্যন্ত।
[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৪০৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৭৯৭]

শব্দার্থ : اَلْمُبَارَكَاتُ - বারাকাতময়।

٣٣٦. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضى) قَالَ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ فِىْ صَلَاتِهٖ، لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهٖ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ.

৩৩৬. ফাযালাহ ইবনে উবাইদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সালাত আদায় করার সময় শুনলেন যে, সে প্রার্থনা করল বটে, কিন্তু হাম্‌দ (আল্লাহর প্রশংসা) করল না ও দরূদও পাঠ করল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে– অর্থাৎ সালাত পূর্ণাঙ্গ করেনি। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন ও বললেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত শেষ করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পড়বে, তারপর নবীর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তারপর স্বীয় পছন্দমত প্রার্থনা করবে। [সহীহ আহমদ-৬/১৮, আবূ দাউদ হাদীস-১৪৮, নাসায়ী হাদীস-১২৪৮, তিরমিযী হাদীস-৩৪৭৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৯৬০, হাকিম-১/২৩০, ২৬৮]

শব্দার্থ : يَدْعُوْ - সে দু'আ করছে, يُحْمَدُ - প্রশংসা করছে, عَجِلَ - তাড়াতাড়ি করেছে, دَعَاهُ - তাকে ডাকল, فَلْيَبْدَأْ - সে যেন শুরু করে, بِتَحْمِيْدِ - প্রশংসার মাধ্যমে, وَالثَّنَاءِ - গুণাবলি, গুণাগুণ বর্ণনা করার মাধ্যমে।

٣٣٧. وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِّمْتُمْ . وَزَادَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِيْهِ : فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ، اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلَاتِنَا.

৩৩৭. আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : বাশীর ইবনে সা'দ (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার ওপর দরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ করেছেন, তবে আমরা কিরূপে আপনার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করব? তিনি একটু নীরব থেকে বললেন : বল–

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া-আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া-আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্তা আলা ইবরাহীমা ফিল'আ-লামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ওপর দরূদ শরীফ অবতীর্ণ কর, যেরূপে ইবরাহীমের ওপর দরূদ অবতীর্ণ করেছ এবং মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ওপর বরকত অবতীর্ণ কর, যেরূপে জগদ্বাসীর মধ্য হতে ইবরাহীমের ওপর বরকত অবতীর্ণ করেছ। বস্তুতঃ তুমি প্রশংসিত-মর্যাদাবান। এবং সালাম (শান্তি) বর্ষণ এভাবে করবে–যেভাবে তোমরা শিখেছ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৪০৫, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৮০২,। ইবনে খুযাইমা হতে আরো বর্ণিত আছে আমরা সালাতে যখন আপনার উপর দরূদ শরীফ পড়ব তখন কিভাবে পড়ব। হাসান : ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৭১১]

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! اٰلٌ - পরিবার, بَارِكْ - বরকত দাও, اَلْعَالَمِيْنَ - বিশ্বজগৎ।

٣٣٨. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ، يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاَخِيْرِ-

৩৩৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পড়ে শেষ করবে তখন যেন চারটি জিনিস হতে মহান আল্লাহর নিকট এ বলে আশ্রয় প্রার্থনা করে– হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন ও মরণের ফিতনা (বিপর্যয়) হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট সাধন হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৮৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২১১, মুসলিমে বর্ণিত আছে 'যখন তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ পাঠ করবে, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২১৩, বুখারী-১৩৮৮, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কর্ম হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত আছে।]

শব্দার্থ : فَلْيَسْتَعِذْ - সে যেন আশ্রয় চায়, اَعُوْذُ - আমি আশ্রয় চাই, بِكَ - তোমার কাছে, عَذَابٌ - শাস্তি, اَلْمَحْيَا - জীবন, اَلْمَمَاتِ - মৃত্যু, فِتْنَةٌ - ফিত্নাহ।

٣٣٩. وَعَنْ أَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضى) اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلَاتِىْ . قَالَ قُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا. وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِىْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৩৩৯. আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন– ওটা আমি আমার সালাতে পড়ব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল– 'হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর

অনেক যুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। কাজেই তুমি স্বীয় ক্ষমাগুণে আমাকে যথাযোগ্যভাবে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর; বস্তুত তুমিই তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৮৪৩, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৭৯৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-২৭০৫, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৭৭]

শব্দার্থ : ظَلَمْتُ - আমি অত্যাচার করেছি, نَفْسِيْ - আমার আত্মা, يَغْفِرُ - তিনি ক্ষমা করবেন, الذُّنُوْبُ - পাপ বা গুনাহসমূহ, اِنَّكَ - নিশ্চয়ই আপনি, اَنْتَ - তুমি বা আপনি, اَلْغَفُوْرُ - ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ - দয়ালু।

٣٤٠. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

৩৪০. ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি (সালাত সমাপ্তকালে) ডান দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং বাম দিকেও অনুরূপ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে সালাম ফিরালেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৯৯৭, বামদিকে সালামে "ওয়াবারাকাতুহু" এর বর্ণনা সঠিক নয়। যদিও কেউ কেউ ওটাকে সঠিক বলেছেন।]

٣٤١. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৩৪১. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের সমাপ্তিতে বলতেন : আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শারীক নেই, তাঁরই রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। 'হে আল্লাহ! তুমি যা দেবে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং তুমি যা হতে বঞ্চিত করবে তা দেয়ারও

কেউ নেই, আর তোমার সমীপে ধন-দৌলত ধনীর কোনোই উপকারে লাগবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৮৪৪, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৭৯৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৯৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২২৬]

শব্দার্থ : دُبُرِ - পরে, كُلِّ - প্রত্যেক, مَكْتُوبَةٌ - ফরয, شَرِيكَ - অংশীদার, الْمُلْكُ - রাজত্ব, قَدِيرٌ - সক্ষম, ক্ষমতাবান, لَامَانِعَ - বাধাদানকারী নেই।

٣٤٢. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضى) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৩৪২ : সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সকল সালাতের শেষে (আল্লাহর কাছে এই বলে) আশ্রয় ভিক্ষা করতেন– 'হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, কাপুরুষতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, লাঞ্ছিত বয়ঃক্রমে পতিত হওয়া হতে পানাহ চাচ্ছি, দুনিয়ার ফিতনা হতে ও কবরের আযাব হতেও পানাহ চাচ্ছি।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৬৭৪, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৫৯২৮]

শব্দার্থ : الْبُخْلِ - কৃপণতা, الْجُبْنِ - কাপুরুষতা, اُرَدَّ - আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, اَرْذَلِ الْعُمُرِ - লাঞ্ছনাদায়ক বার্ধক্যে।

٣٤٣. وَعَنْ ثَوْبَانَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

৩৪৩. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত সম্পূর্ণ করতেন তখন তিনবার আসতাগ ফিরুল্লাহ বলতেন (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি) আর বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি শান্তির আকর, তোমার নিকট হতেই শান্তি সমাগত হয়। তুমি কল্যাণময়– হে মর্যাদাবান, হে সম্মানিত সম্ভ্রান্ত!

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৯১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২২১

শব্দার্থ : اِنْصَرَفَ- তিনি ফিরে গেলেন, মুখ ঘুরালেন, اَلْجَلَالِ ।ذَا - মর্যাদাবান, মর্যাদাওয়ালা, وَالْاِكْرَامِ - সম্মানের অধিকারী।

٣٤٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللّٰهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. غُفِرَتْ لَهٗ خَطَايَاهُ، وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى : اَنَّ التَّكْبِيْرَ اَرْبَعٌ وَّثَلَاثُوْنَ.

৩৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত (ফরয) সালাতের পরে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি), তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ (আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি) ও তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' (আমি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছি) বলবে– এটা মোট ৯৯ বার হলো। তারপর একশো পূরণ করতে হলে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ..... (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো ইলাহ (প্রভু) নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি একক তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান)। তার গুনাহগুলো ক্ষমা করা হবে যদিও তা পরিমাণে সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।

[মুসলিম হাদীস একাডেমী-৫৯৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২৪০]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার (বলে একশো পূরণ করবে)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৯৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১২৩৭]

শব্দার্থ : سَبَّحَ - তাসবীহ পাঠ করেন, ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ - তেত্রিশবার, تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ - নিরানব্বই, خَطَايَاهُ - তার পাপরাশি, مِثْلٌ - মতো, زَبَدٌ ফেনা (পরিমাণ), اَلْبَحْرُ - সমুদ্র।

٣٤٥. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ اَنْ تَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

৩৪৫. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অবশ্যই প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে এ প্রার্থনা করতে থাকবে– "আল্লাহুম্মা আ'ইনী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।" "হে আল্লাহ! তোমার যিকির, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তোমার উত্তম বন্দেগী করার জন্য আমাকে মদদ (সাহায্য) কর"।
[সহীহ ক আহমদ ৬/২৪৪-২৫৪, আবূ দাউদ হাদীস-১৫২২, নাসায়ী হাদীস-১৩০৩]

শব্দার্থ : اُوْصِيْكَ - আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, لَا تَدَعَنَّ - তুমি কখনো ছাড়বে না, اَعِنِّىْ - আমাকে সাহায্য কর, ذِكْرِكَ - তোমার স্মরণে, شُكْرِكَ - তোমার কৃতজ্ঞতার (জন্য)।

٣٤٦. وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ وَزَادَ فِيْهِ الطَّبَرَانِىُّ: وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

৩৪৬. আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কেউ আয়াতুল কুরসী প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে তেলাওয়াত করবে তার জান্নাতে প্রবেশ করার বাধা মাত্র তার মৃত্যুই থাকবে। [সহীহ নাসায়ী আমানুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ-১০০, ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সালাম-২/২৬১]

তাবারানীতে আরো উল্লেখ আছে, "এবং কুলহু আল্লাহু আহাদ।"
[তাবারানী আল-কাবীর-৮/১৩৪/৭৫৩২, এর সনদ উত্তম।]

শব্দার্থ : قَرَاَ - সে পড়েছে, لَمْ يَمْنَعْهُ - তাকে বাধাদান করেনি, دُخُوْلِ - প্রবেশ করা।

٣٤٧. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ.

৩৪৭. মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছ, ঐভাবে তোমরা সালাত আদায় কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬৩১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৫৯৫]

শব্দার্থ : رَأَيْتُمُوْنِىْ - তোমরা আমাকে দেখেছ, أُصَلِّىْ - আমি সালাত আদায় করেছি।

٣٤٨. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ : قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

৩৪৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে যদি তাতে সক্ষম না হও তবে বসে সালাত আদায় করবে, যদি তাতেও সক্ষম না হও– তবে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে আদায় করবে। [সহীহ, বুখারী হাদীস-১১১৭, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৪৭]

শব্দার্থ : قَاعِدًا - বসা অবস্থায়, عَلٰى - উপরে, جَنْبٌ - পার্শ্ব।

ব্যাখ্যা : সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে তরককারীদের সম্বন্ধে আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের অভিমত– সালাতের অস্বীকারকারী সকল ইমাম ও মুজ্তাহিদের মতে কাফের বলে গণ্য হবে; যে ব্যক্তি সালাতকে অস্বীকার করে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ও কিছু সংখ্যক শাফেয়ী ও মালেকী আলেমের মতে সে কাফের বলে গণ্য হবে; ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগকারী তওবা না করলে তার ওপর হত্যার বিধান জারী করতে হবে, ইমাম আবু হানিফা (রহ), সালাত তরককারীকে সালাত না পড়া পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ রাখতে হবে।–মিরআত, নাইল, গুনিয়া ইত্যাদি।

٣٤٩. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيْضٍ - صَلّٰى عَلٰى وِسَادَةٍ، فَرَمٰى بِهَا وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْاَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ، وَاِلَّا فَاَوْمِئْ اِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ .

৩৪৯. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কোনো এক অসুস্থ ব্যক্তিকে বালিশের উপর (সিজদাহ দিয়ে) সালাত পড়তে দেখে ওটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, পারলে সমতল স্থানে সালাত পড়বে, অন্যথায় এমনভাবে ইশারা করে সালাত পড়বে যেন তোমরা সিজদার ইশারা রুকুর ইশারা হতে অপেক্ষাকৃত নীচু

হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হাতিম রেওয়ায়াতটিকে মাওকূফ বলেছেন। [মারফূ 'হিসেবেই হাদীসটি সহীহ বাইহাক্বী আল-মারিফাহ-৪৩৫৯, আবূ হাতিমের পুত্র আল ইলাল-১/১১৩/৩০৭]

শব্দার্থ : لِلْمَرِيْضِ - অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, وِسَادَةً - বালিশ, فَرَمَى - তিনি তা নিক্ষেপ করেন, فَأَوْمِ - অতঃপর ইশারা করো, اِيْمَاءً - ইশারা করা, اَخْفَضَ নিচু।

٨. بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

৮. অনুচ্ছেদ : সাহু-সিজদাহ ঐ অন্যান্য সিজদাহ ইত্যাদি

٣٥٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ (رضى) قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَفِى رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : يُكَبِّرُ فِى كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، وَمَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

৩৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁদের যুহরের সালাত পড়িয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রথম দু'রাক'আতের পর ভুল করে না বসেই দাঁড়িয়ে যান, ফলে মুক্তাদিগণও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে যান। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন এবং লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় থাকলেন, এমন সময় তিনি বসা অবস্থায় 'আল্লাহু আকবার' বললেন ও সালাম ফিরানোর পূর্বেই দু'টি সিজদাহ করলেন তারপর সালাম ফিরালেন। [সহীহুল বুখারী তাওহীদ হাদীস-৮২৯, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৭৮৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৫৮, আবূ দাউদ হাদীস-১০৩৪, নাসায়ী হাদীস-১১৭৭, ১২২২, তিরমিযী হাদীস-৩৯১, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২০৬]

শব্দার্থ : قَضَى - সম্পাদন করলেন, اِنْتَظَرَ - অপেক্ষা করল, تَسْلِيْمَهُ -তার সালাম ফিরানোর পূর্বে, قَبْلَ - পূর্বে।

অন্য আর একটি বর্ণনায় মুসলিমে আছে, প্রত্যেক সাহু-সিজদার জন্য বসা অবস্থায় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন ও সিজদাহ করতেন এবং মুকতাদিগণও তাঁর সঙ্গে সিজদাহ করতেন, এ সিজদাহ দু'টি হলো প্রথম তাশাহহুদে ভুল করে না বসার জন্য। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৫]

٣٥١. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ. رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِى الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوْا : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِىُّ ﷺ ذُوْ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ : بَلٰى، قَدْ نَسِيْتَ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ، أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ، أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ، أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ.

৩৫১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ অপরাহ্নের কোনো এক সালাত (আসরের ফরয) দু'রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন তারপর মসজিদের সম্মুখস্থ একটি কাঠের নিকটে দাঁড়িয়ে যান ও তাঁর হাত ঐ কাঠের উপরে রাখেন। মুসল্লিদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা)-এর মতো বড় বড় সাহাবী রয়েছেন কিন্তু তাঁরা তার সাথে কথা বলতে ভয় করছেন, আর লোকের মধ্যে যারা তাড়াহুড়া করতে অভ্যস্ত তারা বের হয়ে গেছেন। লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলতে শুরু করে : সালাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? (এমন সময়) লোকের মধ্যে যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলইয়াদাইন (লম্বা হাতওয়ালা) বলে

সম্বোধন করতেন (নাম খিরবাক ইবনে 'আমর) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভুল করেছেন, না সালাত কমানো হয়েছে? তখন তিনি বললেন : 'আমি ভুল করিনি এবং সালাতও কমানো হয়নি! সাহাবী বললেন : হ্যাঁ আপনি ভুল করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাক'আত সালাত পড়লেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ্ করলেন– পূর্ববর্তী সিজদার অনুরূপ বা তার থেকে কিছু লম্বা। তারপর মাথা উঠালেন ও আল্লাহু আকবার বললেন– তারপর মাথা রাখলেন ও আল্লাহু আকবার বললেন ও পূর্বের মতো বা তার থেকে লম্বা সিজদাহ্ করলেন, তারপর মাথা উঠালেন ও আল্লাহু আকবার বললেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১২২৯, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১১৫০, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৭৬, এখানে উল্লিখিত শব্দ বুখারী হতে গৃহীত। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে "আসরের সালাত পড়লেন" ইসলামিক সেন্টার হাদীস- ১১৭৮]

শব্দার্থ : اَلْعَشِيِّ - সন্ধ্যা বেলা, خَشَبَةٍ - একটি কাঠ, مُقَدَّمٌ - সামনে, فَوَضَعَ - অতঃপর রাখলেন, فَهَابَا - তারা উভয়ে ভয় করল, خَرَجَ - বের হলো, سَرَعَانُ - দ্রুতগামী বা তাড়াহুড়াকারীগণ, قُصِرَتْ - কমিয়ে দেয়া হয়েছে, أَنَسِيتَ - আপনি কি ভুলে গেছেন? أَطْوَلَ - অধিক লম্বা।

৩৫২. وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ - وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لٰكِنْ بِلَفْظِ : فَقَالُوا.

৩৫২. আবূ দাউদে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুল ইয়াদাইন মুসলিমে বহুবচনের শব্দ আছে। [বুখারী-১২২৮, মুসলিম-৫৭৩]

শব্দার্থ : أَصَدَقَ - সত্য বলেছে কী? ذُو الْيَدَيْنِ - এক সাহাবীর উপাধি, দু' হাতওয়ালা, فَأَوْمَئُوا - তারা ইশারা করল।

৩৫৩. وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَلَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَقَّنَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ.

৩৫৩. আবূ দাউদের অন্য রিওয়ায়েতে আছে, তিনি সাহু সিজদা করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করিয়েছিলেন। [মুনকার : আবূ দাউদ হাদীস-১০২২]

শব্দার্থ : لَمْ يَسْجُدْ - তিনি সিজদা করেননি, يَقَّنَهُ - তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন।

٣٥٤. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ :

৩৫৪. 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁদের সালাত পড়াতে গিয়ে (একদিন) ভুল করলেন। ফলে তিনি দু'টি সাহু সিজদাহ্ করলেন– তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালেন। [শায আবূ দাউদ হাদীস-১০৩৯, তিরমিযী হাদীস-৩৯৫, হাকিম-১/৩২৩। সনদ সহীহ তবে তিনি তাশাহহুদ পড়লেন। অংশটুকু শায।]

শব্দার্থ : فَسَهَا - তিনি ভুল করলেন।

٣٥٥. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ. لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلّٰى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

৩৫৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যদি তোমাদের কেউ সালাতে এই বলে সন্দেহ করে যে সে তিন রাক'আত পড়ল না চার রাক'আত পড়ল, তবে সে যেন যা সন্দেহজনক তা বাদ দিয়ে তার নিকটে যা নিশ্চিত তার ওপর ভিত্তি করে সালাত পড়ে এবং শেষে সালাম ফেরানোর আগে দু'টি সাহু-সিজদাহ্ করবে। ফলত: যদি তার সালাত এক রাক'আত বেশি হয়ে ৫ রাকআত হয়ে যায় তবে সাহু-সিজদার ফলে তার সালাত ৬ রাকআত পূর্ণ হবে (তার দু'রাক'আত বাড়তি সালাত নফল সালাতরূপে গণ্য হবে।) আর যদি সালাত পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সাহূ-সিজদাহ দু'টি শয়তানের জন্য নাকে খত দেয়ার শামিল হবে।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৬১]

শব্দার্থ : شَكَّ - সে সন্দহ করে, لَمْ يَدْرِ - সে জানে না, فَلْيَطْرِحِ - সে যেন পরিত্যাগ করে, ছুঁড়ে ফেলে, لِيَبْنِ - সে যেন ভিত্তিত করে, اِسْتَيْقَنَ - নিশ্চিত হয়েছে, شَفَعْنَ - জোড় বানাবে, تَمَامًا - পূর্ণ, تَرْغِيْمًا - অপমান।

٣٥٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَحَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَيْئٌ قَالَ : وَمَا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثَمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ : اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَيْئٌ اَنْبَاْتُكُمْ بِهٖ، وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ، وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

৩৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন, তাঁর সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে কি কোনো কিছু নতুন ব্যবস্থার সংযোগ হয়েছে? তিনি বললেন : তা আবার কি? লোকেরা বলল : আপনি এরূপে সালাত পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর দু'পাকে ভাঁজ করে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদাহ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : যদি সালাত নতুন কিছু ঘটতো তবে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমিও তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যেমন ভুল কর তেমনি আমিও ভুল করি। যখন আমি ভুল করব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যদি কেউ তার সালাত সন্দেহে পড়ে তবে নিশ্চিত যা তাই ধরে নিয়ে সালাত পুরো করে তারপর দু'টি সাহু-সিজদাহ আদায় করবে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৪০১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৩৮৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭২, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৬৩]

শব্দার্থ : اَحَدَثَ - নতুন হুকুম জারি হয়েছে কী? فَثَنٰى - মুড়ে নিলেন বা গুটিয়ে নিলেন, اَقْبَلَ - সম্মুখে করলেন, عَلَيْنَا - আমাদের উপর, بِوَجْهِهٖ - তার চেহারার, اَنْبَاْتُكُمْ - আমি তোমাদেরকে জানাতাম, بَشَرٌ - মানুষ, تَنْسَوْنَ - তোমরা ভুল করো, ভুলে যাও, فَلْيَتَحَرَّ - সে যেন সন্ধান করে, الصَّوَابَ - সঠিক বিষয়, فَلْيُتِمَّ - সে যেন পূর্ণ করে।

٣٥٧. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ.

৩৫৭. বুখারীতে অন্য রেওয়ায়াতে আছে, "সালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে তারপর সাহু সিজদা করবে।"

শব্দার্থ : اَلسَّهْوِ - ভুল (এর সাজদাহ), اَلْكَلَامِ - কথা।

٣٥٨. وَلِمُسْلِمٍ : اَنَّ النَّبِىَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

৩৫৮. মুসলিমের এক বর্ণনার রয়েছে নবী করীম ﷺ দুটি সাহু সাজদাহ করেছেন সালাম ফেরানো ও কথা বলার পর।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭২, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৭৪]

٣٥٩. وَلِاَحْمَدَ، وَاَبِىْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىِّ؛ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوْعًا : مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ.

৩৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে জাফার (রা) হতে বর্ণিত, একটি রেওয়ায়াত আহমদ আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আছে- "যে ব্যক্তি সালাতে সন্দেহ করবে সে যেন সালামের পর দুটি সাজদাহ করে।" ইবনে খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।

[য'ঈফ আহমদ-১/২০৫, ২০৬, আবূ দাউদ হাদীস-১০৩৩, নাসায়ী হাদীস-১২৫১, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১০৩৩]

শব্দার্থ : مَرْفُوْعًا - মারফূ' সূত্রে, মারফূ'ভাবে, بَعْدَمَا পরে, يُسَلِّمُ - সালাম ফিরাবে।

٣٦٠. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلَا يَعُوْدُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَاِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ.

৩৬০. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত সন্দেহবশত : দু'রাকাতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যায়, যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় তবে সে যেন সালাত সম্পূর্ণ করে এবং সালাত শেষ করে দু'টি সাহু-সিজদাহ করে। আর যদি ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে না হয়ে থাকে

তবে বসে পড়বে; এর ফলে তাকে কোনো সাহু-সিজদা করতে হবে না। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-১০৩৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২০৮, দারেকুত্বনী-১/৩৭৮-৩৭৯, হাদীসে উল্লিখিত শব্দ দারাকুত্বনী হতে গৃহীত।]

শব্দার্থ : فَقَامَ - অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন, فَاسْتَتَمَّ - পূর্ণ করলেন, فَلْيَمْضِ - সে অব্যাহত রাখবে, سَهْوٌ - ভুল (ভুলের সাজদাহ)।

٣٦١. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ.

৩৬১. উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : ইমামের পেছনের লোকদের জন্য (এককভাবে) কোনো সাহু সিজদাহ নেই। ইমাম ভুল করলে তাঁকে ও তাঁর পেছনের সকলকেই সাহু-সিজদা করতে হবে।

[অত্যন্ত দুর্বল : বায়হাক্বী হাদীস-২/৩৫২]

শব্দার্থ : لَيْسَ - নেই, عَلَى - উপর, خَلْفَ - পিছনে, فَعَلَيْهِ - অতঃপর তার কর্তব্য।

٣٦٢. وَعَنْ ثَوْبَانَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ .

৩৬২. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর ভুলের জন্য সালাম ফেরানোর পর দু'টি সিজদাই করতে হবে।

[য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-১০৩৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২১৯]

শব্দার্থ : سَجْدَتَانِ - দু'টি সাজদাহ।

ব্যাখ্যা : মুক্তাদির ভুলের জন্য সাহু সিজদা নেই– এটা অনেক আলেমের অভিমত। একাধিক ভুলের জন্য মাত্র দুটি সোহ সেজদা যথেষ্ট। সালাম ফেরানোর আগে সুহু সিজদা করা অধিক যুক্তি-যুক্ত। আবার কেহ-কেহ সালামের আগে ও পরে সাহু সিজদা করার উভয় বিধিকেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। –সুবুল।

তবে যে সব ক্ষেত্রে নবী (সা) এর সাহু সাজদা যখন যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেক্ষেত্রে সেভাবেই সাহু সাজদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর যে সব ভুলের সাহু সাজদার রূপ স্পষ্ট বর্ণনা নেই সেক্ষেত্রে সালামের আগে কিংবা পরে যে কোনোভাবে করলেও চলবে, সালামের পরে সাহু সাজদা দিলে পরে আবার সালাম ফিরে নামায সমাপ্ত করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তেলাওয়াতের সিজদা

٣٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى : اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَ : اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ .

৩৬৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে "ইযাস-সামা-উন শাক্কাত" ও "ইকরা বিসমি রাব্বিকা" সূরা দু'টিতে সিজদাহ করেছি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৫৭৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস- ১১৮৯]

শব্দার্থ : مَعَ - সাথে, السَّمَاءُ - আকাশ, اِنْشَقَّتْ - ফেটে গেল, بِاسْمِ - নামে।

٣٦٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا .

৩৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : সূরা 'সাদ' এর তিলাওয়াতের সিজদাহ (ততটা) জরুরি নয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ সূরা তেলাওয়াতের পর সিজদাহ করতে দেখেছি।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১০৬৯, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০০৩]

শব্দার্থ : لَيْسَتْ - নয় বা না, عَزَائِمُ - জরুরি, فِيْهَا - তার মধ্যে।

٣٦٥. وَعَنْهُ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ .

৩৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ সূরা 'আন-নাজম" এ সিজদাহ করেছিলেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৭১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০০৫]

٣٦٦. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ : قَرَاْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَلنَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا .

৩৬৬. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে সূরা 'আন-নাজম' তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলাম– তিনি তাতে সিজদাহ করেননি। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১০৭৩, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস- ১০০৭]

শব্দার্থ : قَرَاْتُ - আমি পড়েছি।

৩৬৭. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ (رضى) قَالَ : فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ .

৩৬৭ : খালিদ ইবনে মা'দান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : সূরা 'হাজ'কে, দুটি সিজদাহ দ্বারা বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। [মুরসাল, সনদ হাসান : মারাসীল আবূ দাউদ হাদীস-৭৮]

শব্দার্থ : فُضِّلَتْ - মর্যাদা দেয়া হয়েছে, অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৩৬৮. وَرَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُوْلًا مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَاهَا .

৩৬৮. আহমদ ও তিরমিযীতে উক্ববা ইবনে আমির (রা) হতে মাওসূলরূপে বর্ণিত আছে– "যে ব্যক্তি সিজদাহ দুটি আদায় না করবে সে যেন তা তেলাওয়াত না করে। [এর সনদ য'ঈফ : আহমদ-৪/১৫১, ১৫৫ তিরমিযী হাদীস-৫৭৮]

৩৬৯. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْهِ، اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُوْدَ اِلَّا اَنْ نَشَاءَ . وَهُوَ فِى الْمُوَطَّا.

৩৬৯. উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : হে লোক সকল! আমরা (কুরআন তেলাওয়াতের সময়) সিজদার আয়াত অতিক্রম করে থাকি ঐরূপ ক্ষেত্রে যে সিজদাহ করবে সে ঠিক করবে, আর যে সিজদাহ করবে না তার ওপরও কোনো পাপ পতিত হবে না। হাদীসটি ইমাম বুখারী রেওয়ায়াত করেছেন।

তাতে আরো আছে, আল্লাহ অবশ্যই তিলাওয়াতের সিজদাহকে ফরয করেননি; তবে যদি কেউ তা করতে চায় (তা ঐচ্ছিক হবে)। এটা মুওয়াত্তা নামক কিতাবে উল্লেখ আছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৭৭, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০১১, মুয়াত্তা মালিক-১/২০৬/১৬]

শব্দার্থ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ - হে লোক সকল, لَمْ يَفْرُضْ - ফরয করেননি, اِنَّا نَمُرُّ - আমরা অতিক্রম করি, اَصَابَ - সে সঠিক কাজ করল, اِثْمٌ - পাপ।

٣٧٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) (قَالَ) : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ، فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ .

৩৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন নবী করীম ﷺ আমাদের কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে শুনাতেন, যখন তিনি সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন ও সিজদাহ করতেন, আর আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদাহ করতাম। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-১৪১৩, তাকবীরের উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১০৭৫, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০০৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫৭৫, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১১৮৩]

শব্দার্থ : عَلَيْنَا - আমাদের কাছে, مَعَهُ - তার সাথে।

٣٧١. وَعَنْ اَبِى بَكْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَاءَهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلّٰهِ .

৩৭১. আবূ বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ-এর সামনে যখন কোনো খুশীর সংবাদ পৌঁছত তখন তিনি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় পরে যেতেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৭৭৪, তিরমিযী হাদীস-১৫৭৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩৯৪, আহমদ-৫/৪৫]

শব্দার্থ : جَاءَهُ - তার নিকট আসল, اَمْرٌ - বিষয়, يَسُرُّهُ - তাকে আনন্দ দেয়, خَرَّ - লুটিয়ে পড়লেন।

٣٧٢. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ : سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَقَالَ : اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِىْ، فَبَشَّرَنِىْ، فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ شُكْرًا .

৩৭২. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ সিজদাহ করেছিলেন এবং তা দীর্ঘ করেছিলেন– তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে বলেছিলেন, আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এসেছিলেন ও আমাকে শুভ সংবাদ দান করেছিলেন, ফলে আমি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করলাম। [সহীহ আহমদ-১/৯১, হকিম-১/৫৫০]

শব্দার্থ : فَاطَالَ - দীর্ঘ করলেন, اِنَّ جِبْرِيْلَ - নিশ্চয়ই জিবরীল (আ) - اَتَانِىْ আমার নিকট এসেছেন, فَبَشَّرَنِىْ - অতঃপর আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, شُكْرًا - কৃতজ্ঞতার।

৩৭৩. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا اِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - قَالَ : فَكَتَبَ عَلِىٌّ (رضى) بِاِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৭৩. বারা ইবনে 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ আলী (রা)-কে ইয়ামান প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। (ঘটনাটি একটি দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে) 'আলী (রা) নবী করীম ﷺ-কে চিঠি দিয়ে ইয়ামানবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংবাদ জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত চিঠি যখন পাঠ করলেন তখন আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিজদায় পরে গেলেন। বায়হাক্বী, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে। [সহীহ বায়হাক্বী-২/৩৬৯]

শব্দার্থ : بَعَثَ - পাঠালেন বা প্রেরণ করলেন, عَلِيًّا - আলী (রা)-কে, اِلَى الْيَمَنِ - ইয়ামানে, فَكَتَبَ - অতঃপর তিনি চিঠি লিখলেন।

٩. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

৯. অনুচ্ছেদ : নফল সালাতের অধ্যায় (যা ফরয নয় এমন সব সালাত)

٣٧٤. عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىِّ (رضى) قَالَ : قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ سَلْ . فَقُلْتُ : اَسْاَلُكَ مُوَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. فَقَالَ : اَوْغَيْرُ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَالِكَ، قَالَ : فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ .

৩৭৪. রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : (আমার কাছে) তুমি (কিছু) চাও, উত্তরে আমি বললাম : জান্নাতে আমি

"আপনার সাহচর্য কামনা করছি।" তিনি বললেন : এ ছাড়া আরো অন্য কিছু? আমি বললাম : এটিই। তখন তিনি বললেন : তবে তুমি বেশি সিজদাহ্ দ্বারা (বেশি নফল সালাত পড়ে) এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।
[মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৪৮৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৯৮৭]

শব্দার্থ : لِيْ - আমাকে, سَلْ - প্রশ্ন কর, مُرَافَقَتَكَ - আপনার সাহচর্য, أَوَغَيْرَ ذَالِكَ - এছাড়া আর কিছু? هُوَ ذَالِكَ - সেটাই, فَأَعِنِّيْ - সহযোগিতা করো, بِكَثْرَةٍ - বেশি করার মাধ্যমে।

٣٧٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِيْ بَيْتِهِ -

৩৭৫. ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ -এর দশ রাক'আত (নফল সালাত) এর কথা স্মরণে রেখেছি। তা হচ্ছে যুহরের ফরযের আগে দু'রাক'আত, তারপরে দু'রাক'আত, আর মাগরিবের পরে বাড়িতে দু'রাক'আত, ইশার পরে বাড়িতে দু'রাক'আত আর দু'রাক'আত ফজরের পূর্বে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৮০, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১১০৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭২৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৭৫]

উভয়েরই অন্য আর একটি রেওয়ায়াতে আছে, "আর দু'রাক'আত জুমু'আর পর বাড়িতে।" [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৯৩৭, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৮৮৪]

শব্দার্থ : حَفِظْتُ - আমি মুখস্থ করেছি, عَشْرٌ - দশ।

٣٧٦. وَلِمُسْلِمٍ : كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّيْ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

৩৭৬. মুসলিমে আছে, ফজর হয়ে গেলে কেবল হালকা দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত তিনি পড়তেন। [মুসলিম হাদীস একাডেমী-৭২৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৫৫]

শব্দার্থ : طَلَعَ - উদিত হলো, خَفِيْفَتَيْنِ - দু'টি হালকা বস্তু।

৩৭৭. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

৩৭৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত পড়া বাদ দিতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৮২, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১১০৬]

শব্দার্থ : لَا يَدَعُ - ছাড়েননি, قَبْلَ - পূর্বে, اَلْغَدَاةِ - ফজর।

৩৭৮. وَعَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَيْئٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

৩৭৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ফজরের সালাতের আগের দু'রাকআত সুন্নাত সালাতের চেয়ে আর কোনো নফল সালাতের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন না।
[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১১৬৯, আধুনিক প্রকাশনী-১০৯৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭২৪]

শব্দার্থ : اَلنَّوَافِلِ - নাফ্ল (সালাত), اَشَدَّ - অধিক, تَعَاهُدًا - সংরক্ষণ করা, رَكْعَتَىْ - দু' রাকআত।

৩৭৯. وَلِمُسْلِمٍ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

৩৭৯. মুসলিমে আরোও বর্ণিত আছে, ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭২৫, ইসলামিক সেন্টার-১৫৬৫]

শব্দার্থ : خَيْرٌ - উত্তম, مِنَ الدُّنْيَا - দুনিয়া থেকে, وَمَا فِيْهَا -এর মধ্যে যা আছে।

৩৮০. وَعَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضى) قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ : تَطَوُّعًا .

৩৮০. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বারো রাক'আত সালাত আদায় করবে তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একখানা বালাখানা নির্মিত হবে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭২৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৭১]

অন্য এক রেওয়ায়াতে ঐ বারো রাক'আত 'নফল সালাত' বলে বর্ণিত; হয়েছে।
[মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-১৫৭২]

শব্দার্থ : سَمِعْتُ - আমি শুনেছি, اثْنَتَا عَشْرَةَ - বারো (রাক'আত), بُنِيَ - তৈরি করা হয়, بِهِنَّ - সেগুলোর কারণে বা বিনিময়ে, بَيْتٌ - ঘর।

৩৮১. وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ : (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ، بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) .

৩৮১. তিরমিযীতে ঐরূপই বর্ণিত আছে, তবে তাতে নিম্ন বর্ণিত; তাফসীরটি রয়েছে– যুহরের ফরজের আগে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের ফরজের পরে দু'রাক'আত, 'ইশার ফরজের পরে দু'রাক'আত, ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাক'আত। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৪১৫]

৩৮২. وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

৩৮২. উম্মু হাবীবাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুহরের ফরযের আগে চার রাক'আত ও পরে চার রাকআত (সুন্নাত সালাত)-এর প্রতি যত্নবান থাকে তার ওপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়।
[সহীহ আবু দাউদ হাদীস-১২৬৯, নাসায়ী হাদীস-১৮১৬, তিরমিযী হাদীস-৪২৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৬০, আহমদ-৬/৩২৬]

শব্দার্থ : حَافَظَ - যত্নবান হবে, حَرَّمَهُ - তাকে হারাম করে দিবে।

৩৮৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ.

৩৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে আসরের (ফরয) সালাতের আগে চার রাকআত (নফল সালাত) আদায় করে থাকে। [হাসান আহমদ-২/১১৭, আবূ দাউদ হাদীস-১২৭১, তিরমিযী হাদীস-৪৩০, তিনি একে হাসান বলেছেন : ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১৯৩, ইবনে খুযাইমাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : رَحِمَ اللّٰهُ - আল্লাহ রহম করুন, اِمْرَأً - ঐ ব্যক্তিকে।

٣٨٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كَرَهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

৩৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মাগরিবের আগে (নফল) সালাত পড়, মাগরিবের আগে (নফল) সালাত পড়। অতঃপর লোকজন এটাকে আবশ্যিক করে নেবে আশঙ্কায় তিনি তৃতীয় দফায় বললেন : যে ব্যক্তি এটা পড়তে ইচ্ছে করবে।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৮, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১১০৭]

ইবনে হিব্বানের একটি রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম ﷺ মাগরিবের আগে দু'রাক'আত নফল সালাত পড়েছেন। [সহীহ : ইবনে হিব্বান হাদীস- ১৫৮৮)]

শব্দার্থ : لِمَنْ شَاءَ - যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, كَرَاهِيَةً - অপছন্দ করা।

ব্যাখ্যা : এখানে মাগরিবের আগে অর্থাৎ–সূর্যাস্তের পরে ও মাগরিবের ফরয সালাত পড়বার আগে।

٣٨٥. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ -

৩৮৫. ইবনে হিব্বানের একটি রেওয়াতে আছে, নবী করীম ﷺ মাগরিবের আগে দু'রাকআত নফল সালাত পড়েছিলেন।

٣٨٦. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرَانَا : فَلَمْ يَامُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا.

৩৮৬. মুসলিমে আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা দু'রাকা'আত (নফল) সালাত সূর্য ডোবার পর পড়তাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা দেখতেন এবং তা পড়ার জন্য আমাদেরকে না হুকুম করতেন, আর না নিষেধ করতেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৮৩৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৮১৫]

শব্দার্থ : بَعْدَ - পরে, غُرُوْبِ - অস্ত যাওয়া, لَمْ يَأْمُرْنَا - আমাদের আদেশ দেননি, وَلَمْ يَنْهَانَا - আমাদের নিষেধ করেননি।

৩৮৭. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى اِنِّىْ اَقُوْلُ : اَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟

৩৮৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ফজরের (ফরয) সালাতের পূর্বে (সুন্নাত) দু'রাক'আতকে এমন হালকা করে পড়তেন যাতে আমার মনে প্রশ্ন জাগত তিনি কি এতে সূরা ফাতিহা পড়লেন? [বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১১৭১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৯৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৭২৪, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৬১, ১৫৬২]

শব্দার্থ : يُخَفِّفُ - হালকা করতেন, اَقَرَأَ - তিনি কি পড়েছেন? بِأُمِّ الْكِتَابِ - সূরা আল ফাতিহা।

৩৮৮. وَعَنْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ : قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

৩৮৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত "কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" ও "কূল হু-আল্লাহু আহাদ" পড়েছেন। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৬৭]

৩৮৯. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

৩৮৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত পড়ার পর ডান কাতে শুতেন।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৬০, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৮৬]

শব্দার্থ : اِضْطَجَعَ - শয়ন করলেন, عَلَى شِقِّهِ - কাতে, পাশে, اَلْاَيْمَنِ - ডান।

৩৯০. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ .

৩৯০ : আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত পড়বে সে যেন ডান কাতে শয়ন করে। [সহীহ আহমদ-২/৪১৫, আবু দাউদ হাদীস-১২৬১, তিরমিযী হাদীস-৪২০, ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি কে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اِذَا - যখন, صَلّٰى - সালাত আদায় করে, اَحَدُكُمْ - তোমাদের কেউ, فَلْيَضْطَجِعْ - সে যেন শয়ন করে, عَلَى جَنْبِهِ - কাতে বা পাশে।

৩৯১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى، فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى .

৩৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঘোষণা না করেছেন : রাতের নফল সালাত দু'দু রাক'আত করে (পড়তে হয়)। যদি কেউ সকাল হয়ে যাবার আশঙ্কা করে তবে তখন সে মাত্র এক রাক'আত সালাত পড়বে, যা তার পূর্ববর্তী সালাতকে বিজোড় করে দেবে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৯০, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৯৩২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৪৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬২৫]

শব্দার্থ : صَلَاةُ اللَّيْلِ - রাতের সালাত, مَثْنٰى مَثْنٰى - দু' দু'রাক'আত করে, خَشِىَ - ভয় করবে, تُوْتِرُ - বিতর (বিজোর) করবে, مَاقَدْ صَلّٰى - যা পূর্বে পড়েছে।

৩৯২. وَلِلْخَمْسَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَقَالَ النَّسَائِىُّ : هٰذَا خَطَأٌ.

৩৯২. এবং আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-এর বর্ণিত হাদীসের বাক্যগুলো অনুরূপ– রাতের ও দিনের সালাত দু-রাকাআত করে। ইমাম ইবনে হিব্বান এর সনদকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম নাসায়ী

রেওয়ায়াতটিতে ভুল আছে বলেছেন (অর্থাৎ দিনের কথাটি ভুলক্রমে কোনো রাবী দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছে); (তবে হাদীসটি কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে সহীহ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।) [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১২৯৫, নাসায়ী হাদীস-১৬৬৬, তিরমিযী হাদীস-৫৯৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩২২, আহমদ-২/২৬, ৫১, ইমাম বুখারী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

٣٩٣. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

৩৯৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ফরয সালাত ব্যতীত নফল সালাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সালাত হচ্ছে- রাতের সালাত। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৬৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-২৬২১]

শব্দার্থ : اَفْضَلُ - অধিক উত্তম, بَعْدَ - পরে, اَلْفَرِيْضَةُ - ফারয।

٣٩٤. وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

৩৯৪. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: বিতর সালাত পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। যদি কেউ পাঁচ রাকআত বিতর সালাত আদায় করা পছন্দ মনে করে, সে যেন তাই পড়ে; আর যদি সে তিন রাক'আত বিতর পড়া পছন্দ মনে করবে সেও যেন তাই পড়ে; আর সে এক রাক'আত বিতর পড়া পছন্দ মনে করবে সেও যেন তাই পড়ে।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪২২, নাসায়ী হাদীস-১৭২২, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৯০, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৪১০, নাসায়ী হাদীসটিকে মাওকুফ সাব্যস্ত করেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْوِتْرُ - বিতর, حَقٌّ - সত্য, সঠিক, عَلٰى كُلِّ - প্রত্যেকের উপর, مُسْلِمٌ - মুসলিম, اَحَبَّ - ভালোবাসে বা পছন্দ করে, بِخَمْسٍ - পাঁচ (রাক'আত), فَلْيَفْعَلْ - সে যেন করে, بِثَلَاثٍ - তিন রাক'আত, بِوَاحِدَةٍ - এক রাক'আতে।

৩৯৫. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৯৫. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : বিতর সালাত ফরয সালাতের মতো জরুরি নয়, বরং এটা সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবর্তন করেছেন।
[নাসায়ী হাদীস-১৭৭৬, তিরমিযী হাদীস-৪৫৩, ৪৫৪, হাকিম-১/৩০০, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন আর হাকিম একে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।]

শব্দার্থ : بِحَتْمٍ - বাধ্যতামূলক বা জরুরি, هَيْئَةٌ - অবস্থা, وَلٰكِنْ - বরং বা কিন্তু - সুন্নাত।

৩৯৬. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوْهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجُ ، وَقَالَ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ .

৩৯৬. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ রমযানে ক্বিয়াম বা রাতের সালাত জামা'আত করে (তিনদিন পর পর) সম্পাদন করলেন। তারপর (চতুর্থ) রাতে লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় থাকলেন; কিন্তু তিনি আর মাসজিদে আসলেন না। তিনি বললেন : আমি রাতের এ বিতর (নফল সালাত) তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি। [এ শব্দে হাদীসটি য'ঈফ : ইবনে হিব্বান হাদীস-২৪০৯]

শব্দার্থ : اِنْتَظَرُوْهُ - তারা তার জন্য অপেক্ষা করল, مِنَ الْقَابِلَةِ - পরের দিন, فَلَمْ يَخْرُجْ - যখন তিনি বের হলেন না, خَشِيْتُ - আমি ভয় করি, اَنْ يُكْتَبَ - ফারয করে দেয়া হবে।

৩৯৭. وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ قُلْنَا : وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

৩৯৭. খারিজাহ ইবনে হুযাফাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আল্লাহ একটি সালাত দান করে তোমাদেরকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কি? তিনি বললেন : 'বিতর সালাত', যা পড়া হয় ইশার সালাতের পর হতে ফজরের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত।

[সহীহ আবূ দাঊদ হাদীস-১৪১৮, তিরমিযী হাদীস-৪৫২, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৬৮, হাকিম-১/৩০৬]

শব্দার্থ : أَمَدَّكُمْ - সুযোগ দান করেছেন, بِصَلَاةٍ - সালাতের মাধ্যমে, خَيْرٌ لَكُمْ - তোমাদের জন্য উত্তম, حُمْرِ النَّعَمِ - লাল উট, طُلُوْعٌ - উদিত হওয়া।

٣٩٨. وَرَوَى أَحْمَدُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ .

৩৯৮. ইমাম আহমদ আমর ইবনে শু'আইব তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [সহীহ আহমদ-২/২০৮]

٣٩٩. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিতর সালাত জরুরি বা অবধারিত। কাজেই যে তা না পড়বে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ আমাদের অনুসারী নয়)। [য'ঈফ আবূ দাঊদ হাদীস-১৪১৯, হাকিম-১/৩০৫-৩০৬]

٤٠٠. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.

৪০০. আহমদে আবু হুরায়রা থেকে যে দুর্বল বর্ণনা রয়েছে তা উপরিউক্ত হাদীসের শাহিদ। [য'ঈফ আহমদ-২/৪৪৩]

٤٠١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ،

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ، اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ.

৪০১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে বা অন্য সময়ে এগারো রাক'আতের বেশি (নফল) সালাত পড়তেন না। (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ যাই হোক না কেন)। তিনি চার রাক'আত সালাত এমন উত্তমরূপে আদায় করতেন তুমি তার সৌন্দর্য ও প্রসারতা সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর আরো চার রাক'আত এমন ভাবে পড়তেন তারও সৌন্দর্য ও সুদীর্ঘতা সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর সালাত পড়বার পূর্বে ঘুমিয়ে যান? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন : হে আয়েশা! আমার চোখ দুটি ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না জাগ্রতই থাকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৪৭, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৭৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৩৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬০০]

শব্দার্থ : يَزِيْدُ - বৃদ্ধি করতেন, فِيْ غَيْرِهِ - অন্য মাসে, اِحْدَى عَشْرَةَ - এগার, فَلَا تَسْاَلْ - তুমি জিজ্ঞেস করো না, عَنْ حُسْنِهِنَّ - সেগুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে, وَطُوْلِهِنَّ - তাদের দীর্ঘতা সম্পর্কে, اَتَنَامُ - আপনি কি ঘুমান? عَيْنَيَّ - আমার দু' চোখ, قَلْبِيْ - আমার অন্তর।

٤٠٢. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا : كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشَرَةَ رَكْعَةً.

৪০২. বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রাতে দশ রাক'আত সালাত পড়তেন এবং এক রাক'আত বিতর পড়তেন এবং দুই রাক'আত ফজরের (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি মোট তেরো রাক'আত সালাত আদায় করতেন। [বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৪০,, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৬৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৩৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬০৪]

শব্দার্থ : بِسَجْدَةٍ - একটি সাজদাহ দ্বারা (অর্থাৎ, এক রাক'আত দ্বারা)।

٤٠٣. وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهَا.

৪০৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তেরো রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তার মধ্য পাঁচ রাক'আত বিতর সালাত আদায় করতেন এবং তাতে একটি মাত্র বৈঠক শেষ রাক'আতে গিয়ে করতেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৩৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৯৭]

শব্দার্থ : لَايَجْلِسُ - বসতেন না।

٤٠٤. وَعَنْهَا قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ .

৪০৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার সালাত আদায়ের পর থেকে রাতের সমস্ত অংশেই তাহাজ্জুদ সালাত পড়তেন, তাঁর তাহাজ্জুদ সালাতের সর্বশেষ সময় ছিল সাহার বা ফজর হওয়া পর্যন্ত।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৯৯৬, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৯৩৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৪৫, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬১৩]

শব্দার্থ : فَانْتَهٰى - পৌঁছতো বা শেষ হত, اَلسَّحَرِ - ভোর রাত।

٤٠٥. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

৪০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আব্দুল্লাহ! তুমি উমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করত, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১১৫২, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-১০৮০, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-২৫৯৯]

শব্দার্থ : لَاتَكُنْ - হইও না, فُلَانٌ - অমুক, يَقُوْمُ - তিনি দাঁড়াতেন বা সালাত আদায় করতেন, فَتَرَكَ - অতঃপর ছেড়ে দিয়েছে (সালাত)।

٤٠٦. وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ، فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

৪০৬. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে আহলে কুরআন (কুরআন অনুসারীগণ)! তোমরা বিতর সালাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ বিতর বা জোর শূন্য তাই তিনি বিজোড় (বিতর) সালাত ভালোবাসেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪১৬, নাসায়ী হাদীস-১৬৭৫, তিরমিযী হাদীস-৪৫৩, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৬৯, আহমদ হাদীস-৮৭৭, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-১০৬৭, তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اُوْتِرُوْا - তোমরা বিতর আদায় কর, اَهْلُ الْقُرْاٰنِ - কুরআনের অনুসারী।

٤٠٧. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا .

৪০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের রাতের সালাতের শেষ সালাত কর 'বিতর' সালাতকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৯৯৮, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৯৩৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৫১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬৩২]

শব্দার্থ : اِجْعَلُوْا - তোমরা করো, بِاللَّيْلِ - রাতে, وِتْرًا - বিজোড়।

٤٠٨. وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ .

৪০৮. ত্বালক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি এক রাতে দু'বার বিতর সালাত নেই (এক রাতে দু'বার বিতর সালাত আদায় করা যায় না।) [সহীহ আহমদ-৪/২৩, আবূ দাউদ হাদীস-১৪৩৯, নাসায়ী হাদীস-১৬৭৯, তিরমিযী হাদীস-৪৭০, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৪৪৯, তিনি একে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : لَاوِتْرَانِ - দু'বার বিতর নেই।

٤٠٩. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى، وَ : قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . وَّلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

৪০৯. উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বিতর সালাতে– "সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আলা ও "কুল ইয়া আইয়ু হাল কাফিরুন এবং কুল হু অল্লাহু আহাদ" (এ সূরা তিনটি পড়তেন।) [সহীহ আহমদ ৩/৪০৬, ৪০৭, আবূ দাউদ হাদীস-১৪২৩, নাসায়ী হাদীস-১৭০০, ১৭০১, নাসায়ী বর্ণনাতে একথা তিনি এর শেষ রাক'আতেই সালাম ফেরাতেন অতিরিক্ত আছে।]

শব্দার্থ : كَانَ يُوْتِرُ - তিনি বিতর পড়তেন।

٤١٠. وَلِاَبِىْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيْهِ : كُلُّ سُوْرَةٍ فِىْ رَكْعَةٍ، وَفِى الْاَخِيْرَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

৪১০. আয়েশা (রা) হতে এরূপই আবূ দাউদ ও তিরমিযীতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাতে একথাও রয়েছে যে, প্রত্যেক রাকআতে একটি করে সূরা পড়তেন। সবশেষে সূরা 'কূল হু আল্লাহু আহাদ' ও সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়তেন। [সূরা ফালাক্ব ও নাস এর উল্লেখ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪২৪, তিরমিযী হাদীস-৪৬৩]

শব্দার্থ : اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ - সূরা আল ফালাক্ব ও সূরাহ আন্ নাস।

٤١١. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا .

৪১১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : সকাল হবার পূর্বেই বিতর সালাত আদায় করে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৫৪, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬৪১]

শব্দার্থ : تُصْبِحُوْا - সকাল করো বা ভোরে উপনীত হও।

٤١٢. وَلِابْنِ حَبَّانَ : مَنْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ .

৪১২. ইবনে হিব্বানে রয়েছে "যে ব্যক্তি বিতর সালাত পড়ার পূর্বেই ভোরে উপনিত হলো তার বিতর সালাত নেই। [সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-২৪০৮]

শব্দার্থ : مَنْ اَدْرَكَ - যে পেল বা পাবে, فَلَاوِتْرَ - অতঃপর বিত্র নেই, لَهُ - তার জন্য।

٤١٣. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَ .

৪১৩. উক্ত সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বিতর সালাত না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ল বা বিতর পড়তে ভুলে গেল সে যেন সকাল হলে বা মনে পড়লে তা আদায় করে নেয়।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪৩১, তিরমিযী হাদীস-৪৬৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৮৮, আহমদ-৩/৪৪]

শব্দার্থ : نَامَ - ঘুমিয়েছে, نَسِيَهُ - সে তা ভুলে গেছে, ذَكَرَ - সে স্মরণ করল।

٤١٤. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لَّا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ، فَاِنَّ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ، وَذٰلِكَ اَفْضَلُ .

৪১৪. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর সালাত আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা রাখবে, সে যেন শেষ রাতেই তা আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাত (রাতের ও দিনের কর্তব্যরত ফেরেশতার উভয় দল দ্বারা) মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে এবং এটাই উত্তম।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৫৫, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬৪৩]

শব্দার্থ : مَنْ خَافَ - যে ভয় করে, اَنْ لَّا يَقُوْمَ - যে সে উঠতে পারবে না, اَوَّلَهُ - তার প্রথমে, শুরুতে, طَمِعَ - সে আশা রাখে, مَشْهُوْدَةٌ - উপস্থিত, وَذٰلِكَ - আর এটাই, اَفْضَلُ - উত্তম।

ব্যাখ্যা : দারেকুতনীতে আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে– তিন রাকআত বিতর সালাত পড়িও না।– মাগরিবের ফরয সালাতের অনুরূপ যেন না কর। হাদীসটিকে ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন। তবে একটি মাত্র শেষে বৈঠক করলে তা পড়া যাবে। (বুলু-এর মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য)।

٤١٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، فَاَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

৪১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : ফজর হয়ে গেল রাতের সালাতের এবং বিতরের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব তোমরা ফজর হওয়ার পূর্বেই বিতর সালাত পড়ে নিবে।

[মারফূ বর্ণনা হিসেবে এ শব্দে হাদীসটি য'ঈফ তিরমিযী (হাদীস-৪৬৯]

শব্দার্থ : اِذَا طَلَعَ - যখন উদিত হয়।

٤١٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ .

৪১৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ চাশতের সালাত চার রাক'আত আদায় করতেন এবং আল্লাহর মর্জি হলে কিছু বেশিও পড়তেন।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৭১৯, ইসলামিক সেন্টার-১৫৪২]

শব্দার্থ : كَانَ يُصَلِّىْ - সালাত আদায় করতেন, اَلضُّحٰى - চাশতের সালাত, اَرْبَعًا - চার রাক'আত।

ব্যাখ্যা : নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, চাশতের সালাত মুস্তাহাব সহীহ হাদীস হতে চার রাকআত ও দু' রাকআত সাব্যস্ত হয়েছে। – সুবুল:

* আয়েশা (রা) হতে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চাশ্তের সালাত পড়তে দেখিনি। অবশ্য আমি তা পড়ে থাকি। –মুসলিম।

٤١٧. وَلَهُ عَنْهَا : اَنَّهَا سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى؟ قَالَتْ : لَا، اِلَّا اَنْ يَجِيْئَ مِنْ مَغِيْبِهِ .

৪১৭. উক্ত হাদীসের রাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, নবী করীম ﷺ কি যুহা বা চাশতের সালাত পড়তেন? তিনি বললেন : না; তবে তিনি কোন সফর হতে বাড়ি ফিরলে তা পড়তেন– মুসলিম।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭১৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৩৭]

শব্দার্থ : اَنْ يَجِيْئَ - আগমন করতেন, مِنْ مَغِيْبِهِ - সফর হতে।

٤١٨. وَلَهُ عَنْهَا : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ، وَاِنِّيْ لَاُسَبِّحُهَا.

৪১৮. মুসলিমে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যুহা বা চাশতের সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে আমি চাশতের সালাত আদায় করি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭১৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৫৩৯]

শব্দার্থ : سُبْحَةً - নাফল সালাত, قَطُّ - কখনো, لَاُسَبِّحُهَا - অবশ্যই আমি ঐ সময়ে নাফল সালাত আদায় করি।

٤١٩. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ .

৪১৯. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : মহান আল্লাহর প্রতি অনুরাগী আওয়াবীন ব্যক্তিদের নফল সালাত তখন (পড়া হয়) যখন বাচ্চা উটের পা গরম বালুতে দগ্ধ হয়। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৪৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৬২৩, হাদীসটি তিরমিযীতে নেই।]

শব্দার্থ : صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ - আওয়াবীনের সালাত, تَرْمَضُ - গন্ধ হয়, اَلْفِصَالُ - উটের বাচ্চা।

٤٢٠. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ .

৪২০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যে ব্যক্তি বারো রাক'আত চাশতের সালাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মাণ করবেন। [হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে গরীব বলে সাব্যস্ত করেছেন। [য'ঈফ : তিরমিযী হাদীস- ৪৭৩]

শব্দার্থ : ثِنْتَيْ عَشْرَةَ - বারো, قَصْرًا - বালাখানা বা অট্টালিকা।

٤٢١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتِيْ، فَصَلَّى الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .

৪২১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে চাশতের আট রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

[য'ঈফ ইবনে হিব্বান হাদীস-২৫৩১]

শব্দার্থ : ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - আট রাকআত।

ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ বাড়িতে অবস্থানকালে ঘরেও এই সালাত পড়েছেন এটা আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায়।

١٠. بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

১১. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত সম্পাদন ও ইমামতি

জামাআতে সালাত সম্পাদন ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের অতি উজ্জ্বল বাস্তব নিদর্শন। মহানবী ﷺ-এর প্রসঙ্গে হাদীসে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে সতর্ক প্রদান করেছেন এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

٤٢٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৪২২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জামা'আতের সঙ্গে সম্পাদিত সালাত, একাকী সালাত পড়া থেকে মর্যাদায় সাতাইশ গুণ বেশি উত্তম। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৪৫, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬০৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৬৫০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৩৬২]

٤٢٣. وَلَهُمَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا .

৪২৩. বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে 'পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।' [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৪৮, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬১২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৬৪৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৩৫৯]

শব্দার্থ : اَلْفَذُّ। - একাকী, بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ - সাতাশ, دَرَجَةٌ - গুণ।

٤٢٤. وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ، وَقَالَ : دَرَجَةً.

৪২৪. বুখারীতেও আবু সাঈদ (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে "বিখামসিন ও ইশরীনা দারা জাতান।"

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৪৬, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬১০]

٤٢٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلَاةَ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَالَّذِىْ نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْ مَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ .

৪২৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, "জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই এবং তা জমা হবার পর সালাতের (প্রস্তুতির) জন্য আদেশ করি। তারপর সালাতের জন্য আযান দেয়া হোক। তারপর কোনো ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিয়ে মসজিদ ছেড়ে ঐ সব লোকদের নিকট যাই যারা (জামা'আতে) সালাত পড়ার জন্য (মসজিদে) উপস্থিত হয় না। উপরন্তু তারা তাদের ঘরেই থাকে আর আমি তাদের ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দেই।" আল্লাহর কসম, যদি তারা এ কথা জানতে পারত যে, মসজিদে গোশতের একখানা মোটা হাড় বা দুখানা ভালো ক্ষুর পাবে, তবে নিশ্চয়ই তারা ইশার সালাতের জন্যে (জামা'আতে) হাজির হতো। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৪৪, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬০৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৬৫১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৩৬৬, উল্লিখিত শব্দগুলো বুখারী হতে গৃহীত]

শব্দার্থ : هَمَمْتُ - আমি ইচ্ছা করি, اَنْ اٰمُرَ - আমি আদেশ দিব, بِحَطَبٍ - কাঠ (জমা করতে), فَيُؤَذَّنَ لَهَا - সালাতের জন্য আযান দেয়া হবে, فَيَؤُمَّ - ইমামতি করবে, اُخَالِفُ - পিছনে যাব বা পিছনে থাকব, لَايَشْهَدُوْنَ - উপস্থিত হয় না, فَاُحَرِّقُ - আমি পুড়িয়ে দিব, بُيُوْتَهُمْ - তাদের ঘরবাড়ি, وَالَّذِىْ - সে সত্তা...র শপথ, نَفْسِىْ - আমার প্রাণ, بِيَدِهِ - তার হতে, يَجِدُ - পাবে, عَرْقًا - হাড়, ... سَمِيْنٌ - মোটা, مِرْمَاتَيْنِ - দু'টি ক্ষুর।

٤٢٦. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ : صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

৪২৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভারী সালাত হচ্ছে ইশা ও ফজরের সালাত। যদি তারা অবগত থাকত যে, উক্ত সালাতের মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামা'আতে উপস্থিত হতো।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৬৫৭, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৫১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৩৬৭]

শব্দার্থ : أَثْقَلُ - অধিক ভারী, عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ - মুনাফিকদের জন্য, وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ - এবং যদি তারা জানত, مَا فِيْهِمَا - কি আছে (ঐ) দু'টির মধ্যে, لَأَتَوْهُمَا - অবশ্যই আসত ঐ দু'সালাতে, وَلَوْ حَبْوًا - যদিও হামাগুড়ি দিয়ে।

٤٢٧. وَعَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ .

৪২৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : একজন অন্ধলোক (আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তুম (রা)) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এলেন ও বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো আমার কোনো সহযোগী লোক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। এটা শুনে তিনি তাকে (জামা'আতে হাজির হওয়া হতে) অব্যাহতি দিলেন। যখন লোকটি ফিরে গেলেন তখন তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? লোকটি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তবে তুমি আযানে সাড়া দাও।" (অর্থাৎ, আযানের ডাকে জামা'আতে হাজির হও)।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৬৫৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৩৭১]

শব্দার্থ : أَعْمَى - অন্ধ, يَقُوْدُنِيْ - আমাকে নিয়ে আসবে, قَائِدٌ - পরিচালক, فَرَخَّصَ - অতঃপর অব্যাহতি দিলেন, وَلَّى - ফিরে গেল, دَعَاهُ - তাকে ডাকলেন, فَأَجِبْ - সাড়া দাও।

٤٢٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلَّا مِن عُذْرٍ .

৪২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : আযান শুনার পরও যে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না তার সালাত (শুদ্ধ) হয় না, তবে যদি ওযর (শারী'আত সম্মত কোন কারণ) থাকে তবে তা আলাদা ব্যাপার।
[মারফু 'হিসেবে হাদীসটি সহীহ ইবনে মাজাহ-৭৯৩, দারেকুত্বনী-১/৪২০, ইবনে হিব্বান হাদীস-২০৬৪, হাকিম-১/২৪৫] তবে কেহ কেহ হাদীসটি মাওকুফ হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন]

শব্দার্থ : اَلنِّدَاءُ - আযান, لَمْ يَأْتِ - আসেনি, فَلَاصَلَاةَ لَهُ - তার জন্য কোনো সালাত নেই, عُذْرٍ - ওযর-আপত্তি।

٤٢٩. وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضى) اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا، مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالاَ : قَدْصَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا. قَالَ : فَلاَ تَفْعَلَا، اِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمْ، ثُمَّ اَدْرَكْتُمُ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَاِنَّهَا لَكُمْ، نَافِلَةٌ .

৪২৯. ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন দেখলেন যে, দু'টি লোক (জামা'আতে) সালাত আদায় করেনি। তাদেরকে তিনি ডাকালেন। ফলে ঐ দু'জনকে যখন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো তখন তাদের পার্শ্বদ্বয়ের মাংসপেশী (ভয়ে) কাঁপছিল। তারপর তাদেরকে তিনি বললেন : আমাদের সঙ্গে জামা'আতে সালাত আদায় করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিল?

তারা বলল : আমরা আমাদের বাসায় সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি তাদের বললেন : এরূপ করবে না। যখন তোমরা বাড়িতে সালাত আদায় করার পর (মসজিদে এসে) ইমামকে সালাত আদায় করার পূর্বেই পাবে তখন তোমরা তার সাথেও সালাত আদায় কর। এ সালাত তোমাদের জন্য নফল বলে গণ্য হবে। [সহীহ আহমদ-৪/১৬০, নাসায়ী হাদীস-৮৫৮, আবূ দাউদ হাদীস-৫৭৫, ৫৭৬, তিরমিযী হাদীস-২১৯, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৫৬৪, ১৫৬৫]

শব্দার্থ : هُوَ بِرَجُلَيْنِ - তিনি দু'জন ব্যক্তির সাথে, فَجِيْءَ - নিয়ে আসা হলো, تَرْعَدُ - কাঁপছিল, فَرَائِصُهُمَا - তাদের বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী, مَا - কোনো জিনিস, مَنَعَكُمَا - তোমাদের দু'জনকে বাধা দিয়েছেন, فِيْ رِحَالِنَا - আমাদের বাড়িতে, اَدْرَكْتُمَا - তোমরা পাবে, الْاِمَامُ - ইমামকে, لَكُمَا - তোমাদের জন্য, نَافِلَةٌ - নাফ্‌ল।

৪৩০. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلَا تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ، وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلَا تَسْجُدُوْا حَتّٰى يَسْجُدَ، وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ .

৪৩০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ (নিয়োজিত) করা হয়েছে। ফলে তিনি তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর ইমাম সাহেব যতক্ষণ না তাকবীর বলেন তোমরা তা বলবে না। আর যখন তিনি রুকূ করবেন তখন তোমরাও রুকূ করবে। তিনি রুকূ না করা পর্যন্ত তোমরা রুকূতে চলে যাবে না। আর যখন তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (তাঁর প্রশংসা যে করল তিনি তা শুনলেন) বলেন, তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাম হামদ" (হে আল্লাহ আমাদের মহান প্রভু! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা) বলবে। আর তিনি যখন সিজদাহ করবেন তখন তোমরা সিজদাহ করবে আর সিজদায় তোমরা ততক্ষণ যাবে না, যতক্ষণ না তিনি সিজদায় যান। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়

করতেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে। আর যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করতে।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৬০৩, এটা তারই শব্দ। এ হাদীসের মূল বিষয় বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। বুখারী প্রকাশনী হাদীস-৭৩৪, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী হাদীস-৪১৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস- ৮১৬]

শব্দার্থ : اِنَّمَا - মূলত, جُعِلَ - নির্ধারণ করা হয়েছে, لِيُؤْتَمَّ - অনুসরণ করার জন্য, فَكَبِّرُوْا - তোমরা তাকবীর দিবে, فَارْكَعُوْا - তোমরা রুকু' করবে, لَكَ الْحَمْدُ - তোমার জন্যই প্রশংসা, قَائِمًا - দাঁড়িয়ে, قِيَامًا - দাঁড়ানো অবস্থায়, قَاعِدًا - বসে, قُعُوْدًا - বসে, বসা অবস্থায়, اَجْمَعِيْنَ - সকলেই।

ব্যাখ্যা : ইমামের আগে বা সঙ্গে যে রুকূ সিজদা করে বা উঠায় তার সালাত শুদ্ধ হয় না। মিশরী বুলু: এর টীকা।

٤٣١. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَاَخُّرًا فَقَالَ : تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِىْ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ .

৪৩১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদের দূরে দাঁড়াতে দেখে বললেন : তোমরা (আমার কাছাকাছি) এগিয়ে এসো এবং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর আর তোমাদের অনুসরণ করবে যারা তোমাদের পিছনে থাকবে। [মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৪৩৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৮৭৭]

শব্দার্থ : رَاٰى - তিনি দেখলেন, فِىْ اَصْحَابِهِ - তাঁর সাহাবীগণকে বা সাহাবীগণের মাঝে, تَاَخُّرًا - দূরে বা পিছিয়ে পড়া ভাব, تَقَدَّمُوْا - তোমরা অগ্রসর হও, فَائْتَمُّوْا بِىْ - তোমরা আমার অনুসরণ করো, وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ - তোমাদের অনুসরণ করবে, مَنْ بَعْدَكُمْ - তোমার পরবর্তীগণ।

٤٣٢. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلّٰى فِيْهَا، فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ الحديث. وَفِيْهِ اَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ .

৪৩২. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ মাদুর দিয়ে একটি কুটির তৈরি করেছিলেন আর তাতেই তিনি (নফল) সালাত পড়তে লাগলেন। ফলে কিছু লোক (টের পেয়ে নফল সালাতেও) তাঁরই সালাতের অনুসরণ করতে লাগালেন। (এটি একটি বড় হাদীসের অংশ বিশেষ– তাতে আছে) ফরয সালাত ব্যতীত অন্য সব সালাত বাড়িতে পড়া উত্তম। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৭৩১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৬৮৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী হাদীস-৭৮১, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৭০২]

শব্দার্থ : اِحْتَجَرَ - কক্ষ তৈরি করেছেন, حُجْرَةٌ কক্ষ বা কামড়া, بِخَصَفَةٍ - মাদুর দিয়ে বা মোটা কাপড় দিয়ে, فَتَتَبَّعَ - অতঃপর অনুসরণ করল, رِجَالٌ - (কিছু) লোক, فِيْ بَيْتِهِ - তার বাড়িতে, اِلَّا - কিন্তু, اَلْمَكْتُوْبَةُ - ফরয।

٤٣٣. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ اِذَا اَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ : بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى، وَ : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى .

৪৩৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; সাহাবী মা'আয (রা) তাঁর অধীনস্থ লোকদের নিয়ে ইশার সালাত পড়ালেন এবং ঐ সালাত তাদের পক্ষে খুব দীর্ঘ করে ফেললেন। ফলে নবী করীম ﷺ (এটা জানতে পেরে) তাঁকে বললেন : হে মুআয! তুমি কি লোকদেরকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চাও? যখন তুমি লোকদের ইমামতি করবে তখন ওয়াশশামসি ওয়াযুহাহা; সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা; ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা এবং ওয়াল্লাইলি ইজা ইয়াগ শা-(এর অনুরূপ) সূরা তেলাওয়াত কর। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭০৫, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৬৫, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৯৩৫, এখানে উল্লিখিত শব্দ মুসলিম থেকে গৃহীত।]

শব্দার্থ : فَطَوَّلَ - দীর্ঘ করল, اَتُرِيْدُ - তুমি কী চাও? فَتَّانًا - ফিত্‌নাহ সৃষ্টিকারী, اَمَمْتَ - তুমি ইমামাত করবে।

ব্যাখ্যা : মুআয নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জামায়াতে এশার সালাত পড়ার পর মদিনার বাহিরে তাঁর সম্প্রদায়ের ইমামতী করতেন। লোকেরা তাঁর পেছনে ফরজ সালাত পড়ত। এ হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে–নফল সালাত পাঠকারী ইমামের পেছনে মুকতাদীদের ফরয সালাত পড়া চলবে। –মিশরীয় ছাপা বুলু: এর টীকা।

٤٣٤. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) فِىْ قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيْضٌ ـ قَالَتْ : فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَاَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِىِّ ﷺ وَيَقْتَدِىْ النَّاسُ بِصَلَاةِ اَبِىْ بَكْرٍ.

৪৩৪. আয়েশা (রা) হতে; নবী করীম ﷺ-এর রুগ্ন অবস্থায় লোকদের সালাত পড়ানোর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আবূ বকর (রা)-এর বাম দিকে বসে গেলেন ও বসে বসেই লোকদের সালাত পড়াতে লাগলেন আর আবূ বকর দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইক্তিদা (অনুসরণ) করতে লাগলেন আর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর ইক্তিদা (অনুসরণ) করতে লাগল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৩, আধুনিক প্রকাশনী-৬৭০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪১৮, ইসলামিক সেন্টার-৮৩৬]

শব্দার্থ : بِالنَّاسِ - মানুষের বা লোকদের, مَرِيْضٌ - অসুস্থ, يَسَارٌ - বামদিক, يَقْتَدِىْ - অনুসরণ করছে, بِصَلَاةِ - সালাত।

٤٣٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَاِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ فَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهٗ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

৪৩৫ : আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করবে তখন সে যেন সালাত হালকা করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট, বড়, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থেকে থাকে, আর যখন একাকী সালাত পড়বে তখন যেরকম ইচ্ছা সেরকম পড়বে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭০৩, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৪৬৭, ইসলামিক সেন্টার-৯৪০]

শব্দার্থ : اَمَّ - ইমামতি করল, فَلْيُخَفِّفْ - সে যেন হালকা করে, فِيْهِمْ - তাদের মধ্যে, اَلصَّغِيْرَ - ছোট বা বাচ্চা, اَلْكَبِيْرَ - বড় বা বৃদ্ধ, وَالضَّعِيْفُ - এবং দুর্বল, اَلْحَاجَةِ - ব্যস্ত, كَيْفَ شَاءَ - যেমনটি চায়।

٤٣٦. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ : أَبِيْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا قَالَ : فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، قَالَ : فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّيْ، فَقَدَّمُوْنِيْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ .

৪৩৬. 'আমর ইবনে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : তাঁর পিতা সালামাহ বলেছেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে সত্য সত্যই এসেছি। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন পড়তে জানে সে তোমাদের ইমামতি করবে। রাবী আমর বলেন : লোকেরা দেখল কিন্তু আমার থেকে বেশি কুরআন পড়া লোক খুঁজে পেল না। ফলে তারা আমাকেই ইমামতি করার জন্য সামনে বাড়িয়ে দিল। আমি তখন মাত্র ছয় কি সাত বছরের বালক ছিলাম।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৩০২, আধুনিক প্রকাশনী-৩৯৬৩, আবূ দাউদ হাদীস-৫৮৫, নাসায়ী হাদীস-৭৮৯]

শব্দার্থ : جِئْتُكُمْ - তোমাদের কাছে এসেছি, حَقًّا - সত্যই, حَضَرَتْ - উপস্থিত হলো, أَكْثَرُكُمْ - তোমাদের মধ্যে অধিক, قُرْآنًا - কুরআন অবগত, ابْنُ - ছেলে, سِتٌّ - ছয়, أَوْ سَبْعٌ - অথবা সাত, سِنِيْنَ - বছর।

٤٣٧. وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِىْ رِوَايَةٍ سِنًّا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

৪৩৭. আবূ মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোনো সম্প্রদায় তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন পাঠে দক্ষ

(সালাতে) ইমামতি করবে। যদি তারা সবাই কুরআন পাঠে সমতুল্য হয় তবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বা তরীকা বেশি অবগত; সুন্নতে সমতুল্য হলে যে হিজরতে অগ্রগামী হবে, হিজরতে সমতুল্য হলে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তি, অন্য রেওয়ায়াতে সিলমান এর স্থানে সিন্নান আছে, যার অর্থ হবে বয়সে বড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন : কেউ যেন কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার বিনা অনুমতিতে ইমামতি না করে ও তার (কোন ব্যক্তির) বিছানা বা আসনে তাঁর অনুমতি ব্যতীত না বসে। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৬৭৩, ইসলামিক সেন্টার-১৪১৬]

শব্দার্থ : أَقْرَؤُهُمْ - তাদের মধ্যে অধিক কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ, سَوَاءٌ - সমান, فَأَعْلَمُهُمْ - তাদের মধ্যে অধিক অবগত, بِالسُّنَّةِ - সুন্নাত সম্পর্কে, هِجْرَةً - হিজরাত, سِلْمًا - ইসলাম গ্রহণে, سُلْطَانِهِ - অধিকারে হলে, تَكْرِمَتِهِ - তার বিছানায় বা তার মর্যাদার আসনে।

٤٣٨. وَلِابْنِ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ : وَّلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا، وَّلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا. وَّلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا .

৪৩৮. ইবনে মাজায় জাবির (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, কোনো স্ত্রীলোক যেন পুরুষের এবং কোন গ্রাম্য মূর্খলোক কোনো মুহাজির ব্যক্তির এবং কোনো বদকার (দূরাচারী) মু'মিনের ইমামতি না করে। এর সনদ খুব দুর্বল।
[মুনকার ইবনে মাজাহ হাদীস-১০৮১]

শব্দার্থ : أَعْرَابِيٌّ - গ্রাম্য ব্যক্তি, مُهَاجِرًا - হিজরাতকারী, فَاجِرٌ - পাপী।

٤٣٩. وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ .

৪৩৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের কাতারগুলো-কে খুব ভালোভাবে জমিয়ে (ফাঁক শূন্য করে) নাও এবং কাতারকে অন্য কাতারের কাছাকাছি কর এবং কাঁধগুলোকে সোজা ও বরাবর রাখ।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৬৬৭, নাসায়ী হাদীস-৮১৫, ইবনে হিব্বান (হাদীস- ২১৬৬) তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : رُصُّوْا - তোমরা মিলিয়ে নাও, صُفُوْفَكُمْ - তোমাদের কাতারগুলোকে, قَارِبُوْا - কাছাকাছি বা নিকটবর্তী করো, بَيْنَهَا - তার মাঝে, وَحَاذُوْا - এবং সমান করো বা বরাবর করো, بِالْاَعْنَاقِ - কাঁধের সাথে।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী দু' মুসল্লীর মধ্যে কোন ফাঁক রেখে দাঁড়ান চলবে না। এতে বলা হয়েছে এক ইটকে অন্য ইটের সঙ্গে গেঁথে দেয়ার ন্যায় ফাঁকশূন্য অবস্থায় দাঁড়াতে হবে।'

٤٤٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا .

৪৪০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন: পুরুষদের উত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার, আর মন্দ বা খারাপ হচ্ছে পেছনের কাতার এবং মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার পিছনেরটি আর খারাপ হচ্ছে প্রথমটি। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৪০, ইসলামিক সেন্টার-৮৮০]

শব্দার্থ : اَوَّلُهَا - তার প্রথমটি, شَرُّهَا - তার মন্দ, খারাপ, اٰخِرُهَا - শেষটি (কাতার), اَلنِّسَاءَ - (اِمْرَأَةٌ এর বহুবচন) মহিলা।

٤٤١. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِىْ مِنْ وَرَائِىْ، فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

৪৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথা পিছন হতে ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭২৬, আধুনিক প্রকাশনী-৬৮২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭৬৩, ইসলামিক সেন্টার-১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০]

শব্দার্থ : ذَاتُ لَيْلَةٍ - এক রাতে, فَقُمْتُ - অতঃপর আমি দাঁড়ালাম, بِرَأْسِىْ - আমার মাথা, وَرَائِىْ - আমার পিছনে।

٤٤٢. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

৪৪২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। ফলে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে তার পিছনে দাঁড়ালাম এবং উম্মু সুলাইম আমাদের পিছনে একাকী ছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮৭, আধুনিক প্রকাশনী-৮২২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৫৮, ইসলামিক সেন্টার-১৩৮৪, উল্লিখিত শব্দ বুখারী হতে গৃহীত]

শব্দার্থ : يَتِيْمٌ - যার পিতা নেই, ইয়াতীম, خَلْفَهُ - তার পিছনে।

٤٤٣. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَّلَا تَعُدْ - وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ فِيْهِ : فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ.

৪৪৩. আবূ বাক্‌রাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছেন যে তখন তিনি রুকুতে ছিলেন। (অতঃপর) কাতার পর্যন্ত না পৌঁছেই রুকুর জন্য নুইয়ে পড়েন। অতঃপর হেঁটে কাতারে পৌঁছেন। ফলে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমার সালাতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করুন, তবে এরূপ আর করবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭৮৩, আধুনিক প্রকাশনী-৭৩৯, আবূ দাউদে আরো আছে "উক্ত সাহাবী কাতারে না পৌছে রুকু শুরু করেন এ অবস্থায় হেঁটে কাতারে শামিল হন।" সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৬৮৪]

শব্দার্থ : اِنْتَهٰى - পৌছন বা শেষ করেন, اَلصَّفُّ - কাতার, اَنْ يَصِلَ - পৌঁছবে, حِرْصًا - উৎসাহ (তোমার), লোভ, زَادَكَ - আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন, وَّلَا تَعُدْ - এবং এ রকম আর করো না, دُوْنَ الصَّفِّ - কাতার বা সারি ব্যতীত, ثُمَّ مَشٰى - অতঃপর হেঁটে গেলেন।

٤٤٤. وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ .

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ وَابِصَةَ، أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟

৪৪৪. ওয়াবিসাহ ইবনে মা 'বাদ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একাকী কাতারের পিছনে সালা... আদায় করতে দেখেছিলেন, ফলে তাকে তিনি পুনরায় সালাত আদায় করার আদে... শ দিলেন। [সহীহ আহমদ-৪/২২৯, আবূ দাউদ, হাদীস-৬৮২, তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হা... সানও বলেছেন) এবং ইবনে হিব্বান-২১৯৮, ২১৯৯, ২০০০, তিনি একে সহীহ বলেছেন।] ত্বাবা... বানীতে ওয়াবিসাহ হতে আরো আছে "তুমি কেন কাতারে ঢুকে যাওনি বা একজন সালাতীকে আগে... র কাতার হতে পেছনে টেনে নাওনি?" মাওযু ত্বাবারানী-কাবীর-২২/১৪৫-১৪৬/৪৯৪]

শব্দার্থ : وَحْدَهُ - একাকী, أَنْ يُعِيْدَ - পুনরায় (পড়ার) ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি যয়ীফ এজন্য ইমাম শাফেয়ী সালাত পুনরায় ... পড়তে বলেননি।
* ইবনে হিব্বান ত্বালক্ব হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেছে: ... কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ালে সালাত শুদ্ধ হয় না"। তাবারানীতে উক্ত অবেসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরও আছে, কোন কাতারে ঢুকে যাওনি বা একজন সালাত আদায়কারী... ক আগের কাতার হতে পেছনে টেনে নেওনি কেন?

٤٤٥. وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. (أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِاجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟.

৪৪৫. ইবনে হিব্বানে ত্বালক হতে বর্ণিত আছে "কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়ালে সালাত আদায় হয় না।" তাবারানীতে উক্ত ওয়াবিসাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, তুমি কেন কোন সারিতে ঢুকে যাওনি বা একজন সালাত আদায়কারীকে (সামনের সারি হতে) পেছনে টেনে নাওনি?।
[সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-২২০২, তবে রাবী ত্বালক নহেন বরং আলী ইবনে শাইবান]

শব্দার্থ : لَا صَلَاةَ - কোনো সালাত নেই, لِمُنْفَرِدٍ - একাকী (ব্যক্তির), دَخَلْتُ - তুমি প্রবেশ করবে বা করেছ, مَعَهُمْ - তাদের সাথে, أَوِاجْتَرَرْتَ - অথবা টেনে নিয়েছে বা নিবে।

٤٤٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوْا، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

৪৪৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা ইক্বামাত শুনবে তখন সালাত পড়ার জন্য অগ্রসর হবে ধীর ও শান্তভাবে মোটেই তাড়াহুড়ো করবে না, সালাতের যে অংশ (জামা'আতের সঙ্গে) পাবে তাই আদায় করবে এবং যতটুকু পাবে না তা নিজে পূরণ করবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-৬০০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬০২, ইসলামিক সেন্টার-১২৪৭]

শব্দার্থ : فَامْشُوْا - তোমরা অগ্রসর হও, عَلَيْكُمْ - তোমাদের কর্তব্য, اَلسَّكِيْنَةُ - ধীর-স্থিরতা, وَالْوَقَارُ - স্থিরতা বা গাম্ভীর্য, وَلَاتُسْرِعُوْا - এবং তাড়াহুড়া করো না, اَدْرَكْتُمْ - তোমরা পাবে, فَاتَكُمْ - তোমাদের (থেকে) ছুটে যাবে।

٤٤٧. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৪৭. উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : একাকী সালাত পড়া থেকে এক ব্যক্তির সালাত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে পড়া উত্তম। আর দু'জনের সঙ্গে জামা'আত করে সালাত পড়া একজনের সাথে সালাত পড়া থেকে উত্তম। তারপর যত বেশি (জামা'আত বড়) হবে আল্লাহর কাছে তা তত বেশি প্রিয় হবে। [হাসান আবূ দাঊদ হাদীস-৫৫৪, নাসায়ী হাদীস-৮৪৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-২০৫৬, তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَزْكٰى - উত্তম।

ব্যাখ্যা : ইবনে জুরায়য্ বলেছেন : দুজন মুসল্লীর মধ্যে কোনো ফাঁক থাকত না। বরং উভয়ের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ান হতো। (৪৪০ নং হাদীসের)

٤٤٨. وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا .

৪৪৮. উম্মু ওয়ারাক্বাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাকে (ওয়ারাক্বার মাকে) আদেশ করেছিলেন যে, সে তার বাড়ির (মেয়েদের) ইমামতি করবে।
[হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৬৯২, ইবনে খুযাইমহ-১৬৭৬, তিনি একে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : اَمَرَهَا - তাকে আদেশ করেছেন।

٤٤٩. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ اَعْمٰى .

৪৪৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামক এক অন্ধ সাহাবীকে লোকদের ইমামতি করার জন্য (মাদীনায়) রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৫৯৫, আহমদ-৩/১৩২, ১৯২]

শব্দার্থ : اِسْتَخْلَفَ - স্থলাভিষিক্ত করেছেন, اَعْمٰى - অন্ধ ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা : ইবনে হিব্বানেও এরূপ একটি হাদীস আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্র শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই অন্ধ সাহাবীর মদীনায় মোট ১৩ দফা ইমামতীর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (সুবুল)

٤٥٠. وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ . رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৪৫০. ইবনে হিব্বানেও আয়েশা (রা) থেকে এ রকম একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا عَلٰى مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَصَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

৪৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালিমা পড়েছে তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে। আর যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পড়েছে তার পেছনে (মুক্তাদি হয়ে) সালাত পড়বে। [মাওযূ দারাকুত্বনী-২/৫২]

শব্দার্থ : خَلْفٌ - পিছনে, عَلٰى مَنْ - তার উপর।

٤٥٢. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ .

৪৫২. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করতে.আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাঁর সাথে সেই মতোই জামা'আতে শামিল হবে ও তিনি যা করেন তাই করবে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৫৯১, এর সনদ গারীব হলেও এর অনেক শাহিদ থাকার ফলে হাদীসটি সহীহ]

শব্দার্থ : اَتٰى -আগমন করলে বা আসলে, عَلٰى حَالٍ - যে অবস্থায় থাকে, فَلْيَصْنَعْ - সে যেন করে।

١١. بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ

১২. অনুচ্ছেদ : মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

٤٥٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ .

৪৫৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : প্রথম অবস্থায় সালাত ফরয করা হয়েছিল দু-রাকআত যা বহাল রাখা হয়েছে সফরের সালাত হিসেবে। আর পুরো করা হয়েছে বাড়িতে অবস্থানকারী সালাতকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১০৯০, আধুনিক প্রকাশনী-১০২৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৮৫, ইসলামিক সেন্টার-১৪৫২]

শব্দার্থ : اَوَّلُ - প্রথম, مَا فُرِضَتْ - যা ফরয করা হয়েছে, فَاُقِرَّتْ - বহাল রাখা হয়েছে। وَاُتِمَّتْ - পূর্ণ করা হয়েছে, اَلْحَضَرِ - গৃহে অবস্থানকারী বা আবাসে।

٤٥٤. وَلِلْبُخَارِيِّ : (ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا، وَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْاَوَّلِ .

৪৫৪. বুখারীতে এ কথাও উল্লেখ আছে, পরে যখন নবী করীম ﷺ হিজরাত করলেন তখন চার রাকআত ফরয করা হলো এবং সফরের সালাত হিসেবে প্রথম

অবস্থার দু-রাকআত ফরয বহাল থেকে গেল।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৯৩৫, আধুনিক প্রকাশনী-৩৬৪৫]

শব্দার্থ : هَاجَرَ - তিনি হিজরত করলেন।

٤٥٥. زَادَ اَحْمَدُ اِلاَّ الْمَغْرِبَ فَاِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَاِلاَّ الصُّبْحَ، فَاِنَّهَا تُطُوْلُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ .

৪৫৫. আহমদে উল্লেখ আছে, মাগরিবের সালাত দিনের সালাতের বিতর (বিজোড়), তাই তিন রাকআত করা হলো। আর ফজরের সালাতে কিরআত দীর্ঘ হয়, ফলে তা দু-রাকআতই থেকে গেল।
[সহীহ আহমদ-৬/২৪১, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-৩০৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৭৩৮]

শব্দার্থ : وِتْرُالنَّهَارِ - দিনে বিতর, تَطُوْلُ - লম্বা হয় বা দীর্ঘায়িত হয়, اَلْقِرَاءَةُ - কিরাআত।

٤٥٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِى السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُوْمُ وَيُفْطِرُ .

৪৫৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ সফরে সালাত ক্বসরও করতেন আবার সম্পূর্ণও পড়তেন, রোযা রাখতেন ও আবার কখনো তা ভেঙ্গে ফেলতেন।
[দারেকুত্বনী-২/৪৪/১৮৯, বায়হাক্বী-৩/১৪১]

শব্দার্থ : يَقْصُرُ - কসর করতেন, يُتِمُّ - পূর্ণ করতেন।

এ হাদীসের রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য। তবে এটা মা'লূল (সূক্ষ্ম ক্রটিযুক্ত) এবং বায়হাকীর বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে, আয়েশা (রা)-এর এটা ব্যক্তিগত কাজ বলে সাব্যস্ত; তিনি বলেছেন : সফরের পুরো সালাত পড়া, রোযা রাখা আমার জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। [সহীহ বায়হাকী-৩/১৪৩]

٤٥٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ كَمَا يُحِبُّ اَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ .

৪৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যে, তাঁর প্রদত্ত রুখসতগুলো (বিধি-বিধান) কার্যকারী হোক, যেমন তিনি অপছন্দ করেন, তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু সম্পাদিত হওয়াটাকে। [সহীহ আহমদ-২/১০৮, ইবনে খুযায়মাহ হাদীস-৯৫০, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৭৪২]

ইবনে খুযায়মাহ ও ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন : অন্য আর একটা বর্ণনা আছে। "যেমন তিনি তাঁর বিশেষ নির্দেশগুলোর কার্যকারী হওয়া পছন্দ করেন।"
[সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৫৪]

শব্দার্থ : يُحِبُّ - ভালোবাসেন, اَنْ تُؤْتٰى - পালন করা হবে, يَكْرَهُ - অপছন্দ করেন, مَعْصِيَتُهُ -তার অবাধ্য হওয়ার বিষয় বা কাজ।

ব্যাখ্যা : কসর ও জমা করে সালাত পড়ার জন্য নির্ভরযোগ্য মতে নয় মাইলের দূরত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু যাদুল মায়াদে আছে কসর করা না করার জন্য সফরের দূরত্বের সীমা নবী করীম (সা) থেকে কিছু নির্ধারণ করার কথা সঠিকভাবে সাব্যস্ত হয়নি। যে কোনো দূরত্বের সফরে সালাত কসর ও একত্রিত করে পড়ার পক্ষে পূর্ববর্তী অনেক আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (মিশরী ছাপা, বুলু: এর টীকা দ্রঃ)

সফরে কোনো স্থানে যদি অবস্থানের মেয়াদকাল সম্বন্ধে না এসেই সময় কাটায় তবে ঐভাবে যতদিন থাকবে কসর করবে, আর যদি মিয়াদকালের স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলে তবে তিন দিন থাকার সিদ্ধান্তে শাফেয়ী ও মালেকীদের নিকট কসর করতে হবে। হানাফীদের কাছে পনেরো দিনের অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে করবে। অন্য হাদীস থেকে ১৯ দিন পর্যন্ত অবস্থানেও কসর করা প্রমাণিত হয়েছে।

٤٥٨. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ فَرَاسِخَ، صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

৪৫৮. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তিন মাইল বা তিন ফারসাখ দূরবর্তী জায়গায় যেতেন তখন তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন (অর্থাৎ কসর সালাত আদায় করতেন)।
[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৬৯১, ইসলামিক সেন্টার-১৪৬২]

শব্দার্থ : مَسِيْرَةَ - দুরত্ব, اَمْيَالٌ - কয়েক মাইল।

٤٥٩. وَعَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ. فَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৪৫৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, আমরা মদীনা হতে মক্কার দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম আর ঐ সফরে তিনি মাদীনা ফিরে না আসা পর্যন্ত দু'রাকআত দু'রাকআত করে সালাত পড়তে থাকলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১০৮১, আধুনিক প্রকাশনী-১০১৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৯৩, ইসলামিক সেন্টার-১৪৬৫]

শব্দার্থ : خَرَجْنَا - আমরা বের হলাম, رَجَعْنَا - আমরা ফিরে এলাম।

٤٦٠. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ وَفِى رِوَايَةٍ لِاَبِى دَاوُدَ : سَبْعَ عَشْرَةَ. وَفِى اُخْرَى : خَمْسَ عَشْرَةَ .

৪৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন ও কসর সালাত আদায় করেছিলেন। অন্য শব্দে আছে 'মক্কায় উনিশ দিন' (থাকা অবস্থায়)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৮০, ৪২৯৮, আধুনিক প্রকাশনী-১০১৪, ৩৯৬০, আবূ দাউদে এক বর্ণনায় আছে ১৭ দিন হাদীস-১২০০, আবূ দাউদে আরেক বর্ণনায় আছে ১৫ দিন হাদীস-১২৩১, এর সনদ দুর্বল, বক্তব্য মুনকার।

শব্দার্থ : اَقَامَ - অবস্থান করেন, بِمَكَّةَ - মাক্কাতে।

٤٦١. وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ثَمَانِىَ عَشْرَةَ .

৪৬১. আবূ দাউদ ইমরান ইবনে হুসাইনের বর্ণনায় আছে আঠার দিন।
[হাদীস-১২২৯, হাদীসটি 'য'ঈফ]

٤٦٢. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ اَقَامَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

৪৬২. আবু দাউদে জাবির (রা) হতে আরো বর্ণিত আছে, তাবুক নামক স্থানে তিনি বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং ক্বসর সালাত আদায় করেছেন" -এর রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে এর মাওসূল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।
[সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস-১২৩৫]

শব্দার্থ : بِتَبُوْكَ - তাবূকে।

٤٦٣. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ

بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ .

وَفِيْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي الْأَرْبَعِيْنِ بِإِسْنَادِ الصَّحِيْحِ : صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ.

وَلِأَبِيْ نُعَيْمٍ فِيْ مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ : كَانَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ.

৪৬৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বেই কোনো অবস্থানক্ষেত্র ছেড়ে যেতেন, তখন যুহর সালাতকে আসরের সালাতের সময় পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেন। অতঃপর যাত্রা বিরতি করতেন এ উভয় সালাত জমা করতেন বা একই সঙ্গে পড়তেন। আর অবস্থানক্ষেত্র ছাড়ার পূর্বেই সূর্য পশ্চিমে গেলে যুহরের সালাত আদায় করেই সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১১১১, আধুনিক প্রকাশনী-১০৪১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭০৪, ইসলামিক সেন্টার-১৫০৪]

শব্দার্থ : اِرْتَحَلَ - রওয়ানা হতেন বা সফর শুরু করতেন, قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ - ঢলে পড়ার পূর্বে, أَخَّرَ - পিছিয়ে দিতেন, زَاغَتْ - ঢলে পড়ল, رَكِبَ - আরোহণ করেন, جَمِيْعًا - একসাথে।

আর ইমাম হাকিমের আরবাঈন গ্রন্থে সহীহ সনদযুক্ত বর্ণনা আছে, (তিনি) নবী করীম ﷺ যুহর ও আসরের উভয় সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে (যানবাহনের) উপর আরোহণ করতেন। [ফাতহুল বারী-২/৫৮৩]

আবূ নু'আইম-এর 'মুস্তাখরাজি মুসলিম' নামক কিতাবে আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) সফরে থাকাকালীন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যেত তখন তিনি যুহর ও আসরের সালাত একত্র জমা করে পড়তেন, তারপর যাত্রা শুরু করতেন।

٤٦٤. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا .

৪৬৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি ঐ সফরে যুহর ও আসর একত্রে পড়তে থাকেন এবং মাগরিব ও ইশাও একসঙ্গে আদায় করতেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭০৬, ইসলামিক সেন্টার-১৫১০]

শব্দার্থ : فِىْ غَزْوَةٍ - যুদ্ধে।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘ সময় ধরে পথ চলার উদ্দেশ্যে প্রস্থানকারী যোহরের সময়ে আসরকে এগিয়ে নিয়ে একত্রিত করতে পারবেন: কিন্তু অবস্থানকারী এগিয়ে নিয়ে একত্রিত করতে পারবে না।– (মিশরীয় বুলু:-এর টীকা)

٤٦٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى عُسْفَانَ .

৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : চার'বুরুদ' এর কম দূরবর্তী স্থানের সফরে কসর আদায় করবে না। যেমন মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত। "বুরুদ" বারীদের বহুবচন, ১২ মাইলে এক বারীদ (অনুবাদক)। অত্যন্ত দুর্বল। [দারাকুত্বনী-১/৩৮৭, ইবনে খুযায়মাহ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন আর এটাই সঠিক।]

শব্দার্থ : فِىْ اَقَلَّ - কমে, بُرُدٌ - পিছনে।

٤٦٦. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اُمَّتِىَ الَّذِيْنَ اِذَا اَسَاءُوْا اِسْتَغْفَرُوْا وَاِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا وَاَفْطَرُوْا .

৪৬৬. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই যারা খারাপ কাজ করার পরে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। আর যখন সফর করে তখন সালাত কসর করে ও রোযা ভঙ্গ করে। [য'ঈফ : ত্বাবারানী আউসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এটি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের মুরসাল হাদীস হিসেবে বাইহাক্বীতে সংক্ষিপ্তকারে রয়েছে। মুসনাদে শাফেয়ী-১/৫১২/১৭৯]

٤٦٧. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ : كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ، فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

৪৬৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমার 'বাওয়াসির' (অর্শ) ছিল, ফলে আমি সালাত প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন : দাঁড়িয়ে সালাত পড়, যদি তা না পার তবে বসে সালাত পড়; আর তা যদি না পার, তবে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে সালাত পড়।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১১১৭, আধুনিক প্রকাশনী-১০৪৭]

শব্দার্থ : كَانَتْ بِىْ - আমার ছিল, بَوَاسِيْرُ - অর্শ্ব রোগ, لَمْ تَسْتَطِعْ - সক্ষম না হও, عَلٰى جَنْبٍ - শুয়ে শুয়ে।

٤٦٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : عَادَ النَّبِىُّ ﷺ مَرِيْضًا، فَرَاٰهُ يُصَلِّىْ عَلٰى وِسَادَةٍ، فَرَمٰى بِهَا، وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْاَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ، وَاِلَّا فَاَوْمِ اِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ .

৪৬৮. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ কোনো এক অসুস্থ ব্যক্তির খবরা খবর নিতে যান। তিনি তাকে বালিশের উপর সালাতের সিজদা করতে দেখে তা টেনে ফেলে দিলেন ও বললেন : মাটির উপর সিজদা করতে সক্ষম হলে মাটির উপর সিজদা করে সালাত পড়বে। নতুবা (এমনভাবে) ইশারা করে সালাত পড়বে, তাতে রুকুর ইশারা হতে সিজদার ইশারায় মাথা অপেক্ষাকৃত বেশি নিচু করবে।

[বায়হাকী : আবূ হাতিম একে জাবির (রা) এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন]

শব্দার্থ : عَادَ - অসুস্থকে দেখতে এসেছে, مَرِيْضًا - অসুস্থ, فَرَمٰى - তিনি নিক্ষেপ করলেন, عَلَى الْاَرْضِ - মাটির উপরে, فَاَوْمِ - অতঃপর তুমি ইশারা করো, وَاجْعَلْ - এবং করো, سُجُوْدَكَ - তোমার সাজদাকে, اَخْفَضَ - অধিক নিচু করবে।

٤٦٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ مُتَرَبِّعًا .

৪৬৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ-কে 'চার জানু' হয়ে বসে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

[সহীহ নাসায়ী হাদীস-১৬৬১, হাকিম একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : مُتَرَبِّعًا - চার জানু।

ব্যাখ্যা : নবী করীম (সা) কোন সোয়ারী হতে পড়ে জখমী থাকার সময় চার জানু বা আসন পেতে বসে সালাত পড়েছিলেন।

١٣. بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর সালাত

জুম'আর সালাত ইসলামী সমাজ-জীবনের বহুমুখী কল্যাণপ্রসূ সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্র বিশেষ। এতে জাতীয় জীবনের গৌরব, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যবোধসহ ইবাদতের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনেরও উৎকর্ষতা সাধিত হয়। মোটকথা মুসলিম জাতীয় জীবনে জুম'আর সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তদোপরি হাদীস শরীফ হতে বোঝা যায় জুমআর সালাত শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া পরিত্যাগকারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যায় ও ইসলামী জীবনযাত্রার মূল্যবোধ সে হারিয়ে ফেলে। বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি থাকা অতীব প্রয়োজন।

٤٧٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَلٰى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ .

৪৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, জুমু'আ বর্জনের গোনাহ থেকে লোকজন অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা মহান আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর মেরে দেবেন, এরপর তারা অবশ্যই গাফিল (ধর্মবিমুখ) হয়ে যাবে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৬৫, ইসলামিক সেন্টার-১৮৭৯]

শব্দার্থ : أَعْوَاد - কাঠ, مِنْبَرِه - তার মিম্বার, وَدْعِهِمْ - তাদের ছেড়ে দেয়া, لَيَخْتِمَنَّ - অবশ্য অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন, الْغَافِلِيْنَ - গাফিলগণ বা বিমুখগণ।

٤٧١. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رضى) قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ وَفِيْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

৪৭১. সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত শেষ করে এমন সময় ফিরতাম যে, দেয়ালের পাশে ছায়া গ্রহণের মতো কোনো ছায়া থাকত না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪১৬৮, আধুনিক প্রকাশনী-৩৮৫৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৬০, ইসলামিক সেন্টার-১৮৭০, মুসলিমে আরেক বর্ণনায় রয়েছে" সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে জুমু'আর সালাত পড়তাম অত:পর ছায়া অনুসরণ করতে করতে ফিরে আসতাম। সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩১/৮৬০, ইসলামিক সেন্টার-১৮৬৯]

শব্দার্থ : نَنْصَرِفُ - আমরা ফিরে আসতাম, لِلْحِيْطَانِ - দেয়ালের, نَسْتَظِلُّ بِهِ - যার দ্বারা আমরা ছায়া গ্রহণ করব।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো হাদীস হতে সূর্য পশ্চিমাকাশে যাবার আগে জুমুআর সালাত পড়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে।

٤٧٢. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ :فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৭২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : জুমু'আর সালাতের পূর্বে আমরা না ক্বাইলুলা করতাম (দুপুরে ঘুমাতাম) আর না দুপুরের খানা খেতাম, বরং এসব জুমু'আর সালাতের পরেই হতো। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৯৩৯, আধুনিক প্রকাশনী-৮৮৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৮৫৯, ইসলামিক সেন্টার-১৮৬৮, উল্লিখিত শব্দ মুসলিম হতে গৃহীত আরেক বর্ণনায় নাবীর যুগের উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-১৮৬৮]

শব্দার্থ : كُنَّا نَقِيْلُ - আমরা দিবানিদ্রা করতাম বা দুপুরে বিশ্রাম করতাম, نَتَغَدّٰى - দুপুরের খানা খেতাম।

٤٧٣. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ اِلَيْهَا، وحَتّٰى لَمْ يَبْقَ اِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا .

৪৭৩. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় শাম (সিরিয়া) হতে খাদ্যদ্রব্যবাহী উটের একটি দল এসে পৌঁছাল। এর

ফলে মুসল্লিগণের মাত্র বারোজন ব্যতীত সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৬৩, ইসলামিক সেন্টার-১৮৭৪]

শব্দার্থ : عِيْرٌ - খাদ্যবাহী দল/মালবাহী উট, فَانْفَتَلَ - অতঃপর চলে গেল, لَمْ يَبْقَ - বাকি রইল না।

ব্যাখ্যা : এরূপ ব্যবহারের প্রতি আল্লাহ তাঁর কালাম কুরআন মাজিদে সূরা জুমুআর মধ্যে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

٤٧٤. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ اِلَيْهَا اُخْرى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .

৪৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে জুমুআ বা অন্য সালাতের এক রাক'আত জামাআতের সঙ্গে পাবে, সে যেন অন্য অর্থাৎ, অবশিষ্ট রাক'আত তার সঙ্গে জুড়ে নেয়, এতে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। [সহীহ নাসায়ী হাদীস-৫৫৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-১১২৩, দারেকুত্বনী-২/১২/১২]

শব্দার্থ : مَنْ اَدْرَكَ - যে পাবে, وَغَيْرِهَا - এবং তা ব্যতীত, فَلْيُضِفْ - সে যেন মিলিয়ে নেয়, قَدْتَمَّتْ - পূর্ণ হয়ে গেল বা যাবে।

٤٧٥. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ اَنْبَاَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ .

৪৭৫. জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার পর (মিম্বরের) উপরেই বসতেন, তারপর পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। ফলে যে তোমাকে বলবে যে, তিনি বসে খুতবা দিতেন সে অবশ্য মিথ্যা বলবে।
[মুসলিম হাদীস একাডেমী-৩৫/৮৬২, ইসলামিক সেন্টার-১৮৭৩]

শব্দার্থ : يَخْطُبُ - তিনি খুত্‌বাহ্‌ দিতেন, فَمَنْ - অতঃপর যে ব্যক্তি, اَنْبَاَكَ - তোমাকে জানাবে, كَذَبَ - সে মিথ্যা বলল।

٤٧٦. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ : اَمَّا بَعْدُ، فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهُ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِ ذٰلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ : وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

৪৭৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চোখ দুটি লাল বর্ণ ধারণ করত ও কণ্ঠস্বর উঁচু হতো, আর তার মেজাজে রাগ বৃদ্ধি পেত; এমনকি মনে হতো তিনি যেন কোন শত্রু সৈন্য সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর বলতেন সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আক্রান্ত হবে (বিপদ-আপদ দ্বারা তোমরা সর্বদা বেষ্টিত রয়েছ)। আর বলতেন : অতঃপর বক্তব্য এই যে, উত্তম হাদীস (বাণী) আল্লাহর কিতাব (কুরআন); উত্তম হিদায়াত বা ত্বরিকা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্বরিকা; নিকৃষ্টতর কর্ম হচ্ছে বিদ'আত প্রত্যেক বিদ'আত কাজই পথভ্রষ্টতা।

মুসলিমের আর একটা রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম ﷺ-এর জুমু'আর দিনের খুতবায় থাকত, আল্লাহর হামদ ও সানা (গুণগান ও প্রশংসা) এর পরপরই উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য রাখতেন।

মুসলিমের অন্য একটা রেওয়ায়াতে আছে যাকে আল্লাহর হিদায়াত দান করেন তাকে গুমরাহ করার কেউ নেই আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দান করার কেউ নেই। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৬৭, ইসলামিক সেন্টার-১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৮৫]

আর নাসায়ীতে আছে, প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

[সহীহ নাসায়ী হাদীস-১৫৭৮]

শব্দার্থ : اِحْمَرَّتْ - লাল হয়ে গেল, عَيْنَاهُ - তার দু' চোখ, وَعَلَا - আর উঁচু হয়ে গেল, صَوْتُهُ - তার আওয়াজ, اِشْتَدَّ - কঠিন হয়ে যেত, غَضَبُهُ - তার রাগ, مُنْذِرٌ - সতর্ককারী, جَيْشٌ - সৈন্যদল, صَبَّحَكُمْ - তোমাদের নিকট সকালে পরে বা পিছনে, مُضِلٌّ - তোমাদের নিকট সন্ধ্যায় পৌঁছবে, اَلْهَدْىُ - হিদায়াত, صَمَّحَكُمْ - তোমাদের নিকট সকালে পৌছবে, وَمَسَّاكُمْ - তোমাদের নিকট সন্ধ্যায় পৌছবে, اَلْهَدْىُ - হিদায়াত, مُحْدَثَاتُهَا - তার নবআবিষ্কার, عَلٰى اِثْرِ - পরে বা পিছনে, مُضِلٌّ - পথভ্রষ্টকারী, هَادِىْ - হিদায়াতকারী।

ব্যাখ্যা : বিদ্আতের অর্থ ঐসব আকিদা ও আমল যা কুরআন ও সুন্নার খেলাপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বৈধ ও পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করা ও আমলে আনা হয়। বহু শিরক ও বিদআত এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ বুদ্ধির মানুষ অনুভব করতে পারে না। তা বোঝার জন্য তাওহীদ ও সুন্নাতের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

٤٧٧. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ .

৪৭৭. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জুমু'আর সালাত দীর্ঘ করা ও খুতবা (অপেক্ষাকৃত) সংক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্ত্বার পরিচায়ক। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৮৬৯, ইসলামিক সেন্টার-১৮৮৭]

শব্দার্থ : قِصَرَ - সংক্ষিপ্ত বা খাটো, خُطْبَتَهُ - তার খুতবাহ, مَئِنَّةٌ - পরিচায়ক, فِقْهِهِ - তার বুদ্ধিমত্তা।

٤٧٨. وَعَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ (رضى) قَالَتْ : مَا اَخَذْتُ : ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ، اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

৪৭৮. উম্মু হিশাম বিনতে হারিসা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি সূরা (ক্বাফ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখ থেকে শিক্ষা করেছি। তিনি সূরাটি প্রত্যেক

জুমু'আয় মিম্বারে উঠে পড়তেন যখন লোকজনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫২/৮৭৩, ইসলামিক সেন্টার-১৮৯২]

শব্দার্থ : أَخَذْتُ - শিক্ষা করেছি বা আমি গ্রহণ করেছি, عَلَى الْمِنْبَرِ - মিম্বারের উপর।

ব্যাখ্যা : জুমআর জামাতে মুসলিম মহিলাদের শামিল হওয়ার জন্য এটা একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ।

٤٧٩. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا، وَالَّذِىْ يَقُوْلُ لَهُ اَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ . وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فِى الصَّحِيْحَيْنِ مَرْفُوْعًا.

৪৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : ইমামের খুতবাহ দেয়ার সময় যে মুসল্লি কথাবার্তা বলবে সে গাধার মতো ভারবাহী জীবমাত্র; আর যে তাকে বলে 'চুপ থাক' তার জুমু'আর সালাত (সার্থক) হয় না। [য'ঈফ আহমদ-১/২৩০/২০৩৩ এর সনদ মুজালিদ ইবনে সা'ঈদ নামক একজন দুর্বল রাবী আছে।]

এ হাদীসটি আবু হুরায়রাহ (রা) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত 'মারফু হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

শব্দার্থ : اَلْحِمَارِ - গাধা, يَحْمِلُ - বহন করে, اَسْفَارًا - বোঝা বা ভার, اَنْصِتْ - তুমি চুপ থাক।

٤٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) : اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامِ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

৪৮০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে- যখন তুমি ইমামের খুতবা দেয়ার সময় তোমার সঙ্গীকে বলবে, 'চুপ থাক' তখন তুমি তোমার সালাতকে অর্থহীন করে দিলে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৯৩৪, আধুনিক প্রকাশনী-৮৮১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৫১, ইসলামিক সেন্টার-১৮৪৫]

শব্দার্থ : فَقَدْ لَغَوْتَ - তুমি অনর্থক কাজ করলে বা বেহুদা কাজ করলে।

٤٨١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ . فَقَالَ : صَلَّيْتَ؟ قَالَ لَا قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

৪৮১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ জুমু'আর খুতবা দিচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছ? সে বলল : না; রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উঠ, দু রাকাআত সালাত আদায় কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৩১, আধুনিক প্রকাশনী-৮৭৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫৫/৮৭৫, ইসলামিক সেন্টার-১৮৯৭]

শব্দার্থ : دَخَلَ - প্রবেশ করল, قُمْ - দাঁড়াও, فَصَلِّ - অতঃপর সালাত আদায় কর।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে দাখিলা মসজিদ সালাত পড়া ওয়াজিব এবং তা খুত্‌বার সময়েও পড়তে হয়। –হুজ্জাতুল্লাহিল্‌ বালিগা, উম্‌দা: ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

٤٨٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنِ .

৪৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা আল মুনাফিকুন পড়তেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৭৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯০৮]

শব্দার্থ : كَانَ يَقْرَأُ : - তিনি পড়তেন।

٢٨٣. وَلَهُ : عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى، وَ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

৪৮৩. মুসলিমে নু'মান ইবনে বাশীর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি দু'ঈদের সালাতে ও জুমু'আর সালাতে 'সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা ও 'হাল আতাকা হাদিসুল গাসিয়া' সূরা দুটি তেলাওয়াত করতেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৭৮, ইসলামিক সেন্টার-১৯০৫]

٤٨٤. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضى) قَالَ : صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْعِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ .

৪৮৪. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঈদের সালাত আদায় করলেন ও (ঐ দিনের) জুমু'আর সালাত না পড়ার রুখসাত দিয়ে বললেন : যার ইচ্ছা হয় সে জুমুআ পড়বে। [সহীহ লিগাইরিহী : আবূ দাউদ হাদীস-১০৭০, নাসায়ী হাদীস-১৫৯১, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩১০, আহমদ-৪/৩৭২, ইবনে খুযামাহ-১৪৬৪, আলী ইবনুল মাদীনী ও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইবনে খুযাইমাহ সহীহ বলেছেন কথাটি সঠিক নয়]

শব্দার্থ : رَخَّصَ - সুযোগ দিয়েছেন বা ছাড় দিয়েছেন।

٤٨٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا .

৪৮৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করবে সে যেন জুমু'আর সালাত আদায় করার পর চার রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৮১, ইসলামিক সেন্টার-১৯১৩]

শব্দার্থ : فَلْيُصَلِّ - অতঃপর সে যেন সালাত আদায় করে।

٤٨٦. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ : اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ، حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذٰلِكَ : اَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجَ

৪৮৬. সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা) হতে বর্ণিত; মু'আবিয়াহ তাঁকে বলেছেন : যখন তুমি জুমু'আর সালাত আদায় তখন অন্য কোন (নফল) সালাতকে তার সাথে মিলাবে না; যতক্ষণ না কথা বলা বা বের হয়ে যাও। একথা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক সালাতকে অন্য সালাতের সঙ্গে সংযোগ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ না আমরা কথা বলি বা (সালাতের) জায়গা ত্যাগ করি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৮৩, ইসলামিক সেন্টার-১৯১৯]

শব্দার্থ : صَلَّيْتَ - তুমি সালাত আদায় করবে, اَلْجُمُعَةُ - জুমু'আহ, تَكَلَّمَ - কথা বলো, اَنْ لاَنُوْصِلَ - আমরা না মিলাই, نَخْرُجَ - আমরা বের হব।

٤٨٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ، حَتّٰى يَفْرُغَ الْاِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهٖ، ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ .

৪৮৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : "যে ব্যক্তি জুমু'আর জন্য গোসল করে' জুমু'আর জামাআতে উপস্থিত হয় আর তার জন্য যতটা মুকাদ্দার (বিধি মোতাবেক) থাকে ততটা সুন্নাত সালাত আদায় করে। তারপর ইমাম সাহেব খুতবাহ শেষ না করা পর্যন্ত নীরব থাকে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে সালাত আদায় করে, তাকে এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত কৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়– উপরন্তু আরো তিন দিন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৫৭, ইসলামিক সেন্টার-১৮৬৪]

শব্দার্থ : اِغْتَسَلَ - গোসল করল বা করবে, اَتٰى - আসলো বা আগমন করল, مَا قُدِّرَ - যা নির্ধারণ করা হয়েছে, حَتّٰى يُفْرُغَ - অবসর হওয়া পর্যন্ত শেষ করা পর্যন্ত, غُفِرَ -ক্ষমা করে দেয়া হয়, بَيْنَهٗ - তার মাঝে, فَضْلٌ - অতিরিক্ত।

٤٨٨. وَعَنْهُ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، يَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ .

৪৮৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : জুমু'আর দিনে এমন একটা সময় রয়েছে তাতে যদি কোন মুসলমান বান্দা সালাতে মাশগুল হয়ে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চায় তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা অবশ্যই দেবেন। সময়টা যে খুব অল্প তা তিনি হাতের ইঙ্গিতে বুঝালেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৩৫, আধুনিক প্রকাশনী ৮৮২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৫২, ইসলামিক সেন্টার-১৮৪৬, মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে সে মুহূর্তটি অতি অল্প, ইসলামিক সেন্টার-১৮৫০]

শব্দার্থ : فِيْهِ - মাঝে, سَاعَةٌ - একটি সময়, يُوَافِقُهَا - তা পেল, يَسْاَلُ - সে চায় বা প্রার্থনা করে, اَعْطَاهُ - তাকে দেন, اِيَّاهُ - তা।

٤٨٩. وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ .

৪৮৯. আবূ বুরদাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি সেটা (দু'আ কবুল হওয়ার উক্ত সময়টি) হচ্ছে খুতবার জন্য ইমামের মিম্বারে বসবার সময় হতে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত। [মারফু হিসেবে এটি য'ঈফ, মাওকুফ হিসেবে সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৫৩, ইসলামিক সেন্টার-১৮৫২]

শব্দার্থ : مَا بَيْنَ - যা (আছে) মাঝে, اَنْ تَقْضِىَ - (সালাত) সম্পাদন করা।

٤٩٠-٤٩١. وَفِى حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ اَبِىْ دَاوٗدَ، وَالنَّسَائِىِّ : (اَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَي غُرُوْبِ الشَّمْسِ) وقَدْاخْتُلِفَ فِيْهَا عَلٰى اَكْثَرَ مِنَ اَرْبَعِيْنَ قَوْلًا، اَمْلَيْتُهَا فِىْ شَرْحِ الْبُخَارِىِّ .

৪৯০-৪৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কর্তৃক ইবনে মাজাতেও আছে এবং জাবির (রা) কর্তৃক আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত সময়টি হচ্ছে আসরের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ৪০ প্রকারেরও বেশি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বুখারীর টীকায় আমি (ইবনে হাজর) এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৩৯, আবূ দাউদ হাদীস-১০৪৮, নাসায়ী হাদীস-১৪৩০, ফাতহুলবারী-২/৪১৬]

শব্দার্থ : غُرُوْبٌ - অস্ত যাওয়া।

٤٩٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ اَنَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً .

৪৯২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : ৪০ জন বা ততোধিক মুসল্লির জন্য জুমু'আর সালাত (জামাআতে) পড়া একটা চিরাচরিত ত্বরিকা।

[মাওযূ, দারেকুত্বনী-২/৩-৪/১]

শব্দার্থ : مَضَتْ - অতিক্রম করেছে বা চলছে বা অব্যাহত আছে, اَلسُّنَّةُ - সুন্নাত, فَصَاعِدًا - আরো অধিক।

٤٩٣. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ .

৪৯৩. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মু'মিন ও মু'মিনা সকলের জন্য প্রতি জুমু'আতে ইসতিগফার করতেন (ক্ষমা চাইতেন)।

[মাওযূ বাযযার-১/৩০৭-৩০৮]

٤٩٤. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِى الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ اٰيَاتٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

৪৯৪. জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী ﷺ খুতবাতে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতেন ও জনগণকে নসিহাত (আদেশ-উপদেশ) করতেন। [হাসান আবু দাউদ হাদীস-১১০১, মুসলিমে এর মূল বক্তব্য রয়েছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৬৬, ইসলামিক সেন্টার-১৮৭২]

শব্দার্থ : كَانَ - ছিল, فِى الْخُطْبَةِ - খুত্‌বাতে, اٰيَاتٍ - অনেক আয়াত, مِنَ الْقُرْاٰنِ - কুরআন হতে, يُذَكِّرُ - উপদেশ দিতেন।

٤٩٥. وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا عَلٰى اَرْبَعَةٍ: مَمْلُوْكٌ، وَامْرَاَةٌ : وَصَبِىٌّ، وَمَرِيْضٌ .

৪৯৫. ত্বারিক ইবনে শিহাব (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করা সকল মুসলমানের ওপর একটি ফরয কাজ। তবে চার প্রকার লোকের উপর তা ফরয নয়। ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, বালক ও অসুস্থ ব্যক্তি। তবে ইমাম হাকিমের রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত ত্বারিক বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা (রা) হতে। (অতএব, হাদীসটি মাওসুল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত।)

শব্দার্থ : حَقٌّ - সত্য বা বাস্তব, وَاجِبٌ - ফরয্‌, مَمْلُوْكٌ - ক্রীতদাস, اِمْرَاَةٌ - স্ত্রীলোক, وَصَبِىٌّ - শিশু, وَمَرِيْضٌ - এবং অসুস্থ ব্যক্তি।

٤٩٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلٰى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ .

৪৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসাফিরের উপর জুমু'আর সালাত নেই। [সহীহ তাবারানী আল-আওসাত্ব হাদীস-৮২২-এর সনদ দুর্বল, কিন্তু হাদীদের অনেক শাহিদ আছে বিধায় তা সহীহ।]

শব্দার্থ : لَيْسَ - নেই, عَلٰى مُسَافِرٍ - মুসাফিরের জন্য।

٤٩٧. وَعَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا .

৪৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন ঠিকভাবে মিম্বারে দাঁড়াতেন, তখন আমরা তাঁকে আমাদের সম্মুখে করে নিতাম। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-২০৯, হাদীসটি সনদ দুর্বল বটে, তবে সাহাবাদের অনেক আসার দ্বারা এটি প্রমাণিত সুন্নাত।]

শব্দার্থ : اِذَا اسْتَوٰى - সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, عَلَى الْمِنْبَرِ - মিম্বারের উপর, اِسْتَقْبَلْنَاهُ - আমরা তাঁকে সম্মুখে করতাম, بِوُجُوْهِنَا - আমাদের চেহারা দ্বারা।

٤٩٨. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَةَ.

৪৯৮. এই হাদীসের পৃষ্ঠপোষক হাদীস হচ্ছে, ইবনে খুযায়মাহ (রা) কর্তৃক সংকলিত বারা ইবনে আযিব (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ।
[ইবনে খুযায়মাহতে হাদীসটি পাওয়া যায়নি।]

শব্দার্থ : شَاهِدٌ - সমার্থক।

٤٩٩. وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ (رضى) قَالَ : شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ .

৪৯৯. হাকাম ইবনে হাযন (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : আমরা নবী করীম ﷺ সাথে জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর করে (খুতবায়) দাঁড়িয়েছিলেন। [হাসান আবু দাউদ, হাদীস-১০৯৬]

শব্দার্থ : شَهِدْنَا - আমরা উপস্থিত হলাম, مُتَوَكِّئًا -ভর করে, লাঠি, اَوْقَوْسٍ - অথবা ধনুক।

١٣. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

১৪. অনুচ্ছেদ : ভীতিকর অবস্থার সময়ের সালাত

যাঁরা সত্যিকার মুসলিম তাঁরা অবশ্য ইসলাম ধর্মে সালাতের গুরুত্ব কত বেশি তা জীবন বিপন্নকালীন এই সালাত হতে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

٥٠٠. عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ : اَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى، فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

৫০০. সালিহ ইবনে খাওয়াত (রা) এমন এক সাহাবী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি যাতুররিকা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ভীতিকালীন অবস্থায় সালাত পড়েছিলেন। (রাবী ঐ দিনের সালাতের পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলেন) এক দল (মুসলিম সেনা) সালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবদ্ধ হলেন, আর একদল শত্রু-সৈন্যের মুকাবিলায় থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি এক রাক'আত সালাত পড়লেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন আর তার পিছনের সাহাবীবৃন্দ তাঁদের অবশিষ্ট আর এক রাক'আত সালাত আদায় করতে নিয়ে শত্রু সেনার মুকাবিলায় গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এলে তিনি তাঁদের নিয়ে (তাঁর) অবশিষ্ট রাক'আতটি পড়লেন। তারপর তিনি তাশাহহুদে গিয়ে বসেই রইলেন, এই সুযোগে এ দলটিরও তাঁদের বাকি আর এক রাক'আত নিজেরা পড়ে নিলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে একই সাথে সালাম ফেরালেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪১২৯, আধুনিক প্রকাশনী-৩৮১৯, মুসলিম হাদীস-৮৪২, ইসলামিক সেন্টার-১৮২৫, উল্লিখিত শব্দ মুসলিম হতে গৃহীত। ইবনে মান্দা সংকলিত আলমারিফাহ গ্রন্থে সালিহ ইবনে খাওয়াত তার পিতা খাওয়াত হতে এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

শব্দার্থ : ذَاتُ الرِّقَاعِ - পট্টিওয়ালা বা যুদ্ধের নাম, صَلَاةُ الْخَوْفِ - ভীতির সালাত, طَائِفَةٌ - এক দল, وِجَاهٌ - সম্মুখে বা সামনে, اَلْعَدُوِّ - শত্রুর, ثُمَّ ثَبَتَ - অতঃপর স্থির থাকলেন, اِنْصَرَفُوْا - তারা ফিরে আসলো, فَصَفُّوْا- অতঃপর তারা কাতারবদ্ধ হলো, بَقِيَتْ - অবশিষ্ট ছিল বা বাকি ছিল, لِاَنْفُسِهِمْ - তারা নিজে নিজে বা নিজেদের জন্য।

٥٠١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَاَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوْا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ -

৫০১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নাজদ এলাকায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে ছিলাম। আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হলাম। (এমতাবস্থায়) শত্রুসেনার সামনে (আসরের) সালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত পড়ালেন (নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে)।

একদল (মুসলিম সেনা) তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়াল আর একদল শত্রু সেনার সামনে এগিয়ে গেল। যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে থাকতেন তাঁদের তিনি একটা রুকু ও দুটি সিজদা করালেন। তারপর এরা সালাত না পড়া অন্য দলের স্থলে (শত্রু সেনার মুকাবিলায়) চলে গেলেন। এবারে সালাত না পড়া দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এলে তিনি এঁদেরও একটি রুকু ও দুটি সিজদা করালেন। তারপর (তিনি একাকী) সালাম ফেরালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরার পর পরবর্তী দলটির প্রত্যেকেই নিজেরা দাঁড়িয়ে নিজেদের একটি রুকু ও দুটি সিজদা করলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৯৪২, আধুনিক প্রকাশনী-৮৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৩৯, ইসলামিক সেন্টার-১৮১৯, ১৮২১]

শব্দার্থ : غَزَوْتُ - আমি যুদ্ধ করেছি, قِبَلَ نَجْدٍ - নাজদের দিকে, فَوَازَيْنَا - আমরা মুখোমুখী হলাম, فَصَافَفْنَا - আমরা সারিবদ্ধ হলাম, اَقْبَلَتْ - সামনে আগল, اَقْبَلَتْ - সামনে আগাল, بِهِمْ - তাদের সাথে, لِنَفْسِهِ - নিজের জন্য।

٥٠٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ : صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُوْدَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ .... فَذَكَرَالْحَدِيْثَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْاَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ، ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْاَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِى ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ . وَفِيْ اٰخِرِهِ : ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا .

৫০২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভয়কালীন অবস্থায় সালাতে হাজির ছিলাম। তিনি আমাদের দুটি কাতারে সারিবদ্ধ করালেন, একটি কাতার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থাকল, আর শত্রুসেনা দল আমাদের ও কিবলার মধ্যে রইল। এ সময় নবী করীম ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বললেন। আমরা সকলেই 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তারপর তিনি রুকু করলেন, আমরাও রুকু করলাম। তারপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও একই সাথে সকলেই মাথা উঠালাম। তারপর তিনি তাঁর নিকটতম কাতারটি সহ-সিজদায় পড়ে গেলেন আর পিছনের কাতারটি সিজদায় না গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সিজদা পূর্ণ হলে

তাঁর নিকটের কাতারটি দাঁড়াল। হাদীসটির বাকি অংশ মূল কিতাবে শেষ পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "তারপর তিনি সিজদা করলেন ও তাঁর সঙ্গে প্রথম কাতারও সিজদা করল। তারপর যখন তাঁরা দাঁড়ালেন তখন দ্বিতীয় কাতার সিজদা করল। তারপর প্রথম কাতার পিছিয়ে গেল ও দ্বিতীয় কাতার অগ্রসর হলো" –এর পর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ এতেও বর্ণিত হয়েছে, এরই বর্ণনার শেষাংশে আছে– তারপর নবী করীম ﷺ ফিরালেন আমরাও তাঁর সঙ্গে সকলেই সালাম ফিরালাম।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৪০, ইসলামিক সেন্টার-১৮২২, ১৯২৩]

শব্দার্থ : شَهِدْتُ - আমি উপস্থিত ছিলাম, فَصَفَّنَا - আমাদের সারিবদ্ধ করালেন, وَرَفَعْنَا - আমরা উত্তোলন করলাম, انْحَدَرَ - তিনি অবনমিত হলেন, يَلِيْهِ - তার নিকটে, فِيْ نَحْرِ - সামনে বা সম্মুখে, قَضٰى - শেষ করলেন, تَأَخَّرَ - পিছিয়ে গেল, تَقَدَّمَ - এগিয়ে গেল বা অগ্রসর হলো।

٥٠٣. وَلِاَبِيْ دَاوُدَ : عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ : اِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ .

৫০৩. আবূ 'আইয়্যাশ হতে আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে" এ ঘটনাটি উসফান নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘটেছিল। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১২৩৬]

٥٠٤. وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلّٰى بِاٰخَرِيْنَ اَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ -

৫০৪. জাবির (রা) হতে নাসায়ীতে অন্যসূত্রে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের একদলকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন, অতঃপর অন্য দল নিয়ে দু'রাক'আত সালাত পড়লেন তারপর সালাম ফিরালেন।
[সহীহ নাসায়ী হাদীস-১৫৫২]

শব্দার্থ : بِاٰخَرِيْنَ - অন্যদের সাথে।

٥٠٥. وَمِثْلُهُ لِأَبِيْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ.

৫০৫. আবূ বাকরাহ (রা) হতে আবূ দাউদে এরূপ আরো একটি হাদীস রয়েছে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১২৪৮]

٥٠٦. وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا .

৫০৬. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ভয়ের অবস্থায় (দু'দলের মাঝে এদের এক রাক'আত ও ওদের এক রা'আত পড়িয়েছেন। (অর্থাৎ প্রত্যেক দলকে শুধুমাত্র এক রাক'আত করে সালাত পড়িয়েছেন।) তাঁরা ঐ সালাত (আর) পূর্ণ করেননি। [সহীহ আহমদ-৫/৩৮৫, ৩৯৯, আবূ দাউদ হাদীস-১২৪৬, নাসায়ী হাদীস-১৫৩০, এটি ইবনে হিব্বানে নেই।]

শব্দার্থ : بِهَؤُلَاءِ - এদের সাথে, وَلَمْ يَقْضُوْا - তারা পূর্ণ করেনি।

٥٠٧. وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى).

৫০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ রকম একটি হাদীস ইবনে খুযায়মাতেও রয়েছে। [সহীহ ইবনে খুযায়মাহ হাদীস-১৩৪৪]

٥٠٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ .

৫০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: ভয়ের সময়ের সালাত এক রাক'আত, তা যে কোনো নিয়মেই হোক। [মুনকার বাযযার-৬৭৮]

শব্দার্থ : عَلَى أَيِّ - যে কোনো পদ্ধতিতে।

٥٠٩ وَعَنْهُ مَرْفُوْعًا : لَيْسَ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ .

৫০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত; ভয়কালীন সালাতে 'সাহু সিজদাহ নেই। [য'ঈফ দারেকুত্বনী-২/৫৮/১]

শব্দার্থ : سَهْوٌ - সাহু সাজদাহ।

١٥. بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

১৫. অনুচ্ছেদ : দু'ঈদের সালাত

মুসলিম জাতি তার জাতীয় জীবনের সুগভীর অর্থবাহী সত্ত্বার উপলব্ধি সুষম ও সুসংযত আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে করুক– এটাই হচ্ছে ইসলামের উভয় ঈদের বিশেষ লক্ষ্য।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত পর্বাদি উদযাপনের ধরন-করণ ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের মহান দুটি ঈদ পর্বের যথাযথ মূল্যায়ন অতি সহজেই হতে পারে। ইসলামের যে কোনো অনুষ্ঠান ও পর্ব্বানুষ্ঠান আবিলতামুক্ত ও উচ্চমান সম্পন্ন।

٥١٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْاَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ .

৫১০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : 'ঈদুল ফিতর ঐটি যেটিতে লোকজন ইফতার বা রোযা রাখার দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে। আর ঈদুল আযহা ঐটি, যেটিতে লোকজন কুরবানী করে থাকে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৮০২]

শব্দার্থ : اَلْفِطْرُ - ঈদুল ফিতর, وَالْاَضْحٰى - এবং ঈদুল আযহার।

٥١١. وَعَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، اَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا، فَشَهِدُوْا اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ، فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُفْطِرُوْا، وَاِذَا اَصْبَحُوْا يَغْدُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ .

৫১১. আবূ উমাইর ইবনে আনাস (রা) তাঁর চাচা সম্পর্কীয় সাহাবী (রা)-গণের নিকট হতে বর্ণনা করেন, একদল আরোহী বিদেশ হতে এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করলেন ও পরের দিন সকালে 'ঈদগাহে যেতে আদেশ করলেন। [সহীহ আহমদ-৫/৫৭, ৫৮, আবূ দাউদ হাদীস-১১৫৭, এখানে বর্ণিত শব্দ আবূ দাউদ হতে নেয়া।]

শব্দার্থ : عُمُوْمَةٌ - চাচা, رَكْبًا - আরোহী, দল, কাফেলা, فَشَهِدُوْا - সাক্ষ্য দিলো, رَاَوُا - তারা দেখেছে, اَلْهِلَالَ - নতুন চাঁদ, بِالْاَمْسِ - গতকাল। اَصْبَحُوْا - তারা ভোরে উপনীত হবে, يَغْدُوْا - সকাল সকাল যেতে, مُصَلَّاهُمْ - তাদের ঈদের ময়দানে।

ব্যাখ্যা : ২৯ শওয়ালে চাঁদ ওঠার খবর বিলম্বে পাওয়া গেলে রোযা ছেড়ে দিতে হবে। এবং পরের দিন ২ শওয়াল ঈদ লালন করতে হবে। ফলে বোঝা যাচ্ছে সালাত আগের দিন না পড়ে সকলে মিলে পরের দিবসে একসঙ্গে পড়া উচিত হবে।

٥١٢. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ. وَفِىْ رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ- وَوَصَلَهَا اَحْمَدُ- وَيَاْكُلُهُنَّ اَفْرَادًا.

৫১২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাবার পূর্বে কিছু সংখ্যক (বিজোড়) খেজুর না খেয়ে যেতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৫৩, আধুনিক প্রকাশনী-৮৯৯, বুখারীতে মু'আল্লাক সনদে এবং ইমাম আহমদ মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। এ খেজুরগুলো তিনি একটি একটি করে খেতেন। হাসান আহমদ-৩২৬, এ শব্দ আহমদের আর বুখারীতে বিতর (বিজোড়) শব্দ উল্লেখ আছে।]

শব্দার্থ : لَايَغْدُوْ - সকালে যেতেন না, يَوْمَ الْفِطْرِ - ঈদুল ফিত্‌র এর দিনে, تَمَرَاتٍ - কয়েকটি খেজুর।

٥١٣. وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمِ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّىَ.

৫১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, বুরাইদাহ (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন না খেয়ে ঈদগাহ বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন সালাত না পড়ে কিছু খেতেন না। [হাসান, আহমদ-৫/৩৫২, তিরমিযী হাদীস-৫৪২, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৮১২, তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : لَايَطْعَمُ - তিনি খেতেন না, يَوْمَ الْاَضْحٰى - ঈদুল আযহার দিনে।

٥١٤. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ : أُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى .

৫১৪. উম্মে আত্বীয়াহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রারম্ভিক যৌবনা যুবতী ও ঋতুবতী নারীদেরকে ঈদগাহ্ নিয়ে যাবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তারা উপস্থিত হবে পুণ্যময় কাজে এবং মুসলিম সাধারণের সাথে দু'আতে অংশগ্রহণ করবে। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ মুসাল্লা (সালাত পড়া) হতে আলাদা থাকবে। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩২৪, আধুনিক প্রকাশনী-৩১৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৯০, ইসলামিক সেন্টার-১৯৩৩]

শব্দার্থ : اَلْعَوَاتِقَ - যুবতী মেয়ে, اَلْحُيَّضُ - ঋতুবতীনারী, يَشْهَدْنَ - তারা উপস্থিত হবে, يَعْتَزِلُ - দূরে অবস্থান করবে।

٥١٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ : يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

৫১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) তাঁরা সকলেই উভয় ঈদের সালাতে খুতবা দেয়ার পূর্বে পড়তেন। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৬৩, আধুনিক প্রকাশনী-৯০৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৮৮, ইসলামিক সেন্টার-১৯২৯]

শব্দার্থ : كَانُوْا يُصَلُّوْنَ - তারা সালাত আদায় করত।

٥١٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا .

৫১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ঈদের সালাত মাত্র দু'রাক'আত আদায় করেছেন, তার পূর্বে বা পরে কোনো সালাত আদায় করেননি। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৬৪, আধুনিক প্রকাশনী-৯০৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৯০, ইসলামিক সেন্টার-১৯৩৪, আবূ দাউদ হাদীস-১১৫৯, নাসায়ী হাদীস-১৫৮৭, তিরমিযী হাদীস-৫৩৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৯১, আহমদ-১/৩৪০ / হাদীস-৩১৫৩]

٥١٧. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ بِلَا اَذَانٍ، وَّلَا اِقَامَةٍ .

৫১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আযান এবং ইক্বামাত ব্যতীতই ঈদের সালাত পড়েছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১১৪৭, বুখারীতে এর মূল বক্তব্য রয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৫৯]

শব্দার্থ : بِلَااَذَانٍ - কোনো আযান ছাড়া, وَّلَا اِقَامَةٍ - এবং ইকামাত ছাড়া।

٥١٨. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَاِذَا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

৫১৮. আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঈদের পূর্বে কোনো সালাত আদায় করতেন না। যখন তিনি বাড়ি ফিরতেন– দু'রাকআত সালাত পড়তেন। [হাসান, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৯৩]

শব্দার্থ : رَجَعَ - ফিরে আসতেন, اِلٰى - দিকে, مَنْزِلِهٖ - তার বাড়ি।

٥١٩. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى، وَاَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَاُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلِ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَاْمُرُهُمْ.

৫১৯. উক্ত সাহাবী আবূ সা'ঈদ (রা) হতে আরো বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন মুসাল্লা বা ঈদগাহে যেতেন এবং সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে তিনি সালাত শুরু করতেন। সালাত শেষ করে জনগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনগণ তাদের কাতারেই থাকত। অতঃপর তাদের তিনি উপদেশ দিতেন ও আদেশ করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৫৬, আধুনিক প্রকাশন-৯০২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৮৯, ইসলামিক সেন্টার-১৯৩০]

শব্দার্থ : كَانَ يَخْرُجُ - তিনি বের হতেন, وَاَوَّلُ - এবং প্রথম, يَبْدَاُ - শুরু করেন, فَيَقُوْمُ- অতঃপর দাঁড়াতেন, مُقَابِلَ - সম্মুখে, বা সামনে, عَلٰى صُفُوْفِهِمْ - তাদের কাতারে, فَيَعِظُهُمْ - অতঃপর তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। وَيَاْمُرُهُمْ - এবং তাদের আদেশ করতেন।

٥٢٠. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِي الْاٰخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا .

৫২০. 'আমর ইবনে শু'আইব (রা) তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি (আমাদের দাদা) বলেন : নবী কারীম ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিতর-এর সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকআতে সাত ও পরবর্তী রাক'আতে পাঁচ আর কিরআত উভয় ক্ষেত্রেই তাকবীরের পর। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১১৫১, এর সনদ; দুর্বল হলেও অনেক শাহিদ থাকাতে হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযী তার উস্তাদ ইমাম বুখারী হতে এর বিশুদ্ধতার কথা বর্ণনা করেছেন। আল 'ইলালুল কাবীর-১/২৮৮]

শব্দার্থ : فِي الْاُوْلٰى - প্রথম রাকআতে, خَمْسٌ - পাঁচ, فِي الْاٰخِرَةِ - পরবর্তী রাক'আতে বা শেষ রাক'আতে, كِلْتَيْهِمَا - উভয় ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা : উভয় ঈদ সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ও সময় সম্বন্ধে কুফাবাসীদের আমল অন্যরূপ ছিল। এ সম্বন্ধে হানাফি মুহাদ্দিস শাহ্ ও লিউল্লাহ (রহ) মন্তব্য করেছেন : উভয় প্রকার আমল সুন্নাত শ্রেণীভূক্ত, তবে কিরাআতের আগে প্রথম রাকআতে সাত ও দ্বিতীয় রাকআত পাঁচ তাকবীর বলা আমলটি অগ্রগণ্য। (হুজ্জা : ২য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা দ্র:)

٥٢١. وَعَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ. (ق)، وَ اقْتَرَبَتْ .

৫২১. আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ইকতারাবাত' তেলাওয়াত করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৯১, ইসলামীক সেন্টার ১৯৩৫]

٥٢٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ .

৫২২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে (যাতায়াতকালে) রাস্তা বদলাতেন।

[সহীহ লিগাইরিহী : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৯৮৬, আধুনিক প্রকাশনী-৯২৯]

শব্দার্থ : خَالَفَ - পরিবর্তন করতেন, اَلطَّرِيْقَ - রাস্তা।

٥٢٣. وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوُهُ.

৫২৩. আবূ দাউদেও ইবনে উমর (রা) হতে এ রকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[সহীহ আবূ দাউদ, হাদীস-১১৫৬]

٥٢٤. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيْهِمَا. فَقَالَ : قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحٰى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ .

৫২৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখনকার যুগে তারা (মদীনাবাসীগণ) দুটি দিনে খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ এ দুটি দিনের বদলে দুটো উত্তম দিন তোমাদেরকে দিয়েছেন। 'ঈদুল আযহার দিন ও 'ঈদুল ফিতরের দিন।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১১৩৪, নাসায়ী হাদীস-১৫৫৬]

শব্দার্থ : قَدِمَ - আগমন করলেন, يَوْمَانِ - দু' দিন, اَبْدَلَكُمْ - তোমাদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

٥٢٥. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا

৫২৫. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : সুন্নাত হচ্ছে ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-৫৩০]

শব্দার্থ : اَنْ يَخْرُجَ - বের হওয়া, اِلَى الْعِيْدِ - ঈদগাহে, مَاشِيًا - পায়ে হেঁটে।

٥٢٦. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهُمْ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ. فَصَلّٰى بِهِمْ اَلنَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ .

৫২৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; 'ঈদের দিনে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নবী করীম ﷺ তাঁদের নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন।
[মুনাকার : আবূ দাউদ হাদীস-১১৬০]

শব্দার্থ : اَصَابَهُمْ - তাদের পেয়ে গেল বা তাদের উপর পতিত হলো, مَطَرٌ - বৃষ্টি, فَصَلّٰى - অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন।

١٥. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

১৬. অনুচ্ছেদ : চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত

সকল সৃষ্টির শ্রষ্টার পরিচালক ও সংরক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। ভালো মন্দের একমাত্র মালিকও একমাত্র তিনি তবে অনুমতি ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে সৃষ্ট জগতের অনেক কিছুর ব্যাপারে অদ্ভুত ধারণা রাখে ও সে আলোকে অবস্থিত কর্মসূচীও গ্রহণ করে থাকে। সেরকম ধারণারও অংশ হিসেবে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে ও অবাস্তত ধারণা কর্মসূচী গ্রহণের ধারা জাহেলিয়াত যুগে আরব জগতে ছিল এবং এখনো ও বিজাতীয়দের মধ্যে রয়েছে। এরই খন্ডনে ও বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে মহানবী ﷺ প্রয়াস নিয়েছিলেন যার প্রতি বিশ্বাস রাখা ও আমল করা প্রতি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

٥٢٧. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ : اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ : اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهٖ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا، فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا، حَتّٰى تَنْكَشِفَ . وَفِى رِوَايَةٍ حَتّٰى تَنْجَلِىَ.

৫২৭. মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইবরাহীমের (রাসূলুল্লাহ ﷺ পুত্রে) মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ হয়। এতে লোকেরা বলতে শুরু করে যে, মহানবী ﷺ-এর সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন বিশেষ। এদের গ্রহণ কোনো মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এ রকম দেখবে তখন গ্রহণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ও মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৪৩, আধুনিক প্রকাশনী-৯৮০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯১৫, ইসলামীক সেন্টার-১৯৯৮, বুখারীর অন্য একটি বর্ণনাতে আছে 'গ্রহণ মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত' তাওহীদ প্রকাশনী-১০৬০, আধুনিক প্রকাশনী-৯৯৫]

শব্দার্থ : اِنْكَسَفَتْ - সূর্যগ্রহণ হলো, عَلٰى عَهْدِ - যুগে বা সময়ে, يَوْمَاتَ - যেদিন ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করল, اِبْرَاهِيْمُ - لِمَوْتِ - মৃত্যুর কারণ, اٰيَتَانِ - নিদর্শনাবলী, لِحَيَاتِهِ - জন্মের কারণে, رَأَيْتُمُوْهُ - তোমরা তা দেখবে, فَادْعُوْا - দু'আ করো, تَنْكَشِفَ - গ্রহণমুক্ত হওয়া বা পরিষ্কার হওয়া বা স্পষ্ট হওয়া।

٥٢٨. وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ بَكْرَةَ (رضى) فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

৫২৮. বুখারীতে আবু বকর (রা)-এর রেওয়ায়াতে আছে "সালাত পড়বে ও দু'আ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের এ অবস্থা দূর হয়।"

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৪০, আধুনিক প্রকাশনী-৯৭৭]

শব্দার্থ : مَابِكُمْ - তোমাদের বর্তমান অবস্থা, يَنْكَشِفَ - দূরীভূত হয় বা খুলে যায়।

٥٢٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ، وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ. اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

৫২৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ গ্রহণের সালাতে কির'আত সশব্দে তেলাওয়াত করতেন ও দুরাক'আত সালাতে চারটি রুকূ ও চারটি সিজদাহ করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৬৫, আধুনিক প্রকাশনী-১০০০, মুসলিম, হাদীস একা-৫/৯০১, ইসলামীক সেন্টার-১৯৭০, এখানে বর্ণিত শব্দ মুসলিমের। মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে "তিনি ঘোষণা দেয়ার জন্য একঘোষক প্রেরণ করলেন সালাতের জামাআত আনুষ্ঠিত হচ্ছে।" হাদীস-১৯৬৯]

শব্দার্থ : جَهَرَ - প্রকাশ করেন বা সশব্দে পড়েন, صَلَاةِ الْكُسُوْفِ - চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সালাত, بِقِرَاءَتِهِ - তার ক্বিরাআত।

٥٣٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيًا ، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ دَاللّٰهُ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ .

৫৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তাতে তিনি এই পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কির'আত পাঠ করলেন, সূরা বাক্বারা পড়ার সমপরিমাণ সময় ধরে। তারপর একটি দীর্ঘ রুকু করলেন, তারপর মাথা উঠালেন, তারপর আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কির'আত পাঠ করলেন। এটা ছিল পূর্ববর্তী কির'আতের থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর একটি দীর্ঘ রুকু করলেন। এটা পূর্ববর্তী রুকুর থেকে কিছু কম সময় ধরে ছিল।

তারপর সিজদা করলেন, তারপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, এ কিয়ামটা ছিল প্রথম কিয়ামের থেকে কম সময়ের জন্য। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন, রুকুটা ছিল– প্রথম রুকুর থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন– যা ছিল প্রথম কিয়ামের থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন যা প্রথম রুকুর থেকে সময় কম ছিল, তারপর মাথা উঠালেন অতঃপর সিজদা করলেন ও সালাত সমাপ্ত করলেন। ইত্যবসরে গ্রহণমুক্ত হয়ে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর লোকদের জন্য একটি খোতবা দিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-১০৫২, আধুনিক প্রকাশনী-৯৮৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭/৯০৭, ইসলামীক সেন্টার হাদীস-১৯৮৫, উল্লেখিত শব্দ বুখারী থেকে গৃহীত।]

শব্দার্থ : قِيَامًا طَوِيْلًا - দীর্ঘ ক্বিয়াম, نَحْوَ - দিকে, دُوْنَ - কম সময়ে, اَلْقِيَامِ الْاَوَّلِ - প্রথম ক্বিয়াম, رُكُوْعًا طَوِيْلاً - দীর্ঘ রুকু, اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ - সূর্যগ্রহণ হলো, عَهْدٌ - যুগ, نَحْوٌ - মতো, অনুরূপ, اِنْصَرَفَ - সালাম ফিরল বা শেষ করল, تَجَلَّتْ - প্রকাশ পেল বা পরিষ্কার হলো।

ব্যাখ্যা : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। একে কেউ ওয়াজিব বলেছেন, তবে সুন্নাত হওয়াটা বেশি দলীল সম্মত। অধিকাংশের মতে এ সালাত দু'রাকআত, প্রত্যেক রাকআতে দুটি কিয়াম ও কিরাআত দুটি, দুটি রুকু আর অন্য সালাতের অনুরূপ দুটি সিজদা– প্রতি রাকআতের জন্য। (মিশরীয় টীকা)

* মুসলিম শরীফে জাবির (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ ৬টি রুকু ও চারটি সিজদায় (দু'রাক্আত) সালাত পড়েছিলেন।

* আবূ দাউদে উবায় ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ এই সালাত পড়লেন– পাঁচ রুকু ও দুই সিজদায়। দ্বিতীয় রাকআতেও তাই করলেন।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের দীর্ঘয়িতা রুকু সাজদাতে কিয়ামের পরিসংখ্যাটি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের অবস্থা পরিধি ও স্থায়ীত্বের উপর নির্ভরশীল যতক্ষণ না গ্রহণ কেটে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতকে দীর্ঘ করে পড়ার বিধান রাখা হয়েছে। এবং দীর্ঘ করতে গিয়ে যেমন কিয়াম ও কিরাত লম্বা হবে তেমন কিয়াম রুকু ও সাজদার পরিসংখ্যান ও বৃদ্ধি পাবে এটাই শারঈ বিধানগতভাবে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের সালাতের প্রকৃত অবস্থা।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : صَلّٰى حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِيْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি আট রুকু ও চার সিজদা সহকারে সালাত আদায় করেছেন। [এ বর্ণনাটি শায, সনদ দুর্বল, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮/৯০৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৮৭]

৫৩১. وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذٰلِكَ.

৫৩১. আলী (রা) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে– মুসলিম।

[হাদীস একাডেমী-১৮/৯০৮, ইসলামিক সেন্টার-১৯৮৭, আহমদ-১/১৪৩, হাদীস-১২১৫]

৫৩২. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ (رضى) صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

৫৩২. মুসলিমে জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬টি রুকু ও চারটি সিজদায় (দু'রাকআত) সালাত আদায় করেছিলেন।

[শায, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০/৯০৪, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৭৮]

٥٣٣. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَالِكَ.

৫৩৩. আবূ দাউদ উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সালাত আদায় করলেন– পাঁচ রুকু ও দুই সিজদায়। দ্বিতীয় রাক'আতেও তাই করলেন। [মুনকার আবূ দাউদ হাদীস-১১৮২]

٥٣٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : مَا هَبَّتِ الرِّيْحُ قَطُّ اِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا .

৫৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; ঝড় (তুফান) হলেই নবী করীম ﷺ হাঁটু পেতে বসে পড়তেন আর এই বলে দো'আ করতেন, হে মহান আল্লাহ! তুমি একে আমাদের জন্য রহমত (কল্যাণকর) কর, আর তাকে তুমি (আমাদের জন্য) আযাবে পরিণত কর না। [(য'ঈফ মুসনাদ শাফিঈ-১/১৭৫/৫০৭, আল উম্ম-১/২০, তাবারানী কাবীর-১১/২১৩-২১৪, ১১৫৩৩]

শব্দার্থ : هَبَّتْ رِيْحٌ - বায়ু প্রবাহিত হলো বা ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হলো, جَثَا - হাঁটু পেতে বসল, اِجْعَلْهَا - সেটা করে দাও বা পরিণত করো।

وَعَنْهُ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ : هٰكَذَا صَلَاةُ الْاٰيَاتِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমিকম্পের সময় ছয়টি রুকু ও চারটি সিজদায় (দুরাক'আত) সালাত আদায় করলেন, এবং তিনি বললেন : এটি হচ্ছে– মহান আল্লাহর আয়াত বা বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ কালের সালাত। [সহীহ বায়হাক্বী কুবরা-৩/৩৪৩]

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) مِثْلَهُ دُوْنَ اٰخِرِهِ.

ইমাম শাফিঈ আলী (রা) হতে শেষ অংশবাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করছেন। [বায়হাক্বী কুবরা-৩/৩৪৩]

١٧. بَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

১৭. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

মুসলিম জীবনের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম বিশ্বাস হচ্ছে– সকল বস্তুর স্রষ্টা ও মূলদাতা একমাত্র আল্লাহ। হাদীস শরীফে আছে– আমাদের সীমাহীন অনাচার হেতু অনাবৃষ্টি ও অতিখরা হয়ে থাকে।

সমগ্র সৃষ্টি জগৎ যে একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে তারাই অধিনেও তারই হুকুমে চলে এবং সকল কিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে। অমানুষ ভুলে যায় ও কার্যত শ্রষ্টার নেয়ামতকে অস্বীকার করে বসে, তাই আল্লাহর কখনো কখনো তার বিশ্বাস ক্ষমতার নিশ্চিত পরিদর্শন করে থাকেন, গাফিল ও হিদায়াত বিমুখ বান্দাদের পূর্ণ সচেতনের জন্য আবার কখনো আযাব স্বরূপ প্রকৃতিক বিপর্যয় অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দিয়ে থাকেন, এমন কোন নিদর্শন যখন আমাদের সামনে জমে যাবে।

এমতাবস্থায় মানুষের উচিত হবে– খালেস নিয়তে আপন আপন পাপকার্য হতে তওবা করে তা হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং যাকাত উশর ইত্যাদি আদায় করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। তারপর মহানবীর শিক্ষানুযায়ী ইস্তেসকার সালাতের জন্য ময়দানে বেরিয়ে যাওয়া। বৃষ্টির প্রার্থনায় যে সালাত পড়া হয় তাই ইসতেসকার সালাত। যদি আল্লাহর দরবারে মানুষের কৃতপাপের তওবা কবুল হয়ে যায় তবে এ বৃষ্টি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে আসা সুনিশ্চিত ও পরীক্ষিত ব্যাপার।

٥٣٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّيْ فِي الْعِيْدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ .

৫৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য বিনয়-নম্রভাবে দ্বীন-হীন বেশে, ব্যাকুল-বিনয় অন্তঃকরণে, ধীর পদক্ষেপে ও আকুলি-বিকুলিপূর্ণ ফরিয়াদ করতে করতে মদীনার বাহিরে গেলেন ও ঈদের সালাতের অনুরূপ দুরাক'আত সালাত আদায় করলেন।

কিন্তু প্রচলিত খুতবার মতো তিনি তাতে খুতবা দেননি। [হাসান, আবূ দাউদ হাদীস-১১৬৫, নাসায়ী হাদীস-১৫০৮, তিরমিযী হাদীস-৫৫৮, ৫৫৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৬৬, আহমদ-১/২০০, ২৬৯, ৩৫৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৮৬২]

শব্দার্থ : مُتَوَاضِعًا - নম্রভাবে, مُتَبَذِّلاً - হীন বেশে, مُتَخَشِّعًا - ব্যাকুলভাবে বা বিনীত হয়ে, مُتَرَسِّلاً -শান্তভাবে, مُتَضَرِّعًا - ক্রন্দনরত অবস্থায়।

٥٣٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ، فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهٗ فِى الْمُصَلّٰى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى رُئِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهٗ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهٗ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، فَاَنْشَاَ اللّٰهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ اَمْطَرَتْ .

৫৩৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : জনসাধারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানাল, তিনি মিম্বার আনার নির্দেশ দিলেন– ফলে সেটা তাঁর জন্য মুসাল্লায় রাখা হলো, তিনি লোকদেরকে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হবার জন্য একটি নির্ধারিত দিনের ওয়াদাও করলেন। তারপর তিনি সূর্যের

একাংশ প্রকাশিত হবার সময় বেড়িয়ে পড়লেন এবং মিম্বারের উপর বসলেন, তারপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আপনারা আপনাদের দেশের খরা-পীড়িত হওয়ার কথা বলেছেন, আর আল্লাহ তা'আলাও (বিপদ মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আপনাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন বলে ওয়াদাও করেছেন। এ বলে তিনি দু'আ আরম্ভ করলেন।

সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, বিচার দিবসের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই; তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, হে মহান আল্লাহ! তুমি (একমাত্র) উপাস্য তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনও উপাস্য নেই; তুমি গানী (অভাবমুক্ত) এবং আমরা ফকীর (অভাবগ্রস্ত) আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর যা বর্ষণ করবে তাকে আমাদের জন্য শক্তির আধার কর ও এটাকে বিশেষ সময়ের জন্য উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী কর। তারপর তিনি তাঁর হাত দুটিকে উঠালেন ও তাঁর বগলদ্বয়ের উজ্জ্বল অংশ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তা উঁচু করতেই থাকলেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন ও হাত উঠানো অবস্থায় তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে দিলেন (অর্থাৎ বিশেষ নিয়মে চাদরের বাহিরকে ভিতরে, উপরকে নিচে ও ডান দিককে বাম দিকে করে নিলেন।) এবারে আবার তিনি লোকের দিকে পুনরায় মুখ ফিরালেন ও মিম্বার হতে নিচে নামলেন। তারপর দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এবার আল্লাহ মেঘের প্রকাশ ঘটালেন– মেঘ গর্জে বিদ্যুৎ চমকে তারপর বৃষ্টি হল। [হাসান আবূদাঊদ হাদীস-১১৭৩, তিনি একে গারীব বলেছেন।]

শব্দার্থ : شَكَا - অভিযোগ করল, قُحُوْطَ الْمَطَرِ - অনাবৃষ্টি, وُضِعَ - রাখা হলো, وَعَدَ النَّاسَ - মানুষদেরকে ওয়াদা দিল বা লোকদের সাথে ওয়াদা করল, يَخْرُجُوْنَ - তারা বের হবে, حِيْنَ - যখন, بَدَا - প্রকাশ পেল, حَاجِبُ الشَّمْسِ - সূর্যের একাংশ, قَعَدَ - সে বসল, شَكَوْتُمْ - তোমরা অভিযোগ করেছ, جَدْبٌ - খরা-পীড়িত হওয়া বা অনাবৃষ্টি, دِيَارِكُمْ - তোমাদের অঞ্চল বা ঘরবাড়ি, يَسْتَجِيْبَ - সাড়া দিবেন, مَا يُرِيْدُ - যা ইচ্ছা করেন, اَلْغَنِيُّ - ধনী, نَحْنُ الْفُقَرَاءُ - আমরা অভাবগ্রস্ত, اَنْزِلْ - অবতীর্ণ করুন, اَلْغَيْثُ - বৃষ্টি, قُوَّةً - শক্তি বা শক্তির আধার, بَلَاغًا - উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী, اِلٰى حِيْنَ - বিশেষ সময় পর্যন্ত, رُئِيَ - দেখা গেল, بَيَاضُ اِبْطَيْهِ - তার দু'বগলের শুভ্রতা, حَوَّلَ -

ঘুরালেন বা ফিরালেন, ظَهْرَهُ - তার পিঠ, قَلَبَ - উল্টালো, رِدَاءَهُ - তার চাদর, رَافِعٌ - উত্তোলনকারী, اَنْشَأَ - উদ্ভাবন করল, سَحَابَةٌ - একখণ্ড মেঘ, رَعَدَتْ - মেঘ গর্জন করল, بَرَقَتْ - বিজলী চমকালো, اَمْطَرَتْ - বৃষ্টি বর্ষিত হলো বা বৃষ্টি বর্ষণ করল।

ব্যাখ্যা : বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত সম্বন্ধে হানাফী মাযহাবের উলামার বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। তিরমিযীর টীকাকার আরফুশ শাযীতে লিখেছেন, 'এ সালাত সুন্নাত বা মুস্তাহাব না হলে পড়া যায় না।' ইবনে আমীরুল হাজ্জ (হানাফী মুহাক্কেক) মন্তব্য করেছেন: যাঁরা এ সালাতকে একেবারেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, এটা তাঁদের ভ্রম, ঠিক কথা হচ্ছে–এ সালাত আমাদের নিকট মুস্তাহাব।' এ সালাতের কথা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। (মিরআত)

কাঠের তৈরি মঞ্চের উপরে চড়ে নবী করীম ﷺ খুতবা বা ভাষণ দিতেন। চাদর উল্টানোর ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাতে আরও আছে– তিনি কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন, তারপর দু'রাকআত সালাত পড়লেন। দ্বারাকুতনিতে আবু জাফর বাক্যের মুরসাল হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর চাদরকে উল্টালেন যেন দুর্ভিক্ষও উল্টে গিয়ে সচ্ছলতা আসে।

٥٣٧. وَقِصَّةُ التَّحْوِيْلِ فِى الصَّحِيْحِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيْهِ : فَتَوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ، يَدْعُوْ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৫৩৭. সহীহ বুখারীতে চাদর উল্টানোর ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ্য রয়েছে– "অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে থাকলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, এতে তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করলেন।" [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০২৪, আধুনিক প্রকাশনী-৯৬২, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-১৯৫৭]

শব্দার্থ : تَوَجَّهَ - অভিমুখী হলেন।

٥٣٨- وَلِلدَّارَقُطْنِىْ مِنْ مُرْسَلِ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ : وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ.

৫৩৮. আবূ জা'ফার আল-বাকির (রহ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁর চাদর এজন্য উল্টালেন যাতে অনাবৃষ্টি অবস্থারও পরিবর্তন হয়। [সহীহ দারাকুত্বনী-২/৬৬/২, হাদীসটি হাকিম জাবির (রা) হতে মাওসূল রূপে বর্ণনা করেছেন। (কমি-১/৩২৬]

٥٣٩. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِىُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا . فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِاِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৩৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ জুমু'আর খুতবাহ দিচ্ছেন এমন সময় কোনো এক লোক মসজিদে প্রবেশ করে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, পথঘাট অচল হয়ে পড়েছে আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করুন– যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। ফলে তিনি নিজের হাত দুটি উঠালেন ও এই বলে দোআ করলেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পানি দাও, আল্লাহ তুমি বৃষ্টি বর্ষণ কর। (তারপর রাবী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করেছেন, তাতে পানি বন্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার কথাও আছে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০১৪, আধুনিক প্রকাশনী-৯৫৩, মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৫৫]

শব্দার্থ : قَائِمٌ - দণ্ডায়মান, هَلَكَتْ - ধ্বংস হয়ে গেছে, اِنْقَطَعَتْ - বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, اَلسُّبُلُ - রাস্তাসমূহ, فَادْعُ - অতএব আপনি দু'আ করুন, يُغِيْثُنَا - তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন, اَغِثْنَا - আমাদের বৃষ্টি দাও।

٥٤٠. وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ (رضى) كَانَ اِذَا قَحِطُوْا يَسْتَسْقِىْ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِىْ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ .

৫৪০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; উমর (রা) দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা)-কে সামনে এনে পানির জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর দ্বারা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতাম তাতে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়েছ। এবারে আমরা তাঁর চাচাকে তোমার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দ্বারা তোমার নিকটে পানির প্রার্থনা জানাচ্ছি– তুমি আমাদেরকে পানি দাও। এর ফলে তাঁরা (সাহাবীগণ) বৃষ্টি পেয়ে যেতেন।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১০১০, আধুনিক প্রকাশনী-৯৫৫]

শব্দার্থ : إِذَا قُحِطُوْا - যখন তারা অনাবৃষ্টিতে নিপতিত হত, يَسْتَسْقِيْ - বৃষ্টি প্রার্থনা করতে, نَتَوَسَّلُ - আমরা মাধ্যম বানিয়েছি, فَيُسْقَوْنَ - তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হতো।

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তির অসিলা বা মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে কোনো প্রার্থনা জানান বৈধ নয় বরং হারাম।–তা তিনি নবী, অলী, দরবেশ, খাজা যাই হোন না কেন। এ হাদীসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহানবীর মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার সময় মহানবীর অসিলা তুলে না ধরে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রা)-কে সামনে রেখে মহানবীর শ্রেষ্ঠতম সাহাবী অদ্বিতীয় খলিফা উমর (রা) বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে বহু সাহাবীসহ প্রার্থনা জানিয়েছেন। অথচ মহানবী আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ তবুও তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অসিলা নেয়া হয়নি।

٥٤١. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ : فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ : إِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

৫৪১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : একদা আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই ছিলাম। তিনি তাঁর (শরীরের কিছু অংশ হতে) কাপড় হটিয়ে নিলেন ফলে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়ল। আর তিনি বললেন, এ বৃষ্টি সবেমাত্র তার প্রভুর নিকট থেকে আগমন করেছে।
[মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৬০]

শব্দার্থ : حَسَرَ ثَوْبَهُ - তিনি তার কাপড় গোটালেন বা সরিয়ে ফেললেন, حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ - নতুন যুগের তার রবের নিকট।

٥٤٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاٰى الْمَطَرَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

৫৪২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি দেখে বলতেন : 'হে মহান আল্লাহ! একে প্রবল উপকারী বৃষ্টি কর।'
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১০৩২, আধুনিক প্রকাশনী-৯৬৯, এ হাদীসটি মুসলিমে নেই।]

শব্দার্থ : صَيِّبًا - বৃষ্টি, نَافِعٌ - উপকারী।

٥٤٣. وَعَنْ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا فِى الْاِسْتِسْقَاءِ : اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا ، كَثِيْفًا ، قَصِيْفًا ، دَلُوْقًا ، ضَحُوْكًا ، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا ، قِطْقِطًا ، سَجْلًا ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

৫৪৩. সা'দ (রা) হতে বর্ণিত; নবী কারীম ﷺ বৃষ্টি চাওয়ার সালাতে এ বলে দু'আ করেছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ব্যাপক আকারে বৃষ্টি দাও– যা ঘন, গর্জনকারী, শক্তিসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী, বিদ্যুৎ চমকান মেঘ হয়– যা থেকে আমাদেরকে দেবে ছোট ও সূক্ষ্ম-ঘন ফোঁটা বিশিষ্ট পর্যন্ত বর্ষণকারী বৃষ্টি– হে মহান ও দয়ালু!
[আবূ 'আওয়ানাহ তার সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল : তালখীস-২/৯৯]

শব্দার্থ : كَثِيْفٌ - ঘন, قَصِيْفٌ - গর্জনকারী, دَلُوْقٌ - সজোরে বর্ষিত বা মুষলধারায় বর্ষিত, ضَحُوْكًا - বিদ্যুৎ চমকানো মেঘ, رَذَاذٌ - চিকন ফোঁটা বা মৃদু বৃষ্টি, قِطْقِطًا - হালকা, سَجْلًا - প্রচুর।

٥٤٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِىْ ، فَرَاٰى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلٰى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا اِلَى السَّمَاءِ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ ، فَقَالَ : اِرْجِعُوْا لَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ .

৫৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইস্তিসক্বার সালাত আদায় করার জন্য সুলাইমান (আ) বের হয়ে এসে দেখলেন যে, একটি পিঁপড়া চিৎ হয়ে শুয়ে পা-গুলোকে আকাশের দিকে করে এ বলে দোআ করছে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার সৃষ্টজীব, তোমার পানি ব্যতীত আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। এটা শুনে সুলাইমান (আ) তাঁর সাথীদের বললেন : তোমরা ফিরে চলো, অন্যের প্রার্থনার ফলে তোমরাও পানি পেয়ে গেলে। [হাসান দারাকুত্বনী-২/৬৬/১, হাকিম-১/৩২৫-৩২৬, হাদীসটি মুসনাদে আহমদে নেই]

শব্দার্থ : نَمْلَةٌ - পিঁপড়া, مُسْتَلْقِيَةٌ - চিৎ হয়ে শোয়া বা উত্তোলনকারী, قَوَائِمُ - পাগুলো, سُقِيْتُمْ - তোমাদের পান করানো হলো বা পানি দেয়া হলো, بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ - তোমাদের ব্যক্তি অন্যের দু'আর কারণে।

٥٤٥. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ .

৫৪৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইস্তিসক্বার সালাতে আকাশের দিকে হাতের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ইশারা করেছিলেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৯৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৫২]

শব্দার্থ : اَشَارَ - ইশারা করলেন, بِظَهْرِ كَفَّيْهِ - তার হাতের পিঠ দ্বারা।

١٨. بَابُ اللِّبَاسِ

১৮. পোশাক পরিচ্ছেদ

পোশাক মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারার পরিচয় বহন করে থাকে। শালীনতা রক্ষা ও রুচিবোধের বিকাশও এর দ্বারা হয়ে থাকে। ইসলামী পোশাকের শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক দিয়ে সর্বদা অনস্বীকার্য।

٥٤٦. وَعَنْ اَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ .

৫৪৬. আবূ আমির আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন: অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব

হবে যারা লজ্জাস্থানকে (যিনাকে) ও রেশমকে (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে। [সহীহ আবূদ দাঊদ হাদীস ৪০৩৯, বুখারী হাদীসটি মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৫৯০, আধুনিক প্রকাশনী-৫১৮০]

শব্দার্থ : يَسْتَحِلُّوْنَ - তারা হালাল মনে করেন, اَلْحِرَ - লজ্জাস্থান বা ব্যভিচার, اَلْحَرِيْرُ - রেশম।

٥٤٧. وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

৫৪৭. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সোনা ও চাঁদির থালা-বাসনে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং রেশম ও দীবাজ (ফুলদার রেশম) কাপড় পরতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৮৩৭, আধুনিক প্রকাশনী-৫৪১১]

শব্দার্থ : اَنْ نَشْرَبَ - পান করতে, اٰنِيَةِ - পাত্র, الدِّيْبَاجُ - মোটা রেশমী কাপড়, اَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ - তার উপর বসতে।

٥٤٨. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ، اَوْ ثَلَاثٍ، اَوْ اَرْبَعٍ .

৫৪৮. উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ রেশমের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, তবে দুই, তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ কাপড় (পট্টিরূপে) প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করতে পারে। [সহীহ বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস ৫৪০২, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৫৮২৮, ৫৮২৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৬৯, ইসলামিক সেন্টার হাদীস ৫২৫৬]

শব্দার্থ : مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ - দু' আঙ্গুল পরিমাণ।

٥٤٩. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِىْ قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ، فِىْ سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

৫৪৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ আব্দুর রাহমান ইবনে 'আউফ ও যুবাইর (রা)-এর শরীরে খুযলী (চর্মরোগ) থাকার কারণে সফরে থাকাকালীন তাঁদের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৯১৯, তাওহীদ প্রকাশনী-২৭০৪, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস ৫২৬৮ শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : رَخَّصَ - অনুমতি দিয়েছেন, حِكَّة - চুলকানী।

٥٥٠. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৫৫০. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে একজোড়া ডুরীদার রেশমী কাপড় দিয়েছিলেন। আমি ঐ কাপড়টি পরে বের হয়েছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পাওয়ায় ঐটিকে ফেঁড়ে আমার পরিবারের মেয়েদের দিয়ে দিলাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৮৪০, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৫৪১৪, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫২৬২]

শব্দার্থ : حُلَّةً سِيَرَاءَ - লাল ডুরীদার রেশমী কাপড়, اَلْغَضَبُ। - ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি, شَقَقْتُهَا - সেটা আমি খণ্ড কররাম, ফাড়লাম, বণ্টন করে দিলাম, بَيْنَ نِسَائِيْ - আমার পরিবারের মহিলাদের মাঝে।

٥٥١. وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِاِنَاثِ اُمَّتِيْ، وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهِمْ.

৫৫১. আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার উম্মতের মেয়েদের জন্য সোনা ও রেশম ব্যবহার করা বৈধ আর সেটা পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে। [সহীহ আহমদ-৪/৩৯৪, ৪০৭, নাসায়ী হাদীস-৫১৪৮, তিরমিযী হাদীস-১৭২০]

শব্দার্থ : اُحِلَّ - হালাল করা হয়েছে, لِاِنَاثِ اُمَّتِيْ - আমার উম্মাতের মহিলাদের জন্য, حُرِّمَ - হারাম করা হয়েছে, عَلٰى ذُكُوْرِهِمْ - তাদের পুরুষদের জন্য।

٥٥٢. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا اَنْعَمَ عَلٰى عَبْدِهٖ نِعْمَةً اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلَيْهِ .

৫৫২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে যে 'নি'আমাত' দান করেছেন তার নিদর্শন তিনি তার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন।

[সহীহ বায়হাক্বী-৩/২৭১, বায়হাক্বীর সনদ 'য'ঈফ কিন্তু তার শাহিদ থাকায় হাদীসটি সহীহ।]

শব্দার্থ : يُحِبُّ - পছন্দ করেন, اَثَرَنِعْمَتِهٖ - তার নি'আমাতের চিহ্ন বা নিদর্শন।

٥٥٣. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.

৫৫৩. আলী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় এবং হলুদ রং এর কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৭৮, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫২৭৬]

শব্দার্থ : اَلْقَسِّىُّ - মিসরে তৈরি রেশমী কাপড়, اَلْمُعَصْفَرُ - হলুদ রঙের কাপড়।

٥٥٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى)، قَالَ : رَاٰى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ : اُمُّكَ اَمَرَتْكَ بِهٰذَا؟

৫৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী কারীম ﷺ আমার পরনে দু-খানা হলুদ রং এর কাপড় দেখে বলেছিলেন, তোমার মা তোমাকে এগুলো পরতে হুকুম করেছেন? (অর্থাৎ এ মেয়েলী কাপড় পরাবার হুকুমদাতা কি তোমার মা?) [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৭৭, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫২৭৫]

٥٥٥. وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ، بِالدِّيْبَاجِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَصْلُهُ فِىْ مُسْلِمٍ، وَزَادَ : كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتّٰى قُبِضَتْ. فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى نَسْتَشْفِىْ بِهَا.

وَزَادَ الْبُخَارِىُّ فِى الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ. وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ ـ

৫৫৫. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি জুব্বা (লম্বা জামা) বের করে দিলেন, যার সামনে, হাতের মুহরী, নিচের ঘের দিবাজ রেশমের পট্টি লাগানো ছিল। [হাসান আবু দাউদ হাদীস-৪০৫৪]

এর মূল বক্তব্য মুসলিমের রয়েছে। তাতে আরোও আছে আয়েশা (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত এটি তার কাছেই ছিল। তার ইন্তিকালের পর আমি তা নিয়ে আসি। নবী করীম ﷺ এটি পরিধান করতেন। রোগ মুক্তির জন্য এটি ধৌত করে এর পানি আমরা রোগীকে পান করাই। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫২৫৮]

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে আরো বলেছেন : কোনো প্রতিনিধি দলের সম্মুখে যেতে এবং জুমু'আর দিনে তিনি তা পরিধান করতেন। [হাসান আদাবুল মুফরাদ-৩৪৮]

শব্দার্থ : مَكْفُوْفَةٌ - সেলাইকৃত, اَلْجَيْبُ। - সামনের (বুকের নিকট) ফাড়া অংশ, اَلْكُمَّيْنِ - দু' হাতা, اَلْفَرْجَيْنِ - নিচের দিকে দু' পাশের খোলা অংশ, حَتّٰى قُبِضَتْ - তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, فَقَبَضْتُهَا -অতঃপর তা আমি হস্তগত করলাম বা আমার আয়ত্বে নিলাম, يَلْبَسُهَا - তিনি তা পরিধান করতেন, اَلْمَرْضٰى - অসুস্থ ব্যক্তি, اَلْوَفْدِ - প্রতিনিধি দল।

৩. كِتَابُ الْجَنَائِزِ

তৃতীয় অধ্যায় : জানাযা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানব জীবনের সর্বস্তরে পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নত মর্যাদার অধিকারী যে তা আজ পৃথিবীর সমাজ কল্যাণকামী মুক্ত চিন্তাধারার অনুসারী মানুষের কাছে স্বীকৃত-সত্য ও সমাদৃত। ইসলামে মৃতের সৎকার-ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য অন্যতম গৌরবের বস্তু যা কোন বিজাতীয় সৎকারে উপস্থিত নেই হাদীসের কিতাব খুললেই তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়– হিজরী সনের প্রথম বছরে জানাযা সালাত মদীনায় চালু হয়েছে।

٥٥٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ .

৫৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : ভোগ-বিলাসের স্পৃহা নষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-২৩০৭, নাসায়ী হাদীস-১৮২৪, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৯৯২, তিনি একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ - অধিক হারে স্মরণ করো, هَاذِمٌ - কর্তনকারী, اللَّذَاتُ - ভোগ বিলাস, اَلْمَوْتُ - মৃত্যু বা মৃত্যুকে।

٥٥٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهٖ، فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ، وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ .

৫৫৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি বাধ্য হয়ে কামনা করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখুন যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমার মৃত্যু ঘটাও যখন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৫৬৭১, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৫২৬০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৮০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৬৬২৪)]

শব্দার্থ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ - না কামনা করে, لِضُرٍّ - ক্ষতি কারণে, فَإِنْ كَانَ - যদি হয়, لَا بُدَّ - বাধ্য হয়, أَحْيِنِي - আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, خَيْرًا لِي - আমার ভালো বা কল্যাণের জন্য, وَتَوَفَّنِي - আমাকে মৃত্যু দাও।

৫৫৮. وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ .

৫৫৮. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : মু'মিনের মৃত্যু হয় কপালের ঘামের সঙ্গে। (কঠোর কর্তব্য পরায়ণতার মাঝেই মু'মিনের জীবন শেষ হয়।) [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৯৮২, নাসায়ী হাদীস-১৮২১, ইবনে মাজাহ হাদীস ১৪৫২]

শব্দার্থ : اَلْمُؤْمِنُ - বিশ্বাসী ব্যক্তি, بِعَرَقِ - ঘামের দ্বারা, اَلْجَبِيْنُ - কপাল বা ললাট।

৫৫৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

৫৫৯. আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের সামনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ কর। [সহীহ আবূ সা'ঈদের হাদীস, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯১৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-১৯৯৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩১১৭, নাসায়ী হাদীস-১৮২৬, তিরমিযী হাদীস-৯৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৪৫, আবূ হুরায়রার হাদীস, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৯১৭, ইসলামিক সেন্টার-২০০১, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৪৪]

শব্দার্থ : لَقِّنُوْا - তোমরা তালকীন দাও, مَوْتَاكُمْ - তোমাদের মৃতকে।

৫৬০. وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِقْرَؤُوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ يٰسٓ .

৫৬০. মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের নিকটে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত কর। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস ৩২১, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ হাদীস-১৯৭৪, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩০০২]

শব্দার্থ : اِقْرَءُوْا - তোমরা পাঠ করো, يٰس - সূরা ইয়া-সীন।

٥٦١. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ (رضى) وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ، اِتَّبَعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ، فَقَالَ : لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ، فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ. وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ .

৫৬১. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামার কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর চোখ দুটি খুলে আছে, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন : রূহ 'ক্ববয' করা চোখ রূহের অনুসরণ করে। আবূ সালামার পরিবারগণ তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠল; রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা নিজের জন্য যা কল্যাণ তাই কামনা কর। কেননা ফেরেশতাগণ (এ সময়) আমীন আমীন বলতে থাকেন– যা তোমরা বল তার জন্য। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আবূ সালামাকে ক্ষমা কর, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, তুমি তার পরবর্তী বংশধরদের অভিভাবক হও। হে বিশ্ব জগতের প্রভু! তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা কর। তাঁর কবরকে প্রসারিত কর, তাঁর কবরকে উজ্জ্বল কর এবং তাঁর পরিত্যক্ত বিষয়ের জন্য অভিভাবক হও। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-৯২০, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-২০০৬]

শব্দার্থ : دَخَلَ - তিনি প্রবেশ করলেন, وَقَدْشُقَّ - উন্মুক্ত রয়েছে, بَصَرُهُ - তার চোখ, فَاَغْمَضَهُ - তিনি তা বন্ধ করে দিলেন, اَلرُّوْحُ - রূহ বা আত্মা, اِذَا قُبِضَ - যখন কবজ করা হয়, اِتَّبَعَهُ - তার অনুসরণ বা অনুকরণ করে, فَضَجَّ - চিৎকার করল, نَاسٌ - মানুষ, لَاتَدْعُوْا - তোমরা বদদু'আ করো না বা অকল্যাণ

কামনা করো না, عَلَى أَنْفُسِكُمْ - নিজেদের জন্য, اَلْمَلَائِكَةُ - ফেরেশতা, تُؤَمِّنُ - আমীন বলে, مَا تَقُوْلُوْنَ - তোমরা যা বলো, اِغْفِرْ - তুমি ক্ষমা করো, وَارْفَعْ - সুউচ্চ করো, বাড়িয়ে দাও, دَرَجَتَهُ তার মর্যাদা, فِي الْمَهْدِيِّيْنَ - হিদায়াতপ্রাপ্তদের, وَافْسَحْ - এবং প্রশস্ত করো, قَبْرُ - তার ক্ববরকে, وَنَوِّرْ -এবং আলোকিত করো, وَاخْلُفْهُ - অভিভাবক হও তার জন্য, فِي عَقِبِهِ - তার সন্তান-সন্ততি বা বংশধরেরা।

٥٦٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوَفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

৫৬২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকালের পর হিবারা নামক চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস ৫৮১৪, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৫৩১৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৪২, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-২০৫৬]

٥٦٣. وَعَنْهَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ (رضى) قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ.

৫৬৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইন্তিকালের পর চুম্বন করেন।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদীস-৪৪৫৫, আধুনিক প্রকাশনী হাদীস-৪১০০]

শব্দার্থ : قَبَّلَ - চুম্বন করলেন, بَعْدَ - করা।

٥٦٤. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ .

৫৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : ঈমানদার ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের জন্য ঝুলানো অবস্থায় (আবদ্ধ) থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃত ঋণ পরিশোধ করা না হয়। [সহীহ আহমদ-২/৪৪০, ৪৭৫, ৫০৮, তিরমিযী হাদীস-১০৭৮, ১০৭৯]

শব্দার্থ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ - মু'মিনের আত্মা, مُعَلَّقَةٌ - ঝুলে থাকে, بِدَيْنِهِ - তার ঋণের, يُقْضٰى - উঠিয়ে নেয়া হবে, পরিশোধ করা হবে।

٥٦٥. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الَّذِىْ سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ : اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،وَكَفِّنُوْهُ فِى ثَوْبَيْنِ -

৫৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন, যে তার উট হতে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করেছিলেন। তোমরা পানি ও কুলের (বড়ই পাতা) পাতা দিয়ে তার গোসল দাও আর তাকে দু'খানা কাপড়ে (চাদরে) কাফন দিয়ে দাও। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১২৬৫]

শব্দার্থ : سَقَطَ - পড়ে গেল বা পতিত হলো, عَنْ رَاحِلَتِهِ - তার বাহন হতে বা উট হতে, سِدْرٌ - বরই বা কুল পাতা, كَفِّنُوْهُ - তাকে কাফন দাও, ثَوْبَيْنَ - দু' কাপড়ে।

٥٦٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا اَرَادُوْا غُسْلَ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا نَدْرِىْ، نُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، اَمْ لَا؟ الحديث .

৫৬৬ : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যখন লোকেরা নবী করীম ﷺ-কে (ইন্তিকালের পর) গোসল দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহর কসম আমরা জানিনা যে, আমরা কি আমাদের অন্যান্য মৃতের মত কাপড়-চোপর খুলে নিয়ে তাঁকে গোসল দেব– না, না খুলেই গোসল দেব? (যথাস্থানে হাদীসটি পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে)। [হাসান আহমদ-৬/২৬৭, আবূ দাউদ-৩১৪১]

শব্দার্থ : لَمَّا اَرَادُوْا - যখন ইচ্ছা করেন, نُجَرِّدُ - আমার খুলবে, اَمْ لَا - নাকি নয়।

٥٦٧. وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ اَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، اَوْ خَمْسًا، اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا، اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ، فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ : اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

وَفِى رِوَايَةٍ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

وَفِى لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا .

৫৬৭. উম্মে 'আতিয়া (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট প্রবেশ করেন, আমরা তাঁর কন্যার (যাইনাবের) গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তাঁকে পানি ও কুলের পাতা দিয়ে তিনবার বা পাঁচবার গোসল দাও বা আরো বেশি বার যদি তোমরা তা প্রয়োজন মনে কর এবং গোসল দাও এবং গোসল শেষে কিছু কর্পূর দেবে। যখন আমরা তাঁর গোসল শেষ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দিলাম, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজস্ব তহবন্দ দিলেন এবং বললেন এটাকে তার শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৫৩, আধুনিক প্রকাশনী-১১৭২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৩৯]

অন্য একটি বর্ণনা আছে, ডান দিক থেকে উযূর অঙ্গগুলো হতে ধৌত আরম্ভ কর।
[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৬৩]

আর বুখারীতে আছে, আমরা তাঁর চুল তিনটি বেণী করে গেঁথে দিয়েছিলাম ও তার পেছনের দিকে রেখে দিয়েছিলাম। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৬৩, আধুনিক প্রকাশনী-১১৮১]

শব্দার্থ : اِبْنَتَهُ - তার কন্যাকে, كَافُوْرًا - কর্পূর, فَرَغْنَا - আমরা অবসর হলাম বা মুক্ত হলাম, اٰذَنَّاهُ - তাঁকে খবর দিলাম, فَأَلْقٰى - আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, حِقْوَهُ - তাঁর তহবন্দ, اَشْعِرْنَهَا - মিলিয়ে নাও, اِبْدَأْنَ - শুরু করো, وَمَوَاضِعِ - এবং স্থান, قُرُوْنٍ - বেণী বা প্রকারের, خَلْفَهَا - তার পিছন দিক হতে।

٥٦٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

৫৬৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনখানা সাদা সহুলী সূতি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১২৬৪, আধুনিক প্রকাশনী-১১৮২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৮৪১, ইসলামিক সেন্টার-২০৫২]

শব্দার্থ : اَثْوَابٌ - কাপড়সমূহ, بِيْضٌ - সাদা বা শুভ্র, سَحُوْلِيَّةٌ - সুহূলিয়্যাহ (ইয়ামানের এক প্রকার সূতি কাপড়), كُرْسُفٍ - সূতি বা তুলা, قَمِيْصٌ - জামা।

٥٦٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ (إِيَّاهُ) .

৫৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সর্দার) মারা যায় তখন তার ছেলে (আব্দুল্লাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে এসে বলেন : আপনি আপনার জামাটি আমাকে দেন, আমি তা দিয়ে তাঁকে কাফন দিব, ফলে তিনি তাকে তা দিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৬৯, আধুনিক প্রকাশনী-১১৮৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৪০০]

শব্দার্থ : جَاءَ ابْنُهُ - তার ছেলে আসল, أَعْطِنِيْ - আমার জন্য বা আমাকে দাও।

٥٧٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

৫৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পড়বে, তা তোমাদের জন্য উত্তম কাপড় এবং তাতেই তোমাদের মৃতকে কাফন দেবে। [সহীহ আহমদ হাদীস-৩৪২৬, আবূ দাউদ হাদীস-৪০৬১, তিরমিযী হাদীস-৯৯৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৫৬৬]

শব্দার্থ : اِلْبَسُوْا - তোমরা পরিধান করো, كَفِّنُوْا - তোমরা কাফন পড়াও।

٥٧١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

৫৭১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে কাফন দেবে, তখন সে যেন তাকে উত্তম কাফনই দেয়। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৪৩, ইসলামিক সেন্টার-২০৫৮]

শব্দার্থ : أَخَاهُ - তার ভাইকে, فَلْيُحْسِنْ - যেন সে ভালো দেয়।

৫৭২. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِى اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسِّلُوْا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

৫৭২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু'জনকে এক কাপড়ে (একযোগে) কাফন পরাতেন আর বলতেন, তাদের মাঝে কে কুরআন বেশি জানে? তাকে কবরে আগে রাখ। তাঁদের গোসল দেয়া হয়নি ও জানাযার সালাতও পড়া হয়নি।

[সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১৩৪৩, আধুনিক প্রকাশনী-১২৫৫)]

শব্দার্থ : يَجْمَعُ - একত্রিত করেন, مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ - উহুদ যুদ্ধের শহীদদের, اَيُّهُمْ - তাদের মধ্যে কে, اَخْذًا - ধরে রেখেছে, فَيُقَدِّمُهُ - তাকে অগ্রসর করতেন, আগে দিতেন, فِى اللَّحْدِ - কবরে।

৫৭৩. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تَغَالُوْا فِى الْكَفَنِ، فَاِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا.

৫৭৩. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না (জমকালো বা বেশি মূল্যের কাফন দেবে না)। কেননা তা খুব দ্রুতই কেড়ে নেয়া হয় (তা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত)। [য'ঈফ আবূ দাঊদ-৩১৫৪]

শব্দার্থ : لَا تَغَالُوْا - তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, يُسْلَبُ - ছিনিয়ে নেয়া হবে বা নষ্ট হবে, سَرِيْعًا - শীঘ্রই।

৫৭৪. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا : لَوْ مُتِّ قَبْلِىْ فَغَسَّلْتُكِ. الحديث.

৫৭৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আমার পূর্বে ইন্তিকাল করলে আমি তোমার মৃত্যুর গোসল দেব। (রাবী পূর্ণ হাদীস যথাস্থানে বর্ণনা করেছেন)। [সহীহ আহমদ-৬/২২৮, ইবনে মাজাহ-১৪৬৫, ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শব্দার্থ : لَوْ مُتِّ قَبْلِىْ - তুমি যদি আমার আগে মৃত্যুবরণ করো।

٥٧٥. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (رضى) أَنَّ فَاطِمَةَ (رضى) أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِىٌّ (رضى) .

৫৭৫. আসমা বিনতে উমাইস (রা) হতে বর্ণিত; ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে তাঁর মৃত্যুর গোসল দেয়ার জন্য ওসিয়াত করেছিলেন। [হাসান দারাকুত্বনী-২/৭৯/১২]

ব্যাখ্যা : স্বামীর জন্য তার মৃত স্ত্রীকে গোসল দেয়ার বৈধাবৈধ সম্বন্ধে কিছুটা মতান্তর দেখা যায় বটে; কিন্তু বিভিন্ন হাদীসে বৈধতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ৫৭৪ ও ৫৭৫ নং হাদীস এবং ইমাম বায়হাকী বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয় : আবু বকর (রা)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা তাঁর অসিয়ত মতো গোসল দিয়েছিলেন। এসব হাদীস হতে স্বামী-স্ত্রীকে মৃত্যুকালীন গোসল দিতে পারবে তাই প্রমাণিত হয় এবং এটাই সর্বসাধারণভাবে জমহুর উলামার অভিমত।– (মিশরীয় টীকা, সুবুল : ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

শব্দার্থ : أَوْصَتْ - তিনি ওয়াসিয়াত করলেন, উপদেশ দিলেন।

٥٧٦. وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) فِىْ قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِىْ أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِى الزِّنَا- قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّىْ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

৫৭৬. বুরাইদাহ (রা) হতে গামিদিয়া রমণীর ঘটনার বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ যিনা করার অপরাধে তাকে রজম করার (যিনার হদ্দ মারার) আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর তার জানাযার সালাত আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন, ফলে তার জানাযার সালাত আদায় করা হয়েছিল, আর তাকে দাফন করা হয়েছিল। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৯৫, ইসলামিক সেন্টার-৪২৮৪]

শব্দার্থ : فِى قِصَّةِ - ঘটনায়, اَلْغَامِدِيَّةُ - গামিদিয়াহ (রমণী), بِرَجْمِهَا - তার রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা, اَلزِّنَا - যিনা বা ব্যভিচার, وَدُفِنَتْ - দাফন করা হয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের অন্যান্য কিতাবে আছে–এই মেয়েটি আরবের জোহায়না গোত্রের, সে নিজেই এসে তার ব্যভিচার মহানবী ﷺ-এর দরবারে স্বীকার করে এবং 'রজমের' কঠোর শাস্তি গ্রহণ করে–তার পরকালকে উজ্জ্বল রাখার জন্য। এগুলো হচ্ছে মহানবী ﷺ-এর আধ্যাত্মিক শাসনের পূর্ণসফলতার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ জন্য জানাযা সালাত পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, এই মেয়েটি এমনই বিরাট তওবা' করল যে সত্তরজন পাপী মানুষের পাপ মুক্ত হবার জন্য এ তাওবা যথেষ্ট হতে পারে। (মিশরীয় টীকা)

٥٧٧. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

৫৭৭. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এর কাছে এমন একটি মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো যে বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেননি।

[হাসান মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৭৮, ইসলামিক সেন্টার-২১৩৪]

শব্দার্থ : قَتَلَ - হত্যা করল, بِمَشَاقِصَ - লোহার ফলা দ্বারা বা কাঁচি দ্বারা।

ব্যাখ্যা : আত্মহত্যাকারী তার স্রষ্টার বিধানের অমান্যকারী। মহানবী ﷺ এরূপ লোকের জানাযা পড়েননি। নাসায়ীর হাদীস হতে অন্য সাহাবী আত্মহত্যা করার জানাযা সালাত পড়েছেন বলে পরোক্ষভাবে বোঝা গেছে বলে সাধারণ মানুষকে দিয়ে এরূপ জানাযা সালাত পড়ানো চলবে বলে অধিকাংশ ফকীহ ফতোয়া দিয়েছেন। (মহাদেশ আব্দুত তাওয়ার লিখিত উর্দু টীকা হতে)

٥٧٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فِىْ قِصَّةِ الْمَرْاَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ. قَالَ فَسَاَلَ الْعَنَبِىُّ ﷺ فَقَالُوا مَاتَتْ، فَقَالَ اَفَلَا كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ؟ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوْا : اَمْرَهَا فَقَالَ : دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهَا، فَدَلُّوْهُ، فَصَلّٰى عَلَيْهَا.

৫৭৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; যে রমণীটি মসজিদে ঝাড়ু দিত (মসজিদের সেবা-যত্ন করত) তার সম্পর্কে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তার প্রসঙ্গে খোঁজ নিলেন। লোকেরা বলল, সে ইন্তেকাল করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে আফসোস করে বললেন, কেন তোমরা তার (মৃত্যুর) সংবাদ আমাকে জানাওনি? সাহাবীরা যেন তার ব্যাপারে তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি। তিনি বললেন : তার কবরটি (কোথায়) আমাকে দেখিয়ে দাও। তারা সেই মহিলার কবরটি দেখিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার (কবরের নিকটে) জানাযার সালাত আদায় করলেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-৪৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৫৬, ইসলামিক সেন্টার-২০৮৭]

শব্দার্থ : كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - মাসজিদ ঝাড়ু দিত, اَفَلَاكُنْتُمْ - তোমরা কেন না, اٰذَنْتُمُوْنِىْ - আমাকে সংবাদ দাও, صَغَّرُوْا - গুরুত্ব দিল না বা উত্তম মনে

করল না, دُلُّوْنِيْ - আমাকে দেখিয়ে দাও বা পথ দেখাও, مَمْلُوْءَةٌ بِظُلْمَةٍ - অন্ধকারে পূর্ণ থাকে।

وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا، وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِيْ عَلَيْهِمْ -

মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, তারপর তিনি বলেন : কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার সালাতের কারণে তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দেন। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-২০৮৭]

٥٧٩. وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّعْيِ .

৫৭৯. হুযায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মৃত্যু সংবাদ প্রচার (বিলাপ) করতে নিষেধ করতেন। [হাসান আহমদ-৫/৩৮৫, ৪০৬, তিরমিযী-৯৮৬]

শব্দার্থ : كَانَ يَنْهٰى - তিনি নিষেধ করেন, করতেন, عَنِ النَّعْيِ - (মৃত্যু) সংবাদ প্রচার বা জানানো হতে।

٥٨٠. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

৫৮০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ আবিসিনিয়ার তৎকালীন মুসলিম রাজার মৃত্যু সংবাদ– তাঁর মৃত্যু দিবসে প্রচার করেন। আর তাঁর সাহাবীবৃন্দকে নিয়ে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে কাতারবদ্ধ করান এবং চার তাকবীরে সালাতে জানাযা (অর্থাৎ গায়েবী জানাযা) পড়ান।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৪৫, আধুনিক প্রকাশনী-১১৬৫, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-২০৭৭]

শব্দার্থ : النَّجَاشِيَّ - বাদশা নাজাশী, فِى الْيَوْمِ - ঐ দিনে, فَصَفَّ بِهِمْ - তাদেরকে নিয়ে কাতার করেন, وَكَبَّرَ - তিনি তাকবীর দিলেন।

٥٨١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَّمُوْتُ، فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا، اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ.

৫৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি কোনো মুসলিম মারা যায় আর তার জানাযায় 'শিরেক করেননি এমন চল্লিশ জন মুসলিম' উপস্থিত হয় তবে তাঁর জন্য তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। [হাসান মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৪৮, ইসলামিক সেন্টার-২০৭২]

শব্দার্থ : يَقُوْمُ - দণ্ডায়মান হন, اَرْبَعُوْنَ - চল্লিশ জন, لَايُشْرِكُوْنَ - শরীক করেনি, شَفَّعَ - সুপারিশ কবুল করেন (আল্লাহ)।

٥٨٢. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا.

৫৮২. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নিফাস অবস্থায় মৃত এক মহিলার জানাযার সালাত পড়েছিলাম, তিনি তার জানাযার সালাতে, তার লাশের মাঝা-মাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৩৩২, আধুনিক প্রকাশনী-১২৪৪, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-২১০৭, হাদীস একাডেমী-৯৬৪]

শব্দার্থ : صَلَّيْتُ - আমি সালাত আদায় করেছি, وَرَاءَ - পিছনে, وَسْطَهَا - তার মধ্য বরাবর।

٥٨٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ.

৫৮৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : মহান আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইযার পুত্রদ্বয়ের জানাযার সালাত মসজিদেই আদায় করেছিলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৭৩, ইসলামিক সেন্টার-২১২৬]

শব্দার্থ : اِبْنَىْ بَيْضَاءَ - বায়যার পুত্রদ্বয় (সাহল ও সুহায়ল)

٥٨٤. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى (رضى) قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا، وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

৫৮৪. আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রা) আমাদের জানাযার সালাতে চারটি তাকবীর বলতেন। তিনি অবশ্য একটি জানাযায় পাঁচ তাকবীর বললেন। ফলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাও (পাঁচ তাকবীর) বলতেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৫৭, ইসলামিক সেন্টার-২০৮৮, আবূ দাউদ হাদীস ৩১৯৭, নাসায়ী হাদীস-১৯৮২, তিরমিযী হাদীস-১০২০, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৫০৫]

শব্দার্থ : جَنَائِزِنَا - আমাদের জানাযার, فَسَاَلْتُهُ - আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

٥٨٥. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) اَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ : اِنَّهُ بَدْرِيٌّ.

৫৮৫. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি সাহল ইবনে হুনাইফ (রা)-এর জানাযায় তাকবীর বলেছিলেন এবং বলেছিলেন, ইনি (মৃতব্যক্তি) একজন বাদরী সাহাবী (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন)। [সহীহ মুহাল্লা ইবনে হাযম-৫/১২৬, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে তাওহীদ প্রকাশনী ৪০০৪, আধুনিক প্রকাশনী-৩৭০৭]

শব্দার্থ ঃ سِتًّا - ছয়, بَدْرِيٌّ - তিনি একজন বাদরী সাহাবী, رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - সাঈদ ইবনে মানসুর বর্ণনা করেন।

٥٨٦. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَيَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى.

৫৮৬. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানাযার সালাতগুলোতে চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। [ইমাম শাফিঈ মুসনাদে-১/২-৯/৫৭৮, এটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - সূরা, আল ফাতিহায়, اَلْاُوْلٰى - প্রথম, رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - ইমাম মাফি'ঈ (রহ.) বর্ণনা করেন।

৫৮৭. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ : لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

৫৮৭. ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একটি জানাযায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে সালাত আদায় করেছিলাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন : তোমরা যেন জানতে পার যে, এটা (সূরা ফাতিহা পাঠ) সুন্নাত কাজ।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ-১৩৩৫, আধুনিক প্রকাশনী-১২৪৭]

শব্দার্থ : خَلْفَ - পিছনে, فَقَرَأَ - তিনি পাঠ করলেন, لِتَعْلَمُوْا - যেন তোমরা জানতে পার, اَنَّهَاسُنَّةٌ - এটা একটি সুন্নাত কর্ম।

৫৮৮. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

৫৮৮ : আউফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একটি জানাযার সালাত আদায় করছিলেন; তিনি তাতে যে দুআটি পড়েছিলেন আমি তাঁর এ দু'আটি মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। (তা এই) অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, আরাম দাও, তার পাপ মুছে ফেল, তার আতিথ্য (মেহমানী) সম্মানজনক কর, তার প্রবেশ ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ, শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও, তাকে গুনাহমুক্ত কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা মুক্ত ও সাফ করছ; তাকে তার বাড়ি হতে উত্তম বাড়ি দাও, তার পরিবার ও স্বজন হতে উত্তম স্বজন দাও, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, কবরের ফিতনা হতে ও জাহান্নামের শাস্তি হতে তাকে বাঁচাও।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী ৯৬৩, ইসলামিক সেন্টার-২১০৪]

শব্দার্থ : فَحَفِظْتُ- আমি মুখস্থ করেছি, وَارْحَمْهُ - তাকে রহম বা দয়া করো, وَعَافِهِ - তাকে সুস্থতা দাও, وَاعْفُ عَنْهُ - তাকে ক্ষমা কর, وَاَكْرِمْ - তুমি সম্মানিত কর, نُزُلَهُ - আতিথীয়েতাকে, وَوَسِّعْ - এবং প্রশস্ত করো, مَدْخَلَهُ - তার স্থানকে বা কবরকে, وَالثَّلْجِ - বরফ, وَالْبَرَدِ - ঠাণ্ডা, نَقِّهِ - তাকে পরিষ্কার করো, مِنَ الْخَطَايَا - গুনাহ হতে, مِنَ الدَّنَسِ - ময়লা হতে, وَاَبْدِلْهُ - তাকে পরিবর্তন বা বদল করো বা তার জন্য পরিবর্তন করে দাও, دَارًا - এমন ঘর, اَهْلَهُ - তার পরিবার, وَاَدْخِلْهُ - এবং তাকে প্রবেশ করাও, وَقِهِ - তাকে রক্ষা করো, فِتْنَةٌ - সমস্যা বা ফিত্নাহ, عَذَابٌ-শাস্তি, النَّارِ - আগুন বা জাহান্নাম।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া-'আফিহী-ওয়াঅ'ফু আন্হু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া-অসসি মাদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মায়ি ওয়াসসালজি ওয়াল বারাদ; ওয়ানাক্বিহি মিনাল খাত্বাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদা মিনাদ্দানাসি ওয়াবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহি ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী ওয়া আদখিল হুল জান্নাতা ওয়া-ক্বিহী ফিৎনাতাল ক্বাবরি ওয়া 'আযাবাননার।

৫৮৯. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

৫৮৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো জানাযার সালাত আদায় করতেন তখন বলতেন : "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিতদের, মৃতদের, উপস্থিতদের, অনুপস্থিতদের, ছোটদের, বড়দের, পুরুষদের, মেয়েদের (সকলকেই) ক্ষমা কর; হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ আর যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর; হে মহান আল্লাহ! তুমি যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর; হে মহান আল্লাহ! তুমি তার পুণ্য

হতে আমাদের বঞ্চিত করো না, এবং তার মৃত্যুর পরে আমাদেরকে গুমরাহীতে ফেলো না।" [সহীহ এ হাদীসটি মুসলিমে নেই। আবু দাউদ হাদীস-৩২০১, তিরমিযী হাদীস ১০২৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৯৮, নাসায়ী আংশিক হাদীস-১৯৮৬]

শব্দার্থ : لِحَيِّنَا - আমাদের জীবিতদেরকে, وَشَاهِدِنَا - উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে, وَغَائِبِنَا - আমাদের অনুপস্থিতদেরকে, وَصَغِيْرِنَا - আমাদের ছোটদেরকে, وَذَكَرِنَا - আমাদের পুরুষদেরকে, وَاُنْثَانَا - আমাদের মহিলাদেরকে, اَحْيِيْتَهٗ - তাকে জীবিত রাখো, عَلَى الْاِسْلَامِ - ইসলামের উপর, لَا تَحْرِمْنَا - তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, اَجْرَهٗ - তার প্রতিদান, وَلَا تُضِلَّنَا - আমাদেরকে তুমি বিপথগামী করো না।

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লি-হাইয়্যিনা, ওয়া-মাইয়্যিতিনা, ওয়া-শাহিদিনা, ওয়া-গায়িবিনা, ওয়া-সাগীরিনা, ওয়া-কাবীরিনা, ওয়া-যাকারিনা, ওয়া-উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহি 'আলাল ইসলাম, ওয়ামান তা-ওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান; আল্লাহুম্মা লা-তাহরিম্না আজ্রাহু, ওয়ালা তুযিল্লানা বা'দাহু।

٥٩٠. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ (رضى) قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

৫৯০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা কোনো মৃতের জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করবে– তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৩১৯৯, ইবনে হিব্বান-৩০৭৬, তিনি একে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ - আন্তরিকভাবে তার জন্য দু'আ করো।

٥٩١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ، وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

৫৯১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : জানাযায় পৌঁছাতে তাড়াতাড়ি করবে। যদি জানাযা সৎ হয় তবে তো কল্যাণময়, তোমরা

তাকে (তার সুফল লাভে) ত্বরান্বিত করবে, আর যদি জানাযা তা না হয় তবে– তা মন্দ, তাই তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে তাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেবে।
[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৩১৫, আধুনিক প্রকাশনী-১২২৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৪৪, ইসলামিক সেন্টার-২০৫৯]

শব্দার্থ : أَسْرِعُوْا - শীঘ্রই করো বা দ্রুত করো, صَالِحَةً - পুণ্যবান বা নেককার, تُقَدِّمُوْنَهَا - তাকে অগ্রসর করালে, سِوٰى - ব্যতীত বা ভিন্ন, فَشَرٌّ - মন্দ, تَضَعُوْنَهُ - তাকে নামিয়ে রাখো, عَنْ رِقَابِكُمْ - তোমাদের ঘাড় হতে।

٥٩٢. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ : وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. وَلِمُسْلِمٍ (حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ) -

৫৯২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার সালাত আদায় করে সে এক 'ক্বীরাত' সাওয়াবের অধিকারী হয়, আর যে জানাযায় হাজির হয়ে দাফন করা পর্যন্ত জানাযার সঙ্গে থাকে সে দু'ক্বিরাত' সাওয়াব লাভ করে। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– দু'ক্বিরাত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, দুটি বড় পাহাড় সমতুল্য।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৩২৫, আধুনিক প্রকাশনী-১২৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৪৫, ইসলামিক সেন্টার-২০৬২]

মুসলিম আছে, "মৃতকে কবরে রাখা পর্যন্ত হাজির থাকলে"।

শব্দার্থ : شَهِدَ - উপস্থিত হলো, قِيْرَاطٌ - কীরাত অর্থাৎ– একটি বৃহদাকার পাহাড় বা সমপরিমাণ, حَتّٰى تُدْفَنَ - সমাধিস্থ করা, اَلْجَبَلَيْنِ - দু'টি পাহাড়, اَلْعَظِيْمَيْنِ - দু'টি বড় বা বৃহদাকার, تُوْضَعُ - রাখা হলো, فِى اللَّحْدِ - লাহদে বা কবরে।

٥٩٣. وَلِلْبُخَارِيِّ : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ.

৫৯৩. বুখারীর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় কোনো মুসলিমের জানাযায় শামিল হয়ে সালাত আদায় করে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তথায় থাকবে সে দু'ক্বিরাত সাওয়াব নিয়ে বাড়ি ফিরবে। প্রতি ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৪৭, আধুনিক প্রকাশনী-৪৫]

শব্দার্থ : مَنْ تَبِعَ - যে অনুসরণ করে, اِيْمَانًا - ঈমান অবস্থায়, وَاحْتِسَابًا - সাওয়াবের আশায়, مِثْلُ اُحُدٍ - উহুদ সমপরিমাণ।

٥٩٤. وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ.

৫৯৪. সালিম তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম ﷺ আবূ বক্র ও উমর (রা)-কে জানাযার আগে আগে হেঁটে যেতে দেখেছেন। (জানাযাকে ছেড়ে আগে চলে যাওয়া বৈধ নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে গেলে– অল্প আগে পিছে যাওয়াতে কোনো পাপ নেই।) [সহীহ আহমদ হাদীস-৪৫৩৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩১৭৯, নাসায়ী হাদীস-১৯৪৫, তিরমিযী হাদীস-১০০৭, ১০০৮, ইবনে মাজাহ ১৪৮২, ইবনে হিব্বান হাদীস-৭৬৬, ৭৬৮]

শব্দার্থ : اَبَا بَكْرٍ - আবু বকর (রা), عُمَرُ - উমর (রা), يَمْشُوْنَ - তারা চলেন বা আসা যাওয়া করেন, اَمَامَ الْجَنَازَةِ - জানাযার সামনে বা আগে, وَاَعَلَّهُ - তাকে ত্রুটিযুক্ত বর্ণনা করেন, وَطَائِفَةٌ - মুহাদ্দিসের একটি দল, بِالْاِرْسَالِ - মুরসালরূপে।

٥٩٥. وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ : نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

৫৯৫. উম্মে 'আত্বীয়াহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : জানাযার সঙ্গে যাওয়াটা আমাদের মেয়েদের জন্য নিষেধ ছিল তবে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৭৮, আধুনিক প্রকাশনী-১১৯৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৩৮, ইসলামিক সেন্টার-২০৪০]

শব্দার্থ : نُهِيْنَا - আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, وَلَمْ يُعْزَمْ - কঠোরতা করা হয়নি।

٥٩٦. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى تُوْضَعَ.

৫৯৬. আবূ সা'ঈদ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমরা যখন জানাযা দেখবে, তখন দাঁড়াবে। আর যে তার সঙ্গে যাবে সে যেন জানাযা রাখবার আগেই না বসে। [সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৩১০, আধুনিক প্রকাশনী ১২২৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৫৯, ইসলামিক সেন্টার-২০৯৩]

শব্দার্থ : اِذَا رَأَيْتُمْ - যখন তোমরা দেখবে, فَقُوْمُوْا - তোমরা দাঁড়াও, فَلاَيَجْلِسْ - সে বসবে না, حَتّٰى تُوْضَعَ - যতক্ষণ রাখা না হবে।

٥٩٧. وَعَنْ أَبِيْ اِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ (رضى) أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ : هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ.

৫৯৭. আবূ ইসহাক্ব হতে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) মৃতকে পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করালেন এবং তিনি বললেন : এটা সুন্নাত কাজ (ইসলামী ত্বরীকা)। [সহীহ আবূ দাঊদ-৩২২১]

শব্দার্থ : رِجْلَيْ - আমার বা পায়ের দিক দিয়ে।

٥٩٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِى الْقُبُوْرِ، فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ، وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে, তখন বলবে : "বিসমিল্লাহি ওয়া-আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামে ও মুহাম্মদ ﷺ -এর মিল্লাত (মুসলিম জাতীয় বিধান) অনুযায়ী (সমাধিস্থ করা হচ্ছে)। [সহীহ আহমদ-২/২৭, ৫৯, ৬৯, ১২৭-১২৮, আবু দাঊদ ৩২১৩, ইবনে হিব্বান-৩১১০, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ।]

শব্দার্থ : اِذَا وَضَعْتُمْ - যখন তোমরা রাখবে, بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে, مِلَّةٌ - বিধান, তরীকায়।

٥٩٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

৫৯৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মৃতের হাড়ভাঙ্গা জীবিতদের হাড়ভাঙ্গার মতোই (পাপ কার্য)।

[মুসলিম শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ; সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩২০৭]

শব্দার্থ : كَسْرٌ - ভেঙ্গে গেলে, عَظْمٌ - হাঁড়, حَيًّا - জীবিত ব্যক্তির, عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ - ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

٦٠٠. وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِى الْاِثْمِ.

৬০০. ইবনে মাজাহতে উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, "গুনাহের কাজে কর্মে উভয়ই সমান।" [য'ঈফ ইবনে মাজাহ-১৬১৭]

٦٠١. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) قَالَ اَلْحِدُوْا لِىْ لَحْدًا، وَانْصِبُوْا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬০১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াকক্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমার জন্য লাহাদ (বুগলী কবর) বানাও এবং তাতে কাঁচা ইট দাঁড় করে দাও, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৬৬, ইসলামিক সেন্টার-২১১২]

শব্দার্থ : اَلْحِدُوْا - আমার জন্য 'লাহ্‌দ' (কবর) খনন কর, وَانْصِبُوْا - তোমরা দিবে, اَللَّبِنَ - কাঁচা ইট, كَمَاصُنِعَ - যেমন তৈরি করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : সিমেন্ট ও চুন-সুরকির পর্যায়ভুক্ত।

মহানবী ﷺ তাঁর মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতির প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক– তারা তাদের নবীগণের কবরকে উপাসনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। কবর পূজার এহেন শিরকের ব্যাধি হতে নিজ উম্মতকে বাঁচানোর জন্য সতর্কতামূলক বহু ব্যবস্থা,তিনি করে গেছেন। তিনি আলী (রা)-কে বিশেষ নির্দেশসহ উঁচু কবরগুলোকে জমিন বরাবর করে দেয়ার ও বিগ্রহ-মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ঐসব অঞ্চলে পাঠিয়ে ছিলেন– আরবের যেসব অঞ্চলে ঐগুলো শিরকের উপকরণরূপে বিরাজ করছিল। তিনি নিজের কবর সম্বন্ধেও এক কঠোর নির্দেশ ঘোষণা করলেন– আমার কবরকে পূজা বিগ্রহে পরিণত কর না যেন তোমরা। তিরমিযী, সুবুল ইত্যাদি।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসসমূহ হতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোনো কবরের ওপরে বা তাকে কেন্দ্র করে মঠ তৈরি, ঘর বানানো, কবরকে পাকা করা, যে কোনোভাবে সজ্জিত করা, পর্দা করা বা চাদর দিয়ে আবৃত করা, কবরকে ছায়া করা, কবরের প্রাচীরকে শরীরের কোনো অংশ দিয়ে আলিঙ্গন করা বা ঘষা, চুম্বন করা ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা হারাম।– (মিরকাত, সুবুল ইত্যাদি)। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর এহেন ফর্মানকে অবজ্ঞা করে তাঁর ধর্মের নামেই পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির কৌশলরূপে কবর পূজার এসব শিরক এক শ্রেণীর চতুর লোকেরা নিজেরা করছে ও সমাজের এক শ্রেণীর বিরাট অংশকে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে এসব শিরকের মহাপাপ করার পথ প্রশস্ত করছে।

যেসব বজর্গানে দ্বীন ও তাঁদের জীবনের যথা সর্বস্ব তাওহীদ ও সুন্নতে নববীর প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করে গেছেন, আজ তাঁদের অধিকাংশের নামে ভক্তির ভান করে এসব কবর পূজার শিরক ও বিদআতে লিপ্ত আছে– মুসলিম নামধারী মানুষের এক বিরাট অংশ। .... ইন্নালিল্লাহ....... ।

কবরের পবিত্রতা রক্ষা ও দোয়া দরূদ পাঠ করা ছাড়া কবরের যেকোনো গুরুত্ব আরোপ করা ব্যক্তি পূজার নামান্তর, –তাওহীদের সংহারক তাই মহানবীর বিষয়ে এত সতর্কতা ও সাবধান বাণী। মহানবীর ইন্তেকালের প্রায় চল্লিশ বছর পরে হযরত আলী (রা) তাঁর খিলাফতের আমলে উঁচু কবর চোখে পড়লে তাকে ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয় শিয়া সম্প্রদায় নিজেদেরকে আলীর উক্ত দাবি করেন অথচ কবর পূজা করাকে তারা ইসলাম ধর্মের অঙ্গরূপে আকঁড়ে ধরেছেন।

٦٠٢. وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ (رضى) نَحْوُهُ وَزَادَ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْاَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ.

৬০২. ইমাম বায়হাক্বী জাবির (রা) হতে এরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আরো উল্লেখ আছে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) ক্ববর সরেজমিন হতে আধ হাত পরিমাণ উঁচু করা হয়েছিল। [বায়হাক্বী-৩/৪০৭, ইবনে হিব্বান-৮/২১৮, ৬৬০১, হাদীসটি মা'লূল]

শব্দার্থ : نَحْوُهُ - তার অনুরূপ, وَرُفِعَ - এবং উঁচু করা হয়েছিল।

٦٠٣. وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ.

৬০৩. মুসলিমে জাবির (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে কবরের উপর বসতে ও করের উপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।
[মুসলিম হাদীস একাডেমী-৯৭০, ইসলামিক সেন্টার-২১৭]

শব্দার্থ : أَنْ يُجَصَّصَ - চুন সুরকী দিয়ে পাকা করতে, أَنْ يَقْعُدَ - এবং বসতে, أَنْ يُبْنٰى - এবং তৈরি করতে।

٦٠٤. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثٰى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ .

৬০৪. আমির ইবনে রাবী'য়াহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ উসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর জানাযা পড়েছিলেন এবং তাঁর কবরের নিকট এসে দাঁড়ানো অবস্থায় তিন মুঠো মাটি দিয়েছিলেন। [অত্যন্ত দুর্বল : দারাকুত্বনী-২/৭৬/১১]

শব্দার্থ : فَحَثٰى - আজলা বা অঞ্জলী বা মুষ্টি মাটি দিলেন, وَهُوَ قَائِمٌ - তিনি দণ্ডায়মান।

٦٠٥. وَعَنْ عُثْمَانَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ : اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسَاَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ.

৬০৫. উসমান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতের দাফন শেষ করে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন : তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য মাগফিরাত কামনা করো এবং তার জন্য অবিচল থাকার জন্য দো'আ কর। কেননা সে এমন (তার আক্বীদাহ ও আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হবে।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩২২১, হাকিম-১/৩৭০]

শব্দার্থ : اِذَا فَرَغَ - যখন অবসর হন, وَقَفَ - থামেন বা দাঁড়ান, اِسْتَغْفِرُوْا - তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, لِاَخِيْكُمْ - তোমাদের ভাইয়ের জন্য, وَسَلُوْا لَهُ - তার জন্য প্রার্থনা কর, اَلتَّثْبِيْتَ - অবিচল থাকা।

٦٠٦. وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ اَحَدِ التَّابِعِيْنَ قَالَ : كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اِذَا سُوِّىَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ،

اَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَا فُلَانَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ، وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ﷺ.

৬০৬. যামরা ইবনে হাবীব নামক একজন তাবি'ঈ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : মৃতের কবর ঠিকঠাক হওয়ার পর যখন মানুষ জন চলে যায় তখন কবরের কাছে এরূপ বলাকে লোক পছন্দ মনে করত।

(বাক্যগুলো এই) হে অমুক! তুমি বল– ক. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তিনবার। খ. রাব্বিয়াল্লাহ (আল্লাহ আমার রব বা প্রভু)। গ. দীনিইয়াল ইসলাম, (ইসলাম আমার ধর্ম)। ঘ. নাবীয়্যী মুহাম্মদ, (মুহাম্মদ ﷺ আমার নবী)।

[য'ঈফ : সাঈদ ইবনে মানসুর এটি মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : اَحَدُ التَّابِعِيْنَ - তাবি'ঈদের একজন বা অন্যতম, كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ - তারা পছন্দ করত, اِذَا سُوِّىَ - যখন ঠিক করা হবে, وَانْصَرَفَ - ফিরে আসে বা প্রত্যাবর্তন করে, يَافُلَانُ - হে উমুক! قُلْ - বলো, رَبِّىْ - আমার প্রতিপালক, وَدِيْنِىْ - আমার দ্বীন বা ধর্ম, وَنَبِيِّ - আমার নবী (সা)।

٦٠٧. وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُمَامَةَ مَرْفُوْعًا مُطَوَّلًا.

৬০৭. ত্বাবারানীতে উসামাহ হতে মারফুফ হিসেবে এ রকম একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [য'ঈফ]

শব্দার্থ : مُطَوَّلًا - দীর্ঘ বর্ণনায়।

٦٠٨. وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْاَسْلَمِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

৬০৮. বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব আসলামী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত কর। [মুসলিম হাদীস একাডেমী-৯৭৭, ইসলামিক সেন্টার-২১৩২, তিরমিযীর বর্ণনাতে আরো উল্লেখ আছে– তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১০৫৪]

শব্দার্থ : زِيَارَةٌ - যিয়ারাত, تُذَكِّرُ - স্মরণ করাবে, اَلْاٰخِرَةَ - পরকাল।

٦٠٩. وَعَنْ اِبْنِ مَاجَةْ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ : (وَتُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا.

৬০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। ইবনে মাজায় আরো বর্ণিত আছে, এটা তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বা মোহমুক্ত করে তোলে।
[য'ঈফ ইবনে মাজাহ হাদীস-১৫৭১]

শব্দার্থ : وَتُزَهِّدُ - অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে।

٦١٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ.

৬১০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারত মহিলাদের প্রতি লা'নাত (অভিসম্পাত) করেছেন। [সহীহ তিরমিযী-১০৫৬, ইবনে হিব্বান-৩১৭৮]

শব্দার্থ : لَعَنَ - অভিসম্পাত করেছেন, زَائِرَاتِ - যিয়ারাতকারী নারী।

٦١١. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ.

৬১১. আবূ 'সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দনকারিণী ও তা শ্রবণকারিণীদের প্রতি লা'নাত করেছেন।
[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৩১২৮]

শব্দার্থ : اَلنَّائِحَةُ - (শোক প্রকাশের জন্য) ভাড়াটে ক্রন্দনকারী, اَلْمُسْتَمِعَةُ - শ্রবণকারী নারী বা শ্রবণকারিণী।

٦١٢. وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا نَنُوْحَ.

৬১২. উম্মে আত্বী'আহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : বাই'আতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের 'কাছ হতে নিয়াহাহ না করার' (বুক চাপড়িয়ে না কাঁদার) ওয়াদা নিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৩০৬, আধুনিক প্রকাশনী-১২২১]

শব্দার্থ : اَخَذَ - তিনি গ্রহণ করেছেন, অঙ্গীকার নিয়েছেন, اَنْ لَانَنُوْحَ - যেন আমরা বিলাপ না করি।

٦١٣. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

৬১৩. উমর (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, (তিনি) নবী করীম ﷺ বলেন : মৃত ব্যক্তির উপর নিয়াহাহ করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেয়া হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৯২, আধুনিক প্রকাশনী-১২০৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯২৭, ইসলামিক সেন্টার-২০১৯]

শব্দার্থ : يُعَذَّبُ - আযাব দেয়া হয় বা হবে।

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন দোষ ত্রুটির জন্য কবরে মৃতের আযাব হওয়া সত্য। তবে স্বজনদের বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার জন্য তাদের মৃতের উপর আযাব হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন এভাবে–

* মৃত ব্যক্তি তার জীবিত অবস্থার ঐরূপ কান্নার সমর্থন করা ও তার পরিবারের এরূপভাবে বিনিয়ে কান্নার উপর সন্তুষ্ট থেকে মৃত্যুবরণ করা।

* মৃতব্যক্তির নিজের জন্য বিনিয়ে কাঁদার অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করা।

٦١٤. وَلَهُمَا : نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

৬১৪. মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতেও এ রকম হাদীস উক্ত কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৯১, আধুনিক প্রকাশনী-১২০৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৯৩৩, ইসলামিক সেন্টার-২০৩২]

শব্দার্থ : نَحْوُهُ - তার অনুরূপ।

٦١٥. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ. عَنْدَ الْقَبْرِ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ .

৬১৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কোনো এক কন্যার দাফনকালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁর চোখ দুটিকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছি। (চেচিয়ে কাঁদা নিষেধ)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৮৫, আধুনিক প্রকাশনী-১২০২]

শব্দার্থ : شَهِدْتُ - আমি উপস্থিত হয়েছি, بِنْتًا لِلنَّبِيِّ - নবী ﷺ-এর কন্যার, جَالِسٌ - বসা ছিলেন বা বসা ব্যক্তি, تَدْمَعَانِ - অশ্রু প্রবাহিত করছে।

٦١٦. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَّا اَنْ تُضْطَرُّوْا : اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةْ. وَاَصْلُهُ فِىْ مُسْلِمٍ لٰكِنْ قَالَ : زَجَرَ اَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهِ.

৬১৬. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : রাতের বেলায় তোমাদের মৃতদের দাফন করবে না, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হলে ভিন্ন কথা।
[সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-১৫২১]

এর মূল মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিরস্কার করেছেন, জানাযার সালাত না পড়ে রাতে কবর দেয়া প্রসঙ্গে।
[মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-২০৫৮]

শব্দার্থ : لَاتَدْفِنُوْا - তোমরা দাফন করো না, بِاللَّيْلِ - রাত্রে, تُضْطَرُّوْا - তোমরা বাধ্য হবে, زَجَرَ - ধমক দিয়েছেন বা কাড়াকাড়ি করেছেন।

٦١٧. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضى) قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ. قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ .

৬১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যখন জাফর (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ (মদীয়ায়) পৌঁছাল তখন নবী করীম ﷺ বললেন : জা'ফরের পরিবারবর্গের জন্য খাবার তৈরি কর। কারণ তাদের নিকট এমন এক বিপদ এসেছে যা তাদেরকে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছে।
[হাসান আহমদ-১/২০৫, আবূ দাউদ হাদীস-৩১৩২, তিরমিযী হাদীস-৯৯৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৬১০]

শব্দার্থ : نَعْىٌ - মৃত্যু সংবাদ, قُتِلَ - তাকে হত্যা করা হয়েছে, اِصْنَعُوْا - তোমরা তৈরি করো, لِاٰلِ - পরিবারের জন্য, طَعَامًا - খাদ্য, يَشْغَلُهُمْ - যা তাদেরকে লিপ্ত বা শোকাভিভূত করে।

٦١٨. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ : اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

৬১৮. সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কবরস্থানে যাবার সময় এ দু'আ পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন।

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আ'লা আহলিদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া-ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকুনা, আসআলুল্লাহু লানা ওয়ালা কুমুল 'আফি'য়াহ।

অর্থ : কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক, আর আমরাও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমাদের ও তোমাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুখ-শান্তি কামনা করছি।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৭৫, ইসলামিক সেন্টার-২১২৯]

শব্দার্থ : يُعَلِّمُهُمْ - তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, اِلَى الْمَقَابِرِ - কবরস্থানে, اَلسَّلَامِ - শান্তি, اَلدِّيَارُ - কবর, اَلْمُسْلِمِيْنَ - মুসলিম, لَاحِقُوْنَ - সাক্ষাতকারী, اَسْاَلُ - আমি চাচ্ছি বা প্রার্থনা করছি, اَلْعَافِيَةَ - প্রশান্তি বা ক্ষমা।

٦١٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ، فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ.

৬১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এ দু'আ পাঠ করলেন, "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আন্তুম সালাফুনা ওয়া-নাহ্নু বিল আসারি।"

অর্থ : হে কবরবাসী! তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, (পরকালে যাত্রায়) তোমরা আমাদের অগ্রগামী ও আমরা তোমাদের পশ্চাৎ অনুসারী। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-১০৫৩]

শব্দার্থ : بِوَجْهِهِ - তার বা চেহারা, اَهْلَ الْقُبُوْرِ - কবরবাসী, يَغْفِرُ - তিনি ক্ষমা করবেন, سَلَفُنَا - আমাদের অগ্রগামী। بِالْاَثَرِ - পশ্চাতে।

٦٢٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ، فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلَى مَا قَدَّمُوْا.

৬২০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালি দেবে না। তারা তো তাদের পূর্বকৃত কর্মফলের নিকট পৌঁছে গেছে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৩৯৩, আধুনিক প্রকাশনী ১৩০৩]

শব্দার্থ : لَاتَسُبُّوْا - তোমরা গালি দিও না, قَدْ اَفْضَوْا - তারা পৌঁছে গেছে।

٦٢١. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ نَحْوَهُ، لٰكِنْ قَالَ : فَتُؤْذُوا الْاَحْيَاءَ.

৬২১. মুগীরা (রা) হতে তিরমিযীতে এরূপই বর্ণিত আছে, কিন্তু তাতে বলা হয়েছে, "এতে তোমরা জীবিতদের কষ্ট দেবে।" [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৯৮২]

শব্দার্থ : فَتُؤْذُوْا - তোমরা কষ্ট দিবে, اَلْاَحْيَاءُ - জীবিতদেরকে।

٤. كِتَابُ الزَّكَاةِ

চতুর্থ অধ্যায় : যাকাত

১. অনুচ্ছেদ : সাধারণ যাকাত

অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় হিজরী সনে যাকাত ফরয হয়েছে। যাকাতের আভিধানিক অর্থ- বর্ধিত ও পবিত্র। যাকাত ও উশুর দেয়ার ফলে মালে বরকত হয় ও দোষ মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়।

উচ্চ আদর্শ ভিত্তিক কোন জীবনব্যবস্থার উপর মানুষ্য সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনগণকে সর্বপ্রথম পূতপবিত্র, সঠিক ধ্যান-ধারণা, উন্নত মানসিকতা ও চরিত্রবান করে তোলা দরকার। কালেমা কবুল করার পর দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সম্পদগত ইবাদাতের মধ্যে প্রধান হচ্ছে যাকাত যেটি বৈষয়িক জীবন যাপনে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সালাত হচ্ছে উপরোক্ত মৌলিক বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে প্রধান ও বাস্তব অনুশীলন। বৈষয়িকভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে- যাকাত। যা সঠিক আদায় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথানিয়মে বিতরণের উপর নির্ভর করছে। নির্ভর করছে মুসলমানের ইসলামী সমাজ জীবনের সার্বিক কল্যাণ। কিন্তু যখন আমাদের অনৈসলামি জীবন যাপন যাকাতের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন মনে করে তখন এ বিষয়ে আমাদের অবহেলা ইসলামী জীবনের অবক্ষয়ের নামান্তর বই আর কি হতে পারে? তাই ইসলাম ও সমাজ দরদী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বায়তুল মাল ফান্ড গঠনে তৎপর হওয়া একান্ত ফরয। এছাড়া যাকাত না দেয়া কুফরীর শামিল ও বটে। যা থেকে আমাদের মুক্তি লাভ একান্তই আবশ্যিক।

٦٢٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا (رضى) اِلَى الْيَمَنِ ....) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ : اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ

عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ.

৬২২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে ইয়ামান প্রদেশে (গভর্ণররূপে) প্রেরণ করেছিলেন। মূল কিতাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের মালের মধ্যে সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, তা (যাকাত) তাদের সম্পদশালীদের নিকট হতে আদায় করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৩৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৩০৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯, ইসলামীক সেন্টার-২৯]

শব্দার্থ : اِفْتَرَضَ - ফরয করেছেন, صَدَقَةٌ - সদাক্বাহ, (যাকাত), اَمْوَالِ শব্দটি مَالٌ এর বহুবচন - اَغْنِيَاءُ - تُؤْخَذُ - নেয়া হবে, اَمْوَالِهِمْ - তাদের সম্পদ, শব্দটি غَنِىٌّ - এর বহুবচন, مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ - তাদের ধনীদের কাছ থেকে, فَتُرَدُّ - ফিরিয়ে দেয়া হবে, فُقَرَاءُ শব্দটি فَقِيْرٌ - এর বহুবচন, فُقَرَاءُ - দরিদ্রগণ।

٦٢٣. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضى) كَتَبَ لَهُ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فِىْ كُلِّ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا الْغَنَمُ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ، فَاِذَا بَلَغَتْ

اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلَّا اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

৬২৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মুসলমানের উপর ধার্য করা যাকাতের এই চার্টটি তাঁকে (আনাস (রা)-কে লিখে দিয়েছিলেন। (বাহরাইন প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যখন তাঁকে দিয়েছিলেন) যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে আদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে– ২৪টি উটে যাকাত তার কম সংখ্যক উটে যাকাত দিতে হবে প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল এবং ২৫ হতে ৩৫টি উটের জন্য একটি এক বছর বয়সের মাদী উট, তা না থাকলে একটি দু-বছরের নর উট দেয়া। তারপর ৩৬ হতে ৪৫টির জন্য দু'বছরের মাদী উট দিতে হবে। ৪৬-৬০টির জন্য একটি হীকত্বা (তিন বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এমন উটনী) তারপর ৬১-৭৫টির জন্য একটি পুরো চার বছর বয়সের উট দিতে হবে। তারপর ৭৬-৭৫টির জন্য একটি পুরো চার বছর বয়সের উট দিতে হবে। তারপর ৭৬-৯০টির জন্য দু-বছরের দুটি মাদী উট দেয়া। তারপর ৯১-১২০টির জন্য দুটো হিক্কা (৩ বছরের) উট দিতে হবে। তারপর যখন ১২০টির বেশি হবে তখন প্রতি ৪০টির জন্য একটি দু-বছরের উট এবং প্রতি ৫০টির জন্য একটি (৩ বছরের) উট দিতে হবে। আর যার নিকট মাত্র চারটি উট থাকবে তার জন্য কোন যাকাত নেই তবে যদি তাদের মালিক তা দিতে ইচ্ছা করে দিতে পারে।

শব্দার্থ : فَرِيْضَةٌ - ফরয, فَرَضَهَا - সেটা ফারয করেছেন বা ধার্য করেছেন, اَلْاِبِلُ - উট, اَلْغَنَمُ - ছাগল, شَاةٌ - ছাগী, بَلَغَتْ - পৌঁছে, بِنْتُ مَخَاضٍ - এক বৎসর বয়সের উটের বাচ্চা, اَنْثٰى- মাদী, بِنْتُ لَبُوْنٍ - দু' বছরের মাদী উটের বাচ্চা, اِبْنُ لَبُوْنٍ - দু'বছরের নর উটের বাচ্চা, حِقَّةٌ - চার বছরে উপনীত উটনী, طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ - যৌন মিলনের উপযোগী, جَذَعَةٌ - পঞ্চম বছরে উপনীত উটনী, اَرْبَعٌ - চার, فِىْ اَرْبَعٍ عِشْرِيْنَ - চব্বিশটিতে, خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ - পঁচিশ, اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ - পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত, سِتًّا وَّثَلاَثِيْنَ ছত্রিশ, اِلٰى

- اِلٰى سِتِّيْنَ ,পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত - سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ ছেচল্লিশ, - خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ ষাট পর্যন্ত, - اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ ,একষট্টি - وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ পঁচাত্তর পর্যন্ত, - اِحْدٰى وَتِسْعَيْنَ ,ছিয়াত্তর - اِلٰى تِسْعِيْنَ নব্বই পর্যন্ত, - سِتًّا وَسَبْعِيْنَ একানব্বই, مِائَةٌ - একশত।

وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ، اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا،

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِى الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ.

ভেড়া ও ছাগলের যাকাত তার চারণভূমি বা বাথানে নিম্ন বিধান অনুযায়ী দিতে হবে– ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত একটি দিতে হবে, তারপর ১২১ হতে ২০০টি পর্যন্ত দুটি ছাগল দিতে হবে, তারপর ২০১ হতে ৩০০ পর্ন্ত ৩টি ছাগল দিতে হবে, তারপর ভেড়া বা ছাগলের সংখ্যা ৩০০-এর বেশি হলে প্রতি ১০০টির জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। বাথানে (চারণভূমি বা অবস্থান ক্ষেত্রে) যার ৪০টি থেকে একটি মাত্র কম ছাগল থাকবে তার জন্য কোন যাকাত নেই। তবে যদি তার মালিক ইচ্ছা করে (দিতে পারে)। পৃথক সম্পদ (পালের বকরীকে) একত্র করা যাবে না। এবং (যাকাত না দেয়ার বা কম দেয়ার উদ্দেশ্যে) একত্রিত বকরীকে আলাদা করা উচিত হবে না। আর যদি সম্পদে শরীক থাকে তবে শরীকেরা আপন আপন মালের অনুপাতে ন্যায্যভাবে যাকাত আদায়ের হিসেব আপোষে মিল করে নেবে।

যাকাতের জন্য দেয়া সম্পদ যেন দাঁত পড়া (শেষ বয়সের) মাল না হয়, চোখে কোন দোষ যুক্ত না হয় এবং এঁড়ে না হয়, তবে যদি মালিক নিজের ইচ্ছায় এঁড়ে দেয় তা অন্য কথা। রূপার যাকাত দু'শত দিরহামে এক-চল্লিশাংশ (পাঁচ দিরহাম) দিতে হবে। যদি ১৯০ বা তার কম দিরহাম থাকে তবে– তাতে যাকাত দিতে হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে দিতে পারে।

যদি উটের মালের দেয়া যাকাত (চার বছর বয়সের) উট হয় আর তার নিকট তা না থাকে তবে একটি হিক্কা (৩ বছরের) উট দেবে ও তা সহ দুটি ছাগল দেবে– যদি তা সহজ সাধ্য হয়। অন্যথায় হিক্কার সঙ্গে ২০টি দিরহাম দেবে। যদি উটের যাকাত হিক্কাহ তিন বছর বয়সের উট হয় আর তার কাছে হিক্কাহ না থাকে বরং চার বছরে বয়সের উট থাকে, তাহলে তার নিকট হতে তাই গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত গ্রহণকারী মালিককে ২০টি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৪৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৫৫, ১৩৬১]

শব্দার্থ : سَائِمَةٌ - মাঠে চরে খায় যে পশু, زَادَتْ - বেশি হয়, شَاةٌ - شِيَاهٌ - (ছাগী)-এর বহুবচন, نَاقِصَةٌ - কম, يَشَاءُ - চায় বা ইচ্ছা করে, لَا يُجْمَعُ - একত্র করা যাবে না, مُتَفَرِّقٌ - পৃথক, يُجْمَعُ - একত্র করা হবে, خَشْيَةٌ - ভয় বা আশঙ্কা, خَلِيْطٌ - শারীক, خَلِيْطَيْنِ - দু' শারীক, يَتَرَاجَعَانِ - আপোসে মিল করবে, اَلسَّوِيَّةُ - সমান, هَرِمَةٌ - বৃদ্ধ, ذَاتُ عَوَارٍ - কানা, اَلْمُصَّدِّقُ - যাকাত গ্রহণকারী, اَلرِّقَةُ - চাঁদি (রূপা) রৌপ্য মুদ্রা, اِسْتَيْسَرَ - সহজ হয়।

ব্যাখ্যা : একখানা গাড়ি চালু কর ও তার থেকে কাজ নেয়ার জন্য তার যাবতীয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশগুলোকে যথাস্থানে যথা নিয়মে সংযুক্ত থাকতে হবে। তার কোন অংশ না থাকার বা অচল থাকা অবস্থায় তা থেকে কাজ নেয়ার আকাঙ্খা বাতুলতা মাত্র। ইসলামের দ্বারা আমাদের মানব জীবনের উন্নতি বিধানের দাবি আমরা তখনই করতে পারি যখন আমরা সাহাবায়ে কিরামের মতো ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুনকে কবুল করে নিয়ে তার যাবতীয় অংশগুলোকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হব। ইহ-পরকালের কল্যাণ সাধনের জিম্মা নিয়েছে ইসলাম। যাকাত সমাজে ফকির সৃষ্টির জন্য নয়; বরং তাকে মুছে ফেলার জন্যই কিন্তু নিয়মমাফিক আদায় ও বণ্টিত না হলে তার দ্বারা কখনও সমাজের কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বরং অর্থ অপচয় হবে, সমস্যা বাড়তেই থাকবে। যাকাত ও উশুরকে কেন্দ্রিভূত করে ইসলামী বিধান মতে তার বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মধ্যে যাকাতের স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে।

٦٢٤. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ، فَاَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ.

৬২৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে ইয়ামান প্রদেশে (আঞ্চলিক বা প্রদেশিক গভর্নর হিসেবে) প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁকে প্রতি ৩০টি গরুতে ১টি ১ বছর বয়সের এঁড়ে বাছুর বা বক্না বাছুর নিতে আর প্রতি ৪০টি গরুতে একটি মুসিন্নাহ বা দু-বছরের গরু নিতে হুকুম দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বালেগের জন্য একটি দিনার বা তার সমমূল্যের মু'আফির (ইয়ামানে প্রস্তুতকৃত কাপড়।) [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৫৭৬, তিরমিযী হাদীস-৬২৩, নাসায়ী হাদীস ২৪৫০, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮০৩, আহমদ-৫/২৩০, ইবনে হিব্বান-৭/১৯৫, হাকিম-১/৩৯৮]

শব্দার্থ : بَقَرَةٌ - গরু বা গাভী, تَبِيْعٌ - একবছর বয়সের এঁড়ে বাছুর, تَبِيْعَةٌ - এক বছর বয়সের বকনা বাছুর, مُسِنَّةٌ - দু'বছর পুরা হয়েছে এমন গরু, حَالِمٌ - প্রাপ্ত বয়স্ক।

٦٢٥. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى مِيَاهِهِمْ .

৬২৫. আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুসলমানের সদকাহ আদায় করা হবে তাদের

অবস্থানক্ষেত্র হতে, (তাঁদের অন্যত্র যেতে বাধ্য করা যেন না হয়।)
[হাসান আহমদ হাদীস-৬৭৩০]

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ أَيْضًا : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِيْ دُوْرِهِمْ.

আবূ দাউদের বর্ণনায় উল্লেখ আছে তাদের যাকাত শুধুমাত্র তাদের আবাস স্থলেই গ্রহণ করা হবে। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-১৫৯১]

٦٢٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ. لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

৬২৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলিমের (সেবার জন্য নিয়োজিত) দাসের ও সাওয়ারীর জন্য ব্যবহৃত ঘোড়ার যাকাত নেই এবং মুসলমানদের দাসের সদকাতুল ফিতর দিতে হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৬৪, আধুনীক প্রকাশনী-১৩৭০, মুসলিমের রেওয়ায়াতে আছে দাসের মধ্যে সাদাক্বাতুল ফিতর ব্যতীত অন্য কোন সদকাহ নেই। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৮২, ইসলামীক সেন্টার ২১৪৭]

শব্দার্থ : فَرَسٌ - ঘোড়া।

٦٢٧. وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ : فِيْ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

৬২৭. বাহয ইবনে হাকীম (র) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাঠে প্রতিপালিত প্রতি ৪০টি উটের জন্য একটি দু'বছরের উটনী যাকাত হিসেবে দেবে। যাকাতের হিসেবকালে কোন উট (মাল) পৃথক করা চলবে না। যে ব্যক্তি যাকাত সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দেবে সে পুণ্যলাভ করবে। আর যে তা দেয়া হতে বিরত থাকবে, তার নিকট হতে আমরা

অবশ্যই তা আদায় করে নেব এবং তার সম্পদের একটি বিশেষ অংশও আল্লাহর সম্পদ বলে বিবেচিত। (জরিমানা হিসেবে আরো বেশি আদায় করা হবে।) যাকাত বা সাদকার সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার পরিজনের জন্য মোটেই হালাল নয়। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-১৫৭৫, নাসায়ী হাদীস-২৪৪৯, আহমদ-৫/২,৪, হাকিম-১/৩৯৮, ইমাম শাফিঈ বলেন : হাদীসটি সহীহ সাব্যস্ত হলে এর উপর আমাল করতে হবে।]

শব্দার্থ : اَعْطَا - দিলে বা দান করল, مُؤْتَجِرًا - সাওয়াবের আশায়, مَنَعَ - বাধা দিলো বা অস্বীকার করল, شَطْرٌ - অর্ধেক বা অংশ বিশেষ, عَزْمَةٌ - সম্পাদ বা দৃঢ় ইচ্ছা।

٦٢٨. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ، وَلَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

৬২৮. আলী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যখন তোমার নিকট ২০০টি দিরহাম (রূপার মুদ্রা) জমা হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর গচ্ছিত থাকবে তখন তার জন্য পাঁচটি দিরহাম যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর ২০টি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) এক বছর যাবত জমা থাকলে তার জন্য অর্ধ দিনার যাকাত হিসেবে দিতে হবে। তার কমে (স্বর্ণের) যাকাত নেই। আর বেশি হলে তার হিসেবে অনুপাতে (যাকাত দিতে) হবে। নিসাব পরিমাণ কোন সম্পদের উপর একটি বছর অতিক্রম না হলে যাকাত দিতে হবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৫৭৩, দারাকুত্বনী হাদীসটিকে মাওকুফ বলে মন্তব্য করেছেন, তবে বুখারী একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : دِرْهَمٌ - রৌপ্য মুদ্রা, دِيْنَارٌ স্বর্ণ-মুদ্রা, حَالَ - অতিক্রান্ত হলো, اَلْحَوْلُ - বৎসর।

٦٢٩. وَ لِلتِّرْمِذِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

৬২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, কারো কোন সম্পদ অর্জিত হলে তা গচ্ছিত অবস্থার উপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাকাত ফরয হয় না। এর সনদে মাওকুফ হওয়াটাই অগ্রগণ্য।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-৬৩২, হাদীসটি মাওকুফ হলেও এটি মারফূ হাদীসের মতোই।]

শব্দার্থ : اِسْتَفَادَ - অর্জন করল, সঞ্চয় করল।

٦٣٠. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : لَيْسَ فِى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ .

৬৩০. আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাজে নিয়োজিত গরুর কোন যাকাত নেই। [সহীহ আবু দাউদ হাদীস-১৫৭৩, দারাকুত্বনী হাদীস-২/১০৩, এখানে বর্ণিত বাক্য আলী (রা)-এর নয় বরং ইবনে আব্বাস (রা)-এর শব্দ।]

শব্দার্থ : اَلْعَوَامِلُ - কাজে নিয়োজিত।

٦٣١. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ وَلِىَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

৬৩১. আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কেউ সম্পদশালী ইয়াতীমের অভিভাবক হয় তবে সে যেন উক্ত সম্পদকে এমনি ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগিয়ে রাখে। এমন যেন না হয় যে, যাকাত উক্ত সম্পদকে নি:শেষ করে দেয়।
[য'ঈফ তিরমিযী হাদীস ৬৪১, দারাকুত্বনী-২/১০৯-১১০, যঈফ মুসনাদ শাফিঈ-১/২২৪/৬১৪]

শব্দার্থ : وَلِىَ - অভিভাবক হলো, فَلْيَتَّجِرْ - সে যেন ব্যবসা করে, تَأْكُلُهُ - তা খেয়ে ফেলবে বা নিঃশেষ করে দিবে

٦٣٢. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

৬৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতো; তখন

তিনি বলতেন, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলাইহিম'– হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর রহম (কৃপা বর্ষণ) কর। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৯৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৪০১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৭৮, ইসলামীক সেন্টার-২৩৬০]

শব্দার্থ : أَتَاهُ - তার নিকট আসলো বা উপস্থিত হলো।

٦٣٣. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) أَنَّ الْعَبَّاسَ (رضى) سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِىْ ذَالِكَ .

৬৩৩. আলী (রা) হতে বর্ণিত। আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাকাত দেয়ার সময় হওয়ার পূর্বে কি যাকাত দেয়া যাবে? এতে তিনি তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। [হাসান তিরমিযী হাদীস-৬৭৮, হাকিম-৩/৩৩২, এটি আবূ দাউদ-১৬২৪, ইবনে মাজাহ-১৭৯৫, অহমদ-১/১০৪, প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : تَعْجِيْلٌ - তাড়াতাড়ি করা, قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ - সময় হওয়ার পূর্বে, رَخَّصَ - অনুমতি দিলো।

٦٣٤. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ .

৬৩৪. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ৫ উকিয়ার (২০০ দিরহাম) কম রূপাতে যাকাত দেয়া ফরয নয় এবং পাঁচ যাউদ উটের কমে যাকাত ফরয নয় এবং ৫ ওয়াসাক (২০ মণ)-এর কম খেজুরে যাকাত নেই। (উটের পাল যাতে ৩টি হতে ১০টি পর্যন্ত ছোট-বড় থাকে তাকে 'যাউদ' বলে।)
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৮০, ইসলামীক সেন্টার-২১৪৩]

শব্দার্থ : اَوَاقِىْ - اَوَاقٍ - اُوْقِيَةٌ - চল্লিশ দিরহাম-এর বহুবচন, اَلْوَرَقُ - রৌপ্য মুদ্রা, ذَوْدٍ - উট, اَوْسُقٍ - اَلْوَسَقُ - (সা')-এর বহুবচন।

٦٣٥. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ .

৬৩৫. মুসলিম শরিফে আবু সা'ঈদ এর বর্ণনায় রয়েছে, খেজুর ও শস্যে ৫ ওয়াসাকের (২০ মণের) কমে যাকাত নেই। আবু সাঈদ হতে মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আছে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৭৯, ইসলামীক সেন্টার-২১৩৯, বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৪৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৫৩]

শব্দার্থ : تَمْرٌ - খেজুর, حَبٌّ - শস্য।

٦٣٦. وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ، اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ . وَلِاَبِيْ دَاوُدَ :اِذَا كَانَ بَعْلًا : الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِيْ اَوِ النَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ.

৬৩৬. সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেন, আসমানের পানি ও ঝর্ণা ইত্যাদির পানি দ্বারা অথবা মাটির নিজস্ব সরসতার কারণে উৎপন্ন ফসলে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হয়। আর কূপ ইত্যাদি হতে (কৃত্রিম উপায়ে) সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক অংশ যাকাত দিতে হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৮৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৮৭]

আর আবু দাউদে উল্লেখ আছে, বৃষ্টি নির্ভর জমির উৎপাদিত ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়; পশুর সাহায্যে সেচকৃত বা যন্ত্রাদির সাহায্যে সেচকৃত পানির দ্বারা উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

(প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান সেচ প্রক্রিয়াকে উপরিউক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে শামিল করা অযৌক্তিক হবে না।)

শব্দার্থ : سَقَتْ - পান করাল, اَلسَّمَاءُ - আকাশ, اَلْعُيُوْنُ - ঝর্ণাসমূহ, عَثَرِيًّا - রসে সিক্ত মাটি, سُقِيَ - পান করানো হয় বা সেচ দেয়া হয়, اَلنَّضْحُ - সেচ দেয়া বা সেচ যন্ত্র, بَعْلاً - রসে সিক্ত মাটি, اَلسَّوَانِيْ - সেচকার্যে নিয়োজিত পশু।

٦٣٧. وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا : لَا تَاْخُذَا فِى الصَّدَقَةِ اِلَّا مِنْ هٰذِهِ الْاَصْنَافِ الْاَرْبَعَةِ : اَلشَّعِيْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ .

৬৩৭. আবু মুসা আশ'আরী ও মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁদের বলেছিলেন, সদকায় গৃহীত হবে চার প্রকার ফসল– যব, গম, কিশমিশ ও খেজুর। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৫৯৬]

শব্দার্থ : أَصْنَافٌ - صِنْفٌ - (প্রকার)-এর বহুবচন, اَلشَّعِيْرُ - যব, اَلْحِنْطَةُ - গম, اَلزَّبِيْبِ - কিশমিশ।

٦٣٨. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيْخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৬৩৮. দারেকুতনীতে মু'আয (রা) হতে বর্ণিত আছে, কিন্তু শশা, তরমুজ, ডালিম ও আঁখ-এর যাকাত (উশর) রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর সনদ দুর্বল। [অত্যন্ত দুর্বল : দারাকুত্বনী-২/৯৭/৯, তালখীস-২/১৬৫]

শব্দার্থ : اَلْقِثَّاءُ - শশা বা খিরাই, اَلْبِطِّيْخُ - তরমুজ, اَلرُّمَّانُ - ডালিম, اَلْقَصَبُ - আখ।

٦٣٩. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ . (رضى) قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوْا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَاِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ .

৬৩৯. সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুকুম করেন, যখন তোমরা কোন ফসল আনুমানিক একটি পরিমাণ ঠিক করে যাকাত দেবে– তখন তোমরা তা থেকে তিন ভাগের এক অংশ তথা এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দেবে। যদি তিনভাগের একভাগ না ছাড় তবে চার ভাগের এক অংশ তথা এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দেবে। [য'ঈফ আবু দাউদ-১৬০৫, নাসায়ী হাদীস-২৪৯১, তিরমিযী হাদীস-৬৪৩, আহমদ-৩/৪৪৮, ৪/২-৩, ইবনে হিব্বান-৭৯৮, হাকিম-১/৪০২]

শব্দার্থ : خَرَصْتُمْ - তোমরা অনুমান করো, دَعُوْا - বাদ দাও।

٦٤٠. وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ (رضى) قَالَ : اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا .

৬৪০. আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, খেজুরের মতো আঙ্গুরও আনুমানিক একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিতে। আর সেটার যাকাত নেয়া হবে কিশমিশ। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-১৬০৩, নাসায়ী হাদীস-২৬১৮, তিরমিযী হাদীস-৬৪৪, ইবনে মাজাহ-১৮১৯, হাদীসটি মুসনাদ আহমদে নেই অতএব "পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন" একথা ঠিক নয়।]

শব্দার্থ : يُخْرَصُ - অনুমান করা হয়, اَلْعِنَبُ - আঙ্গুর, اَلنَّخْلُ - খেজুর গাছ বা খেজুর।

٦٤١. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا؟ قَالَتْ لَا. قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا .

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ : مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

৬৪১. আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর কাছে এলেন, তার সাথে তার একটি কন্যা ছিল। আর তার কন্যার হাতে দুটি স্বর্ণের কংকন (বালা) ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় কর? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট আছ যে কিয়ামাতের দিনে আল্লাহ এর পরিবর্তে আগুনের কংকন তৈরি করে তোমাকে তা পরিয়ে দেবেন? এটা শুনে সে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

[হাসান আবু দাউদ হাদীস-১৫৬৩, নাসায়ী হাদীস-২৪৭৯, তিরমিযী হাদীস-৬৩৭]

ইমাম হাকিম আয়েশা (রা) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন । [হাকিম-১/৩৮৯-৩৯০, আবু/দাউদ হাদীস-১৫৬৫]

শব্দার্থ : اِبْنَةٌ - কন্যা, مَسَكَتَانِ - مَسَكَةٌ - (বালা) -এর দ্বিবচন, اَتُعْطِيْنَ - তুমি কি দাও? اَيَسُرُّكِ - তোমাকে খুশী করবে কী? يُسَوِّرُكِ - তোমাকে বালা পরাবেন। سِوَارَيْنِ - দু'টি বালা, اَلْقَتْ - নিক্ষেপ করলে বা ফলে দিলো।

٦٤٢. وَعَنِ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ : اِذَا اَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

৬৪২. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি স্বর্ণের কিছু কড়া বা রিং পরতেন। অতএব তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি কানয (কুরআনে নিন্দিত গচ্ছিত মাল)-এর শামিল হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, যদি তুমি এর যাকাত দাও তবে তা কানয হবে না। [এ হাদীসটির সনদ য'ঈফ তবে এর সমর্থক হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ : আবু দাউদ হাদীস-১৫৬৪, দারাকুত্বনী-২/১০৫/১, হাকিম-১/৩৯০]

শব্দার্থ : تَلْبَسُ - পরতো, পরিধান করতো, اَوْضَاحٌ - বালা, كَنْزٌ - গচ্ছিত সম্পদ, اَدَّيْتِ - তুমি আদায় করো।

٦٤٣. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا؛ اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ .

৬৪৩. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঐ মাল থেকে যাকাত বের করতে আদেশ দিতেন যেগুলো আমরা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করতাম।

[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-১৫৬২]

শব্দার্থ : نَعُدُّ - আমরা প্রস্তুত করি, لِلْبَيْعِ - বিক্রয়ের জন্য।

٦٤٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

৬৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রিকায বা মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ পাওয়া গেলে তার (পরিমাণ যাই হোক) পাঁচ ভাগের এক অংশ তথা এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী জাতীয় তহবিলে জমা দিতে হবে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৯৯, আধুনিক প্রকাশনী-১৪০২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১০, ইসলামীক সেন্টার-৪৩১৭]

শব্দার্থ : اَلرِّكَازِ - ভূমিতে পুঁতে রাখা সম্পদ বা গুপ্তধন, اَلْخُمُسُ। - এক পঞ্চমাংশ।

٦٤٥. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ .

৬৪৫. আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কোন মানুষ কোন সম্পদ ধ্বংশস্তুপে পেলে সে প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন, যদি তা কোন জনবসতি স্থানে পাও তবে তা প্রচার করে লোকদের জানিয়ে দাও আর যদি কোন জনবসতি শূন্য স্থানে পাও তবে তাতে ও রিকাযে পাঁচ ভাগের এক অংশ যাকাত দিতে হবে। [হাসান : মুসনাদ শাফিঈ-১/২৪৮-২৪৯/৬৭৩, ইবনে হাজার হাদীসটিকে ইবনে মাজাহ এর সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বিভ্রাটে পরেছেন।]

শব্দার্থ : خَرِبَةٌ - বিরাণভূমি বা ধ্বংসস্থল, قَرْيَةٌ - গ্রাম, مَسْكُوْنَةٌ - বাসস্থান বা বাস করা হয় এমন জায়গা, عَرِّفْهُ - সেটার ঘোষণা দাও বা প্রচার কর, وَجَدْتَ - তুমি পেলে বা পেয়েছে।

٦٤٦. وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ.

৬৪৬. বিলাল ইবনে হারিস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবালিয়া নামক (এলাকার) খনিজ সম্পদের যাকাত নিয়েছেন। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-৩০৬১]

শব্দার্থ ঃ اَلْمَعَادِنِ - খনিজ সম্পদ।

٢. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

২. অনুচ্ছেদ : সদকাতুল ফিতরের বর্ণনা

বিজাতীয় উৎসব ও ইসলামী ও সবের মধ্যে গুণগত ও চরিত্রগত দিকে থেকে বিশাল পার্থিক রয়েছে– কিজাতীয় উৎসব অন্তসাব শূন্যও উছংখল পূর্ণ যেখানে সার্বজনীন আনন্দ ও ভাভৃত্বের কোন তৎপর্য অন্তহিমে অন্তনিহত নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী উৎসাবে সার্বজনীন আনন্দ উপভোগ ভাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করণে তথা মানবিক গুণের বিকাশে রয়েছে মহা তাৎপর্য পূর্ণ কৌশল অবলম্বন ও = পদক্ষেপ তাই ইসলাম নারীলরুষও ছোট বড় নির্বেশেষে সকলেরই উপর রোযার ফিৎরা ওয়াজিব করত: তা গরীব মিসকিনদের মাঝে বিতর করে দেওয়ার বিধান রাখা হল তেমনি কুরবানীর ঈদে সাধ্যমত কুরবানীর জন্তু জবেহ করে তা থেকে গরীব মিসকিন আত্মীয় স্বজন বন্দু-বান্ধব সকলে মিলে উপভোগ করার বিধান কার্যকর করা হলো। সাথে সাথে রাখা হল উদার চিত্তে সকলকে এক সাথে আনন্দে শামিল করা বিধান। যাতে করে কতিপয় দিনও সময়ের জন্য হলেও সকলে মুখে একসাথে যেন হাসিফুটে উঠে ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধ-সুশৃংখলভাবে আরো সুদৃঢ় হয়। তাই প্রত্যেক ঈমানদার মুসলিমের উচিৎ ঈদের মহাতাৎপর্য সমূহকে সামনে রেখে যায় সময়ে যেন ফিৎরা আদায় করে উপযুক্ত ও প্রাপকদের হাতে তা পৌছে দিতে কণর্পন্যও অবহেলা না করি।

٦٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ، وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ .

৬৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরার যাকাত এরূপ ধার্য করেছেন, প্রতিটি দাস, স্বাধীন, পুরুষ, স্ত্রী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলিমের পর মাথাপিছু এক সা (আড়াই কেজি) করে খেজুর বা যব এবং আরো আদেশ দিয়েছেন যে, তা ঈদের সালাত আদায় করতে যাবার পূর্বে আদায় করতে হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫০৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৪০৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৮৪, ইসলামীক সেন্টার-২১৪৯, ২১৫০]

শব্দার্থ : زَكَاةُ الْفِطْرِ - সিয়াম পালন শেষে দেয় সদকাহ, صَاعٌ - এমন পাত্র যাতে আড়াই কেজি দ্রব্য ধারণ করে, اَلْعَبْدُ - দাস, اَلْحُرُّ - আযাদ, اَلذَّكَرُ - পুরুষ, اَلْاُنْثٰى - নারী, اَلصَّغِيْرُ - ছোট, اَلْكَبِيْرُ - বড়, تُؤَدّٰى - আদায় করা হবে, خُرُوْجٌ - বের হওয়া।

٦٤٨- وَلِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ : اَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ.

৬৪৮. ইবনে আদী ও দারাকুনীতে বর্ণিত দুর্বল সনদের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, মুসলিমদের ঐ দিনে খাবারের খোঁজে বাইরে ঘোরার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও। [য'ঈফ দারাকুত্বনী-২/১৫২-১৫৩/৬৭, বাইহাক্বী-৪/১৭৫, ইবনে 'আদী ফিল কামিল-৭/২৫১৯]

শব্দার্থ : اَلطَّوَافُ - ঘোরা বা চক্কর লাগানো।

٦٤٩. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : اَمَّا اَنَا فَلَا اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اُخْرِجُ اَبَدًا اِلَّا صَاعًا.

৬৪৯. আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে এক সা' ওজনের খাদ্য বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিশমিশ সদকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫০৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৪০১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৮৫, ইসলামীক সেন্টার-২১৫৫]

অন্য একটি রেওয়ায়াতে আছে, "অথবা এক সা পনির আদায় করতাম।"
(বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫০৬)

আবু সাঈদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবিতকালে যেমন পূর্ণ এক সা' আদায় করতাম আজও তাই দিতে থাকব। আবু দাউদে আবু সা'ঈদ এর কথাটি এভাবে যে, এক সা' ছাড়া দেবই না আমি। [আবু দাউদ হাদীস-১৬১৮]

শব্দার্থ : اَقِطٌ - পনির, لَا اَزَالُ - আমি অব্যাহত রাখব।

٦٥٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ، فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

৬৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবাঞ্ছিত ও অশ্লীল কর্মের ফলে রোযার মাঝে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, তা হতে রোযাদারকে পাক পবিত্র করার ও (তৎসহ) গরীবদের আহারের ব্যবস্থার কারণে যাকাতুল ফিতর ধার্য করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা ঈদুল ফিতরের সালাত এর আগে আদায় করবে সেটিই যাকাত বা সাদাকাতুল ফিতর বলে গৃহীত হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর এর সালাতের পরে দিবে তা অন্যান্য সকল সাধারণ দানের ন্যায় বলে বিবেচিত হবে। [হাসান : আবূ দাঊদ হাদীস-১৬০৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮২৭, হাকিম-১/৪০৯] ঘোষণা করেছেন]

শব্দার্থ : طُهْرَةٌ - পবিত্র করা, اَللَّغْوُ - বেহুদা, اَلرَّفَثُ - অবৈধ বা ন্যায় বা অশ্লীল কাজ বা কথা, طُعْمَةٌ - খাবার, اَدَّاهَا - সেটা আদায় করল।

٣. بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

৩. অনুচ্ছেদ : নফল সদকাহ বা সাধারণ দান-খয়রাত

আবশ্যিক যাকাত, উশুর ছাড়াও মানুষের ধর্মীয় সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনে এই নফল দান-খয়রাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যে সমাজে এর কার্পণ্যতা রয়েছে, সে সমাজে উচ্চ মানসিকতা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতারও অভাব থাকতে বাধ্য। অতএব, এদিকে গুরুত্ব আরোপ করা আমাদের বিশেষ ধর্মীয় কর্তব্য।

٦٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ....) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ : وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ .

৬৫১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, সাত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন দিনে তাঁর ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়াই থাকবে না (মূল কিতাবে যথাস্থানে হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে)। তার মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি এমন সংগোপনে দান খয়রাত করে যে, তার ডান হাতে দেয়া সদকার সন্ধান বাম হাতও পায় না। (দান খয়রাত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই একমাত্র করে এতে যেন কোন পার্থিব স্বার্থ মোটেই থাকে না)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৬০, আধুনিক প্রকাশনী-৬২০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৩১, ইসলামীক সেন্টার-২২৫০]

শব্দার্থ : سَبْعَةٌ - সাত, يُظِلُّ - ছায়া দিবেন, فِىْ ظِلِّهِ - তার ছায়াতে, ظِلٌّ - ছায়া, اَخْفٰى - গোপন করল, لَاتَعْلَمُ - জানে না, شِمَالُهُ - তার বাম (হাত), مَاتُنْفِقُ - যা খরচ করে, يَمِيْنُهُ - তার ডান (হাত)।

٦٥٢. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ امْرِئٍ فِىْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتّٰى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ .

৬৫২. উকবাহ ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষ তার সদকার ছায়াতে আশ্রয় পাবে যতক্ষণ না কিয়ামতে হিসাব-নিকাশ শেষ হবে। [সহীহ ইবনে হিব্বান-৫/১৩১-১৩২, হাকিম-১/৪১৬]

শব্দার্থ : يُفْصَلُ - ফায়সালা করা হবে।

٦٥٣. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ .

৬৫৩ : আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে তার বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরাবে, তাকে মহান আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে মুসলিম তার

ক্ষুধার্ত মুসলমান ভাই-কে আহার করাবে, আল্লাহ তাকেও জান্নাতের ফল আহার করাবেন। আর যে কোন মুসলিম তার কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাইকে পানি পান করাবে, তবে আল্লাহ তাকেও মোহরকৃত বিশুদ্ধ শরাব পান করাবেন।
[য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-১৬৮]

শব্দার্থ : اَيُّمَا - যে কোন, كَسَا - কাপড় পরালো, عُرْيٍ - বস্ত্রহীন, বিবস্ত্র, خُضْرٌ - সবুজ, اَطْعَمَ - খাবার খাওয়ানো, جُوْعٌ - ক্ষুধা, ثِمَارٌ - ফল, ظَمَا - তৃষ্ণা, الرَّحِيْقُ - জান্নাতের পানীয়, اَلْمَخْتُوْمُ - ছিপি লাগানো বা মুহরাঙ্কিত

٦٥٤. وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ .

৬৫৪. হাকিম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, নিচু হাত হতে উঁচু হাত উত্তম (দান গ্রহীতা হতে দাতা উত্তম)। তুমি যাদের ভরণ-পোষণ কর প্রথমে তাদেরকে দান করবে, স্বীয় জীবন-যাত্রার স্বচ্ছলতা বহাল রেখে দান করা উত্তম। পবিত্র চরিত্র কামনা করে দান গ্রহণ ইত্যাদি নীচতা হতে নিজেকে রক্ষা করতে যারা সংকল্পবদ্ধ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী করেন। আর যারা নিজেকে পরমুখাপেক্ষী হতে দিতে চায় না তাকে আল্লাহ তা'আলা পরমুখাপেক্ষী করেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪২৭,, আধুনীক প্রকাশনী-১৩৩৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৩৪, ইসলামীক সেন্টার-২২৫৫]

শব্দার্থ : اَلْيَدُ - হাত, اَلْعُلْيَا - উঁচু, اَلسُّفْلٰى - নিচু, اِبْدَاْ - শুরু করো, تَعُوْلُ - তুমি লালন পালন করো, ظَهْرِ غِنًى - স্বচ্ছল অবস্থা, يَسْتَعْفِفْ - বেঁচে থাকতে চায়, يُعِفُّ - বাঁচায় বা বাঁচিয়ে রাখে, يَسْتَغْنِ - অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, يُغْنِهِ - তাকে অমুখাপেক্ষী করে।

٦٥٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

৬৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন প্রকার সদকাহ (দান) উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, স্বল্প সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির পারিশ্রমিক হতে দান। আর স্বীয় পোষ্যদের হতে দান খয়রাত করা শুরু কর। [সহীহ আহমদ-২/৩৫৮, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৭৭, ইবনে খুযাইমাহ হাদীস-২৪৪৪, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৩৩৫, হাকিম-১/৪১৪]

শব্দার্থ : جُهْدٌ - চেষ্টা, اَلْمُقِلُّ - কম সম্পদের মালিক।

٦٥٦. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، عِنْدِيْ دِيْنَارٌ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِيْ اٰخَرُ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى زَوْجِكَ قَالَ : عِنْدِيْ اٰخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ : عِنْدِيْ اٰخَرُ، قَالَ : اَنْتَ اَبْصَرُ .

৬৫৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, তোমরা দান খয়রাত কর। কোন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে মাত্র একটি দিনার (এক প্রকার মুদ্রা) আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি ওটা নিজের জন্যই ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার কাছে অন্য একটি আছে। তিনি জবাবে বললেন, এটা তোমার সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল আমার নিকট আরো একটি আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল : আমার কাছে আরো একটি আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটা তোমার চাকরের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার কাছে আরো একটি মুদ্রা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এতে যা ভালো বুঝ তাই কর। [হাসান : আবু দাউদ হাদীস-১৬৯১, নাসায়ী হাদীস-২৫৩৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৩২৬, হাকিম-১/৪১৫]

শব্দার্থ : تَصَدَّقُوْا - তোমার দান করো, عَلٰى نَفْسِكَ - তোমার নিজের জন্য, خَادِمٌ - সেবক, اَنْتَ - তুমি, اَبْصَرُ - অধিক জ্ঞান বা অধিক দৃষ্টিসম্পন্ন বা বেশী ভার জানো।

٦٥٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

৬৫৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম করীম ﷺ বলেন, যখন (কোন) রমণী বিপর্যয় সৃষ্টি না করে নিজ ঘরে খাবার দান করে তখন সে দান করার পুণ্য পায় ও তার স্বামী উপার্জনকারী হিসেবে তার পুণ্যলাভ করে এবং অর্থ রক্ষকও সে রকম পুর্ণ্যলাভ করবে– এতে করে অপরের পুণ্য কমাতে পারবে না।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪২৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৩৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০২৪, ইসলামীক সেন্টার-২২৩৪]

শব্দার্থ : اَنْفَقَتْ - ব্যয় করল বা ব্যয় করেছে, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ - নষ্ট করা ব্যতীত, اِكْتَسَبَ - উপার্জন করেছে, اَلْخَازِنُ - অর্থ সচিব বা ক্যাশিয়ার, لَايَنْقُصُ - কমায় না।

٦٥٨. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَاَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِىْ حُلِىٌّ لِىْ، فَاَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ وَوَلَدُهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ .

৬৫৮. আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ দান করার জন্য আদেশ করেছেন, আমার নিকট কিছু অলঙ্কার রয়েছে– আমি ওগুলো দান করতে চাই। আমার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মনে করেন যে, আমি তা যাদেরকে দান করব তাদের মধ্যে তিনিও তাঁর পুত্রই ঐ দানের বেশি হকদার। এটা শুনে নবী করীম করীম ﷺ

বললেন, ইবনে মাসঊদ সত্যই বলেছেন– তুমি যাদের দান করবে তাদের মাঝে তোমার স্বামী ও পুত্রই তোমার দানের অধিক হকদার।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৬২, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৬৪

শব্দার্থ : حُلِىٌّ - গহনা, زَعَمَ - ধারণা করেছে বা মনে করেছে, أَحَقُّ - অধিক হাকদার।

٦٥٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ .

৬৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন, যে মানুষ লোকের নিকট সাওয়াল করতেই (ভিক্ষা নিতেই) থাকে ফলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তখন (এই অপরাধের কারণে) তার মুখমণ্ডলে কোন গোশত থাকবে না।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৭৪, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৮০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৪০

শব্দার্থ : مَا يَزَالُ - অব্যাহত রাখে, يَسْأَلُ - চায় বা আবেদন করে, مُزْعَةٌ - টুকরা, لَحْمٌ - গোশ্‌ত।

٦٦٠. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ .

৬৬০. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি লোকের নিকট মাল বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করে সে মূলত অঙ্গার (আগুনের টুকরো) চেয়ে নেয়। কাজেই সে তার অঙ্গার কম করুক বা বেশি করুক (নিজের দায়িত্বেই সে তা করবে।)

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৪১, ইসলামীক সেন্টার-২২৬৮]

শব্দার্থ : تَكَثُّرًا - বৃদ্ধি করার জন্য, جَمْرًا - আগুনের টুকরা, يَسْتَقِلُّ - কম চায় বা কম করে, يَسْتَكْثِرُ - বেশি চায় বা বেশি করে।

٦٦١. وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَاْتِى بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلٰى ظَهْرِهِ، فَيَبِيْعُهَا، فَيَكُفُّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ .

৬৬১. যুবাইর ইবনে আউয়াম (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যদি তার দড়ি নিয়ে গিয়ে (বন হতে) কাঠের বোঝা স্বীয় পিঠে বয়ে নিয়ে এসে বিক্রয় করে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করেন, তবে সেটা মানুষের নিকট সাওয়াল করা থেকে তার জন্য উত্তম হবে– সাওয়াল করলে লোক তাকে দিতেও পারে– নাও দিতে পারে।

ব্যাখ্যা : কারো নিকট হাতে পাতাই হল সর্বদা খালির জন্য যথেষ্ট, তার সাথে হাত পেতে যদি খালি হাত ফেরে তবে তা আরো লজ্জার বিষয় হয়ে দাড়ায় সুতরাং সাধ্যমত কারো নিকট হাত পাতা থেকে বিকৃত থাকার প্রতি সচেষ্টও সতর্ক থাকা উচিৎ।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৭১, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৭৩]

শব্দার্থ : حَبْلٌ - রশি, حُزْمَةٌ - বোঝা, اَلْحَطَبُ - কাঠ, ظَهْرٌ - পিঠা, فَيَكُفُّ - বিরত রাখে বা রক্ষা করে, اَعْطَوْهُ - তারা তাকে দিলো, مَنَعُوْهُ - তারা তাকে দেয়া বিরত থাকল।

٦٦٢. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسْاَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، اِلَّا اَنْ يَسْاَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، اَوْ فِىْ اَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ .

৬৬২. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, সাওয়াল করা একটি কলঙ্কজনক বিষয়। মানুষ তা দিয়ে তার মুখমণ্ডলকেই কলঙ্কিত করবে (স্বীয় মর্যাদা নষ্ট করবে), তবে মানুষ দেশ শাসকের কাছে চাইতে পারে বা নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে সাওয়াল করতে পারে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৬৮১]

শব্দার্থ : اَلْمَسْاَلَةُ - প্রশ্ন করা বা ভিক্ষা করা বা চাওয়া, كَدٌّ - ক্ষত চিহ্ন, يَكُدُّ - ক্ষত বিক্ষত করে, سُلْطَانٌ - বাদশাহ, لَا بُدَّ - নিরূপায়।

٣. بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

৪. অনুচ্ছেদ : যাকাত ও উশর বণ্টন

হালাল রুযি খাওয়া ঈমান ও চরিত্র রক্ষার বিশেষ উপায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে ইসলামের এই মৌলিক শিক্ষার পতন ঘটাতে দেখা যাচ্ছে যে, কেননা যাকাত, উশর, ফিতরা ও কুরবানীর মালে যাদের কোন হক নেই তারাই তার মোটা অংশ অবৈধ উপায়ে অবলম্বন করে অন্যায়ভাবে গ্রাস করে ফেলছে। এই দিকে সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের দৃষ্টি অতিসত্ত্বর আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

٦٦٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، اَوْ غَارِمٍ، اَوْ غَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَاَهْدٰى مِنْهَا لِغَنِيٍّ .

৬৬৩. আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাদকাহ বা দানের বস্তু গ্রহণ করা সম্পদশালীদের জন্য বৈধ নয়। তবে পাঁচ প্রকার লোক সম্পদশালী হলেও তাদের জন্য তা বৈধ হবে–

১. সদকাহ বা যাকাতের কর্মচারী (যারা এই তহবীল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন)। ২. সম্পদশালী যিনি নিজ অর্থের বিনিময়ে সদকার মাল ক্রয় করেন। ৩. করজদার বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ৪. আল্লাহর পথে জিহাদকারী। ৫. কোন গরীবকে সদকার সম্পদ দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে কিছু দিল। [সহীহ আহমাদ-৩/৫৬, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৩৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮৪১, হাকিম-১/৪০৭, হাদীসটির প্রতি মুরসাল হওয়ার দোষারূপ করা হয়েছে।]

শব্দার্থ : لَا تَحِلُّ - বৈধ নয়, غَنِىٌّ - ধনী, عَامِلٌ - কর্মচারী, اِشْتَرٰى - ক্রয় করেছে, غَارِمٌ - ঋণী, غَازٍ - যোদ্ধা, مِسْكِيْنٍ - দরিদ্র, اَهْدٰى - হাদিয়াহ দিলো বা উপঢৌকন দিলো।

٦٦٤. وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا الْبَصَرَ، فَرَاٰهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ : اِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ .

৬৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (রা) হতে বর্ণিত। তাঁকে দুজন লোক বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সদকার সম্পদ চাইতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি চেয়ে দেখলেন, তিনি তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট দেহবিশিষ্ট দেখতে পেলেন। ফলে তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি এ সম্পদ নিতে চাও আমি দিব কিন্তু সদকার সম্পদে (সরকারি বাইতুল মালে) কোন সম্পদশালী ও উপার্জনক্ষম লোকের কোন হক নেই।

[সহীহ আহমদ-৪/২২৪, আবু দাউদ-১৬৩৩, নাসায়ী হাদীস-২৫৯৮]

শব্দার্থ : حَدَّثَاهُ - তারা তার নিকট বর্ণনা করেছে, قَلَّبَ الْبَصَرَ - দৃষ্টি ফিরালেন, رَاٰهُمَا - তাদেরকে দেখলেন, جَلْدٌ - হৃষ্টপুষ্ট, جَلْدَيْنِ - দু'জন হৃষ্টপুষ্ট, قَوِيٌّ - শক্তিশালী, مُكْتَسِبٍ - উপার্জনকারী।

٦٦٥. وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِاَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ اَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ : فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَاْكُلُهَا (صَاحِبُهَا) سُحْتًا .

৬৬৫. কাবীসাহ ইবনে-মুখারিক আল হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, তিন প্রকারের লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাওয়াল করা বৈধ নয়। যথা–

১. যে ব্যক্তি কোন জামানাত নিজ কাঁধে নিয়েছে, তার যে জামানাত আদায় করা পর্যন্ত সাওয়াল করা বৈধ। তারপর তা বন্ধ করে দেবে।

২. যে ব্যক্তির সম্পদ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবন যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত সাওয়াল করতে পারবে।

৩. ঐ অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তার আর্থিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত সাওয়াল করা বৈধ হবে– যার অনাহার থাকার পক্ষে সম্প্রদায়ের মাঝে থেকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন যে অমুক ব্যক্তি অনাহারে আক্রান্ত।

হে মক্কাবীসা! এ ছাড়া যে কোন প্রকার সাওয়াল করা জায়েয না– যে অবৈধ সাওয়াল করবে সে হারাম খাবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৪৪, ইসলামীক সেন্টার-২২৭৩, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৪০, ইবনে খুযাইমাহ-২৩৬১, ইবনে হিব্বান-৫/১৬৮]

শব্দার্থ : تَحَمَّلَ - বহন করেছেন, حَمَالَةٌ - বোঝা বা ঋণের দায়, حَلَّتْ - বৈধ হয়েছে, يُمْسِكَ - বিরত থাকবে, جَائِحَةٌ - প্রাকৃতিক সুর্যোগ,, اجْتَاحَتْ - ধ্বংস করেছে বা বিনষ্ট করেছে, قِوَامٌ - প্রতিষ্ঠাকারী অবলম্বন, عَيْشٌ - জীবন যাপন বা জীবন যাত্রা, فَاقَةٌ - অভাব, سُحْتٌ - অবৈধ উপার্জন, أَوْسَاخٌ - وَسَخٌ - (ময়লা)-এর বহুবচন।

ব্যাখ্যা : যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দুজন উপযুক্ত সাক্ষী যথেষ্ট কিন্তু বায়তুল মাল খাওয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়; বরং তিনজন সাক্ষী দরকার।

٦٦٦. وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِىْ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ .

৬৬৬. আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ; বস্তুত: সাদকাহ (যাকাত) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশরগণের গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা তা হচ্ছে জনগণের ক্লেদ নিসৃত : ময়লা মাটি (যা ভদ্রতা ও রুচি বিরুদ্ধ)। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৭২, ইসলামীক সেন্টার-২৩৪১]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশধরের জন্য এটা বৈধ নয়।
[মুসলিম ইসলামীক সেন্টার-২৩৫০]

٦٦٧. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ (رضى) اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْئٌ وَاحِدٌ .

৬৬৭. জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উসমান (রা) নবী করীম ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুত্তালিব গোত্রের লোককে খায়বারের গণিমতের সম্পদ হতে পাঁচ ভাগের এক অংশ দিলেন আর আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ আমরা ও তাঁরা একই পর্যায়ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিমগণ একই শ্রেণীভুক্ত।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৪০, আধুনিক প্রকাশনী-২৯০৫]

শব্দার্থ : تَرَكْتَنَا - আমাদেরকে বাদ দিলেন, بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ - একই পর্যায়ভুক্ত।

٦٤٨. وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ، فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ : اِصْحَبْنِىْ، فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا، قَالَ حَتّٰى اٰتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَسْاَلُهُ، فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ، فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ .

৬৬৮. আব রাফি (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বানু মাখযুমের একজন লোককে সদকার-দায়িত্বে প্রেরণ করেছিলেন। সে আবু রাফি নামক সাহাবীকে বলল, আপনি আমার সঙ্গে চলুন আপনি তা থেকে (সদাকাহ থেকে) কিছু পেয়ে যাবেন। আবু রাফি' (রা) বললেন, না (আমি তা নেব না) যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন করব। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, (এ ব্যাপারে) দাস তার মুনিবের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, আর আমাদের (বনু হাশিম গোত্রের) জন্য সদকাহ বৈধ নয়। [সহীহ আহমদ-৬/১০, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৫০, নাসায়ী হাদীস-২৬১২, তিরমিযী-৬৫৭, ইবনে খুবাইমাহ হাদীস-২৩৪৪, ইবনে হিব্বান-৫/১২৪]

শব্দার্থ : اِصْحَبْنِيْ - আমার সঙ্গী হও, مَوْلَى - মুক্ত গোলাম।

ব্যাখ্যা : সদকা বা যাকাতের মাল গ্রহণ করার দুটি দিক আলাদাভাবে বিবেচনা করার আছে।

১. চেয়ে নেয়া ও ২. না চাওয়া সত্ত্বেও বন্টনকারী কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া। হাদীসে আছে, সন্ধ্যা ও সকাল দুটি মিলের (খাবারের) যার সংস্থান রয়েছে তার জন্য চাওয়া বা ভিক্ষা করা হারাম। আর না চাওয়া সত্ত্বেও ফরয সদকা বা যাকাতের মাল প্রদত্ত হলেও ঐ ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা হারাম হবে যে ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় ফরয করা হয়েছে। যেমন তাঁর নিকটে ৫২. ১/২ তোলা রূপা বা তার সমমূল্যের বস্তু মওজুদ আছে। স্বাস্থ্যবান শ্রমে সক্ষম ব্যক্তির জন্যেও সদকা ও যাকাতের মাল ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ।-(সুবুল)

٦٦٩. وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْطِيْ عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُوْلُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّيْ، فَيَقُوْلُ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

৬৬৯. সালিম ইবনে 'আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর (রা)-কে কিছু দান করতেন। ফলে ওমর (রা) বলতেন, আমার থেকে যে বেশি গরীব তাকে ওটা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি হয় একে নিজের সম্পদ করে নাও, না-হয় তুমি তা সদকাহ করে দিও। এই দান যা তুমি কিনা সাওয়াল ও বিনা বাসনায় পাবে তা গ্রহণ কর; অন্যথায় তুমি ঐ সম্পদের পিছে লেগো না।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৪৫, ইসলামীক সেন্টার-২২৭৫]

শব্দার্থ : يُعْطِيْ - দেন/দান করেন, اَلْعَطَاءُ - দান, اَفْقَرُ - অধিক দরিদ্র, فَتَمَوَّلْ - মাল জমা করো, غَيْرُ مُشْرِفٍ নির্লোভ, خُذْهُ - তা গ্রহণ করো, لَاتُتْبِعْهُ - তার পিছু নিবে না বা তাতে মনোসংযোগ ঘটনাবে না।

৫. كِتَابُ الصِّيَامِ

পঞ্চম অধ্যায় : সিয়াম বা রোযা

সিয়ামের আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা, বন্ধ দেয়া। শারঈ পরিভাষায় সুবহি সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ সন্তুষ্টি চিত্তে পানাহার যৌন, সম্ভোগ, অশ্লীলতা ও রোযা ভঙ্গের যাবতীয় কাজ হতে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। শরীয়তে রোযাদারকে যাবতীয় পানাহার ও সম্ভোগ হতে নিবৃত রেখে সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামিক চরিত্র গঠনে ও ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ণে রোযা ব্রত পালনের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, বর্তমানে মুসলিম সমাজ তা হতে যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে, তাদের আচরণই সে কথা প্রমাণ করছে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানকে ইসলামী ব্যবস্থাবলির মহত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফিক দান কর। আমীন!

٦٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ .

৬৭০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, রমযানের রোযার সঙ্গে প্রথমে একদিনে বা দু-দিনের (বাড়তি) রোযাকে সংযোগ করবে না। (শাবান-এর শেষের দু'দিনে রোযা রাখবে না)। তবে যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট করে রোযা রেখে আসছে সে তা রাখবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯১৪, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৭৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৮২, ইসলামীক সেন্টার-২৩৮৬]

শব্দার্থ : لاَ تَقَدَّمُوْا - তোমরা অগ্রিম পালন করো না, رَمَضَانَ - রমাযান মাস, بِصَوْمِ يَوْمٍ - একদিনের সওম (রোযা), وَلاَيَوْمَيْنِ - এবং দু'দিনের সওম, فَلْيَصُمْهُ - সে যেন সওম রাখে।

٦٧١. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضى) قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৬৭১. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহ-দিনে রোযা রাখবে সে অবশ্যই আবুল কাসেম তথা রাসূল ﷺ প্রতি অবাধ্য আচরণ করবে। [সহীহ বুখারী হাদীসটি মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ৩০/১১, আবু দাউদ হাদীস-২৩৩৪, নাসায়ী হাদীস-২১৮৮, তিরমিযী হাদীস-৬৮৬, ইবনে মাজাহ-১৬৪৫, ইবনে খুযায়মাহ-১৯১৪, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৫৭৭] এরা সকলেই মাওসুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : يُشَكُّ فِيْهِ - যাতে সন্দেহ করা হয়. সন্দেহযুক্ত, فَقَدْ عَصَى - সে অবাধ্য হলো, اَبَا الْقَاسِمِ - আবুল কাসিম বা কাসিমের পিতা, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِىُّ - ইমাম বুখারী (রহ) উল্লেখ করেন, تَعْلِيْقًا - তা'লীক সূত্রে বা সনদ ছাড়াই।

٦٧٢. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ .

وَلِمُسْلِمٍ : فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ وَلِلْبُخَارِىِّ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ.

৬৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যখন তোমরা (রমযানের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে আর তখন (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায়, তবে চাঁদের 'পরিমাণ' পূরণ করে নাও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯০০, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৬৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৮০, ইসলামীক সেন্টার-২৩৭২]

মুসলিম শরীফে আছে, 'চাঁদের উনত্রিশ দিনে' মেঘাচ্ছন্নের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ পূর্ণ করবে। আর বুখারী শরীফে আছে, ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করবে।
[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৮০, ইসলামীক সেন্টার-২৩৬৭]

শব্দার্থ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ - যখন তোমরা তাকে (চাঁদ) দেখবে, فَصُوْمُوْا - তোমরা সওম পালন করো, فَأَفْطِرُوْا - তোমরা ইফতার বা রোযা ভঙ্গ করো, فَإِنْ غُمَّ - যদি (আকশ) মেঘাচ্ছন্ন হয়, فَاقْدُرُوْا - তোমরা গণনা (পূর্ণ) করো, فَإِنْ أُغْمِيَ - যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, فَاقْدُرُوْا لَهُ - তাহলে তোমরা তাঁকে (ত্রিশ পূর্ণ) করো, ثَلَاثِيْنَ - ত্রিশদিন, فَأَكْمِلُوْا - তোমরা পূর্ণ করো, اَلْعِدَّةَ - গণনা।

ব্যাখ্যা : শাবানের ২৯ তারিখে নতুন চাঁদ দেখা না গেল শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে নিতে হবে। এভাবেই যদি রামযানের ২৯ তারিখে শওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। চন্দ্রমাস একত্রিশ দিনের হয় না।

٦٧٣. وَلَهُ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.

৬৭৩. বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আছে। শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯০৯, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৭৪]

শব্দার্থ : شَعْبَانَ - শা'বান মাস।

٦٧٤. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَنِّيْ رَأَيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

৬৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। জনগণ চাঁদ দেখল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর জানালাম যে আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে রোযা রাখলেন ও জনগণকে রোযা রাখার হুকুম দিলেন।
[সহীহ আবু দাউদ হাদীস-২৩৪২, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৪৭৮, হাকিম-১/৪২৩]

শব্দার্থ : تَرَاءَى النَّاسُ - লোকেরা দেখল, اَلْهِلَالَ - নতুন চাঁদ, فَأَخْبَرْتُ - আমি সংবাদ দিলাম, أَنِّيْ رَأَيْتُهُ - আমি (চাঁদ) দেখেছি, وَأَمَرَ النَّاسَ - তিনি মানুষের আদেশ করলেন।

٦٧٥. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ. فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟

قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَاَذِّنْ فِى النَّاسِ يَا بِلَالُ اَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا .

৬৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। কোন এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে এসে বলল, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, তুমি কি এ সত্যের সাক্ষ্য দাও যে "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই"। সে বলল হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল? লোকটি বলল হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বিলাল! আগামী কাল রোযা রাখার নির্দেশটি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-২৩৪০, নাসায়ী-২১১২, ইবনে মাজাহ-১৬৫২, তিরমিযী-৬৯১, ইবনে মাজাহ-১৬৫২, ইবনে খুযায়মাহ-১৯২৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-৮৭০, নাসায়ী একে মুরসাল হওয়াটাই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিরমিযী ও তার সূনানে একথাই বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَنَّ اَعْرَابِيًّا - নিশ্চয় একজন আরব বেদুঈন ব্যক্তি, اَتَشْهَدُ - তুমি কী সাক্ষ্য দাও, فَاَذِّنْ - ঘোষণা দাও, اِرْسَالَهُ - হাদীসটি মুরসাল হওয়াকে।

٦٧٦. وَعَنْ حَفْصَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ . وَلِلدَّارَقُطْنِىْ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ مِنَ اللَّيْلِ .

৬৭৬. উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযা রাখার নিয়ত না করবে তার রোযা (সিদ্ধ) নয়। [সহীহ আবু দাউদ হাদীস-২৪৫৪, নাসায়ী-২৩৩১, তিরমিযী হাদীস-৭৩০, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৭০০, আহমদ-৬/২৮৭, ইবনে খুযায়মাহ-১৯৩৩, নাসায়ী ও তিরমিযী এটি মাওকুফ হওয়ার দিকেই ঝুঁকেছেন।]

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান মারফূ'রূপে একে সহীহ বলেছেন।

দারাকুতনীতে আছে, যে রাত্রিতে রোযা রাখার নিয়ত না করবে তার রোযা হবে না। (এটা ফরয রোযার জন্য) [সহীহ দারাকুত্নী-২/১৭২]

শব্দার্থ : اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ - মু'মিনদের জননী, لَمْ يُبَيِّتْ - যে ব্যক্তি নিয়্যাত করেনি বা করল না, اَلصِّيَامَ - সওম (রোযা), قَبْلَ الْفَجْرِ - ফজরের পূর্বে, لَمْ يَفْرِضْهُ - ফরয সিয়াম নির্ধারণ বা নিয়্যাত করল না।, مِنَ اللَّيْلِ - রাত্রে।

٦٧٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْئٌ؟ قُلْنَا لاَ قَالَ : فَاِنِّىْ اِذَا صَائِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اُخَرَ، فَقُلْنَا : اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ : اَرِيْنِيْهِ، فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ.

৬৭৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আমার কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কি কোন খাবার আছে? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তবে আমি এখন রোযাদার। তারপর আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন, আমরা বললাম, আমাদের জন্য মালিদা উপহার দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তা আমাকে দেখাও আমি কিন্তু রোযাদাররূপে সকাল করেছি, তারপর তিনি খাবার খেলেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৫৪, ইসলামীক সেন্টার-২৫৮১]

শব্দার্থ : ذَاتَ يَوْمٍ - কোন একদিন, هَلْ عِنْدَكُمْ - তোমাদের নিকট কী আছে? شَيْئٌ - কোন কিছু বা জিনিস, صَائِمٌ - রোযাদার, اُهْدِىَ لَنَا - আমাদের হাদিয়া দেয়া হয়েছে, حَيْسٌ - (হায়স) এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, اَرِيْنِيْهِ - আমাকে তা দেখাও, اَصْبَحْتُ - আমি সকাল করেছি, فَاَكَلَ - তারপর তিনি খাদ্য খেলেন, اَتَانَا - আমাদের নিকট আসল।

ব্যাখ্যা : নফল রোযার নিয়ত দুপুরের আগ পর্যন্ত করা যায় আর দুপুরের আগে তা ভেঙ্গে ফেলা যায়।

٦٧٨. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

৬৭৮. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোক যতদিন অবিলম্বে রোযার ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৫৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৮১৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৯৮, ইসলামীক সেন্টার-২৪২০]

শব্দার্থ : لاَ يَزَالُ - সর্বদা থাকবে বা লিপ্ত থাকবে, مَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ - যতদিন তারা শীঘ্র ইফতার করবে।

٦٧٩. وَلِلتِّرْمِذِيِّ : مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِيْ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

৬৭৯. তিরমিযীতে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার বান্দাদের মাঝে অবিলম্বে রোযার ইফতারকারী ব্যক্তিগণ আমার নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-৭০০]

শব্দার্থ : قَالَ اللّٰهُ - আল্লাহ তায়ালা বলেন, اَحَبُّ - সর্বাদিক প্রিয়, عِبَادِيْ - আমার বান্দা (দের মধ্যে), اِلَيَّ - আমার নিকট, اَعْجَلُهُمْ - তারা জলদি করে।

٦٨٠. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

৬৮০. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও; বস্তুত রোযার জন্য সাহরী খাওয়াতে বরকত (কল্যাণ) রয়েছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯২৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৮৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৯৫. ইসলামীক সেন্টার-২৪১৫]

শব্দার্থ : تَسَحَّرُوْا - তোমরা সাহরী খাও, فِي السَّحُوْرِ - সাহরীর মধ্যে, بَرَكَةً - বরকত।

٦٨١. وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ، فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ .

৬৮১. সালমান ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা তা পবিত্রকারী বস্তু। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-৬৯৫]

শব্দার্থ : اِذَا اَفْطَرَ - যখন ইফতার করবে, عَلٰى تَمْرٍ - খেজুর দিয়ে, لَمْ يَجِدْ - সে পায়নি, عَلٰى مَاءٍ - পানি দিয়ে, طَهُوْرٌ - পবিত্র।

٦٨٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : فَاِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ : وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ؟ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ. فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ : لَوْ تَاَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا.

৬৮২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন ভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। জনৈক মুসলিম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি তো বিরতিহীন রোযা রেখে থাকেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মতো তোমাদের কে আছে? আমি রাত যাপন করি আর আমার মহান প্রভু আমাকে (রাতে) পানাহার করান। এরপরও যখন বিরতিহীন রোযা হতে লোকজন বিরত থাকল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে একদিন বিরতিহীন রোযা রাখলেন তারপরের দিনও রাখলেন তারপর শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা দিল। তিনি বললেন, যদি নতুন চাঁদ উঠতে দেরি করত তবে আমি বিরতিহীন রোযা বৃদ্ধিই করতে থাকতাম। বিরতিহীন রোযা ত্যাগ করতে তাদের অসম্মত হওয়ার জন্য এ কথাটা তাদেরকে ঠেকিয়ে শিখানোর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৬৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৯২৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১০৩, ইসলামীক সেন্টার ২৪৩২]

শব্দার্থ : عَنِ الْوِصَالِ - মিলিত বা নিরচিবচ্ছিন্ন হতে, تُوَاصِلُ - আপনি মিলিত সওম পালন করেন, وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ - তোমাদের মতে কে আমার মতো? اِنِّىْ - اَبِيْتُ - আমি রাত্রি যাপন করি, يُطْعِمُنِىْ - আমাকে খাওয়ান, وَيَسْقِيْنِىْ - আমাকে পান করান, فَلَمَّا اَبَوْا - অতঃপর তারা মানল না বা অস্বীকার করল, اَنْ يَّنْتَهُوْا - তারা বিরত থাকল, رَاَوُا الْهِلَالَ - চাঁদ দেখল, لَوْتَاَخَّرَ - যদি বিলম্ব করতে, لَزِدْتُكُمْ - আমি বাড়াতাম। كَالْمُنَكِّلِ - শাস্তি দানকারীর মতো।

٦٨٣. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৬৮৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যে রোযাদার মিথ্যা বলা বা মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা এবং নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ না করবে আল্লাহর নিকট তার পানাহার ত্যাগের কোনই প্রয়োজন (মূল্য) নেই। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০৫৭, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬২২, আবূ দাউদ হাদীস-২৩৬২ শব্দ আবূ দাউদের।]

শব্দার্থ : لَمْ يَدَعْ - বর্জন করেনি বা করল না, قَوْلَ الزُّوْرِ - মিথ্যা কথা, وَالْعَمَلَ بِهِ - মিথ্যা চর্চা, وَالْجَهْلَ - নির্বুদ্ধিতা, حَاجَةٌ - প্রয়োজন, طَعَامَهُ - তার খাদ্য, وَشَرَابَهُ - তার পানীয়।

٦٨٤. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ اَمْلَكُكُمْ لِاِرْبِهِ.

৬৮৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযার অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে অনেক বেশি আত্মসংযমশীল ছিলেন। (যার জন্য তাঁর পক্ষে এ রকম করাতে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা নিরাপদ নয়।] [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯২৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১০৬, ইসলামীক সেন্টার-২৪৪২, উল্লিখিত বাক্য মুসলিম হতে গৃহীত। মুসলিমের এক বর্ণনা মাসের উল্লেখ আছে। মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-২৪৫০]

শব্দার্থ : يُقَبِّلُ - তিনি চুম্বন করতেন, وَهُوَ صَائِمٌ- অথচ তিনি সায়িম (রোযাদার), وَيُبَاشِرُ - এবং আলিঙ্গন করতেন, اَمْلَكُكُمْ - তোমাদের মধ্যে অধিক সংযমী, لِاِرْبِهِ - প্রবৃত্তির ব্যাপারে।

٦٨٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

৬৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইহরামের অবস্থায় রোযা রেখেও শিঙ্গা লাগাতেন (শরীরের দূষিত রক্ত শিঙ্গা লাগিয়ে চুষে বের করাতেন)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৩৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৮০০]

শব্দার্থ : اِحْتَجَمَ - তিনি শিঙ্গা লাগান, وَهُوَ مُحْرِمٌ - অথচ তিনি মুহরিম।

٦٨٦. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِىْ رَمَضَانَ. فَقَالَ : اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

৬৮৬. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বাকী' নামক জায়গায় একটি লোকের নিকটে এসেছিলেন। সে তখন রমযান মাসে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শিঙ্গা যে লাগাল আর যার শরীরে লাগান হলো উভয়েই রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৩৬৯, নাসায়ী কুবরা-৩১৪৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৬৮১, আহমাদ-৫/২৮৩, ইবনে হিব্বান-৫/২১৮-২১৯]

শব্দার্থ : بِالْبَقِيْعِ - বাকী' নামক কবরস্থানে, اَلْحَاجِمُ - যে শিঙ্গা লাগাল, وَالْمَحْجُوْمُ - এবং যাকে শিঙ্গা লাগাল।

ব্যাখ্যা : এটা উপরোক্ত, ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে। কারণ শাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসে ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে আর ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এ রক্ত বের করানোতে রোযা নষ্ট হবে না। (নাইলুল আওতার)

এছাড়া আনাস বিন মালিকের হাদীসে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যামূলকভাবেই উল্লেখ রয়েছে যে প্রথম দিকে মিথ্যা লাগনোকে অপছন্দ করা হলেও পরবর্তীতে শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

٦٨٧. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : اَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : اَفْطَرَ هٰذَانِ ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدُ فِى الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ اَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

৬৮৭. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, প্রথম দিকে রোযাদারের শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, জা'ফর ইবনে আবু তালিব রোযা থাকা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন আর নবী করীম ﷺ তার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, এরা দুজনেই (হাজম ও মাহজুম) রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযাদারকে এটা (শিঙ্গা) লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। ফলে আনাস (রা) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতেন। (মুনাফার দারাকুত্বনী-২-১৮২-৭)

শব্দার্থ : أَوَّلُ - প্রথম, مَا كُرِهَتْ - যা মাকরূহ ছিল, جَعْفَرَيْنَ أَبِىْ طَالِبِ - সাহাবী জা'ফার ইবনে আবী তালিব, فَمَرَّ - তিনি অতিক্রম করেন, رَخَّصَ - তিনি ছাড় দেন বা দিয়েছেন, بَعْدَ - পরে।

٦٨٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِىْ رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ ـ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ : لَايَصِحُّ فِيْهِ هٰذَ الْبَابِ شَىْءٌ .

৬৮৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। ইবনে মাজাহ এটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। [য'ঈফ ইবনে মাজাহ-১৬৭৮, তিরমযী হাদীস-৭২৬, তিনি এর আলোচনায় বলেন : এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ হতে সহীহ সনদে কিছু বর্ণিত হয়নি।]

শব্দার্থ : اكْتَحَلَ। - তিনি চোখে সুরমা লাগান, لَا يَصِحُّ فِيْهِ - তাতে সহীহ হাদীস নেই, هٰذَا। الْبَابِ شَىْءٌ - এ অধ্যায়ে কিছু।

٦٨٩. وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ.

৬৮৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রোযাদার রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু আহার করে বা পান করে তবে সে যেন তার রোযা পুরো করে। কেননা তাকে তো তার প্রভুই পানাহার করিয়েছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৩৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৯৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১১৫৫, ইসলামীক সেন্টার-২৫৮২]

শব্দার্থ : مَنْ نَسِىَ - যে ভুলে গেল, فَاكَلَ - অতঃপর ভক্ষণ করল, اَوْ شَرِبَ - অথবা পান করল, فَلْيُتِمَّ - সে যেন পূর্ণ করে, اَطْعَمَهُ - তাকে খাওয়াচ্ছেন, وَسَقَاهُ - তাকে পান করিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : ভুল করে যতটুকু করে ফেলবে তার বেশি কিছু যেন না করে।

٦٨٠. وَلِلْحَاكِمِ : مَنْ اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

৬৯০. হাকিমে আছে, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে রোযা ইফতার বা ভেঙ্গে দেবে তার জন্য কোন কাযা বা কাফফারা নেই। [হাসান হাকিম-১/৪৩০, ইবনে খুযায়মাহ-১৯৯০]

শব্দার্থ : مَنْ اَفْطَرَ - যে ব্যক্তি ইফতার করল, نَاسِيًا - ভুলক্রমে, فَلاَقَضَاءَ - কাযা নেই, وَلَاكَفَّارَةَ - কাফ্ফারাহও নেই।

٦٩١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

৬৯১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার বমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসে তার রোযা কাযা করতে হবে না (ঠিক থাকে), আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার রোযা কাযা করতে হবে (রোযা ভেঙ্গে যায়)। [সহীহ আবু দাউদ-২৩৮০, নাসায়ী কুবরা-২/২১৫, তিরমিযী-৭২০, ইবনে মাজাহ-১৬৭৬, আহমদ-২/৪৯৮, দারাকুত্বনী সুন্নান-২.১৮৪]

শব্দার্থ : مَنْ ذَرَعَهُ - যার উপর বিজয় হলো, اَلْقَيْءُ - বমি, فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ - তার উপর কাযা নেই, وَمَنْ اسْتَقَاءَ - যে ইচ্ছাকৃত বমি করল।

٦٩٢. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ : اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ.

৬৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়কালে রমযান মাসে (মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে) যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গী রোযা রেখেছিলেন। তখন তিনি 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছালেন তখন এক পেয়ালা পানি চাইলেন ও ঐ পানির পেয়ালা এমন উঁচু করে ধরলেন যাতে লোক তা দেখতে পেল। তারপর তিনি তা পান করলেন। এরপরও তাঁকে 'কিছু লোক কর্তৃক রোযার অবস্থাতেই রয়েছে' বলা হল। তিনি এটা শুনে বললেন, ওরা নাফরমান (অবাধ্য), ওরা নাফরমান!।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১১৪, ইসলামিক সেন্টার-২৪৭৬]

শব্দার্থ : عَامَ الْفَتْحِ - বিজয়ের বৎসর, اِلَى مَكَّةَ - মক্কার দিকে, بَلَغَ - তিনি পৌঁছলেন, كُرَاعَ الْغَمِيْمِ - "কুরা-আল গামীম" নামক স্থান, بِقَدَحٍ - এক পাত্র বা পেয়ালা দ্বারা, فَرَفَعَهُ - অতঃপর উঁচু করলেন, نَظَرَ النَّاسُ - মানুষ দেখল, ثُمَّ شَرِبَ - অতঃপর তিনি পান করলেন।

٦٩٣. وَفِى لَفْظٍ : فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَاِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ.

৬৯৩. আর এক বর্ণনায় এরূপ শব্দ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হল, লোকের উপর (আজ) রোযা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে– তারা অপেক্ষা করছে আপনি এ অবস্থায় কি করেন। তারপর আসর বাদে তিনি পানির পেয়ালা আনতে বললেন ও পানি পান করলেন। [মুসলিম ইসলামীক সেন্টার-২৪৭৭]

শব্দার্থ : قَدْشَقَّ - কঠিন হলো, يَنْظِرُوْنَ - তারা অপেক্ষা করে, بَعْضَ الْعَصْرِ - আসরের পর।

٦٩٤. وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ (رضى) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجِدُ بِىْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ، فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

৬৯৪. হামজাহ ইবনে আমর আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি সফরে রোযা রাখার মতো শক্তি রাখি। রোযা রাখা আমার জন্য কি কোন দোষণীয় ব্যাপার হবে? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা মহান আল্লাহ প্রদত্ত রুখসাত (অনুমতি), যে তা গ্রহণ করবে সে ভালো করবে আর যে রোযা রাখা পছন্দ করবে তারও কোন ক্ষতি নেই।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১২১, ইসলামীক সেন্টার-২৪৯৫]

শব্দার্থ : أَجِدُ بِيْ قُوَّةً - আমি শক্তি বা ক্ষমতা রাখি, فِي السَّفَرِ - ভ্রমণে, جُنَاحٌ - গুনাহ, هِيَ رُخْصَةٌ - এটা অবকাশ, فَحَسَنٌ - হাদীসটি হাসান।

٦٩٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ اَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

৬৯৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্যাধিক বৃদ্ধলোককে রোযা না রেখে প্রতিটি রোযার বদলে একজন গরীব ব্যক্তিকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার উপর কাযাও নেই।

[সহীহ দারাকুত্বনী-২/২০৫/৬, হাকিম-১/৪৪০]

শব্দার্থ : رُخِّصَ - অবকাশ দেয়া হয়েছে, لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ - অতিশয় বৃদ্ধের জন্য, اَنْ يُّفْطِرَ - সে ইফতার করবে, كُلِّ يَوْمٍ - প্রত্যেক দিন, مِسْكِيْنًا - মিসকিন, وَلَاقَضَاءَ - এবং কাযা নেই।

٦٩٦. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِي فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ : لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ . فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهٰذَا :

فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

৬৯৬. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট কোন একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীর উপর পতিত হয়েছি রাসূল (সা) বললেন, কোন দাস-দাসীকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দু-মাস কি একনাগাড়ে রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তারপর সে বসে রইল। তারপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি খেজুরের ঝুড়ি বা থলে এলো, যাতে কিছু খেজুর ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, এগুলো তুমি সাদকাহ্ করে দিবে। সে বলল, আমাদের থেকে বেশি দরিদ্রকে কি দান করতে হবে? মদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় আমার থেকে বেশি অভাবী পরিবার আর নেই। নবী করীম ﷺ তার এরূপ কথা শুনে হেসে ফেললেন যাতে তাঁর চোয়ালের ভিতরের দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারপর তিনি বললেন : যাও এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৯৮, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১১১, ইসলামীক সেন্টার-২৪৬১, আবূ দাউদ-২৩৯০, নাসায়ী কুবরা-২/২১২-২১৩, তিরমিযী-৭২৪, ইবনে মাজাহ-১৬৭১, আহমদ-২/২০৮, ২৪১, ২৮১, ৫১৬]

শব্দার্থ : جَاءَ رَجُلٌ - এক ব্যক্তি আসলো, هَلَكْتُ - আমি ধ্বংস হয়েছি, وَقَعْتُ - আমি পতিত হয়েছি বা সহবাস করেছি, عَلَى امْرَأَتِي - আমার স্ত্রীর উপর, رَقَبَةً - দাস, تَسْتَطِيعُ - তুমি সক্ষম, مُتَتَابِعَيْنِ - ধারাবাহিকভাবে, سِتِّينَ مِسْكِينًا - ষাটজন মিসকীন, جَلَسَ -সে বসল, بِعَرَقٍ - থলিতে বা থলি, أَفْقَرَ مِنَّا - আমার হতে অধিক ফকির বা দরিদ্র, أَهْلُ بَيْتٍ - পরিবার, أَحْوَجُ - অধিক মুখাপেক্ষী, فَضَحِكَ - অতঃপর তিনি হাসলেন, بَدَتْ أَنْيَابُهُ - তাঁর দাঁত মুবারাক প্রকাশ পেল, اذْهَبْ - তুমি যাও, فَأَطْعِمْهُ - অতঃপর খাওয়াও, أَهْلَكَ - তোমার পরিবারকে।

٦٩٧. وعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ. زَادَ مُسْلِمٌ فِىْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ : وَلَا يَقْضِىْ.

৬৯৭. আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ স্ত্রী সঙ্গমজনিত জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় সকাল করতেন, তারপর ফজরের সালাতের আগে গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন। মুসলিমে কেবল উম্মে সালামার বর্ণনায় আছে, তিনি ঐরূপ রোযার কাযাও করতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯২৬, আধুনিক প্রকাশনী-১৮১২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৪৭, ইসলামীক সেন্টার-২৫৫৮]

শব্দার্থ : يُصْبِحُ جُنُبًا - তিনি সকাল করলেন অপবিত্র অবস্থায়, مِنْ جِمَاعٍ - সহবাসে, ثُمَّ يَغْتَسِلُ - অতঃপর তিনি গোসল করলেন, وَلَا يَقْضِىْ - এবং তিনি কাযা আদায় করেনি।

٦٩٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) .

৬৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কেউ সওম কাযা রেখে (রোযা আদায় না করে) মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার ঐ সওমের কাযা আদায় করবে। (বুখারী-১৯৫২, মুসলিম-১১৪৭)

শব্দার্থ : مَنْ مَاتَ - যে মৃত্যুবরণ করল, وَلِيُّهُ - এবং তার উত্তরাধিকারী।

٢. بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

২. অনুচ্ছেদ : নফল রোযা ও যে যে দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

মানব চরিত্রের উন্নতি বিধানে রোযার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। এ চরিত্র গঠনের ভূমিকা একদম শিথিল হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা হিসেবে রমযান মাস ছাড়াও নফল রোযার বিধান ইসলাম রেখেছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের ধর্মীয় চেতনার প্রতীক। (অনুবাদক)

٦٩٩. وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ. فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، فَقَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَبُعِثْتُ فِيْهِ : أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ. رواه مسلم.

৬৯৯. আবূ ক্বাতাদা আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতর দিনে (৯ জিলহাজ্জ্ব) রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এর দ্বারা বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গুনাহ (পাপ) দূরীভূত হয়। আশুরা (১০ মুহাররাম)-এর দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, বিগত এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়। সোমবারের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, এটা সেই দিন যাতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং নবুয়ত লাভ করেছি ও আল্লাহর বাণী (কুরআন) আমার উপর নাযিল হয়েছে।

[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৬২, ইসলামীক সেন্টার-২৬১৩]

শব্দার্থ : سُئِلَ - তাকে প্রশ্ন করা হল, يَوْمِ عَرَفَةَ - আরাফার দিন, يُكَفِّرُ - মোচন করে বা মিটিয়ে দেয়, اَلسَّنَةَ - বৎসর, اَلْمَاضِيَةَ - বিগত, وَالْبَاقِيَةَ - পরবর্তী, يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ - আশূরার দিন, يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ সোমবার, يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ - যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি, بُعِثْتُ فِيْهِ - এবং আমি নবুওয়াত লাভ করেছি, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - অথবা আমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আরাফা (দিবস) আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে প্রথম মিলনের শুভ দিবস। আশুরা পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম খোদাদ্রোহী ফেরাউনের হাত হতে মুসা (আ) ও তাঁর অনুগামীদের নাজাত লাভের স্মরণী ঐতিহাসিক দিবস। সোমবারে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, এটাও তার গুরুত্ব লাভের কারণ বলে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

٧٠٠. وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

৭০০. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে লোক রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে (ঈদের দিন ব্যতীত) ৬টি রোযা রাখবে, তার ঐ রোযা (পুণ্যে) সারা জীবন রোযা রাখার সমতুল্য গণ্য হবে।
[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-১১৬৪, ইসলামীক সেন্টার-২৬২৪]

শব্দার্থ : اَتْبَعَهُ سِتًّا - এবং ছয় দিনে এর অনুসরণ করল বা ছয়টি সওম পালন করল, مِنْ شَوَّالٍ - শাওয়াল মাসে, كَصِيَامِ الدَّهْرِ - যেন সারা জীবন সওম পালন করল।

٧٠١. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَالِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمْ.

৭০১. আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, যে কোন বান্দাহ আল্লাহর রাস্তায় থেকে (ধর্মযুদ্ধরত অবস্থায়) একটি দিন রোযা রাখবে (এই একটি রোযার বিনিময়ে) আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের শাস্তি হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরত্বে রাখবেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৪০, আধুনিক প্রকাশনী-২৬৩০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৫৩, ইসলামীক সেন্টার-২৫৭৭, এখানে উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ : مَا مِنْ عَبْدٍ - যে বান্দা, فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর রাস্তায়, بَاعِدَ - দূর করেন, করবেন, عَنْ وَجْهِهِ - তাঁর মুখমণ্ডল হতে, سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا - ৭০ বছরের দূরত্বে।

٧٠٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ.

৭০২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল রোযা রেখেই যেতেন, আমরা ভাবতাম তিনি রোযা রাখা বন্ধ করবেন না। আবার রোযা রাখা বন্ধ রেখেই চলেছেন, আমরা ভাবতাম তিনি হয়তবা আর নফল রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে তাঁকে বেশি রোযা রাখতে দেখিনি। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৬৯, আধুনিক প্রকাশনী ১৮৩০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৫৬, ইসলামীক সেন্টার-২৫৮৭]

শব্দার্থ : نَقُوْلَ لَايُفْطِرُ - আমরা ভাবতাম তিনি সর্বদা সওম পালন করবেন, وَمَا رَأَيْتُ - আমি দেখিনি, اِسْتَكْمَلَ- পূর্ণ করেছেন, صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ - কোন মাসের সিয়াম, فِى شَعْبَانَ - শা'বান মাসে।

٧٠٣. وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشَرَةَ، وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

৭০৩. আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার আদেশ করেছেন– চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। [হাসান নাসায়ী-২৪২২, তিরমিযী-৭৬১, ইবনু হিব্বান-৩৬৪৭, ৩৬৪৮]

শব্দার্থ : اَمَرَنَا - আমাদেরকে আদেশ করেন, ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ - তিনদিন, ثَلَاثَ عَشَرَةَ - তের তারিখ দিবস, وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ - চৌদ্দ তারিখ দিবস, وَخَمْسَ عَشَرَةَ - পনের তারিখ দিবস।

٧٠٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ.

৭০৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী লোকের জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (কোন নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮১৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১০২৬, ইসলামীক সেন্টার-২২৪০ আবূ দাউদে আছে 'রমযান ছাড়া সহীহ আবু দাউদ হাদীস-২৪৫৮]

শব্দার্থ : لَايَحِلُّ - জায়েয হবে না, হালাল নয়, لِلْمَرْأَةِ - কোন মহিলার জন্য, وَزَوْجُهَا - এবং তার স্বামী, شَاهِدٌ - সাক্ষ্য দানকারী উপস্থিত, اِلَّا بِاِذْنِهِ - তার অনুমতি ব্যতিরেকে, غَيْرَ رَمَضَانَ - রমাযান ব্যতীত।

٧٠٥. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

৭০৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুদিন রোযা পালন করতে নিষেধ করেছেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার (কুরবানী) দিন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৯১, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৫২, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার ২৫৪০]

শব্দার্থ : يَوْمَيْنِ - দু' দিন, يَوْمِ الْفِطْرِ - ঈদুল ফিতরের দিন, وَيَوْمِ النَّحْرِ - কুরবানীর দিন।

٧٠٦. وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

৭০৬. নুবাইশাতুল হুযালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, তাশরীকের দিনগুলো (যিলহিজ্জা মাসের ১১ হতে ১৩ তারিখ) আল্লাহ তা'আলার যিকর আজকার ও পানাহারে কাটানোর জন্যে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৪১, ইসলামীক সেন্টার-২৫৪৩, ২৫৪৪]

শব্দার্থ : اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ - যিলহাজ্জের ১১ হতে ১৩ তারিখ দিন, اَيَّامُ اَكْلٍ - খাওয়ার দিন, وَذِكْرِ - এবং যিকরের।

٧٠٧. وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَا : لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ.

৭০৭. আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা পালন করার কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যে দমের কুরবানী পায়নি (তার পক্ষে রোযা রাখা দোষণীয় নয়)।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৯৭, ১৯৯৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৫৭]

শব্দার্থ : قَالَا - তারা দু'জন বলল, لَمْ يُرَخَّصْ - ছাড় দেয়া হয়নি, لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ - যারা কুরবানী পায়নি।

٧٠٨. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ، وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنَ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

৭০৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, রাত্রির মধ্যে থেকে জুমু'আর রাতকে ইবাদাতের জন্য ও দিনের মধ্যে থেকে জুমু'আর দিনকে রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ কোন (এক নির্দিষ্ট তারিখে) রোযা রেখে আসছে সেই তারিখটি যদি জুমুআর দিনে পড়ে যায় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৪৪, ইসলামীক সেন্টার-২৫৫০]

শব্দার্থ : لَا تَخْتَصُّوْا - তোমরা নির্দিষ্ট করো না, لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - জুমু'আর রাত্রি, بِقِيَامٍ - রাতের সালাত দ্বারা, أَحَدُكُمْ - তোমাদের মধ্যে কেউ।

٧٠٩. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

৭০৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন, তোমাদের কেউ যেন কেবলমাত্র জুমুআর দিনে রোযা না রাখে। কিন্তু তার সঙ্গে আগে বা পরের দিনসহ রোযা রাখতে পারবে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৮৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৪৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৪৪]

শব্দার্থ : قَبْلَهُ - তার পূর্বে, اَوْبَعْدَهُ - অথবা তারপরে, يَوْمَ الْجُمُعَةِ - জুমু'আর দিন।

٧١٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا.

৭১০. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শা'বানের অর্ধেক (গত) অতিবাহিত হয়ে গেলে কোন নফল রোযা রাখবে না।
[হাসান, আবূ দাউদ-২৩৭৭, নাসায়ী কুবরা-২/১৭২, তিরমিযী-৭৩৮, ইবনে মাজাহ-১৬৫১, আহমদ-২/৪৪২, [আহমদ এটিকে মুনকার বলেছেন।]

শব্দার্থ : اِذَا انْتَصَفَ - যখন মধ্যবর্তী হয় বা অর্ধেক হয়, شَعْبَانَ - শা'বান মাস, فَلاَ تَصُوْمُوْا - তোমরা রোযা রেখ না, وَاسْتَنْكَرَهُ - তিনি হাদীসটি মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেন, اَحْمَدُ - ইমাম আহমাদ।

٧١١. وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، اِلَّا فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ. اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا.

৭১১. সাম্মা বিনতে বুসর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফরয রোযা ছাড়া শনিবার রোযা রাখবে না। যদি তোমরা আহার করার মতো কিছু না পাও তবে আঙ্গুরের ছিলকা বা গাছের ডাল হলেও চিবিয়ে নেবে। [সহীহ আবু দাউদ-২৪২১, নাসায়ী বুকরা-২/১৪২, তিরমিযী-৭৪৪, ইবনে মাজাহ-১৬৫১, আহমদ-৬/৩৬৮]

এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য তবে এটা মুযতারিব হাদীস। ইমাম মালেক একে অগ্রাহ্য করেছেন। ইমাম আবু দাউদ মানসুখ বা রহিত বলেছেন।
[আবূ দাউদ সুনানে-২/৩২১, এ কথা উল্লেখ করেছেন]

শব্দার্থ : يَوْمَ السَّبْتِ - শনিবার, اُفْتُرِضَ - ফারয করা হয়েছে, لِحَاءَ عِنَبٍ - আঙ্গুরের খোসা বা খোল, اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ - অথবা গাছের ডাল, فَلْيَمْضُغْهَا - তার যেন চিবিয়ে নেয়, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ - তার রাবীগণ শক্তিশালী, مُضْطَرِبٌ - গোলযোগপূর্ণ, وَقَدْ اَنْكَرَهُ - তিনি অস্বীকৃতি জানান, وَهُوَ مَنْسُوْخٌ - হাদীসটি রহিত।

٧١٢. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

৭১২. উম্মে সালামাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব দিনে রোযা রাখতেন তার মধ্যে শনি ও রোববারেই বেশি রোযা পালন করতেন। আর তিনি বলতেন, এ দুটি দিন মুশরিকদের (অংশীদারীদের) ঈদ উদযাপন দিবস, আমি তাদের বিপরীত করতে চাই। [য'ঈফ নাসায়ী কুবরা-২/১৪৬, ইবনে খুযায়মাহ-২১৬৭ -এর সনদে দুজন মাজহূল রাবী রয়েছে।]

শব্দার্থ : كَانَ أَكْثَرَ - তিনি অধিক করতেন, وَيَوْمُ الْأَحَدِ - এবং রবিবারে, عِيْدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ - মুশরিকদের জন্য ঈদ, وَأَنَا أُرِيْدُ - আমি ইচ্ছা করছি, أَنْ أُخَالِفَهُمْ - আমি তাদের বিপরীত করব বা করতে।

٧١٣. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

৭১৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে 'আরাফা দিবসের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।
[য'ঈফ আবু দাউদ-২৪৪০, নাসায়ী-৩/২৫২, ইবনে মাজাহ-১৭৩২, আহমদ-২/৩০৪, ৪৪৬, ইবনে খুযায়মাহ-২১০১, হাকিম-১/৪৩৪]

শব্দার্থ : يَوْمِ عَرَفَةَ - আরাফার দিন।

٧١٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.

৭১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি রোযা রাখেনি যে বিরতিহীন রোযা রেখেছে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৭৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৫৯, ইসলামিক সেন্টার-২৬০০]

শব্দার্থ : مَنْ صَامَ الْأَبَدَ - যে সর্বদায় সওম পালন করেন।

٧١٥. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ : لَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ

৭১৫. মুসলিম শরীফে আবু কাতাদাহ (রা) হতে এরকম শব্দে বর্ণিত আছে যে, রোযা ও ইফতার কোনটিই (গ্রহণ করা) হয় না।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৬২, ইসলামিক সেন্টার ২৬১৩]

শব্দার্থ : بِلَفْظِ - (এই) শব্দ দ্বারা, وَلَا اَفْطَرَ - এবং সে ইফতার করল না।

٣. بَابُ الْاِعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

৩. অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ ও মাহে রমযানের রাত্রিকালীন ইবাদাত

রামযানের রোযা-ব্রত পালনের চরম মুহূর্ত ও চূড়ান্ত সান্নিদ্ধে লাভের সুযোগ হল শেষের দশদিন। এই সময়টির প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে অমূল্য রত্ন। ইতেকাফের মধ্যে দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা সহজ হয়। তাই মহানবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এমন কি উম্মুল মুমিনীনরাও (রা) এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

٧١٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭১৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিতে ও পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রাতের বেলায় সালাত আদায় করে তার পূর্বকৃত গুনাহ ক্ষমা করা হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০০৯, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৬৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৭৫৯, ইসলামীক সেন্টার-১৬৫৭]

শব্দার্থ : مَنْ قَامَ - যে কিয়াম করবে, اِيْمَانًا - ঈমানের সাথে, وَاحْتِسَابًا - সওয়াবের আশায়, غُفِرَ لَهُ - তাকে ক্ষমা করা হবে, مَا تَقَدَّمَ - যা পূর্ববর্তী, مِنْ ذَنْبِهِ - তাঁর গুনাহ।

٧١٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَىْ الْعَشْرُ الْاَخِيْرُ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَاَحْيَا لَيْلَهُ، وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ.

৭১৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষের দশদিন যখন এসে যেত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তহবন্দ মজবুতভাবে পরতেন (দৃঢ়সংকল্প করতেন) ও ইবাদাত বন্দেগীতে মগ্ন থেকে রাত কাটাতেন ও পরিবারের লোকদেরকে জাগাতেন। [সহীহ বুখারী-২০২৪, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৮২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৭৪, ইসলামীক সেন্টার-৬৫৩]

শব্দার্থ : اَلْعَشْرُ الْاَخِيْرُ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - যখন (শেষ) দশদিন আসে, শেষ দশদিন, شَدَّ مِئْزَرَهُ - তাঁর লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন, وَاَحْيَا لَيْلَهُ - তিনি ঈবাদাতে রাত কাটাতেন, وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ - তাঁর পরিবার জাগ্রত করতেন।

٧١٨. وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

৭১৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম করীম ﷺ রমযানের শেষের দশকে তার ইন্তিকাল পর্যন্ত 'ইতিকাফ করেছেন এবং তার পর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে 'ইতিকাফ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০২৬, আধুনীক প্রকাশনী-১৮৮৪, ইসলামীক সেন্টার-২৬৫০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী]

শব্দার্থ : يَعْتَكِفُ - তিনি ই'তিকাফ করেন, اَلْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ - শেষের দশদিন, تَوَفَّاهُ - তিনি তাকে ওয়াফাত বা মৃত্যু দেন।

٧١٩. وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.

৭১৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন ফজরের সালাত আদায় করে ইতিকাফ করার জায়গায় প্রবেশ করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০৩৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৭৩, ইসলামীক সেন্টার-২৬৫১]

শব্দার্থ : اِذَا اَرَادَ - যখন তিনি ইচ্ছা করেন, صَلَّى الْفَجْرَ - তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - অতঃপর তিনি ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করেন।

٧٢٠. وَعَنْهَا قَالَتْ : اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةٍ،اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا،

৭২০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতি'কাফ অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা বাহিরে বাড়িয়ে দিতেন; ফলে আমি তাঁর চুলে চিরুণী দিয়ে তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতিকাফের অবস্থায় বিশেষ কোন দরকার ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০২৯,, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৮৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৯৭, ইসলামীক সেন্টার-৫৯২]

শব্দার্থ : لَيُدْخِلُ عَلَىَّ - আমার নিকট প্রবেশ করাতেন, رَأْسَهُ - তার মাথা, فِى الْمَسْجِدِ - মসজিদে, فَأُرَجِّلُهُ - অতঃপর আমি তার মাথা চিরুণী করতাম, اِلَّا لِحَاجَةٍ - প্রয়োজন ব্যতিরেকে, اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا - যখন তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় থাকতেন।

٧٢١. وَعَنْهَا قَالَتْ : اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَّلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَّلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَّلَا يُبَاشِرَهَا، وَّلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَّلَا اعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَّلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ .

৭২১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত বা শারীআতী ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন না, জানাযায় শামিল হবেন না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবেন না ও তাকে আলিঙ্গন করবেন না, দরকার থাকলেও (মসজিদ হতে) বের হবেন না তবে যা না হলে মোটেই চলবে না (যেমন পায়খানা ও প্রস্রাব করার জন্যে) এবং রোযা ব্যতীত ইতিকাফ হয় না এবং জুমুআ মসজিদ ছাড়াও ইতিকাফ হয় না।

[হাসান আবু দাউদ হাদীস-২৪৭৩, হাদীসের শেষ অংশ রোযা ব্যতীত শেষ পর্যন্ত মাওকুফ]

শব্দার্থ : اَلسُّنَّةُ - নিয়ম বা বিধান, عَلَى الْمُعْتَكِفِ - ই'তিকাফকারীর উপর, اَنْ لَا يَعُوْدَ - সে দেখতে যাবে না, مَرِيْضًا - অসুস্থ ব্যক্তিকে, وَّلَايَشْهَدَ -

শামিল হবেন না, وَلَا يُبَاشِرَهَا - জানাযায়, جَنَازَةً - স্পর্শ করবে না, وَلَا يَمَسَّ - (স্ত্রীকে) জড়িয়ে ধরবে না, فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ - জামে মাসজিদ, وَلَا بَأْسَ - কোন ত্রুটি নেই তার রাবীগণের মধ্যে। بِرِجَالِهِ -

٧٢٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)؛ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ اِلَّا اَنْ يَجْعَلَهُ عَلٰى نَفْسِهِ.

৭২২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, ইতিকাফকারী ব্যক্তির উপর রোযা রাখা জরুরি নয়। তবে সে তার নিজের উপর তা ধার্য করতে পারে। [য'ঈফ দারাকুত্বনী-২/১৯৯/৩, হাকিম-১/৪৩৯, এটিই ও মাওকুফ]

শব্দার্থ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ - ই'তিকাফকারীর উপর নয়, عَلٰى نَفْسِهِ اَنْ يَجْعَلَهُ - যদি ইচ্ছা করে রাখতে পারে, وَالرَّاجِحُ - অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, اَيْضًا وَقْفُهُ - হাদীসটি মাওকুফ হওয়া ক্ষেত্র।

٧٢٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ، فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

৭২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে রমযানের শেষের সাতদিনের মধ্যে স্বপ্নযোগে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন শেষের সাতদিনের ব্যাপারে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি তা সন্ধান করবে সে যেন শেষের সাত দিনের মধ্যেই তার অনুসন্ধান করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০১৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৭২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৬৫, ইসলামীক সেন্টার-২৬২৭]

শব্দার্থ : اُرُوْا - দেখানো হলো, لَيْلَةَ الْقَدْرِ - লায়লাতুল কদর, فِى الْمَنَامِ - স্বপ্নযোগে, فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ - শেষের সাতদিনের মধ্যে, اَرٰى رُؤْيَاكُمْ -

আমাকে তোমাদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, قَدْ تَوَاطَأَتْ - তার মিলে গেছে, مُتَحَرِّيهَا - যে অনুসন্ধান করে।

٧٢٤. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ (رَضِى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ.

৭২৪. মু'আবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে বলেন, তা ২৭ শে রামাযানের দিবাগত রাত।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৩৮৬]

হাদীসটির মাওকুফ হওয়ার দিকটাই খুব বেশি প্রবল; লাইলাতুল কদরের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৪০ প্রকার অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। যার আলোচনা আমি ফাতহুল বারীতে (বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য কিতাবে) করেছি। [ফাতহুল বারী-৪/২৬৩-২৬৬]

শব্দার্থ : لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ - ২৭ রমাযানের রাত, فِيْ تَعْيِيْنِهَا - তা নির্দিষ্টকরণে, عَلَى اَرْبَعِيْنَ قَوْلًا - ৪০টি উক্তি, اَوْرَدْتُهَا - আমি বর্ণনা করেছি, فِيْ (فَتْحِ الْبَارِى) - ফাতহুল বারীতে।

٧٢٥. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

৭২৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি মনে করেন? আমি যদি লাইলাতুল কদরের সন্ধান পাই তবে কি বলব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ করো, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।" [সহীহ নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ-৮৭২, তিরমিযী-৩৫৩১, ইবনে মাজাহ-৩৮৫০, আহমদ-৬/১৭১, হাকিম-১/৫৩০]

শব্দার্থ : اِنْ عَلِمْتُ - যদি আমি পাই বা জানি, مَا اَقُوْلُ فِيْهَا - আমি তাতে কী পড়ব, عَفُوٌّ - ক্ষমাকারী বা ক্ষমাশীল, تُحِبُّ الْعَفْوَ - তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, فَاعْفُ عَنِّىْ - সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।

٧٢٥. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ. اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

৭২৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন সাওয়ারী তৈরি করা হবে না। (খাস করে যিয়ারাতের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না) তবে তিনটি মসজিদের জন্য মাত্র। ১. মক্কার মহান মসজিদ (বায়তুল্লাহ) ২. আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) ও ৩. মসজিদুল আক্বসা বা বাইতুল মাক্বদিস। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১১৯৭, আধুনিক প্রকাশনী-১১১৯, মুসলিম ইসলামীক সেন্টার-৩২৪৭]

শব্দার্থ : لَا تُشَدُّ - বাঁধা যাবে না, اَلرِّحَالُ - প্রস্তুতি বা সফরের আসবাবপত্র, اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - বায়তুল্লাহ বা কা'বা, مَسْجِدِىْ هَذَا - আমার এ মাসজিদ (মসজিদে নব্বী) مَسْجِدِ الْاَقْصَى - এবং মসজিদে আকসা।

٦. كِتَابُ الْحَجِّ

ষষ্ঠ অধ্যায় : হাজ্জ

١. بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

১. অনুচ্ছেদ : হজ্জের ফযিলাত ও যাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে

ইসলাম যে স্বর্গীয় ব্যবস্থার নাম ও বিশ্বজনীন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা সম্পন্ন ধর্ম– হজ্জ পর্বই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। হজ্জের গোড়া পত্তন এমনই এক একেশ্বরবাদী মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে হয়েছে যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর পূর্বপুরুষ– ইবরাহিম (আ)। তাওহীদের এই বিশ্ব সম্মেলনে মুশরিক ছাড়া প্রত্যেক মুঅহ্‌হীদের যোগদান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। এতে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধানও তাওহীদের ভিত্তিতে সহজ হবে। (অনুবাদক)

হজ্জ শব্দের অভিধানিক অর্থ– কোন বস্তুর প্রতি ইচ্ছা বা বাসনা করা। কাবা শরীফের তওয়াফ, সাফা মারওয়ার সায়ী ও আরাফার মাঠে অবস্থান ইত্যাদি যথারীতি পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জ বলে। এটি অধিকাংশের মতে ৬ষ্ঠ হিজরী সনে ফরয হয়েছে। সুবুলুস সালাম।

٧٢٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ .

৭২৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এক উমরা থেকে পরবর্তী উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহখাতা মোচনের উপায় এবং জান্নাতই হচ্ছে পরিশুদ্ধ হজ্জের একমাত্র পুরস্কার। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৭৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৬৪৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৪৯, ইসলামীক সেন্টার-৩১৫২]

শব্দার্থ : كَفَّارَةٌ - কাফ্‌ফারাহ্, জরিমানা, বিনাশকারী বা মোচনকারী, اَلْمَبْرُوْرُ - গৃহীত বা মাকবুল, جَزَاءٌ - প্রতিদান।

٧٢٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ : اَلْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ.

৭২৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! নারীদের উপর কি জিহাদ ফরয? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর (এমন) জিহাদ রয়েছে যাতে কোন লড়াই নেই, তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।
[সহীহ আহমদ-৬/১৬৫, ইবনে মাজার-২৯০১, উল্লিখিত বাক্য ইবনে মাজাহ হতে গৃহীত। এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫২০, আধুনিক প্রকাশনী-১৪২১]

শব্দার্থ : جِهَادٌ - জিহাদ বা যুদ্ধ, قِتَالٌ - মারামারি।

٧٢٩. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : اَتَى النَّبِيَّ ﷺ اَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ، اَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ : لَا وَاَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.

৭২৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে জানান যে, উমরা কি ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়)? তিনি বললেন, না, তবে উমরা করাটা তোমার জন্য কল্যাণজনক। [যঈফ আহমদ-৩/৩১৬, তিরমিযী-৯৩১, হাদীসটি মাওকূফ। ইবনে 'আদী অন্য একটি দুর্বল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : اَنْ تَعْتَمِرَ - উমরাহ্ করবে।

٧٣٠. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ اَلزَّادُ وَالرَّحِلَةُ.

৭৩০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সাবীল শব্দের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, পাথেয় ও সাওয়ারী (যানবাহন-এর ব্যবস্থা)।

[য'ঈফ দারাকুত্বনী-২/২১৬, হাকিম-১/৪৪২, সঠিক কথা হচ্ছে এটি মুরসাল হাদীস]

শব্দার্থ : اَلسَّبِيْلُ - পথ, اَلزَّادُ - পাথের বা রাস্তার প্রয়োজনীয় খরচ, اَلرَّاحِلَةُ - বাহন।

٧٣١. وَاَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ اَيْضًا، وَفِىْ اِسْنَادِهِ ضَعْفٌ۔

৭৩১. তিরমিযী হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদেও দুর্বলতা আছে। [অত্যন্ত দুর্বল : তিরমিযী-৮১৩]

٧٣٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا : اَلْمُسْلِمُوْنَ: فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ؟ فَقَالَ (رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ اِمْرَاَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ : اَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ : وَلَكِ اَجْرٌ.

৭৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একদল যাত্রীর সঙ্গে রাওহা নামক জায়গায় মিলিত হলেন এবং তাদের বললেন, আপনারা কে? তারা বললো, (আমরা) মুসলমান। অতঃপর তারা রাসূলকে বললো, আপনি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল! এ সময় একটি মেয়ে একজন ছেলেকে তুলে ধরে বললো, এর কি হজ্জ আছে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তার পুণ্য তুমি পাবে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৩৬, ইসলামীক সেন্টার-৩১১৬]

শব্দার্থ : لَقِىَ - সাক্ষাৎ হলো, رَكْبٌ - যাত্রীদল বা আরোহীদল, رَفَعَتْ - উঁচু করল, তুলে ধরল, صَبِيًّا - শিশু, اَلِهٰذَا - এর জন্য আছে কী?

٧٣٣. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. فَجَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ. فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، اَفَاَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৭৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ফাযল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সাওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় 'খাসআম' গোত্রের এক স্ত্রীলোক আসলে ফাযল (রা) তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলেন। আর নবী করীম ﷺ ফাযলের মুখকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মেয়েটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর ফরয হজ্জ আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপরে বর্তেছে, তিনি তো সাওয়ারীর উপর স্থির থাকতে পারবেন না, আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বলেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে। ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়ে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫১৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৪১৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৩৪, ইসলামীক সেন্টার-৩১১৪]

শব্দার্থ : يَنْظُرُ - তাকালো বা দেখলো, جَعَلَ يَنْظُرُ - তাকাতে থাকলো, يَصْرِفُ - ফিরালো বা পরিবর্তন করল। اَلشِّقُّ - দিক বা পার্শ্ব, اَدْرَكَتْ - পেয়েছে বা রয়েছে, لَا يَثْبُتُ - স্থির থাকেন না, اَفَاَحُجُّ - আমি কী হাজ্জ করব? عَنْهُ - তার পক্ষ থেকে, اَلْوَدَاعُ - বিদায়।

٧٣٤. وَعَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : اِنَّ اُمِّيْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ، اَفَاَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ : حُجِّيْ عَنْهَا، اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ، اَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اِقْضُوا اللّٰهَ، فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

৭৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, জুহাইনাহ গোত্রের এক মেয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, আমার মাতা হজ্জ করার জন্য নযর (নিয়ত) করেছিলেন। তারপর হজ্জ না করেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন; আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে। তুমি মনে কর তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকলে তা কি তুমি পরিশোধ করতে? আল্লাহর ঋণ তোমরা পরিশোধ কর। কারণ, আল্লাহ মহান অধিক হাক্বদার। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী, আধুনিক প্রকাশনী-১৭১৯]

শব্দার্থ : نَذَرَتْ - মানৎ মেনেছে, لَمْ تَحُجَّ - হজ্জ করেনি, مَاتَتْ - মৃত্যুবরণ করেছে, حُجِّيْ - তুমি হাজ্জ করো, دَيْنٌ ঋণ, قَاضِيَةٌ - আদায়কারিণী, اِقْضُوْا - তোমরা আদায় করো, اَحَقُّ - অধিক হকদার, اَلْوَفَاءُ - পূর্ণ করা।

٧٣٥. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً اُخْرٰى، وَاَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ اُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً اُخْرٰى.

৭৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হজ্জ করলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অন্য আর একটি হজ্জ সে করবে। কোন দাস তার দাসত্বকালে হজ্জ করার পর তাকে স্বাধীন বা মুক্ত করা হলে তার পুনরায় একটি হজ্জ আদায় করতে হবে।
[মারফূ 'হিসেবেই হাদীসটি সহীহ তালখীস-২/২২০, বায়হাক্বী-৪/৩২৫]

শব্দার্থ : بَلَغَ - পৌছল, اَلْحِنْثَ - প্রাপ্ত বয়স, গুনাহ বা গুনাহের বয়স, اُعْتِقَ - মুক্ত করা হলো।

٧٣٦. وَعَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّ امْرَاَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاِنِّىْ اكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ .

৭৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; (তিনি বলেন) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর খুতবা বা ভাষণে বলতে শুনেছি, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাকী মিলিত হবে না, তবে তার সঙ্গে যদি তার মুহ্‌রিম (যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম এমন আত্মীয়) থাকে। আর কোন মহিলা ভ্রমণে যাবে না তার মুহরিম আত্মীয়ের সঙ্গ ব্যতীত। এটি শুনে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের জন্য বের হয়েছে আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য লিখিত বা নির্দেশিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৬২, আধুনীক প্রকাশনী-১৭২৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৪১, ইসলামীক সেন্টার-৩১৩৬]

শব্দার্থ : يَخْطُبُ - খুতবাহ দেন, لَا يَخْلُوَنَّ - অবশ্যই নির্জন মিলিত হবে না, ذُوْ مَحْرَمٍ - মাহ্‌রাম ব্যক্তি (যাকে বিয়ে করা হারাম), خَرَجَتْ حَاجَّةً - হজ্জের

উদ্দেশ্য বেরিয়েছে, اُكْتُتِبْتُ - আমার নাম লিখা হয়েছে, আমি নির্বাচিত হয়েছি, اِنْطَلِقْ - তুমি চলে যাও বা রওয়ানা হও, فَحُجَّ - অতঃপর হজ্জ করো।

৭৩৭. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ اَخٌ لِىْ اَوْ قَرِيْبٌ لِىْ قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لَا قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

৭৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে বলছে 'লাব্বাইকা 'আনশুবরুমাতা'। আমি শুবরুমার পক্ষে লাব্বাইকা বলছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শুবরুমা কে? সে বলল আমার ভাই, বা বলল আমার নিকট আত্মীয়; রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি তোমার হজ্জ সম্পাদন করেছ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার নিজের হজ্জ আগে সম্পাদন কর তারপর শুবরুমার হজ্জ সম্পাদন করবে।
[য'ঈফ আবূ দাউদ-১৮১১, ইবনে মাজাহ-২৯০৩, ইবনে হিব্বান-৯৬২]

শব্দার্থ : قَرِيْبٌ - নিকটবর্তীয়, حَجَجْتَ - তুমি হজ্জ করেছে, عَنْ نَفْسِكَ - তোমার নিজের বা স্বীয়।

৭৩৮. وَعَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، اَلْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

৭৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। (একথা শুনে) আক্বরা ইবনে হাবিস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, প্রত্যেক বছরই কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি হ্যাঁ বললেই এটা প্রত্যেক বছরের জন্য ফরয হয়ে যেত; তবে হজ্জ জীবনে একবার ফরয। এর বেশি যতবার করবে তা হবে নফল (ঐচ্ছিক)।

শব্দার্থ : كَتَبَ - ফরয করেছেন, বিধিবদ্ধ করেছেন, لَوْ قُلْتُهَا - আম যদি তা বলতাম, আমি তা বললে, لَوَجَبَتْ - অবশ্যই ফরজ হয়ে যেত।

٧٣٩. وَاَصْلُهُ فِىْ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى).

৭৩৯. মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীসটি মূল বক্তব্য বর্ণিত আছে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৩৭, ইসলামীক সেন্টার-৩১২০]

٢. بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

২. অনুচ্ছেদ : হজ্জের ইহরামের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ

٧٤٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِاَهْلِ الشَّامِ : الْجُحْفَةَ، وَلِاَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ : يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ، حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

৭৪০ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মদীনা বাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানকে; শামবাসীদের জন্য 'জুহফা' নামক স্থানকে, নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' ও ইয়ামানীদের জন্য 'ইয়ালাম-লাম' (পাহাড়)-কে হজ্জের ইহরাম বাঁধার স্থানরূপে নির্বাচিত করেছেন। উপরিউক্ত স্থানের অধিবাসীদের ঐ স্থানগুলোই হচ্ছে তাদের ও এর মধ্য দিয়ে হজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য ইহরাম বাঁধান স্থান। আর যার ঐ স্থানসমূহের মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসী তারা নিজ নিজ যাত্রা আরম্ভের ক্ষেত্র হতেই ইহরাম বাঁধবে এমনকি মক্কার অধিবাসীগণ মক্কাতেই ইহরাম বাঁধবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫২৪, আধুনীক প্রকাশনী-১৪২৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৮১, ইসলামীক সেন্টার-২৬৭০]

শব্দার্থ : وَقَّتَ - মীকাত নির্ধারণ করেছেন, هُنَّ لَهُنَّ - ঐগুলো তাদের জন্য (মীকাত), وَلِمَنْ - আর যে ব্যক্তি, اَتٰى - আসলো, عَلَيْهِنَّ - তার উপর দিয়ে, مِنْ غَيْرِهِنَّ - অন্য স্থানের লোক, دُوْنَ ذٰلِكَ - এর মধ্যে বা এর মধ্যবর্তী স্থানে, اَنْشَاَ - শুরু করল।

٧٤١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ -

৭৪১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু'ইরক'-কে ইহরাম বাঁধার স্থান নির্বাচিত করেছেন।

[সহীহ আবূ দাউদ-১৭৩৯, নাসায়ী-২৬৫৫]

٧٤٢. وَاَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ اِلَّا اَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِى رَفْعِهِ.

৭৪২. এ হাদীসের মূল জাবির (রা) হতে মুসলিমে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর বর্ণনাকারী হাদীসের সনদটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৮৩, ইসলামীক সেন্টার-২৬৭৬]

٧٤٣. وَفِى الْبُخَارِيِّ اَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِىْ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ

৭৪৩. বুখারীতে রয়েছে, (২য় খলিফা) উমর (রা) 'যাতু'ইরক'-কে মিক্বাতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৩১, আধুনিক প্রকাশনী-১৪৩১]

٧٤٤. وَعِنْدَ اَحْمَدَ، وَاَبِىْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ.

৭৪৪. এবং আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মাশরিক্ব বা মক্কার পূর্ব এলাকার বাসিন্দার জন্য 'আক্বীক্ব' নামক স্থানকে মিক্বাত বা ইহরাত বাঁধার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছেন।

[য'ঈফ আহমদ-৩২০৫, আবূ দাউদ-১৭৪০, তিরমিযী-৮৩২]

٣. بَابُ وُجُوْهِ الْاِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

৩. অনুচ্ছেদ : ইহরামের প্রকারভেদ ও তার বিবরণ

٧٤٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَاَمَّا

مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ، اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ.

৭৪৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা 'হজ্জাতুল ওয়াদা' এ (বিদায় হজ্জ-এ) নবী করীম ﷺ-এর সাথে বের হলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ তো কেবল উমরার জন্য লাব্বাইক ঘোষণা করলেন আবার কেউ হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের জন্য লাব্বাইক ঘোষণা করলেন, আবার কেউ কেবল হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের জন্যই ইহরাম বাঁধলেন। ফলে যাঁরা কেবল উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা মক্কায় আগমন করার পর (উমরা আদায় করে) হালাল হলেন আর যাঁরা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা কুরবানীর দিন না আসা পর্যন্ত হালাল (ইহরাম- উত্তীর্ণ) হতে পারলেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৬২, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৫৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২১১]

শব্দার্থ : عَامٌ - বৎসর, اَهَلَّ - ঘোষণা করল, নিয়্যাত করল, তালবিয়্যাহ পাঠ করল, حَلَّ - হালাল হলো বা ইহরাম খুলে ফেলল, لَمْ يَحِلُّوْا - হালাল হলা না বা ইহরাম খুলল না, يَوْمَ النَّحْرِ - কুরবানীর দিন বা ১০ই যিলহজ্জ।

٤. بَابُ الْاِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ

৪. অনুচ্ছেদ : ইহরাম ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়

٧٤٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ.

৭৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (যুলহুলাইফার) মসজিদের নিকট ব্যতীত ইহরাম বাধতেন না ('লাব্বাইক' ঘোষণা করতেন না)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৪১, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৪৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৮৬, ইসলামীক সেন্টার-২৬৮২]

ব্যাখ্যা : 'যুলহুলায়ফা' : এ স্থানটি মদীনা হতে মাত্র এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত; মক্কা হতে এর অবস্থান অপেক্ষাকৃত বেশি দূরে। এখানে একটি 'বীরে আলী' নামীয় কূপ আছে। 'জুহ্ফা' এ স্থানটি বিরান থাকায় এর আগে 'রাবেগ' নামক স্থানটি হতে ইহরাম বাঁধা হয়।

٧٤٧. وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ، فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ.

৭৪৭. খাল্লাদ ইবনে সায়িব হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে আমাকে হুকুম করলেন, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে ইহরামের শব্দ উচ্চস্বরে ('লাব্বাইক') বলতে আদেশ করি। [সহীহ আবূ দাউদ-১৮১৪, নাসায়ী-২৭৫৩, তিরমিযী-৮২৯, ইবনে মাজাহ-২৯২২, আহমদ-৪/৫৫, ইবনে হিব্বান-৩৭৯১]

শব্দার্থ : اَتَانِىْ - আমার নিকট আসলো, اَنْ اٰمُرَ - আমি যেন আদেশ করি, اَنْ يَرْفَعُوْ اَصْوَاتَهُمْ - তারা যেন তাদের আওয়াজ উঁচু করে, اَلْاِهْلَالُ - হজ্জ ও উমরার ঘোষণা, لَبَّيْكَ - আমি উপস্থিত।

٧٤٨. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِاِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

৭৪৮. জায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইহরাম বাঁধার জন্য কাপড় ছেড়েছেন ও গোসল করেছেন। [হাসান তিরমিযী হাদীস-৮৩০]

শব্দার্থ : تَجَرَّدَ - কাপড় খুলেছে, اِغْتَسَلَ - গোসল করেছে।

٧٤٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ : لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، اِلَّا اَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

৭৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো মুহরিম কোন ধরনের পোশাক পরবে? তিনি বললেন : ইহরামের অবস্থায়

জামা, পাগড়ি, পাজামা, কানটুপি ও মোজা পরো না। তবে যে লোক জুতা সংগ্রহ করতে অক্ষম হবে, সে যেন পায়ের পাতার উপরিস্থ গিরার নিচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নিয়ে পরিধান করে আর জা'ফরান ও ওয়ারস (রং) লাগানো কোন কাপড় পরিধান করো না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৪২, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৪১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৭৭, ইসলামীক সেন্টার-২৬৫৭, উল্লিখিত শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : مَا يَلْبَسُ - কী পরবে, اَلْمُحْرِمُ - ইহরামধারী, اَلْقُمُصُ - (জামা)-এর বহুবচন, اَلْعَمَامَةُ - পাগড়ী, اَلسَّرَاوِيْلَاتِ - (পায়জামা)-এর বহুবচন,, اَلْبَرَانِسُ - (কানটুপি)-এর বহুবচন, اَلْخِفَافُ - (মোজা)-এর বহুবচন, وَلْيَقْطَعْهُمَا - আর ঐ দু'টো কেটে ফেলবে, اَسْفَلَ - নিচে, اَلْكَعْبَيْنِ - দু' টাখনু, اَلْوَرْسُ - হলুদবর্ণের সুগন্ধি।

٧٥٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

৭৫০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধ দ্রব্য লাগাতাম, তাঁর ইহরাম বাঁধার জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং হালাল হবার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করার পূর্বে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৩৯, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৮৯, ইসলামীক সেন্টার-২৬৯২]

শব্দার্থ : اُطَيِّبُ - আমি সুগন্ধি লাগাই, لِحِلِّهِ - তার হালাল হওয়ার জন্য।

٧٥١. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رَضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ.

৭৫১. উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুহরিম নিজে বিয়ে-শাদী করবে না ও কারো বিয়ে-শাদী দেবে না এবং বিয়ের পয়গামও (প্রস্তাব) দেবে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪০৯, ইসলামীক সেন্টার ৩৩১২]

শব্দার্থ : لَا يَنْكِحُ - বিবাহ করবে না, لَا يُنْكِحُ - বিবাহ দিবে না, لَايَخْطُبُ - বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।

٧٥٢. وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) فِيْ قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ، وَكَانُوْا مُحْرِمِيْنَ : هَلْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَوْ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْئٍ؟ قَالُوْا : لَا قَالَ : فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ.

৭৫২. আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রা) তাঁর ইহ্রামবিহীন থাকা অবস্থায় একটি নীল গাই শিকারের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইহ্রামে থাকা সাহাবীদের বললেন, তোমাদের কেউ কি নীল গাই শিকার করতে আদেশ দিয়েছিল বা কোন কিছু দ্বারা ইশারা দেখিয়ে দিয়েছিলে? তারা জবাবে বলল : না। তখন তিনি বললেন : তবে তোমরা তার অবশিষ্ট গোশ্ত আহার করো।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮২৪, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৯৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৯৬, ইসলামীক সেন্টার-২৭১১]

শব্দার্থ : اَلْحِمَارُ - গাধা, اَلْوَحْشِيُّ - বন্য, صَيْدٌ - শিকার।

٧٥٣. وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ (رضى) اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ، اَوْ بِوَدَّانٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ : اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اِنَّا حُرُمٌ.

৭৫৩. সা'ব ইবনে জাসসামা : লাইসী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবওয়া' বা ওয়াদ্দান' নামক জায়গায় অবস্থানকালে একটি নীল গাই তাঁর কাছে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তা তিনি গ্রহণ না করে বলেন : আমি এটি ফেরত দিতাম না, কিন্তু আমরা ইহ্রামের অবস্থায় আছি বলেই ফেরত দিলাম।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮২৫, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৯৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৯৩, ইসলামীক সেন্টার-২৭১১]

শব্দার্থ : اَلْاَبْوَاءُ - জায়গার নাম, وَدَّانَ - জায়গার নাম, رَدَّهُ - সে তা ফিরিয়ে দিলেন, حُرُمٌ - مُحْرِمٌ - (ইহ্রামধারী) -এর বহুবচন।

ব্যাখ্যা : সা'ব (রা) মহানবীর জন্য শিকার করেছিলেন বলে তিনি তাঁর শিকার করা জন্তুর গোশ্ত খাননি। কিন্তু আবূ কাতাদা তাঁর উদ্দেশ্যে শিকার না করায় তিনি তাঁর শিকার করা জন্তুর গোশ্ত খেয়েছিলেন।–মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

٧٥٤. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : اَلْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৭৫৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন; পাঁচ প্রকার জন্তু যেগুলো প্রকৃতপক্ষে হিংস্র, ঐগুলোকে হিল ও হারাম উভয় স্থানেই হত্যা করা যায়। আর সে এগুলো হচ্ছে কাক, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮২৯, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৯৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১১৯৮, ইসলামীক সেন্টার-২৭৩১, ২৭৩২]

শব্দার্থ : دَوَابٌّ - دَابَّةٌ - (প্রাণী) -এর বহুবচন, فَاسِقٌ - সীমালঙ্ঘনকারী বা ক্ষতিকর, اَلْغُرَابُ - কাক, اَلْحِدَاةُ - চিল, اَلْعَقْرَبُ - বিচ্ছু, اَلْفَارَةُ - ইঁদুর, اَلْكَلْبُ الْعَقُوْرُ - পাগলা কুকুর।

٧٥٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৭৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইহ্‌রামের অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৩৫, আধুনীক প্রকাশনী-১৭০৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২০২, ইসলামীক সেন্টার-২৭৫০]

শব্দার্থ : اِحْتَجَمَ - শিঙ্গা লাগাল রক্ত বা মোক্ষম করাল।

٧٥٦. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رضى) قَالَ : حُمِلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِىْ، فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرٰى، تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ : لَا. قَالَ : فَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ.

৭৫৬. কা'ব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন অবস্থায় আনা হল– যখন আমার মুখমণ্ডলের ওপর উঁকুন ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি (তা দেখে) বলেন, আমি কিন্তু খেয়ালে আনতেই পারিনি যা আমি দেখছি যেখানে কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে! (আর তিনি বলেন) তুমি

কি একটি ছাগল কুরবানী করতে পারবে (হালাল হবার জন্য একটি ছাগল কুরবানী করতে)? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তবে তুমি তিনদিন রোযা রাখবে বা ছয়জন মিসকিনকে খাবার দান করবে (মাথা মুণ্ডাবে)। প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' দেবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮১৬, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৮৭, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১২০১, ইসলামীক সেন্টার-২৭৪৮]

শব্দার্থ : حُمِلْتُ - আমাকে নিয়ে যাওয়ার হল, اَلْقَمْلُ - উকুন, يَتَنَاثَرُ - ঝড়ে পড়ছে, اَلْوَجَعُ - কষ্ট বা রোগ।

৭৫৭. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ، فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ، وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَاِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلٰى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : اِلَّا الْاِذْخِرَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِىْ قُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا، فَقَالَ : اِلَّا الْاِذْخِرَ.

৭৫৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ওপর মক্কা শরীফের বিজয়মালা অর্পণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করলেন, তারপর বললেন : অবশ্য আল্লাহ তা'আলা হাতীকে মক্কা আক্রমণে বাধা প্রাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে ও মুসলমানদেরকে মক্কা অধিকার করবার ক্ষমতা দান করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য এটি বৈধ করা হয়নি, আমার জন্য মাত্র দিনের কিছু সময়ের জন্যই তা বৈধ করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারো জন্য মক্কা (আক্রমণ) কখনও বৈধ হবে না। ফলে তার কোন শিকারকে তাড়া করা

যাবে না, তার কোন কাঁটা কাটা চলবে না এবং তার ওপর পরিত্যক্ত কোন বস্তুকেও উঠিয়ে নিতে পারবে না, তবে তার মালিককে জানানোর উদ্দেশ্যে মাত্র তা উঠানো যেতে পারে। যার কেউ নিহত হবে সে উভয় পন্থার (দিয়াত গ্রহণ বা বদলা নেয়ার মধ্যে) যে কোন একটি বেছে নিতে পারবে। এটি শুনে 'আব্বাস (রা) বললেন : তবে ইযখির (গুল্ম), হে আল্লাহর রাসূল! যা আমাদের কবরে ও ঘরে আমরা লাগিয়ে থাকি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে ইযখির ঘাস কাটা চলবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪৩৪, আধুনীক প্রকাশনী-২২৫৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৫৫, ইসলামীক সেন্টার-৩১৬৮, ৩১৬৯]

শব্দার্থ : فَتَحَ عَلَيْهِ - তাকে বিজয় দিলো, حَمِدَ - প্রশংসা করল, أَثْنَى عَلَيْهِ - তার গুণ বর্ণনা করল, حَبَسَ - সে আটকালো বা প্রতিহত করল, سَلَّطَ - চাপিয়ে দিলো বা ক্ষমতা দিলো, لَا يُنَفَّرُ - তাড়ানো যাবে না, لَا يُخْتَلَى - খালি করা যাবে না, কাটা যাবে না, اَلْإِذْخِرُ - এক প্রকার ঘাস।

٧٥٨. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِاَهْلِهَا، وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ، وَاِنِّىْ دَعَوْتُ فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ لِاَهْلِ مَكَّةَ.

৭৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হুরমত দান করেছিলেন ও তার অধিবাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমি মদীনাকে হুরমত দান করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হুরমত দান করেছিলেন। আমি মদীনার সা ও মুদ্দের জন্যও দ্বিগুণ প্রার্থনা করছি যেমনটি ইবরাহীম (আ) মক্কাবাসীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১২৯, আধুনিক প্রকাশনী-১৯৮১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৩৬০, ইসলামিক সেন্টার-৩১৭৬]

শব্দার্থ : حَرَّمَ - হারাম ঘোষণা করেছে বা সম্মানিত করেছে, صَاعٌ - পাত্র (যাতে আড়াই কেজি দ্রব্য ধরে), مُدٌّ - পাত্র (যাতে ৬২৫ গ্রাম দ্রব্য ধরে)।

٧٥٩. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ.

৭৫৯. আলী ইবনে আবু ত্বালিব (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আইর ও সাওর স্থান দুটির মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে মদীনা হেরেম (শরীফ) বলে পরিগণিত। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৫৫, আধুনীক প্রকাশনী-৬২৮৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৭০, ইসলামীক সেন্টার-৩১৯০]

শব্দার্থ : عَيْرٌ - 'আয়র' একটি পাহাড়ের নাম, ثَوْرٌ - 'সাওর' একটি পাহাড়ের নাম।

٥. بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُوْلِ مَكَّةَ

৫. অনুচ্ছেদ : হজ্জের বিবরণ ও মক্কা শরীফে প্রবেশ

বহু বস্তু আছে যার দ্বারা আহার্য বস্তুকে উপাদেয় ও মূল্যবান করা যায়। কিন্তু তা নিয়মমাফিকভাবে তৈরি করে নিতে হয়। অন্যথায় সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। নারিকেল বহু খাদ্য বস্তুকে উপাদেয় করে– কিন্তু বর্জনীয় অংশকে বর্জন করার পর মূল বস্তুকে ঠিকভাবে সংযোগ ও সুপক্ক করে নিতে পারলে তা সম্ভব হয়। হজ্জ পর্বকে স্বার্থক করার ও তার দ্বারা ঈমানে আমলে শক্তি ও সৌরভ বর্ধন তখনই সম্ভব যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন হাদীসের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদিত হবে। ফলে হজ্জকে সার্থক করার জন্য তার সঠিক নিয়ম-কানুন জানা ও আয়ত্ব করার ভূমিকা পালন সব আগে দরকার। তার সঙ্গে হজ্জের স্থান ও তার প্রক্রিয়াদির পটভূমির পূর্ণ চিত্রও মানস রাজ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। (অনুবাদক)

٧٦٠. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتّٰى اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ : اِغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ.

وَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ . حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ، ثُمَّ اَتٰى مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ فَصَلّٰى، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى

الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ : اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَرَقِىَ الصَّفَا ، حَتّٰى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (وَحْدَهُ) اَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ اِلَى الْمَرْوَةِ ، حَتّٰى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ) (سَعٰى) حَتّٰى اِذَا صَعِدَتَا مَشٰى اِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا .... فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ . وَفِيْهِ :

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنٰى ، وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاَجَازَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا . حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ، فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ . فَخَطَبَ النَّاسَ .

ثُمَّ اَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ

يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا، حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتّٰى اِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى : اَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِيْنَةَ، السَّكِيْنَةَ، كُلَّمَا اَتٰى حَبْلًا اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلًا حَتّٰى تَصْعَدَ.

حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا.

فَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى، حَتّٰى اَتٰى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ، فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.

৭৬০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ (যাত্রা) করেন। আমরাও তাঁর সাথে হজ্জ পালনে বের হলাম। তারপর আমরা যখন 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌছলাম। এখানে আসার পর আসমা বিনতে উমাইস (আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী) সন্তান প্রসব করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : গোসল কর ও কাপড়ের লেঙ্গুটা পরে নিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে সালাত আদায় করে তাঁর কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করলেন। উটটি যখন তাঁকে নিয়ে 'বাইদা' বরাবর পৌঁছাল তখন তিনি আল্লাহর একত্ববাদ জ্ঞাপক বাণী ঘোষণা করতে শুরু করলেন : (ঘোষণার বললেন) বার-বার হাজিরা দিচ্ছি তোমাকে হে আল্লাহ! তোমার নিকটে হাজিরা দিচ্ছি, বারবার হাজিরা দিচ্ছি, নেই কোন শরীক তোমার, বারবার তোমার নিকটে হাজিরা দিচ্ছি, যাবতীয় প্রশংসা নি'মাত ও রাজত্ব তো তোমারই। নেই তোমার কোন শরীক। সকলে আমরা আসতে আসতে যখন বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছে গেলাম, তখন তিনি রুকনে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন, তারপর তিনবার মৃদু-মধ্যম গতিতে দৌড়ালেন এবং চার বার সাধারণ গতিতে চললেন।

তারপর মাক্বামে ইবরাহীমের এসে সালাত আদায় করলেন। তারপর রুকনে (হাজরে আসওয়াদে) ফিরে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে 'সাফা' পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি সাফার কাছাকাছি পৌঁছলেন কুরআনের আয়াত : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ অর্থ : "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম" তেলাওয়াত করলেন। (তারপর জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন) আমি তা হতেই শুরু করব যা দ্বারা আল্লাহ শুরু করেছেন। (অর্থাৎ সাফার নাম আল্লাহ আগে নিয়েছেন তাই আমিও সাফা হতেই সাঈ বা বিশেষ দৌড় শুরু করছি) এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন এমনকি যখন তিনি বাইতুল্লাহ দেখতে পেলেন, কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করলেন এবং দোয়া পাঠ করলেন।

"আল্লাহর ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও শরীকহীন। (মূলত) তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। পুন: ঘোষণা করছি আল্লাহ ব্যতীত কোনই মা'বূদ নেই তিনি একক, তিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, তার বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের দলগুলোকে (কুফরী দলভুক্ত সকলকে) তিনি একাকী পরাজিত করেছেন"। পুনরায় তিনি তার মধ্যে প্রার্থনা বা দু'আ করলেন তিনবার।

তারপর সাফা হতে অবতরণ করে 'মারওয়া' পাহাড়ের সীমায় গিয়ে পৌঁছালেন এমনকি তাঁর পাগুলো বাতনে ওয়াদি গিয়ে পড়ল, এই মূহুর্তে তিনি সাঈ করলেন বা দৌড়ালেন। এমনকি উপরে উঠে গেলেন। উপরে উঠে যাওয়ার পর মারওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে চললেন এবং সাফার ন্যায়ই সবকিছু 'মারওয়াতে'ও করলেন। এখানে জাবির (রা) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এটিও আছে, যখন

তারবিয়ার দিবস (৮ যুলহিজ্জা) এলো, 'মিনা' অভিমুখী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আরোহণ করলেন। (মিনাতে পৌঁছে) সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর অল্পক্ষণ অবস্থান করলেন, ততক্ষণে সূর্য উদিত হল। তারপর (মুযদালিফা) অতিক্রম করে আরাফা পর্যন্ত আসলেন। দেখলেন তাঁর জন্য পূর্বে থেকেই নামিরা নামক স্থানে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি তাতে স্থান গ্রহণ করলেন। তারপর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে গেল, তাঁর কাসওয়া নামক উটনীকে প্রস্তুত করার আদেশ করলেন, তার উপর পালান বসানো হল তারপর তিনি বাত্‌নে ওয়াদী-তে পৌঁছে গেলেন। এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা বা ভাষণ রাখলেন। তারপর আযান ও ইক্বামাত দেওয়ালেন ও যুহরের সালাত পড়লেন। তারপর ইক্বামাত দেওয়ালেন ও আসরের সালাত পড়লেন। এ দুই সালাতের মধ্যে আর কোনরূপ সালাত পড়েননি, তারপর সাওয়ার হয়ে মাওকিফে (অবস্থানক্ষেত্রে) এলেন।

তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট সাখরাতের (পাথরের) দিকে এবং পথিকের চলার পথকে তাঁর সম্মুখে রেখে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করতে থাকলেন, এমন কি সূর্য ডুবে গেল এবং হলুদ রং কিছুটা কেটে গেল সূর্যের গোলাই ভালোভাবে ডুবে গেল, (তখন) তিনি এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন যে, কাসওয়ার লাগাম এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছিল যে, তার মাথা রাসূলুল্লাহ ﷺ পালানের 'মাওরিকে' (উটের পালানের অগ্রাংশের মধ্যস্থল) এসে ঠেকে যাচ্ছিল এবং তিনি ডান হাতে ইশারা করে ঘোষণা করছিলেন, হে জনগণ! ধীর ও শান্ত থাকুন।

যখনই কোন টিলার কাছাকাছি এসে যাচ্ছিলেন কাসওয়ার লাগাম কিছুটা ঢিল দিচ্ছিলেন, যেন সে উপরে উঠতে পারে। অবশেষে মুযদালিফা এসে পৌঁছালেন এবং সেখানে একই আযান ও দুটি ইক্বামাতে মাগরিব ও এশা উভয় সালাত সম্পাদন করলেন। এ দু সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোন নফল সালাত পড়েননি। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন।

তারপর ফজর সুস্পষ্ট হয়ে গেলে আযান ও ইক্বামাত দিয়ে ফজরের সালাত পড়লেন। তারপর সাওয়ার হয়ে মাশআরুল হারাম (মুযদালিফার একটি পাহাড়) পর্যন্ত এলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে দো'আ করলেন, তাকবীর ও তাহলীল ঘোষণাসহ– আকাশ বেশ উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সূর্য উঠার পূর্বেই রওয়ানা হলেন এবং বাতনি মুহাসসার মাঠে পৌঁছলেন। এখানে সাওয়ারীকে একটু জোরে চালালেন।

তারপর মাঝামাঝি পথটি ধরে চললেন যেটি নিকটস্থ বড় জামরার নিকট হয়ে অতিক্রম করেছে এমন কি তিনি গাছের নিকট অবস্থিত। জামরার নিকট পৌঁছে গেলেন এবং বাতনি ওয়াদী হতে সাতবার (দ্রুতগতিতে পশু দৌড়ানোর ফলে তার পায়ের আঘাতে যে পাথর ছোটে যায়) এরূপ ছোট পাথর টুকরো তার দিকে ছুড়লেন এবং প্রত্যেক বার ছুঁড়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ করলেন। তারপর কুরবানীর মাঠে আসলেন ও কুরবানী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সাওয়ার হয়ে কা'বায় পৌঁছলেন ও মক্কায় যুহরের সালাত পড়লেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২১৮, ইসলামিক সেন্টার-১৮১৫]

শব্দার্থ : وَلَدَتْ - প্রসব করল, اِسْتَثْفِرِىْ - লেঙ্গুটা পরিধান কর, اَلْقَصْوَاءُ - উটনীর নাম, اِسْتَوَتْ - সোজা হয়ে দাঁড়াল, اَلْبَيْدَاءُ - জায়গায় নাম, اِسْتَلَمَ - স্পর্শ করল, اَلرُّكْنَ - কোণ, رَمَلَ - দ্রুত চলল, লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হলো, مَشَى - হেঁটে চলল, دَنَا - নিকটবর্তী হলো, اَبْدَأُ - আমি শুরু করব, بَدَأَ - তিনি শুরু করেছেন, رَقِىَ - আরোহণ করল, اَنْجَزَ - পূর্ণ করেছে, রক্ষা করেছে, نَصَرَ - সাহায্য করেছে, هَزَمَ - পরাজিত করেছে, نَزَلَ - নামলেন বা অবতরণ করলেন, اِنْصَبَّتْ - পতিত হলো, صَعِدَتَا - পা দু'টি উপরে আরোহণ করল, উঁচুতে উঠলো, يَوْمَ التَّرْوِيَةِ - আটই যিলহাজ, تَوَجَّهُوْا - অভিমুখী হলো, مَكَثَ - অবস্থান করল, اَلْقُبَّةُ - তাঁবু, اَلْقُرْصُ - সূর্যের গোলক, شَنَقَ - টেনে ধরল, اَلزِّمَامَ - লাগাম, اَلْمُشَاةُ - اَلْمَاشِىْ - (পথিক)-এর বহুবচন, اَلْمَوْرِكُ - পালানের অগ্রভাগ, اَرْخَى - ছেড়ে দিলেন, ঢিল দিলেন, لَمْ يُسَبِّحْ - নাফল সালাত আদায় করেননি, هَلَّلَ - "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু" বলল, اَسْفَرَ - ভোরের ফর্সাতে উপনীত হলো।

ব্যাখ্যা :

১. 'তারবীয়-দিবস' পানি তৃপ্ত করার দিবস। ৮ যিল্হজ্জ তারিখ আরাফার ময়দানে অবস্থানের আগের দিন।
২. 'মাওরেক' উটের পালানের অগ্রাংশের মধ্যস্থল, যেখানে আরোহী ব্যক্তি সময়ে গুটার পা রাখে।
৩. 'মুযদালিফা' আরাফা হতে মিনা ফেরার পথে পড়েও এখানে রাত্রি যাপন করা হয়।
৪. 'মাশআরুল হারাম'–মুয্দালিফার একটি পাহাড়ের নাম।
৫. 'মুহাস্সার'–একটি বিখ্যাত ময়দান যা মুযদালিফা থেকে মিনা আসার পথে পড়ে। এখানে আর্রাহার হাতী থেমে গিয়েছিল– আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি।
৬. 'তাহলিল' অর্থ–লা'–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা।

٧٦١. وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَةٍ فِى حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ سَاَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ.

৭৬১. খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যখন হজ্ব বা উমরার তালবিয়া (লাব্বাইকা ঘোষণা) সম্পন্ন করতেন তখন আল্লাহ তা'আলার নিকটে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওয়াসিলায় জাহান্নাম হতে পানাহ (মুক্তি) চাইতেন। [(যঈফ মুসনাদ শাফেয়ী-১/৩০৭/৭৯৭]

শব্দার্থ : تَلْبِيَةٌ - 'লাব্বায়কা' বলা, رِضْوَانَهُ - তার সন্তুষ্টি।

٧٦٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

৭৬২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আমি এখানে কুরবানী করলাম। মিনার সকল স্থান জুড়েই কুরবানী (জবেহ) করার স্থান। অতএব, তোমরা তোমাদের অবস্থানক্ষেত্রে কুরবানী কর, আর আমি এখানে অবস্থান করছি– 'আরাফা সকল অংশ জুড়েই অবস্থান ক্ষেত্র। আমি এখানে অবস্থান করছি আর মুজদালিফার সকল অংশ জুড়েই অবস্থান ক্ষেত্র।
[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২/৮৯৩/১৪৫, ইসলামীক সেন্টার-২৮১৭]

শব্দার্থ : نَحَرْتُ - আমি নাহর বা যাবাহ করেছি, مَنْحَرٌ - যাবাহ করার স্থান।

٧٦٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا.

৭৬৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যখন মক্কা প্রবেশ করলেন তখন তার উঁচু দিক দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং ঢালু বা নিচু দিক দিয়ে বের হলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৭৭, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৭৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১২৮৫, ইসলামীক সেন্টার-২৯০৭]

٧٦٤. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ اِلَّا بَاتَ بِذِىْ طُوٰى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৭৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে 'যু-তুওয়া' নামক জায়গায় রাত্রি যাপন করে সকালে উপনীত হতেন এবং গোসল করতেন আর একে নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ বলে উল্লেখ করতেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৫৩, আধুনিক প্রকাশনী কিতাবুল হজ্জ অনুচ্ছেদ-২৯]

শব্দার্থ : لَا يَقْدُمُ - আগমন করতেন না, بَاتَ - রাত্রি যাপন করতেন।

٧٦٥. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

৭৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন দিতেন এবং তার উপর মাথা রাখতেন।

[মারফূ ও মাওকুফ উভয় বর্ণনাই সহীহ হাকেমও বায়হাকী।]

শব্দার্থ : يُقَبِّلُ - চুম্বন করতেন, يَسْجُدُ - মাথা রাখতেন।

٧٦٦. وَعَنْهُ قَالَ : اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ (رضى) اَنْ يَرْمُلُوْا ثَلَاثَةَ اَشْوَاطٍ وَيَمْشُوْا اَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ.

৭৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ তাদেরকে রুকন দুটির (ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ) মধ্যবর্তী জায়গা (তাওয়াফ কালে) তিন চক্কর পর্যন্ত রমল (এক প্রকার তেজদীপ্ত দ্রুত চাল) করতে ও পরের চারবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬০২, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৯৮, মুসলিম, হাদীস প্রকাডেমী-১২৬৪, ইসলামীক সেন্টার-২৯২৪]

শব্দার্থ : اَشْرَاطٌ - شُرْطٌ - (চক্কর)-এর বহুবচন, طَافَ - প্রদক্ষিণ করল, চক্কর লাগাল, خَبَّ - দ্রুত গতিতে চলল।

٧٦٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) وَعَنِ ابْنِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشٰى اَرْبَعًا. وَفِىْ رِوَايَةِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يُقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعٰى ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِىْ اَرْبَعَةً.

৭৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্রে দ্রুত গতিতে চলতেন, তার পরের চার চক্রে সাধারণ গতিতে চলতেন। [বুখারী- ১৬৪৪, মুসলিম ১২৬১, আহমদ-৫৫৭৩]

অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছি যখন তিনি হজ্জ বা উমরা করার সময় আগমনী বা প্রথম দর্শনী তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিনটি তাওয়াফে দৌড়াতেন ও তার পরের চারটিতে সাধারণ গতিতে চলতেন। [মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-২৯১৪]

٧٦٨. وَعَنْهُ قَالَ : لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

৭৬৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। [মুসলি, হাদীস একাডেমী-১২৬৯, ইসলামীক সেন্টার-২৯৩১]

٧٦٩. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ فَقَالَ : اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

৭৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিয়ে বললেন : আমি তোমাকে পাথর বলেই জানি– তুমি না উপকার করতে পারবে, না কোনো ক্ষতি করতে পারবে! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময়) তোমাতে চুম্বন দিতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৯৭, আধুনীক প্রকাশনী-১৪৯৩, মুসুলম, হাদীস একাডেমী-১২৭০, ইসলামীক সেন্টার-২৯৩৪]

শব্দার্থ : لَا تَضُرُّ - ক্ষতি করতে পারবে না, لَا تَنْفَعُ - উপকার করতে পারবে না।

٧٧٠. وَعَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ (رضى) قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

৭৭০. আবু তুফাইল (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার ছড়ির সাহায্যে কালো পাথরকে স্পর্শ করে পরে ঐ ছড়িটিকে চুম্বন করতে দেখেছি। [হাসান : মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৭৫, ইসলামীক সেন্টার-২৯৪১]

শব্দার্থ : مِحْجَنٌ - ছড়ি বা লাঠি।

٧٧١. وَعَنْ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ (رضى) قَالَ : طَافَ النَّبِىُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ.

৭৭১. ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সবুজ চাদরে ইযতিবা করে তাওয়াফ করেছেন। (ডান কাঁধ খালি রেখে বাম কাঁধ ঢেকে চাদর পড়াকে ইযতিবা বলে। (অনুবাদক) [সহীহ আবূ দাউদ-১৮৮৩, তিরমিযী-৮৫৯, ইবনে মাজাহ-২৯৫৪, আহমদ-৪/২২৩, ২২৪]

শব্দার্থ : مُضْطَبِعٌ - ডান কাঁধ খালি রেখে বাম কাঁধ ঢেকে চাদর পরিধানকারী, اَخْضَرُ - সবুজ।

٧٧٢. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

৭৭২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন : হজ্জে কোন (মুহরিম) ব্যক্তি 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলতেন তাতে কেউ তার প্রতিবাদ করতেন না ঐরূপ কেউ 'আল্লাহু আকবার' বললেও কেউ তা অপছন্দ করতেন না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৫৯, আধুনীক প্রকাশনী-১৫৪৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৮৫, ইসলামীক সেন্টার-২৯৬১]

٧٧٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الثَّقَلِ، اَوْ قَالَ فِى الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

৭৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিনিসপত্র নিয়ে অথবা দুর্বল (হাজী)-দের সাথে করে রাতেই মুযদালিফা হতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৫৬, আধুনীক প্রকাশনী-১৭২২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৯৩, ইসলামীক সেন্টার-২৯৮৯]

শব্দার্থ : اَلثَّقَلُ - সামানপত্র, اَلضَّعَفَةُ - দুর্বল, (ضَعِيْفٌ -এর বহুবচন)।

٧٧٤. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ : اَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً - تَعْنِىْ : ثَقِيْلَةً- فَاَذِنَ لَهَا .

৭৭৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি চেয়ে নিলেন। কারণ তাঁর শরীর ভারি হয়েছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৮০, আধুনীক প্রকাশনী-১৫৬৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৯০, ইসলামীক সেন্টার-২৯৮১]

শব্দার্থ : ثَبِطَةٌ - ভারী বা ধীরগতি সম্পন্না।

٧٧٥. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৭৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদেরকে বলেন : সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে জামরায় পাথর ছুঁড়বে না। [সহীহ আবূ দাউদ-১৯৪০, নাসায়ী-৩০৬৪, ইবনে মাজাহ-৩০২৫, আহমদ-২/২৩৪, ৩১১, ৩৪৩, তিরমিযী-৮৯৩]

শব্দার্থ : لَا تَرْمُوْا - তোমার নিক্ষেপ করবে না।

٧٧٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ بِاُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَاَفَاضَتْ .

৭৭৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ কুরবানীর রাতে, উম্মে সালামাহকে (পাথর মারার জন্য) পাঠিয়েছিলেন। ফলে তিনি ফজরের পূর্বে

জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। তারপর মক্কা গিয়ে তাওয়াফে ইফাযা' করেন।
[মুনকার আবূ দাউদ-১৯৪২]

শব্দার্থ : رَمَتْ - সে নিক্ষেপ করেছে, مَضَتْ - চলে গেছে, اَفَاضَتْ - ত্বওয়াফে ইফাযাহ করেছে।

٧٧٧. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هٰذِهٖ يَعْنِىْ : بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتّٰى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهٗ وَ قَضٰى تَفَثَهٗ .

৭৭৭. উরওয়াহ ইবনে মুযাররসি (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে আমাদের (মুযদালিফায় অবস্থানকালীন) এই ফজরের সালাতে হাজির হবে এবং আমাদের সাথে অবস্থান করবে, যে পর্যন্ত আমরা সেখান হতে ফিরে না আসি, আর যে আরাফাতের ময়দানেও রাতে বা দিনে যেকোন সময় এর পূর্বে অবস্থান করে থাকে– তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে ও তার হজ্জ সংক্রান্ত প্রয়োজন মিটে যাবে। [সহীহ আবূ দাউদ-১৯৫০, নাসায়ী-৩০৪১, তিরমিযী-৮৯১, ইবনে মাজাহ-৩০১৬, আহমদ-৪/১৫, ২৬১, ২৩২]

শব্দার্থ : تَمَّ - পূর্ণ হলো, تَفَثٌ - প্রয়োজন।

٧٧٨. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ : اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

৭৭৮. উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : মুশরিকগণ (তাদের যুগে) যতক্ষণ না সূর্য উঠত তারা রওয়ানা হত না, আর তারা বলত 'উজ্জ্বল হও হে সাবীর পাহাড়'। নবী করীম ﷺ তাদের বিপরীত করেছেন, তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই (মুযদালিফা হতে) ফিরেছেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৮৪, আধুনীক প্রকাশনী-১৫৭০]

শব্দার্থ : اَشْرِقْ - সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল হও।

٧٧٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

৭৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত; তারা উভয়ে বলেন : নবী করীম ﷺ জামরা আক্বাবায় পাথর ছুঁড়া পর্যন্ত 'লাব্বাইকা' বলতে থাকতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৮৬, ১৬৮৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৫৭২]

শব্দার্থ : يُلَبِّيْ - তালবিয়াহ পাঠ করতেন।

٧٨٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ : هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

৭৮০. সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি এমন একটি স্থানে দাঁড়িয়ে জামরার প্রতি ৭টি কংকর নিক্ষেপ করলেন যে তাঁর বামদিকে বায়তুল্লাহ ও ডানদিকে মিনার অবস্থান ছিল। তিনি আরো বলেন : এটি তাঁর দাঁড়াবার স্থান যার ওপর সূরা বাকারাহ নাযিল হয়েছিল। যাতে হজ্জের বিষয় আলোচিত হয়েছে। (এখানে দাঁড়িয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর নিক্ষেপ করেছেন।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৪৯, আধুনীক প্রকাশনী-১৬২৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৯৬, ইসলামীক সেন্টার-২৯৯৭]

শব্দার্থ : مَقَامٌ - দাঁড়াবার স্থান বা দাঁড়িয়ে নিক্ষেপ করার স্থান।

٧٨١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ رَمَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

৭৮১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর (প্রথম) দিনে চাশতের সময় (দুপুরের পূর্বেই) জামরাতে কংকর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আর তার পরের দফায় সূর্য ঢলে যাবার পর।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২২৯, ইসলামীক সেন্টার-৩০০৫]

শব্দার্থ : ضُحًى - পূর্বাহ্ন বা চাশ্‌তের সময়।

٧٨٢. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلٰى اَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُوْمُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُوْمُ طَوِيْلًا، وَيَدْعُوْ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِى الْوُسْطٰى، ثُمَّ يَاْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُوْ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلًا، ثُمَّ يَرْمِىْ جَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْلُ، هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

৭৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নিকটের জামরাকে সাতবার কংকর ছুঁড়ে মারতেন ও প্রত্যেক বার কংকর ছুঁড়বার পর সাথে সাথে আল্লাহু আকবার তাকবীর বলতেন। তারপর অগ্রসর হতেন ও নরম স্থানে আসতেন, তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন ও হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করতেন, তারপর মধ্যম জামরাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন তারপর বামদিকে এগিয়ে যেতেন ও নরম স্থানে গিয়ে হাজির হতেন ও কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন ও দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর 'আকাবা ওয়ালী জামরাতে বাতনি ওয়াদী নামক স্থান হতে কংকর ছুঁড়ে মারতেন এবং সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে যেতেন। এরূপ পদ্ধতিতে হজ্জের কার্যাবলি আদায় করার পর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) বলতেন, এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ সম্পাদন করতে দেখেছি।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৫১, আধুনীক প্রকাশনী-১৬২৯]

শব্দার্থ : اَلْجَمْرَةُ الدُّنْيَا - নিকটবর্তী জামরাহ, اَثَرٌ - اِثْرٌ - পরে, يُسْهِلُ - নরম জায়গায় যেতেন, طَوِيْلاً - লম্বা বা দীর্ঘক্ষণ।

ব্যাখ্যা : জামরার আভিধানিক অর্থ–একত্রিত হওয়া। পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য চিহ্নিত তিনটি স্থান জাম্‌রা নামে অভিহিত। এগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য লোক একত্রিত হয়। বড়, মেজো ও ছোট বলে বা জাম্‌রা দুন্‌য়া, ওস্তা ও উক্‌বা বলে তাদের একটিকে অপরটি হতে পৃথক করে বোঝান হয়।

٧٨٣. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

৭৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বলে প্রার্থনা করেছেন : হে আল্লাহ! যাঁরা (হজ্জের ইহরাম খোলার জন্য) মাথার চুল মুড়ায় তাদের প্রতি রহম কর। একথা শুনে কিছু সাহাবী বললেন : মাথার চুল যাঁরা ছাঁটবেন তাঁদের জন্যও (প্রার্থনা করুন)। এরূপ তিনবার অনুরোধ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩য় বারে বললেন : যাঁরা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও (রহম কর)।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭২৭, আধুনীক প্রকাশনী-১৬০৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩০১]

শব্দার্থ : اَلْمُحَلِّقِيْنَ - মুণ্ডনকারীদের প্রতি, اَلْمُقَصِّرِيْنَ - চুল ছাঁটাইকারীদের প্রতি।

٧٨٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ، فَقَالَ : رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ : اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ أٰخَرُ، فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، قَالَ : اِرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

৭৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জাতুল 'ওয়াদায়ে' (বিদায় হাজ্জের সময়ে) দাঁড়ালেন তারপর জনগণ প্রশ্ন করতে লাগল। একজন এসে প্রশ্ন করল : আমি না বুঝে কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়িয়েছি? তিনি বললেন : কুরবানী কর, এতে কোনো (দোষ) নেই (কারণ না জানার ফলে করা হয়েছে)। অন্য ব্যক্তি এসে বলল : না বুঝে পাথর ছোঁড়ার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি! তিনি বললেন : পাথর মার, এতে কোনো দোষ নেই। আগে পিছে হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে সেদিন যা কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি ঐ সবের উত্তরে কেবল বলেছিলেন, 'কর এতে কোনো দোষ নেই'।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৮৯৩, আধুনীক প্রকাশনী-৮৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩০৬, ইসলামিক সেন্টার-৩০৯৯]

শব্দার্থ : لَمْ أَشْعُرْ - বুঝতে পারিনি, حَلَقْتُ - মাথা মুণ্ডন করেছি, لَا حَرَجَ - ক্ষতি নেই।

৭৮৫. وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ.

৭৮৫ : মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুড়ানোর পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন এবং তার সাহাবীগণকেও এ নির্দেশ দেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮১১, আধুনিক প্রকাশনী-১৬৮২]

৭৮৬. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

৭৮৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের পাথর ছুঁড়ার ও মাথা মুণ্ডানোর কাজ সমাপ্ত হলে স্ত্রী (সঙ্গম) ব্যতীত সুগন্ধি ও অন্য (নিষিদ্ধ) জিনিস তোমাদের জন্য হালাল বা বৈধ হবে।
[এ শব্দে হাদীসটি মুনকার আহমদ-৬/১৪৩, আবূ দাউদ-১৯৭৮, তবে এর মূল বক্তব্য সহীহ আহমদ-৬/২৪৪, ও (হাদীস-২০৯০]

শব্দার্থ : اَلطِّيْبُ - সুগন্ধি।

৭৮৭. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ.

৭৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : নারী মাথার চুল মুড়াতে হবে না তারা শুধুমাত্র সামান্য কিছু চুল ছাঁটাবে। [আবূ দাউদ-১৯৮৫, আবূ হাতিম ফিল ইলালে-১/২৮১/১৪৩১, হাদীসটি হাসান]

৭৮৮. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضى) اِسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

৭৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মিনায় রাত্রি যাপনের ১১, ১২, ১৩ যুলহিজ্জ পরিবর্তে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।
[সহীহ তাওহীদ প্রকাশনী-১৬৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩১২, ইসলামীক সেন্টার-৩০৪০]

শব্দার্থ : سِقَايَةٌ - পানি পানের ব্যবস্থা করা।

٧٨٩. وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِرُعَاةِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ.

৭৮৯. আসিম ইবনে আদী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটের তত্ত্বাবধায়ক হজ্জ উদযাপনকারীদের (মিনায় রাত না কাটিয়ে) মিনার বাইরে রাত কাটানোর জন্য অনুমতি দান করেছিলেন। তারা কুরবানীর দিন জামরায় (আক্কাবায়) ৭টি পাথর নিক্ষেপ করবে। (তারপর মিনার বাইরে চলে যাবে) তারপর ১২ তারিখে মিনায় ফিরে এসে দুদিনের অর্থাৎ ১১ ও ১২ তারিখের একই দিনে তিনটি জামরাতে ১৪টি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর ১৩ তারিখের দিনে যদি মিনায় অবস্থান করে তবে তিনটি জামরাকে (৭টি করে) পাথর নিক্ষেপ করবে। [সহীহ আবূ দাউদ-১৯৭৫, নাসায়ী-৩০৬৯, তিরমিযী-৯৫৫, ইবনে মাজাহ-৩০৩৭, আহমদ-৪/৪৫, ইবনে হিব্বান-১০১৫]

শব্দার্থ : اَرْخَصَ - অনুমতি দিয়েছেন, رُعَاةٌ - রাখালগণ, اَلْبَيْتُوْتَةُ - রাত যাপন করা।

٧٩٠. وَعَنْ اَبِىْ بِكْرَةَ (رضى) قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ... اَلْحَدِيْثَ.

৭৯০. আবূ বাক্‌রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের সামনে খুতবা (ভাষণ) দিয়েছেন। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৪১, আধুনীক প্রকাশনী-১৬২১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৭৯, ইসলামীক সেন্টার-২৪৩৯]

٧٩١. وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ (رضى) قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوْسِ فَقَالَ : اَلَيْسَ هٰذَا اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؟ اَلْحَدِيْثَ .

৭৯১. সাররা বিনতে নাবহান (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে খুতবা দিয়েছেন হজ্জ উদযাপনের আইয়ামে তাশরীকের ২য় দিন এবং তিনি বলেন : এ দিনটা কি তাশরীকের দিবসগুলোর মাঝের দিন নয়? (হাদীসটির আরো অংশ আছে)। [য'ঈফ আবূ দাউদ-১৯৫৩]

٧٩٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا : طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيْكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ .

৭৯২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন : কা'বা তাওয়াফ করা ও সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো তোমার হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট হবে। [সহীহ মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-২৭৯৮, ২৭৯৯, উল্লেখিত শব্দ আবূ দাউদের-১৭৯৮, আবূ হাতিম উক্ত রেওয়ায়াতকে মা'লূল বলেছেন আল-'ইলাল-১/২৯/৮৮০]

٧٩٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ.

৭৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁর তাওয়াফে ইফাযার সাত দফার কোনটিতে রমল করেননি। [য'ঈফ আবূ দাউদ-২০০১, নাসায়ী কুবরা-২/৪৩০, ৪৬১, ইবনে মাজাহ-৩০৬০, হাকিম-১/৪৭৫, হাদীসটি আহমদে নেই। অতএব "খামসাহ" বলা সঠিক নয়।

٧٩٤. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ .

৭৯৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করার পর মুহাস্‌সাব নামক স্থানে কিছুটা ঘুমিয়ে নেন। তারপর বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে যাত্রা করেন ও সেখানে গিয়ে তাওয়াফ করেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৪, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৪০]

শব্দার্থ : رَقَدَ - সে ঘুমিয়েছে।

٧٩٥. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ- اَىْ اَلنُّزُوْلَ بِالْاَبْطَحِ . وَتَقُوْلُ : اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ .

৭৯৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি (আয়েশা) মুহাস্‌সাব নামক জায়গায় অবতরণ করতেন না। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জন্যই এখানে অবতরণ করেছিলেন যে, (মক্কা হতে মদীনা ফেরার পথে) এটি সহজতর অবস্থান ক্ষেত্র ছিল। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩১১, ইসলামীক সেন্টার-৩০৩২]

শব্দার্থ : اَلنُّزُوْلُ - অবতরণ করা, اَسْمَحُ - অধিক সহজ।

ব্যাখ্যা : মুসলিম খলিফাগণও এখানে অবস্থান করতেন।–সুবুলঃ।

٧٩٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، اِلَّا اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

৭৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : হজ্জ পালনকারী লোকদের প্রতি এ হুকুম দেয়া হয়েছে, তাদের সর্বশেষ বিদায়ী মুলাকাত যেন বায়তুল্লাহ শরীফের সাথে হয়। তবে ঋতুবর্তীদের জন্য বিষয়টি হালকা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয়।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭৫৫, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৩৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩২৮, ইসলামীক সেন্টার-৩০৮৩]

٧٩٧. وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِىْ مَسْجِدِىْ بِمِائَةِ صَلَاةٍ.

৭৯৭. ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আমার এই (মদীনার) মসজিদে আদায়কৃত একটি সালাতের মর্যাদা অন্য মসজিদে আদায়কৃত হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, কিন্তু মসজিদুল হারাম অর্থাৎ, বায়তুল্লায় আদায়কৃত সালাত আমার মদীনার মসজিদে আদায়কৃত সালাতের চেয়ে একশো গুণ বেশি উত্তম। [সহীহ আহমদ-৪/৫, ইবনে হিব্বান-১৬২০]

٦. بَابُ الْفَوَاتِ وَالْاِحْصَارِ

৬. অনুচ্ছেদ : হজ্জ সম্পাদনে অকৃতকার্যতা ও অবরুদ্ধ হওয়া

٧٩٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتّٰى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

৭৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা উদযাপনের রাস্তায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় তিনি মাথা মুড়িয়েছিলেন এবং স্ত্রী সঙ্গম করেছিলেন এবং তাঁর কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুও কুরবানী করেছিলেন। তার পরের বছরে গিয়ে তিনি উমরা আদায় করেছেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮০৯, আধুনীক প্রকাশনী-১৬৮০]

শব্দার্থ : أُحْصِرَ - বাধাপ্রাপ্ত হলো বা পথরুদ্ধ হলো।

٧٩٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضي) فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ، وَاَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ : اَنَّ مَحَلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ .

৭৯৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যুবা'আহ বিনতে যুবাইরের কাছে এলে পরে– যুবা'আহ তাঁকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করেছি; কিন্তু আমি তো অসুস্থ, নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি হজ্জ (যাত্রা আরম্ভ) কর এবং তার সাথে এই শর্ত জুড়ে দাও যে– আমাকে যেখানে আল্লাহ আটকিয়ে দেবেন, সেটাই আমার হজ্জের ইহরাম খুলে ফেলার ক্ষেত্র হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৮৯, আধুনীক প্রকাশনী-৪৭১৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২০৭, ইসলামীক সেন্টার-২৭৬৮]

শব্দার্থ : شَاكِيَةٌ - অসুস্থ বা ব্যথায় আক্রান্ত, اِشْتَرِطِىْ - শর্তারোপ করো, مَحَلِّىْ - আমার হালাল হওয়ার স্থান বা ইহরাম খুলে ফেলার স্থান।

٨٠٠. وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : صَدَقَ.

৮০০. ইকরিমা কর্তৃক হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : যার পা ভেঙ্গে যাবে বা খোঁড়া হয়ে যাবে সে হালাল হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে ইহরাম খুলে ফেলবে তবে আগামীতে তাকে হজ্জ করতে হবে। ইকরিমা বলেন : আমি আমার শিক্ষক সাহাবী ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে এটি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরা বললেন : হাজ্জাজ ইবনে আমর ঠিক বলেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ-১৮৬২, নাসায়ী হাদীস-২৮৬১, তিরমিযী হাদীস-৯৪০, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩০৭৭, আহমদ-৩/৪৫০]

শব্দার্থ : كُسِرَ - পা ভেঙ্গে গেল, عُرِجَ - খোঁড়া হয়ে গেল, مِنْ قَابِلٍ - আগামী বছর, পরবর্তী বছর।

বুলূগুল মারাম
দ্বিতীয় খণ্ড

٧. كِتَابُ الْبُيُوْعِ

সপ্তম অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

١. بَابُ شُرُوْطِهِ وَمَانُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

১. অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাদি ও তার নিষিদ্ধ বিষয়

বৈষয়িক জীবনে লেন-দেনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সাংসারিক জীবনের জন্য অবিচ্ছদ্য অঙ্গ কিন্তু ন্যায় সঙ্গত ও সুষ্ঠভাবে তা কার্যকর করার জন্য একমাত্র শারঈ বিধান দায়বদ্ধ ও যথেষ্ট। তাই নিয়তের সততাসহ ইসলামী বিধানানুযায়ী যাবতীয় লেন-দেন কাজ-কারবার পরিচালনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। সালাত, রোযার আদেশ নিষেধ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নিয়মকে হালকা করে দেখা সহীহ ঈমান ও ইসলামের পরিচায়ক নয়। মুমিন মুসলিমের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী বিধান আবশ্যক।

٨٠١. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

৮০১. রিফা'আহ ইবনে রাফি' (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "কোন প্রকারের উপার্জন (জীবিকা) পবিত্র?" উত্তরে তিনি বলেন : "স্ব-হস্তের উপার্জন এবং প্রতিটি হালাল ও সৎ পবিত্র ব্যবসা।

[সহীহ বায্যার-২/৮৩, হাকিম-২/১০]

শব্দার্থ : اَلْكَسْبُ - উপার্জন, اَطْيَبُ - অধিক উত্তম বা উৎকৃষ্ট, بِيَدِهِ - সহস্তে, مَبْرُوْرٌ - জালিয়াতি মুক্ত।

٨٠٢. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ،وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُّ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

৮০২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে বলতে শুনেছেন "আবশ্যই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ শারাব (মদ), মৃত প্রাণী, শুকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতের চর্বি যা নৌকায় মাখানো হয়, চামড়া পালিশ করা হয় এবং মানুষ তা দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়, এসব প্রসঙ্গে আপনার হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেন : না, এটা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অতঃপর বলেন : আল্লাহ ইয়াহূদী জাতির সর্বনাশ করুন, আল্লাহ তাদের উপর মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করেছিলেন তখন তারা তাকে গলিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করেছে ও তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-২০৭৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৮১, ইসলামীক সেন্টার-৩৯০২]

শব্দার্থ : اَلْأَصْنَامِ - মূর্তি, شُحُوْمٌ - চর্বি, تُطْلٰى - প্রলেপ দেয়া হয়, اَلسَّفِيْنَةُ (নৌকা)-এর বহুবচন, تُدْهَنُ - পালিশ করা হয়, اَلْجُلُوْدُ - اَلْجِلْدُ - اَلسُّفُنُ - (চামড়া)-এর বহুবচন, يَسْتَصْبِحُ - প্রদীপ জ্বালায়, قَاتَلَ - ধ্বংস করুন, সর্বনাশ করুন, جَمَلُوْا - তারা গলিয়েছে, ثَمَنٌ -মূল্য।

٨٠٣. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانَ.

৮০৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যখন মতভেদ দেখা দেবে আর কোন সাক্ষী না থাকবে তখন বিক্রেতার কথা ধরা হবে বা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করবে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫১১, নাসায়ী হাদীস-৪৬৪৮, তিরমিযী হাদীস-১২৭০, ইবনে মাজাহ হাদীস-২১৮৬, আহমদ-১/৪৬৬, হাকিম-২/৪৫]

শব্দার্থ : اَلْمُتَبَايِعَانِ - ক্রেতা ও বিক্রেতা, بَيِّنَةٌ - সাক্ষী, اَلسِّلْعَةُ - দ্রব্য, رَبٌّ - মালিক।

٨٠٤. وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

৮০৪. আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারীণীর কামাই রোজগার বা উপার্জন এবং গণকের পারিশ্রমিক বা প্রতিদান (গ্রহণ করতে) নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২৩৭, আধুনীক প্রকাশনী-২০৭৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৬৭, ইসলামীক সেন্টার-৩৮৬৩]

শব্দার্থ : مَهْرُ الْبَغِيِّ - ব্যভিচারিণীর উপার্জন, حُلْوَانُ الْكَاهِنِ - গণকের মজুরী।

ব্যাখ্যা : ভবিষ্যৎ-প্রবক্তারাও দাজ্জালের শ্রেণীভূক্ত। এদের অদৃশ্য জানার দাবী কুফরী এবং এদের প্রতি বিশ্বাস করাও কুফরী।

٨٠٥. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّهُ كَانَ (يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَا. فَاَرَادَ اَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ فَلَحِقَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَدَعَالِىْ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ : بِعْنِيْهِ بِاُوْقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ بِاُوْقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ اِلٰى اَهْلِىْ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِىْ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَاَرْسَلَ فِىْ اَثَرِىْ. فَقَالَ : اَتُرَانِىْ مَاكَسْتُكَ لاٰخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَلَكَ.

৮০৫. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি একটা উটের উপর (সাওয়ার) ছিলেন। উটটি অচল হয়ে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ

করলেন; ইত্যবসরে নবী করীম ﷺ আমার সাথে মিলিত হলেন : তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমার জন্য প্রার্থনা করে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, তারপর হতে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল যে, তেমনটি আর কোন দিন চলেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি একে আমার নিকট ৪০ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম : না। তারপর দ্বিতীয়বার বলেন : এটা আমার নিকটে বিক্রয় কর। ফলে আমি সেটি তাঁর নিকট এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় করে দিলাম এবং বাড়ি পর্যন্ত এর উপর চড়ে যাওয়ার শর্ত করে নিলাম। যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর কাছে এলাম ফলে তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসলাম, এমন সময় তিনি আমার পেছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বললেন : তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি স্বল্প মূল্য দিয়ে নিতে চাচ্ছি, তুমি তোমার উট ও দিরহাম (এক প্রকার রৌপ্য মুদ্রা) নাও এগুলো সবই তোমার। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৬১, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৯৫২, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : أَعْيَا - ক্লান্ত হলো বা অচল হলো, يُسَيِّبُ - সে ছেড়ে দিবে, لَحِقَنِيْ - আমার সাথে মিলিত হলো, دَعَالِيْ - আমার জন্য দু'আ করলেন, سَارَ - সে চললো, بِعْنِيْهِ - সেটা আমার কাছে বিক্রি করো, أُوْقِيَّةٌ - চল্লিশ দিরহাম, اشْتَرَطْتُ - আমি শর্তারোপ করলাম, حُمْلَانَهُ - তার উপর চড়া বা আরোহণ করা, نَقَدَنِيْ - আমাকে নগদ দিলেন, ثَمَنَهُ - সেটার মূল্য, أَثَرِيْ - আমার পিছনে, مَاكَسْتُكَ - দামাদামি করেছি, তোমার সাথে বা তোমাকে কমমূল্য দিয়েছি, لِآخُذَ - আমি নেয়ার জন্য।

ব্যাখ্যা : বিক্রেতা শর্তসাপেক্ষ সওদা বিক্রয় করতে পারে—এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে।

٨٠٦. وَعَنْهُ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ.

৮০৬. উক্ত সাহাবী জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : কোন একজন সাহাবী তাঁর একমাত্র দাসকে মুদাব্বার করে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ঐ দাস ছাড়া লোকটির অন্য কোন সম্পদ ছিল না। ফলে নবী করীম ﷺ তাকে (দাসটিকে) ফিরিয়ে আনালেন ও বিক্রয় করে দিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৪১, ২৫৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৯৭, ইসলামীক সেন্টার-২১৮৪]

শব্দার্থ : دُبُرٌ - পিছনে বা পরে, عَنْ دُبُرٍ - মৃত্যুর পরে।

ব্যাখ্যা : মালিক তাঁর জীবিত অবস্থায়–তাঁর দাস বা দাসীকে মৃত্যুর পর মুক্ত করার ব্যবস্থা দান করেন, এমন দাস-দাসীকে মুদাব্বের বলা হয়।

উক্ত সাহাবীর কর্জ ছিল তাই তার একমাত্র মাল দাসটিকে বিক্রয় করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেন।

এতে বুঝা যাচ্ছে– ১. দানের চেয়ে ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব বেশি। ২. এবং ইসলামের যোগ্য সর্বাধিনায়ক ধর্মীয় প্রয়োজনে দেউলিয়া প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করে তার সংগতি করতে পারেন।– সুবুলুস্ সালাম।

٨٠٧. وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيْهِ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهَا. فَقَالَ : اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ.

৮০৭ : নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রা) হতে বর্ণিত; একটি ইঁদুর ঘিয়ে পড়ে তাতেই মারা যায়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুরটিকে উঠিয়ে ফেলে তার চারপাশের ঘিও ফেলে দিয়ে অতঃপর তা খাও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫৪০, আধুনীক প্রকাশনী-৫১৩৩, আহমদ ও নাসায়ীতে আছে জমাট ঘিতে (পতিত হলে)]

শব্দার্থ : سَمْنٌ - ঘি, جَامِدٌ - জমাট বাঁধা।

٨٠٨. وعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ، فَاِنْ كَانَ جَامِدًا فَاَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ.

৮০৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি জমানো ঘিয়ে ইঁদুর পড়ে তবে ইঁদুরটি ও তার পাশের ঘি ফেলে দাও। আর যদি ঘি তরল হয় তবে তার কাছেও যেও না। (অর্থাৎ তা একেবারেই ব্যবহারযোগ্য নয়, আর যা ব্যবহারযোগ্য নয় তা বিক্রয় করাও চলবে না।) [আহমদ-২/২৩২, ২৬৫, ৪৯০, আবূ দাউদ হাদীস-৩৮৪২, ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম এটিকে বিভ্রাট বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর এটিই সঠিক]

শব্দার্থ : مَائِعٌ - তরল, اَلْقُوْهَا - সেটা ফেলে দাও, حَوْلَهَا - তার আশেপাশে, لَا تَقْرَبُوْهُ - তার পাশে যেও না।

৮০৯. وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ (رضى) قَالَ : سَاَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ : زَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ـ وَزَادَ : اِلَّاكَلْبَ صَيْدٍ .

৮০৯. আবূ যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বিড়াল ও কুকুরের মূল্য (এর বৈধতা) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে ধমকিয়ে ছিলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৬৯, ইসলামীক সেন্টার-৩৮৬৯, নাসায়ীতে আছে "তবে শিকারী কুকুর এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সহীহ নাসায়ী হাদীস-৪২৯৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-২১৬১]

শব্দার্থ : اَلسِّنَّوْرِ - বিড়াল, زَجَرَ - সে ধমকালো বা কঠোরতা দেখালো।

ব্যাখ্যা : শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ হারাম।

৮১০. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : جَاءَتْنِىْ بَرِيْرَةُ، فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ، فِىْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ، فَاَعِيْنِيْنِىْ. فَقُلْتُ : اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ. فَقَالَتْ : اِنِّىْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ خَطِيْبًا، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ

اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَاِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ، وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ، وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ : (اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءَ).

৮১০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; বারীরা নামক দাসী আমার কাছে এসে বলল : প্রতি বছর এক উকীয়া করে কিস্তিতে ৯ উকীয়ায় মুক্তিপণ শোধ দেয়ার চুক্তি আমি আমার মনিবের সাথে করেছি, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সহায়তা করুন। আমি বললাম, তোমর মনিব যদি চান তবে আমি তোমার মুক্তিপণের উকীয়াই একমুষ্ঠে দিয়ে দেব কিন্তু তোমার 'ওয়ালা' (মীরাস লাভের অধিকার) আমার থাকবে। বারীরা গিয়ে তাঁর মনিবকে ঐ কথা বললেন, কিন্তু মনিব তা প্রত্যাখান করে দিল। সে তাঁদের নিকট হতে ফিরে এলো, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বসাছিলেন। বারীরা আয়েশা (রা)-কে বলল, আমি আপনার প্রস্তাব তাঁদের কাছে পেশ করেছিলাম, তাঁরা 'ওয়ালা' তাঁদের জন্য দিলে রাজি হবেন নইলে না।

নবী করীম ﷺ তা শুনলেন এবং আয়েশা (রা)-ও তাঁকে সব খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে ক্রয় করে নাও, ওয়ালা'-র শর্ত তাদের থাকতে দাও, আইনত: 'ওয়ালা' তারই হবে যে তাকে মুক্ত করবে। আয়েশা (রা) তাই করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান জ্ঞাপন করলেন, তারপর বললেন : লোকদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে শর্ত (বৈধ) করেননি ঐরূপ শর্ত তারা করছে। যেসব শর্ত আল্লাহর কিতাবে বৈধ নয় তা বাতিল গণ্য হবে– যদি ঐসব শর্ত শত সংখ্যাও হয়। মহান আল্লাহর ফায়সালা সর্বাপেক্ষা হক্ব ও আল্লাহর শর্ত সর্বাপেক্ষা বেশি মজবুত। 'ওয়ালা' একমাত্র আযাদকারীর জন্য হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৬৮, আধুনীক প্রকাশনী-২০১৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫০৪, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৩৭, মুসলিমের বর্ণনায় আছে [তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও এবং ওয়ালার অধিকার তাদেরই থাকবে বলে স্বীকার করে নাও]

শব্দার্থ : كَاتَبْتُ - আমি চুক্তি করেছি, اَوَاقٍ - اُوْقِيَّةٌ - (চল্লিশ দিরহাম)-এর বহুবচন, اَعِيْنِيْنِى - আমাকে সাহায্য করুন, اَعُدَّهَا - সেটা একসাথে গণনা করে দিব, وَلَاؤُكِ - তোমার উত্তরাধিকার, اَعْتَقَ - সে আযাদ করল, عَرَضْتُ -

পেশ করলাম, يَشْتَرِطُوْنَ - তারা শর্তারোপ করে, اَبَوْا - তারা অস্বীকার করল, قَضَاءٌ - ফায়সালা, اَحَقُّ - অধিক হক্ব বা অধিক সঠিক, اَوْثَقُ - অধিক শক্তিশালী বা মজবুত।

٨١١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : نَهٰى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ : لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوْهَبُ، وَلَا تُوْرَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .

৮১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : উমর (রা) সন্তানের মা হয়েছে এমন (উম্মুল ওয়ালাদ) দাসীকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বললেন : বিক্রয় করা যাবে না, হেবা (দান) করা যাবে না, ওয়ারিস সূত্রেও কেউ তার অধিকারী হতে পারবে না। তার মনিব যতদিন চাইবে ততদিন তার দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে। মালিকের মৃত্যুর পর সে মুক্ত হয়ে যাবে। [মাওকূফ হিসেবে সহীহ মুয়াত্তা মালিক-২/৭৭৬/৬, বায়হাক্বী কুবরা-১০/৩৪২-৩৪৩, ইমাম বায়হাক্বী বলেন : "কোন কোন বর্ণনাকারী [একে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ফলে তারা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছেন।]

শব্দার্থ : اُمَّهَاتٌ - اُمٌّ - (মা)-এর বহুবচন, اَلْاَوْلَادِ - وَلَدٌ - (সন্তান)-এর বহুবচন, لَاتُبَاعُ - বিক্রি করা যাবে না, لَا تُوْهَبُ - দান করা যাবে না, لَا تُوْرَثُ - উত্তরাধিকার হওয়া যাবে না, يَسْتَمْتِعُ - উপভোগ করবে বা ফায়দা উঠাবে, مَا بَدَالَهُ - তার যতদিন ইচ্ছা হবে, مَاتَ - সে মারা গেল।

٨١٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا يَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا.

৮১২. জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমরা 'উম্মু ওয়ালাদ' শ্রেণির দাসীকে বিক্রয় করে দিতাম তখন নবী করীম ﷺ আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন। এটাকে আমরা কোন দোষের বিষয় মনে করতাম না। [সহীহ নাসায়ী কুবরা-৩/১৯৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫১৭, দারাকুত্বনী-৪/১৩৫/৩৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-১২১৫]

শব্দার্থ : سَرَارِيْ - سَرِيَّةٌ - (দাসী)-এর বহুবচন, بَأْسٌ - দোষ বা ক্ষতি।

ব্যাখ্যা : 'সন্তানের মা' এমন দাসীকে বিক্রয় করার ব্যাপারে বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে তবে, উমর (রা) তাঁর শাসনকালে এরূপ দাসীর বিক্রয় বহু সাহাবীর উপস্থিতিতে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কারণ তাদের বিক্রয় করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, মানবতাবোধ ও আত্মীয়তা সংরক্ষণের বিপরীত এটা অমানবিক কাজ। –ফতহুল আল্লামা ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা। (তার গর্ভজাত সন্তানের বেঁচে থাকার অবস্থায় বিক্রয় করা মানবতার বিরুদ্ধতা তো বটেই)।

٨١٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

৮১৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ উদ্বৃত্ত পানি ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৫৬৫, ইসলামীক সেন্টার-৩৮৫৮, মুসলিমের এক বর্ণনা এ কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "উটের প্রজনন মাশুল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার ৩৮৫৯]

শব্দার্থ : فَضْلٌ - অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত।

٨١٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : نَهْى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

৮১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদী পশুর ওপর নর উঠানোর মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২৮৪, আধুনীক প্রকাশনী-২১২৩]

শব্দার্থ : عَسْبِ الْفَحْلِ - মাদী উটের উপর নর উটের আরোহণ করার মূল্য।

٨١٥. وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلَى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا.

৮১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ভ্রূনের ভ্রূনকে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। এটা এক ধরনের কেনা-বেঁচা যা যাহেলী যুগে প্রচলন ছিল। তা এভাবে যে উটনীর গর্ভজাত বাচ্চা প্রসব করতঃ সে বাচ্চার গর্ভে আবার বাচ্চা ধারণ হয়ে প্রসব কৃত সে বাচ্চাকে অগ্রীম ভাবে ক্রেতা ক্রয় করত। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৪৩, আধুনীক প্রকাশনী-১৯৯৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫১৪, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৬৭, ৩৬৬৮]

শব্দার্থ : حَبْلُ - গর্ভ, حَبَلُ الْحَبَلَةِ - গর্ভের বাচ্চা, اَلْجَزُوْرَ - উট, تُنْتَجُ النَّاقَةُ - উটনী বাচ্চা প্রসব করবে।

٨١٦. وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

৮১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়ালা'-এর বিক্রয় ও হেবা (দান)-কে নিষিদ্ধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৫৬, আধুনীক প্রকাশনী-৬২৮৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫০৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৪৬]

শব্দার্থ : بَيْعُ الْوَلَاءِ - উত্তরাধিকার বিক্রি করা।

٨١٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

৮১৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ে ও প্রতারণামূলকভাবে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস-১৫১৩, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৬৬]

শব্দার্থ : بَيْعُ الْحَصَاةِ - পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রি নিশ্চিত করা, اَلْغَرَرُ - ধোঁকা।

ব্যাখ্যা : ক্ষুদ্র পাথর টুকরো বা কাঁকর নিক্ষেপ করে কেনা-বেচার এরূপ একটি প্রথা আরবে চালু ছিল। যেমন পন্যের ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতঃ বিক্রেতা ক্রেতাকে একথা বলতো যে, তোমার কাঁকর আমার যে পণ্যের উপর পড়বে আমি তোমার কাছে ঐটি বিক্রয় করলাম।' বা ভূ-খণ্ডের যে অংশে গিয়ে তোমার কাঁকর নিক্ষিপ্ত হবে সেখান জমি তোমার নিকটে বিক্রয় করলাম।

٨١٨. وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ.

৮১৮ : আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে সে যেন মাপ না করা পর্যন্ত তা বিক্রয় না করে। (ক্রয় করা খাদ্য বিক্রয়কালে পুন: মেপে বিক্রয় করতে হবে)।

[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫২৮, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৯৭]

শব্দার্থ : اِشْتَرَى - ক্রয় করল, يَكْتَالُ - পরিমাপ করে নিবে।

٨١٩. وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ.

৮১৯ : আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন একই সাওদা মূলে দুটি সাওদা সাব্যস্ত করাকে। [হাসান আহমদ-২/৪৩২, ৪৭৫, ৫০৩, নাসায়ী হাদীস-৪৬৩২, তিরমিযী হাদীস-১২৩১, ইবনে হিব্বান হাদীস ১১০৯]

শব্দার্থ : بَيْعَتَيْنِ - দু'টি বিক্রিয়।

ব্যাখ্যা : একই সওদায় দুটি সওদা হওয়া দু'রকমে হতে পারে। যেমন একই পণ্যের দাম একই সঙ্গে বিক্রেতা এ বলে ঘোষণা করে যে, এটার নগদ মূল্য এত এবং ধারের মূল্য এত। বা বিক্রেতা এরূপ বলে যে, আমি তোমার নিকটে আমার গরুটি এ শর্তে বিক্রয় করছি যে, তুমি আমার নিকটে তোমার ঘোড়াটি বিক্রয় করবে।

এরূপ কোন সওদায় যদি ইসলামের নীতি বহির্ভূত হওয়ার ফলে তাতে ঘাটটি বা বাড়তি কিছু হয় তবে তার উভয় দিকই না জায়েয বলে গণ্য হবে। এবং ইমাম হাকেম উলুমুল হাদীস গ্রন্থে উক্ত সাহাবী হতে ইমাম আবু হানিফার একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে- নবী করীম ﷺ শর্ত সাপেক্ষ বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম তাবারানীও এ সূত্রেই 'আওসাত' কেতাবে বর্ণনা করেছন।- হাদীসটি গরীব (নিঃসঙ্গ সনদবিশিষ্ট)

٨٢٠. وَلِاَبِىْ دَاوُدَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ فَلَهُ اَوْكَسُهُمَا، اَوِ الرِّبَا

৮২০. আবূ দাউদে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি একই ক্রয়-বিক্রয়ের মূলে একাধিক ক্রয়-বিক্রয় করতে চায় তার জন্য ঘাটতি হবে বা বাড়তিটি হবে যা সুদ বলে গণ্য হবে। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৩৪৬০]

এ রকম কোন ক্রয়-বিক্রয় ইসলামের নীতি বহির্ভুত হওয়ার ফলে তাতে ঘাটতি বা বাড়তি কিছু হলে উভয় দিকই না- জায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

শব্দার্থ : اَوْكَسُ - কম মূল্য।

٨٢١. وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُوْرِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৮২১. আমর ইবনে শু'আইব (রা) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণিত; তিনি (তাঁর দাদা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : 'সালাফ ও বিক্রয় এক সাথে জায়েয নয়।' 'একই সাওদায় দুটি শর্ত জায়েয নয়।' 'যাতে কোন জিম্মাদারী নেই তাতে কোন (বৈধ) লাভ নেই।' যা তোমার দখলে নেই তা বিক্রয় বৈধ নয়। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৩৫০৪, নাসায়ী হাদীস-৪৬১১, তিরমিযী হাদীস-১২৩৪, ইবনে মাজাহ-২১৮৮, আহমদ-২/১৭৪, ১৭৯, ২০৫, হাকিম-২/১৭]

শব্দার্থ : سَلَفٌ - ধার বা কর্জ, رِبْحٌ - লাভ, لَمْ يُضْمَنْ - জিম্মাদারী নেই।

ব্যাখ্যা : 'সালাফ ও বিক্রয়' অর্থ : ক্রেতা-বিক্রেতাকে টাকা ঋণ দেবে এ শর্তে যে তার নিকটে বিক্রেতা পণ্যের মূল্য কম নেবে।

ইমাম হাকিম উলূমুল হাদীস কিতাবে উক্ত সাহাবী হতে ইমাম আবূ হানিফার অন্য একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন, তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম তাবারাবীও এ সূত্রেই আওসাত' কিতাবে এটি বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি গরীব। [য'ঈফ উলূমুল হাদীস লিল হাকিম-১২৮]

٨٢٢. وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

৮২২. আমর (রা) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উরবান' (বায়না পত্র) নামক ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইমাম মালিক; তিনি হাদীসটি উক্ত আমর হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।
[য'ঈফ মুয়াত্তা মালিক-২/৬০৯/১]

শব্দার্থ : اَلْعُرْبَانُ - অফেরতযোগ্য কর না।

ব্যাখ্যা : اَلْعُرْبَانُ **অর্থ :** ক্রেতা-বিক্রেতাকে কিছু মূল্য বাবদে অগ্রিম দিয়ে বলে যে, যদি সওদা পূর্ণ করি তবে এ অগ্রিম প্রদত্ত টাকা মূল্যের মধ্যে ধরা হবে নচেৎ এ টাকা আর ফেরৎ নেবো না (যা বায়না নামে প্রচলিত)।

٨٢٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوْقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِىْ رَجُلٌ فَأَعْطَانِىْ بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلٰى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِىْ بِذِرَاعِىْ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهُ إِلٰى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

نَهَى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ.

৮২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি বাজারে যাইতুনের তেল ক্রয় করলাম। সাওদা পাকা হওয়ার পর একজন আমার নিকটে এসে একটা ভালো লাভ আমাকে দিতে চাইলো। আমিও তার হাতে হাত মেরে সাওদা পাকা করতে চাইলাম। হঠাৎ করে কোন এক ব্যক্তি পিছন হতে আমার হাত ধরে বসল। আমি পিছনে চেয়ে দেখলাম, তিনি জায়েদ ইবনে সাবিত (রা)। তিনি বললেন : যেখানে ক্রয় করলেন ঐ স্থানে বিক্রয় করবেন না, যতক্ষণ না আপনার জায়গাতে নিয়ে না যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয় করার জায়গাতে সাওদা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ক্রেতা তার বাসায় নিয়ে না যায়। [হাসান আহমদ-৫/১৯১, আবূ দাউদ হাদীস-৩৪৯১, ইবনে হিব্বান হাদীস-১১২০, হাকিম-২/৪০]

শব্দার্থ : اِبْتَعْتُ - আমি ক্রয় করেছি, زَيْتٌ - তেল, اَلسُّوْقُ - বাজার, اِسْتَوْجَبْتُهُ - তা আমি পাকাপাকি করলাম, لَقِيَنِيْ - আমার সাথে দেখা করল, ذِرَاعِيْ - আমার বাহু, اِلْتَفَتُّ - আমি তাকালাম, تَحُوْزُ - তুমি অধিকারে নিবে, رَحْلٌ - বাসস্থান বা জায়গা, اَنْ تُبَاعَ - বিক্রয় করতে, حَيْثُ تُبْتَاعُ - যেখানে ক্রয় করা হয়, اَلتَّاجِرُ - ব্যবসায়ী।

٨٢٤. وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَبِيْعُ بِالْبَقِيْعِ، فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ، اٰخُذُ هٰذَا مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِىْ هٰذِهِ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا بَاْسَ اَنْ تَاْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْئٌ.

৮২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, অবশ্য আমি 'বাকী' নামক জায়গাতে (উট) বিক্রয় করে থাকি, দিনারের বিনিময়ে বিক্রয়ের কথা বলে দিরহাম নিয়ে থাকি আর দিরহামের বিনিময়ে কথা বলে দিনার নিয়ে থাকি। এটার বদলে এগুলো আর এগুলোর

পরিবর্তে এটা। (কখনও স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে থাকি) উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : **ঐ দিনে বাজার দরে নিলে তাতে দোষ নেই তবে যেন একে অপর থেকে পৃথক** হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাদের মধ্যের (লেন-দেনের) আর কিছু বাকি না থাকে। [মারফু' হিসেবে য'ঈফ আহমদ-২/৩৩, ৮৩, ৮৪, ১৩৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৫৪, ৩৩৫৫, নাসায়ী হাদীস-৪৫৮৪, তিরমিযী হাদীস-১২২৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৬২, হাকিম-২/৪৪]

শব্দার্থ : دَنَانِيْرٌ - دِيْنَارٌ - (স্বর্ণমুদ্রা)-এর বহুবচন, دَرَاهِمٌ - دِرْهَمٌ (রৌপ্যমুদ্রা)-এর বহুবচন, سِعْرٌ - বাজার দর, مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا - যতক্ষণ তোমরা দু'জন পৃথক না হবে।

٨٢٥. وَعَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ.

৮২৫. উক্ত সাহাবী (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ নাজশ বা ধোঁকা দিয়ে দাম বাড়ানোর কর্মকে নিষিদ্ধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৪১, আধুনীক প্রকাশনী-১৯৯৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫১৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৭৬]

শব্দার্থ : اَلنَّجْشُ - ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে মূল্য বাড়ানো।

٨٢٦. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، اِلَّا اَنْ تُعْلَمَ .

৮২৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মুহাকালা (ওজন করা গমের বিনিময়ে যমির কোন শস্য বিক্রয় করা), মুযাবানা (ফলকে ঐ শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা), মুখাবারা (জমির মালিক ও আবাদকারির মধ্যে উৎপাদিত শস্য ভাগাভাগির ভিত্তিতে জমির মালিকের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আবাদকারীর নিকট জমি ভাড়া দেওয়া) এবং সুনইয়া– (কোন বস্তুর সাওদার সমষ্টি হতে কিছু অংশ পৃথকীকরণকে) তবে তা নিশ্চিতভাবে জানানো হয়ে থাকলে ক্ষতি নেই। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৪০৫, নাসায়ী হাদীস-৪৫২৩, তিরমিযী হাদীস-১২৯০]

٨٢٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.

৮২৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা, মুখাদারা (ব্যবহারোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল ক্রয়-বিক্রয় করা), মুলামাসা,

(সাওদার কাপড় না দেখেই হাত দ্বারা স্পর্শ করে সওদা পাকা করা) মুনাবাযা (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা সাওদা পাকা করা) ও মুযাবানা-এর বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করেছেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২০৭, আধুনীক প্রকাশনী-২০৫০]

٨٢٨. وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : وَلاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ : لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

৮২৮.ত্বাউস তাঁর শিক্ষক ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : বাহির হতে খাদ্যশস্য আমদানীকারীদের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে মিলবে না, শহরের লোক গ্রাম্য লোকদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দখল দেবে না– এর অর্থ (রাবী তাউস) ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন : শহরের লোক গ্রাম্য লোকের (ক্রয়-বিক্রয়ে) যেন দালালী না করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৫৮, আধুনীক প্রকাশনী-২০০৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫২১, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৮৩]

শব্দার্থ : لاَ تَلَقَّوْا - তোমরা মিলিত হবে না, اَلرُّكْبَانُ - আমদানীকারীগণ, حَاضِرٌ - শহরবাসী, শহুরে, بَادٍ - গ্রামবাসী বা গ্রাম্য, سِمْسَارٌ - দালাল।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বোঝা যাচ্ছে–কারো অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো নিষিদ্ধ– অনুবাদক।

٨٢٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّىَ فَاشْتَرٰى مِنْهُ، فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

৮২৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : শস্য আমদানীকারীদের সাথে রাস্তায় গিয়ে সাওদা করবে না, এভাবে সাওদা করলে বিক্রেতা মোকামে পৌঁছে ঐ সাওদা বাতিল করার অধিকারী হবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫১৯, ইসলামীক সেন্টার-৩৬৮১, ঘোষণা করেছেন]

শব্দার্থ : اَلْجَلَبُ - আমদানী করা বা আমদানীকারক, اَلْخِيَارُ - ইখতিয়ার বা ইচ্ছা।

٨٣٠. وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِىْ اِنَائِهَا. وَلِمُسْلِمٍ : لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلٰى سَوْمِ الْمُسْلِمِ.

৮৩০. উক্ত সাহাবী হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে (দালালীর বিনিময়ে) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্য খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি করবে না, কোন ব্যক্তি অপর ভাই এর জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে যেন চড়াও হয়ে সে পন্যই ক্রয়-বিক্রযের প্রস্তাব না রাখে। কারো বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তার দেবে না (যতক্ষণ না তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত না হয়), কোন নারী যেন অন্য নারীর তালাকের দাবি না জানায়– তার পাত্রস্থ জিনিস উজাড় করে দেয়ার জন্য। (তার বর্তমান স্ত্রীর হক্ব নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৪০, আধুনীক প্রকাশনী-১৯৯২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫১৫, ইসলামীক সেন্টার ৩৬৩৭, ৩৬৭৪, মুসলিমে আরো আছে, "এক মুসলিম কোনো জিনিস দাম করার সময় অন্য মুসলিম সে জিনিস দাম করবে না। মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৬১৭]

শব্দার্থ : لِتَكْفَأَ - যাতে সে ঢেলে নেয় বা অধিকারে নেয়. مَا - যা, فِىْ اِنَائِهَا - তার পাত্রে বা তার অধিকারে, لَا يَسُمُ - দাম বলবে না।

٨٣١. وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৮৩১. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (দাসী বিক্রয়কালে) মাতা-পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় পরকালে তার প্রিয়জনের থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে আলাদা করে দেবেন। [হাসান আহমদ-৫/৪১২, তিরমিযী হাদীস-১২৮৩, হাকিম-২/৫৫, এর সনদে সমালোচনা আছে। এ হাদীসের সমার্থক হাদীস রয়েছে দারাকুত্বনীতে ও হাকিমে]

শব্দার্থ : فَرَّقَ - পৃথক করল, وَالِدَةٌ - মা বা জন্মদাত্রী, اَحِبَّةٌ - প্রিয়জন।

٨٣٢. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَبِيْعَ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا اِلَّا جَمِيْعًا.

৮৩২. আলী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দু'টি দাস ভাইকে বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে আলাদাভাবে বিক্রয় করে দিয়েছিলাম। আমি এ কথা নবী করীম ﷺ-কে জানালে তিনি তাঁদেরকে ধরে ফেরত আনতে বললেন এবং আরো বলেন : তুমি তাঁদেরকে একত্রে বিক্রয় করবে। (তারা দু'ভাই যেন একত্রে বাস করতে পারে।)

[সহীহ আহমদ-৭৬০, ইবনুল জারূদ-৫৭৫, হাকিম-২/১২/৫]

শব্দার্থ : غُلَامَيْنِ - দু'জন দাস, اَخَوَيْنِ - দু' ভাই, اَدْرِكْ - তুমি ধরো, সংশোধন করো, اِرْتَجِعْ - ফিরিয়ে আনো, جَمِيْعًا - একত্রে।

٨٣٣. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَلَا السِّعْرُ،فَسَعِّرْلَنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِىْ دَمٍ وَلَا مَالٍ.

৮৩৩. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মদীনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাই আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য ধার্য করে দিন। উত্তরে তিনি আমাদেরকে বললেন : আল্লাহ্ই তো মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সঙ্কোচনকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিযিকদাতা; আমি তো চাই যে, কিয়ামতের দিনে আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হব যে, আমার নিকটে কোন লোক জান-মালের হক্ব নষ্ট করার জন্য অবশ্য দাবিদার না হয়।

[সহীহ্ আহমদ ৩/১৫৬; আবূ দাউদ হা: ৩৪৫১; তিরমিযী হাদীস ১৩১৪; ইবনে মাজাহ হা: ২২০০; ইবনে হিব্বান হা: ৪৯১৪]

শব্দার্থ : غَلَا - বৃদ্ধি পেয়েছে, السِّعْرُ - বাজার মূল্য, سَعِّرْ - মুল্য নির্ধারণ করুন, اَلْمُسَعِّرُ - মূল্য নির্ধারণকারী, اَلْقَابِضُ - সঞ্চালনকারী,দখলকারী, اَلْبَاسِطُ - সম্প্রসারণকারী, الرَّازِقُ - রিয্ক্দাতা, مَظْلَمَةٌ - অপরাধ, যুল্ম।

٨٣٤. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ.

৮৩৪. মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : (খাদ্যদ্রব্য) শুধুমাত্র মাত্র (সমাজ বিরোধী) পাপী লোকই গুদামজাত করে থাকে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬০৫; ইসলামিক সেন্টার- ৩৯৭৭]

শব্দার্থ : لَا يَحْتَكِرُ - জমা করে না, গুদামজাত করে না, خَاطِئٌ - পাপী বা পরাধী।

٨٣٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا، اِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا، وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

৮৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন : উট ও ছাগলকে বিক্রয়কালে দুধ দোহন বন্ধ রাখবে না। (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে।) যদি কেউ দুধ আবদ্ধ অবস্থায় খরিদ করে তবে ক্রেতা ঐ জন্তু দোহনের পর তার জন্য ইচ্ছাদ্বয়ের স্বাধীনতা থাকবে। সে জন্তুটিকে রাখবে না হয় ফেরত দিয়ে দেবে– ফেরতের সময় এক সা (আড়াই কেজির মতো) খেজুরও দিতে হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

শব্দার্থ : لَا تُصَرُّوْا - পালানে দুধ আটকিয়ে রাখবে না, بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ - দু'টির একটি ইখতিয়ার দ্বারা, يَحْلُبُ - দোহন করাবে, اَمْسَكَهَا - সেটা রেখে দিবে, رَدَّهَا - সেটা ফেরত দিবে, تَمْرٌ - খেজুর।

وَلِمُسْلِمٍ : فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِىُّ : وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ قَالَ الْبُخَارِىُّ: وَالتَّمْرُ اَكْثَرُ.

মুসলিমে আছে, ক্রেতা তিন দিন পর্যন্ত (ফেরতের) সুযোগ পাবে। (মুসলিম (হাদীস একাডেমী-১৫২৪), (ইসলামিক সেন্টার- ৩৬৭৩) আর অন্য হাদীসে, মুআল্লাকরূপে বুখারীতেও উল্লেখ আছে, এক সা' খাদ্যদ্রব্য দেবে– সাদা গম নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, এক্ষেত্রে অধিকাংশই খেজুরের উল্লেখ রয়েছে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৪৮; আধুনিক প্রকাশনী-২০০০)]

٨٣٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.

৮৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ওয়াল বা স্তনে দুধ বন্ধ রাখা ছাগল ক্রয় করবে সে যদি ঐ ছাগল তার মালিককে ফেরত দেয় তবে ছাগল ফেরতের সঙ্গে এক সা' (খাদ্যদ্রব্য) যেন ফেরত দেয়।

[সহীহ হাদীসটি মাওকূফ, বুখারী; তাওহীদ প্রকাশনী-২১৮৯; আধুনিক প্রকাশনী-২০০১; ইসমাঈলীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে "এক সা" খেজুরও দেবে।]

শব্দার্থ : مُحَفَّلَةٌ - ওলানে দুধ আবদ্ধ করা পশু।

٨٣٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (رضى) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ " مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ" السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَقَالَ : اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ .

৮৩৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা 'খাদ্য-ঢেরীর' পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর হাত তাতে প্রবেশ করালেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলে কিছু আর্দ্রতা অনুভূত হল। তারপর তিনি বললেন : হে খাদ্য বিক্রেতা এ আবার কি? লোকটি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে। তিনি বললেন : 'ঐ ভেজা অংশটাকে উপরে রাখলে না কেন?– যাতে লোক তা দেখতে পেত। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে (কেনা-বেচা করে) সে তো আমার দলভুক্ত নয়।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০২; ইসলামিক সেন্টার- ৯২]

শব্দার্থ : صُبْرَةٌ - স্তুপ, بَلَلٌ - ভিজা, غَشَّ - গোপন করল, ধোঁকা দিলো, نَالَ - পেল, اَصَابِعُ আঙ্গুলসমূহ, طَعَامٌ - খাদ্যশস্য।

٨٣٨. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتّٰى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلٰى بَصِيْرَةٍ.

৮৩৮. আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আঙ্গুর পাড়ার মৌসুমে বিক্রয় না করে যে ব্যক্তি মদ তৈরিকারকদের কাছে বিক্রয় করার জন্য আঙ্গুরকে গুদামজাত করে রাখে তবে সে জেনে-বুঝেই বলপূর্বক দোযখে প্রবেশ করে। [মাওযূ : তাবারানী আওসাতে এটি বর্ণনা করেছেন। মাজমাউল বাহরাইন ১৯৮৪; আবূ হাতিম 'ইলালে ১/৩৮৯, ১১৬৩; বলেন। হাদীসটি মিথ্যা বাতিল। ইমাম যাহাবী মীযান কিতাবে বলেছেন: এটি মাওযূ']

শব্দার্থ : حَبَسَ - আটকিয়ে রাখল, اَلْعِنَبُ - আঙ্গুর, اَيَّامُ الْقِطَافِ - কাটা বা পাড়বার মৌসুম, خَمْرٌ - মদ, تَقَحَّمَ - প্রবেশ করল, عَلٰى بَصِيْرَةٍ - জেনে বুঝে।

٨٣٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

৮৩৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : আমদানির উপর অধিকার জিম্মাদারীর উপর ন্যস্ত (ক্ষয় ক্ষতির জন্য যিনি দায়ী থাকেন তিনি ফায়দা ভোগ করার অধিকারী হবেন)। [হাসান : আবূ দাউদ ৩৫০৮; নাসায়ী হাদীস ৪৪৯০; তিরমিযী হাদীস ১২৮৫, ১২৮৬; ইবনে মাজাহ হাদীস ২২৪২; আহমদ ৬/৪৯, ১৬১, ২০৮, ২৩৭; ইবনুল জারূদ ৬২৭, ইবনে হিব্বান ১২৫, হাকিম ২/১৫]

শব্দার্থ : اَلْخَرَاجُ - উৎপাদন বা লাভ, اَلضَّمَانُ - জিম্মাদারী।

ব্যাখ্যা : ক্ষয়-ক্ষতির জন্য যিনি দায়ী থাকেন তিনি উপসত্ত্ব ভোগ করার অধিকারী হবেন।

٨٤٠. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِيْ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ.

৮৪০. উরওয়াহা আল-বারিকী (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ তাঁকে একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল কেনার জন্য একটি দিনার দিয়েছিলেন। উক্ত সাহাবী তা দিয়ে দুটি ছাগল ক্রয়-করলেন। তারপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল তা হতে বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর খুশি হয়ে তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য প্রর্থনা করেন। এরপর হতে উক্ত সাহাবী (উরওয়াহ্) যদি মাটিও কিনতেন তবে তাতেও তিনি অবশ্য লাভবান হতেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস ৩৩৮৪; তিরমিযী ১২৫৮; ইবনে মাজাহ ২৪০২; আহমদ ৪/৩৭৫; ইমাম বুখারী হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৬৪২; আধুনিক প্রকাশনী-৩৩৭১]

শব্দার্থ : اَعْطَى - দিলো বা দান করল, اُضْحِيَّةٌ - কুরবানীর পশু।

٨٤١. وَاَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا : مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ

৮৪১. ইমাম তিরমিযী এর পৃষ্ঠপোষকরূপে হাকিম ইবনে হিযামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [য'ঈফ : তিরমিযী হাদীস ১২৫৭]

শব্দার্থ : شَاهِدٌ - সাক্ষী বা পৃষ্ঠপোষক।

٨٤٢. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِيْ ضُرُوْعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ اٰبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.

৮৪২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ জন্তুর পেটের বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত কিনতে। যে দুধ পশুর স্তনে আছে তা ক্রয় করতে, পলাতক দাস ক্রয় করতে, বন্টন হওয়ার পূর্বে গনিমাতের (ধর্মযুদ্ধলব্ধ) সম্পদ ক্রয় করতে, আর সদকার সম্পদ আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ডুবুরীর একদফা ডুবার উপরেই কোন বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

[য'ঈফ ইবনে মাজাহ ২১৯৬: দারাকুত্বনী ৩/৪৪/১৫]

শব্দার্থ : شِرَاءٌ - ক্রয় করা, اَلْاَنْعَامُ - চতুষ্পদ প্রাণী, تَضَعُ - প্রসব করবে, ضُرُوْعُ - পশুর স্তন, اَبِقٌ - পলায়নকারী, اَلْمَغَانِمُ - গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, اَلْغَائِصُ - ডুবুরী, ضَرْبَةٌ - একবার।

নোট : হাদীসে شِرَاءٌ শব্দটি ক্রয় বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমনটি بَيْع শব্দটি উভয় অর্থে ব্যহৃত হয় তবে بَيْع শব্দটি বিক্রয় অর্থে অধিক ব্যবহৃত ও شِرَاءٌ শব্দটি ক্রয় অর্থে অধিক ব্যবহৃত। অবশ্য এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহার যোগ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ বরং বিক্রয় অর্থটিই গ্রহণ করা অধিক উত্তম হবে।

٨٤٣. وَعَنْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ.

৮৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন : মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করবে না– কেননা এটা একটা ধোঁকা বিশেষ। [য'ঈফ : আহমদ; (৩৬৭৬)]

শব্দার্থ : اَلسَّمَكُ - মাছ।

٨٤٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتّٰى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوْفٌ عَلٰى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٍ فِىْ ضَرْعٍ.

৮৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে, পশুর শরীরে পশম থাকা অবস্থায় এবং দুধ স্তনে থাকালীন তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করছেন। [তাবারানীর বরাতে মাজামাউল বাহরাইন, ২০০০; দারাকুত্বনী ৩/১৪-১৫; মারাসিল আবূ দাউদ ১৮২; 'ইকরামার বরাতে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক। সুনানুল বায়হাক্বী ৫/৩৪০]

শব্দার্থ : تُطْعَمُ - খাওয়া যায় বা খাওয়ার উপযোগী, صُوْفٌ - পশুর পশম, ظَهْرٌ - পিঠ।

٨٤٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ، وَالْمَلَاقِيْحِ .

৮৪৫. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ মাযামীন (মাদী জন্তুর পেটের বাচ্চা) ও মালাকীহ নরের পিঠের বীর্য (নসল সূত্র) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [য'ঈফ বাযযার ১২৬৭; [য'ঈফ : বায্যার ১২৬৭]

٨٧٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا، اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ اَخَذَهَا يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا، اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

৮৭৭. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ফেরত দেয়ার নিয়তে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে তা ফেরত প্রদানের তাওফীক (সঙ্গতি) দান করেন, আর যে তা ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দেন (আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য থাকায় আল্লাহ্ তাকে পরিশোধ করার তাওফিক দেন না)।

(সুবুলুস সালাম) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৩৮৭; আধুনিক প্রকাশনী-২২১২]

শব্দার্থ : يُرِيْدُ - ইচ্ছা করে, اِتْلاَفٌ - নষ্ট করা বা ধ্বংস করা, اَتْلَفَ - সে ধ্বংস করল।

٨٧٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْبَعَثْتَ اِلَيْهِ، فَاَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيْئَةٍ اِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ. فَامْتَنَعَ.

৮৭৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! অমুক (ইয়াহুদী) লোকের কাপড় সিরিয়া থেকে এসেছে, আপনি পেরে উঠলে তার দাম দিয়ে দেবেন এ কথার উপর দু'খানা কাপড় ধারে নিতে যদি লোক প্রেরণ করতেন, ফলে তিনি তার নিকটে লোক পাঠালেন কিন্তু সে তা দিল না। [সহীহ হাকিম ২/২৩-২৪, নাসায়ী ৪৬২৮, তিরমিযী হাদীস ১২১৩]

শব্দার্থ : بَزٌّ - এক প্রকার কাপড়, لَوْ بَعَثْتَ - যদি আপনি পাঠাতেন, مَيْسَرَةٍ - সহজ হওয়া বা সক্ষম হওয়া, اِمْتَنَعَ - অস্বীকার করল, বিরত থাকল।

٨٧٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

৮৭৯. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রেহেনে রাখা অবস্থায় খরচের বিনিময়ে পশুর উপর সাওয়ার হওয়া যায়। এরূপ পশুর দুধ পান করা যায়– তার খরচের বিনিময়ে। যে সওয়ার হবে আর যে দুধ পান করবে তাকে ঐ পশুর খরচ বহন করতে হবে।

[সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫১২; আধু : প্র: ২৩৩০]

শব্দার্থ : يُرْكَبُ - আরোহণ করা যাবে, مَرْهُوْنًا বন্ধক বা আবদ্ধ, الدَّرُّ - স্তন, ওলান, পালান।

৮৮০. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

৮৮০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রেহেনে বেঁধে রাখা বস্তু সামগ্রী থেকে তার মালিককে বঞ্চিত করা যাবে না। লাভ যা হবে– তার হবে এবং লোকসানও তাকেই বরণ করে নিতে হবে।

[মারফু হিসেবে হাদীসটি য'ঈফ : দারাকুত্বনী ৩/৩৩, হাকিম ২/৫১, মারাসীল আবূ দাউদ ১৮৭ ও অন্যান্যদের মতে হাদীসটি মুরসাল।]

শব্দার্থ : لَايُغْلَقُ - বঞ্চিত করা যাবে না, الرَّهْنُ - বন্ধকী বস্তু, غُنْمٌ - লাভ, غُرْمٌ - ক্ষতি বা ব্যয়।

ব্যাখ্যা : রেহেনে বাঁধা রাখা জন্তু বা বস্তুর উপসত্ত্ব ভোগ করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সহীহ মূলে এরূপ বস্তু বা জন্তুর উৎপাদন, সংরক্ষণ প্রতিপালনের দায়িত্ব যদি মুরতাহেন (বাঁধা যার কাছে থাকে) বহন করে তবে তার লভ্যাংশও সেই মুরতাহেনই ভোগ করবে। অবশ্যই মূল সত্ত্ব মালিকেরই বিদ্যমান থাকবে এছাড়া উভয় পক্ষের দ্বারা উপসত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য কিছু ঠিক করা হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপাররূপে বৈধ হবে।

৮৮১. وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ لَا اَجِدُ اِلَّا خِيَارًا. قَالَ : اَعْطِهِ اِيَّاهُ، فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

৮৮১. আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটা বাছুর (অল্প বয়সের) উট ধার নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর নিকটে যাকাতের উট এসে গেলে তিনি আবূ রাফি'কে ঐ আকৃতির অল্প বয়সের একটি উট দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। আবূ রাফি' বলেন : আমি ভালো উট ছাড়া পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তাকে ভালো উটটি দিয়ে দাও। কারণ লোকদের মধ্যে অবশ্য ঐ ব্যক্তিই উত্তম যিনি ঋণ পরিশোধে উত্তম।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬০০, ইসলামিক সেন্টার-৩৯৬২]

শব্দার্থ : اِسْتَسْلَفَ - ধার নিলো, بَكْرٌ - উঠতি বয়সের উট, خِيَارٌ - উত্তম, قَضَاءٌ - পরিশোধ বা বকেয়া আদায়।

٨٨٢. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا.

৮৮২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লাভ বা উপসত্ত্ব লাভের (ওয়াসিলা হয়) এরূপ সমস্ত কর্জই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। হাদীসটিকে হারিস ইবনে আবু উসামা বর্ণনা করেছেন; এর সনদ সাক্বিত (নিম্নস্তরের)। [অত্যন্ত দুর্বল : তালখীস ৩/৩৪]

শব্দার্থ : قَرْضٌ - কর্জ বা ধার, جَرَّ - টেনে আনল, مَنْفَعَةً - লাভ, رِبًا - সুদ।

ব্যাখ্যা : অত্র বুলুগুল মারামের সংকলক তাঁর তালখীসুল হাবীব নামক গ্রন্থে হাদীসটি ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরায় আছে বলে উল্লেখ করেছেন। বুখারীতে অত্র পরিচ্ছেদে হাদীসটি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত: এটা তাঁর স্মরণ বিভ্রাটজনিত। –মিসরীয় ছাপা সুবুলুস সালাম ৩য়, পৃষ্ঠা ৫৩।

٨٨٣. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ .

৮৮৩. ফুযালাহ্ ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। বায়হাক্বীতে একটি দুর্বল হাদীস এ হাদীসটির শাহিদ (পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থক হাদীস) রয়েছে।

[য'ঈফ বায়হাক্বী ৫/৩৫০]

٨٨٤. وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

৮৮৪. এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বুখারীতে একটা মাওকূফ হাদীস রয়েছে। [মাওকূফ : বুখারী, (তাওহীদ প্রকাশনী-৩৮১৪; আধুনিক প্রকাশনী-৩৫৩২]

٦. بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالْحَجْرِ

৬. অনুচ্ছেদ : দেউলিয়া ঘোষণা ও কর্তৃত্ব বিলোপ

আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব হওয়া ও সরকারি হস্তক্ষেপ দ্বারা কারো স্বীয় সম্পত্তির মালিকানা রহিত হওয়া। (অনুবাদক)

٨٨٥. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ-

৮৮৫. আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কেউ তার ধারে বিক্রিত মাল নি:স্ব হয়ে গেছে এমন লোকের (ক্রেতার) নিকটে অক্ষত অবস্থায় পায় তবে বিক্রেতাই ঐ মালের অধিকারী অন্যের থেকে বেশি হবে। (বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারবে।)

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪০২; আধুনিক প্রকাশনী-২২২৭) মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৫৯; ইসলামিক সেন্টার-৩৮৪১]

শব্দার্থ : اَدْرَكَ - সে পেল, بِعَيْنِهِ - হুবহু, اَفْلَسَ - নিঃস্ব হয়ে গেছে, দেউলিয়া হয়ে গেছে।

٨٨٦. وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَمَالِكٌ : مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ : اَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَاَفْلَسَ الَّذِيْ ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ، وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِىْ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

৮৮৬. ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম মালিক উক্ত আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রা)-এর থেকে মুরসালরূপে এরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি কোন বস্তু (ধারে) বিক্রয় করল, তারপর ক্রেতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল, অথচ বিক্রেতা

তার মূল্য হিসেবে কিছুই গ্রহণ করেনি- যদি ঐ বিক্রিত বস্তুটি পূর্বাবস্থায়ই থেকে থাকে তবে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর বেশি হাকদার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি ক্রেতা মৃত্যুবরণ করে থাকে তবে বিক্রেতা অন্যান্য মহাজনদের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। [আবূ দাঊদ হাদীস-৩৫২২]

ইমাম বায়হাকী একে মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন ও ইমাম আবূ দাউদের অভিমতের অনুকূলে হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল বলেছেন। [বায়হাক্বী ৬/৪৭]

শব্দার্থ : اِبْتَاعَهُ - সে তা ক্রয় করেছে, لَمْ يَقْبِضْ - সে গ্রহণ করেনি, صَاحِبُ الْمَتَاعِ - পণ্যের মালিক, أُسْوَةٌ - সমান সমান, সমপর্যায়, اَلْغُرَمَاءَ - পাওনাদার, ঋণী, ঋণগ্রস্ত।

৮৮৭. وَرَوَى اَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ : اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اَفْلَسَ، فَقَالَ : لَاَقْضِيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْلَسَ اَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ.

৮৮৭. আর উমর ইবনে খালদাহ্ থেকে আবূ দাউদে ও ইবনে মাজায় বর্ণিত। আমরা আমাদের এক নি:স্ব বন্ধুর ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকটে আগমন করলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালা মোতাবেক ফায়সালা দেব। (তা হচ্ছে) যে ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু ক্রয় করার পর তার মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই নি:স্ব হয়ে যায় অথবা মৃত্যুবরণ করে, আর বিক্রেতা তার ঐ মাল ঠিকভাবে পেয়ে যায়, তবে সে ঐ বস্তুর সর্বাপেক্ষা বেশি হাকদার হবে। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ অত্র হাদীসের মৃত্যুর উল্লেখ সংযোজিত অংশটুকুকে যঈফ বা দূর্বল বলেছেন। [এ হাদীসটির সনদ দুর্বল : আবূ দাউদ হাদীস-৩৫২৩, ইবনে মাজাহ্ ৯২৩৬০, হাকিম ২/৫০]

শব্দার্থ : لَاَقْضِيَنَّ - অবশ্যই আমি ফায়সালা দিব।

٨٨٨. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

৮৮৮. আম্‌র তাঁর পিতা শারীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করার অপরাধ তার সম্মানহানি ও শাস্তি প্রাপ্তিকে জায়েয করে দেয়। [হাসান : বুখারী মু'আল্লাক হিসেবে ৫/৬৬, আবূ দাউদ মাওসুল হিসেবে ৩৬২৮, নাসায়ী ৩৬৮৯,৪৯৯০; ইবনে মাজাহ,-৯৩৬২৭; ইবনে হিব্বান ৯১১৬৪; ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।]

শব্দার্থ : لَيٌّ - টাল-বাহানা বা গরিমসি বা বিলম্ব করা, اَلْوَاجِدُ - ধনী, عُقُوْبَةٌ - শাস্তি, عِرْضُهُ - তার সম্মানহানী।

٨٨٩. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ.

৮৮৯. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জমানায় কোন এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তার কর্জভার বৃদ্ধি পায় ও নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সদকা (সাহায্য) দেয়ার জন্য আদেশ দেন। লোকেরা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করল কিন্তু ঐ সাহায্যের পরিমাণ কর্জ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার মতো হল না। রাসূলূল্লাহ্ ﷺ তার পাওনাদারদেরকে বললেন : যা পাচ্ছ তা নাও, এর বেশি আর তোমাদের জন্য হবে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৫৬, ইসলামিক সেন্টার-৩৮৩৬]

শব্দার্থ : كَثُرَ - বেড়ে গেল, وَفَاءٌ - পূর্ণ হওয়া বা পূর্ণ করা, وَجَدْتُمْ - তোমার পেয়েছে।

٨٩٠. وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيْهِ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

৮৯০. মালিক (রা)-এর পুত্র কা'ব তার পিতা মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম ﷺ (তাঁর প্রিয় সাহাবী) মু'আয (রা)-এর মালের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, আর তাঁর ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তাঁর মাল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। [মারফু হিসেবে য'ঈফ মুরসাল হিসেবে সহীহ]

শব্দার্থ : حَجَرَ - নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল।

৮৯১. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِى، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِىْ -

৮৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ১৪ বছর বয়সে উহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তার অনুমতি প্রদান করেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধে ১৫ বছর বয়সে আমাকে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করা হলে তিনি আমাকে এর অনুমতি দান করেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৬৪; আধুনিক প্রকাশনী-২৪৭২; মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮৬৮; ইসলামিক সেন্টার-৪৭৮৬]

বায়হাক্বীতে রয়েছে, আমাকে অনুমতি দেননি আর আমাকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেননি। ইবনে খুযায়মাহ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

[সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৭০৮; বায়হাক্বীতে হাদীসটি পাওয়া যায়নি।]

শব্দার্থ : عُرِضْتُ - আমাকে পেশ করা হলো, لَمْ يُجِزْنِىْ - আমাকে অনুমতি দেননি।

৮৯২. وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ (رضى) قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّىَ سَبِيْلُهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّىَ سَبِيْلِىْ.

৮৯২. আতীইয়াতুল কুরায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বানু কুরাইযার (সামরিক শাস্তির) ঘটনাকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমাদেরকে উপস্থিত করা হয়, তাতে যে সব যুবকের (গুপ্ত স্থানের) পশম উঠেছিল তাদেরকে (অপরাধী ধরে) হত্যা করা হল আর যাদের তা উঠেনি তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া

হয়। আমার সে সময় তা উঠেনি বলে আমাকে (নাবালিগ ধরে) অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। [সহীহ আবূ দাউদ, হাদীস-৪৪০-৪, ৪৪০৫; নাসায়ী কুবরা-৫/১৮৫, তিরমিযী হাদীস-১৫৮৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৫৪১, আহ্‌মদ ৪/৩১০, ইবনে হিব্বান-৪৭৬০, হাকিম ৯২/১২২৩]

শব্দার্থ : اَنْبَتَ - লোম গজিয়েছে, خُلِّيَ - ছেড়ে দেয়া হলো।

ব্যাখ্যা : বালেগ হওয়ার চিহ্ন হিসেবে উক্ত বিশেষ স্থানের লোম উদ্‌গমকে ধরা হয়েছে। বালেগ হওয়ার পর মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব অর্পনযোগ্য ধরা হবে তার আগে নয়।

٨٩٣. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَجُوْزُ لِامْرَاَةٍ عَطِيَّةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَفِىْ لَفْظٍ : لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ اَمْرٌ فِىْ مَالِهَا، اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا،

৮৯৩. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা) তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মহিলার জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন দান করা জায়েয হবে না। অন্য শব্দে এরূপ রয়েছে, কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার মালের হস্তান্তর জায়েয হবে না; যদি তাঁর স্বামী তার ইজ্জত আব্‌রুসহ জীবনযাপনের দায়িত্ব বহন করেন। [সহীহ আহ্‌মদ ২/১৭৯,১৮৪, আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৪৭১, নাসায়ী হাদীস-৩৭৫৭, ইবনে হিব্বান-২৩৮৮, হাকিম-২/৪৭]

শব্দার্থ : عَطِيَّةٌ - দান, اِذْنٌ - অনুমতি, زَوْجُهَا - তার স্বামী।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের আলোকে স্বামীর অধিনস্থ কোন মহিলার জন্য (পরিমিত দান খয়রাত ও নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত বড় ধরনের) সম্পদের হস্তন্তর জায়েয হবে না, এছাড়া ইসলামে কোন মহিলাকে বিবাহের আকর্ষণ হিসেবে মহিলার সম্পদকেউ গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং স্ত্রীর সম্পদ সংরক্ষণ করার অধিকার স্বামীরও রয়েছে।

٨٩٤. وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ (الْهِلَالِيِّ) (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِاَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى

يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَى مِنْ قَوْمِهٖ : لَقَدْ اَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ.

৮৯৪. ক্বাবীসাহ ইবনে মুখারিক্ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাওয়াল (ভিক্ষা) করা তিন শ্রেণীর লোকের জন্য জায়েয, ১. যে ব্যক্তি কোন জিম্মাদারীতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আদায় করা পর্যন্ত তারপর তা থেকে বিরত থাকবে। ২. কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ কোন দুর্যোগের কবলে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার জন্য সাওয়াল করা জায়েয হবে তার জীবন ধারণের সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত। ৩. অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তি যার অনাহারে থাকার পক্ষে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তিনজন জ্ঞানী লোক সাক্ষী প্রদান করবেন, তবে তার জন্য সাওয়াল করা জায়েয হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৪৪, ইসলামিক সেন্টার ২২৭৩, আবু দাউদ হাদীস-১৬৪০, ইবনে খুযায়মাহ হাদীস-২৩৬১, ইবনে হিব্বান ৫/১৬৮]

শব্দার্থ : اَلْمَسْاَلَةُ - সাওয়াল করা বা ভিক্ষা করা, لَاتَحِلُّ - বৈধ নয়, تَحَمَّلَ - বহন করেছে, حَمَالَةٌ - জিম্মাদারী, قِوَامٌ مِنْ عَيْشٍ - জীবন-যাপনের সামর্থ্য অর্জন করা, فَاقَةٌ - দুর্ভিক্ষ বা অভাব, ذَوِى الْحِجَى - বুদ্ধি সম্পন্ন লোক বা জ্ঞানী লোক।

٧. بَابُ الصُّلْحِ

৭. অনুচ্ছেদ : আপোষ মীমাংসা

٨٩٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَ اَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ اَحَلَّ حَرَامًا.

৮৯৫. আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে আপোষ-মীমাংসা করা একটি বৈধ কাজ। তবে যে আপোষ-মীমাংসা হালালকে হারাম করে ও হারামকে হালাল করে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় শর্তাদী পালনেও বাধ্য, তবে ঐ শর্ত পালনে বাধ্য নয় যা হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল হিসেবে সাব্যস্ত করে।

[সুনানে তিরমিযী হাদীস ১৩৫২, তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন : তবে মুহাদ্দিসগণ তার একথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এটি কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণনা, আর তিনি একজন দুর্বল রাবী। মনে হয় তিনি এর সনদের আধিক্যের কারণে একে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

শব্দার্থ : اَلصُّلْحُ - আপোস বা মীমাংসা, حَرَّمَ - হারাম করে, اَحَلَّ - হালাল করে।

٨٩٦. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৮৯৬. ইবনে হিব্বান আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন। [হাসান : ইবনে হিব্বান হাদীস-১১৯৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৯৪]

٨٩٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضى) مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ.

৮৯৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "কোন প্রতিবেশী (মুসলিম) যেন তার প্রতিবেশী ভাইকে তার দেয়ালে কাঠ বা বাঁশ গাড়তে দিতে বাধা প্রদান না করে।" তারপর আবূ হুরায়রা (রা) ক্ষোভ ভরে বলেন : আমি তোমাদেরকে এতে অন্য মত পোষণ করতে দেখছি কেন? আল্লাহ্র কসম করে বলছি আমি এটা তোমাদের কাঁধে অবশ্যই চাপিয়ে দিব। (তোমরা যাতে করে এ হাদীসের শিক্ষার অনুরূপ আচরণ প্রতিবেশীর প্রতি কর তার ব্যবস্থা নেব।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪৬৩, আধুনিক প্রকাশনী-২২৮৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬০৯, ইসলামিক সেন্টার-৩৯৮৪]

শব্দার্থ : يَغْرِزَ - গাড়বে, خَشَبَةً - কাঠ, বাঁশ, جِدَارٌ -দেয়াল, مُعْرِضِيْنَ - ভিন্নমত পোষনকারী, لَاَرْمِيَنَّ - অবশ্যই আমি নিক্ষেপ করব, চাপিয়ে দিব, اَكْتَافِكُمْ - তোমাদের কাঁধসমূহ।

٨٩٨. وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ اَنْ يَاْخُذَ عَصَا اَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

৮৯৮. আবূ হুমাইদাআ'স সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন লোকের পক্ষে এরূপ ব্যবহার বৈধ হবে না যে, সে তার ভাই-এর মনকে ব্যথিত করে তার লাঠি (সামান্য বস্তু) গ্রহণ করে।

[সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস-১১৬৬, হাকিমে এটি উল্লেখ নেই]

শব্দার্থ : عَصَا - লাঠি, طِيْبِ نَفْسٍ - সন্তুষ্টচিত্তে, بِغَيْرِ - ব্যতীত।

ব্যাখ্যা : কারো প্রতি কোন অন্যায় দাবি আদায় করা ঠিক নয়, যদিও তা সামান্য হয়। আপোষ মীমাংসায় ন্যায্য দাবির মধ্যে ইতরবিশেষ করতে হলে হকদারের রাজী করেই তা করতে হবে।

٢. بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

৮. অনুচ্ছেদ : অপর ব্যক্তির উপর ঋণ ন্যস্ত করা ও কোন বস্তুর যামীন হওয়া

٨٩٩. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضی) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَاِذَا اُتْبِعُ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

৮৯৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা এক প্রকার যুলুম বা অত্যাচার। আর যখন তোমাদের কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির উপর সোপর্দ করে (পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করে তখন) সে যেন তা আপোষে মেনে নেয়।

[সহীহ : বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২২৮৭, আধুনিক একাডেমী-২১২৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৬৪, ইসলামিক সেন্টার-৩৮৫৬, আহ্মদের বর্ণনাতে শব্দটি এভাবে ''ফাল ইয়াহ্তাল' এসেছে অর্থ একই। আহ্মদ ২/৪৬৩]

শব্দার্থ : اَلْحَوَالَةُ - ন্যস্ত করা, اَلضَّمَانُ - জিম্মাদার হওয়া, مَطْلٌ - বিলম্ব করা বা টাল-বাহানা করা, اُتْبِعَ - অনুসরণ করতে বলা হয় বা হাওয়ালাহ্ করা হয়, مَلِیٌّ - ধনী।

٩٠٠. وَعَنْ جَابِرٍ (رضی) قَالَ : تُوُفِّیَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ اَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا : تُصَلِّیْ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ : اَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا :

دِيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُوْ قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ : اَلدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُحِقَّ الْغَرِيْمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

৯০০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কোন একজন সাহাবী ইন্তিকাল করায় আমরা তাঁর গোসল দিলাম, খুশবু লাগিয়ে কাফন পরিহিত করলাম। তারপর তাঁর লাশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত করলাম। আমরা বললাম, জানাযা সালাত পড়াবেন? তিনি দু'এক পা এগিয়ে এসে বললেন : তাঁর কি কোন ঋণ আছে? আমরা বললাম : দু'টি দিনার (ঋণ আছে)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে গেলেন। ফলে আবূ ক্বাতাদাহ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দুটি ঋণ পরিশোধের জিম্মা নিলেন। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে আগমন করলাম, আবূ কাতাদা বলেন : আমার জিম্মায় ঐ দিনার দু'টি রইল। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: তাহলে ঋণদাতার হক্ব এবারে সাব্যস্ত হল (তুমি করজদার হলে) ও মৃতব্যক্তি ঋণ থেকে রেহাই পেল তো? কাতাদাহ উত্তরে বললেন : জি-হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত সাহাবীর জানাযার সালাত পড়ালেন। [সহীহ আহ্মদ ৩/৩৩০; আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৪৩, নাসায়ী, হাদীস-১৯৬০, ইবনে হিব্বান-৩০৬৪]

শব্দার্থ : حَنَّطْنَاهُ - আমরা তাকে খুশবু লাগালাম, كَفَّنَّا - আমরা পরালাম, خَطَا - পা ফেলল বা অগ্রসর হলো, خُطَى - কয়েক কদম, اِنْصَرَفَ - ফিরে গেল, تَحَمَّلَ - বহন করল বা জিম্মাদার হলো, عَلَيَّ - আমার উপর বা আমার জিম্মায়, بَرِئَ - মুক্ত হলো, اَلْغَرِيْمَ - পাওনাদার, حَقَّ - সাব্যস্ত হলো।

٩٠١. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ : صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ.

৯০১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে জানাযার জন্য কোন করজদার মৃতকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আর কি কোন ঋণ পরিশোধ করার মতো পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে? যদি সেরূপ আছে বলে বর্ণনা করা হতো তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সালাত পড়। যখন আল্লাহ তাঁর হাতে বহু স্থান বিজয় লাভ করালেন। তখন তিনি বললেন : আমি মু'মিনদের প্রতি তাদের থেকে বেশি সহানুভূতিশীল-ফলে যে ঋণ রেখে মারা যাবে তার ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত থাকল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২৯৮, আধুনিক প্রকাশনী-২১৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬১৯, ইসলামিক সেন্টার-৪০১১]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এভাবে আছে, "যে মারা যাবে আর ঋণ শোধের মতো কিছু রেখে না যাবে তার ঋণ আমার উপর ন্যস্ত হবে।"

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৩১, (আধুনিক প্রকাশনী-৬২৬৩]

শব্দার্থ : اَلْمُتَوَفَّى - মৃত ব্যক্তি, اَلدَّيْنُ - ঋণ, يُؤْتَى بِ - নিয়ে আসা হয়, قَضَاءٌ - পরিশোধ বা পরিশোধযোগ্য সম্পদ, حُدِّثَ - বর্ণনা করা হলো, أَوْلَى - অধিক নিকটবর্তী, عَلَيَّ قَضَاؤُهُ - তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার।

٩٠٢. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ.

৯০২. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা) তাঁর নিজ সনদে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হদ্-এর ব্যাপারে কোনরূপ জিম্মাদারী নেই।

[মুনকার : বায়হাক্বী ৬/৭৭]

শব্দার্থ : كَفَالَةٌ - জিম্মাদারী, حَدٌّ - শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি।

٩. بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

৯. অনুচ্ছেদ : ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ ও উকিল নিয়োগ করা

٩٠٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

৯০৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যতক্ষণ দু'জন অংশীদার ব্যবসায়ে তারা একে অপরের সাথে খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে তৃতীয় শরীক হিসেবে বিরাজ করি (তাদের সহযোগিতা করতে থাকি)। আর যখন তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে খিয়ানাত করে তথা বিশ্বাসঘাতক, তখন আমি তাদের মধ্য হতে খারিজ হয়ে যাই (তারা আমার সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়)। [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৮৩, হাকিম-২/৫২]

শব্দার্থ : ثَالِثٌ - তৃতীয়জন, اَلشَّرِيْكَيْنِ - দু' অংশীদার, لَمْ يَخُنْ - খিয়ানাত করেনি, خَانَ - সে খিয়ানাত করল।

٩٠٤. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الْمَخْزُوْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِيْ وَشَرِيْكِيْ.

৯০৪. সায়িব মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নবী হওয়ার আগে তাঁর সাথে ব্যবসায়ে অংশীদার ছিলেন। তারপর তিনি (মাখযূমী) মক্কা বিজয় দিবসে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মারহাবা হে আমার ভাই! আমার অংশীদার বলে স্বাগত জানালেন। [হাসান : আহমদ ৩/৪২৫, আবূ দাউদ হাদীস ৪৮৩৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৮৭; এখানে উল্লেখিত শব্দ আহমদের।]

শব্দার্থ : قَبْلَ الْبِعْثَةِ - নুবূওয়াতের পূর্বে, مَرْحَبًا - স্বাগতম।

٩٠٥. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ.

৯০৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি, আম্মার ও সা'দ (রা) বদ্‌র যুদ্ধে প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে সকলে অংশীদার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। [য'ঈফ : নাসায়ী, হাদীস-৩৯৩৭, আবূ দাউদ হাদীস-৩৩৮৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৮৮]

শব্দার্থ : اِشْتَرَكْتُ - আমি অংশীদার হলাম, نُصِيْبُ - আমরা পাব।

٩٠٦. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا.

৯০৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খাইবারে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলাম। তারপর নবী করীম ﷺ-এর নিকটে আসলাম। তিনি (আমাকে) বললেন : যখন তুমি খাইবারে আমার উকিলের নিকটে গমন করবে তখন তুমি তার নিকট থেকে পনেরো 'ওয়াসাক' (খেজুর) নিয়ে নেবে। [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-৩৬৩৩]

শব্দার্থ : اَرَدْتُ - আমি ইচ্ছা করলাম, اَلْخُرُوْجُ - বের হওয়া, وَكِيْلِىْ - আমার প্রতিনিধি।

٩٠٧. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِىْ لَهُ اُضْحِيَّةً.

৯০৭. উরওয়াহ বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে একটি দিনার দিয়ে তাঁর জন্য কুরবানীর পশু ক্রয় করতে প্রেরণ করেছিলেন। [সহীহ দেখুন হাদীস নং ৮২০]

٩٠٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ.

৯০৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-কে সাদকাহ (যাকাত) উসূল করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৬৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৭৪]

٩٠٩. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ، وَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِىَ.

৯০৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন এবং আলী (রা)-কে অবশিষ্ট (৩৭টি) জবেহ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-২৮১৫, আহমদ: ২/৩১৪]

শব্দার্থ : نَحَرَ - সে নাহার করল, يَذْبَحُ - যাবাহ করবে।

٩١٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ قِصَّةِ الْعَسِيْفِ. قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

৯১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যভিচারীর ঘটনায় নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে উনাইস! তুমি ঐ রমণীর নিকটে সকালে যাও, যদি সে ব্যভিচারের কথা নিজে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করে এসো (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৩১৪, ২৩১৫; আধুনিক প্রকাশনী-২১৪৭; মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার- ৪২৮৭]

শব্দার্থ : اَلْعَسِيْفُ - (ব্যভিচারী) চাকর, وَاغْدُ - তুমি সকালে যাবে, اِعْتَرَفَتْ - সে অস্বীকার করল।

١٠. بَابُ الإِقْرَارِ

১০. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তির বিবরণ

٩١١. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا.

৯১১. আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তুমি সত্য বলবে যদিও তা অপ্রিয়ও হয়। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। [সহীহ ইবনে হিব্বান ৩৬১, ৪৪৯]

শব্দার্থ : قُلْ - তুমি বলো, مُرٌّ - তিক্ত, অপ্রিয়।

١١. بَابُ الْعَارِيَةِ

১১. অনুচ্ছেদ : অন্যের বস্তু থেকে সাময়িকভাবে উপকার লাভ করা

(নিজের প্রয়োজন মেটাতে ফেরত দেয়ার শর্তে কারো বস্তু সাময়িকভাবে গ্রহণ করা)

٩١٢. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَهُ.

৯১২. সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ধার হিসেবে গৃহীত বস্তু ফেরত না দেয়া পর্যন্ত গ্রহীতা তার (ক্ষয়-ক্ষতির) জন্য দায়ী থাকবে। [য'ঈফ: আহ্মদ ৯২/৮/১২,১৩; আবূ দাউদ হাদীস ৩৫৬১; নাসায়ী কুবরা ৩/৩১১; তিরমিযী হাদীস-১২৬৬; ইবনে মাজাহ ২৪০০; হাকিম-২/৪৭]

শব্দার্থ : عَلَى الْيَدِ - হাতের উপর, গ্রহীতার উপর, أَخَذَتْ - গ্রহণ করেছে, تُؤَدِّيْ - আদায় করবে, ফেরত দিবে।

৯১৩. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلٰى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

৯১৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমার কাছে আমানত হিসেবে রাখা বস্তু আমানত দাতাকে ফেরত দাও, আর তোমার সাথে খিয়ানত করে এমন লোকের সাথে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৩৫, তিরমিযী হাদীস-১২৬৪; যদিও আবূ হাতেম আরবাযী এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।]

শব্দার্থ : أَدِّ - আদায় করো, দিয়ে দাও, ফেরত দাও, ائْتَمَنَكَ - তোমার নিকট আমানাত রেখেছে, গচ্ছিত রেখেছে, لَاتَخُنْ - তুমি খিয়ানাত করবে না, خَانَكَ - তোমার সাথে খিয়ানাত করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

৯১৪. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِيْ فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ.

৯১৪. ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে বলেছিলেন : যখন আমার দূতগণ (প্রেরিত লোকগণ) তোমার কাছে উপস্থিত হবে তখন তুমি তাদেরকে ৩০টি বর্ম প্রদান করবে। আমি তাঁকে বললাম : তা কি ক্ষতিপূরণের দায়িত্বযুক্ত সাময়িক ঋণ বিশেষ না পরিশোধ্যযোগ্য ধার মাত্র? তিনি উত্তরে বললেন : পরিশোধীয় ধারস্বরূপ। [সহীহ আহমদ ৪/২২২; আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৬৬; নাসায়ী কুবরা ৩/৪০৯; ইবনে হিব্বান-৯১১৭৩]

শব্দার্থ : رُسُلٌ - দূতগণ, دِرْعًا - বর্ম বা জামা, عَارِيَةٌ - কর্জ বা ঋণ, مَضْمُوْنَةٌ - দায়িত্বযুক্ত বা জিম্মাযুক্ত, مُؤَدَّاةٌ - আদায়যোগ্য বা পরিশোধযোগ্য।

٩١٥. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوْعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ : أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ.

৯১৫. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট থেকে হুনাইন যুদ্ধের সময় কিছু বর্ম ধার হিসেবে নিয়েছিলেন, ফলে সাফওয়ান তাঁকে বললেন : হে মুহাম্মদ! এটাকি জবরদস্তিভাবে নেয়া হল? তিনি বললেন : না, ক্ষতিপূরণ দায়যুক্ত ফেরত দেয়ার শর্তে নেয়া হলো।
[সহীহ আহমদ ৩/৪০১; আবূ দাউদ হাদীস ৩৫৬২; নাসায়ী কুবরা ৩/৪১০]

শব্দার্থ : اِسْتَعَارَ - ধার নিলেন, غَصْبٌ - জবর দখল বা জোর পূর্বক নেয়া।

٩١٦. وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيْفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ.

৯১৬. ইমাম হাকিম এর একটি দুর্বল পৃষ্ঠপোষক হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। [য'ঈফ : হাকিম ২৪৭]

١٢. بَابُ الْغَصْبِ

১২. অনুচ্ছেদ : অন্যায়ভাবে বলপূর্বক কিছু অধিকার আদায় করা

٩١٧. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

৯১৭. সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘৎ পরিমাণ কারো জমি দখল করে নিবে তার ঘাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেবেন (অর্থাৎ অপমানজনক অতি কঠোর শাস্তি তাকে দেয়া হবে)। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী- ৩১৯৮; আধুনিক প্রকাশনী-২৯৫৭; মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬১০; ইসলামিক সেন্টার-৩৯৮৬]

শব্দার্থ : اِقْتَطَعَ - কেটে নিলো বা দখল করল, شِبْرٌ - এক বিঘত, طَوَّقَ - ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলো, سَبْعُ اَرْضِيْنَ - সাত স্তর জমিন।

৯১৮. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ. وَقَالَ : كُلُوْا وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ لِلرَّسُوْلِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ، وَزَادَ : فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ طَعَامٌ بِطَعَامٍ- وَاِنَاءٌ بِاِنَاءٍ.

৯১৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকটে ছিলেন, অন্য একজন উম্মুল মু'মিনীন [যায়নাব (রা)] তাঁর খাদিমকে দিয়ে এক পেয়ালা খাবার পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্ত স্ত্রী স্বহস্তে আঘাত করে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাঙ্গা পেয়ালাটাকে মিলিত করে তাতেই খাদ্য রেখে সাহাবীদের খাবার খেতে বললেন এবং উক্ত খাদিমকে দিয়ে ভালো একটি পেয়ালা (ভাঙ্গাটির বদলে) পাঠিয়ে দিলেন। আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি রেখে দিলেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৪৮১; আধুনিক প্রকাশনী-২৩০২]

ইমাম তিরমিযী আয়েশা (রা)-কে ভঙ্গকারিণী বলে উল্লেখ করেছেন, আর তিনি আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছিলেন. "খাবার নষ্ট করলে খাবার ও পাত্র নষ্ট করলে তার পরিবর্তে পাত্র (জরিমানাস্বরূপ)"।

[সহীহ তিরমিযী-১৩৫৯]

শব্দার্থ : قَصْعَةٌ - পেয়ালা বা পাত্র, كَسَرَتْ - ভেঙ্গে ফেলল, ضَمَّ - মিলাল বা জোড়া দিলো, جَعَلَ - রাখল, دَفَعَ - দিলো বা পাঠাল, اَلصَّحِيْحَةُ - ভাল, حَبَسَ - রেখে দিলো, اَلْمَكْسُوْرَةُ - ভাঙ্গা পাত্র।

৯১৯. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

৯১৯. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ব্যতীত আবাদ করবে তার জন্য কোন শস্য প্রাপ্য হবে না সে কেবল খরচ পাবে।
[সহীহ আহ্মদ ৩/১৪১, আবূ দাউদ হাদীস-৩৪০৩, তিরমিযী হাদীস-১৩৬৬]

বলা হয়ে থাকে ইমাম বুখারী এটি দুর্বল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন। [মাআলিম খাত্তাবী (৯৩/৮২), ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি এ হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস।]

শব্দার্থ : زَرَعَ - চাষ করল, আবাদ করল, نَفَقَتُهُ তার খরচ।

٩٢٠. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضى) قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ، وَقَالَ : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

৯২০. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন এক সাহাবী বললেন : দুজন লোকের সামনে একখণ্ড জমির বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হয়েছিল; তাদের একজনের জমিতে অন্যজন খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির মালিককে জমি প্রদান করেছিলেন, আর গাছ রোপণকারীকে তার গাছ উঠিয়ে নিতে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন অত্যাচারী ঘামের (পরিশ্রমের) জন্য কোন হাক্ব (দাবি) সাব্যস্ত নয়। [সহীহ আবূ দাউদ, হাদীস-৩০৭৪]

শব্দার্থ : اِخْتَصَمَا - দু'জনে বিচারপ্রার্থী হলো, غَرَسَ - রোপন করল, عَرَقٌ ظَالِمٍ - অত্যাচারী পরিশ্রম।

٩٢١. وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ. وَاخْتُلِفَ فِىْ وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِىْ تَعْيِيْنِ صَحَابِيِّهِ.

৯২১. আসহাবে সুনানে সাঈদ' ইবনে যায়েদ (রা) থেকে উরওয়াহ কর্তৃক শেষাংশ বর্ণিত হয়েছে এর মাউসূল ও মুরসাল (যুক্ত ও ছিন্ন সূত্র) এবং সাহাবী নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

৯২২. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا.

৯২২. আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কুরবানী দিবসে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেন : তোমাদের (পক্ষে) খুন (প্রাণনাশ) সম্পদ (গ্রাস করা) এবং সম্মানহানি করা তোমাদের পরস্পরের প্রতি অবৈধ করা হল যে রকম হারাম রয়েছে অদ্যকার দিবসে, এ মাসেও এ শহরে। (পরস্পরের জীবন ও সম্পদ বিনাশ করা ও হরণ করা হারাম করা হল)। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭) (আধুনিক প্রকাশনী-৬৭; মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৭৯; ইসলামিক সেন্টার-৪২৩৬]

শব্দার্থ : اَعْرَاضَكُمْ - তোমাদের সম্মান, حَرَامٌ - হারাম বা সম্মানিত।

১৩. بَابُ الشُّفْعَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ : শুফ'আহ্ বা অন্যের পূর্বে ক্রয়ের অধিকারের বিবরণ

কারো সম্পত্তির হস্তান্তর তার শরিকদারের ব্যথার কারণ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এহেন সুষ্ঠু ও সুমধুর সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের কাম্য। এই মর্মে ইসলামে শুফআর আইন তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করছে। (অনুবাদক)

৯২৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

৯২৩. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেসব বস্তুর বণ্টন সম্পন্ন হয়নি এরূপ বস্তুর জন্য শুফ'আর ফয়সালা জারী করেছিলেন। কিন্তু যখন শরীকানা জমির সীমা নির্ধারিত হয় ও পথ (গমনাগমনের নিকাশ)-এর গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া হয় তখন তাতে শুফআ (বাকি) থাকে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২৫৭, তাওহীদ প্রকাশনী-২০৯৮]

শব্দার্থ : اَلشُّفْعَةُ - প্রোমোশন, কারো ক্রয়কৃত জমিতে তার অনুমতি ছাড়াই অন্যের তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার, لَمْ يُقْسَمْ - বণ্টিত হয়নি, وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ - সীমা নির্ধারিত হয়, صُرِّفَتِ الطُّرُقُ - রাস্তা পরিবর্তন করা হয়।

٩٢٤. وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : اَلشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شِرْكٍ : اَرْضٍ، اَوْ رَبْعٍ، اَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يَعْرِضَ عَلٰى شَرِيْكِهِ. وَفِىْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ : قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯২৪. মুসলিমের বর্ণনায় আছে, শুফ্'আ প্রত্যেক অংশ বিশিষ্ট বস্তুতে রয়েছে, তা জমি হোক, বাড়ি হোক বা প্রাচীরবেষ্টিত বাগ-বাগিচা হোক। এগুলো তার শারীকদারকে বিক্রয় করার প্রস্তাব না দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করা উচিত নয়। [সহীহ : মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬০৮, ইসলামিক সেন্টার-৩৯৮৩; তাহাবীর বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ সকল বস্তুতেই শুফ্'আর বিধান জারী করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য) শারহুল মা'আনী ৪/১২৬]

শব্দার্থ : رَبْعٌ - ঘরবাড়ী, حَائِطٌ - বাগান, দেয়াল, يَعْرِضُ - পেশ করবে, প্রস্তাব দিবে।

٩٢٥. وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِصَقَبِهِ.

৯২৫. আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘরের প্রতিবেশী শুফ্'আর হাক্বদার বেশি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা রয়েছে।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২২৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-২০৯৮]

শব্দার্থ : جَارٌ - প্রতিবেশী, اَلدَّارُ - ঘর বা বাড়ী।

ব্যাখ্যা : ঘটনাটি এই–সাহাবী আবু রাফে' যায়েদকে এ বলে প্রস্তাব দিলেন–'আপনার গন্ডীর মধ্যে আমার দুটি ঘর রয়েছে, আপনি খরিদ করে নিন।' উত্তরে সায়াদ বললেন, চার শো দিনারের বেশি মূল্য নিতে আমি রাজী নই। এটি শুনে আবু রাফে' (রা) বল-লেন: –সুব্হানাল্লাহ, আমি ঐ দুটি ঘর খরিদ করেছি নগদ পাঁচ শো দীনারে আর আপনি

তার কম মূল্যে তা কিনতে চাইছেন। মহানবী ﷺ কর্তৃক শোফার আইন মান্য করার নির্দেশ না থাকলে আমি আপনার নিকট তা বিক্রয়ই করতাম না।

٩٢٦. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ.

৯২৬. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশরাদ করেছেন : বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ির (ক্রয়ের) বেশি হাক্বদার। [য'ঈফ: নাসায়ী কুবরা ৪/৬৯; আবূ দাউদ হাদীস ৩৫১৭; তিরমিযী হাদীস-১৩৬৮; ইবনে হিব্বান হাদীস ১১৫৩]

শব্দার্থ : اَحَقُّ - অধিক হক্বদার, صَقَبٌ - ক্রয় করার অধিকার।

٩٢٧. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

৯২৭. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিবেশী অন্যের থেকে তার শুফ্'আর হক্বদার অনেক বেশি, যদি উভয়ের পথ এক হয় তবে প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য (বিক্রয়কারী) প্রতিবেশীকে তার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (তাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না।) [সহীহ আহ্মদ ৯৩/৩০৩; আবূ দাউদ হাদীস ৩৫১৮; নাসায়ী কুবরা তুহফার বরাতে ৯২/২২৯; তিরমিযী হাদীস ১৩৬৯; ইবনে মাজাহ হাদীস ২৪৯৪]

শব্দার্থ : يُنْتَظَرُ - অপেক্ষা করা হবে।

٩٢٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : শুফ'আর হক্ব উট বাঁধা রশি খুলে ফেলার অনুরূপ স্থলনশীল হয়।
[অত্যন্ত দুর্বল ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫০০]

শব্দার্থ : حَلٌّ - খুলে ফেলা, اَلْعِقَالُ - উট বাঁধার রশি।

١٤. بَابُ الْقِرَاضِ

১৪. অনুচ্ছেদ : লভ্যাংশের বিনিময়ে কারবার

٩٢٩. عَنْ صُهَيْبٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ.

৯২৯. সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি বিষয়ে বারাকাত (কল্যাণ) রয়েছে ক. একটা সীমিত সময়ের জন্য মাল ক্রয়-বিক্রয় করা। ২. যৌথভাবে (শ্রম ও পুঁজি সংযোগে) কারবার করা। ৩. বাড়িতে ব্যবহারের জন্য গমে যব মেশান, বিক্রয়ের জন্য নহে।

[য'ঈফ : ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৮৯]

শব্দার্থ : اَلْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ - বাকীতে বিক্রি করা।

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ اِذَا اَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً : اَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِيْ فِيْ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِيْ بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِيْ بَطْنِ مَسِيْلٍ، فَاِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِيْ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ : اَنَّهُ عَمِلَ فِيْ مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلٰى اَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যৌথভাবে কারবার করার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মাল দিলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো জারি করতেন। পশু ও কাঁচা অস্থায়ী মালে আমার পুঁজি লাগাবে না, আমার মাল সামুদ্রিক যানে চাপাবে না, কোন প্লাবনভূমিতে তা নিয়ে রাখবে না। যদি তুমি এরূপ কিছু কর তবে তুমি আমার মালের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

[দারাকুত্বনী মজবুত সনদে বর্ণনা করেছেন। দারাকুত্বনী ৩/৬৩]

ইমাম মালিক (রহ) আলা ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে মুআত্তায় ইরশাদ করেছেন : আলা ইবনে আবদুর রহমানের দাদা উসমান (রা)-এর মাল নিয়ে লাভ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার শর্তে কারবার করেছিলেন। এ হাদীস মাওকূফ সূত্রে সহীহ। [মুয়াত্তা মালিক ২/৬৮৮]

١٥. بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْاِجَارَةِ

১৫. অনুচ্ছেদ : বর্গাচাষ ও জমি ইজারা দেয়া

ফলবান বৃক্ষের তত্ত্বাবধান, প্রতিপালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ফলের একটা নির্দিষ্ট অংশ বা পারিশ্রমিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে 'মুসাকাত' বলে। –সুবুল: দ্র:।

٩٣١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، اَوْ زَرْعٍ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا : فَسَالُوْا اَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوْا بِهَا، حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

وَلِمُسْلِمٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَفَعَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

৯৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবারে ইয়াহূদীদের সাথে উৎপন্নের অর্ধেক ফল ও শস্য প্রদানের শর্তে জমি ও খেজুর গাছের আবাদ সংক্রান্ত চুক্তি করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৩২৯; আধুনিক প্রকাশনী ২১৬১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৫৫১]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমীপে এ প্রস্তাব পেশ করল, তারা উৎপন্ন পণ্যের অর্ধেক গ্রহণের বিনিময়ে যত দিন নিজ ব্যয়ে কৃষি কাজ যথারীতিভাবে সম্পন্ন করতে থাকবে ততদিন তাদেরকে সেখানে অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : যত দিন

আমরা এ শর্তে রাখার ইচ্ছা রাখব ততদিন তোমাদেরকে আমরা অবস্থানের সুযোগ দিলাম। এরপর উমর (রা) কর্তৃক দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করেছিল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৩৩৮, আধুনিক প্রকাশনী-২১৭০, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৫৫১, ইসলামীক সেন্টার ৩৮২২]

মুসলিমে আছে, উৎপন্ন ফল ও শস্যের আধাআধি তথা অর্ধেকের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে সেখানকার খেজুর বাগান ও আবাদী জমি তাদের নিজ ব্যয়ে আবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৫১, ইসলামীক সেন্টার ৩৮২১

শব্দার্থ : اَلْمُسَاقَاةُ - ফসলের বিনিময়ে জমিতে সেচ দেয়া, اَلْاِجَارَةُ - জমি ভাড়া দেয়া, شَطْرٌ - অর্ধেক বা অংশবিশেষ, اَنْ يُقِرَّهُمْ - তাদেরকে অবস্থানের সুযোগ দিবে, اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا - তারা নিজ ব্যয়ে সেটাতে কাজ করবে, اَجْلَاهُمْ - তাদের বিতাড়িত করল, دَفَعَ - দিলো বা অর্পণ করল, نَخْلَ خَيْبَرَ - খায়বারের খেজুর বাগান, يَعْتَمِلُوْهَا - তারা তাতে কাজ করবে।

٩٣٢. وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ (رضى) قَالَ : سَاَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ (رضى) عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ : لَا بَاْسَ بِهِ، اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلَّا هٰذَا، فَذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَاَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلَا بَاْسَ بِهِ. وَفِيْهِ بَيَانٌ لِمَا اُجْمِلَ فِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ اِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ .

৯৩২. হান্‌যালাহ্ ইবনে ক্বাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাফি' ইবনে খাদীজ (রা)-কে সোনা ও রূপার বিনিময়ে জমি ইজারার বৈধতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি (সাহাবী রাফি') বলেন, এতে কোন অপরাধ নেই।

লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জমানায় পানি প্রবাহের স্থলে বা অববাহিকায় নহর ও নালার পাড়ের আর কোন ক্ষেতের অংশ বিশেষের বিনিময়ে ঠিকার লেনদেন করত। এসবের কোনোটি ধ্বংস হয়ে যেত আর কোনোটি ঠিক থাকত। আর লোকদের জন্য এ সময় এরূপ জমি ইজারা ছাড়া অন্য কোনোরূপ ইজারা থাকত না। এ (অনিশ্চিত অবস্থায়) এরূপ ঠিকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঠোরতা প্রদর্শন করে বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন)। কিন্তু যা নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও জিম্মাদারী-যোগ্য তাতে ঠিকা দেয়ার ব্যবস্থায় কোন অপরাধ বা পাপ নেই। জমি ইজারা দেওয়া সংক্রান্ত সাধারণ নিষেধে যে অস্পষ্টতা রয়েছে উক্ত হাদীসটি তার সুষ্ঠ বিবরণ স্বরূপ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৪৭; ইসলামীক সেন্টার ৩৮০৭]

শব্দার্থ : كِـرَاءُ الْاَرْضِ - জমি ভাড়া দেয়া, يُؤَاجِرُوْنَ - তারা ভাড়া দিত, اَلْـمَاذِيَانَات - পানি প্রবাহের স্থল, اَقْبَالِ الْـجَدَاوِلِ নালার পাশে, يَـهْلِكُ - নষ্ট হয় বা ধ্বংস হয়, يَسْلَمُ - নিরাপদ থাকে, زَجَرَ - ধমকালো, شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ - নির্দিষ্ট বস্তু, مَضْمُوْنٌ - জিম্মায় বা জিম্মাদার যোগ্য।

٩٣٣. وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَاَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ.

৯৩৩. সাবিত ইবনে যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কৃষিভিত্তিক উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে মালিকানা ও শ্রম ভিত্তিক শরীয়তের ভিত্তিতে চাষআবাদের ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঠিকা প্রদানের আদেশ প্রদান করেছেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৪৯, ইসলামীক সেন্টার-৩৮১১]

শব্দার্থ : اَلْمُزَارَعَةُ - ভাগ চাষ, اَلْمُؤَاجَرَةُ - ঠিক দেয়া বা ভাড়া দেয়া।

ব্যাখ্যা : এ নিষেধাজ্ঞা প্রাথমিক যুগে অপছন্দমূলকভাবে ছিল—হারামমূলকভাবে নয়। অথবা অনিশ্চিত পরিস্থিতিমূলক যা, তাই হারাম, বাকি হালাল বা বৈধ বলে গণ্য হবে।

٩٣٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّهُ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَعْطَى الَّذِىْ حَجَمَهُ اَجْرَهُ- وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

৯৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিঙ্গা দাতাকে তার মজুরি প্রদান করেছিলেন। এ কাজের মজুরি অবৈধ হলে

তিনি তা প্রদান করতেন না। (শিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করা হয়)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১০৩, আধুনিক প্রকাশনী-১৯৫৭]

শব্দার্থ : اِحْتَجَمَ - শিঙ্গা লাগল বা রক্ত মোক্ষম করল, اَعْطَى - সে দিলো, حَجَمَ - রক্ত মোক্ষনের কাজ করল।

٩٣٥. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ.

৯৩৫. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শিংঙ্গা লাগানোর রোজগার নোংরা বস্তু।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৬৮, ইসলামীক সেন্টার-৩৮৬৬]

শব্দার্থ : خَبِيْثٌ - নোংরা, كَسْبٌ - উপার্জন।

ব্যাখ্যা : এ কাজটি যদি ভলেন্টারীমূলক হওয়া সত্ত্বেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হয়। এ দিক থেকে তা অনুৎকৃষ্ট ধরা হয়েছে।

٩٣٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا، فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ.

৯৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তিন শ্রেণীর লোকের ওপর শেষ বিচারের দিন অভিযোগ উত্থাপন করব, ১. আমার নামে অঙ্গীকার করার পর যে তা ভঙ্গ করল, ২. স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে যে তার মূল্য ভক্ষণ করল, ৩. কোন লোককে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিল অথচ তার মজুরি পরিশোধ করল না। [হাসান বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২২২৭, আধুনিক প্রকাশনী ২০৭০]

শব্দার্থ : خَصْمٌ - বাদী বা অভিযোগকারী, غَدَرَ - ভঙ্গ করল বা বিশ্বাসঘাতকতা করল, اِسْتَاْجَرَ - শ্রমিক নিয়োগ করল, اَجِيْرٌ -শ্রমিক, اَجْرٌ - পারিশ্রমিক।

৯৩৭. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللّٰهِ.

৯৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা যে কাজে মজুরি গ্রহণ কর, তার মধ্যে কুরআনের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা বেশি ন্যায্য।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৭৩৭, আধুনিক প্রকাশনী ৫৩৭১]

ব্যাখ্যা : কুরআন শিক্ষা দানের পরিশ্রম যেহেতু সর্বাধিক মর্যাদাবান ও পবিত্র তাই সে পরিশ্রমের বিনিময় ততটা নায্য ও হক। কুরআনের ওপর আমল করে মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিদান লাভের হকদার হয়ে থাকে এবং সে বড় হকদারও বটে। অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারা চিকিৎসার বিনিময়ে মাত্র মজুরি গ্রহণ চলে।—অনুবাদক।

ইমাম শাফেয়ী ও আরো কিছু আলেম কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণের বৈধতা এ হাদীস হতে প্রমাণ করে থাকেন।—উর্দু টীকা দ্র:।

৯৩৮. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهٗ .

৯৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার আগেই মজুরি প্রদান কর।

[সমার্থক হাদীস থাকায় এটি সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-২৪৪৩]

শব্দার্থ : يَجِفُّ - শুকিয়ে যায়, عَرَقٌ - ঘাম।

৯৩৯، ৯৪০. وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عِنْدَ اَبِىْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِىْ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِىْ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

৯৩৯, ৯৪০. আবূ ইয়া'লা ও বায়হাকীতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আর তাবারানীতে জাবির (রা) থেকে এ ব্যাপারে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ঐগুলো সবই জয়ীফ তথা দুর্বল হাদীস।

[বায়হাক্বী ৬/১২১ সনদ হাসান, আবূ ইয়া'লা ৬৬৮২, ত্বাবারানী সাগীর ৯৩৪]

৯৪১. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنِ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهٗ اُجْرَتَهٗ .

৯৪১. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করবে সে যেন তার পারিশ্রমিক সমার্পন করে দেয়। [যঈফ : মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৮/২৩৫, হাদীস নং ১৫০২৩, বায়হাক্বী ৬/১২০]

শব্দার্থ : يُسَلِّمُ - প্রদান করবে, নির্ধারণ করবে, أُجْرَةٌ - পারিশ্রমিক।

١٦. بَابُ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

১৬. অনুচ্ছেদ : অনাবাদী জমির আবাদ

٩٤٢. عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لاَحَدٍ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضٰى بِهٖ عُمَرُ فِىْ خِلاَفَتِهٖ.

৯৪২. উরওয়াহ্ কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত মালিকবিহীন জমি আবাদ করবে সেই ব্যক্তি ঐ জমির হকদার হবে। উরওয়াহ্ বলেন : এরূপ ফায়সালা উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে দিয়েছেন। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৩৩৫, আধুনিক প্রকাশনী-২১৬৭]

শব্দার্থ : اِحْيَاءٌ - আবাদ করা, اَلْمَوَاتُ - অনাবাদী জমিন।

٩٤٣. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ.

৯৪৩. সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন ব্যক্তি অনাবাদী মৃত জমিতে আবাদ করবে সে ব্যক্তিই ঐ জমির অধিকারী হবে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস ১৩৭৮, ১৩৭৯]

এটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। তবে বর্ণনাকারী 'সাহাবী' নির্ণয় সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে, কেউ বলেছেন জাবির (রা), কেউ বলেছেন আয়েশা (রা), কেউ বলেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা), তবে জাবির হওয়ার অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।

শব্দার্থ : مَنْ - যে ব্যক্তি, اَحْيَا - আবাদ করল, اَرْضٌ مَيْتَةٌ - আবাদী জমি, عَمَّرَ - সে আবাদ করল।

٩٤٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ (رضى) اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا حِمٰى اِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'ব ইবনে জাস্‌সামা লাইসী (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোন চারণভূমি সংরক্ষণ করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ছাড়া অন্যের অধিকারভূক্ত নয়।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৩৭০, আধুনিক প্রকাশনী-২১৯৭]

শব্দার্থ : حِمَى - সংরক্ষণ করা, প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, لِ - জন।

٩٤٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

৯৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কারো ক্ষতি সাধন করা যাবে না আর কোন রকম ক্ষতি সহ্য করা হবে না। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস ২৩৪১]

শব্দার্থ : ضَرَرٌ - ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ক্ষতি করা।

٩٤٦. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِى الْمُوَطَّا مُرْسَلٌ.

৯৪৬. ইবনে মাজায় আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ রয়েছে। আর এটা মুআত্তায় মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়েছে। [মুয়াত্ত মালিক-২/৭৪৫]

٩٤٧. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِىَ لَهُ.

৯৪৭. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন (লা-ওয়ারিস) জায়গাকে প্রাচীরবেষ্টিত করে নেবে ঐ স্থান তারই হবে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস ৩০৭৭, ইবনুল জারূদ ১০১৫]

٩٤٨. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ.

৯৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত: নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন কূপ খনন করবে তার জন্য ঐ কূপের সংলগ্ন ৪০ হাত স্থান তার গৃহপালিত পশুর অবস্থান ক্ষেত্ররূপে তার অধিকারভূক্ত হবে।
[হাসান : ইবনে মাজাহ্ ২৪৮৬, হাদীসটির সনদ দুর্বল তবে তার শাহিদ থাকাতে এটি হাসান : আহমদ ২/৪৯৪; আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : حَفَرَ - খনন করল, بِئْرٌ - কূপ, ذِرَاعٌ - গজ বা বাহু, عَطَنٌ - পশুর অবস্থানক্ষেত্র, اَلْمَاشِيَةُ - গৃহপালিত পশু।

٩٤٩. وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ (رضى) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

৯৪৯. আলক্বামাহ ইবনে ওয়ায়িল (রা)-এর পিতা (ওয়ায়িল) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে হায্‌রা মাওতে কিছু জমি জায়গীর স্বরূপ দিয়েছিলেন।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস ৩০৫৮,৩০৫৯; তিরমিযী হাদীস ১৩৮১]

শব্দার্থ : أَقْطَعَ - কেটে, জায়গা স্বরূপ দান করল, حَضْرَمَوْتُ - একটি বিখ্যাত জায়গার নাম।

٩٥٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتّٰى قَامَ، ثُمَّ رَمٰى سَوْطَهُ، فَقَالَ : أَعْطُوْهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

৯৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যুবাইর (রা)-এর জন্য তার ঘোড়ার দৌড়ানোর শেষ সীমা পর্যন্ত জমি দেয়ার কথা বললেন। ফলে তিনি দৌড়ালেন ও তা একস্থানে গিয়ে দাঁড়াল তারপর তার চাবুকখানি নিক্ষেপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবার বলেন : তাকে তাঁর চাবুক নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও। [য'ঈফ : আবূ দাউদ হাদীস-৩০৭২]

শব্দার্থ : حُضْرُ فَرَسٍ - ঘোড় দৌড়ের শেষ সীমা, أَجْرَى - চালাল বা দৌড়াল, رَمٰى - নিক্ষেপ করল, اَلسَّوْطُ - চাবুক।

٩٥١. وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رضى) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلَاثٍ فِى الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

৯৫১. জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, সমস্ত মানুষ তিনটি বস্তুতে সমভাবে শরীক- ঘাস, পানি ও আগুন। [আহ্মদ ৫/৩৬৪, আবূ দাউদ হাদীস-৩৪৭৭]

শব্দার্থ : غَزَوْتُ - আমি যুদ্ধ করেছি, اَلْكَلَاءُ - ঘাস, اَلنَّارُ - আগুন।

١٧. بَابُ الْوَقْفِ

১৭. অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফের বিবরণ

٩٥٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ.

৯৫২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃত্যুর পর মানুষের কর্মবিরতি ঘটে। কিন্তু তিনটি কাজের তা ঘটে না। সদ্কা জারিয়া, উপকৃত হওয়া যায় এমন বিদ্যা, সৎ সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।

[সহীহ্ মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৫৩১, ইসলামীক সেন্টার-৪০৭৬]

শব্দার্থ : اِنْقَطَعَ - বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, يُنْتَفَعُ - উপকৃত হওয়া যায়, صَالِحٌ - সৎ।

٩٥٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَاْمِرُهٗ فِيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ. قَالَ : اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ

بِهَا عُمَرُ، (غَيْرَ) أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوْرَثُ، وَلَا يُوْهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا- غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ، وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

৯৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) খাইবারে এক খণ্ড জমি লাভ করেছিলেন, তারপর তিনি তা আল্লাহ্‌র পথে ওয়াকফ করার উদ্দেশ্যে সৎ পরামর্শ নেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খাইবারে আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আমি মনে করি ঐ জমির মতো উত্তম সম্পদ আর কখনও পাইনি। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মূল জমি খণ্ডকে সংরক্ষণ করতে পার (হস্তান্তর বন্ধ করে)। তা থেকে উৎপাদিত ফসল দান করতে পার; রাবী বলেছেন, উমর (রা) ঐ জমি থেকে দান করতে থাকেন এভাবে যে; ঐ জমির মূল বিক্রয় করা উত্তরাধিকারী হওয়া হেবা করা চলবে না। ফলত : এর উৎপাদিত ফসল দরিদ্রগণের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, দাসত্ব মুক্তিতে, আল্লাহ্‌র রাস্তায়, মুসাফিরের সাহায্যার্থে এবং অতিথি সেবায় ব্যয় করতেন। মুতাওয়াল্লী নিজে খেতে পারবে ও বন্ধুকে খাওয়াতে পারবে যদি সে নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধিকারী না হয়। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ২৭৩৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৫৩৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৩২, ইসলামীক সেন্টার ৪০৭৭; উল্লেখিত শব্দ মুসলিম থেকে সংগৃহীত।]

বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার আসল বস্তুকে ওয়াক্‌ফ করে রাখ, এভাবে যে বিক্রয় করা, হেবা করা চলবে না বরং তার ফল দান খায়রাত করে দিতে হবে।
[বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৭৬৪, আধুনিক প্রকাশনী-১২৫৬১]

শব্দার্থ : يَسْتَأْمِرُ - পরামর্শ চাইল, أَنْفَسُ - অধিক উত্তম, حَبَسْتَ أَصْلَهَا - সেটার মূল আবদ্ধ রাখবে, لَايُبَاعُ - বিক্রি করা যাবে না, لَايُوْرَثُ - উত্তরাধিকার হওয়া যাবে না, لَايُوْهَبُ - দান করা যাবে না, اَلرِّقَابُ - দাসমুক্তি করণ, اَلضَّيْفُ - অতিথি, لَاجُنَاحَ - ক্ষতি নেই, مُتَمَوِّلٌ - মাল জমাকারী।

٩٥٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. وَفِيْهِ : وَاَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتَادَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৯৫৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-কে যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। (তাতে আছে) কিন্তু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ স্বীয় বর্মগুলো ও অস্ত্রসমূহকে আল্লাহর পথে ব্যবহারের জন্য (জিহাদের জন্য) ওয়াক্‌ফ করে রেখেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৪৬৮, আধুনিক প্রকাশনী-১৩৭৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ৯৮৩, ইসলামীক সেন্টার ২১৪৮]

শব্দার্থ : اَدْرَاعٌ - বর্মসমূহ, اَعْتَادٌ - অস্ত্রসমূহ।

١٨. بَابُ الْهِبَةِ وَالْعُمْرٰى وَالرُّقْبٰى

১৮. অনুচ্ছেদ : হিবাহ বা দান, উমরী বা আজীবন দান ও রুক্বা দানের বিবরণ

٩٥٥. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ.

وَفِىْ لَفْظٍ : فَانْطَلَقَ اَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلٰى صَدَقَتِىْ. فَقَالَ : اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ لَا. قَالَ : "اِتَّقُوا اللّٰهَ، وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ" فَرَجَعَ اَبِىْ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ ثُمَّ قَالَ : اَيَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ : بَلٰى . قَالَ : فَلَا اِذَنْ.

৯৫৫. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবী নু'মানের পিতা (বাশীর রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে নিয়ে এসে বললেন : আমি আমার এ পুত্রকে আমার একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এরূপ দান করেছ? সাহাবী বাশীর (রা) বলেন, না, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি (এই দান) ফেরত নিয়ে নাও।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৮৬, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৯৮]

অন্য শব্দে এরূপ আছে, আমার পিতা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হলেন যাতে করে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার প্রত্যেক ছেলের জন্য কি এরূপ দান করেছ? সাহাবী বললেন : না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমার সন্তানদের মধ্যে সমব্যবহার কর। ফলে আমার পিতা (বাশীর (রা) বাড়ি এবং দান) ফেরত নিলেন। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৮৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৯৯, মুসলিম,হাদীস একাডেমী-১৬২৩, ইসলামীক সেন্টার ৪০৩৫]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন : তবে তুমি এর জন্য আমি ছাড়া অন্যকে সাক্ষী করে রাখ। তারপর বললেন : তুমি কি পছন্দ কর যে, তোমার প্রতি তারা (পুত্রগণ) সমভাবে সদ্ব্যবহার করুক। সাহাবী বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তুমি এরূপ করো না।

[মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার ৪০৩৯]

শব্দার্থ : نَحَلْتُ - আমি দান করেছি, اِنْطَلَقَ - চলে গেল বা রওয়ানা করল, يُشْهِدُهُ - তাকে সাক্ষী রাখার জন্য, اِعْدِلُوْا - ন্যায় আচরণ করো বা সমব্যবহার করো, اَشْهِدْ - তুমি সাক্ষী রাখো, اَيَسُرُّكَ - তোমাকে আনন্দ দেয় কী? তোমার পছন্দ হয় কী?, اَلْبِرُّ - সদ্ব্যবহার বা সৎকাজ, سَوَاءٌ - সমান, فَلاَ اِذًا - তাহলে এরূপ করো না।

ব্যাখ্যা : এতে বোঝা যাচ্ছে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন একজনকে বিশেষভাবে কোন বস্তু দান করা একেবারেই নাজায়েয। মুসলিম; আহমদের বর্ণনায় আছে–সাহাবী বাশীর তাঁর স্ত্রীর কথায় এরূপ করেছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে নাকচ করে দিয়েছিলেন।)–মিশরীয় বুলুগুল মারামের টীকা হতে।

٩٥٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، اَلَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ.

৯৫৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিজের দেয়া দান পুনরায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ কুকুরের মতো যে বমি করার পর তা পুনরায় ভক্ষণ করে। [সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৮৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৪০১, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৬২২, ইসলামীক সেন্টার ৪০৩০]

বুখারীর অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে, আমাদের জন্য মন্দ উপমা কাম্য নয় (তবুও) যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে ঐ কুকুরের মতো যে বমি করে তা পুনরায় নিজেই খেয়ে ফেলে।

[সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬২২, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৩০]

শব্দার্থ : اَلْعَائِدُ - প্রত্যাবর্তনকারী,পুনঃগ্রহণকারী, هِبَةٌ - দান, يَقِيءُ - বমি করে, قَيْئٌ - বমি।

٩٥٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا : اِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ.

৯৫৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলিমের জন্য বৈধ হবে না যে, কোন দান করে সে আবার তা ফেরত নেয় কিন্তু পিতা-পুত্রকে দান করার পর তা আবার ফেরত নিতে পারবেন। [সহীহ্ আহমদ-৭২, ৭৮; আবূ দাউদ হাদীস-৩৬৩৯; নাসায়ী হাদীস-৩৬৯০; তিরমিযী হাদীস-২১৩২; ইবনে মাজাহ হাদীস ২৩৭৭; ইবনে হিব্বান হাদীস-৫১০১; হাকিম-৯২/৪৬]

শব্দার্থ : اَلْعَطِيَّةُ - দান, اَلْوَالِدُ - পিতা।

٩٥٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

৯৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৮৫; আধুনিক প্রকাশনী-২৩৯৭]

শব্দার্থ : يَقْبَلُ - গ্রহণ করতেন, يُثِيْبُ - প্রতিদান দেন।

٩٥٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ : رَضِيْتَ؟ قَالَ لَا : فَزَادَهُ، فَقَالَ : رَضِيْتَ قَالَ : لَا فَزَادَهُ . قَالَ : رَضِيْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ.

৯৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ কে কোন লোক একটি উট দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতিদান দিয়ে বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট হলে? সে বলল, না, তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন : সন্তুষ্ট হলে? সে বলল, না। তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন : সন্তুষ্ট হলে? এবারে সে বলল, জী-হ্যাঁ। [সহীহ আহ্মদ-৯৫২, ইবনে হিব্বান-১১৪৬]

শব্দার্থ : رَضِيْتُ - তুমি খুশী হয়েছে, فَزَادَهُ - তাকে বাড়িয়ে দিলো।

٩٦٠. وَعَنْ جَابِرٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرٰى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ . وَلِمُسْلِمٍ : أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِيَ لِلَّذِيْ أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

وَفِيْ لَفْظٍ : إِنَّمَا الْعُمْرٰى الَّتِيْ أَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلٰى صَاحِبِهَا. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : لَا تُرْقِبُوْا وَلَا تُعْمِرُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

৯৬০. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : উম্‌রা প্রকারের দান তারই জন্য সাব্যস্ত হবে যার জন্য তা হেবা করা হয়েছে।
[সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী -২৬২৫, আধুনিক প্রকাশনী২৪৩৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬২৫, ইসলামীক সেন্টার-৪০৪৭]

মুসলিম শরীফে আছে, তোমাদের মাল তোমাদের জন্য রাখ তাকে নষ্ট করে ফেল না। যদি কেউ কাউকে জীবন পর্যন্ত দান করে তবে ঐ দান তার জন্য জীবন ও মরণে তারই জন্য হবে, আর তার মৃত্যুর পর হবে তার সন্তানগণের।
[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬২৫, ইসলামীক সেন্টার-৪০৪৯]

অন্য শব্দে এরূপ এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাত্র সেই প্রকার উমরা (হিবা) করার অনুমতি দিয়েছেন যে হেবায় হেবাকারী বলবে এ দান তোমার জন্য ও তোমার সন্তানদের (ওয়ারিসদের) জন্যও। কিন্তু যদি বলে এ দান তোমার জীবন পর্যন্ত মাত্র। তবে ঐ দান সিদ্ধ না হয়ে মালিকেরই হয়ে থেকে যাবে।

[সহীহ : মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার ৪০৪৫, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আছে, তোমরা রুক্‌বা ও উমরাহ করবে না। যার জন্য কোন কিছু রুক্‌বা বা উমরা করবে তা তার ওয়ারিসদের জন্যও হবে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৫৬, নাসায়ী হাদীস-৩৭৩১]

শব্দার্থ : اَلْعُمْرَى - আজীবন দান, وُهِبَتْ - দান করা হয়েছে, لَا تُفْسِدُوْهَا - তা বিনষ্ট করো না, اَعْمَرَ - আজীবনের জন্য দান করেছে, عَقِبٌ - উত্তরাধিকারী, اَجَازَ - অনুমতি দিয়েছেন, বৈধ করেছেন, لَا تُرْقِبُوْا - অপেক্ষায় রাখবে না।

ব্যাখ্যা : যদি কেউ রুক্‌বা ও উম্‌রা-এ কোন সময় উল্লেখ করে তবে সেই সময় তাকে তা আরিয়া ধারে লওয়ার মধ্যে গণ্য হবে আর যদি কোন সময় বেঁধে না দেয় তবে হেবাস্বরূপ তার স্বত্ব স্থায়ী হয়ে যাবে।– সুবুলুস সালাম।

٩٦١. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَاَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهُ، وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ .

৯৬১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোন ব্যক্তিকে একটি ঘোড়ায় চড়ায়ে ছিলাম আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য (দান করেছিলাম) সে ঐটিকে অচল ও দুর্বল করে ফেলেছিল। আমি ভাবলাম অবশ্য সে ঐটিকে সস্তায় বিক্রয় করে ফেলবে। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন : ওটা তুমি ক্রয় করবে না যদিও তা তোমাকে এক দিরহাম (চার আনায়) দিয়ে দেয় (হাদীসটির আরো অংশ আছে)। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ২৬২৩, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৩১, মুসলিম (হাদীস একাডেমী-১৬২০, ইসলামীক সেন্টার ৪০১৭,৪০১৮]

শব্দার্থ : أَضَاعَ - ধ্বংস করল, দুর্বল করল, নষ্ট করল, ظَنَنْتُ - আমি ধারণা করলাম, بِرُخْصٍ - সস্তায়।

٩٦٢-وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.

৯৬২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: অন্যকে হাদীয়া (উপহার) দাও তাহলে আপোষে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। [হাসান : বুখারী আদাবুল মুফরাদ-৫৯৪, মুসনাদ আবী ইয়া'লা-৬১৪৮]

শব্দার্থ : تَهَادَوْا - একে অন্যকে হাদিয়্যাহ দাও, تَحَابُّوْا - পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

٩٦٣. وَعَنْ أَنَسٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيْمَةَ.

৯৬৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আপোষে উপঢৌকন দিতে থাক, কেননা উপঢৌকন মনের মতান্তর জনিত গ্লানি বিদূরিত করে দেয়। [সনদ দুর্বল : বায্‌বার-১৯৩৭]

শব্দার্থ : تَسُلُّ - দূর করে, اَلسَّخِيْمَةُ - মনের কালিমা বা গ্লানি।

٩٦٤. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

৯৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে মুসলিম রমণীগণ! কখনও কোন প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীর নিকটে উপঢৌকন পাঠানোকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করে- যদিও তা ছাগলের–একখানা খুরই (পায়া) হোক না কেন! [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৫৬৬, আধুনিক প্রকাশনী ২৩৭৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী ১০৩০, ইসলামীক সেন্টার ২২৪৯]

(ভালো খাদ্য দ্রব্য তো প্রতিবেশীকে দিতেই হবে কিন্তু খুব সাধারণ বস্তু দিতেও কোনো অবহেলা করা উচিত নয়।) অথবা উপঢৌকন দানকারী যদি অতি নগণ্য

ব্যক্তিও হয় তার উপঢৌকন ও অতি নগণ্য হয় তবুও তা তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং তা সানন্দে গ্রহণ করতে হবে ও তা উপভোগ সম্ভব না হলে অন্যকে হেবা করে দিতে হবে।

শব্দার্থ : لَا تَحْقِرَنَّ - তুচ্ছ মনে করবে না, فِرْسِنُ شَاةٍ - ছাগলের খুর।

٩٦٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا.

৯৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন হেবা বা দান করে সে তার ওপর বেশি হাক্বদার, যতক্ষণ তার কোন বিনিময় প্রাপ্ত না হয়। [হাদীসটি মারফু হিসেবে সহীহ নয়। হাকিম এটি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ২/৫২, আর মুয়াত্তা মালিক ২/৭৫৪/৪২, মাওকুফ হিসেবে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : وَهَبَ - দান করল, لَمْ يُثَبْ - বিনিময় না দেয়া হয়।

١٩. بَابُ اللُّقَطَةِ

১৯. অনুচ্ছেদ : পড়ে থাকা বস্তু প্রসঙ্গে বিধান

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের আকর, তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। মানব জীবনের প্রতিটি অংশকে এর আলোকে সমভাবে উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম। কিন্তু চাই কেবল তার ঈমান ভিত্তিক সঠিক বাস্তবায়ন।

٩٦٦. عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِى الطَّرِيْقِ، فَقَالَ : لَوْلَا اَنِّى اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَاَكَلْتُهَا.

৯৬৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ পথে পড়ে থাকা কোন একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : যদি এটা সদকার মাল হতে পারে বলে আমার আশঙ্কা না হতো তবে আমি তা অবশ্য খেয়ে নিতাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪৩১, আধুনিক প্রকাশনী ২২৫২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৭১, ইসলামীক সেন্টার-২৩৪৭]

শব্দার্থ : اَخَافُ - আমি ভয় করি বা আশংকা করি, لَاَكَلْتُهَا - আমি অবশ্যই খেতাম।

ব্যাখ্যা : উল্লেখযোগ্য মূল্যের কোন বস্তু বা গৃহপালিত ছোট জীবজন্তু হারানো পাওয়া গেলে তার যথারীতি প্রচার চালাতে হবে। মালিকের কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে নিজের কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু মালিক পরে এসে গেলে ঐ বস্তু বা তার বিনিময় তাকে দিতে হবে।

٩٦٧. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ؟ فَقَالَ : اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيْكَ، أَوْلِلذِّئْبِ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

৯৬৭. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে পতিত (হারানো) বস্তু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ﷺ উত্তরে বললেন : তুমি তার থলে ও বাঁধন চিনে রাখ তারপর তা এক বছর ধরে ঘোষণা দিতে থাক, যদি মালিক এসে যায় ভালো, না হয় তুমি একে ব্যবহার করতে পারবে। লোকটি বলল : হারানো বকরী ভেড়ার কি হবে? তিনি বললেন : তা তোমার অথবা, তোমার ভাই-এর বা নেকড়ের হবে। লোকটি বলল— হারানো উটের কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি রয়েছে? তার তো নিজেরই পানির ও চলাফেরার ব্যবস্থা রয়েছে। সে ঘাটে নেমে পানি পান করবে ও গাছপালা খেতে থাকবে এমন অবস্থার মধ্য দিয়েই তার মালিক তাকে এক সময় পেয়ে যাবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৯১, আধুনিক প্রকাশনী-৯১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭২২, ইসলামীক সেন্টার ৪৩৪৯]

শব্দার্থ : اَللُّقْطَةُ - রাস্তায় পড়ে থাকা মাল বা কুড়িয়ে পাওয়া মাল, اِعْرِفْ - চিনে রাখো, عِفَاصٌ - থলে, وِكَاءٌ - বাঁধন, عَرِّفْهَا - সেটার ঘোষণা দাও, প্রচার কর, ضَالَّةٌ - হারানো বস্তু, اَلذِّئْبُ -নেকড়ে বাঘ, سِقَاؤٌ - পানীয়, حِذَاؤُهَا - তার চলার ব্যবস্থা, تَرِدُ - ঘাটে নামবে, يَلْقَاهَا - তা পেয়ে যাবে, رَبُّهَا - সেটার মালিক।

٩٦٨. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰوٰى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

৯৬৮. উক্ত সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি হারানো পশুকে আশ্রয় দেবে প্রচার না করা পর্যন্ত সে পথভ্রষ্ট (অন্যায়কারী) বলে গণ্য হবে। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭২৫, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৬১]

শব্দার্থ : اَوٰى - জায়গা দিলো, ضَالٌّ - পথভ্রষ্ট, مَالَمْ يُعَرِّفْهَا - যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘোষণা না দিবে।

৯৬৯. وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَوَىْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا، وَاِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ.

৯৬৯. ইয়ায্ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তু পাবে সে যেন নির্ভরযোগ্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী করে রাখবে এবং ঐ বস্তুর পাত্র ও তার বন্ধন (সঠিক পরিচয় লাভের নিদর্শনগুলো) তার স্বীয় অবস্থায় সঠিকভাবে রাখে, তারপর তাকে গোপন বা গায়িব করে না রাখে। তারপর যদি ঐ বস্তুর মালিক এসে যায় তবে সে প্রকৃত হাক্বদার হবে, অন্যথায় তা আল্লাহ্র মাল হিসেবে যাকে তিনি দেন তারই হবে। [সহীহ আহ্মদ-৪./২৬১,২৬২,২৬৭; আবূ দাউদ হাদীস-১৭০৯; নাসায়ী কুবরা ৩/৪১৮; ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫০৫; ইবনে হিব্বান-৯১১৬৯; ইবনুল জারূদ ৬৭১]

শব্দার্থ : رَضِيْتَ - তুমি খুশী হয়েছে, فَزَادَهُ - তাকে আরো বাড়িয়ে দিলো।

৯৭০. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

৯৭০. আব্দুর রাহ্মান ইবনে উসমান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হাজ্জ সমাধানকারীদের পড়ে থাকা কোন বস্তু উঠাতে নিষেধ করেছেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭২৪, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৬০]

শব্দার্থ : اَلْحَاجُّ - হাজী,হাজ্জে গমনকারী।

٩٧١. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُوْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا-

৯৭১. মিক্দাম ইবনে মা'দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর যে, তীক্ষ্ম বড় দাঁতধারী হিংস্র পশু, গৃহপালিত গাধা আর জিম্মীদের পড়ে থাকা কোন মালামাল তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে যদি জিম্মী মালিক সেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে তবে তা আলাদা ব্যাপার। [সহীহ গারীব : আবূ দাউদ হাদীস-৩৮০৪]

শব্দার্থ : ذُوْنَابٍ - তীক্ষ্ণ বড় দাঁতধারী, اَلسِّبَاعُ - হিংস্র পশু, اَلْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ - গৃহপালিত গাধা, مُعَاهِدٌ - যিম্মী, يَسْتَغْنِيْ - অমুখাপেক্ষী হয়, নিষ্প্রয়োজন মনে করে।

ব্যাখ্যা : ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে যিম্মী বলা হয়।

٢٠. بَابُ الْفَرَائِضِ

২০. অনুচ্ছেদ : মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন বিধি

ইসলাম ধর্ম বাস্তব বিধি নিয়মের ধর্ম হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ মৃতের সম্পত্তির উন্নত ও বাস্তবধর্মী বণ্টন ব্যবস্থা। আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম মেয়েরা তাদের পিতার সম্পত্তি হতে আবহমানকাল থেকে বঞ্চিত ছিল। কিছুদিন আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে আইন পাশ করে তাদেরকে পিতার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির হকদার বানান হয়েছে। কিন্তু তবুও তা পুরোপুরিভাবে এখনও বাস্তবধর্মী হতে পারেনি– এ সত্য স্বীকার না করার উপায় নেই। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে কেন্দ্রিক ৪টি কাজ করতে হয়। ১. দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা ২. ঋণ পরিশোধ করা ৩. ওয়াসিয়াত পূরণ করা ৪. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা। (অনুবাদক)

٩٧٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৯৭২. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : নির্দিষ্ট অংশসমূহ তার হাকদারগণকে পৌঁছিয়ে দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ (আসাবা শ্রেণীর) আত্মীয়গণের জন্য নির্ধারিত হবে। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৩২, আধুনিক প্রকাশনী ৬২৬৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬১৫, ইসলামীক সেন্টার-৩৯৯৫]

শব্দার্থ : اَلْفَرَائِضُ - দায় ভাগ বা মৃতের সম্পত্তি বণ্টনবিধি ও নির্দিষ্ট অংশ, اَلْحِقُوْا - মিলিয়ে দাও, দিয়ে দাও, اَهْلُهَا - সেটার হাকদার, مَابَقِىَ - যা অবশিষ্ট থাকে, আছে, اَوْلَى - নিকটবর্তী, رَجُلٌ - পুরুষ।

٩٧٣. وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

৯৭৩. উসামাহ্ ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলমান কোন অমুসলিম (কাফির)-এর এবং কোন কাফির মুসলিমের ওয়ারিশ হতে পারবে না। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৬৪, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৯৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬১৪, ইসলামীক সেন্টার ৩৯৯৪]

শব্দার্থ : لَا يَرِثُ - উত্তরাধিকারী হবে না।

٩٧٤. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) فِىْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَاُخْتٍ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ.

৯৭৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃতের কন্যা, নাতনী ও বোন থাকার অবস্থায় কন্যাকে অর্ধেক, নাতনীকে এক-ষষ্ঠাংশ (উভয়ে মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূরুণার্থে) তারপর অবশিষ্ট বোনের জন্য দেয়ার ফয়সালা করেছেন। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৮৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৬৮]

শব্দার্থ : قَضَى - ফায়সালা করেছেন, لِلاِبْنَةِ - কন্যার জন্য, اَلنِّصْفُ - অর্ধেক, اِبْنَةُ الْاِبْنِ - পুত্রের কন্যা, اَلسُّدُسَ - এক ষষ্ঠাংশ, تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - দু' তৃতীয়াংশ পূরণার্থে, لِلْاُخْتِ - বোনের জন্য।

٩٧٥. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

৯৭৫, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একে অপরের ওয়ারিশ হতে পারবে না।
[হাসান : আহ্‌মদ ৯২/১৭৮, আবূ দাউদ (হাদীস ২৯১১, নাসায়ী কুবরা ৪/৮২,. ইবনে মাজাহ্ হাদীস-২৭৩১, হাকিম উসামা সূত্রে ২/২৪০, নাসায়ী উসামার হাদীসটি উল্লেখিত শব্দে বর্ণনা করেছেন। এটি শাজ।]

শব্দার্থ : لَايَتَوَارَثُ - পরস্পর ওয়ারিস হবে না, أَهْلُ مِلَّتَيْنِ - দু' ভিন্ন ধর্মের লোক।

٩٧٦. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ ابْنَ اِبْنِيْ مَاتَ، فَمَا لِيْ مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ، فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ. فَقَالَ : اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ.

৯৭৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার নাতির মৃত্যু হয়েছে তার মিরাস থেকে আমার জন্য কি হক্ব রয়েছে? তিনি বললেন : এক-ষষ্ঠাংশ, লোকটি ফিরে গেলে আবার তাকে ডেকে বললেন : তোমার জন্য আরো এক-ষষ্ঠাংশ, লোকটি ফিরলে তাকে ডেকে বলে দিলেন এ পরবর্তী ষষ্ঠাংশ তোমার জন্য আসাবারূপে প্রাপ্ত।
[য'ঈফ : আহ্‌মদ (৪/৪২৮-৪২৯) আবূ দাউদ (হাদীস ২৮৯৬) নাসায়ী কুবরা (৪/৭৩), তিরমিযী (হাদীস ২০৯৯), হাদীসটি ইবনে মাজাহতে নেই। হাদীসটি হাসান বসরীর বরাতে ইমরান থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলা উল্লেখ করা যায় যে, হাসান বসরী ইমরানের নিকট থেকে হাদীস শুনেননি।]

শব্দার্থ : مِنْ مِيْرَاثِهِ - তার থেকে উত্তরাধিকার, وَلّٰى - ফিরে গেল, دَعَاهُ - তাকে ডাকল।

٩٧٧. وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، اِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا اُمٌّ.

৯৭৭. বুরাইদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মৃতের মাতা না থাকার অবস্থায় মিরাস থেকে দাদীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২৮৯৫, নাসায়ী কুবরা-৪/৭৩, ইবনুল জারূদ-৯৬০, কামিল ইবনে আদী হাদীস-৪৬৩৭]

শব্দার্থ : اَلْجَدَّةُ - দাদী, নানী, أُمٌّ - মা।

٩٧٨. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

৯৭৮. মিকদাম ইবনে মা'দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার কোন ওয়ারিশ নেই, তার মামা তার ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে। [সহীহ : আহ্মদ ৪/১৩১, ১৩৩; আবূ দাউদ হাদীস ২৮৯৯, ৩৯০০), নাসায়ী কুবরা ৪/৭৬-৭৭, ইবনে মাজাহ হাদীস ২৭৩৮, ইবনে হিব্বান হাদীস ১২২৫, ১২২৬, হাকিম-৪/৩৪৪]

শব্দার্থ : اَلْخَالُ - মামা।

٩٧٩. وَعَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ (رضى) قَالَ : كَتَبَ مَعِىْ عُمَرُ اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰى مَنْ لَا مَوْلٰى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

৯৭৯. আবূ উমামাহ ইবনে সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর (রা) আমাকে দিয়ে আবূ উবাইদাকে লিখে অবগত করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ তার অভিভাবক, আর যার কোন ওয়ারিশ নেই তার মামা তার ওয়ারিশ হবে।
[সহীহ আহ্মদ-১/২৮, ৪৬, নাসায়ী কুবরা ৪/৭৬, তিরমিযী হাদীস-২১০৩, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৭৩৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-১২২৭]

শব্দার্থ : مَوْلٰى - অভিভাবক।

٩٨٠. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

৯৮০. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ভূমিষ্ঠ সন্তান যদি শব্দ করে (আওয়াজ দেয়) তবে তাকে ওয়ারিশ বলে গণ্য করতে হবে। [শাহিদ থাকায় হাদীসটি সহীহ : তিরমিযী (হাদীস ১০৩২) ইবনে মাজাহ (হাদীস

২৭৫০, ২৭৫১) ইবনে হিব্বান (হাদীস ১২২৩) উল্লেখ্য এখানে বর্ণিত শব্দগুলো জাবির (রা) বর্ণিত নয় বরং এটা আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের শব্দ। আরো উল্লেখ থাকে যে, ইমাম আবূ দাউদ জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেননি বরং তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

শব্দার্থ : اِسْتَهَلَّ - চিৎকার করল, اَلْمَوْلُوْدُ - সদ্য ভূমিষ্ট শিশু, وُرِّثَ - ওয়ারিস গণ্য হবে।

٩٨١. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ.

৯৮১. আম্‌র ইবনে শু'আইব তিনি তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। [সহীহ্ ইরওয়া হাদীস-১৬৭১]

শব্দার্থ : اَلْقَاتِلُ - হত্যাকারী, اَلْمِيْرَاثُ - উত্তরাধিকার।

٩٨٢. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا اَحْرَزَ الْوَالِدُ اَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.

৯৮২. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যা মৃতের পিতা ও পুত্র অধিকার লাভ করবে তা আসাবা সূত্রেই প্রাপ্ত হবে যিনিই হোন না কেন।

[হাসান : আবূ দাউদ হাদীস ২৯১৭, নাসায়ী কুবরা ৪/৭৫, ইবনে মাজাহ-২৭৩২]

শব্দার্থ : اَحْرَزَ - অধিকার করল, عَصَبَةً - মৃতের নিকটাত্মীয় পুরুষ।

ব্যাখ্যা : জীবিত অবস্থায় প্রসবিত সন্তানের জানাযা সালাত পড়ার, তাকে ওয়ারিসভুক্ত করার পক্ষেও হাদীসটিকে প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়। তবে তার ক্রন্দন প্রমাণের জন্য ১ জন বা ২ জন যোগ্য সাক্ষী মতান্তরে ৪ জন সাক্ষীর প্রয়োজন আছে। এ হাদীসের গৌনার্থ হতে ধরা হয় সন্তান যদি প্রসবিত হওয়ার সময় না কাঁদে তবে তাকে মৃত ধরা হবে–এবং উপরোক্ত আহকামও তার উপর জারি হবে না।

٩٨٣. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ.

৯৮৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাস মুক্ত করার দ্বারা মুক্ত দাসের 'ওয়ালা' পরিত্যাক্ত সম্পদ মুক্তকারী মনিব এর জন্য যে স্থাপিত হয় তা বংশীয় সম্পদের মতো (স্থায়ী)। মুক্ত দাসের পক্ষ থেকে তা বিক্রয় অযোগ্য এবং দানও করা যায় না। [য'ঈফ : মুসনাদ শাফেয়ী ১২৩২; ইবনে হিব্বান হাদীস-৪৯২৯, হাকিম-৪/২৩১, বাইহাক্বী-১০/২৯২, ইবনে হিব্বান একে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন, আর বায়হাক্বী মা'লূল বলেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْوَلَاءُ - দাস যুক্তকরণ সম্পর্ক, لُحْمَةٌ - সম্পর্কে, كَلُحْمَةِ النَّسَبِ - বংশীয় সম্পর্কের ন্যায়, لَا يُبَاعُ - বিক্রি করা যায় না, لَايُوْهَبُ - দান করা যায় না।

٩٨٤. وَعَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ، عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

৯৮৪. আবূ ক্বিলাবাহ (রাহি) আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) তোমাদের মধ্যে ফারায়িযবিদ্যায় সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। [য'ঈফ]

শব্দার্থ : اَفْرَضُ - ফারায়িয সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।

٢١. بَابُ الْوَصَايَا

২১. অনুচ্ছেদ : ওয়াসীয়াতের বিধান (বিশেষ কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত) যা মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়

٩٨٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِىٍٔ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

৯৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলিমের এটা উচিত নয় যে, কোন ব্যাপারে কোন ওয়াসীয়াত করতে ইচ্ছা পোষণ করার পর লিখিত আকারে কাছে না রেখে দুদিন অতিবাহিত করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৭৩৮, আধুনিক প্রকাশনী ২৫৩৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৬২৭, ইসলামীক সেন্টার ৪০৫৭]

শব্দার্থ : يُوْصِىْ - ওয়াসিয়্যাত করবে, يَبِيْتُ - রাত যাপন করে, مَكْتُوْبَةٌ - লিখিত।

٩٨٦. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ذُوْ مَالٍ، وَّلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ، اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ : لَا قُلْتُ : اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

৯৮৬. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধনী লোক। আমার ওয়ারিশ একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার মালের দুই-তৃতীয়াংশ কি দান করে দেব? তিনি বললেন : না। তারপর আমি বললাম, অর্ধেক দান করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ দান করে দেব? তিনি বললেন : এক-তৃতীয়াংশ দিতে পার তবে এটাই তো বেশি। তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে ধনী রেখে যাবে তা অধিক উত্তম– তাদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাবে তা থেকে আর তারা এ অবস্থায় লোকের কাছে সাহায্যের হাত পেতে বেড়াবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১২৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-১২১০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৬২৮, ইসলামীক সেন্টার ৪০৬২]

শব্দার্থ : ذُوْمَالٍ - সম্পদের মালিক, اَفَاَتَصَدَّقُ - আমি কি সদাকাহ্ করব, شَطْرِهِ - তার অর্ধেক, اَلثُّلُثُ - তৃতীয়াংশ, تَذَرُ - ছেড়ে যাবে, রেখে যাবে, اَغْنِيَاءُ - ধনী, عَالَةً - দরিদ্র, يَتَكَفَّفُوْنَ - তারা হাত পাতবে।

٩٨٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اَفَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ.

৯৮৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। কোন

ওয়াসিয়াত করতে পারেননি। আমার ধারণা হয় তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে কিছু সদকা করে যেতেন; তবে কি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করলে তিনি তার পুণ্য লাভ করবেন? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৩৮৮, আধুনিক প্রকাশনী-১২৯৭, মুসলিম, হাদীস একা-১০০৪, ইসলামীক সেন্টার ২১৯৭]

শব্দার্থ : اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - হঠাৎ মারা গেছে, لَمْ تُوْصِ - ওয়াসিয়্যাত করেননি, اَظُنُّ - আমি মনে করি, لَوْ تَكَلَّمَتْ - যদি সে কথা বলত, اِنْ - যদি, تَصَدَّقْتُ عَنْهَا - আমি তার পক্ষ হতে দান করি।

৯৮৮. وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

৯৮৮. আবূ উমামাহ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং (এখন) আর ওয়ারিশের জন্য ওয়াসীয়াত করা চলবে না। [সহীহ আহ্মদ ৭৫, আবূ দাউদ হাদীস ৩৫৬৫, তিরমিযী হাদীস ২১২০, ইবনে মাজাহ হাদীস ২৭১৩, ইবনুল জারূদ ৯৪৯]

শব্দার্থ : كُلَّ ذِى حَقٍّ - প্রত্যেক হকদার, لَاوَصِيَّةَ - ওয়াসিয়্যাত নেই, ওয়াসিয়্যাত বৈধ নয়, لِوَارِثٍ - ওয়ারিসের জন্য।

৯৮৯. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) وَزَادَ فِى اٰخِرِهِ، اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

৯৮৯. ইমাম দারাকুতনী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার শেষে আরো বর্ণিত হয়েছে তবে যদি ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করেন (অন্য ওয়ারিশগণ অনুমতি প্রদান করে।) এর সনদ হাসান।

[মুনকার : দারাকুত্বনী-৪/৯৮,১৫২, সনদ দুর্বল তালখীস-৯৩/৬২ হাদীস-১৩৭০]

৯৯০. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِى حَسَنَاتِكُمْ.

৯৯০. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তোমাদের মালের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের মৃত্যুর সময়

তোমাদেরকে দান করেছেন (অসিয়াতমূলক দান করার সুযোগ দিয়েছেন) তোমাদের পুণ্যকে বর্ধিত করার সুযোগ করে দেবার জন্যে। [হাসান : দারাকুত্বনী-৪/১৫০]

শব্দার্থ : عِنْدَوَفَاتِكُمْ - তোমাদের মৃত্যুর সময়, زِيَادَةٌ - বৃদ্ধি করা, حَسَنَاتٌ - সাওয়াব।

৯৯১. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

৯৯১. ইমাম আহমদ ও বায্যার (রা) হাদীসটিকে আবূ দারদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। [আহমদ-৬/৪৪০-৪৪১, বাযযার হাদীস-১৩৮২]

৯৯২. وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَكُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ، لٰكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৯৯২. এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এর সব সূত্রই দুর্বল কিন্তু এক সূত্র অন্য সূত্র (সনদ) দ্বারা শক্তিশালী হচ্ছে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক অবহিত)। [ইবনে মাজাহ্ হাদীস-২৭০৯]

ব্যাখ্যা : মানুষকে তার সুস্থ-সবল অবস্থায় আল্লাহর পথে দান করা উচিত। মৃত্যুকালে মাল আর তার থাকে না; বরং তার ওয়ারিসগণের হক দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানী করে তাকে বিশেষ সুযোগরূপে তৃতীয়াংশ অসিয়তমূলে দান করে যাওয়ার অধিকার দিয়েছেন।

٢٢. بَابُ الْوَدِيْعَةِ

২২. অনুচ্ছেদ : অন্যের হিফাযাতে কোন বস্তু রাখা

৯৯৩. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً. فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

৯৯৩. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা) থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কোন বস্তু কারো জিম্মায় সংরক্ষণের জন্য আমানত রাখবে তার ওপর ঐ বস্তুর ক্ষতিপূরণ নেই। [য'ঈফ : ইবনে মাজাহ হাদীস-২৪০১]

শব্দার্থ : وَدِيْعَةٌ - আমানত, أُوْدِعَ - আমানাত রাখা হলো, لَيْسَ - নেই, عَلَيْهِ - তার উপর, জিম্মাদারী বা ক্ষতিপূরণ।

٨. كِتَابُ النِّكَاحِ

অষ্টম অধ্যায় : বিবাহ

নিকাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ সংযুক্ত হওয়া ও একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা। বিবাহ বন্ধন অর্থে এ শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। বিবাহ বন্ধন সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– এটি মহানবী ﷺ-এর বিশেষ আদর্শ ও এই পবিত্র সম্পর্ক পরকালে জান্নাতেও মধুর সম্পর্করূপে বহাল থাকবে। এর পবিত্রতার মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপর আপন আপন কর্তব্য হিসেবে ন্যস্ত রয়েছে।

٩٩٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

৯৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঙ্গতি সম্পন্ন (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহনে সক্ষম) সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে নিচু করে রাখে আর লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা পালন করে, কেননা তা হবে তার রিপু (উত্তেজনা) দমনের মাধ্যম বিশেষ। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৯০৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৭০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪০০, ইসলামীক সেন্টার ৩২৬১]

শব্দার্থ : مَعْشَرٌ - সম্প্রদায়, اَلشَّبَابُ - যুবক, اِسْتَطَاعَ - সক্ষম হলো, اَلْبَاءَةُ - সাংসারিক প্রয়োজনীয় পূরণ, ভরণ-পোষণ, যৌন ক্ষমতা, فَلْيَتَزَوَّجْ - সে যেন বিয়ে করে, اَغَضُّ - অধিক নীচুকারী, اَلْبَصَرُ - চোখ, দৃষ্টি শক্তি, اَحْصَنُ - অধিক সংরক্ষণকারী, اَلْفَرْجُ - লজ্জাস্থান, وِجَاءٌ - খাসী হওয়া।

٩٩٥. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، وَقَالَ : لَكِنِّيْ أَنَا أُصَلِّيْ وَأَنَامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৯৯৫. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ (একদা) আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করলেন আর বললেন : আমি তো সালাত আদায় করি, নিদ্রা যাই, রোযা রাখি, (নফল) রোযা রাখা ত্যাগও করি, বিবাহ করি (এসবই আমার আদর্শভুক্ত)। ফলে যে ব্যক্তি আমার তরিকা (জীবন-যাপন পদ্ধতি) কে অবজ্ঞা করবে সে আমার (আদর্শবাদের) মধ্যে নয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৬৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৬৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৪০১, ইসলামীক সেন্টার ৩২৬৭]

শব্দার্থ : رَغِبَ - বিমুখ হলো, سُنَّةٌ - পদ্ধতি।

٩٩٦. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৯৯৬. উক্ত সাহাবী (আনাস (রা)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করতেন আর বিয়ে বর্জন করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। আরো বলতেন, তোমরা এমন সব রমণীদেরকে বিবাহে আবদ্ধ কর; যারা প্রেম প্রিয়া ও বেশি সন্তান প্রসব করার অধিকারিণী। কেননা আমি তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামাতের দিনে নাবীগণের কাছে আমার উম্মাতের আধিক্যের গর্ব প্রকাশ করব। [সহীহ আহ্‌মদ ৩/১৫৮, ২৪৫]

শব্দার্থ : اَلتَّبَتُّلِ - অবিবাহিত থাকা, সংসার হতে দূরে থাকা, شَدِيْدٌ - কঠোর বা কঠিন, اَلْوَدُوْدُ - অধিক প্রেম প্রিয়া, اَلْوَلُوْدُ - অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, مُكَاثِرٌ - গর্বকারী।

ব্যাখ্যা : اَلْبَاءَةُ শব্দের অর্থ একাধিক করা হয়, তবে পুরুষত্ব ও উপার্জনের সক্ষমতা অর্থ অপেক্ষাকৃত বেশি সঠিক।

٩٩٧. وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَبِىْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىِّ، وَابْنِ حِبَّانَ اَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

৯৯৭. মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে এ হাদীসের শাহিদ (অনুকূল) হাদীস আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বানেও রয়েছে।

[আবূ দাউদ হাদীস-২০৫০, নাসায়ী হাদীস ৩২২৭, ইবনে হিব্বান ১২২৯]

٩٩٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

৯৯৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : চারটি কারণে রমণীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে, তার সম্পদ থাকার জন্য, বংশ মর্যাদার কারণে, সৌন্দর্য ও ধর্ম ভীরুতার জন্যে; তবে তুমি ধর্মভীরু রমণীকে বিবাহ করে ভাগ্যবান হও, তোমার হাত দু'টি ধুলোময় হোক!

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৯০, আধুনিক প্রকাশনী-৪১১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৬৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৯৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩০৪৭, নাসায়ী হাদীস ৩২৩০, ইবনে মাজাহ-১৮৫৮, আহমদ-২/৪২৮]

শব্দার্থ : تُنْكَحُ - বিয়ে করা হয়ে থাকে, لِاَرْبَعٍ - চারটি কারণে, চারটি দিক দেখে, لِمَالِهَا - তার সম্পদের জন্য, لِحَسَبِهَا - তার বংশমর্যাদার জন্য, لِجَمَالِهَا - তার সৌন্দর্যের জন্য, لِدِيْنِهَا - আর ধর্মভীরুতা জন্য, فَاظْفَرْ - তুমি ধন্য হও, সফল হও, تَرِبَتْ - ধূলি লেগেছে, ধূলি লাগুক, ذَاتِ الدِّيْنِ - দ্বীনদার বা ধর্মভীরু।

٩٩٩. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّاَ اِنْسَانًا اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

৯৯৯. উক্ত সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন কারো বিয়ের শুভ কামনা প্রার্থনা করে দোয়া করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ সাধন করুন, তোমার প্রতি কল্যাণ নাযিল করুন, আর তোমাদের

দু'জনকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন। [সহীহ আহমদ-২/৩৮১, আবূ দাউদ-২১৩০, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্ লাইলাহ্ ২৫৯, তিরমিযী-১০৯১, ইবনে মাজাহ্-১৯০৫]

শব্দার্থ : رَفَّأَ - শুভ কামনা করল, تَزَوَّجَ - বিয়ে করল, بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ - আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, بَارَكَ عَلَيْكَ - তোমার উপর কল্যাণ বর্ষণ করুক, অবতীর্ণ করুন।

١٠٠٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ : "اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهٗ، وَنَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ".

১০০০. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জরুরি মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে (এখানে বিয়েতে খুত্বাহ্ দেয়ার জন্য) তাশাহহুদ পড়া শিক্ষা দিতেন। (বাক্যগুলোর অর্থ হচ্ছে) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তার নিকটে সাহায্য কামনা করছি; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে তাঁর নিকটে আশ্রয় চাইছি– আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে গোমরাহ্ করার কেউ নেই; আর তিনি যাকে সুপথ প্রদান না করেন তাকে হিদায়াত দান করার কেউ নেই; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ (প্রভু) নেই; আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। এরপরে তিনটি আয়াত পড়তেন। [সহীহ আহমদ-১/৩৯২,৩৯৩; আবূ দাউদ হাদীস-২১১৮, নাসায়ী হাদীস ১৪০৪, তিরমিযী হাদীস-১১০৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮৯২, হাকিম-২/১৮২-১৮৩]

শব্দার্থ : عَلَّمَنَا - আমাদেরকে শিখিয়েছেন, شُرُوْرٌ - অকল্যাণ বা অনিষ্ট, مُضِلٌّ - পথভ্রষ্টকারী, يَهْدِ - পথ দেখায়, نَحْمَدُهٗ - আমরা তার প্রশংসা করি, نَسْتَعِيْنُهٗ - আমরা তার সাহায্য চাই, نَسْتَغْفِرُهٗ - আমরা তার নিকট ক্ষমা চাই, اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।

١٠٠١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ، فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ.

১০০১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মেয়েকে বিবাহের পায়গাম (প্রস্তাব) উপস্থাপন করবে তখন দেখা সম্ভব হলে, যে বিষয় বিবাহ করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে মনে করে তা যেন দেখে নেয়।

[সহীহ্ আহমদ-৩/৩৩৪,৩৬০; আবূ দাউদ হাদীস-২০৮২, হাকিম-২/১৬৫]

শব্দার্থ : خَطَبَ - সে বিবাহের প্রস্তাব দিলো, يَنْظُرُ - দেখবে, مَايَدْعُوْنَ - যা তাকে আহ্বান করে, যা তাকে আকৃষ্ট করে।

١٠٠٢. وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنِّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةَ.

১০০২. হাদীসটির শাহিদ (সহযোগী) হাদীস তিরমিযী ও নাসায়ীতে মুগীরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ : তিরমিযী (হা.১০৮৭) নাসায়ী (হা.৩২৩৫)]

١٠٠٣. وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

১০০৩. ইবনে মাজায় ও ইবনে হিব্বানে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবনে মাজাহ্ (হা.১৮৬৪)]

١٠٠٤. وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً : اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا؟ قَالَ : لَا، قَالَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا.

১০০৪. মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহ করতে যাচ্ছেন এমন একজন সাহাবীকে বললেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সাহাবী বললেন, না। তিনি বললেন, যাও তাকে গিয়ে দেখে এসো।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪২৪, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৪৯]

শব্দার্থ : اَنَظَرْتَ - তুমি কি দেখেছ? اِذْهَبْ - তুমি যাও, اُنْظُرْ اِلَيْهَا - তাকে দেখে এসো।

١٠٠٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ، حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، اَوْ يَاْذَنَ لَهُ.

১০০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমার কোন ভাইয়ের বিবাহের পয়গাম দেয়ার ওপরে তুমি বিবাহের পায়গাম (প্রস্তাব) দেবে না- যতক্ষণ না পূর্ব পয়গাম দানকারী ছেড়ে না দেয় বা তাকে অনুমতি না দেয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৪২, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৬৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪১২, ইসলামীক সেন্টার-৩৩১৯, শব্দ বুখারী থেকে সংগৃহীত]

শব্দার্থ : لَا يَخْطُبْ - বিবাহের প্রস্তাব দিবে না, عَلٰى خِطْبَةِ - বিবাহের প্রস্তাবের উপর, اَلْخَاطِبُ - প্রস্তাব দানকারী, يَاْذَنَ - অনুমতি দেয়।

١٠٠٦. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (رضى) قَالَ : جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِيْ، فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا، وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاْطَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ، فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ.

فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا، قَالَ : "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟" فَقَالَ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَقَالَ : "اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ؟ فَقَالَ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.

فَقَالَ : لَا وَاللّٰهِ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ ـ قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ ـ فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ؟ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْئٌ، وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْئٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا ، فَاَمَرَ بِهٖ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ : "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ؟" قَالَ مَعِيْ سُوْرَةٌ كَذَا، وَسُوْرَةٌ كَذَا ، عَدَّدَهَا. فَقَالَ : "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟" قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : اِذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : اِنْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : اَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

১০০৬. সাহল ইবনে সা'দ আস্‌সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নিজেকে আপনার ওপর অর্পণ করার জন্য এসেছি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে চেয়ে দেখলেন, উপর থেকে নিচের দিক পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে তারপর তিনি তাঁর মাথা নিচু করে নিলেন। যখন মেয়েটি দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রসঙ্গে কোন ফয়সালা দিলেন না; তখন মেয়েটি বসে পড়ল।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সাহাবী দাঁড়ালেন ও বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে তবে তার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কাছে কি কোন জিনিস রয়েছে? লোকটি বলল : না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার বাড়ি গিয়ে দেখ কিছু পাও কি-না? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম আমি কিছু পাইনি, তারপর তিনি বললেন : তুমি দেখ যদি

একটা লোহার আংটি পাও কিনা, অতঃপর লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র কসম, একটি লোহার আংটিও নেই : কিন্তু আমার এ তহবন্দখানি। (হাদীসের রাবী বলেন, লোকটির কোন চাদর ছিল না) তহবন্দেরই অর্ধেক তার হবে।

রাসূলুল্লাহ্ তাকে বললেন : তোমার তহবন্দ নিয়ে সে কি করবে? যদি তুমি তা পর তবে তার পরা হবে না, আর যদি সে পরে তাহলে তোমার তা পরা হবে না। এরপর লোকটি বসে পড়ল তার বসে থাকাও দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল; তারপর লোকটি উঠে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মুখ ফেরাতে দেখে তাকে আহ্বান করার জন্য আদেশ করলেন, তাকে ডাকার আদেশ করলেন, তাঁকে ডেকে দেয়া হলো, সে উপস্থিত হলে তাকে তিনি বললেন : তোমার নিকটে কুরআনের কোনো অংশ আছে? সে বলল: আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং ঐগুলো গুনে গুনে বলে দিল। তিনি বললেন : তুমি কি ঐগুলো নির্ভুলভাব মুখস্থ পড়তে পার? সে বলল : হ্যাঁ, পারি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ তাকে বললেন : তোমার জানা কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে আমি তোমাকে তার মালিকানা করে দিলাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৩০, ৫০৮৭, আধুনিক প্রকাশনী-৪৬৫৬,৪৭১৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪২৫, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৫১, শব্দ মুসলিম শরীফের)

মুসলিম শরীফে অন্য একটি বর্ণনা (শেষাংশে) এরূপ আছে, যাও আমি তোমার বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলাম। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। [মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৫২]

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আমি তোমাকে তার ওপরে অধিকার দিয়ে দিলাম- তোমার জানা কুরআন (তাকে শিক্ষা দেয়া)-এর বিনিময়ে।

[রিওয়ায়াত আবূযার, ইউনিনিয়াহ -৭/১৭]

শব্দার্থ : أَهَبُ - আমি দান করব, আমি অর্পণ করব, نَفْسِيْ - আমাকে বা নিজেকে, صَعَّدَ النَّظَرَ - উপরের দিকে দৃষ্টি করলেন, صَوَّبَهُ -দৃষ্টি স্থির করলেন, ভাল করে দেখলেন, طَأْطَأَ - নীচু করলেন, لَمْ يَقْضِ - ফায়সালা করলেন না, جَلَسَتْ - সে বসল, حَاجَةٌ - প্রয়োজন, زَوِّجْنِيْهَا - তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন, خَاتَمٌ - চলে যেতে বা ফিরে যেতে উদ্যত হলো, دُعِيَ - ডাকা হলো, عَدَّدَ - গণনা করলো, تَقْرَؤُهُنَّ - তুমি তা পড়তে পার, عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ - না দেখে, مَلَّكْتُكَهَا - আমি তোমাকে তার মালিক বানালাম বা তার সাথে বিয়ে দিলাম, عَلِّمْهَا - তুমি তাকে শিখাবে।

١٠٠٧. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ : سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا. قَالَ : قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ أٰيَةً.

১০০৭. আবূ দাউদে আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছু (মুখস্থ) আছে? সে বলল, সূরা বাকারা ও তার পরের সূরা (আল ইমরান)। তিনি বললেন, ওঠো তাকে কুড়িটি আয়াত (মোহরানার বিনিময়ে) শিখিয়ে দাও। [মুনকার : আবূ দাউদ হাদীস-২১১২]

শব্দার্থ : وَالَّتِيْ تَلِيْهَا - আর তার পরের সূরা।

١٠٠٨. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ(رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.

১০০৮. আমির ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাহি) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা)) থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– বিয়ের সংবাদকে ছড়িয়ে দাও। [হাসান : আহমদ-৪/৫, হাকিম-২৮৩]

শব্দার্থ : أَعْلِنُوْا - তোমরা প্রচার করো।

١٠٠٩. وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى، عَنْ أَبِيْهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

১০০৯. আবূ বুরদাহ তাঁর পিতা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : (মেয়ে-ছেলের) বিয়ে ওয়ালী ব্যতীত সঠিক হবে না। [সহীহ আহ্মদ-৪/৩৯৪,৪১৩, হাদীসটি নাসায়ীতে নেই।]

শব্দার্থ : لَانِكَاحَ - বিয়ে সিদ্ধ হয় না, وَلِيٌّ - অভিভাবক বা ওয়ালী।

١٠١٠. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا (لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ).

১০১০. আহমাদ হাসান থেকে, তিনি 'ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন– অভিভাবক ও দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়।
[তাওযীহুল আহকাম ৫ম/২৬২ পৃ:)

١٠١١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ .

১০১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন রমণী ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল হবে। যদি ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়ে থাকে তবে লজ্জাস্থান ব্যবহার করা হয়েছে বলে সে মোহর পাবে। যদি ওয়ালীগণ আপোষে মতভেদ করে (বিবাহ সম্পাদনের ব্যাপারে) তবে শাসক (সমাজ প্রধান) তার ওয়ালী হবেন। কেননা যার ওয়ালী থাকে না সুলতান (শাসক) তার ওয়ালী হবেন। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২০৮৩, তিরমিযী হাদীস-১১০২, ইবনে মাজাহ হাদীস ১৮৭৯, ইবনে হিব্বান হাদীস ১২৪৮]

শব্দার্থ : اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ - যে কোন মহিলা, بِغَيْرِ اِذْنِ - অনুমতি ব্যতীত, بَاطِلٌ - বাতিল বা অবৈধ, اِنْ دَخَلَ بِهَا - যদি তার সাথে সঙ্গম করে, اِسْتَحَلَّ - হালাল মনে করেছে, فَرْجُهَا - তার লজ্জাস্থান, اِشْتَجَرُوْا - তারা মতভেদ করল, اَلسُّلْطَانُ - শাসক, বাদশাহ।

١٠١٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ : اَنْ تَسْكُتَ .

১০১২. আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুমারী নয় এমন মেয়েদের আদেশ না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েদের অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ বললেন : কুমারী মেয়েদের অনুমতি কিভাবে নেয়া হবে? তিনি উত্তরে বললেন : তাদের নীরব থাকাটাই হবে তাদের অনুমতি। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ হাদীস-৫১৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৫৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪১৯, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৩৭]

শব্দার্থ : اَلْاَيِّمُ - অকুমারী মহিলা বা বিধবা, تُسْتَأْمَرُ -আদেশ নেয়া হবে, পরামর্শ,করা হবে, اَلْبِكْرُ - কুমারী, تُسْتَأْذَنُ - অনুমতি নেয়া হবে, اَنْ تَسْكُتَ - চুপ থাকবে বা নীরব থাকবে।

١٠١٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَاِذْنُهَا سُكُوْتُهَا.

১০১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: কুমারী নয় এমন মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওয়ালীর থেকে অধিক হাক্বদার আর কুমারী প্রাপ্ত বয়স্কার অনুমতি নিতে হবে– তাদের নীরবতাই অনুমতি বলে গণ্য হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪২১, ইসলামীক সেন্টার ৩৩৪১]

শব্দার্থ : اَلثَّيِّبُ - অকুমারী বা বিধবা মহিলা।

وَفِىْ لَفْظٍ : لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ.

অন্য শব্দে এরূপ আছে, কুমারী নয় এমন মেয়েদের সাথে ওয়ালীর কোন ব্যাপার নেই। আর ইয়াতীম মেয়েদের অনুমতি নিতে হবে। এ হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১০০, নাসায়ী হাদীস-৩২৬৩, ইবনে হিব্বান হাদীস ১২৪১]

١٠١٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا.

১০১৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এক স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন স্ত্রীলোক নিজের বিয়ে (ওয়ালী ব্যতীত) নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করতে পারবে না। [সহীহ ইবনে মাজাহ্ হাদীস-১৮৮২, দারাকুত্বনী-৩২৭]

শব্দার্থ : لَاتُزَوِّجُ - বিয়ে দিতে পারবে না, نَفْسَهَا - নিজেকে।

١٠١٥. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ : اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ

الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ عَلٰى اَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

১০১৫. নাফি' (রাহি) ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'শেগার' করতে নিষেধ করেছেন। শিগার এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যা বিবাহ্ এর সন্তানের সাথে দিবে এ শর্তে যে, ঐ ব্যক্তিও তার কন্যা বিবাহ এর সন্তানের সাথে দিবে। আর এ উভয় বিয়ের কোন মোহর থাকবে না। [বুখারী (তাওহীদ প্রকাশনী-৫১১২, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৩৭, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার ৩৩২৯]

অন্য সূত্রে বুখারী ও মুসলিম একমত হয়ে পূর্ববর্তী হাদীসে 'শিগার' নামক বিয়ে সংজ্ঞা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি নয় বরং সংজ্ঞাটি সাহাবী নাফি' তাঁর নিজের উক্তি বর্ণনা করেছেন। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৯৬০, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪৭৬, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৩০]

١٠١٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ : اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ ﷺ.

১০১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক কুমারী মেয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, তার পিতা তার অপছন্দের (না-রাজীর) ওপর বিবাহ দিয়েছেন। ফলে নবী করীম ﷺ মেয়েটিকে ঐ বিয়ে বহাল রাখা ও বহাল না রাখার স্বাধিনতা দিলেন। [সহীহ আহমদ হাদীস-২৪৬০, আবূ দাঊদ হাদীস-২০৯৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮৭৫, হাদীসটির প্রতি মুরসাল হওয়ার দোষারূপ করা হয়েছে)]

শব্দার্থ : جَارِيَةٌ - বালিকা বা কুমারী মেয়ে, زَوَّجَهَا - তাকে বিয়ে দিয়েছে, كَارِهَةٌ - অপছন্দকারিণী, خَيَّرَهَا - তাকে স্বাধীনতা দিলেন।

١٠١٧. وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا.

১০১৭. হাসান, সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেছেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোন রমণীর বিবাহ্ দুজন ওয়ালী (পৃথকভাবে দুজনের সাথে) দিয়ে দেবে– এরূপ অবস্থায় প্রথম প্রদত্ত বিয়েমূলে ঐ রমণী প্রথম স্বামীর হবে। [যঈফ: আহমদ-৫/১১.১২.১৮, আবূ দাউদ হাদীস-২০৮৮, নাসায়ী হাদীস ৪৬৮২, তিরমিযী হাদীস-১১১০]

শব্দার্থ : وَلِيَّانِ - দু' অভিভাবক, لِلْأَوَّلِ - প্রথম জনের।

١٠١٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ اَوْ اَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ.

১০১৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে দাস তার মনিবের বা আপনজনের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী (যিনাকারী) বলে গণ্য হবে। [হাসান : আহমদ-৩/৩০১,৩৭৭; আবূ দাউদ হাদীস-২০৭৮, তিরমিযী হাদীস-১১১১, ১১১২]

শব্দার্থ : مَوَالِيَ - মুনীব, اَهْلٌ - আপনজন, عَاهِرٌ - ব্যভিচারী বা যিনাকারী।

١٠١٩. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا-.

১০১৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন রমণী ও তার ফুফুকে এবং কোন রমণী ও তার খালাকে এক স্বামীর অধীনে একত্রিত করা যাবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১০৯, আধুনিক প্রকাশনী ৪৭৩৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪০৮, ইসলামীক সেন্টার ৩৩০০]

শব্দার্থ : لَا يُجْمَعُ - একত্র করা যাবে না, عَمَّةٌ - ফুফু।

١٠٢٠. وَعَنْ عُثْمَانَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ.

১০২০. উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইহ্রাম বাঁধা আছে এমন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং অন্যের বিবাহ দিয়ে দিতেও পারবে না। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৩৩১১]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, বিয়ের পায়গাম (প্রস্তাব) সে দিতে পারবে না। [মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৩১০]

ইবনে হিব্বান-এর বর্ণনায় আরো আছে, তাকে বিবাহের পায়গামও দেয়া চলবে না। [ইবনে হিব্বান -১২৭৪]

শব্দার্থ : لَا يَنْكِحُ - বিয়ে করবে না, اَلْمُحْرِمُ - ইহ্রামধারী, لَايُنْكِحُ - বিয়ে দিতে পারবে না, لَا يَخْطُبُ - প্রস্তাব দিতে পারবে না, لَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ - তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না।

١٠٢١. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১০২১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মাইমুনাহ (রা)-কে মুহ্রিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৩৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৭০৫, হাদীস একাডেমী-১৪১০, ইসলামীক সেন্টার-৩৩১৬]

সকল মুহাদ্দিসের অভিমত ইবনে আব্বাস (রা) ভুল করে মুহ্রিমের অবস্থা বলেছেন। কেননা পরের হাদীসে মাইমুনাহ (রা) নিজেই বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালালের অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

١٠٢٢. وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُوْنَةَ نَفْسِهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

১০২২. মাইমুনাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি নিজেই বলেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে হালাল (ইহ্রামহীন) অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।

[সহীহ: মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪১১, ইসলামীক সেন্টার-৩৩১৭]

١٠٢٣. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

১০২৩. উক্বাহ্ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে শর্তের দ্বারা তোমরা মেয়েদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছ ঐ শর্তসমূহ সর্বাপেক্ষা বেশি পূরণের যোগ্য। [সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ২৭৭১, ৫১৫১, আধুনিক প্রকাশনী ২৫২২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৪১৮, ইসলামীক সেন্টার ৩৩৬]

(যেসব শর্ত তোমরা বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে করবে তা অন্যান্য সব ব্যাপারের থেকে পূরণের দিক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঐগুলোর প্রতি অবহেলা করা বা খিলাফ করা শারঈগতভাবে মহাঅন্যায় তন্মধ্যে মোহর আদায় করা অন্যতম।)

শব্দার্থ : يُوَفَّى - পূর্ণ করা হবে, اسْتَحْلَلْتُمْ - তোমরা বৈধ করেছে, اَلْفُرُوْجَ - লজ্জাস্থান।

١٠٢٤. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضى) قَالَ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ اَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا.

১০২৪. সালামাহ্ ইবনে আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আওতাস' অভিযানকালে তিন দিনের জন্য 'মুত্‌আ' বিয়ের রুখসাত (অনুমতি) প্রদান করেছিলেন, তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। (আওতাস, হুনাইনের নিকটস্থ স্থান।)। [মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৪০৫, ইসলামীক সেন্টার ৩২৮২]

শব্দার্থ : رَخَّصَ - অনুমতি দিলেন, সুযোগ দিলেন, اَلْمُتْعَةُ - সাময়িক বিবাহ।

١٠٢٥. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ.

১০২৫. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার যুদ্ধাভিযানের সময় 'মুত্‌আ' বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫১১৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৪০, মুসলিম হাদীস এক: ১৪০৭, ইসলামীক সেন্টার-৩২৯৮, ৩২৯৯]

١٠٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ اَكْلِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

১০২৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মেয়েদের সাথে মুত্‌আহ বিয়ে করা, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া, খাইবার যুদ্ধে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।
[বুখারী, তাওহদীদ প্রকাশনী-৫১১৫)]

শব্দার্থ : اَلْحُمُرُ الْاَهْلِيَّةُ - গৃহপালিত গাধা, نَهٰى - নিষেধ করেছেন।

١٠٢٧. وَعَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنِّىْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا، وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

১০২৭. রাবী' ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা সাবরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি

তোমাদেরকে মেয়েদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা এখন কিয়ামাত পর্যন্ত তা হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। যদি ঐরূপ কোন মেয়ে কারো নিকটে এখনও থেকে থাকে তবে তাকে বিদায় করে দেবে এবং তার নিকট থেকে তোমাদের দেয়া কিছু ফেরত নেবে না।
[মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৩২৯৪, নাসায়ী হাদীস-৩৩৬৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৯৬২]

শব্দার্থ : كُنْتُ أَذِنْتُ - আমি অনুমতি দিয়েছিলাম, فِى الْاِسْتِمْتَاعِ - (মুত'আহ) সাময়িক বিয়ে করতে, حَرَّمَ - হারাম করেছেন, فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا - তাকে - বিদায় করে দিবে।

١٠٢٨. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

১০২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (চরম তালাক প্রাপ্তা) স্ত্রীকে হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপরই অভিসম্পাত করেছেন। [সহীহ আহমদ-১/৪৪৮,৪৬৬২; নাসায়ী-৬৪৯, তিরমিযী ১১২০, এ অধ্যায় আলী (রা) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ-২০৭৬, তিরমিযী-১১১৯, ইবনে মাজাহ্-১৯৩৫]

শব্দার্থ : اَلْمُحَلِّلُ - হালালকারী, اَلْمُحَلَّلُ لَهُ - যার জন্য হালাল করা হয়।

١٠٠٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الزَّانِى الْمَجْلُوْدُ اِلَّا مِثْلَهُ.

১০২৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন : যিনার দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত পুরুষ তার মতো (দুশ্চরিত্র) মেয়ে ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। [সহীহ আহমদ ২/৩২৪, আবূ দাউদ হাদীস-২০৫২]

١٠٣٠. وَفِى الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ اِلَّا النَّسَائِىَّ.

১০৩০. আলী (রা) হতেও এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। [আহমাদ-৮১০১, আবু দাউদ-২০৭৬, তিরমিযী-১১১৯, ইবনে মাজাহ-১৯৩৫]

শব্দার্থ : اَلْمَجْلُوْدُ - বেত্রাঘাত কৃত পুরুষ।

١٠٣١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَاَرَادَ زَوْجَهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ : لَا حَتّٰى يَذُوْقَ الْاٰخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْاَوَّلُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمْ.

১০৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল। অতঃপর ঐ স্ত্রীলোকটিকে কোন এক ব্যক্তি বিবাহ করে, তারপর পরবর্তী স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বেই তালাক প্রদান করে। তারপর তার পূর্ব স্বামী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছাপোষণ করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : না, যতক্ষণ না পরবর্তী স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ (সঙ্গম) না করবে যেমন তার পূর্ব স্বামী গ্রহণ করেছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৬১, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৭৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩৩, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৯৫]

শব্দার্থ : طَلَّقَ - তালাক দিলো, قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا - তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বে, يَذُوْقَ - স্বাদ গ্রহণ করবে, عُسَيْلَةٌ - সঙ্গম স্বাদ, مَا ذَاقَ - যে স্বাদ গ্রহণ করেছে, اَلْاَوَّلُ - প্রথম ব্যক্তি বা প্রথম স্বামী।

١. بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

১. অনুচ্ছেদ : বিবাহের ব্যাপারে সমতা ও বিচ্ছেদের অধিকার

١٠٣٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِىْ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءُ بَعْضٍ، اِلَّا حَائِكٌ اَوْ حَجَّامٌ.

১০৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আরবীগণ একে অপরের সমপর্যায়ী, মুক্তকৃত দাস মুক্ত কৃতদাসের সমতুল্য তবে হায়িক (কাপড় বুননকারী) ও হাজ্জাম তা নয়।
[মাওযু : হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে একজন রাবী আছে তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। আবূ হাকিম এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন– ইবনে আবী হাতিম-১/৪৩-৪২৪/১২৭৫]

শব্দার্থ : اَكْفَاءٌ - সমপর্যায়, اَلْمَوَالِىْ - মুক্তাদাস, حَائِكٌ - তাঁতী, حَجَّامٌ - রক্ত মোক্ষমকারী।

١٠٣٣. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

১০৩৩. ঐ হাদীসের একটি শাহিদ বায্যারে মু'আয ইবনে জাবাল থেকে মুন্‌কাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে রয়েছে। (হাদীসটিকে সনদের দিক থেকে ভিত্তিহীন অভিহিত করা হয়েছে।

١٠٣٤. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا : اَنْكِحِىْ اُسَامَةَ.

১০৩৪. ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (রা) থেকে বর্ণিত : নবী করীম ﷺ তাকে (কুরাইশী) উসামাহ্ ইবনে যায়েদের সাথে বিবাহ করতে বলেছেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮০, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৫৯]

١٠٣٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَا بَنِىْ بَيَاضَةَ، اَنْكِحُوْا اَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوْا اِلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا.

১০৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে বানী বায়াযা! আবূ হিন্দের বিবাহ দিয়ে দাও, আর বিয়ের সম্পর্ক তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কর। আবূ হিন্দ মুক্ত দাস ও পেশায় হাজ্জাম ছিলেন।

[হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-২১০২, হাকিম ২/১৬৪]

(এখানেও মুক্ত মুসলিম দাসের সাথে স্বাধীন বংশের মেয়ের বিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।)

١٠٣٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : خُيِّرَتْ بَرِيْرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِيْنَ عُتِقَتْ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا اَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا. وَفِىْ رِوَايَةٍ : كَانَ حُرًّا وَالْاَوَّلُ اَثْبَتُ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ اَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

১০৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, বারীরাকে তার দাসত্ব মোচনের পর তার (দাস) স্বামীর সাথে বিবাহের সম্পর্ক স্থায়ীত্ব রাখা না রাখার অধিকার দেয়া

হয়েছিল– (এটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫০৯৭, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭২৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫০৪, ইসলামীক সেন্টার-২৩৪৪]

শব্দার্থ : خُيِّرَتْ - তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, حِيْنَ - যখন, عَتَقَتْ - দাসত্ব মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে, اَثْبَتُ - সর্বাপেক্ষা সঠিক।

মুসলিম শরীফে আছে, তাঁর স্বামী দাস ছিলেন। [মুসলিম (হাদীস একাডেমী ১৫০৪) (ইসলামীক সেন্টার ৩৬৪০)] আয়েশা (রা) বর্ণিত অন্য বর্ণনায় আছে, তার স্বামী স্বাধীন ছিলেন। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার ৩৬৪২১] তবে প্রথম (অর্থাৎ দাস ছিলেন) এ বর্ণনাটি সর্বাপেক্ষা সঠিক। বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি দাস ছিলেন।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫২৮০,৫২৯২; আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৯২,৪৮৯৩,৪৮৯৪]

١٠٣٧. وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

১০৩৭. যাহ্হাক্ ইবনে ফাইরূয দাইলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা ফাইরূয (রা) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার দুটি স্ত্রী রয়েছে, তারা একে অপরের বোন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাদের যেকোন একজনকে তুমি তালাক প্রদান কর।

[যঈফ: আহ্মদ-৪/২৩২, আবূ দাউদ হাদীস ২২৪৩, তিরমিযী হাদীস ১১২০, ১১৩০; ইবনে মাজাহ হাদীস-১৯৫১, ইবনে হিব্বান-১৩৭৬, দারাকুত্বনী-৩/২৭৩, বায়হাকী-৭/১৮৪]

শব্দার্থ : تَحْتِىْ - আমার অধীন,আমার বিবাহধীনে, اُخْتَانِ - দু' বোন, طَلِّقْ - তুমি তালাক্ব দাও।

١٠٣٨. وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا- .

১০৩৮. সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, গাইলান ইবনে সালামাহ্ (রা) যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তাঁর দশটি স্ত্রী বিদ্যমান ছিল–

তারা সকলেই তাঁর সাথে ইসলাম কবুল করেন। ফলে নবী করীম ﷺ তাকে তাদের মধ্যে চারজনকে পছন্দ করে রাখতে আদেশ দিলেন।
[যঈফ : আহ্‌মদ-২৩,২৪; তিরমিযী হাদীস-১১২৮, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩৭৭, হাকিম-২৯২। হাদীসটি মা'লূল, তালখীস-৩/১৬৮-১৬৯]

শব্দার্থ : اَسْلَمْنَ - তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, يَتَخَيَّرُ - বেছে নিবে, পছন্দ করবে।

١٠٣٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

১০৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা 'যাইনাব (রা)-কে তাঁর স্বামী আবুল আস এর নিকটে প্রথম বিবাহের ভিত্তিতে ছয় বছর পরে ফেরত দিয়েছিলেন, তাঁর বিবাহ নতুনভাবে পড়াননি। [সহীহ আহমদ হাদীস-১৮৭৬, ২৩৬৬, আবূ দাউদ হাদীস ২২৪০, তিরমিযী হাদীস-১১৪৩, ইবনে মাজাহ ৯২০০৯, হাকিম-২/২০০]

শব্দার্থ : رَدَّ - ফিরিয়ে দিয়েছেন, لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا - নতুনভাবে বিবাহ পড়াননি।

١٠٤٠. وَعَنْ عَمْرِو، بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ اَجْوَدُاِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلٰى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

১০৪০. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা) তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা যাইনাব (রা)-কে তাঁর স্বামী আবুল আস–এর কাছে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ইসনাদের দিক দিয়ে উত্তম, তবে আম্‌র ইবনে শু'আইবের হাদীসের ওপর আমল রয়েছে (কার্যকর করা হচ্ছে)।

[য'ঈফ আহমদ-৯২/২০৭-২০৮, তিরমিযী হাদীস-১১৪২, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০১০]

ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ-এর কন্যা যয়নব (রা)-এর স্বামী আবুল আস (রা) ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব মুহূর্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মুমিনদের অবস্থান তাঁর মুশরিক স্বামীর নিকটে নিষিদ্ধ করা হয়নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নিষিদ্ধ হয়। ফলে তখন এরূপ অবস্থায় যয়নব (রা)-এর নতুন করে বিয়ে পড়ানোর প্রয়োজন হয়নি। ফলে ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতন সবই সহীহ্ ও ঠিক রয়েছে। আর আমার ইবনে শুয়াইব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বল। (যাদুল মায়াদ দ্রঃ) তবে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পরই আল্লাহ মুমিনা মেয়েদেরকে তাদের মুশরিক স্বামীর নিকটে অর্পণ করা কুরআনের নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

١٠٤١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : اَسْلَمَتْ اِمْرَاَةٌ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِاِسْلَامِىْ، فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ، وَرَدَّهَا اِلٰى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ.

১০৪১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোনো এক রমণী ইসলাম গ্রহণ করে (দ্বিতীয়) বিবাহ করে নিলেন। তারপর তার পূর্ব স্বামী এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে অভিযোগ উত্থাপন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি, আর আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমার স্ত্রী অবগত হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ স্ত্রী লোকটিকে তার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ করে নিয়ে তার প্রথম স্বামীর কাছে অর্পণ করেন।

[যঈফ আহ্মদ হাদীস-২০৫৯, ২৯৭৪, আবূ দাউদ হাদীস-২২৪৮, তিরমিযী হাদীস-১১৪৪, ইবনে মাজাহ্ হাদীস-১২৮০, হাকিম-২০০]

শব্দার্থ : عَلِمَتْ - সে জেনেছে, اِسْلَامِىْ - আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়, اِنْتَزَعَهَا - তাকে ছাড়িয়ে আনল, رَدَّهَا - তাকে ফিরিয়ে দিল, اِلٰى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ - তার প্রথম স্বামীর নিকটে।

١٠٤٢. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَاٰى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : "اِلْبَسِىْ ثِيَابَكِ، وَالْحَقِىْ بِاَهْلِكِ،" وَاَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ.

১০৪২. ১. যায়েদ ইবনে কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) তাঁর পিতা কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানু গিফার গোত্রের আলিয়া নামের এক রমণীকে বিবাহ করেন। তারপর ঐ রমণী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করেন ও তাঁর দেহাবরণ কাছাকাছি অঙ্গে সাদা দাগ দেখতে পান এবং তাঁকে বললেন, কাপড় পরে তুমি তোমার পরিবারের নিকট চলে যাও। তিনি তাঁকে তাঁর মোহর দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেন। [অত্যন্ত দুর্বল : হাকিম-৪/৩৪, এ হাদীসের সনদে জামীল ইবনে যাইদ নামে একজন রাবী আছেন, তিনি অপরিচিতি এবং তার উস্তাদ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে।]

শব্দার্থ : وَضَعَتْ ثِيَابَهَا - তার কাপড় রেখে দিল বা কাপড় খুলে ফেলল, كَشْحٌ - কোমরের নিকটবর্তী জায়গা, بَيَاضًا - সাদা দাগ, اِلْبَسِىْ - তুমি পরিধান করো, اِلْحَقِىْ - তুমি মিলিত হও বা তুমি চলে যাও, بِاَهْلِكِ - তোমার পরিবারে।

٢. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، اَوْ مَجْنُوْنَةً، اَوْ مَجْذُوْمَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِهِ اِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلٰى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا.

২. সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত; উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো রমণীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তার সাথে মিলন করতে গিয়ে দেখে যে, ঐ রমণী ফুলের রোগগ্রস্তা বা পাগলী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত; তবে ঐ রমণী তার স্বামী তাকে স্পর্শ করার (মিলনের) কারণে মোহর প্রাপ্য হবে। তবে ঐ ব্যাপারে যদি কেউ ধোঁকা দিয়ে থাকে তবে তাকেই মোহরের জন্য দায়ী করা হবে। হাদীসটিকে সা'ঈদ ইবনে মানসুর, ইমাম মালিক, ইবনে আবী শায়বাহ্ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির রাবীগণ সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) [য'ঈফ সুনান সা'ঈদ ইবনে মানসুর-১/২১২/ হাদীস ৮১৮, মুয়াত্তা মালিক-২/৫২৬৯, ইবনে আবী শাইবা-২/৪/১৭৫]

শব্দার্থ : بَرْصَاءُ - শ্বেত কুষ্ঠ রোগী, مَجْنُوْنَةٌ - পাগলী, مَجْذُوْمَةٌ - কুষ্ঠ রোগ গ্রস্তা, مَسِيْسٌ - স্পর্শ বা মিলন, غَرَّهُ - তাকে ধোঁকা দিয়েছে।

٣٠. وَرَوٰى سَعِيْدٌ اَيْضًا : عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ : وَبِهَا قَرَنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَاِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

৩. উক্ত রাবী সা'ঈদ, আলী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে আরো আছে, যে রমণীর গুপ্তাঙ্গে ক্বার্ণ হয় অর্থাৎ, গুপ্তাঙ্গে দাঁতের অনুরূপ শক্ত বস্তু উদ্‌গত হয়ে থাকে তবে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পাবে আর ঐসব স্ত্রীর সাথে মিলন হয়ে থাকলে স্ত্রীর জন্য মোহর প্রাপ্য হবে।

[য'ঈফ সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর হাদীস-৮২১]

٤. وَعَنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَيْضًا قَالَ : قَضٰى عُمَرُ فِى الْعِنِّيْنِ، اَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৪. সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের সূত্রে আরো বর্ণিত আছে, তিনি (সা'ঈদ) বলেন : উমর (রা) তাঁর খিলাফতের যুগে ইন্নীন বা নপুংশককে এক বছর সুযোগ দেয়ার ফায়সালা প্রদান করেছিলেন। [য'ঈফ ইবনে আবী শাইবা-২/৪.২০৭]

শব্দার্থ : اَلْعِنِّيْنُ - পুরুষত্বহীন, يُؤَجَّلُ - সময় দেয়া হবে।

٢. بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

২. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের সাথে সৎ ব্যবহার

ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি সাধারণ মুসলমানের সঠিক জ্ঞান ও নিষ্ঠা না থাকায় অমুসলিম জগতে বিশেষ করে ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষের নিকটে ইসলামের বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত মহানবীর হাদীসগুলোর মর্ম অনুধাবন করার পর এরূপ মনোভাব কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের থাকা উচিত হবে না।

١٠٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا.

১০৪৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর গুহ্য (মলদ্বারে) দ্বারে সঙ্গম করে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত।

[এর সমার্থক হাদীস থাকায় এটি সহীহ আবূ দাউদ পর্ব নিকাহ-৪৫, আহমদ-২/৪৪৪,৪৭৯]

শব্দার্থ : مَلْعُوْنٌ - অভিশপ্ত, اَتٰى - আসল, فِىْ دُبُرِهَا - তার গুহ্যদ্বারে।

١٠٤٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلاً اَوْ اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا.

১০৪৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি পুরুষের মলদ্বারে, অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করবে তার প্রতি আল্লাহ্ সু-দৃষ্টি রাখবেন না।

[এর সমার্থক হাদীস থাকায় হাদীসটি সহীহ তিরমিযী হাদীস-১১৬৬]

শব্দার্থ : اَتٰى رَجُلًا - পুরুষের সাথে সঙ্গম করল বা সমকামীতায় লিপ্ত হলো।

١٠٤٥. وَعَنْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِىْ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ، فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا : وَلِمُسْلِمٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

১০৪৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর স্ত্রীলোকদের কল্যাণ সাধনের জন্য উপদেশ প্রদান করে চল। মেয়েরা অবশ্য পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্ট– পাঁজরের উপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বাঁকা। যদি তুমি ঠিকমত সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙে ফেলবে আর যদি তা ঐভাবে রেখে দাও তবে বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা মেয়েদের ব্যাপারে কল্যাণ সাধনের উপদেশই গ্রহণ করে চল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৮৫,৫১৮৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮০৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৬৮, ইসলামিক সেন্টার-৩৫১১]

মুসলিম শরীফের শব্দে আছে, তারা বাঁকাই থাকবে আর তোমরা ঐ অবস্থায় তাদের উপকারিতা লাভ করতে থাকবে। আর যদি (তা না করে তাকে) সিধে করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলার অর্থ তালাক দেয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানো। [মুসলিম ইসলামিক সেন্টার-৩৫১০]

ব্যাখ্যা : ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যেমন ধৈর্য সহনশীলতা ও ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হয়, স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও সেরূপ সহনশীলতা ও ক্ষমার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে হবে। তবে সর্বদায় তাকে সৎ উপদেশ দিতে ও সোজা পথে চালনার কৌশল অবলম্বন করতে শিথিলতা না করা হয়

শব্দার্থ : يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ - আল্লাহকে বিশ্বাস করে, لَايُؤْذِىْ - কষ্ট দিবে না, جَارَهٗ - তার প্রতিবেশীকে, اِسْتَوْصُوْا - উপদেশ মান্য কর বা কল্যাণ কামনা কর, خُلِقْنَ - সৃষ্টি করা হয়েছে, ضِلَعٌ - পাঁজরে হাড়, اَعْوَجُ - অধিক বাঁকা, اَعْلَاهُ - সেটার উপরে, تُقِيْمُ - তুমি সোজা করবে, كَسَرْتَهٗ - তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে।

١٠٤٦. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ : اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا - يَعْنِىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ اَهْلَهٗ لَيْلًا.

১০৪৬. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কোনো এক যুদ্ধে (হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একত্রে ছিলাম। তারপর যখন আমরা মদীনায় ফিরে গেলাম তখন আমরা (বাড়ি) ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর– যাতে করে এলোকেশ মেয়েরা তাদের চুল আঁচড়িয়ে নিতে সময় পায়; আর দীর্ঘকালের পরবাসী স্বামীওয়ালী রমণীগণ খুর ব্যবহার করতে (গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করে নিতে) সুযোগ পায়। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৭৯, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭০৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯২৮, হাদীস সেন্টার-৪৮১২]

বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ সময় বাড়িতে অনুপস্থিত থাকে সে যেন তার বাড়িতে রাত্রিকালে (হঠাৎ করে) প্রবেশ না করে।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৪৪, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৬১]

শব্দার্থ : اَمْهِلُوْا - বিলম্ব কর বা সুযোগ দাও, تَمْتَشِطُ - কেশ বিন্যাস করবে, اَلشَّعِثَةُ - এলোমেলো চুল, تَسْتَحِدُّ - ক্ষুর ব্যবহার করবে বা গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করবে, اَلْمُغِيْبَةُ - পরবাসী স্বামীওয়ালী মহিলা।

١٠٤٦. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ اَلرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

১০৪৭. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পরকালে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীকে উপভোগ করে ও তার স্ত্রীও তাকে উপভোগ করে তারপর তার স্ত্রীর গুপ্ত রহস্য অন্যের নিকটে ফাঁস করে দেয়।

[মুনকার মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩৭, হাদীস সেন্টার-৩৪০৬]

ব্যাখ্যা : এতে করে সমাজে কুপ্রবৃত্তি প্রসার ঘটে, ফলে যৌন অপরাধ সমাজে বৃদ্ধি পায়। আমানতের খেয়ানত হয় ও স্ত্রীর সম্ভ্রম হানী হয়।–অনুবাদক।

শব্দার্থ : شَرُّ النَّاسِ - নিকৃষ্ট লোক, مَنْزِلَةً - মর্যাদার দিক থেকে, يُفْضِيْ - গমন করে বা উপভোগ করে, يَنْشُرُ - প্রকাশ করে বা ফাঁস করে, سِرَّهَا - তার (স্বীয়) গোপন রহস্য।

١٠٤٨. وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا اِذَا اَكَلْتَ، وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ.

১০৪৮. হাকিম ইবনে মু'আবিয়াহ তাঁর পিতা (মু'আবিয়াহ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাদের ওপর স্ত্রীর হক্ব কি? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যখন খাবে তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াবে, আর যখন তুমি পোশাক পরিধান করবে তাকেও পোশাক পরাবে (প্রয়োজনে যেমন তুমি কাপড় ব্যবহার করতে থাকবে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহারের সেরূপ সুযোগ প্রদান করবে)। তার মুখে আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল ভাষায় গাল-মন্দ করবে না, তার সাথে চলাফেরা, কথা-বার্তা বর্জন করবে না, তবে বাড়ির মধ্যে রেখে তা করতে পারবে। [সহীহ আহ্‌মদ-৪/৪৪৭,৫/৩,৫, আবু দাউদ, হাদীস-২১৪২, নাসায়ী ইশ্‌রাতুল নিসা হাদীস-২৮৯, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩০০, হাকিম-২/১৮৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-১২৬৮]

ব্যাখ্যা : শরীয়ী ঈলা বা স্ত্রীর সঙ্গে সাময়িকভাবে সংশ্রব ত্যাগ করার নিয়ম আছে যদি তা ফলদায়ক হবে বলে আশা করা যায়। নবী করীম ﷺ একমাত্র ধরে এরূপ ঈলা করেছিলেন এবং স্ত্রীগণকে বাড়িতেই রেখেছিলেন।

শব্দার্থ : تُطْعِمُهَا - তুমি তাকে খাওয়াবে, اِذَا اَكَلْتَ - যখন তুমি খাবে, تَكْسُوْهَا - তাকে পোশাক পরাবে, اِذَا اكْتَسَيْتَ - যখন তুমি পোশাক পরবে, وَلَاتُقَبِّحْ - অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না, لَاتَهْجُرْ - বর্জন করবে না।

١٠٤٩. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ :كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ : اِذَا اَتَى الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ الْبَقَرَةُ.

১০৪৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীগণ বলে থাকে 'যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে পিছনের দিক থেকে সামনের রাস্তায় সঙ্গম করে তখন সন্তান টেরা হয়, ইয়াহুদীদের এরূপ কথার অসারতা বর্ণনা করে এ আয়াত নাযিল হয়– স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতবিশেষ তোমরা তোমাদের ক্ষেতে (যোনিপথে) যে কোন দিক থেকে অনুগমন করতে পারবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৫২৮, আধুনিক প্রকাশনী-৪১৪৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩৫, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৯৯]

শব্দার্থ : اَتَى امْرَاَتَهُ - স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, مِنْ دُبُرِهَا - পিছন দিক থেকে, فِى قُبُلِهَا - তার সামনের রাস্তায়, اَحْوَلُ - টেরা চোখবিশিষ্ট বা বক্রদৃষ্টি।

١٠٥٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا.

১০৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা পোষণ করে আর সঙ্গমের আগে বলে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মারাযাক্‌তানা' (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে দূরে রাখ আর শয়তানকে আমাদের জন্য তোমার কর্তৃক প্রদত্ত ভাবি সন্তান হতেও দূরে রাখ। ফলে এ মিলনে যদি তাদের জন্য সন্তান লাভ নির্ণিত হয়ে থাকে তবে সে সন্তানকে কখনও শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত

করতে পারবে না। (এখানে ঈমানগত ক্ষতি করা হয়ে থাকে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৬৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৮৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩৪, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৯৭]

শব্দার্থ : جَنِّبْنَا - আমাদেরকে দূরে রাখ, اِنْ يُقَدَّرْ - যদি ধার্য করা হয় বা নির্ধারিত হয়, لَمْ يَضُرَّهُ - তাকে ক্ষতি করতে পারবে না, اَبَدًا - কখনো।

١٠٥١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَلِمُسْلِمٍ : كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضٰى عَنْهَا.

১০৫১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে (মিলনের জন্য) নিজের বিছানায় আহ্বান করে– আর যদি সে আসতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে। (এতে তার স্বামী রাগান্বিত হয়ে রাত্রিযাপন করে) তবে ফেরেশ্তাগণ ঐ রমণীকে সকাল হওয়া পর্যন্ত লা'নাত (অভিসম্পাত) দিতে থাকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৩৯, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮১১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৪০৫, উল্লেখিত শব্দ বুখারীর। মুসলিমে আছে স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ তায়ালা) তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন ইসলামিক সেন্টার-৩৪০৪]

শব্দার্থ : اَبَتْ - অস্বীকার করল, فِرَاشٌ - বিছানা, اَنْ تَجِىْءَ - আসতে, لَعَنَتْهَا - তাকে অভিশাপ করল, حَتَّى تُصْبِحَ - সকাল পর্যন্ত।

١٠٥٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

১০৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ঐসব রমণীদেরকে লা'নত করেছেন, যেসব রমণী (অধিক চুল দেখানোর জন্য) চুল সংযোগ করে আর যে রমণী চুল সংযোগ করায় এবং উল্কী অঙ্কণকারী নারী এবং যে নারী উল্কী অঙ্কণ করায় তাকেও। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৯৪০, আধুনিক প্রকাশনী-৫৫০৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১২৪, ইসলামিক সেন্টার-৫৪০৮]

শব্দার্থ : اَلْوَاصِلَةُ - চুল সংযোগকারিণী, اَلْمُسْتَوْصِلَةُ - যে মহিলা চুল সংযোগ করায়, اَلْوَاشِمَةُ - উলকী অঙ্কনকারিণী, اَلْمُسْتَوْشِمَةُ - যে মহিলা উলকী অঙ্কন করায়।

١٠٥٣. وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ (رضــى) قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ : لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِى الرُّوْمِ وَفَارِسَ، فَاِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ اَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذٰلِكَ اَوْلَادَهُمْ شَيْئًا. ثُمَّ سَاَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَاْدُ الْخَفِىُّ.

১০৫৩. জুযামাহ বিনতে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : কিছু লোকজনের মধ্যে আমি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনলাম, তিনি বলেছিলেন : আমি অবশ্য তোমাদেরকে 'গীলা' করার ব্যাপারে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। তারপর দেখলাম রুশ ও পারস্যের লোকেরা 'গীলা' (সন্তানকে দুধ দানের সময়ে সঙ্গম) করে থাকে তাতে তাদের শিশু সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। এরপর তাঁকে লোকেরা আয্‌ল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটাতো গোপনীয় শিশু হত্যা! [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৪২, ইসলামিক সেন্টার-৩৪২৯]

ব্যাখ্যা : 'গীলা' শব্দের অর্থ–সন্তানকে দুধ খাওয়ান অবস্থায় (পিরিয়ডে) স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা। আবার কেউ বলেছেন–যে গর্ভবতী স্ত্রী সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে সঙ্গম করা।

শব্দার্থ : هَمَمْتُ - আমি ইচ্ছা করেছি, اَلْعَزْلُ - সঙ্গমকালে যোনীর বাইরে বীর্য ফেলা।

١٠٥٤- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضــى) اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً، وَاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا، وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ، وَاَنَا اُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ، وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ : اَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى. قَالَ : كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ، لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَصْرِفَهُ.

১০৫৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে আয্‌ল (সঙ্গমকালে যোনির বাহিরে বীর্যপাত) করে থাকি। যেহেতু আমি তার গর্ভ ধারণ চাই না। অথচ পুরুষগণ যা চায় আমিও তা (যৌন মিলন) চাই। আর ইয়াহুদীগণ বলে থাকে, আয্‌ল করা মানে শিশু হত্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইয়াহুদীগণ মিথ্যা বলেছেন। যদি আল্লাহ্ সন্তান সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তুমি তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। [সহীহ আহমদ-৩/৩৩.৫১.৫৩, আবূ দাউদ হাদীস-২১৭১, নাসায়ী ইশরাতুন নিসা হাদীস-১৯৪, তাহাবী আল মুশকিল-১৯১৬, উল্লেখিত শব্দ আবূ দাউদের।]

শব্দার্থ : أَعْـزِلُ - আমি যোনীর বাইরে বীর্য ফেলি, أَكْرَهُ - আমি অপছন্দ করি, تَحْـمِلُ - গর্ববতী হবে, يُحَدِّثُ - বলে বা বর্ণনা করে, اَلْمَوْؤُدَةُ - শিশু হত্যা, اَلصُّغْرٰى - ছোট, كَذَبَتْ - মিথ্যা বলেছে, اَنْ يَخْلُقَهُ - তাকে সৃষ্টি করতে, مَا اسْتَطَعْتَ - তুমি সক্ষম হবে না বা পারবে না, اَنْ تَصْرِفَهُ - তা ফেরাতে বা প্রতিহত করতে।

١٠٥٥. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهٰى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْاٰنُ. وَلِمُسْلِمٍ : فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

১০৫৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল এমন সময়ে (পিরিয়ডে) আমরা আয্‌ল করতাম। যদি তাতে নিষেধ করার মতো কিছু থাকত তবে কুরআন সে ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করত। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২০৯, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮২৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৪৪০, ইসলামিক সেন্টার-৩৪২৩, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের। মুসলিমে আরো আছে এ খবর নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌছল। কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি। ইসলামিক সেন্টার-৩৪২৫]

ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ সম্পর্কীয় বর্ণনা দুটি বাহ্যতঃ বিপরীতমুখী বলে মনে হচ্ছে। ফলে এ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা হাফেজ ইবনে হারাম, খুযামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মূলে আযল করাকে হারাম বলেছেন। কারণ হালাল ও হারাম একই ব্যাপারে বর্ণিত হলে হারামকে অগ্রগণ্য ধরা বিধিসম্মত আর সাধারণ উলামাগণের মতে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করা হারাম। আর অনুমতি থাকলে তা বৈধ। ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে বিনা শর্তে বৈধ। আযল সাময়িক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মাত্র, তা মোটেই

নিশ্চিত নয়। আযল করার হাদীস হতে জন্ম নিরোধ (নিশ্চিতভাবে সন্তান প্রসব বন্ধ) করাকে বৈধ বলার পক্ষে মোটেই যুক্তিরূপে খাড়া করা চলে না। মূলতঃ আযল করার বিষয়টি আযল কারীর নিয়্যাতের উপর বৈধ হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। আর তা হচ্ছে এই যে জাহেলিয়্যাত যুগের লোকেরা যে উদ্দেশ্যে কন্যা সন্তান অথবা শিশু সন্তান হত্যা করত (তাহল নিজকে ও পরিবারকে সুখীসমৃদ্ধ রাখতে তথা কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা করতঃ ও লজ্জা থাকতে) সেই রূপহীন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ ধারাবাহিক আযল করতে থাকে তবে তা অবৈধ হিসেবে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ও গুপ্ত হত্যার শামিল। আর যদি কেহ এরূপ হীন উদ্দেশ্য না রেখে তথা সাময়িকভাবে প্রয়োজনে আযল করে তা গুপ্ত হত্যার অন্তর্ভূক্ত নয় কিম্বা অবৈধ নয়।

শব্দার্থ : كُنَّا نَعْزِلُ - আমরা 'আযল করতাম, عَهْدٌ - যুগ, يَنْزِلُ - নাযিল হয়, يُنْهٰى عَنْهُ - তা নিষেধ করা হতো, لَنَهَانَا - অবশ্যই আমাদের নিষেধ করত।

١٠٥٦. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

১০৫৬. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস শেষে একবার মাত্র গোসল করতেন (মধ্যে গোসল করতেন না)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৭৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩০৯, ইসলামীক সেন্টার-৬১৫]

শব্দার্থ : يَطُوْفُ - চক্কর লাগাতেন বা যৌন মিলন করতেন, بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - একই গোসলে বা একবার গোসল করতেন।

٣. بَابُ الصَّدَاقِ

৩. মোহরানা

এটি (সিদক) ধাতু হতে গৃহীত। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সত্যিকারের রগবত (অনুরাগ)-এর নিদর্শনরূপে ধরা হয় বলে মহরানাকে 'সাদাক' বা 'সেদাক' বলা হয় (সিদক অর্থ সত্য)। আরবী ভাষায় মহরানার জন্য আটটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মহরানা স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ হক যা আদায় করে দেয়া একান্ত ফরয। ফাঁকি দেয়া অমার্জনীয় মহাপাপ সে কথা মনে রাখা প্রত্যেক মুসলিমের উচিত।

١٠٥٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

১০৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রী সাফীয়া বিনতে হুয়াই (রা)-এর দাসত্ব মুক্তিকে তাঁর মোহরানা রূপে ধার্য করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫০৮৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭১৩, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৬২]

ব্যাখ্যা : সাফীয়াহ (রা) খায়বর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের নিকটে বন্দীনী হন। মহানবী ﷺ তাঁকে মুক্তি দান করে এই মুক্তিপণকে মহরানারূপে ধার্য করে তাঁকে বিয়ে করেন। হাদীসে অন্য এক জন্য কুরআন শিক্ষাকেও মহরানা রূপে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নগদ মুদ্রা, অলংকার সাধারণ ব্যবহার্য বস্তু ছাড়াও এমন কিছুও ঘটনায় জনৈক ব্যক্তির মোহরানা হিসেবে ধায্য করা চলে যাকে মূল্যমান হিসেবে ধরা যায় যেমন– কুরআনের শিক্ষা দেওয়ার পারিশ্রমিক, অর্থের বিনিময়ে দাস মুক্তি ইত্যাদি।

শব্দার্থ : أَعْتَقَ - দাসত্ব হতে মুক্ত করল, عِتْقٌ - দাসত্ব হতে মুক্তি করা, صَدَاقٌ - মহরানা।

١٠٥٨. وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا. قَالَتْ : نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ . فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

১০৫৮. আবূ সালামাহ ইবনে আব্দুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী করীম ﷺ এর বিবিদের মোহরানা কি পরিমাণ তিনি প্রদান করেছিলেন? উত্তরে আয়েশা (রা) বলেন : বারো উকিয়াহ্ ও নাশ্। তিনি বললেন : তুমি কি জান নাশ্ কি? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আধা উকিয়াহ্। সুতরাং সর্বমোট যা রৌপ্য মুদ্রার পাঁচশত দিরহামের সমান। (উল্লেখ্য যে, ২০০ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ৫২.৫ ভরি রূপার সমতুল্য এই হিসাব অনুযায়ী ৫০০ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ১৩১. ২৫ ভরি রূপার সমতুল্য) এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবিদের জন্য মোহরানা।

শব্দার্থ : ثِنْتَيْ عَشَرَةَ - বার, نَشٌّ - অর্ধেক।

١٠٥٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ :

مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ. قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟.

১০৫৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে বলেন : তুমি ফাতিমাকে (মোহরানা স্বরূপ) কিছু দাও। আলী (রা) বলেন : আমার নিকটে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তোমার হুতামিয়া বর্মটি কোথায়?

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১২৫, নাসায়ী হাদীস-৩৩৭৬]

শব্দার্থ : تَزَوَّجَ - বিয়ে করল, أَعْطِهَا - তাঁকে দাও, مَا عِنْدِيْ - আমার নিকট নেই, دِرْعُكَ - তোমার বর্ম।

١٠٦٠. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلٰى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.

১০৬০. আমর ইবনে শু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা-তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে রমণী বিবাহ সম্পাদনের আগেই মোহর, কোন দান বা বিশেষ কোনো ওয়াদার ওপর বিবাহ করবে তা সমস্ত তারই হবে। আর যা কিছু বিবাহ সম্পাদনের পরে দেওয়া হবে তা যাকে প্রদান করা হবে তার হবে। মানুষ অন্য যে কোন কারণের থেকে তার কন্যা ও বোনের কারণে সম্মান পাওয়ার বেশি হক্‌দার (শ্বশুর-শ্বশুড়ী ও শ্যালক সম্বন্ধীয়-ভাই সম্মান পাওয়ার অন্যতম হক্বদার। [য'ঈফ আহ্মদ-২/১৮২, আবূ দাউদ হাদীস-২১২৯, নাসায়ী হাদীস-৩৩৫৩, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৯৫৫]

শব্দার্থ : حِبَاءٌ - দান, عِدَةٌ - অঙ্গীকার বা ওয়াদা, عِصْمَةَ النِّكَاحِ - বিবাহ সম্পাদন, أُكْرِمَ - সম্মানিত করা হয়।

١٠٦١. وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ،

وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْاَشْجَعِىُّ فَقَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَاَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ.

১০৬১. আলক্বামাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে এমন লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি কোন রমণীকে মোহর ধার্য না করে বিবাহ করল আর তাঁর সাথে যৌন মিলন না করে মৃত্যুবরণ করল। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রমণীটি তার পরিবারের মেয়েদের সমপরিমাণ মোহর (মোহর মেশাল) পাবে তার কম বা বেশি নয়, তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে, সে স্বামীর মালে ওয়ারিস লাভ করবে। এটা শুনে মা'কিল ইবনে সিনান আশজায়ী (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমাদের এক মেয়ে 'বিরওয়া'-বিনতে ওয়াশিক প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনার মতো এরূপ ফায়সালাই করেছিলেন। তা শুনে ইবনে মাসউদ (রা) খুশি হলেন। [সহীহ আহমদ-৪/২৭৯-২৮০, আবূ দাউদ হাদীস-২১১৫, নাসায়ী হাদীস-৩৩৫৪, তিরমিযী হাদীস-১১৪৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৮৯১]

শব্দার্থ : سُئِلَ - জিজ্ঞেস করা হলো, وَلَمْ يَفْرِضْ - ধার্য করেনি, لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - তার সাথে সঙ্গম করেনি, مِثْلُ - সমপরিমাণ, صَدَاقُ نِسَائِهَا - তার পরিবারের মেয়েদের মোহর, لَاوَكْسَ - কম নয়, لَاشَطَطَ - বেশি নয়, عَلَيْهَا الْعِدَّةُ - তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে, لَهَا الْمِيْرَاثُ - সে ওয়ারিস হবে, فَرِحَ - খুশী হলেন।

١٠٦٢. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَعْطٰى فِىْ صَدَاقِ امْرَاَةٍ سَوِيْقًا، اَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

১০৬২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন রমণীকে মোহরানায় ছাতু বা খেজুর দিল সে ঐ রমণীকে (তার জন্য) হালাল করে নিল। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২১১০]

শব্দার্থ : سَوِيْقٌ - ছাতু, اِسْتَحَلَّ - হালাল করে নিল।

١٠٦٣. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَجَازَ نِكَاحَ امْرَاَةٍ عَلٰى نَعْلَيْنِ.

১০৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবী'আহ্ (রা) তাঁর পিতা (আমির) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ দুখানা জুতার বিনিময়ে (মোহর ধার্যে) একজন রমণীর নিকাহ্কে (বিবাহ) জায়িয বা বৈধতা প্রদান করেছিলেন।
[মুনকার তিরমিযী হাদীস-১১১৩, ইবনে মাজাহ্-১৮৮৮]

শব্দার্থ : أَجَازَ - বৈধ করেছেন বা জায়েয করেছেন।

١٠٦٤. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

১০৬৪. সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একটি লোহার আংটির বিনিময়ে একজন লোকের সাথে একজন রমণীর বিবাহ সম্পাদন করেছিলেন। [মুনকার : হাকিম-২৭৮, এটি নিকাহ্ পর্বে বর্ণিত-৯৭৯, হাদীসের অংশ]

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : لاَ يَكُوْنُ الْمَهْرُ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মোহর (সাধারণত) দশ দিরহামের কমে হয় না। [য'ঈফ দ্বারেকাতূনী-৩/২৪৫/১৩]

١٠٦٥. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ.

১০৬৫. উক্ববাহ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : উত্তম মোহর হচ্ছে যা পরিষোধে আসান বা সহজ হয়।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১১৭, হাকিম-২/১৮১-১৮২]

শব্দার্থ : اَيْسَرُ - অধিক সহজ।

١٠٦٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِىْ : لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَقَالَ : "لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ". فَطَلَّقَهَا، وَاَمَرَ اُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ.

১০৬৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জোন কন্যা আমরাহ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আল্লাহর নিকটে পানাহ (আশ্রয়) চেয়েছিল, যখন তাকে তাঁর নিকট সমর্পন করা হয়েছিল, (যখন তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছিলেন, তুমি সঠিক ক্ষেত্রেই পানাহ্ চেয়েছ, ফলে তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং উসামাহ (রা)-কে হুকুম দিলেন তিনখানা কাপড় ঐ রমণীকে মুত্'আহ (অনুদান) রূপে দেয়ার জন্য। [মুনকার : ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৩৭]

ব্যাখ্যা : ইসলাম কোন ব্যাপারেই অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করার ও সীমা লংঘন করার পক্ষপাতী নয়। স্ত্রীলোকদেরকে মহরানা দেয়ার ক্ষেত্রেও যে তার নীতির ব্যতিক্রম হয়নি তা উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো হতে প্রমাণিত হচ্ছে। এক শ্রেণির লোকের ধারণা মহরানা বেশি হওয়া ইসলামী আদর্শ সম্মত নয়। কিন্তু মহানবীর সহধর্মিনী উম্মুল মুমেনীন উম্মে হাবীবাকে খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগী মুসলিম বাদশাহ নাজ্জাসী আশহামা চার হাজার দিনার স্বর্ণ মুদ্রা ও চার হাজার দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা মহরানা হিসেবে ধার্য করেছিলেন, তাতে মহানবী কোনো আপত্তি করেননি মূলত পাত্রির আর্থিক ও বংশীয় মর্যাদা তথা পাত্রের সক্ষমতা এবং উভয়ের সম্মতি সব মিলিয়ে মোহরের পরিমাণ ধার্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ও বিধি সম্মত। কিন্তু বর্তমান আরব জগতের অনৈসলামিক চিন্তাধারাও এ ব্যাপারে মারাত্মক; তাঁরা মনে করেন তাঁদের কন্যার মহরানা অস্বাভাবিকভাবে বেশি করে ধার্য করা না হলে তাঁদের পক্ষেও অসম্মানজনক হবে ও অপরপক্ষে আমাদের পাক-ভারতে পাত্রীপক্ষের ওপর পণ প্রথার চাপ অনেক ক্ষেত্রে মোহরানার কাছাকাছি, মোহরানা সমপরিমাণ অথবা মোহরানা থেকেও বেশি হওয়ায়ে প্রকৃত পক্ষে মোহরানা ধার্যের কোন তাৎপর্য থাকে না আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছেন না। ফলে উভয় শ্রেণির কন্যাদের বিয়ে হওয়ার পক্ষে এসব অপনীতি চরম বাধার সৃষ্টি করছে ও এতে মুসলিম সমাজে ব্যভিচারের পথকে প্রশস্ত করছে। বর্তমান যুগের মুসলমানরা ইসলামের নীতিকে বর্জন করে কুসংস্কারের বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিজেরা ধুঁকছে তা তাঁরা বুঝতেও চাইছেন না। এই ব্যাধির শেষ কোথায় তা আল্লাহই জানেন।

শব্দার্থ : تَعَوَّذَتْ - আশ্রয় চাইল, عُذْتِ - তুমি আশ্রয় চেয়েছ, مَعَاذٌ - আশ্রয় চাওয়ার স্থল।

١٠٦٧. وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِى "الصَّحِيْحِ" مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ.

১০৬৭. এ বিষয়ক মূল ঘটনা বুখারীতে, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৫৫, আবূ উসাইদ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

٤. بَابُ الْوَلِيْمَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : ওয়ালিমার (বউ ভাতের) বিবরণ

ওয়ালিমা শব্দের আভিধানিক, যার অর্থ জমা করা। এখানেও বর ও কনের একত্রিতকরণ উপলক্ষে আপ্যায়ন ব্যবস্থা।

ওয়ালিমা ছিল বিবাহ্ পরবর্তী বাসর রাত যাপন উপলক্ষে সহজসাধ্য কিছু আহার্য বস্তু দ্বারা ধনী গরীব নির্বেশেষে নিকটতম লোকদেরকে আপ্যায়িত করা। যা এখন বাসর রাতযাপন পূর্বেই বিবাহ্ মজলিসেই ঐ পক্ষে সামান্য কিছু দেয়া হয়, পক্ষান্তরে বিবাহ্ পরে যে খানার মহা ব্যবস্থা করা হয় তাতে গরীব লোকদেরকে এমনকি গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও উপেক্ষা করা হয়ে থাকে– যা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

١٠٦٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ : مَا هٰذَا؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১০৬৮. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর শরীরে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মেয়েকে খেজুরের বিচি পরিমাণ সোনা (মোহরানা) দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তোমায় বরকত দিন। তুমি একটি ছাগলের (গোশত) দ্বারা হলেও ওয়ালিমা দাও। [সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৫৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৭৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৪২৭, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৫৪]

ব্যাখ্যা : আমাদের দেশে 'কুচ' ফল দ্বারা সোনার মাপের রেওয়াজ আছে, ঐরূপ খেজুরের আঁটি মাপ তখন চালু ছিল।

শব্দার্থ : اَثَرٌ - চিহ্ন, صُفْرَةٌ - হলুদ, نَوَاةٌ - খেজুরের আঁটি বা বিচি, اَوْلِمْ - ওয়ালীমা করো।

١٠٦٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. وَلِمُسْلِمٍ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ .

১০৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ ওয়ালীমার জন্য দাওয়াতপ্রাপ্ত হবে, তখন যেন সে তাতে আগমন করে। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৭৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৯২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪২৯, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৭৩]

উক্ত সাহাবী থেকে মুসলিমে আছে, যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে বিবাহ উপলক্ষে বা তদানুরূপ কোন ব্যাপারে দাওয়াত করবে তখন সে যেন তা সাদরে গ্রহণ করে। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৭৭]

শব্দার্থ : دُعِيَ - দা'ওয়াত দেয়া হলো, اَلْوَلِيْمَةُ - বিবাহ ভোজ বা বৌ ভাত।

١٠٧٠. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

১০৭০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ওয়ালিমার ঐ খাবার নিকৃষ্ট যার জন্য আগমনকারীকে নিষেধ করা হয় আর অস্বীকারকারীকে আহ্বান করা হয়। আর যে ব্যক্তি ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর নাফরমানী করে।

[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩২, ইসলামীক সেন্টার-৩৩৮৯]

ব্যাখ্যা : ইসলাম সম্মত কোনো ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যদি জিয়াফত দেয়া হয় ও তথায় কোন বিদআত কাজের প্রশ্রয় না থাকে তবে তা কবুল করা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশে সুন্নাত বা খাৎনা নামে অথবা অনুরূপ কোন শরীয়াত নীতি ব্যতিত অনুষ্ঠান যে করা হয় তাতে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করার জন্য ঐ দাওয়াত কবুল করা মোটেই জায়েয নয়।

শব্দার্থ : شَرٌّ - নিকৃষ্ট, طَعَامٌ - খাদ্য বা খানা বা খাবার, يُمْنَعُ - বাধা দেয়া হয় বা নিষেধ করা হয়, مَنْ يَأْتِيْهَا - যে তাতে আসে, আসতে চায়, يُدْعٰى - দা'ওয়াত দেয়া হয়, يَأْبِى - অস্বীকার করে, لَمْ يُجِبْ - সাড়া দিল না বা গ্রহণ করল না, عَصٰى - অবাধ্য হলো বা নাফরমানী করল।

١٠٧١. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

১০৭১. উক্ত সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ দাওয়াতপ্রাপ্ত হবে, সে যেন তা কবুল করে। যদি সে ব্যক্তি রোযাদার হয় তবে তার জন্য দোয়া করবে। আর যদি রোযাদার না হয় তবে খাদ্য গ্রহণ করবে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩১, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৮৪]

শব্দার্থ : صَائِمًا - সওম পালনকারী, فَلْيُصَلِّ - সে যেন দু'আ করে, مُفْطِرٌ - সওম পালনকারী নয়, فَلْيَطْعَمْ - সে যেন খানা খায়।

١٠٧٢. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ : فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ.

১০৭২. এবং মুসলিমে জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে তাতে আছে, ইচ্ছা হলে খাবে নতুবা খাওয়া বর্জন করবে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৩০, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৮২]

١٠٧٣- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ اَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ.

১০৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রথম দিনের ওয়ালিমার খানা (খাদ্য) যথার্থ, দ্বিতীয় দিনের ওয়ালিমার খানা রীতিসম্মত, তৃতীয় দিনের ওয়ালিমার খানা রিয়াকারী (লোকের নিকটে স্বীয় গৌরব জাহির করা মাত্র যা অবৈধ।) আর যে নিজের সুনাম সুখ্যাতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো নেক্ কাজ করে, আল্লাহ্ তার ঐ অসৎ উদ্দেশ্যকে জনগণের নিকটে প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত করেন। [য'ঈফ তিরমিযী-১০৯৭]

ব্যাখ্যা : আজকাল দরিদ্র অনাথকে ওয়ালিমার খানা খেতে দেয়া হয় না, অথচ প্রচুর মূল্যবান খাদ্য অপচয় করা হচ্ছে যা শয়তানের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

শব্দার্থ : حَقٌّ - ন্যায় বা সঠিক, سُمْعَةٌ - রিয়া বা গৌরব জাহির করা, سَمَّعَ - সুনাম ছড়ালো।

١٠٧٤. وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ اَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةْ

১০৭৪. ইবনে মাজায় আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, এ হাদীসের শাহিদ (সহায়ক) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। [য'ঈফ ইবনে মাজাহ হাদীস-১৯১৫, তবে হাদীসটি আনাস (রা) নয়; বরং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত]

١٠٧٥. وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (رضى) قَالَتْ : اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ.

১০৭৫. সাফীয়াহ বিনতে শাইবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর কোনো সহধর্মিণীর বিবাহে দু'মুদ যব-দিয়ে ওয়ালিমা দিয়েছিলেন। (২ মুদ, ১ কেজি, ২৫০ গ্রাম।) [মুরসাল বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৭২, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৯১]

শব্দার্থ : مُدَّيْنِ - আধা সা'।

١٠٧٦. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهٖ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَاُلْقِىَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْاَقِطُ، وَالسَّمْنُ.

১০৭৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ খাইবার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিন অবস্থানকালে সাফীয়ার (রা) সাথে বাসর স্থাপন করা হয়। ফলে আমি তাঁর ওয়ালিমার জন্য মুসলিমদের জিয়াফাত করলাম। ঐ ওয়ালিমায় রুটি, গোশত ছিল না, কেবল তাঁর নির্দেশে চামড়ার দস্তরখানা বিছানো হলো তাতে খেজুর, পনীর এবং ঘি ঢেলে দেয়া হলো। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫০৮৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭১২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৬৫, ইসলামিক সেন্টার-৩৩৬৪, ৩৩৬৫]

শব্দার্থ : يُبْنٰى - বাসর করা হয় বা মিলন ঘটানো হয়, خُبْزٌ - রুটি, اَلنِّطَاعُ - اَنْطَاعُ - (চামড়ার দস্তরখানা)-এর বহুবচন, بُسِطَتْ - বিছানো হলো, اُلْقِىَ - ঢেলে দেয়া হলো, اَلْاَقِطُ - পনির, اَلسَّمْنُ - ঘি।

١٠٧٧. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَاِنْ سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَاَجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ.

১০৭৭. নবী করীম ﷺ-এর কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু'জন দাওয়াত দানকারী একত্র হলে, তোমার দরজার (বাড়ির) নিকটবর্তী ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করবে। আর যদি তাদের কেউ আগে আসে তবে প্রথম ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করবে। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৩৭৫৬]

শব্দার্থ : اِجْتَمَعَ - একত্রিত হলো, دَاعِيَانِ - দু'জন দাওয়াতদাতা, اَجِبْ - সাড়া দাও বা গ্রহণ করো, اَقْرَبُ - নিকটবর্তী, سَبَقَ - আগে আসলো বা অগ্রগামী হলো।

١٠٧٨. وَعَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا.

১০৭৮. আবূ জুহায়ফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি হেলান দিয়ে বসে খাবার খাই না।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৩৯৮, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৯৭]

শব্দার্থ : لَا اٰكُلُ - আমি খাবার গ্রহণ করি না বা খাবার খাই না, مُتَّكِئًا - ঠেস লাগিয়ে বসে।

١٠٧٩. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

১০৭৯. উমর ইবনে আবু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে বৎস! আল্লাহ্র নাম লও, ডান হাতে খাদ্য খাও এবং তোমার নিকটের দিক থেকে (উঠিয়ে) খাও। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩৭৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৭৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০২২, ইসলামিক সেন্টার-৫১০৮]

শব্দার্থ : سَمِّ اللّٰهَ - 'বিস্‌মিল্লাহ' বলো, كُلْ - খাও, بِيَمِيْنِكَ - তোমার ডান হাতে বা ডান হাত দ্বারা, يَلِيْكَ - তোমার নিকটে।

١٠٨٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَقَالَ : كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَاْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا، فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِىْ وَسَطِهَا.

১০৮০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর সামনে একটি 'পেয়ালায়' করে সারিদ (ঝোলে ভিজানো রুটি) আনা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিলেন : তোমরা চতুর্দিক থেকে খাও, মধ্য থেকে খেও না- কেননা বরকত মধ্যেই নাযিল হয়। [সহীহ আবু দাউদ হাদীস-৩৭৭২, নাসায়ী কুবরা-৪৭৫, তিরমিযী-১৮০৫, ইবনে মাজাহ-৩২৭]

শব্দার্থ : جَوَانِبٌ . جَانِبٌ - (পার্শ্ব)-এর বহুবচন, وَسَطٌ - মধ্যখান বা মাঝখান, تَنْزِلُ - অবতীর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা : খাওয়া-পরা ছাড়াও আল্লাহ্ তায়ালা মানব-জীবনের সর্বস্তরে উচ্চমানের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহানবী ﷺ-এর মহাআদর্শিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সব কিছুই সুরক্ষিত করে রেখেছে। অভাব কেবল ঈমান ও আমলের। দুঃখের বিষয় মুসলমান নামধারী মানুষই আজ ইসলামী আদব-কায়দাকে বর্জন করে বর্বরতা, বেআদবী, অনাচারের ও ধ্বংসের পথে দ্রুত ছুটে চলেছে ।

١٠٨١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اَكَلَهُ، وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

১০৮১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরেন না। কোন বস্তু ভালো লাগলে তা খেতেন। অপছন্দ হলে তা বর্জন করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪০৯, আধুনিক প্রকাশনী ৫০০৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৬৪, ইসলামিক সেন্টার-৫২১৯]

শব্দার্থ : مَا عَابَ - দোষ বর্ণনা করেননি বা মন্দ বলেননি, قَطُّ - কখনো বা কোনো দিন, اِشْتَهٰى - মনে চাইল বা আগ্রহ জাগল, كَرِهَ - অপছন্দ করল, تَرَكَ - বর্জন করলেন বা ছেড়ে দিলেন।

١٠٨٠. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِالشِّمَالِ.

১০৮২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা বাম হাতে খাবে না, কেননা শয়তান বাম হাতে খেয়ে থাকে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০১৯, ইসলামিক সেন্টার-৫১০৩]

শব্দার্থ : اَلشِّمَالُ - বাম (হাত)।

١٠٨٣. وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ .

১০৮৩. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ পান করবে তখন যেন সে পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫৩, আধুনিক-১৫০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৭, ইসলামিক সেন্টার-৫২০]

শব্দার্থ : لَايَتَنَفَّسْ - শ্বাস ত্যাগ করবে না, فِى الْاِنَاءِ - পাত্রের মধ্যে।

١٠٨٤. وَلِاَبِىْ دَاوُدَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ : اَوْ يَنْفُخُ فِيْهِ.

১০৮৪. আবূ দাউদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি এরূপই, তবে এতে এ অংশটুকু অতিরিক্ত আছে, পানীয় পাত্রে ফুঁ দেবে না।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৭২৮, তিরমিযী হাদীস-১৮৮৮]

শব্দার্থ : يَنْفُخُ - ফুঁ দিবে।

٥. بَابُ الْقَسْمِ

৫. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের পালা বণ্টন

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। এর জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থা প্রদান করেছে– যা মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ও সমাজ জীবনের জন্য কল্যাণবহও– যদি তা যথারীতি পালন করা হয়। তবে ধর্মদ্রোহী ও অপসংস্কৃতির ফাঁদে যাঁরা পড়ে রয়েছে তাদের চিন্তাধারা অন্যরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। আর সেটা মুমিন মুসলিমের দেখার প্রয়োজনও করে না। স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যার বহু বিবাহ একমাত্র কার্যকরী বাস্তব সমাধান। (অনুবাদক)

١٠٨٥. عَنْ عَائِشَةَ : (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ، لِنَسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ".

১০৮৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন করতে গিয়ে তা যথার্থভাবেই করতেন। এবং তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমার অধিকার মূলে (সক্ষমতা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে) আমার এ বণ্টন। সুতরাং আমাকে তিরস্কার করবে না এমন কোন ব্যাপারে যা তোমার অধিকারে রয়েছে কিন্তু তাতে আমার কোন অধিকার (তা বা ক্ষমতা) নেই। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২১৩৪, নাসায়ী হাদীস-৩৯৪৩, তিরমিযী হাদীস-১১৪০, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৯৭১, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩০৫, হাকিম-৯২/১৮৭]

শব্দার্থ : يَقْسِمُ - বণ্টন করেন, يَعْدِلُ - ন্যায্য কাজ করেন, اَمْلِكُ - আমি মালিক হই বা ক্ষমতা রাখি, لَاتَلُمْنِىْ - তুমি আমাকে তিরস্কার করবে না, فِيْمَا تَمْلِكُ - যাতে তোমার ক্ষমতা আছে বা যা তোমার অধিকারে আছে, لَا اَمْلِكُ - আমি ক্ষমতা রাখি না।

ব্যাখ্যা : কোনো স্ত্রীর প্রতি বেশি ভালোবাসা পোষণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে কিন্তু তাদের মধ্যে আহার্য্য ও বস্ত্র ইত্যাদি বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মানুষের আয়াত্তের বাইরে যায়। সুতরাং সাধ্যের মধ্যে থেকেও এতে তারতম্য ও ইতরবিশেষ আচরণ করা পাপ কার্য ও শাস্তির কারণ না হয়ে পারে না।—অনুবাদক

١٠٨٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ، فَمَالَ اِلٰى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ .

১০৮৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার দু'টি স্ত্রী থাকে আর সে কোন একটি দিকে বেশি ঝুঁকে যায় সে কিয়ামাতের দিন একদিকে বক্রভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় উঠবে। [সহীহ আহমদ-২/৩৪৭, ৪৭১, আবূ দাউদ হাদীস-২১৩৩, নাসায়ী হাদীস-৩৯৪২, তিরমিযী হাদীস-১১৪১, ইবনে মাজাহ-১৯৬৯]

শব্দার্থ : مَالَ - ঝুঁকে পড়র, ঝুঁকে গেল, شِقُّهُ - তার এক অংশ, مَائِلٌ - ঝুঁকে থাকবে বা বাঁকা থাকবে।

١٠٨٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ.

১০৮৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা সুন্নাত বা বিধিসম্মত হবে-যখন মানুষ কোনো কুমারীকে অকুমারীর ওপর বিবাহ করবে, তার সাথে সাত দিন অবস্থান করার পর তার স্ত্রীদের মধ্যে সমভাবে পালা বণ্টন করবে। আর যখন কোনো অকুমারীকে বিবাহ করবে তখন তার সাথে একাধিক্রমে তিন দিন অবস্থান করার পর তাদের পালা সমভাবে বণ্টন করবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২১৪, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৩০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৬১, ইসলামিক সেন্টার-৩৪৯০]

শব্দার্থ : اَقَامَ - অবস্থান করল।

١٠٨٨. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ : اِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى اَهْلِكِ هَوَانٌ ، اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ.

১০৮৮. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে যখন বিবাহ করেছিলেন, তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন আর তাঁকে বলেছিলেন : তোমার পরিবারের প্রতি কোন প্রকার অবহেলা ও অনাদরের প্রশ্ন এতে নেই। যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার কাছে সাত দিন অবস্থান করব এমতাবস্থায় আমার অন্য স্ত্রীদের নিকটেও সাত দিন অবস্থান করব।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৬০, ইসলামিক সেন্টার-৩৪৮৫]

শব্দার্থ : هَوَانٌ - অবহেলা, سَبَّعْتُ لَكِ - তোমার জন্য সাতদিন ধার্য করব।

١٠٨٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ -

১০৮৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যাম'আহ্ তনয়া 'সাওদা' (রা) তাঁর পালার দিনগুলো আয়েশাকে প্রদান করেছিলেন। নবী করীম ﷺ আয়েশার নিকটে

অবস্থান দিবস ও সাওদার নিকটে অবস্থান দিবসগুলো আয়েশার ভাগে দিতেন। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২১২, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮২৯, হাদীস একাডেমী-১৪৬৩, ইসলামিক সেন্টার-৩৪৯৩]

শব্দার্থ : وَهَبَتْ - দান করল।

١٠٩٠. وَعَنْ عُرْوَةَ (رضى) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا، فَيَدْنُوْ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ، حَتّٰى يَبْلُغَ الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيْتَ عِنْدَهَا.

১০৯০. উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছিলেন : হে আমার ভগ্নী-পো! আমাদের নিকটে অবস্থানের ব্যাপারে একজনকে অপরের ওপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনোরূপ বেশি সুযোগ প্রদান করতেন না। এমন দিন খুব কমই যেত- অর্থাৎ প্রায় দিবসই তিনি আমাদের সকলের কাছে আগমন করতেন, আমাদের কাছাকাছি যেতেন কিছু ছুঁতেন না (সহবাস করতেন না)। অবশেষে যাঁর নিকটে রাত্রি যাপনের বারি (পালা) থাকত তিনি তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে রাত্রি যাপন করতেন। [হাসান আহ্‌মদ-৬/১০৭, ১০৮, আবূ দাউদ হাদীস-২১৩৫, হাকিম-২/১৮৬, উল্লেখিত শব্দ আবূ দাউদের।]

শব্দার্থ : لَايُفَضِّلُ - প্রাধান্য দেন না, مُكْثٌ - অবস্থান করা, يَدْنُوْ - নিকটবর্তী হন, مَسِيْسٌ - স্পর্শ, فَيَبِيْتُ - অত:পর রাত যাপন করেন।

١٠٩١. وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلٰى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُوْ مِنْهُنَّ. الحديث

১০৯১. মুসলিম শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাঁর সব স্ত্রীর নিকটে একটা চক্কর দিতেন,

তাতে তিনি সবার নিকটে হাজির হতেন। (বাকি অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৭৪, ইসলামিক সেন্টার-৩৫৪২]

শব্দার্থ : دَارَ - চক্কর লাগাল।

١٠٩٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِى مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ : "اَيْنَ اَنَا غَدًا؟" يُرِيْدُ : يَوْمَ عَائِشَةَ، فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ.

১০৯২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যু-ব্যাধিকালে (যে অসুখে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে) জিজ্ঞেস করতে থাকতেন আগামীকাল আমি কার নিকটে অবস্থান করব? এতে তিনি আয়েশা (রা)-এর পালা কবে আসবে তা জানতে চাইতেন। ফলে তাঁর সহধর্মিনীগণ তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুরূপ অবস্থানের অনুমতি দিলেন। ফলে তিনি আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২১৭, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৪৪৩, ইসলামিক সেন্টার-৬১১১]

শব্দার্থ : غَدًا - আগামীকাল, اَذِنَ - অনুমতি দিল, حَيْثُ شَاءَ - যেখানে ইচ্ছা করেন।

ব্যাখ্যা : তাঁর নীতি ও পরায়ণতার দৃঢ়তা এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে–যদিও বিবিদের নিকটে অবস্থানের সমবন্টন তাঁর ওপর ফরয (অবশ্য পালনীয়) ছিল না।

١٠٩٣. وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

১০৯৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভ্রমণে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারী করতেন, এতে যাঁর নাম পেতেন তাঁকে নিয়ে সফর করতেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৯৩, আধুনিক প্রকাশনী-২৪০৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৭৭০, ইসলামিক সেন্টার-৬৮১৮]

শব্দার্থ : سَفَرٌ - ভ্রমণ, اَقْرَعَ - সে লটারী করল, سَهْمٌ - অংশ।

١٠٩٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ.

১০৯৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে যাম্'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যেন ক্রীতদাসকে চাবুক মারার ন্যায় নিজের স্ত্রীকে চাবুক না মারে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২০৪, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮২২]

শব্দার্থ : لَايَجْلِدُ - চাবুক মারবে না, جَلْدَ الْعَبْدِ - ক্রীতদাসকে চাবুক মারার মতো।

ব্যাখ্যা : একই ব্যাপারে সমান হকদারের মধ্য হতে কেবল একজনকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়াকে 'কুরআ প্রয়োগ' বলা হয়।

٦. بَابُ الْخُلْعِ

৬. অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক

ইসলাম স্ত্রী বর্জনের জন্য তালাকের অধিকার স্বামীর হাতে যে ন্যায় সঙ্গতভাবেই দিয়েছে তা সুস্থ বিবেক সম্পন্ন জনদের নিকট দিবালোকের ন্যায় উজ্জল পক্ষান্তরে ইসলাম স্ত্রীকে খোলা করার অধিকার দিয়ে স্বামী বর্জনের অধিকারও প্রদান করেছে। পার্থক্য কেবল খোলা তৃতীয় পক্ষ কোন বিচারকের মাধ্যমে হবে আর সাধারণ তালাক্ব নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বামীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যা প্রয়োজনে তথা উপায়হীন অবস্থায় উভয় সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করতে পারে। তবে এর সৎ প্রয়োগ যতটা অসৎ প্রয়োগএর কম নয়। পূরুষেরা যেমন স্বার্থন্ধি হয়ে তথা ক্রোধান্বিত হয়ে তা নাকের অপব্যবহার করে থাকে তেমন আজকাল শারঈ বিধান অজ্ঞ ও আধুনিকতার দাবিদার মহিলারাও স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তির লক্ষে অথবা ক্রোধের বশিভূত হয়ে তৃতীয় পক্ষের নিকট সমাধানের জন্য শরনাপন্ন হওয়া ছাড়াই পুরুষদের মতই সরাসরি তালাক শব্দ ব্যবহার করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাধানের পরিবর্তে আরো সমস্যা সৃষ্টি করছেন। এর জন্য ইসলাম মোটেই দায়ী নয়; বরং প্রশাসন ও মুসলমানদের ইসলাম বৈরী আকীদা ও আমলই হচ্ছে এর জন্য দায়ী। (অনুবাদক)

١٠٩٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ، وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلَامِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً، وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَاَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

১০৯৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে ক্বাইসের স্ত্রী (যাইনাব) (রা) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী সাবিতের ওপর চরিত্রগত ও ধর্মগত কোন দোষারোপ করছি না, কিন্তু ইসলামের শিক্ষানুযায়ী কোনো কুফরী আচরণও আমার নিকট অভিপ্রেত নয়। (স্বামীর সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার আমার দ্বারা হোক তা চাই না। কিন্তু স্বামী অপছন্দ হওয়ার জন্য আমার দ্বারা সেরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি তার (মোহ্রানা দেয়া) বাগানটি তাকে ফেরত দেবে? যাইনাব (রা) বলেন, হ্যাঁ, দেব। এবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্বামীকে বললেন, বাগানটি ফেরত নাও এবং তাকে একটি তালাক দাও।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এরূপ শব্দ রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তালাক দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৭৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৮৬]

শব্দার্থ : مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ - তাকে দোষারোপ করছি না, خُلُقٍ - চরিত্র, اَتَرُدِّيْنَ - তুমি কী ফেরত দিবে?, حَدِيْقَتَهُ - তার বাগান, اِقْبَلْ - গ্রহণ করো বা ফেরত নাও।

١٠٩٦. وَلِاَبِىْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىِّ وَحَسَّنَهُ : اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

১০৯৬. আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে আছে (তিনি হাসান বলেছেন) এতে সাবিত ইবনে ক্বাইসের স্ত্রী সাবিতের নিকট হতে খোলা তালাক গ্রহণ করেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাত্র এক ঋতু তাঁর ইদ্দতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

[হাসান আবূ দাউদ-২২২৯, তিরমিযী হাদীস-১১৮৫]

শব্দার্থ : اِخْتَلَعَتْ - খুল'আ ত্বলাক্ব গ্রহণ করল।

١٠٩٧. وَفِىْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ اِبْنِ مَاجَهْ : اَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ دَمِيْمًا وَاَنَّ امْرَاَتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اللّٰهِ اِذَا دَخَلَ عَلَىَّ لَبَصَقْتُ فِىْ وَجْهِهِ.

১০৯৭. ইবনে মাজাতে রয়েছে, আমর (রা) থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন : সাবিত ইবনে ক্বাইস (রা) কুৎসিত কদাকায় ছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন : যদি আমার মধ্যে আল্লাহ্ ভয় না থাকত তবে আমি অবশ্যই তাঁর মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করতাম যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন। [য'ঈফ ইবনে মাজাহ-৯২৫০৭]

শব্দার্থ : دَمِيْمٌ - কুৎসিত, مَخَافَةُ اللّٰهِ - আল্লাহর ভয়, لَبَصَقْتُ - অবশ্যই তাঁর মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করতাম।

١٠٩٨. وَلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ أَبِىْ حَثْمَةَ : وَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِى الْإِسْلَامِ.

১০৯৮. মুসনাদে আহ্মদে সাহল ইবনে হাসমাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে এটাই ছিল ইসলামে প্রথম খোলা তালাক। [য'ঈফ আহ্মদ-৪/৩]

٢. بَابُ الطَّلَاقِ

৭. অনুচ্ছেদ : তালাকের বিবরণ

তালাক শব্দের অর্থ কোনো বস্তুর বন্ধন খুলে ফেলা। শরীয়তের পরিভাষায় বিবাহ বন্ধনকে খুলে দেয়ার নাম তালাক্ব।

তালাক্ব হচ্ছে বৈধ কাজগুলোর মধ্য সর্বাপেক্ষা স্পর্ষকাতর ও জটিল বিষয়। অতএব শরীয়তের মৌলিক দাবি হচ্ছে– তালাকের মতো বিষয় সংঘটন যতদূর সম্ভব কম হোক। তাই তালাক প্রয়োগের ওপর শরীয়ত এমন কিছু শর্ত ও তার প্রয়োগবিধি ও পদ্ধতি আরোপ করেছে যাতে অগত্যাপক্ষের তালাক্ব ছাড়া আর একটি তালাক্বও না ঘটতে পারে। অনৈসলামিক তালাক্বকে কার্যকরী করার সূত্র ধরে তালাক্বী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সুন্নী তালাকে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না– বরং তা একান্তই একটা সুষ্ঠু সমাধান মাত্র। যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থে রয়েছে। ('তালাকের মৌলিক বিধান' পুস্তক দ্রঃ)

١٠٩٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الطَّلَاقُ.

১০৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তালাক হচ্ছে হালাল বস্তুর মধ্যে আল্লাহর নিকটে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বস্তু। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২১৭৭,২১৭৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০১৮, হাকিম-২/১৬৯]

ব্যাখ্যা : যাঈফ হাদীস দ্বারা কোন বিধান সাব্যস্ত হয় না। তালাক নিকৃষ্ট হালাল" এ কথা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। বাস্তবতাও এটাকে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব ও অশান্তি এ পর্যায়ে চলে যায় যে, এক মুহূর্তও তাদের একত্রে জীবন যাপন অসহনীয় ও কন্টকময় হয়ে যায় এমন অবস্থায় বিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকলে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। যেমন হিন্দুদের মাঝে হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে তালাক প্রদানের ব্যবস্থা থাকা একটি আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম নেয়ামত হিসেবে গণ্য। তবে তালাকের অপর ব্যবহার অবশ্যই শারঈ বিধান লঙ্ঘন নিকৃষ্টতম কাজ।

শব্দার্থ : اَبْغَضُ - অধিক ঘৃণিত।

١١٠٠. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ - وَهِىَ حَائِضٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ، وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

১১০০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পিতা উমর (রা) এ প্রসঙ্গে রাসূল করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন : তাঁকে বলুন সে তার ঐ স্ত্রীকে রাজা'আত করুক (ফেরত নিক)। তারপর তাঁর এ ঋতুর পরবর্তী তোহর (পবিত্র অবস্থা) ও আরো একটি ঋতুকাল পর্যন্ত রেখে দ্বিতীয় দফার তোহরে (পাক) অবস্থা আগত হলে যদি সে মনে করে তবে তাকে স্ত্রীরূপে রেখে দেবে, আর তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তার সাথে সঙ্গম না করে তালাক দেবে, আর এটাই হচ্ছে সে ইদ্দত যার অনুকূলে তালাক দেয়ার জন্য (সূরা তালাক) আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৫১,, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৬৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৭১, ইসলামিক সেন্টার-৩৫১৫]

শব্দার্থ : فَلْيُرَاجِعْهَا - সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়, مُرْهُ - তুমি তাকে আদেশ করো, لِيُمْسِكْهَا - সে যেন তাকে রেখে দেয়, حَتّٰى تَطْهُرَ - পবিত্র হওয়া পর্যন্ত, قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ - সহবাস করার আগে।।

١١٠١. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

১১০১. মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আপনি তাকে (ইবনে উমরকে) হুকুম দিন তার স্ত্রীকে যেন সে ফেরত নেয় তারপর পবিত্র অবস্থায় বা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত গর্ভাবস্থায় তালাক দিক। [ইসলামিক সেন্টার-৩৫২২]

শব্দার্থ: طَاهِرًا - পবিত্র অবস্থায়, حَامِلاً - গর্ভবতী অবস্থায়।

١١٠٢ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيْقَةً.

১১০২. বুখারীর অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে, এতে তার একটি তালাক ধরা হয়েছিল। (কে এটাকে তালাক বলে গণ্য করেছেন তার উল্লেখ করা হয়নি।)

[সহীহ : বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৫৩, আধুনিক প্রকাশনী ৪৮৬৯]

শব্দার্থ : وَحُسِبَتْ - হিসাব করা হয় বা গণ্য বা করা হয়, تَطْلِيْقَةً - এক ত্বালাক্ব।

ব্যাখ্যা :

১. স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় ও নেফাসের (প্রসবজনিত রক্ত স্রাবের) অবস্থায় তালাক্ব দেয়া হারাম। কিন্তু এ হারাম কাজ যদি কেউ করেই বসে তবে তা কার্যকরী হবে কি-না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

২. একদল বলেছেন– তালাক হবে কিন্তু এরূপ তালাক দাতার উপর ঐ স্ত্রীকে ফেরত লওয়া। (রাজাআত করা) অজেব।

৩. একদল বলেছেন–রাজাআত করার শর্ত ছাড়াই তালাক্ব হবে।

৪. আর একদল বলেছেন তালাক্ব বার্তাবে না। উল্লেখিত মতামত সমূহের মধ্যে প্রথম মতটি (অর্থাৎ এ অবস্থায় তালাক হয়ে যাবে কিন্তু তালাক দাতার প্রতি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব) দলীলের অধিক নিকট বর্তি ও প্রাধান্য যোগ্য। কারণ ১. ১০৭৩ নং উক্ত হাদীসে ফিরিয়ে নিতে বলা (রাজাআত) হয়েছে। তালাক কার্যকর না হলে ফিরিয়ে নিতে বলার প্রশ্নই ছিল না বরং তাকে বলা হত স্ত্রীর বন্ধনেই রয়েছে। তোমার তালাক কার্যকর হয় নাই একান্তই তালাক দিতে হলে পবিত্র অবস্থায় তালাক দাও। ২. যদি তালাক কার্যকর না হত তাহলে সেই ঋতুর পরবর্তী তহুরেই তালাক দিতে বলতেন, আরো এক ঋতু ও তহুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন না। ৩. ইবনে উমর (রা) এর উক্তি ঋতু অবস্থায় ১ম তালাক অথবা ২য় তালাকের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে ভুলের সংশোধন করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ৩য় তালাক হলে স্ত্রী মুক্ত হয়ে যাওয়ায় আর সংশোধনের সুযোগ নেই ভুল ভুলই থেকে

যাবে। মাসনুন পদ্ধতীতে আর তালাক দেওয়ার সুযোগ রইল না। যদি ঋতু অবস্থায় তালাক কার্যকর না হত্ত তবে এই উক্তির কোন অর্থই থাকে না। ৪. বুখারী এক বর্ণনায় ঋতু অবস্থায় তালাককে এক তালাক হিসেবে ধরা হয়েছিল বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখিত তথ্যসমূহ ও আরো তথ্যের আলোকে প্রমাণ হয় যে, ঋতু অবস্থায় তালাক কার্যকর হয়ে যাবে, তবে মাসনুন পদ্ধতিতে তালাক প্রদান করত: নিজকে সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। না হলে সুন্নাতের খেলাফ করার কারণে গুনাগার হবে অবশ্য তালাক হয়ে যাবে এছাড়া অধিক সতর্কতা মূলক তালাক গণ্য করাটা সঙ্গত যাতে স্ত্রী মুক্ত হওয়ার পরও স্ত্রী হিসেবে অবৈধ ব্যবহার হওয়ার সুযোগ না থাকে, যা জঘণ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

١١٠٣. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : اَمَّا اَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً اَوْ اثْنَتَيْنِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنِىْ اَنْ اُرَاجِعَهَا، ثُمَّ اُمْهِلَهَا حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرٰى وَاَمَّا اَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيْمَا اَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَاَتِكَ.

১১০৩. মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোন জিজ্ঞাসাকারীকে বলল : যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে এক বা দু-তালাক প্রদান কর তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশ্য আমাকে আদেশ করেছিলেন, যেন আমি তাকে ফেরত নিই, তারপর অন্য আর একটি ঋতু তার অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমি ঐ অবস্থায় রেখে দিই। তারপর তাকে স্পর্শ না করেই তালাক দেই। আর তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছ এতে তুমি তোমার প্রতিপালক যে নির্দেশ তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে দিয়েছে তুমি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছ। [মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৫১৯]

শব্দার্থ : اَنْ اُرَاجِعَهَا - আমি তাকে ফেরত নেই, ثُمَّ اُمْهِلَهَا - অতঃপর তাকে অবকাশ দেই, عَصَيْتَ - তুমি বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

١١٠٤. وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَدَّهَا عَلَىَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ : اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ.

১১০৪. অন্য বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (যিনি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘটনার সাথে স্বয়ং জড়িত) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে স্ত্রী

ফেরত দিয়েছিলেন আর ঋতু অবস্থা ঐ তালাকটিকে কোন বিবেচ্য বিষয় বলে মনে করেননি এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে পবিত্র তা অর্জন হবে (যথারীতি) তালাক দেবে অথবা তালাক না দিয়ে রেখে দিবে। [সহীহ মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৩৫৩৩]

শব্দার্থ : فَرَدَّهَا - সে তাকে ফেরত দিল, عَلَيَّ - আমার নিকট, لَمْ يَرَهَا - তাকে মনে করেনি বা গণ্য করেনি, شَيْئًا - কিছুই, إِذَا طَهُرَتْ - সে যখন পবিত্র হবে।

١١٠٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

১১০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং কুরআনের মহামান্য ভাষ্যকার) তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পূর্ণ শাসনামলে ও উমর ফারুক (রা)-এর প্রথম দু'বছরের খিলাফাতকাল পর্যন্ত একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একটি মাত্র তালাক গণ্য করা হতো। তারপর উমর (রা) বলেন : লোক তো ধীর স্থিরভাবে (তালাক) সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ না করে তাড়াহুড়ো করছে, এমতাবস্থায় যদি আমি ওটা (তিন তালাককে) তাদের উপর প্রচলন করেই দেই! ফলে তিনি তিন তালাককে তাদের উপর বাধ্য করেই দিলেন। অর্থাৎ এক-সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন ধরা হবে বলে ঘোষণা করে দিলেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৭২, ইসলামিক সেন্টার-৩৫৩৬]

শব্দার্থ : اِسْتَعْجَلُوْا - তারা তাড়াহুড়া করেছে, أَنَاةٌ - ধীরস্থিরতা, لَوْ أَمْضَيْنَاهُ - যদি আমি তা চালু করে দেই বা কার্যকর করে দেই, فَأَمْضَاهُ - অতঃপর তিনি তা কার্যকর করলেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন হাদীস মূলে একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া বিধি সম্মত নয় তিন তালাক একসঙ্গে দিলে তা থেকে একটি তালাক কার্যকর হবে তিনটি নয় এ নিয়ে এ যাবৎকাল বহু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। বর্তমানেও এ ব্যাপারে গবেষণার ফলাফল যা প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে এ সত্যই স্বীকৃতি লাভ করেছে যে–একসঙ্গের তিন তালাককে এক তালাক রাজয়ী গণ্য করাটাই কুরআন হাদীসের শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গত : এ চিত্রও তুলে ধরা যায় যে, পাকিস্তানসহ মধ্যে এশিয়া ও

আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে একসঙ্গে তিন তালাককে তা যেভাবেই দেয়া হোক না কেন এক তালাক রাজয়ী বলে গণ্য সরকারি নীতি ও নির্দেশ জারী করা হয়েছে। এগুলো একই বৈঠকে তালাক শব্দ তিন বারে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি একই বাক্যে 'তোমাকে তিন তালাক দিলাম' বলা হয় তবে এটা কোন দিক থেকেই তিন তালাক হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে না। যানদুলমায়াদ, রওযতুন্নাদিয়া, এক মজলিস কী তিন তালাক, হায়াতে ইবনে তাইমিয়া (রহ) ইত্যাদি। যথাক্রমে ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড, ৫২, ৬৮, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মিশরের সরকারি আইনের যে উদ্ধৃতি আমরা পেয়েছি ঐটি পরে দেয়া হয়েছে।

١١٠٦. وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضى) قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ. حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلاَ اَقْتُلُهُ؟

১১০৬. মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোনো লোকের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হলো যে, লোকটি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করেছেন। এরূপ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন : একি! তোমাদের মধ্যে আমার বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই কুরআন নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এরূপ ক্রোধ দেখে কোনো সাহাবী দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি ওকে হত্যা করব না? [য'ঈফ নাসায়ী হাদীস-৩৪০১]

শব্দার্থ : ثَلَاثَ تَطْلِيْقَات - তিন তালাক, جَمِيْعًا - একত্রে, غَضْبَانَ - রাগান্বিত, يُلْعَبُ - খেলা করা হয়, وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ - আমি তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থাতেই, اَلاَ اَقْتُلُهُ - আমি কি তাকে হত্যা করব না?

١١٠٧. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ طَلَّقَ اَبُوْ رُكَانَةَ اُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " رَاجِعْ اِمْرَاَتَكَ." فَقَالَ : اِنِّىْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا.

১১০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহাবী আবু রুকানা তাঁর স্ত্রী উম্মু রুকানাহকে তালাক প্রদান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার স্ত্রীকে তুমি 'রাজা'আত' কর তথা ফেরত নাও, উক্ত সাহাবী বললেন : আমি তো তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তা তো আমি জানিই, তুমি তাকে ফেরত নাও।

[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২১৯৬]

١١٠٨. وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : طَلَّقَ أَبُوْ رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا. فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ.

১১০৮. মুসনাদ আহমদের শব্দে আছে, সাহাবী আবূ রুকানাহ তাঁর স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী বিচ্ছেদের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা তো একটি মাত্র তালাক (ধর্তব্য)। হাদীস দু'টির রাবী ইবনে ইসহাক্ব একজন বিতর্কিত রাবী।

শব্দার্থ : حَزِنَ - পেরেশান হলো, চিন্তিত হলো।

ব্যাখ্যা : তিনি একজন সেকা রাবীর, ওস্তাদের নাম উল্লেখ থাকায় তাঁর এ রেওয়ায়াতে কোনো দুর্বলতা নেই।–মিশরীয় ছাপা, বুলুগুল মারামের টীকা দ্রষ্টব্য।

আবু দাউদ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে সূত্রটি এর থেকে উত্তম–তাতে আছে, অবশ্য আবূ রুকানা তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে 'বাত্তী তালাক' দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন–'আমি তো এতে একটি মাত্র তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। ফলে নবী করীম ﷺ তাঁকে তাঁর মাত্র তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। ফলে নবী করীম ﷺ তাঁকে তার স্ত্রীকে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম আহ্মদ বিন্ হাম্বল, ইমাম নাসায়ী, ইবনে হাযম আনসারী প্রমুখ হাদীসটিকে প্রমানের অযোগ্য বলেছেন।

মিশরের শরীয়তী তালাকের আইনের ধারা যা আরবী ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ভাবার্থ : ১৯২৯ ইং সালের ১০ মার্চে শরীয়তী ধারার ২৫ নম্বরে সংযোজন হয়েছে তা হচ্ছে–

১. মাতালের ও তালাক প্রয়োগের জন্য বাধা ব্যক্তির তালাক কার্যকরী হবে না।

২. একাধিক তালাক–তা শব্দ উচ্চারণ দ্বারা বা ইঙ্গিতে সংখ্যা ব্যক্তি করা হোক–মাত্র একটি তালাকই কার্যকরী হবে।

৩. পৃথকভাবে তিন দফায় প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ তিন তালাক; সহবাসের আগেই তালাক প্রদান করা; স্ত্রীর নিকট হতে অর্থের বিনিময়ে (খোলা) তালাক দেয়া যা মিশরের শরীয়তী

আইনে বায়েন তালাক বলে ঘোষিত তালাক ছাড়া যাবতীয় তালাক রাজয়ী (স্ত্রী ফেরত যোগ্য) তালাক বলে বণ্য হবে।– হায়াতে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, ৫৮ পৃ:, (বেরুতের ছাপা)।

এই মর্মেই ইংরেজি ভাষায় বলা হয়েছে–

A divorec. accompained by a namber expressly, or implierdly shall count only a single divorce. And such a divoce shall be revocable._ Egyption family lawes of 1929 act 3.

উপরোক্ত মর্মে আইন চালু করা হয় বিভিন্ন দেশে নিম্নোক্ত সময়ে সুদান–ইং ১৯৩৫; জর্ডন–১৯৫১; সিরিয়া ১৯৫৩; মরক্কো-১৯৫৮; ইরাক–১৯৫৯; পাকিস্তান–১৯৬১। Muslim law reform.

আহমদাবাদের 'ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার' কর্তৃক আয়োজিত (১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত) বিশিষ্ট উলামা সেমিনার এর রিপোর্ট 'এক মাজলিস কি তিন তালাক' হতে উদ্ধৃত, (রাহিমী প্রেস–বোম্বাই হতে মুদ্রিত) ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বেদয়ী বা অনৈসলামিক তালাক হতে সমাজে তালাকী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কাজেই এ সমস্যা দূর করতে হলে এ সবের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

١١٠٩. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

১১০৯. হাদীসটি আবূ দাউদ থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে, রুকানা তার স্ত্রী সুহাইমাহকে বাত্তা তালাক দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমি এর দ্বারা মাত্র একটি তালাক দিতেই ইচ্ছো পোষণ করেছি। ফলে নবী করীম ﷺ তাকে তার উক্ত স্ত্রী ফেরত দিলেন।

[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২২০৬]

শব্দার্থ : مَا أَرَدْتُ : - আমি ইচ্ছা করিনি।

١١١٠. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

১১১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি ব্যাপারে পাকাপোক্তভাবে কথা বলা ও হাসি-ঠাট্টা করে কথা

বলা উভয়ই বাস্তব বলে গণ্য হবে- সেগুলো হলো : বিবাহ, তালাক ও রাজা'আত (তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা)।

[হাসান আবূ দাউদ হাদীস-২১৯৪, তিরমিযী হাদীস-১১৮৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৩৯]

শব্দার্থ : جِدٌّ - গুরুত্ব দেয়া, هَزْلٌ - হাসি-ঠাট্টা করা।

ব্যাখ্যা : বিবাহ, তালাক, রাজাআত, দাসমুক্তি ব্যাপারে 'আমি হাসি–ঠাট্টার ছলে এরূপ বলেছিলাম' বলা চলবে না। উবাদা বিন সামেত (রা) হতে একটা মারফূ হাদীস যা হারেস বিন আবু উসামার মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে; তিনটি ব্যাপারে খেল–তামাশা চলে না। তালাক, বিবাহ ও দাসমুক্তিতে। যে এ সম্বন্ধে কথা বলবে তার ওপর তা সাব্যস্থ হয়ে যাবে। এর সনদ দুর্বল।

١١١١. وَفِىْ رِوَايَةَ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ ضَعِيْفٍ : الطَّلَاقُ، النِّكَاحُ وَالْعِتَاقُ.

১১১১. ইবনে আদীতে অপর এক দুর্বল বর্ণনায় রয়েছে, বিষয়গুলো হলো 'তালাক প্রদান করা, দাসমুক্ত করা ও বিবাহ দেয়া'। [হাসান]

শব্দার্থ : اَلْعِتَاقُ - দাসমুক্তি।

١١١٢. وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ اَبِىْ اُسَامَةَ (رضى) مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ : لَا يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِىْ ثَلَاثٍ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ .

১১১২. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে একটি মারফূ হাদীস যা হারিস ইবনে আবূ উসামার মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি ব্যাপারে খেল-তামাশা চলে না। তালাক, বিয়ে ও দাস মুক্তিতে। যে এ প্রসঙ্গে কথা বলবে তার ওপর তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে– এর সনদ দুর্বল। [হাসান]

শব্দার্থ : لَايَجُوْزُ - বৈধ নয়, اَللَّعِبُ - খেল-তামাশা, وَجَبْنَ - সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

١١١٣. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا ، مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ.

১১১৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের ঐসব বিষয়গুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বিষয়গুলো তাদের মনে জাগ্রত হয় যতক্ষণ না তারা তা কর্মে পরিণত করে বা মুখ ফুটে না বলে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৬৯, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৮৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১২৭, ইসলামীক সেন্টার-২৩৯]

শব্দার্থ : تَجَاوَزَ - ক্ষমা করে দিয়েছে, حَدَّثَتْ - কথা বলল, اَنْفُسَهَا - তার মনে, مَا - যতক্ষণ, لَمْ تَعْمَلْ - কাজ করেনি, اَوْ تَكَلَّمْ - অথবা মুখে উচ্চারণ করেনি।

ব্যাখ্যা : বহু পাপের কথাই মানুষের মনে এসে যায় কিন্তু ঐগুলো ধরা হলে কারো পক্ষে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহর হাজার হাজার শুকর যে তা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মনের কথায় তালাক সাব্যস্ত হয় না। তালাকের কথা হতে লেখা বা কাউকে দিয়ে লেখানো হলে তা তালাক বলে সাব্যস্ত হবে।

١١١٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَا، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

১১১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : অবশ্য আল্লাহ্ আমার উম্মাতের চুকে যাওয়া, ভুলে যাওয়া আর তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জোরপূর্বক করে কোনো কথা বলায়ে বা কোনো কাজ করায় নিলে তা আল্লাহ্ ধরবেন না। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৪৫, হাকিম-২/১৮৯]

শব্দার্থ : وَضَعَ - ছেড়ে দিয়েছেন বা মাফ করে দিয়েছে, اَلْخَطَا - ত্রুটি, اَلنِّسْيَانَ - ভুল বা ভুলে যাওয়া, اُسْتُكْرِهُوْا - বাধ্য করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াত 'ইল্লা মান উকরেহা অক্বালবুহু মুৎমায়েন্নুন্' (অর্থ–তবে ঐসব মানুষকে রেহাই দেয়া হবে যাদের অন্তরে ঠিক থাকা সত্ত্বেও জবরদস্তি মনের বিপরীতে তাদের দ্বারা কিছু (পাপ) করান হবে।) এ হতে জবরদস্তির তালাককেও অবৈধ করা হয়েছে।–উর্দু টীকা হতে।

١١١٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : اِذَا حَرَّمَ اِمْرَاَتَهُ لَيْسَ بِشَىْءٍ . وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . وَلِمُسْلِمٍ : اِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَاَتَهُ، فَهِىَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا .

১১১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করে তবে তা কোনো ধর্তব্যের বিষয় বলে বিবেচিত হবে না। তিনি আরো বলেছেন : অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৬৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৮০]

শব্দার্থ : حَرَّمَ - হারাম বলে ঘোষণা করল, أُسْوَةٌ - আদর্শ, حَسَنَةٌ - সুন্দর বা উত্তম।

١١١٦. وَلِمُسْلِمٍ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا .

১১১৬. মুসলিমে আছে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের ওপর হারাম বলে ব্যক্ত করে তখন তা শপথ বা ক্বসম বলে গণ্য হয়– তার জন্য তাকে ক্বসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৭৩, ইসলামিক সেন্টার-৩৫৪০]

শব্দার্থ : يَمِيْنٌ - শপথ, কসম, يُكَفِّرُ - কাফফারাহ দিবে।

ব্যাখ্যা : এরূপ কিছু বলা হলে কাফ্ফারা স্বরূপ দাস মুক্তি বা দশজন দরিদ্রকে অন্ন বা বস্ত্র দান অথবা ৩ দিন রোযা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত। পরের হাদীসে বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হালাল বস্তু ঐরূপ বলার জন্য হারাম হয়ে যায় না। যেমন– নবী করীম ﷺ এর হারাম বলার জন্য হালাল বস্তু মধু হারাম হয়নি।

١١١٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، قَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ.

১১১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (বিবাহের পর) জওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে নিয়ে আসা হয় ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকটে অগ্রসর হন তখন মেয়েটি বলে ওঠে আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি।' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তো মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইলে'– তুমি তোমার পরিবারের নিকটে চলে যাও।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৫৪, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৭০]

শব্দার্থ : عَظِيْمٌ - মহান, اِلْحَقِيْ - তুমি চলে যাও বা মিলিত হও।

ব্যাখ্যা : এই হতে বোঝা যাচ্ছে– তালাক শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দও তালাকের জন্য ব্যবহার করা যায় এবং তালাকের নিয়াত করলে তাতে তালাক বর্তায়। এরূপ তালাককে 'কেনায়া' তালাক বলা হয়।

١١١٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا طَلَاقَ اِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ اِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

১১১৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিবাহ সম্পাদনের আগে তালাক নেই, আর দাস-দাসীর ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে দাসত্ব মুক্তি নেই। [সহীহ হাকিম -৯২/২০৪]

শব্দার্থ : لَاطَلَاقَ - ত্বালাক নেই বা ত্বালাক হয় না, بَعْدَ نِكَاحٍ - বিয়ের পরে, لَا عِتْقَ - দাসত্ব মুক্তি নেই বা দাসত্ব মুক্তি হয় না, بَعْدَ مِلْكٍ - মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরে।

١١١٩. وَاَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَةْ : عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ.

১১১৯. মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ (রা) থেকে ইবনে মাজাহ অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, সনদটি হাসান (সহীহ কাছাকাছি) হলেও কিছুটা ত্রুটিযুক্ত। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৪৮]

١١٢٠. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ لِاِبْنِ اٰدَمَ فِيْهَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

১১২০. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা) তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে কোন আদম সন্তানের মান্নত মানা চলবে না, ঐরূপ মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে কোন দাসত্ব মুক্তি নেই, যাতে মালিকানা নেই তাতে তালাক নেই।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১৯০, ২১৯১, ২১৯২, তিরমিযী হাদীস-১১৮১]

শব্দার্থ : لَانَذْرَ - মানত করা চলবে না।

١١٢١. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ، اَوْ يَفِيْقَ-

১১২১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কলমের ক্রিয়া তিন প্রকার মানুষের ওপর কার্যকরী করা হবে না। ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর তার জাগ্রত হওয়ার আগে, বালকের ওপর তার বয়স্কপ্রাপ্ত হওয়ার আগে, পাগলের ওপর তার জ্ঞান ফেরার আগে। [সহীহ আহমদ-৬/১০১. ১৪৪, আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৯৮, নাসায়ী-৬৫৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৪১, ইবনে হিব্বান-৯১৪২, হাকিম-২/৫৯]

শব্দার্থ : رُفِعَ - উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, النَّائِمِ - ঘুমন্ত ব্যক্তি, يَسْتَيْقِظَ - জাগবে, الصَّغِيْرِ - ছোট, يَكْبُرُ - বড় হবে, اَلْمَجْنُوْنُ - পাগল, يَعْقِلُ - বুঝতে পারবে, يَفِيْقُ - হুঁশ ফিরে আসবে।

٢. بَابُ الرَّجْعَةِ

৮. অনুচ্ছেদ : রাজ'আতের (স্ত্রী ফেরত নেয়ার) বিবরণ

রাজআত (اَلرَّجْعَةُ) শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার অর্থ হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম অর্থ। যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে তার তালাক রাজয়ী (ফেরত গ্রহণের সুযোগ) ছাড়া কুরআনে অন্য কোনরূপ পূর্ণ বিচ্ছেদকারী তালাকের ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। রাজআতের অন্য অর্থের মধ্যে আছে কোনো বস্তুকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া– তা তালাকের সঙ্গে কোন সংশ্রব না থাকলেও হতে পারে। (যাদুল মায়াদ)

١١٢٢. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ : اَشْهِدْ عَلٰى طَلَاقِهَا، وَعَلٰى رَجْعَتِهَا.

১১২২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ লোক প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলেন, যে ব্যক্তি তালাক দেবার পর রাজ'আত করে (স্ত্রীকে ফেরত নেয়) কিন্তু এ ফেরত গ্রহণের কোনো সাক্ষী রাখে না। তিনি বললেন, স্ত্রীর তালাকের ও তার রাজ'আতের ওপর সাক্ষী রাখবে; আবূ দাউদ মাওকুফ সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ। [আবূ দাউদ হাদীস-২১৮৬]

শব্দার্থ : يُطَلِّقُ - তালাক দেয়, يُرَاجِعُ - ফিরিয়ে আনে, لَايُشْهِدُ - সাক্ষী রাখে না, اَشْهِدْ - সাক্ষী রাখ।

١١٢٣. وَاَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ بِلَفْظِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَاَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ فِى غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْاٰنَ وَزَادَ الطَّبَرَانِىْ فِىْ رِوَايَةٍ وَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

১১২৩. ইমাম বায়হাকী অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন : ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন : 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পর ফেরত নেয় কিন্তু ফেরত নেয়ার কোনো সাক্ষী রাখে না।'

তিনি এর জবাবে বলছিলেন : এটা ইসলামের নিয়ম নয়; বরং সে এখন তার সাক্ষী করে রাখুক, তাবারানীর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত আছে যে, আর সে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুক।

শব্দার্থ : اَلْاٰنَ - এখন, وَيَسْتَغْفِرُ - ক্ষমা চাবে।

١١٢٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

১১২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাঁর পিতা [উমর (ফারুক (রা)]-কে বলেছিলেন, আপনার পুত্র ইবনে উমর (আবদুল্লাহ)-কে আদেশ করুন সে যেন তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়। [১০৭৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]

٢. بَابُ الْاِيْلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

৯. অনুচ্ছেদ : ঈলা, যিহার ও কাফ্‌ফারা অধ্যায়

ঈলা অর্থ : স্বামীর এরূপ কসম করা যে, 'আমি চার মাস কাল আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব না।' চার মাসের কম মেয়াদে ঈলা হয় না, তবে কিছু আলেম বলেছেন : এক দিনের জন্য এরূপ কসম করে চার মাস পর্যন্ত সহবাস বন্ধ রাখলে এটাও 'ঈলা' বলে গণ্য হবে।

যিহার 'তুমি আমার প্রতি আমার মায়ের পিঠের মতো' স্ত্রীকে এরূপ বলার নাম যিহার। বস্তু দুটি আরবে পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তারা এর প্রয়োগ করত। কসম ভঙ্গ করার কাফফারা দিয়ে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা ইসলাম করেছে। কাফফারার কথা বলা হয়েছে।

١١٢٥ ,١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ آلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِيْنِ كَفَّارَةً.

১১২৫. ১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য ঈলা' (ক্বসম) করে হারাম ঘোষণা করেছিলেন অতঃপর হারামকে আবার হালাল করেছিলেন এবং তিনি তাঁর এরূপ কসম ভঙ্গ করার জন্য কাফ্ফারাও প্রদান করেছিলেন। [মুনকার তিরমিযী হাদীস-১২০১]

শব্দার্থ : آلَى - ঈলা করল, حَرَّمَ - হারাম ঘোষণা করল।

٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُؤْلِيْ حَتّٰى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتّٰى يُطَلِّقَ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ঈলাকারীর চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তাকে বিচারকের নিকটে আটক করা হবে– যতক্ষণ না সে তালাক প্রদান করে (অথবা পূর্বের ন্যায় তার সাথে মেলামেশা করে) আর তালাক হবে না যতক্ষণ না (স্বামী) তালাক প্রদান করবে।

[সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৯১, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯০২]

শব্দার্থ : مَضَتْ - অতিক্রম করল, أَشْهُرٌ - شَهْرٌ (মাস)-এর বহুবচন, وَقَفَ - বিরত থাকবে, اَلْمُؤْلِيْ - ঈলাকারী।

٣. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ : أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُوْنَ الْمُؤْلِيَ.

৩. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ জনেরও অধিক সাহাবীকে দেখেছি তাঁরা ঈলাকারীদেরকে বিচারের জন্য উপস্থিত করেছেন। [সহীহ মুসনাদ শাফেয়ী-২/৪২/১৩৯]

٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللّٰهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলিয়া যুগের ঈলা এক বছর ও দু'বছর কালদীর্ঘ হতো। আল্লাহ্ ঐ দীর্ঘ সময়কে চার মাসের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। ফলে যদি তার চার মাসের কম হয় তবে ঈলা বলে গণ্য হবে না। [সহীহ বায়হাকী-৭/৩৮১]

শব্দার্থ : وَقَّتَ - সময় নির্ধারণ করেছেন, اَقَلُّ - কম।

١١٢٦. وَعَنْهُ (رضى) اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَاَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ، قَالَ : فَلَا تَقْرَبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ اللّٰهُ. رَوَاهُ الْاَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِىُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِىُّ اِرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ : مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَفِيْهِ : (كَفِّرْوَلَاتَعُدْ)

১১২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কোনো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে জিহার করার পর তার সাথে সহবাস করে ফেলে। তারপর তিনি নবী করীম ﷺ এর নিকটে এসে এ কথা প্রকাশ করে যে, আমি তো আমার কাফ্ফারা না দিয়েই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্র আদেশ পালন না করে (কাফফারা না দিয়ে) স্ত্রীর নিকটে গমন কর না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২২৩, নাসায়ী-৬৬৭, তিরমিযী-১১৯৯, ইবনে মাজাহ-২০৬৫, নাসায়ী একে মুরসাল হওয়াটা প্রাধান্য দিয়েছেন।]

বায্যার অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে, তুমি তোমার এ কাজের জন্য (কসম ভঙ্গের জন্যে) কাফ্ফারা আদায় কর। এরূপ আর কখনো করবে না। [তালখীস-৩২২]

শব্দার্থ : ظَاهَرَ - যিহার করল, وَقَعَ عَلَيْهَا - তার সাথে সহবাস করে, قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ - কাফফারা আদায় করার পূর্বেই, لَاتَقْرَبْهَا - তার নিকটে যাবে না।

١١٢٧. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ (رضى) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ اَنْ اُصِيْبَ امْرَاَتِىْ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا فَانْكَشَفَ لِىْ مِنْهَا شَىْءٌ

لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : مَا اَمْلِكُ اِلَّا رَقَبَتِيْ. قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ : وَهَلْ اَصَبْتُ الَّذِيْ اَصَبْتُ اِلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ : اَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

১১২৭. সালামাহ ইবনে সাখ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রমযান মাস এসে যাওয়ার পর আমার মনে ভয়ের উদ্রেগ হল যে, হয়তো আমি আমার স্ত্রীর সাথে (রোযার অবস্থায়) সঙ্গম করে বসি কিনা। তাই আমি জিহার করলাম অতঃপর তার একটি অংশ (হাঁটুর নিম্নাংশ) রাতে আমার সামনে উম্মুক্ত হয়ে গেল; ফলে আমি সংবরণ হারিয়ে তাঁর উপরে পড়ে গেলাম (সহবাস করে ফেললাম)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন : একটি দাস মুক্ত কর। আমি বললাম, আমি দাসের মালিক নই- কেবল আমি নিজেরই মালিক। তিনি বললেন : ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখ। আমি বললাম, আমি রোযা রাখার জন্যেই তো এ বিপদে পড়েছি। তিনি বললেন : তবে তুমি ষাট জন দরিদ্রকে এক অরাক বা ফারাক (আনুমানিক) খেজুর খাইয়ে দাও। [সহীহ আহমদ-৪/৩৭, আবূ দাউদ হাদীস-২২১৩, তিরমিযী হাদীস-১১৯৮, ৩২৯৯, ইবনে মাজাহ-২০৬২, ইবনুল জারূদ-৭৪৪]

শব্দার্থ : خِفْتُ - আমি আশঙ্কা করলাম, أُصِيْبَ امْرَأَتِيْ- আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করব, ظَاهَرْتُ - আমি যিহার করেছি, انْكَشَفَ - খুলে গেল বা প্রকাশ পেল, حَرِّرْ - আযাদ করো, مَا اَمْلِكُ - আমি মালিক নই, رَقَبَتِيْ - আমার গর্দান বা নিজের, صُمْ - সওম (রোযা) পালন করো, مُتَتَابِعَيْنِ - একাদিক্রমে বা ধারাবাহিকভাবে।

ব্যাখ্যা : নিজে কাফফারা আদায়ে অপরাগ হলে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সহযোগীতার স্মরণাপন্ন হতে হবে। সেখান থেকেও যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায় কোনক্রমেই তার পক্ষে কাফফারা আদায় সম্ভব না হয় তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যেহেতু আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত কাউকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ও জিজ্ঞাসিত করবেন না।

১. মহানবীর ঈলার বিভিন্ন কারণ একত্রিত হয়েছিল। তার কোনো সহধর্মিনী তাঁর কোনো গোপনীয় ভেদের কথা অন্য বিবির নিকটে ফাঁস করে দিয়েছিলেন–সে সম্বন্ধে তাঁকে অবগত করানো হয়। তাঁর অভাব অনাটনকে কেন্দ্রে করে তাঁরা

সকলেই তাঁর ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার জন্য জখম প্রাপ্ত হন। তাঁকে কৌশল করে অন্য বিবির প্রতি বিরূপ করে তোলার জন্য আয়েশা ও হাফসা (রা) হালাল বস্তু মধুকে হারাম করার মন্তব্য তাঁর কাছে হতে আদায় করেন।

২. হাদীস হতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে–ঈলার মেয়াদে চার মাস পূর্ণ হয়ে গেলেই আপষে তালাক হয়ে যাবে না; বরং স্বামী তালাক দেবে আর না দিলে সমাজপতি তাকে তালাক দিতে বাধ্য করবে। আর অধিকাংশের মতো এটি রাজয়ী তালাক বলে গণ্য হবে।

١٠. بَابُ اللِّعَانِ

১০. অনুচ্ছেদ : পরস্পরের প্রতি অভিশাপ (লিয়ান) প্রদান

ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গজীবন ব্যবস্থা তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার সুষ্ঠু সমাধান সমানভাবে বিদ্যমান। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি স্বামীর সন্দেহ দেখা দেবেই না এমন কথা বলা যায় না। তাই অবাঞ্ছিতভাবে হলেও এরূপ কিছু দেখা দিলে তার সমাধান হবে লিআন এর মধ্যে দিয়ে। শরীয়তের ব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে এর সম্পাদন হতে হবে। (অনুবাদক)

١١٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلٰى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى مِثْلِ ذٰلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِىْ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَاتِ فِىْ سُوْرَةِ النُّوْرِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ : لَا، وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فَوَعَظَهَا كَذٰلِكَ، قَالَتْ : لَا، وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

১১২৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ওমুক ব্যক্তি (উওয়াইমির আজলানী) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি বলেন, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখে তবে সে কি করবে? যদি সে এ কথা প্রকাশ করে দেয় তবে তা বিরাট বিপর্যয় ঘটে যাবে। আর যদি চুপ থেকে যায় তবে তাকে এরূপ বিরাট ব্যাপারে নীরব থাকতে হবে। একথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কোনো উত্তর দিলেন না।

এরপর আর একদিন সে এসে বলল : যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করেছিলাম তাতেই আমি আজ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি বা জড়িয়ে পড়েছি। ফলে আল্লাহ্ (এর সমাধানকল্পে) সূরা নূরের আয়াতগুলো নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ঐসব আয়াত পাঠ করে শুনালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন ও জানালেন যে, পরকালের শাস্তি হতে ইহকালের শাস্তি অনেক হালকা (লঘু), এরপর সাহাবী উয়াইমির (রা) বলেন : না, আপনাকে যিনি সত্যসহকারে নবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম আমি তার ওপর মিথ্যা বলিনি।

তারপর নবী করীম ﷺ তার স্ত্রীকে ডাকালেন, তাকে অনুরূপভাবে উপদেশ দিলেন। মেয়েটি বলল না, তা নয়, সত্যসহকারে যে আল্লাহ্ আপনাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, তিনি (আমার স্বামী) মিথ্যা বলেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে পুরুষের চারটি সাক্ষী আল্লাহ্র কসম যোগে চারবার গ্রহণ করলেন। অতঃপর মহিলার কাছ থেকেও অনুরূপ সাক্ষী গ্রহণ করলেন অতঃপর তাদের মধ্যের বিবাহের সম্পর্ক ছেদ করে দিলেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৯৩, ইসলামিক সেন্টার-৩৬০৪]

শব্দার্থ : لَوْ وَجَدَ - যদি পায়, أَحَدُنَا - আমাদের কেউ, امْرَأَتَهُ - তার স্ত্রীকে, عَلَى فَاحِشَةٍ - ব্যভিচারে লিপ্ত, كَيْفَ يَصْنَعُ - সে কী করবে? ابْتُلِيتُ - আমি বিপদে পড়েছি বা আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, وَعَظَهُ - তাকে উপদেশ দিলেন, ذَكَّرَهُ - তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, أَخْبَرَهُ - তাকে জানালেন, عَذَابُ الدُّنْيَا - দুনিয়ার শাস্তি, أَهْوَنُ - সহজ, مَا كَذَبْتُ - আমি মিথ্যা বলিনি, عَلَيْهَا - তার বিরুদ্ধে, قَالَتْ - মহিলা বলল, إِنَّهُ - অবশ্যই সে, كَاذِبٌ - মিথ্যাবাদী, فَبَدَأَ - শুরু করলেন, شَهِدَ - সে সাক্ষী দিল, ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ - দ্বিতীয় পর্যায়ে মেয়েটির সাক্ষী নিলেন।

١١٢٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَالِىْ؟ فَقَالَ : اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

১১২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বললেন : তোমাদের প্রকৃত হিসাব (বিচার) আল্লাহ্র নিকটেই। তোমাদের একজন (অবশ্যই) মিথ্যাবাদী-এরপর তোমার স্ত্রীর ওপর তোমার কোন হাত (অধিকার) থাকল না। পুরুষটি বলল : আমার মাল (মোহরানায় দেয়া বস্তু) কি হবে? তিনি বললেন : তুমি যদি তাকে অপবাদ না দিয়ে সত্যই বলে থাক তবে তোমার মাল তোমার স্ত্রীর লজ্জাস্থান তুমি ব্যবহার করেছ তার বিনিময় হবে। আর যদি মিথ্যা বলে তার ওপর অপবাদ দিয়ে থাক তবে তো তুমি তার থেকে অনেক দূরেই ছিটকে গেলে। (মালের দাবি করা সম্পূর্ণ অবান্তর ও অন্যায় হবে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩৫০, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৫০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৯৩, ইসলামিক সেন্টার-৩৬০৬]

শব্দার্থ : اَبْعَدُ - অনেক দূরে, بِمَا اسْتَحْلَلْتَ - যার বিনিময়ে তুমি হালাল করেছ, فَرْجَهَا - তার লজ্জাস্থান।

١١٣٠. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَبْصِرُوْهَا، فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِىْ رَمَاهَا بِهِ.

১১৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন (গর্ভবতী স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া হলে) তোমরা মেয়ের ওপর লক্ষ্য রাখ যদি সন্তান পূর্ণ অবয়ব সাদা রংয়ের খাড়া চুলবিশিষ্ট হয় তবে তা তার স্বামীরই হবে, আর যদি সেটি না হয়ে সুর্মালী চোখ ও কুকড়ানো চুলবিশিষ্ট হয় তবে যার সাথে তার ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে তার হবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৯৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৬১৫]

শব্দার্থ : اَبْصِرُوْهَا - তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রাখো, سَبِطًا - খাড়া চুলওয়ালা, اَكْحَلُ - সুরমালী চোখ, جَعْدًا - কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট, رَمَا هَابِهِ - যার সাথে তার অপবাদ দিয়েছে।

١١٣١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ رَجُلًا اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلٰى فِيْهِ وَقَالَ : اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ .

১১৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোনো একজনকে (লি'আনের কসম করার সময়) পঞ্চম দফায় তার হাত তার মুখে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন : এটা (৫ম দফাটি) বিচ্ছেদকে ও মিথ্যাবাদীর শাস্তিকে নিশ্চিতকারী। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-২২৫৫, নাসায়ী-৬৫৭]

শব্দার্থ : اَنْ يَضَعَ - রাখবে, يَدَهُ - তার হাত, عَلٰى فِيْهِ - তার মুখের উপর, مُوْجِبَةٌ - নিশ্চিতকারী বা সাব্যস্তকারী।

١١٣٢. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِىْ قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَاْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১১৩২. সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুজন লি'আনাকারীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন তারা স্বামী-স্ত্রী তাদের লি'আন কার্য সমাধা করল পুরুষটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হব, যদি আমি তাকে রেখে দেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩০৮, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৯২, ইসলামিক সেন্টার-৩৬০১]

শব্দার্থ : اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ - দু' লি'আনকারী, فَرَغَا - তারা অবসর হলো, مِنْ تَلَاعُنِهِمَا - তাদের লি'আন করার পর, اِنْ اَمْسَكْتُهَا - যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেই।

١١٣٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَاَتِى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ : غَرِّبْهَا . قَالَ : اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِىْ. قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، وَالنَّسَائِىُّ مِنْ وَجْهٍ اُخَرَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ : طَلِّقْهَا. قَالَ : لَا اَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ : فَاَمْسِكْهَا.

১১৩৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ জানাল, আমার স্ত্রী কোনো স্পর্শকারীর হাতকে প্রত্যাখ্যান করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তাকে বিদায় করে দাও। সে বলল : তাকে মন থেকে বিদায় করতে পারব না বলে ভয় পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তবে তাকে উপভোগ করতে থাক।

ইমাম নাসায়ী অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) হতে এরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তাকে তালাক প্রদান কর, সে বলল : আমি তাকে ছেড়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তবে তাকে রেখে দাও। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২০৪৯, নাসায়ী হাদীস-৩২২৯]

শব্দার্থ : لَاتَرُدُّ - ফিরিয়ে দেয় না, يَدَ لَامِسٍ - স্পর্শকারীর হাত, غَرِّبْهَا - তাকে দূর করে দাও বা ত্বালাক দাও, اَخَافُ - ভয় করি বা আশঙ্কা করি, اَنْ تَتْبَعَهَا - তার অনুসরণ করবে, نَفْسِىْ - আমার হৃদয় বা আমার মন, اِسْتَمْتِعْ - উপভোগ করো, لَا اَصْبِرُ - আমি ধৈর্য ধরতে পারব না।

ব্যাখ্যা : মেয়েটি স্বামীর মালপত্রের সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন যত্ন নিত না।

١١٣٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ جَنَّتَهُ، وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ - اِحْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ .

১১৩৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দু'জন লি'আনকারীর প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন : যে রমণী ভিন্ন গোত্রের মানুষকে তার স্বামীর গোত্রের মধ্যে প্রবেশ করানোর মতো নিকৃষ্ট কাজ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ তাকে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। পক্ষান্তরে যে পুরুষ নিজের সন্তানকে অস্বীকার করবে আর সে তার প্রতি স্বয়ং দেখছে, আল্লাহ্ তাঁর দর্শন থেকে তাকে বঞ্চিত রাখবেন; আর আগে-পরের যাবতীয় সৃষ্টির সামনে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করবেন। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২২৬৩, নাসায়ী হাদীস ৩৪৮১, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৭৪৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩৩৫]

(ব্যভিচারের সন্তানের বংশে যে তারতম্য ঘটে তার জন্য ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী মহিলা আল্লাহ্র ক্রোধভাজন হয়ে জাহান্নামবাসী হয়।)

শব্দার্থ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ - যে কোনো মহিলা, أَدْخَلَتْ - প্রবেশ করাল (যিনার মাধ্যমে), عَلَى قَوْمٍ - কোনো গোত্রের উপর, مَنْ لَيْسَ - যে নয়, مِنْهُمْ - তাদের অন্তর্ভুক্ত, فَلَيْسَتْ - তার (ঐ মহিলার) নেই, مِنَ اللّٰهِ - আল্লাহর সাথে, فِي شَيْءٍ - কোনো কিছু, لَنْ يُدْخِلَهَا - তাকে প্রবেশ করাবে না, جَحَدَ - অস্বীকার করল, احْتَجَبَ - আড়ালে থাকল, وَفَضَحَهُ - তাকে লাঞ্ছিত করল, رُءُوسِ الْخَلَائِقِ - যাবতীয় সৃষ্টির সামনে।

وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .

উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোনো সন্তানের প্রতি তার সন্তান হওয়ার স্বীকৃতি এক মুহূর্তের জন্য দান করবে সে তার ঐ স্বীকৃতিকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। [য'ঈফ বায়হাক্বী কুবরা-৭/৪১১-৪১২]

١١٣٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ : حُمْرٌ. قَالَ : هَلْ فِيْهَا مَنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ : نَعَمْ - قَالَ : فَأَنّٰى ذٰلِكَ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ : فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ . وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.

১১৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো রং-এর পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন : ঐগুলোর রং কি? সে বলল : লাল। রাসূল ﷺ বললেন : তার মধ্যে কোনটি কি মেটে রংয়ের আছে? সে বলল : হ্যাঁ, তা আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তবে তা কোথেকে এলো? সে বলল : সম্ভবত ঐটি কোন শিরা অবলম্বন করে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সম্ভবত তোমার ঐ পুত্রকেও বংশের কোন লোকের শিরা প্রভাবিত করায় সে কালো রং বিশিষ্ট তা নিয়ে জন্মলাভ করেছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩০৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯১৪, মুসলিম, হাদীস, একাডেমী-১৫০০, ইসলামীক সেন্টার-৩৬২৪]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, সে তার সন্তানের রং কালো বলে অভিযোগ করার পর তাকে অস্বীকার করার প্রতি ইঙ্গিত করছিল। আর (রাবী) হাদীসের শেষাংশে আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তানটিকে অস্বীকার করার অধিকার তাকে দেননি। [মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৩৬২৫]

শব্দার্থ : اَسْوَدُ - কালো, فَمَا اَلْوَانُهَا - সেটার রং কী? حُمْرٌ - লাল, اَوْرَقُ - মেটে রং لَعَلَّهُ - হয়ত সেটি, نَزَعَهُ - তাকে টেনে এনেছে, عِرْقٌ - কোন শিরা।

١١. بَابُ الْعِدَّةِ وَالْاِحْدَادِ وَالْاِسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

১১. অনুচ্ছেদ : ইদ্দত পালন ও শোক প্রকাশ

١١٣٦. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضى) اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ (رضى) نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ، فَاَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ وَفِىْ لَفْظٍ : اَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً-

وَفِىْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِىُّ : وَلَا اَرَى بَاْسًا اَنْ تَزَوَّجَ وَهِىَ فِىْ دَمِهَا، غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ.

১১৩৬. মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। সুবাইআহ্ আস্‌লামীয়াহ (রা) তাঁর স্বামীর ইন্তিকালের কিছুদিন পার হতেই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে বিবাহ্ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী করীম ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন, ফলে সে মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩২০, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৩০]

এর মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩১৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৮, এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ৪০ দিন পর সন্তান প্রসব করেছেন। [বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ৪৯০৯, আধুনিক প্রকাশনী-৪৫৪১]

আর মুসলিমের শব্দে এসেছে, ইমাম যুহরী (তাবিয়ী) রক্তস্রাব হওয়া অবস্থায় বিবাহ সংঘটিত হওয়াতে ত্রুটি নেই বলে মনে করতেন, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্বামী যেন তার নিকটে গমন না করে। (এ অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ।)
[মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৮৪]

শব্দার্থ : نُفِسَتْ - নিফাস হলো, সন্তান প্রসব করল, وَفَاةٌ - মৃত্যু, لَيَالٍ - কয়েক রাত বা কয়েক দিন, فَاسْتَأْذَنَتْهُ - তার নিকট অনুমতি চাইল, أَنْ تَنْكِحَ - বিয়ে করার , أَذِنَ لَهَا - তাকে অনুমতি দিলেন, نَكَحَتْ - বিয়ে করল, لَا يَقْرَبُهَا - তার নিকটবর্তী হবে না।

ব্যাখ্যা : স্বামীর ইন্তেকাল ও তালাকের পর গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্তই–তার বেশি নয়।

١١٣٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.

১১৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা নামের এক দাসীকে তিন ঋতু ইদ্দত পালনের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৭৭]

শব্দার্থ : حَيْضٌ - حِيَضٌ - (রক্তস্রাব)-এর বহুবচন, تَعْتَدُّ - ইদ্দাত পালন করবে।

١١٣٨. وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا - لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

১১৩৮. ইমাম শা'বী (রহ.) কর্তৃক কায়েসের কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কোন খোর-পোষ ও অবস্থান সংক্রান্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বামীর উপরে বর্তায় না।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮০, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৭০]

শব্দার্থ : سُكْنَى - বাসস্থান, نَفَقَةٌ - খরচ বা খোরপোষ।

١١٣٩. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ : وَلَا تَخْتَضِبْ وَلَا تَمْتَشِطْ.

১১৩৯. উম্মে আতীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন রমণী যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সম্পূর্ণ রঙিন কাপড় পরবে না, তবে রঙিন সুতোর কাপড় পরতে পারবে, সুরমা ব্যবহার করবে না, সুগন্ধি দ্রব্য লাগাবে না। তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিছু কুস্ত বা আযফার সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৩, আধুনিক প্রকাশনী-৩০২, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৯৮, আবূ দাউদে আছে, খিযাব লাগাবে না। সহীহ হাদীস-২৩০২, নাসায়ীতে আছে "চুল আচড়াবে না"। সহীহ নাসায়ী হাদীস-৩৫৩৪,৩৫৩৫]

শব্দার্থ : لَا تُحِدُّ - শোক প্রকাশ করবে না, فَوْقَ ثَلَاثٍ - তিন দিনের অধিক, لَا تَلْبَسُ - পরবে না, مَصْبُوْغًا - রঙ্গীন, ثَوْبُ عَصْبٍ - রঙিন সূতার কাপড়, لَا تَكْتَضِبْ - খিযাব লাগাবে না, لَا تَمْتَشِطْ - চিরুণী লাগবে না।

١١٤٠. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ جَعَلْتُ عَلٰى عَيْنِيْ صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِيْ بِالطِّيْبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ. قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ : بِالسِّدْرِ.

১১৪০. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : আমার স্বামী আবূ সালামার ইন্তিকাল হওয়ার পর আমি আমার চোখে 'মুসাব্বার' ব্যবহার করে

ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এটাতো চেহারাকে লাবণ্য দান করে, ফলে তুমি এটা ব্যবহার করবে না, ব্যবহার রাতে করবে আর দিনের বেলায় তাকে মুছে ফেলবে, আর সুগন্ধি দ্বারা কেশ বিন্যাস করবে না এবং হেনা (মেহেদি) লাগাবে না। কেননা এটা হচ্ছে খিযাব।

উম্মু সালামাহ বলেন : তবে আমি কোন্ বস্তু দিয়ে চুল আঁচড়াব? তিনি বললেন : কুল বৃক্ষ (কাটাদার ক্রান্ত) দিয়ে। [য'ঈফ, আবূ দাউদ হাদীস-২৩০৫, নাসায়ী হাদীস-৩৫৩৭]

শব্দার্থ : صَبْرٌ - এক প্রকার গাছের রস, يَشُبُّ - উজ্জ্বল করে বা লাবণ্য করে, لَاتَجْعَلِيْهِ - তা লাগাবে না, انْزِعِيْهِ - তা তুলে ফেলবে বা অপসারিত করবে, اَلسِّدْرُ - বরইপাতা।

١١٤١. وَعَنْهَا؛ اِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ اِبْنَتِىْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، اَفَنَكْحِلُهَا؟ قَالَ : لَا.

১১৪১. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক রমণী জানতে চাইলেন হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমার কন্যার স্বামী ইন্তিকাল করেছে– আর তার চোখ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাব? তিনি বললেন, না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৩৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮৮, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৯১]

শব্দার্থ : اشْتَكَتْ عَيْنَهَا - তার চোখ অসুস্থ হয়েছে, اَفَنَكْحِلُهَا - আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাব?

ব্যাখ্যা : প্রসাধনী সামগ্রী ছাড়া অন্য ঔষধ ব্যবহার করতে পারেব। –মিশরীয় টীকা।

١١٤٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِىْ، فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ، فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : بَلْ جُدِّىْ نَخْلَكِ، فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ، اَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا.

১১৪২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার খালাকে তালাক প্রদান করা হলে তিনি তাঁর খেজুর গাছের ফল নামাবেন বলে ইচ্ছা করেন। কোন লোক তাঁকে বাড়ির বাইরে (না) যেতে ধমকালেন। ফলে তিনি নবী করীম ﷺ-এর

কাছে আগমন করলেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর ফল নামাবে। কেননা তুমি (এর থেকে) শীঘ্রই সদকাহ্ করবে ও অন্যান্য সৎ কাজও সম্পাদন করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮৩, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৮৩]

শব্দার্থ : طُلِّقَتْ - তালাক দেয়া হলো, اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا - তার খেজুর গাছের ফল নামাবেন, زَجَرَهَا - তাকে ধমকালেন, جُدِّىْ نَخْلَكِ - তুমি খেজুর গাছের ফল নামাবে, تَصَدَّقِىْ - তুমি সদাকাহ দিবে, تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا - তুমি ভাল কাজ করবে।

١١٤٣. وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوْهُ. قَالَتْ : فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ؛ فَاِنَّ زَوْجِىْ لَمْ يَتْرُكْ لِىْ مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَّلَا نَفَقَةً، فَقَالَ : نَعَمْ فَلَمَّا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ نَادَانِىْ، فَقَالَ : اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ. قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ : فَقَضٰى بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ عُثْمَانُ.

১১৪৩. মালিকের কন্যা ফুরাইআহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার স্বামী স্বীয় পলাতক ক্রীতদাসদের অনুসন্ধানে বের হয়েছিলেন। ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তিনি বললেন : আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি আমার পিতার কাছে ফিরে যাই। কেননা আমার স্বামী আমার অবস্থানের জন্য তাঁর কোন বাসগৃহ ও খাদ্য দ্রব্য রেখে যাননি। তিনি বলেন : হ্যাঁ, তারপর আমি যখন ঘরে রয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বললেন : তুমি তোমার ঘরেই থেকে যাও– যতক্ষণ না তোমার ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়। তিনি (ফুরাই'আহ) বললেন : আমি চার মাস দশ দিন সেখানে অবস্থান করলাম। তিনি বললেন : এরূপ ফায়সালা তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) দিয়েছিলেন।

[হাসান আহমদ-৬/৩৭, ৪২০-৪২১, আবূ দাউদ হাদীস-২৩০০, নাসায়ী হাদীস-৩৫৩০, তিরমিযী হাদীস-১২০৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৩১, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩৩১, ১৩৩২, হাকিম-২০৮]

শব্দার্থ : طَلَبٌ - সন্ধান করা, مَسْكَنًا - বাসস্থান, اَلْحُجْرَةُ - কক্ষ, اُمْكُثِىْ - তুমি থাকো, অবস্থান করো, فِىْ بَيْتِكِ - তোমার ঘরে, يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ - কিতাব তার সময়ে পৌঁছে, কুরআনে নির্ধারিত সময় শেষ হয়।

١١٤٤. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رضى) قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ زَوْجِىْ طَلَّقَنِىْ ثَلَاثًا، وَاَخَافُ اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ، قَالَ : فَاَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ.

১১৪৪. ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, হয়তো আমার উপর তিনি চড়াও হয়ে যেতে পারেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে ঐ স্থান পরিবর্তন করে ফেলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮২, ইসলামীক সেন্টার-৩৫৮০]

শব্দার্থ : اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ - আমার উপর চড়াও হবে, تَحَوَّلَتْ - স্থান পরিবর্তন করল।

١١٤٥. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ : لَا تُلْبِسُوْا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا سَيِّدُهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

১১৪৫. আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নবীর সুন্নাত নীতি (নিয়ম) আমাদের নিকটে অস্পষ্ট ও ঘোলাটে করে তুলবে না (যাতে আমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে না পড়ি)। তার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, উম্মে ওয়ালাদ রমণীর মনিবের মৃত্যুতে উম্মুল ওয়ালাদ শ্রেণীর রমণীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। [য'ঈফ আহ্মদ-৪০৩, আবূ দাউদ হাদীস-২৩০৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-২০৮৩, হাকিম-২০৮, দারাকুত্বনী-৩/৩০৯]

শব্দার্থ : لَا تُلْبِسُوْا - তোমরা অস্পষ্ট করে তুলবে না, سُنَّةُ نَبِيِّنَا - আমাদের নবীর সুন্নাত।

ব্যাখ্যা : উম্মুল অলাদ বলে ঐসব দাসীকে যার পেটে মুনিবের ঔরষজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ রমণীকে মুনিবের বিক্রয় করার অধিকার থাকে না।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّمَا الْاَقْرَاءُ؛ الْاَطْهَارُ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আকরা' শব্দের অর্থ ঋতুর পরবর্তী আতহার বা পবিত্র কাল। [সহীহ মুয়াত্তা মালিক-২/৫৭৬০৫৭৭/৫৪]

١١٤٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

১১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : দাসীর তালাক মাত্র (দু'দফায়) দু'তালাক আর তার ইদ্দত দু'ঋতু কাল। [সহীহ মাওকুফ দারাকুত্নী-৪/৩৮]

শব্দার্থ : تَطْلِيْقَتَانِ - দু' তলাক, حَيْضَتَانِ - দু' হায়য।

١١٤٧. وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوْهُ، فَاتَّفَقُوْا عَلٰى ضَعْفِهِ.

১১৪৭. আর আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান এ হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একে ইমাম হাকিম সহীহ বলে অভিহিত করেছেন : অন্যান্য মুহাদ্দিস এতে দ্বিমত পোষণ করে এর যঈফ হওয়াতে ঐকমত্য হয়েছে।
[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২১৮৯, তিরমিযী-১১৮২, ইবনে মাজাহ-৯২০৮০, হাকিম-২৫৫০]

١١٤٨. وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

১১৪৮. সাবিত পুত্র রুইয়াইফি (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী কোন মু'মিন মানুষের জন্য জায়েয নয় যে, সে অন্যের ক্ষেতে ফসলে স্বীয় পানি সিঞ্চন করবে।
[হাসান আবূ দাউদ-২১৫৮, তিরমিযী-১১৩১, ইবনে হিব্বান-৪৮৩০]

শব্দার্থ : اَنْ يَسْقِيَ - পান করাবে, مَاءَهُ - তার পানি, زَرْعُ غَيْرِهِ - অন্যের ক্ষেত।

ব্যাখ্যা : অন্যের দ্বারা সঞ্চারিত ভ্রূণ গর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না।

١١٤٩. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) فِيْ اِمْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ - تَرَبَّصُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

১১৪৯. দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা) থেকে বর্ণিত: নিরুদ্দেশে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গুনবে। চার বছর পূর্ণ হলে চার মাস দশ দিন সে ইদ্দত পালন করবে। [য'ঈফ মুয়াত্তা মালিক-২/৫৭৫-৫২]

শব্দার্থ : تَرَبَّصُ - অপেক্ষা করবে, اَلْمَفْقُوْدُ - হারানো ব্যক্তি।

١١٥٠. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَاَتُهُ حَتّٰى يَاْتِيَهَا الْبَيَانُ.

১১৫০. মুগীরাহ্ ইবনে শু'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ–খবর তার স্ত্রীর নিকটে না পৌঁছা পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর তারই থাকবে। [অত্যন্ত দুর্বল দারাকুত্বনী-৩/২৫৫/৩১]

শব্দার্থ : اَلْبَيَانُ - সংবাদ, اَلْمَفْقُوْدُ - হারানো ব্যক্তি বা বস্তু।

١١٥١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَاَةٍ، اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا. اَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

১১৫১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিবাহ্ করেছে এমন পুরুষ (স্বামী) বা মাহ্রাম ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন রমণীর সাথে রাত্রিযাপন না করে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৭১, ইসলামীক সেন্টার-৫৫১০]

শব্দার্থ : لَا يَبِيْتَنَّ - কখনো রাত যাপন করবে না, نَاكِحًا - বিবাহিত বা বিবাহ্ করেছে এমন পুরষ, ذَامَحْرَمٍ - যাকে বিয়ে করা হারাম।

١١٥٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ، اِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

১১৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিজের মাহ্রাম ব্যতীত কোন রমণীর সাথে কোন পুরুষ যেন নিরালাভাবে অবস্থান না করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৩৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৮৫০]

শব্দার্থ : لَا يَخْلُوَنَّ - কখনো নির্জনে অবস্থান করবে না, مَعَ - সাথে।

١١٥٣. وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِىْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ : لَا تُوْطَاُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

১১৫৩. আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ আওতাসের যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দিনীদের প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। গর্ভধারিণীর সাথে প্রসব না করা পর্যন্ত এবং গর্ভধারিণী নয় এমন রমণীদের সাথে একটি ঋতু অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করা যাবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২১৫৭, হাকিম-১৯৫]

শব্দার্থ : سَبَايَا - سَبِيَّةٌ - (বন্দিনী)-এর বহুবচন, لَا تُوْطَأُ - সহবাস করা যাবে না, حَتّٰى تَضَعَ - প্রসব করা পর্যন্ত, غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ - গর্ভবতী নয়, حَتّٰى تَحِيْضَ - হায়েয হওয়া পর্যন্ত।

١١٥٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

১১৫৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মহিলা বৈধভাবে যার বিছানায় শয়ন করে ঐ মহিলার গর্ভজাত সন্তান তারই হবে আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। (ব্যভিচারীর কোন অধিকার সাব্যস্ত হবে না বরং তাকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮১৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৪৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৮]

শব্দার্থ : اَلْفِرَاشُ - বিছানা, اَلْعَاهِرُ - ব্যভিচারী, اَلْحَجَرُ - পাথর।

ব্যাখ্যা : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঋতুবতী হলে ও তার সাথে তালাকের পূর্বে বৈবাহিক অবস্থায় সহবাস ঘটে থাকলে, তার তালাকের ইদ্দত হবে-তিন ঋতুকাল। মতান্তরে তিন তোহর। সহবাস ঘটে না থাকে তবে ইদ্দত পালন নেই। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ঋতুবতী না হয় ও তার সাথে সহবাস ঘটে থাকে তবে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। (এখানে ঋতুবতী থেকে ঐ মহিলাদের বুঝানো হয়েছে যাদের ঋতুস্রাব হয়ে থাকে)

* যে রমণীর স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন। যদি সে গর্ভবতী থাকে তবে ইদ্দতকাল হবে সন্তান প্রসব করার আগ পর্যন্ত।

* যে রমণীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে– বিশেষ প্রাধান্য প্রাপ্ত মতানুযায়ী চার বছর কাল অপেক্ষা করার পর সে শরীয়তী আইনের বিধায়কের নিকট ফয়সালা গ্রহণ করবে এ ফয়সালা গ্রহণের সময় হতে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করার পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

١١٥٥. وَمِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِىْ قِصَّةٍ.

১১৫৫. আয়েশা (রা) থেকে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৭]

١١٥٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

১১৫৬. আয়েশা (রা) থেকে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বুখারী। [তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৭, সহীহ হাদীস-৩৪৮৬]

١١٥٧. وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ اَبِيْ دَاوُدَ.

১১৫৭. উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ দাউদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস-২২৭৫]

١٢. بَابُ الرَّضَاعِ

১২. অনুচ্ছেদ : সন্তানকে দুধ পান করানো

١١٥٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

১১৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এক দফা বা দু'দফা দুধ খাওয়া বৈবাহিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫০, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৫৪]

শব্দার্থ : لَا تُحَرِّمُ - হারাম করে না, اَلْمَصَّةُ - এক ঢোক, اَلْمَصَّتَانِ - দু' ঢোক।

١١٥٩. وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ، فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

১১৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মেয়েরা, তোমরা লক্ষ্য করবে কারা তোমাদের দুধ ভ্রাতা, কেননা দুধ সম্পর্কের জন্য ধর্তব্য হচ্ছে- ক্ষুধা নিবারণের জন্য দুধ পান করা। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৪৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৫৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৫, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৭০]

শব্দার্থ : اُنْظُرْنَ - তোমরা লক্ষ্য রাখবে, اِخْوَانُكُنَّ - তোমাদের ভাই, اَلرَّضَاعَةُ - দুধ সম্পর্ক, اَلْمَجَاعَةُ, ক্ষুধা বা ক্ষুধা নিবারণ।

অর্থাৎ দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে সে সব শর্তের উপস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বিধান কার্যকর

করতে হবে। বিশেষত: ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে যেন দুধ পান করা হয়। বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখার কোনরূপে সুযোগ নেই।

١١٦٠. وَعَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ . فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَالِمًا مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِىْ بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ : اَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِىْ عَلَيْهِ.

১১৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সুহাইদের কন্যা সাহ্লাহ্ এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ হুযাইফা আযাদকৃত দাস সালিম আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করছে এবং সে পুরুষের যোগ্য পুরুষত্ব অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তাকে তোমার দুধ পান করাও তুমি তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৩, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৬৬]

শব্দার্থ : مَوْلٰى - মুক্তদাস, بَلَغَ - পৌছেছে, যোগ্য হয়েছে, বালেগ হয়েছে, اَرْضِعِيْهِ - তুমি তাকে দুধ পান করাও, تَحْرُمِىْ - তুমি হারাম হবে।

ব্যাখ্যা : প্রয়োজনের তাগিদে বয়স্কদেরকেও দুধ খাইয়ে দুধ সম্পর্ক কায়েম করা যায়। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এরূপ ঘটনা শুধু উম্মেহাতুল মু'মেনীনদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে সুতরাং এই বিধান সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত হবে।

١١٦١. وَعَنْهَا : اَنَّ اَفْلَحَ ـ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ ـ جَاءَ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ : فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ صَنَعْتُ، فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰذَنَ لَهُ عَلَىَّ . وَقَالَ : اِنَّهُ عَمُّكِ.

১১৬১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। পর্দার আইন যথারীতি প্রচলিত হয়ে গেলে আবূ কু'আইস এর ভাই আফ্লাহ্ আয়েশা (রা)-এর নিকটে আসার অনুমতি চাইতে আসলেন। আয়েশা (রা) বললেন। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে তখন আমি আমার অনুমতি না দেয়ার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি তা শুনে তাকে আমার নিকটে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার আদেশ দিলেন। আর বললেন : তিনি তো হচ্ছেন তোমার দুধ চাচা। (দুধ চাচাকে মাহ্রাম বলে গণ্য করতে হবে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৪৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৫২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৪৫, ইসলামীক সেন্টার ৩৪৩৫, ৩৪৩৯]

শব্দার্থ : يَسْتَأْذِنُ - অনুমতি চাইছেন, اَلْحِجَابُ - পর্দার বিধান, اَبَيْتُ - আমি অস্বীকার করলাম, اَنْ اٰذَنَ - আমি অনুমতি দিতে, صَنَعْتُ - আমি করেছি, عَمُّكِ - তোমার চাচা।

١١٦٢. وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ فِى الْقُرْاٰنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ فِيْمَا يُقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

১১৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরআনে অবতীর্ণ আয়াতে এ বিধান ছিল যে, দশবার দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। তারপর পাঁচবার দুধ পান করার বিধান দ্বারা দশবার পান করার বিধান রহিত করা হয়। এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকাল ঘটে এবং ঐ বিধানটি কুরআন হিসেবে পাঠ হতে থাকে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫২, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৬১]

শব্দার্থ : عَشْرَ رَضَعَاتٍ - দশবার দুধ পান করা, مَعْلُوْمَاتٍ - নির্দিষ্ট, يُحَرِّمْنَ - (বৈবাহিক সম্পর্ক) হারাম করে, نُسِخْنَ - রহিত করা হয়েছে, يُقْرَاُ - পাঠ করা হয় বা হত।

ব্যাখ্যা : দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কয় দফা, দফার অর্থ ও সন্তানের বয়স কিরূপ হতে হবে এগুলো মতভেদের মূল বস্তু। 'মাস্‌সা' বা 'রাদাআ'-এর অর্থ বিভিন্নরূপ বর্ণিত হলেও এখানে উভয় শব্দ থেকেই সন্তান স্বাভাবিক অবস্থায় দুধ টেনে খেতে খেতে মাঝে মাঝে যে বিরতি দেয় এই বিরতি হবে দফা নির্ণয়ের সীমারেখা। এরূপ পাঁচ দফা (যা সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে মাস সা'বা 'রাদাআ') দুধ যদি সন্তান তার বয়সের প্রথম দু'বছরে পান করে থাকে তবেই সর্বাপেক্ষা সহীহ মতানুযায়ী দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর দু'বছর বয়সের পর পরিণত অবস্থায় দুধ পান করায় দুধ সম্পর্ক কায়েম হওয়ার যে কথা হাদীসে আছে তা প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ ক্ষেত্রটির জন্যই খাস থেকে যাবে–সাধারণ নিয়ম তা মোটেই নয়।–সুবুল, ইত্তেহাফুল কেরাম ইত্যাদি।

١١٦٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُرِيْدَ عَلٰى اِبْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ : اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِىْ اِنَّمَا اِبْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

১১৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হামযা (রা)-এর কন্যার স্বামী হবেন একথা ভাবা হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : সে তো আমার জন্য বৈধ নয়! কারণ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। দুধ সম্পর্কের ঐগুলো হারাম হবে যেগুলো বংশ সম্পর্কের জন্য হারাম হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৪৫, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৫৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৪৬, ইসলামীক সেন্টার-৩৪৪৭, ৩৪৪৮]

শব্দার্থ : أُرِيْدَ - ইচ্ছা প্রকাশ হলো, اِبْنَةُ أَخِيْ - আমার ভাই -এর কন্যা, مِنَ الرَّضَاعَةِ - দুধ সম্পর্কের কারণ।

١١٦٤. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

১১৬৪. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দুধ পান দ্বারা হারাম তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন দুধ পান দ্বারা সন্তানদের পেট পূর্ণতা লাভ করবে, আর তা দুধ পানের উপযুক্ত সময় অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই হবে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১১৫২, হাকিমও একে সহীহ বলেছেন]

শব্দার্থ : فَتَقَ - পূর্ণ করে, اَلْأَمْعَاءَ - খাদ্য থলে বা পেট, اَلْفِطَامُ - দুধ পান বন্ধ করা।

١١٦٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَا رَضَاعَ إِلَّا فِى الْحَوْلَيْنِ.

১১৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বয়সের প্রথম দু'বছর মধ্যে দুধ পান করা ব্যতীত দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না।
[সহীহ দারাকুত্বনী-৪৭৪০, কামিল ইবনি আদী-৭৫৬২]

শব্দার্থ : لَارَضَاعَ - দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না, اَلْحَوْلَيْنِ - দু' বৎসর।

١١٦٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.

১১৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে দুধ পান দ্বারা হাড় বর্ধিত হয় এবং গোশ্ত বৃদ্ধি পায় এমন দুধ পান করা ব্যতীত দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-২০৬০]

শব্দার্থ : أَنْشَزَ - হাড় মজবুত করে, أَنْبَتَ - বৃদ্ধি করে বা জন্ম দেয়, اَللَّحْمَ - মাংস।

ব্যাখ্যা : শারঈ বিধান মতে এটি বয়সের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত হওয়া কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য এরপরে নয়।

١١٦٧. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَسَالَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

১১৬৭. উক্ববাহ ইবনে হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর কোন এক রমণী এসে বলল : আমি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দুজনকে দুধ পান করিয়েছি। অত:পর তিনি নবী করীম ﷺ-কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন : কিরূপে এটা চলবে? যখন এ কথা বলা হলো। ফলে উক্ববাহ তাঁর স্ত্রীকে বর্জন করলেন ও মেয়েটি অন্যকে বিবাহ করল। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৮৮, ২৬৫৯, ২৬৬০]

শব্দার্থ : أَرْضَعْتُكُمَا - আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি, فَفَارَقَهَا - তিনি তাকে পৃথক করে দিলেন, তালাক দিলেন, نَكَحَتْ - বিয়ে করল, زَوْجًا غَيْرَهُ - অন্য স্বামীকে।

١١٦٨- وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ (رضى) قَالَ نَهى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقى.

১১৬৮. যিয়াদ সাহমী (রাহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অল্প বুদ্ধির মেয়েদের দুধ পান করাতে বারণ করেছেন।

[য'ঈফ আবূ দাউদ-২০৭, হাদীসটি মুরসাল, কারণ যিয়াদ সাহাবী নন]

শব্দার্থ : اَلْحَمْقى - বোকা মেয়ে, أَنْ تُسْتَرْضَعَ - দুধ পান করাতে চাওয়া, দুধ পান করাতে দেয়া।

١٣. بَابُ النَّفَقَاتِ

১৩. অনুচ্ছেদ : খোর-পোষের বিধান

١١٦٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتَ عُتْبَةَ اِمْرَاَةُ اَبِىْ سُفْيَانَ. عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِىْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِىْ وَيَكْفِىْ بَنِىَّ، اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ : خُذِىْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ، وَيَكْفِىْ بَنِيْكِ.

১১৬৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উত্‌বার কন্যা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে হাজির হয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ সুফিয়ান তো কৃপণ লোক, তিনি তো আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ খরচ দেন না–এমতাবস্থায় তাঁকে না জানিয়েই আমি তার মাল হতে যা নিয়ে থাকি তাতে কি আমার কোন গুনাহ্ হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ন্যায্যভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার মতো তার মাল হতে নেবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৩৬৪, আধুনিক প্রকাশনী-৪৯৬৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১৪, ইসলামীক সেন্টার ৪৩২৯]

শব্দার্থ : شَحِيْحٌ - কৃপণ, لَا يُعْطِيْنِىْ - সে আমাকে দেয় না, مَا يَكْفِيْنِىْ - আমার জন্য যথেষ্ট হয়, بِغَيْرِ عِلْمِهِ - তাকে না জানিয়ে, جُنَاحٌ - গুনাহ, خُذِىْ - তুমি নিবে, গ্রহণ করবে, بِالْمَعْرُوْفِ - ন্যায় সঙ্গতভাবে বা ন্যায্যভাবে।

ব্যাখ্যা : এই হিন্দা শহীদ শ্রেষ্ঠ হামযা (রা) এর বুক চিরে কাঁচা কলিজা বের করে ওহুদের মাঠে চিবিয়েছিল ও তার হার বানিয়ে গলায় পরে নেচে-নেচে গান গেয়েছিল। ইসলাম সেই হিংসার মূর্ত ছবি মানুষটিকে কতই না সংযমী সাধু করে তুলেছে যে সে আজ তার স্বামীর কাজ হতে তার অনুমতি ছাড়া খরচ করতে ভয় পাচ্ছে।–অনুবাদক।

١١٧٠. وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ (رضى) قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُوْلُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ : أُمَّكَ وَاَبَاكَ، وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ، ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ.

১১৭০. তারিক্ব মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায় আগমন করলাম, আর তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি ভাষণে বলছিলেন : দাতার হাত উঁচু (মর্যাদাসম্পন্ন)। তোমার পোষ্যদের মধ্যে দানের কাজ শুরু কর। (যেমন– তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই; এভাবে যে যত তোমার নিকটাত্মীয় (পর্যায়ক্রমে তাদেরকে দানে অগ্রাধিকার দাও।) [সহীহ নাসায়ী হাদীস-২৫৩২, ইবনে হিব্বান হাদীস-৮১০, দারাকুত্বনী-৩/৪৪-৪৫৮৬]

শব্দার্থ : يَدٌ - হাত, اَلْمُعْطِيْ - দাতা, اَلْعُلْيَا - উঁচু বা মর্যাদা সম্পন্ন, تَعُوْلُ - তুমি লালন-পালন করো, اَدْنَاكَ - তোমার নিকটবর্তী।

١١٧١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا يُطِيْقُ.

১১৭১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাস আহার ও পরিধেয় বস্ত্রের হক্বদার, আর তাকে তার সামর্থ্যের বেশি কাজের চাপিয়ে বোঝা দেয়া যাবে না।

[হাসান মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬২, ইসলামীক সেন্টার-৪১৬৯]

শব্দার্থ : اَلْمَمْلُوْكُ - দাস, كِسْوَةٌ - পরিধেয় বস্ত্র, لَايُكَلَّفُ - চাপিয়ে দেয়া যাবে না, يُطِيْقُ সামর্থ্য রাখে।

١١٧٢. وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ.

১১৭২. হাকীম ইবনে মু'আবিয়া আল্ কুশাইরী (রা) তাঁর পিতা মু'আবিয়া হতে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর হক্ব তার উপর কতটুকু? তিনি বললেন : তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তুমি তাকেও বস্ত্র পরিধান করাবে। মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। [হাদীসটি এর আগে ১০২১ নং বর্ণিত হয়েছে]

শব্দার্থ : أَنْ تُطْعِمَهَا - তুমি তাকে খাওয়াবে, إِذَا طَعِمْتَ - যখন তুমি খাবে, تَكْسُوْهَا - তাকে বস্ত্র পরাবে, إِذَا اكْتَسَيْتَ - যখন তুমি, বস্ত্র পরবে।

١١٧٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ الْحَجِّ بِطُوْلِهٖ قَالَ فِى ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

১১৭৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হতে হজ্জ প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীসে মেয়েদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের উপর তাঁদের আহার ও পোশাক ন্যায্যভাবে বহন করা ন্যস্ত করা হয়েছে।

[৭৪২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দার্থ : رِزْقُهُنَّ - তাদের আহার।

١١٧٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ . وَهُوَعِنْدَمُسْلِمٍ بِلَفْظِ : اَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهٗ .

১১৭৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তাকে নষ্ট করে। [এ শব্দে বর্ণিত হাদীসটি য'ঈফ : নাসায়ী ইশরাতুন নিসা-২৯৪, ২৯৫, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৯২, মুসলিমে হাদীসটি এভাবে আছে পোষ্য হতে খাদ্য আটকিয়ে রাখে।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী ৯৯৬, ইসলামীক সেন্টার-২১৮৩]

শব্দার্থ : كَفٰى - যথেষ্ট, اِثْمًا - গুনাহ, পাপ, اَنْ يُضَيِّعَ - ধ্বংস করবে, مَنْ يَقُوْتُ - যার ভরণ-পোষণ করে।

١١٧٥. وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ فِى الْحَامِلِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا - قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا.

১১৭৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। (মারফু সূত্রে) স্বামী মৃত গর্ভবতী বিধবা মেয়েদের প্রসঙ্গে বলেন : তাদের জন্য কোন খোর-পোষ প্রদান করতে হবে না। [য'ঈফ বায়হাকী-৭/৪৩১]

শব্দার্থ : اَلْحَامِلُ - গর্ভবতী, اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا - বিধবা।

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তি যেহেতু শরঈ বিধান মতে কোন বিষয়েই আর দায়িত্বশীল থাকে না সুতরাং রেখে যাওয়া স্ত্রীর খোর পোষের দায় দায়িত্বও তার থাকে না। স্বামী মৃত বিধবাগণ ওয়রিস সূত্রে প্রাপ্ত স্বামীর সম্পদ থেকে। অথবা বংশীয়ভাবে সূত্রে প্রাপ্ত সম্পর্ক থেকে কিম্বা নিজস্ব সম্পদ তথা সঞ্চয় থেকে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে।

١١٧٦. وَثَبَتَ نَفْىُ النَّفَقَةِ فِىْ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

১১৭৬. খরচ না পাওয়ার বিষয়টি ফাতিমা বিনতে ক্বাইস-এর হাদীস মূলে আগে সাব্যস্ত হয়েছে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৮০, ইসলামীক সেন্টার ৩৫৫০]

١١٧٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَيَبْدَأُ اَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُوْلُ. تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ : اَطْعِمْنِىْ، اَوْ طَلِّقْنِىْ.

১১৭৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের (গ্রহীতার) হাত হতে উত্তম। তোমাদের প্রত্যেকেই তার দান কার্য তার পোষ্যদের মধ্য থেকে শুরু করবে। এমন যেন না হয় যে, স্ত্রী বলতে বাধ্য হবে– আমাকে খেতে দাও, না হয় তালাক দাও। [হাসান দারাকুত্‌নী-৩৯৭৯১, তবে হাদীসের শেষ অংশ "স্ত্রী ... শেষ পর্যন্ত" মাওকুফ।]

শব্দার্থ : اَلْيَدُ السُّفْلٰى - নিচের হাত, গ্রহীতার হাত।

١١٧٨. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِى الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ - قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

১১৭৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত। যে তার স্ত্রীকে খেতে-পরতে দেয়ার সঙ্গতি রাখে না, তিনি বলেন : তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে। সাঈদ ইবনে মানসুর সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ যিনাদ থেকে বলেন : সা'ঈদকে বললাম (এ অবস্থা কি রাসূলের) সুন্নাত মূলে। তিনি বলেছেন : সুন্নাত মূলে। [মুরসাল হওয়ার কারণে হাদীসটি যঈফ: এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য সাঈদ ইবনে মানসুর-২/৫৫/২০/২০২২]

শব্দার্থ : لَايَجِدُ - পায় না, সঙ্গতি রাখে না, مَا يُنْفِقُ - যা খরচ করবে, يُفَرَّقُ - বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

وَعَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ فِىْ رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ : اَنْ يَاْخُذُوْهُمْ بِاَنَّ يُنْفِقُوْا اَوْ يُطَلِّقُوْا، فَاِنْ طَلَّقُوْا بَعَثُوْا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوْا.

উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নিকটে লিখেছিলেন, যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করছে, তাদের ব্যাপারে যেন এ ব্যবস্থা গৃহীত হয় তারা তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ আদায় করুক কিংবা তালাক প্রদান করুক; যদি তালাকই দিয়ে দেয় তবে তাদের আবদ্ধ রাখাকালীন খরচ স্ত্রীদের নিকটে তারা পাঠিয়ে দিক। [শাফিঈ-২/৬৫/২১৩, বায়হাকী-৭/৪৬৯, এ হাদীসের একজন রাবী মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী। তিনি অত্যধিক বিভ্রাটে পতিত হন।]

শব্দার্থ : اُمَرَاءُ - اَمِيْرٌ - (পরিচালক)-এর বহুবচন, غَابُوْا - তারা অনুপস্থিত আছে, عَنْ نِسَائِهِمْ - তাদের স্ত্রীদের থেকে, اَنْ يُنْفِقُوْا - খোর-পোষ দিবে, اَوْ يُطَلِّقُوْا - অথবা তালাক দিবে, حَبَسُوْا - তারা আটকিয়ে রেখেছে।

١١٧٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! عِنْدِىْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ : اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ.

قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ؟ قَالَ : اَنْفِقْهُ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ : عِنْدِيْ اٰخَرُ؟ قَالَ : اَنْفِقْهُ عَلٰى اَهْلِكَ قَالَ : عِنْدِيْ اٰخَرُ؟ قَالَ : اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ؟ قَالَ : اَنْتَ اَعْلَمُ.

১১৭৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : কোন লোক নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আমার কাছে একটা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি ওটা তোমার জন্য ব্যবহার কর, লোকটা বলল : আরো একটা আছে, তিনি বললেন : তুমি ওটা তোমার সন্তানের জন্য খরচ কর। লোকটি বলল : আমার কাছে আরও আছে, তিনি বললেন : তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটি বলল : আমার নিকটে আরো একটা আছে। তিনি বললেন, তুমি সেটা তোমার খাদিমের জন্য খরচ। লোকটি বলল, আমার নিকট আরো একটা আছে। তিনি বললেন, সে প্রসঙ্গে তুমি বেশি জানো।

[হাসান শাফিঈ-২/৬৩-৬৪, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৯১, নাসায়ী-৫/৬২, হাকিম-১/৪১৫, তবে নাসায়ীর অন্য বর্ণনাতে সন্তানের পূর্বে স্ত্রীর খরচের কথা উল্লেখ রয়েছে।]

শব্দার্থ : دِيْنَارٌ - স্বর্ণ মুদ্রা, اَنْفِقْهُ - তুমি তা খরচ করো, عَلٰى نَفْسِكَ - তোমার নিজের জন্য।

١١٨٠. وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنْ اَبَرُّ؟ قَالَ : اُمَّكَ! قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : اُمَّكَ. قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمَّكَ - قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبَاكَ - ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ .

১১৮০. বাহ্য তার পিতা-হাকীম থেকে, তিনি তাঁর দাদা (রা) থেকে তিনি বলেছেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! কল্যাণ সাধন করার ক্ষেত্রে কে উত্তম? তিনি বললেন : তোমার মা। তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা। তারপর যে যত তোমার নিকটাত্মীয় সে তত তোমার কল্যাণের বেশি হক্বদার। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৫১৩৯, তিরমিযী-১৮৯৭]

(মাতা হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হক্বদার। এ হাদীসে তার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ; অন্য হাদীসে এর থেকে আরো মায়ের সেবার পক্ষে জোড়ালো প্রমাণ রয়েছে।)

শব্দার্থ : اَبَرُّ - অনুগ্রহ পাওয়ার অধিক হকদার, اَلْاَقْرَبُ - অধিক নিকটবর্তী।

١٤. بَابُ الْحَضَانَةِ

১৪. অনুচ্ছেদ : লালন-পালনের দায়িত্ব বহন

١١٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا بَطْنِىْ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِىْ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِىْ لَهُ حِوَاءً، وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِىْ، وَاَرَادَ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّىْ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِىْ.

১১৮১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক রমণী এসে বলল : হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার এ পুত্রের জন্য আমার পেট তার আধার, আমার স্তনদ্বয় তার জন্য মশক, আমার কোলই তাঁর আশ্রয়স্থল ছিল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং আমার নিকট থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ মেয়েটিকে বললেন, তুমিই এ সন্তানের (পালনের) অধিক হক্বদার যতক্ষণ তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ না করবে।

[হাসান আহমদ-২৮২, আবূ দাউদ-২২৭৬, হাকিম-২০৭]

শব্দার্থ : وِعَاءٌ - পাত্র বা থলে, بَطْنِىْ - আমার পেট, ثَدْيِىْ - আমার স্তন, سِقَاءٌ - মশক বা পান পাত্র, حِجْرِىْ - আমার কোল, حِوَاءٌ - আশ্রয়, طَلَّقَنِىْ - তালাক দিয়েছে, يَنْتَزِعَهُ - তাকে ছিনিয়ে নিবে, مَالَمْ تَنْكِحِىْ - যতক্ষণ না তুমি বিয়ে করবে, অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।

١١٨٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَذْهَبَ بِابْنِىْ،وَقَدْ نَفَعَنِىْ وَسَقَانِىْ مِنْ بِئْرِ

أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا غُلَامُ هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

১১৮২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক রমণী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চান, আর ঐ পুত্র আমার উপকার করছে এবং আবূ ইনাবার কূপ থেকে আমাকে পানি এনে পান করাচ্ছে। তারপর তার স্বামী এসে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছেলেটিকে ইরশাদ করেছেন : হে বৎস! এটা তোমার পিতা আর এটা তোমার মাতা, তুমি তাদের যে কোন একজনের হাত ধর। বালকটি তার মা-এর হাত ধরল ফলে তার মা তাকে নিয়ে চলে গেল। [সহীহ আহমদ-২৪৬, আবূ, দাউদ হাদীস-২২৭৭, নাসায়ী হাদীস-৩৪৯৬, তিরমিযী হাদীস-১৩৫৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৩৫১]

শব্দার্থ : نَفَعَنِيْ - আমার উপকার করছে, سَقَانِيْ - আমাকে পান করাচ্ছে, بِئْرٌ - কূপ, فَانْطَلَقَتْ - মহিলাটি তাকে নিয়ে চলে গেল।

١١٨٣. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلٰى أُمِّهِ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ . فَمَالَ إِلٰى أَبِيْهِ، فَأَخَذَهُ.

১১৮৩. রাফি' ইবনে সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইসলাম কবুল করলেন আর তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে। এরূপ অবস্থায় নবী করীম ﷺ (কাফিরা) মাকে এক প্রান্তে বসালেন এবং পিতাকে এক প্রান্তে (বসালেন) আর তাদের সন্তানটিকে তাদের মধ্যস্থলে বসালেন, বালকটি তার মার দিকে ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বলে দেয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও। তারপর সে তার পিতার দিকে অগ্রসর হলো, ফলে তার পিতা তাকে ধরে নিল।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২২৪৪, নাসায়ী হাদীস-৩৪৯৫, হাকিম-২০৬-২১৩]

শব্দার্থ : نَاحِيَةً - পার্শ্বে, أَقْعَدَ - তিনি বসালেন, بَيْنَهُمَا - তাদের দু'জনের মাঝখানে, مَالَ - ঝুঁকে পড়ল, اِهْدِهِ - তাকে সৎপথ দেখাও।

١١٨٤. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى فِىْ ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ.

১১৮৪. বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন হামযার কন্যা প্রসঙ্গে (দাবি উঠলে) তার খালার পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। (মেয়েটির লালন-পালনের দায়িত্ব তার খালার উপর অর্পণ করেছিলেন) আর বলেছিলেন, খালা মা-এর স্থলাভিষিক্ত।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৯৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৫০৩

শব্দার্থ : قَضٰى - ফায়সালা দিলেন, بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ - মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

١١٨٥. وَاَخْرَجَهُ اَحْمَدُ : مِنْ حَدِيْثِ عَلِىٍّ (رضى) فَقَالَ : وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَاِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

১১৮৫. ইমাম আহমদ হাদীসটি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মেয়ে খালার নিকটে থাকবে, কেননা খালা মাতার সমতুল্য। [সহীহ্ আহ্মদ-৭৭০]

শব্দার্থ : وَالِدَةٌ - মা, خَالَةٌ - খালা।

١١٨٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ.

১১৮৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কারো খাদেম তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসবে তখন সে যদি তাকে সাথে না বসায় তাহলে সে তাকে এক বা দু লোকমা খাবার দেবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৬০, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৫৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬৩, ইসলামীক সেন্টার-৪১৭০, শব্দ, বুখারীর।]

শব্দার্থ : اِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ - যদি তাকে না বসায়, فَلْيُنَاوِلْهُ - সে যেন তাকে দেয়, لُقْمَةٌ - এক লোকমাহ (নলা)।

١١٨٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيْهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

১১৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : একটা মেয়েকে শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল ঐ বিড়ালের জন্যে, যে বিড়ালটাকে সে বন্দী করে রেখে তাকে অভুক্ত রেখেছেন যার দরুণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল– এর ফলে মেয়েটি জাহান্নামী হয়েছিল। সে তো তাকে বেঁধে রাখল কিন্তু খেতে দিল না, পানিও পান করতে দিল না, আর না সে তাকে চলে ফিরে মাটি হতে পোকা-মাকড় খাবার জন্য ছেড়ে দিল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৪৮২, আধুনিক প্রকাশনী-৩২২৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২২৪২, ইসলামীক সেন্টার-৫৬৮৭]

শব্দার্থ : عُذِّبَتْ -শাস্তি দেয়া হয়েছে, فِيْ هِرَّةٍ - বিড়ালের কারণে, سَجَنَتْ - সে (মহিলা) বন্দি করেছে, خَشَاشٌ - পোকা-মাকড়।

ব্যাখ্যা : গৃহপালিত পশুর পালন-পালনের কমপক্ষে চলেফিরে জীবন ধারণের সুযোগ দেয়া গৃহস্বামীর কর্তব্য। তা না করলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে।

৯. كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

নবম অধ্যায় : অপরাধ তার শাস্তির বিধান

١١٨٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ : اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

১১৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এর প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে এমন কোন মুসলিমের জীবননাশ বৈধ নয়, তবে যদি সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে থাকে– ১. বিবাহিত হওয়ার পর যিনা (ব্যভিচার) করে ২. অন্যায়ভাবে কারো জীবন নাশ করে, ৩. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করত: মুসলমানের জামা'আত থেকে যে দূরে চলে যায়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬৮৭৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৯৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৭৬, ইসলামীক সেন্টার-৪২২৮]

শব্দার্থ : دَمٌ - রক্ত বা জীবন নাশ, اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ - বিবাহিত ব্যভিচারী, اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ - প্রাণের বদলে প্রাণ, اَلتَّارِكُ - পরিত্যাগকারী, اَلْمُفَارِقُ - পৃথককারী বা বিচ্ছিন্ন।

١١٨٩. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ اِلَّا فِىْ اِحْدٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ

يُقْتَلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ.

১১৮৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলিমকে হত্যা করা জায়েয হবে না– তবে, তিনটি ব্যাপারে তা জায়েয হবে। ১. বিবাহিত জীবনের ব্যভিচারীকে রজম করে (পাথর মেরে) হত্যা করা, ২. কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, ফলে (বিচার মূলে) তাকে হত্যা করা যাবে, ৩. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাকে হত্যা করা কিংবা শূলে দেয়া কিংবা দেশ থেকে বহিস্কার করা। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৫৩, নাসায়ী হাদীস-৪০৪৮, হাকিম-৪/৩৬৭]

শব্দার্থ : خِصَالٌ - বৈশিষ্ট্য, مُتَعَمِّدًا - ইচ্ছাকৃতভাবে, يُحَارِبُ - যুদ্ধ করে, বিরুদ্ধাচরণ করে, يُصْلَبُ - শূলে চড়ানো হবে বা ফাঁসী দেয়া হবে, يُنْفَى - বিতাড়িত করা হবে।

١١٩٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ.

১১৯০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের হক্ব সম্পর্কে সবার আগে খুনের ফয়সালা করা হবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৫৩৩, আধুনিক প্রকাশনী ৬০৮৩,মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৭৮, ইসলামীক সেন্টার-৪২৩৪]

শব্দার্থ : يُقْضَى - ফায়সালা করা হবে, فِى الدِّمَاءِ - রক্ত সম্পর্কে।

١١٩١. وَعَنْ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

১১৯১. সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব, যে তার

দাসের নাক-কান কাটবে আমরাও তার নাক-কান কেটে নেব। [যঈফ আহ্মদ-১১, ১২, ১৮, ১৯, আবূ দাউদ-৪৫১৫, নাসায়ী-৪৭৩৭, তিরমিযী-১৪১৪, ইবনে মাজাহ-২৬৬৩, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আছে, যে তার দাসীকে খাসী করে আমরাও তাকে খাসী করে দিব। যঈফ আবূ দাউদ-৪৫১৬, নাসায়ী-৪৭৩৬]

শব্দার্থ : جَدَعَ - সে নাক-কান কাটল, جَدَعْنَاهُ - আমরা তার নাক-কান কাটব।

١١٩٢. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

১১৯২. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সন্তানের হত্যার বদলে পিতাকে হত্যা করা যাবে না। [হাদীসটি সমার্থক হাদীস থাকায় এটি সহীহ। আহমদ-১২৪৯, তিরমিযী হাদীস-১৪৮০, ইবনে মাজাহ-৯২৬৬২, ইবনুল জারূদ-৭৮৮, বায়হাক্বী-৮/৩৮]

শব্দার্থ : لَا يُقَادُ - হত্যা করা যাবে না।

١١٩٣- وَعَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ (رضى) قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ (رضى) هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ؟ قَالَ لَا وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسْمَةَ، اِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلًا فِى الْقُرْاٰنِ، وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ : وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

১১৯৩. আবূ জুহায়ফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে বললাম, কুরআন ছাড়া কি কোন ওহী আপনাদের নিকটে আছে? তিনি উত্তরে বলেন : যিনি শস্য সৃষ্টি করেছেন ও প্রাণ দান করেছেন সেই আল্লাহর কসম-না অন্য কোন ওহী আমাদের নিকটে নেই। তবে কিছু জ্ঞান যা আল্লাহ কুরআন বুঝবার জন্য কোন মানুষকে প্রদান করে থাকেন সেই বিশেষ জ্ঞান আর এ সহীফাতে (পত্রে) যা (লিখিত) রয়েছে। আমি বললাম : এ সহীফাতে কি রয়েছে? তিনি বললেন : দিয়াত যা মানুষকে ভুলক্রমে খুন করার বিনিময়ে যে জরিমানা আদায় করে দিতে হয় তার বিধি-বিধান আর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেয়ার প্রসঙ্গে

এবং কোন কাফিরের (ধর্মদ্রোহীদের) বিনিময়ে কোন মু'মিন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না সেই প্রসঙ্গে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১১১, (আধুনিক প্রকাশনী-১০৯)]

শব্দার্থ : فَلَقَ - অঙ্কুরিত করেছে বা উদ্ভিত করেছে, বিদীর্ণ করা, اَلْحَبَّةُ - শস্য, فَهْمٌ - বুঝ বা জ্ঞান, اَلصَّحِيْفَةُ - পুস্তক, اَلْعَقْلُ - ভুলক্রমে হত্যার জরিমানার নিয়ম, فِكَاكٌ - মুক্ত করা বা ছেড়ে দেয়া, اَلْاَسِيْرُ - বন্দী।

١١٩٤- مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) وَقَالَ فِيْهِ : اَلْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِىْ عَهْدِهٖ.

১১৯৪. অন্য সূত্রে (সনদে) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মু'মিন মুস্লিমদের খুনের বিচারে (কারো মর্যাদা কম-বেশি নয়) তারা সকলেই সমমর্যাদা সম্পন্ন; একজন আদ্না মুসলিমের যিম্মা গ্রহণ (কোন কাফির শত্রুকে আশ্রয় দান) সকল মুসলমানের নিকটে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একদল মুসলিমের হাত অন্য সকল মুসলমানেরও হাত; (তারা একটি সংঘবদ্ধ শক্তি) কাফিরের হত্যার বিনিময়ে কোন মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না। আর কোন যিম্মীকে (আশ্রিতাকে) যিম্মা থাকাকালীন হত্যা করা যাবে না।

[সহীহ আহমদ-১২২, আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৩০, নাসায়ী-৪৭৪৬]

শব্দার্থ : تَتَكَافَأُ - সমমর্যাদা, يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ - তাদের যিম্মা গ্রহণ করে, اَدْنَاهُمْ - তাদের মাঝে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, وَهُمْ يَدٌ - তারা সকলে একটি হাত, سِوَاهُمْ - তাদের ব্যতীরেকেই, ذُوْ عَهْدٍ - যিম্মী, فِىْ عَهْدِهٖ - তারা যিম্মাকালীন সময়ে।

١١٩٥- وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَاَلُوْهَا : مَنْ صَنَعَ بِكِ هٰذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ حَتّٰى ذَكَرُوْا يَهُوْدِيًّا. فَاَوْمَاَتْ بِرَاْسِهَا، فَاُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ، فَاَقَرَّ، فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرَضَّ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

১১৯৫. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক দাসীর মস্তক দু'টি পাথরের মধ্যে থেতলানো পাওয়া যায়, লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে এরূপ করেছে? অমুক, অমুক অবশেষে তারা এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করল তখন সে তাঁর মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত প্রদান করে। ঐ ইয়াহুদীকে ধরা হয় ও সে তার অপরাধ স্বীকার করে নেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মাথাকে দু'টি পাথরের মধ্যে খেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪১৩, আধুনিক প্রকাশনী-২২৩৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৭২, ইসলামীক সেন্টার-৪২১৮]

শব্দার্থ : جَارِيَةٌ - বালিকা বা দাসী, رُضَّ - থেতিলিয়ে দেয়া হয়েছে, بَيْنَ حَجَرَيْنِ দু' পাথরের মাঝে (রেখে), اَوْمَاتْ - ইশারা করল, بِرَأْسِهَا - মাথা দ্বারা, اَقَرَّ - স্বীকার করল, اُخِذَ - ধরা বা হল গ্রেফতার করা হলো, اَنْ يُرَضَّ - খেতলিয়ে দিতে।

١١٩٦. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ غُلَامًا لِاُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ غُلَامٍ لِاُنَاسٍ اَغْنِيَاءَ، فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا.

১১৯৬. ইম্‌রান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব লোকদের কোন এক ছেলে ধনী লোকদের কোন এক বালকের কান কেটে ফেলে। তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে বিচারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য কোন 'দিয়াত' দেয়ার ব্যবস্থা করেননি। (তাদের পক্ষে ক্ষতিপূরণ সম্ভব ছিল না বলে)। [সহীহ আহমদ-৪/৪৩৮, আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৯০, নাসায়ী হাদীস-৪৭৫১, হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেনি। সুতরাং 'সালাসাহ' বলাটি বিভ্রাট।]

শব্দার্থ : غُلَامٌ - বালক, اُنَاسٌ - লোক, فُقَرَاءُ - দরিদ্র বা গরীব, اَغْنِيَاءُ - ধনী, لَمْ يَجْعَلْ - করেননি।

ব্যাখ্যা : অপরাধীর দিয়াত ক্ষতিপূরণ দেয়ার সঙ্গতি ছিল না বা দেয়াত না দেয়ার মতো অন্য কোন কারণ ছিল এরূপ করে হবেন।

١١٩٧. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) اَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِىْ رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ :

اَقِدْنِىْ، فَقَالَ حَتّٰى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ اِلَيْهِ. فَقَالَ : اَقِدْنِىْ، فَاَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَرِجْتُ، فَقَالَ : قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِىْ، فَاَبْعَدَكَ اللّٰهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ ثُمَّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتّٰى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.

১১৯৭. আমর তিনি তাঁর পিতা শু'আইব (রা) থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : কোন এক লোক অন্য এক লোকের হাঁটুতে শিং দ্বারা আঘাত করে। সে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : আমার বদলা নিয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি ক্ষত সেরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। লোকটি কিন্তু (সেরে যাওয়ার আগেই) আবার এসে বলল : আমার জখমের মূল্য বা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেন।

তারপর লোকটি এসে বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি তা মাননি। ফলে আল্লাহ তোমাকে (তার রহমত হতে) বিতাড়িত করে দিয়েছেন এবং তোমার খোঁড়াত্ব বাতিল হয়ে গেছে। (দিয়াত আদায়ের যোগ্য রাখেননি।) এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন জখম আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত জখমী লোকের পক্ষে কোন বদলা আদায়ের ফায়সালা দিতে নিষেধ করেছেন।

[হাসান আহমদ-২১১৭, দারাকুত্বনী-৩/৮৮, এর সনদ মা'লুল হলেও এর শাহিদ থাকাতে হাদীসটি সহীহ, বিধায় ইলাল কোন ক্ষতি করবে না।]

শব্দার্থ : طَعَنَ - সে আঘাত করল, بِقَرْنٍ - শিং দ্বারা, হাঁটু, اَقِدْنِىْ - আমাকে দিয়াত বা জরিমানা নিয়ে দিন, قَدْ نَهَيْتُكَ - আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, فَعَصَيْتَنِىْ - তুমি আমার অবাধ্য হয়েছে, আমাকে অমান্য করেছ, اَبْعَدَكَ للّٰهُ - আল্লাহ তোমাকে দূর করে দিয়েছেন, بَطَلَ عَرَجُكَ - খোঁড়ত্ব (এর জরিমানা) বাতিল হয়ে গেছে, اَنْ يُقْتَصَّ - বদলা নেয়ার ফায়সালা, مِنْ جُرْحٍ - জখমী লোকের, حَتّٰى يَبْرَأَ - আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত।

١١٩٨. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : اَقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِىْ بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا : غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ، وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا اَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ اَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِىْ سَجَعَ .

১১৯৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুযাইল গোত্রের দুটি রমণী আপোষে ঝগড়া করতে করতে একজন অপরজনকে পাথর ছুঁড়ে মারে। ফলে সে মারা যায় ও তার পেটের ভ্রূণও নষ্ট হয়ে যায় ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এ অভিযোগ দায়ের করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভ্রূণ হত্যার জন্য একটা দাস বা দাসী মুক্ত করা আর নিহত মেয়েটির জন্য হত্যাকারিণীর আসাবাগণের (অভিভাবকদের) উপর দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ (একশো উট) দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং এ দিয়াতের ওয়ারিশদের মধ্যে নিহত মহিলার সন্তান ও তাদের সঙ্গে অন্য যারা অংশীদারীত্ব রয়েছে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরূপ ফায়সালার জন্য হামাল ইবনে নাবিগাহ আলহুযাইলী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যে বাচ্চা পান করল না, খেল না, কথা বলল না, চেঁচিয়ে কাঁদল না এমন বাচ্চাকে তো কোন গণনার মধ্যেই নেয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ছন্দযুক্ত কথার ভনিতার জন্য বলেন : এ তো একটা কাহেন শ্রেণীর লোক।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৫৭৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-৫৩৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৮৬, ইসলামীক সেন্টার-৪২৪৪]

শব্দার্থ : اِقْتَتَلَتْ - ঝগড়া করল, رَمَتْ - নিক্ষেপ করল, ছুঁড়ে মারল, حَجَرٌ - পাথর, فَقَتَلَتْهَا - তাকে মেরে ফেলল, مَا فِى بَطْنِهَا - তার পেটে যা আছে

তা, اِخْتَصَمُوْا - তারা মামলা করল, دِيَةٌ - রক্তপণ, جَنِيْنٌ - ভ্রূণ, غُرَّةٌ - দাস বা দাসী, وَلِيْدَةٌ - দাসী, عَلَى عَاقِلَتِهَا - তার আসাবাগণের উপর, وَرَّثَهَا وَلَدَهَا - তার সন্তানকে তার ওয়ারিস সাব্যস্ত করলেন, كَيْفَ يُغْرَمُ - কিভাবে জরিমানা আদায় করা যায়, لَا شَرِبَ - পান করেনি, وَلَا اَكَلَ - খায়নি, لَا نَطَقَ - কথা বলেনি, لَا اسْتَهَلَّ - কাঁদেনি বা চিৎকার করেনি, يُطَلُّ - হিসেবে ধরা হয় না বা অবকাশ দেয়া, كُهَّانٌ গণক।

ব্যাখ্যা : দিয়াতের অর্থ : জীবনের বা শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতিপূরণ শরীয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী দেয়া। কিসাসের অর্থ : জীবনের বদলে জীবন ও অঙ্গের বদলে অঙ্গ নষ্ট করে বদলা নেয়া। বাদীগণ বিবাদীর কিছু গ্রহণ না করেও ক্ষমা করতে পারেন আর না হয় মাল দ্বারা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারেন।

١١٩٩. مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ (رضى) سَاَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ؟ قَالَ : فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَاَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى .... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا.

১১৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রূণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীমাংসায় কে উপস্থিত ছিল? বর্ণনাকারী বলেন : অত:পর হামাল ইবনে নাবিগা দাঁড়িয়ে বললেন : আমি দু'টি রমণীর মধ্যে ছিলাম, তাঁদের একজন অন্যজনকে মেরেছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৭২, নাসায়ী-৪৮১৬, ইবনে মাজাহ-২২৪১, ইবনে হিব্বান-৫৯৮৯, হাকিম-৩/৫৭৫]

শব্দার্থ : مَنْ شَهِدَ - কে উপস্থিত হলো? كُنْتُ - আমি ছিলাম, بَيْنَ امْرَاَتَيْنِ - দু' মহিলার মাঝে, ضَرَبَتْ - প্রহার করল, اِحْدَاهُمَا - তাদের একজন, اَلْاُخْرَى - অপরজনকে।

١٢٠٠. وَعَنْ اَنَسٍ (رَضى) اَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوْا اِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَاَبَوْا، فَعَرَضُوا الْاَرْشَ، فَاَبَوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَوْا اِلَّا الْقِصَاصَ، فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ : اَلْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ.

১২০০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার ফুফু (নাযরির কন্যা) রুবাইয়ি' কোন একজন আনসারী মেয়ের সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে দেয়। ফলে অপরাধীপক্ষ তার কাছে ক্ষমা চাইল। তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করল। তারপর দিয়াত বা ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট মাল তাদের নিকটে হাজির করল কিন্তু তা নিতেও অস্বীকার করল। বরং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে এসেও কিসাস ছাড়া অন্যতে রাজি হল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসাসের হুকুম দিয়ে দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবনে নায্র বললেন : রুবাইয়ি-এর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে কি? যে সত্ত্বা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, তা নয়, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাবে আল্লাহর নির্দেশ কিসাসই রয়েছে। এবারে বাদীগণ রাজী হয়ে গেলেন ও ক্ষমা করে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অবশ্য আল্লাহর বান্দাহ এমনও আছেন যে, তারা কোন বিষয়ে কসম করে বসলে আল্লাহ্ তা সত্যে পরিণত করে দেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৭০৩, আধুনিক প্রকাশনী-২৫০৬, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৬৭৫, ইসলামিক সেন্টার-৪২২৭, উল্লেখিত শব্দ বুখারীর]

শব্দার্থ : كَسَرَتْ - ভেঙ্গে ফেলল, ثَنِيَّةٌ - সামনের দাঁত, طَلَبُوْا - তারা প্রার্থনা করল, اَلْعَفْوَ - ক্ষমা, فَاَبَوْا - তারা অস্বীকার করল, عَرَضُوْا - তারা উপস্থিত করল, প্রস্তাব পেশ করল, اَلْاَرْشَ - ক্ষতি পূরণ, اَلْقِصَاصُ - বদলা, وَالَّذِىْ - সে সত্ত্বার শপথ যিনি, بَعَثَكَ - আপনাকে প্রেরণ করেছেন, بِالْحَقِّ - সত্য (দীন) সহকারে, لَا تُكْسَرُ - ভাঙ্গা হবে না, كِتَابُ اللّٰهِ - আল্লাহ কিতাব (এর নির্দেশ)

رَضِىَ - সম্মত হলো, لَوْ اَقْسَمَ - যদি শপথ করে, لَاَبَرَّ - অবশ্যই তা পূর্ণ করে, দিবেন সত্যে পরিণত করে।

١٢٠١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِىْ عِمِّيًّا اَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ، اَوْ سَوْطٍ، اَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَاءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمَدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ.

১২০১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অজ্ঞাত অবস্থার মধ্যে নিহত হয়, অথবা পাথর ছোড়াছুঁড়ি হচ্ছে এমন সময় পাথরের আঘাতে নিহত হয় কিংবা কোড়া বা লাঠির আঘাতে নিহত হয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে– ভুলক্রমে হত্যা করার অনুরূপ দিয়াত বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় সে ক্ষেত্রে কিসাস (জানের বদলে জান) নেয়ার অধিকারী হবে। আর যে কিসাস প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে (সুপারিশ বা অন্য উপায় দ্বারা) তার উপরে আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হবে।

[হাসান আবূ দাউদ হাদীস ৪৫৪০, নাসায়ী হাদীস ৪৭৮৯, ইবনে মাজাহ হাদীস ৩৬৩৫]

শব্দার্থ : قُتِلَ - নিহত হয়, عِمِّيًّا - অজ্ঞাত অবস্থায়, رِمِّيًّا بِحَجَرٍ - পাথর নিক্ষেপ, سَوْطٍ - চাবুকের আঘাতে, عَصًا - লাঠির আঘাতে, عَقْلُ الْخَطَاءِ - ভুলবশত: হত্যার জরিমানা (দিয়াত) হবে, عَمْدًا - ইচ্ছাকৃতভাবে, قَوَدٌ - কিসাস, বদলা, حَالَ - বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বাধার সৃষ্টি করে।

١٢٠٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْاٰخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِىْ قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِىْ اَمْسَكَ.

১২০২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোন লোককে ধরে রাখে ও অন্য লোক তাকে হত্যা করে তখন হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে আর যে ধরে রাখে তাকে (যাবজ্জীবন) কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। [দারাকুত্বনী হাদীসটি মাওসূল ও মুরসাল উভয় ভাবেই বর্ণনা করেছেন। ইবনুল ক্বাত্তান একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে বায়হাক্বী একে মুরসাল হওয়াটাই প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদীসটি সহীহ]

শব্দার্থ : اَمْسَكَ - ধরল, ধরে রাখল, يُحْبَسُ - আবদ্ধ করা হবে, কারাদণ্ড দেয়া হবে।

١٢٠٣. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ. وَقَالَ : اَنَا اَوْلٰى مَنْ وَفٰى بِذِمَّتِهِ.

১২০৩. আব্দুর রহমান ইবনে বাইলামানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একজন মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন- যিম্মী কাফিরকে হত্যা করার অপরাধে। তিনি বলেছিলেন, আমি অঙ্গীকার পালনকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। দারাকুত্বনী ইবনে উমরের উল্লেখপূর্বক একে মাওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মাওসুল সনদটি দুর্বল। [অত্যন্ত দুর্বল আব্দুর রাজ্জাক হাদীস-১৮৫১৪, দারাকুত্বনী-৩৩৪-১৩৫১৫]

শব্দার্থ : اَوْلٰى - অধিক উত্তম।

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قُتِلَ غُلَامٌ غِيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ اِشْتَرَكَ فِيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ধোকা দিয়ে গোপনে একজন যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে (দ্বিতীয় খলিফা) উমর (রা) বলেছিলেন, যদি এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সানআ'বাসী সকলে অংশগ্রহণ করত তবে আমি এ একজন গোলামের হত্যার জন্য সান্আর সকল অধিবাসীকে হত্যা করতাম। (এ ব্যাপারে জড়িত তিনজনকে হত্যা করা হয়েছিল)। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৯৬]

শব্দার্থ : قُتِلَ غِيْلَةً - গোপনে হত্যা করা হয়, اِشْتَرَكَ - অংশগ্রহণ করল।

ব্যাখ্যা : এটাও বোঝা যাচ্ছে, উমরের মতানুযায়ী একজনের খুনে অংশগ্রহণকারী দলের সকলকে খুন করা জায়েয হবে।

١٢٠٤. وَعَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِىْ هٰذِهِ، فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ : اِمَّا اَنْ يَاْخُذُوا الْعَقْلَ .اَوْ يَقْتُلُوْا.

১২০৪. আবূ শুরাইহ্ খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার এ ঘোষণার পর যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে তার

অভিভাবকদের জন্য দুটি সুযোগ প্রদান দেয়া হবে। হয় সে খুনের বদলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) গ্রহণ করবে, নয় সে প্রাণদণ্ডের (কিসাসের) দাবি করবে।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৫০৪, তিরমিযী হাদীস-১৪০৬, এটি নাসায়ী বর্ণনা করেননি।]

শব্দার্থ : مَقَالَتِىْ - আমার বক্তব্য বা ঘোষণা, اَهْلُهُ - তার পরিবার পরিজন, خِيَرَتَيْنِ - দু'টি সুযোগ।

١٢٠٥. وَاَصْلُهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

১২০৫. এর মূল বক্তব্যটি অনুরূপ অর্থে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৮০, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪০১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৫৫, ইসলামীক সেন্টার-৩১৬৮]

ব্যাখ্যা : প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, এরূপ ফয়সালা দেওয়া তখন হবে যখন এসব অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে ও নিহত ব্যক্তির খুনের বিচারের দাবীদারগণ বদলা গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুতেই রাজি হবে না। নতুবা তাদের জন্য ক্ষমা করার পথ রয়েছে, বা পূর্ণ বা আংশিক আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েও মীমাংসা করে নিতে পারে। কুরআন ঘোষণা করেছে– হে জ্ঞানবান, বদলা নেয়ার বিধানের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছো।–সূরা ২, আয়াত ১৭৯।

٢. بَابُ الدِّيَاتِ

১. অনুচ্ছেদ : হত্যা বা খুনের ক্ষতিপূরণের বিধান

ইসলাম জীবনের সর্বাবস্থার জন্যেই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে; খুনের বিচার ব্যবস্থা শরীয়তী আইনে থাকা তার একটা বাস্তব প্রমাণ।

١٢٠٦. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ .. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ : اَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَاِنَّهُ قَوَدٌ، اِلَّا اَنْ يَرْضَى اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ، وَاِنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةَ

مِـائَـةً مِـنَ الْإِبِـلِ، وَفِـى الْأَنْـفِ إِذَا أُوْعِـبَ جَـدْعُـهُ الـدِّيَـةُ، وَفِـى اللِّسَانِ الدِّيَـةُ، وَفِى الشَّـفَتَيْـنِ الـدِّيَـةُ، وَفِـى الـذَّكَـرِ الدِّيَـةُ، وَفِـى الْبَـيْضَتَيْـنِ الـدِّيَـةُ، وَفِـى الصُّـلْـبِ الـدِّيَـةُ، وَفِـى الْعَـيْـنَيْـنِ الـدِّيَـةُ، وَفِـى الـرِّجْـلِ الْـوَاحِدَةِ نِصْفُ الـدِّيَـةِ، وَفِـى الْـمَأْمُـوْمَـةِ ثُلُـثُ الـدِّيَـةِ، وَفِـى الْجَـائِـفَـةِ ثُلُـثُ الـدِّيَـةِ، وَفِـى الْـمُـنَـقِّـلَـةِ خَمْـسَ عَـشْـرَةَ مِـنَ الْإِبِـلِ، وَفِـىْ كُـلِّ إِصْبَـعٍ مِنْ أَصَـابِـعِ الْـيَـدِ وَالـرِّجْـلِ عَـشْـرٌ مِـنَ الْإِبِـلِ، وَفِـى الـسِّـنِّ خَـمْـسٌ مِـنَ الْإِبِـلِ وَفِـى الْـمُـوْضِـحَـةِ خَـمْـسٌ مِـنَ الْإِبِـلِ، وَإِنَّ الـرَّجُـلَ يُـقْـتَـلُ بِـالْـمَـرْأَةِ، وَعَـلَـى أَهْـلِ الـذَّهَـبِ أَلْـفُ دِيْـنَـارٍ .

১২০৬. আবূ বকর তাঁর পিতা মুহাম্মদ থেকে, তিনি তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইয়ামান প্রদেশের অধিবাসীদেরকে লিখেছিলেন ঐ হাদীসে (ঐ পত্রে) এটাও লিখেছিলেন- এটা নিশ্চিত যে, কেউ যদি কোন মু'মিন মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা যদি প্রমাণিত হয় তবে তাতে প্রাণদণ্ড হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি অন্য কোনভাবে (ক্ষমা করতে বা ক্ষতিপূরণ নিতে) রাজি হয় তবে তার প্রাণদণ্ড হবে না। প্রাণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশত উট দেয়া হবে। নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা হয় তবে তাতে একশত উট দেয়া হবে; জিহ্বা কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় ঠোঁট কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; পুরুষাঙ্গ কাটা হলে পূর্ণ খেসারত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় অণ্ডকোষ নষ্ট করা হলে পূর্ণ দিয়াত লাগবে; এবং মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিয়াত লাগবে। (একটা অণ্ডকোষের জন্য ৫০টি উট দেয়া।)

উভয় চক্ষু নষ্ট করা হলে একশত উট দেয়া হবে। তারপর এক পায়ের জন্য অর্ধেক এবং মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হলে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত প্রদান করতে হবে; পেটে কিছু বিদ্ধ করা হলে (যদি তা পেটের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে) তবে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে, যে আঘাতে কোন হাড় স্থানচ্যুত হয় সে আঘাতে ১৫টি উট দিতে হবে; হাত পায়ের আঙ্গুলগুলোর যে কোন ১টির জন্য ১০টি উট, একটি দাঁতের জন্য ৫টি উট, যে আঘাতের ফলে (মাথা ও মুখ ছাড়া)

হাড় (ঠেলে উঠে বা অন্য কোন কারণে) দৃশ্যমান হয়ে হাড় তাতে ৫টি উট দেয়া হবে। তারপর এটাও নিশ্চিত যে (যদি কোন পুরুষ কোন রমণীকে হত্যা করে তবে) নিহত স্ত্রীলোকের কারণে হত্যাকারী অপরাধী পুরুষকে হত্যা করা হবে। হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে তবে সে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিহতের ওয়ারিসকে প্রদান করবে।

হাদীসটি আবূ দাউদ তার মুরসাল সনদের হাদীসগুলোর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনুল জারূদ, ইবনে হিব্বান, আহমদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সহীহ হওয়া প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য রয়েছে। (মুরসাল সনদ প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি ফুকাহগণের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করেছে ও এ হাদীসের উপর আমল হয়ে আসছে।)

[মুরসাল হওয়ার কারণে হাদীসটি য'ঈফ]

শব্দার্থ : اِعْتَبَطَ - বিনা অপরাধে হত্যা করল, بَيِّنَةٌ - সাক্ষী বা প্রমাণ, قَوَدٌ - বদলা বা কিসাস, اَوْلِيَاءُ - অভিভাবক, اَلْمَقْتُوْلِ - নিহত ব্যক্তি, فِى النَّفْسِ - প্রাণ হত্যায়, اَلْاَنْفِ -নাক, اُوْعِبَ جَدْعُهُ - তা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়, اَللِّسَانُ - জিহ্বা, اَلشَّفَتَيْنِ - দু'ঠোঁট اَلذَّكَرُ - পুরুষাঙ্গ, اَلْبَيْضَتَيْنِ - দু' অণ্ডকোষ, اَلصُّلْبُ - মেরুদণ্ড, اَلْعَيْنَيْنِ - দু' চোখ, الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ - এক পা, نِصْفُ الدِّيَةِ - অর্ধেক দিয়াত, اَلْمَأْمُوْمَةُ - মাথায় আঘাত, اَلْجَائِفَةُ - পেটে আঘাত, ثُلُثُ - এক তৃতীয়াংশ, اَلْمُنَقِّلَةُ - হাড় স্থানচ্যুতকারী আঘাত, اِصْبَعٌ - আঙ্গুল, اَلسِّنُّ - দাঁত, اَلْمُوْضِحَةُ - হাড় দৃশ্যকারী আঘাত, اَهْلُ الذَّهَبِ - স্বর্ণের মালিক।

١٢٠٧. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : دِيَةُ الْخَطَاِ اَخْمَاسًا : عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنِى لَبُوْنٍ .

১২০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : অনিচ্ছকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) পাঁচ প্রকার উটে সমান ভাগে বিভক্ত করে আদায় করতে হবে। (যথা) চতুর্থ বছর বয়সে পর্দাপণকারিণী উটনী ২০টি,

পঞ্চম বছর বয়সে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি, দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি এবং ৩য় বছরে পর্দাপণকারী উট ২০টি। সুনানে আরবা'আর (৪ জনের) সংকলনের শব্দে বানী লাবুন' (তৃতীয় বছরে উপনীত নর উট) এর বদলে 'বানী মাখায' (২য় বছরে উপনীত নর উটের) কথা রয়েছে। তবে আগে বর্ণিত দ্বারাকুতনীর সনদটি অধিক মজবুত। অন্য সূত্রে ইবনে আবী শাইবাহ মাওকুফ সনদে বর্ণনা করেছেন, এ সনদটি মারফূ সনদের থেকে অধিক সহীহ।

[ইবনে আবী শাইবাহ মুনান্নাফে এটি মাওকুফ, হিসেবে বর্ণনা করেছেন হাদীস-৯৩৪]

শব্দার্থ : دِيَةُ الْخَطَا - অনিচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ, أَخْمَاسٌ - পাঁচ ভাগে বিভক্ত, حِقَّةٌ - চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারী উটনী, جَذَعَةٌ - ৫ম বৎসরে পদার্পণকারী উটনী, بَنَاتِ مَخَاضٍ - ৩য় বৎসরে পদার্পণকারী উটনী, اِبْنُ لَبُوْنٍ - ২য় বৎসরে পদার্পণকারী নর উট।

১২০৮. وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ : مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ : اَلدِّيَةُ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً. فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا.

১২০৮. আম্‌র ইবনে শু'আইব-এর স্বীয় সূত্রে এ হাদীসটি আবূ দাউদ ও তিরমিযী মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে, দিয়াত ৪র্থ বছর বয়সে উপনীত উটনী ৩০টি ৫ম বছর বয়সে পদার্পণকারিণী ৩০টি এবং ৪০টি গর্ভধারিণী উটনী যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে (দিতে হবে)। (২০টি করে ৫ ভাগ আর ৩০ ও ৪০টির তিন ভাগ– গড়ে একই মূল্য দাঁড়াবে।) [হাসান আবূ দাউদ হাদীস ৪৫৪১, তিরমিযী-১৩৮৭]

শব্দার্থ : خَلِفَةٌ - গর্ভধারিণী উটনী।

১২০৯. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيْ حَرَمِ اللّٰهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

১২০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্‌র দরবারে তিন প্রকারের লোক সর্বাপেক্ষা অবাধ্য।

ক. যে হত্যাকাণ্ড ঘটায় হারাম শরীফের (বায়তুল্লাহ্‌র) মধ্যে, খ. এমন লোককে হত্যা করে যে তার হত্যাকারী নয়, (যে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত ছিল না।) গ. যে জাহিলী যুগের সঞ্চিত আক্রোশ ও বিদ্বেষবশত: মানুষকে হত্যা করে। [হাসান : আহমদ (২৭৯) এটি হানু হিব্বান বর্ণনা করে এটিকে সহীহ বলেছেন। এর মূল বক্তব্য সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৮২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪০৩]

শব্দার্থ : اَعْتَى - অধিক অবাধ্য, ذَحْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - জাহিলী যুগের প্রতিশোধ।

١٢١٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى)؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ ـ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ، مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا.

১২১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মনে রাখবে, ভুলবশত নরহত্যা 'ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার মতো হত্যা' যেমন ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হঠাৎ হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়– এরূপ নরহত্যার অপরাধের জন্য এমন হবে, একশত উট, দিয়াত (খুনের বদলা) যার মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী থাকবে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৭৪, নাসায়ী-৪৭৯১, ইবনে মাজাহ-২৬২৭, ইবনে হিব্বান-৯১৫২৬]

শব্দার্থ : شِبْهُ الْعَمَدِ - ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ন্যায় হত্যা।

ব্যাখ্যা : শরীয়ত নর হত্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। ১. ইচ্ছাকৃত হত্যা, ২. ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা–(সাধারণ : যেসব বস্তু দ্বারা নরহত্যা করা হয় না। যেমন লাঠি বা ঢিল ইত্যাদি দ্বারা হত্যা)। ৩. অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়া।

١٢١١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِىْ : الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ.

وَلِاَبِىْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ : دِيَةُ الْاَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ : اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ. وَلِابْنِ حِبَّانَ : دِيَةُ اَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْاِبِلِ لِكُلِّ اِصْبَعٍ.

১২১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় সমমূল্যের আঙ্গুল।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪১৬]

আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে রয়েছে, আঙ্গুলসমূহের দিয়াত (নষ্টের ক্ষতিপূরণ) সমান সমান। সব দাঁতের দিয়াত একই সমান, সামনের ও চোয়ালের দাঁত সমান মূল্যের। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৫৯]

ইবনে হিব্বানে আছে, দু হাত ও দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়াত সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উট দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে। [সহীহ ইবনে হিব্বান আছে, দু' হাত ও দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়াত সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উট দিয়াত স্বরূপ দিতে হবে। সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-৪৫৫৯]

ইবনে হিব্বানে আছে, দু'হাত ও দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়াত সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উট দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে। [সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-৫৯৮০]

শব্দার্থ : اَلْخِنْصَرُ - কনিষ্ঠাঙ্গুলি, اَلْاِبْهَامُ - বৃদ্ধাঙ্গুলি।

١٢١٢. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) رَفَعَهُ قَالَ : مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوْفًا- فَاَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْنَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ .

১২১২. আম্র ইবনে শু'আইব (রা) তাঁর নিজ সনদে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসায় খ্যাতিসম্পন্ন না হয়ে চিকিৎসা করতে গিয়ে কোন প্রাণহানি ঘটাবে বা তার থেকে কম ক্ষতি করবে তাকে ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী হতে হবে। (ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে)

হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ইত্যাদিতেও আছে, কিন্তু মাওসুল যা যুক্ত সনদ থেকে ঐগুলোর মুরসাল সনদই অধিক শক্তিশালী। [য'ঈফ আবু দাউদ হাদীস ৪৫৮৬, ইবনে মাজাহ-৩৪৬৬, দারাকুত্বনী-৩৯৬, হাকিম-৪১২, নাসায়ী-৪৮৩০]

শব্দার্থ : تَطَبَّبَ - চিকিৎসকের ভান করল, اَصَابَ نَفْسًا - পাণহানী করল, ضَامِنٌ -দায়ী হবে, যিম্মাদার হবে।

١٢١٣. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِى الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ . وَزَادَ اَحْمَدُ : (وَالْاَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ).

১২১৩. আম্র ইবনে শু'আইব (রা)-এর স্বীয় সনদে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সকল আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হয়ে উঠে তার দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ (খেসারাত) পাঁচটি উট প্রদান করতে হবে। ইমাম আহমদ আরো কিছু বৃদ্ধি করেছেন তাহল আঙ্গুলসমূহের মান সমান। প্রত্যেকটির দিয়াত দশটি করে উট। [হাসান আবূ দাউদ-৪৫৬৬, নাসায়ী-৪৮৫২, তিরমিযী-১৩৯০, ইবনে মাজাহ-২৬৫৫, ইবনুল জারুদ-৭৮৫]

শব্দার্থ : اَلْمَوَاضِعَ - হাড়দৃশ্যকারী আঘাতসমূহ।

١٢١٤. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقْلُ اَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ .عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتّٰى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا.

১২১৪. আম্র ইবনে শু'আইব (রা)-এর স্বীয় সূত্রে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যিম্মী কাফিরের দিয়াত ক্ষতিপূরণ মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।

পূর্ণ দিয়াতের (১০০ উটের) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ দিয়াত না পৌঁছা পর্যন্ত (অঙ্গহানির ক্ষেত্রে) নারীর দিয়াত পুরুষের সমপরিমাণ হবে (অর্থাৎ ১০টি করে উট)। [হাসান নাসায়ী-৪৮০৬, তিরমিযী-১৪১৩, ইবনে মাজাহ ২৬৪৪, আহমাদ, ৬৪২৯-৬৭৯৫]

শব্দার্থ : اَهْلُ الذِّمَّةِ - যিম্মী কাফির।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ৩৩টি উটের উর্ধ্বে স্ত্রীলোকের অঙ্গহানীর দিয়াতের ফয়সালার ক্ষেত্রে পুরুষের সমপরিমাণ দিয়াত না হয়ে অর্ধেক দিয়াত দিতে হবে। যেমন ৪০-এর স্থলে ২০; ৫০-এর স্থলে ২৫টি ইত্যাদি অর্ধেক হারে দিতে হবে।

আবূ দাউদের শব্দগুলোতে আছে, আশ্রয়ের অঙ্গীকারপ্রাপ্ত অমুসলিমদের হত্যার দিয়াত একজন স্বাধীন মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৮৩]

নাসায়ীতে আছে, স্ত্রীলোকের অঙ্গহানীর জন্য দিয়াত, পূর্ণ দিয়াতের (১০০ উটের) এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ হওয়া অবধি পুরুষের দিয়াতের সমপরিমাণ দিয়াত দিতে হবে। [হাসান দারাকুতনী-৩/৯৫]

١٢١٥. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذٰلِكَ اَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ،

فَتَكُوْنُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ .

১২১৫. আম্‌র ইবনে শু'আইব (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। যে হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, তাতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে না তবে দিয়াতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী মতোই তা কঠিন হবে। দিয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এজন্যে যে, কোন প্রকার আক্রোশ ও অস্ত্র ধারণ ছাড়াই কেবল শয়তানের প্ররোচনামূলে যাতে মানুষের মধ্যে রক্তপাত না ঘটে। [হাসান দারুকুতনী-৩/৯৫]

শব্দার্থ : مُغَلَّظٌ - কঠিন,পূর্ণ, لاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ - হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে না, اَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ - শয়তানের প্ররোচনা দেয়, غَيْرُ ضَغِيْنَةٍ - আক্রোশ ব্যতীত, حَمْلٌ - বহন করা, سِلاَحٌ - অস্ত্র।

ব্যাখ্যা : মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ মাক্‌হুলী নামে একজন বিতর্কিত রাবী এর সূত্রে রয়েছে।

١٢١٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ دِيَتَهُ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا .

১২১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর যুগে একটি লোক অন্য একজনকে হত্যা করে। নবী করীম ﷺ এ খুনের দিয়াত বারো হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধার্য করেন। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৪৬, নাসায়ী-৪৮০৪, তিরমিযী হাদীস-১৩৮৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৬২৯]

١٢١٧. وَعَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ (رضى) قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَمَعِىْ اِبْنِىْ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ : اِبْنِىْ . اِشْهَدْ بِهِ. قَالَ : اَمَّا اِنَّهُ لاَ يَجْنِىْ عَلَيْكَ، وَلاَ تَجْنِىْ عَلَيْهِ .

১২১৭. আবূ রিম্‌সাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হলাম, আমার সাথে আমার পুত্রও ছিল। তিনি বললেন : এ কে? আমি বললাম, আমার পুত্র। আপনি এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সাবধান হও, অবশ্য তার অপরাধের জন্য তোমাকে ও তোমার অপরাধের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৯৫, নাসায়ী হাদীস-৪৮৩২, ইবনুল জারুদ-৭৭০]

শব্দার্থ : لاَ يَجْنِىْ عَلَيْكَ - তোমার অপরাধে সে অপরাধী হবে না, تَجْنِىْ عَلَيْكَ - তার অপরাধে তুমি অপরাধী হবে না।

٣. بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : খুনের দাবি ও কাসামা পদ্ধতির বিচারব্যবস্থা

কাসামা-এর অর্থ : কোন বস্তি বা মহল্লায় যদি কোন খুন পাওয়া যায় কিন্তু ঐ খুনের হত্যাকারী কে তা জানা সম্ভব না হয় এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণও কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ঐ খুনের জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত না করে তবে ঐ স্থানে বসবাসকারী ৫০ জন বিশিষ্ট লোককে শপথ করানোর ব্যবস্থাকে কাসামা বলা হয়। (সুবুল)

١٢١٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رضى) عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ و مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ، فَاُتِىَ مَحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِىْ عَيْنٍ، فَاَتٰى يَهُوْدَ، فَقَالَ : اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ. قَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَاَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ : اَلسِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ، وَاِمَّا اَنْ يَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ (كِتَابًا) فَكَتَبُوْا : اِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَهْلٍ : اَتَحْلِفُوْنَ، وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوْا لَا قَالَ : فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ؟ قَالُوا لَيْسُوْا مُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

১২১৮. সাহ্‌ল ইবনে আবু হাস্‌মাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বড়দের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল ও মুহায়ইসা ইবনে মাসউদ (রা) বিশেষ কোন অসুবিধায় (খাদ্যভাবে) পড়ে খাইবারে গিয়েছিলেন। অনন্তর, মুহায়্যিসা (কাজ হতে ফিরে আসলে) সংবাদ দিলেন যে, সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ নিহত হয়েছেন এবং তাঁকে একটা নহরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন মুহায়্যিসা ইয়াহুদীদের কাছে গিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম তোমরা তাঁকে হত্যা করেছ। ইয়াহুদীগণ বলল : আল্লাহ্‌র কসম আমরা হত্যা করিনি। তারপর মুহায়্যিসাহ ও তার ভাই হুওয়ায়্যিসা এবং নিহত ব্যক্তির ভাই আব্দুর রহমান ইবনে সাহল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট আগমন করল। মুহায়্যিসা কথা বলার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বড়ত্ব বজায় রাখ বড়ত্ব বজায় রাখ, (অর্থাৎ তোমার বড় ভাইকে আগে কথা বলার সুযোগ করে দাও) ফলে হুওয়ায়্যিসা কথা বললেন।

তারপর মুহায়্যিসা বলেন : এবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তারা (বস্তির ইয়াহুদীগণ) হয় নিহত ব্যক্তির দিয়াত (১০০টি উট) দিক কিংবা যুদ্ধ ঘোষণা করুক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্মে তাদের নিকটে একটি পত্র প্রেরণ করলেন : তারা উত্তরে পত্র লিখে জানাল আল্লাহ্‌র কসম এটা নিশ্চিত যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়ায়্যিসা মুহায়্যিসা ও আব্দুর রহমানকে বললেন : তোমরা কি কসম করবে ও তোমাদের খুনের দিয়াতের হক্বদার হবে? তাঁরা বলল : না। তখন বললেন ঐ ব্যাপারে কি ইয়াহুদীরা কসম করবে? তাঁরা বললেন : তারা তো মুসলিম নয় (তাদের উপর নির্ভর করা যায় না, মিথ্যা কসমও করতে পারে)। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত নিজেই দিয়ে দেন এবং তাদের নিকটে ১০০টি উট পাঠিয়ে দেন। রাবী সাহ্‌ল (রা) বলেন : ঐ উটের মধ্যে থেকে একটা লাল উটনী আমাকে লাথি মেরেছিল।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৯২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬৯]

শব্দার্থ : جَهْدٌ - বিপদ, أَصَابَهُمْ - তাদের উপর পতিত হলো, أُتِيَ - আসা হলো, أُخْبِرَ - তাকে সংবাদ দেয়া হলো, طُرِحَ - ফেলে রাখা হয়েছে, عَيْنٌ - ঝর্ণা বা নালা, قَتَلْتُمُوْهُ - তোমার তাকে হত্যা করেছে, أَقْبَلَ - আসলো বা আগমন করল, ذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ - কথা বলতে গেল, كَبِّرْ - বড়ত্ব বজায় রাখ বা বড়কে সুযোগ দাও, اَلسِّنُّ - বয়স, تَكَلَّمَ - কথা বলল, اِمَّا اَنْ يَدُوْا - হয়ত তারা দিয়াত (রক্তপণ) দিবে, صَاحِبُكُمْ - তোমাদের রঙ্গী, اِمَّا اَنْ يَأْذَنُوْا - নতুবা তারা ঘোষণা দিক, بِحَرْبٍ - যুদ্ধের, فَكَتَبَ - তিনি চিঠি লিখলেন, اِلَيْهِمْ - তাদের নিকট, فِىْ ذَلِكَ - এ বিষয়ে, فَكَتَبُوْا - তারা উত্তরে লিখল বা

উত্তর দিলো, تَسْتَحِقُّوْنَ - তোমরা কি কসম করবে, اَتَحْلِفُوْنَ - তোমরা হকদার হবে, دَمَ صَاحِبِكُمْ - তোমাদের রঙ্গীর রক্তপণ, رَكَضَتْنِىْ - আমাকে লাথি মেরেছে, نَاقَةٌ - উটনী, حَمْرَاءُ - লাল।

১২১৯. وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ.

১২১৯. কোন এক আন্সারী (সাহাবী) (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'কাসামা' নামক প্রাক-ইসলামিক বিচারপদ্ধতিকে সাব্যস্ত করছিলেন এবং আনসারী সাহাবীর একটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত ইয়াহুদী আসামীদের মধ্যে সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছিলেন।

শব্দার্থ : اَقَرَّ - স্বীকৃতি দিয়েছেন বা বহাল রেখেছেন, اَلْقَسَامَةُ - শপথ পদ্ধতির বিচার, قَتِيْلٌ- নিহত ব্যক্তি, اِدَّعَوْهُ - তারা তা দাবী করেছে।

ব্যাখ্যা : অন্য হাদীসে আছে, বাদীকে তার দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ হাজির করতে হবে। যদি তা না পারে তবে বিবাদী শরীয়তী কসম করে নিজের নিষ্কলংকতা প্রকাশ করবে। এ হাদীস মূলে জাহেলী যুগের কাসামার সাথে ইসলামের ব্যবস্থা পুরোপুরি মিলবে না। নাম ঠিক থাকলেও তার পদ্ধতি ঠিক রাখা হয়নি।

٤. بَابُ قِتَالِ اَهْلِ الْبَغْيِ

৪. অনুচ্ছেদ : ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ

١٢٢٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২২০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপরে (কোন মুসলিমার উপরে) অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভূক্ত নয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৭৪, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৯৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯৮, ইসলামীক সেন্টার-১৯১]

শব্দার্থ : حَمَلَ عَلَيْنَا - আমাদের উপর উত্তোলন করল।

١٢٢١. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ .

১২২১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি (ইসলামী রাষ্ট্র নায়কের) আনুগত্য বর্জন করবে, মুমিনদের দল থেকে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহিলী অবস্থায় মারা যাবে। (ইসলাম বর্জিত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮৪৮, ইসলামীক সেন্টার-৪৬৩৭]

শব্দার্থ : مَنْ خَرَجَ - যে বেরিয়ে যাবে, عَنِ الطَّاعَةِ - আনুগত্য করা থেকে, فَارَقَ الْجَمَاعَةَ - জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, فَمِيْتَتُهُ - তবে তার মৃত্যু হবে, مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ - জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।

ব্যাখ্যা : মোমিনদের দল থেকে সরে যাওয়ার পথ হল সে মোমিন যারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আমল করত! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে সেই আমলের পথ থেকে আসা এবং আমল গত দিক থেকে তাদের দলভূক্ত না থাকা এটাও হল জাহেলিয়্যাত। কিন্তু যদি দল বিপথগামী হয় এবং তাদের সহচার্যে থেকে নিজের ইমান আমল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে তবে একাকী হলে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন-জাপনই ব্যঞ্চনীয়।

١٢٢٢. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ .

১২২২. উম্মু সালামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাহাবী আম্মার (রা)-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৯১৬]

শব্দার্থ : اَلْفِئَةُ - দল, اَلْبَاغِيَةُ - সীমালঙ্ঘনকারী বা বিদ্রোহী।

١٢٢٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرِىْ يَا اِبْنَ اُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللّٰهِ فِيْمَنْ بَغٰى مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ؟ قَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ : لَا يُجْهَزُ عَلٰى جَرِيْحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ اَسِيْرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا .

১২২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ [ইবনে মাসউদ (রা)-কে] বলেছিলেন- হে উম্মু আব্দের পুত্র! তুমি কি জান এ উম্মাতের বিদ্রোহীদের জন্য মহান আল্লাহ কি ফায়সালা দিয়েছেন? তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বিদ্রোহী জখমীদের ব্যান্ডেজ (সেবা) করা যাবে না, কয়েকীদের হত্যা করা যাবে না, পলায়নকারীদের অনুসন্ধান করা যাবে না, তাদের গনিমতের মাল বণ্টিত হবে না। [য'ঈফ বাযার-১৮৪৯, হাকিম-২৫৫, হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। তিনি এক্ষেত্রে বিভ্রাটে নিপতিত হয়েছেন। কেননা এর এক রাবী কাওসার ইবনে হাকিম। তিনি পরিত্যক্ত। আলী (রা) হতে এটি সহীহ্ সনদে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত আছে। মুসন্নাফ ইবনে আবী শাইবা-১৫৬৩, হাকিম-২৫৫]

শব্দার্থ : هَلْ تَدْرِيْ - তুমি কী জানো? كَيْفَ حُكْمُ للّٰهِ - আল্লাহর হুকুম কেমন, بَغَى - বিদ্রোহী করল, لَا يُجْهَزُ - ব্যাণ্ডেজ করা যাবে না, جَرِيْحٌ - জখমী বা আঘাতপ্রাপ্ত, هَارِبٌ - পলায়নকারী, لَا يُطْلَبُ - অনুসন্ধান করা যাবে না, لَا يُقْسَمُ - বণ্টন করা যাবে না, فَيْئٌ - গনীমাতের মাল।

١٢٢٤. وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ (رضى) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوْهُ .

১২২৪. আরফাজাহ্ ইবনে শুরাইহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন : তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ আসে আর সে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উদ্যত (চেষ্টা) হয় তবে তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে।

[সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮৫২, ইসলামীক সেন্টার-৪৬৪৭]

শব্দার্থ : أَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ - তোমরা সংঘবদ্ধ আছ, يُرِيْدُ - ইচ্ছা করে, চায়, أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ - তোমাদের দলকে বিচ্ছিন্ন করতে।

ব্যাখ্যা : যদি কোন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় প্রকৃত দ্বীনের প্রতি সংঘবদ্ধ থাকে পবিত্র কুরআন সহীহ্ সুন্নাহ মোতাবেক সমাজ পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় কোন কুচক্রি প্রকৃত দ্বীনের পথ থেকে তাদের সরানোর জন্য শিরক বিদআতী তথা অনৈসলামিক চিন্তা ধারার অনুপ্রবেশ ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেও তাতে লিপ্ত হয়। বিজাতীয় কুসংস্কার ঘটিয়ে সমাজে বৃশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে ছিন্ন-বিন্ন করতে চায় তবে তা যথাযথভাবে প্রতিহত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য।

٥. بَابُ قِتَالِ اَهْلِ الْبَغْيِ

৫. অনুচ্ছেদ : অন্যায়কারীর সাথে লড়াই করা ও মুরতাদকে হত্যা করা

١٢٢٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

১২২৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ ব্যক্তির সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হবে। [সহীহ্ আবূ দাউদ হাদীস-৪৭৭১, নাসায়ী-৪০৮৯]

শব্দার্থ : مَنْ قُتِلَ - যে নিহত হলো, دُوْنَ مَالِهِ - তার সম্পদ রক্ষার্থে।

ব্যাখ্যা : ইসলাম স্বীয় ধনসম্পদ রক্ষা জন্য মুসলিমকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি এটাকে উচ্চমানের পুণ্য কাজের সমমর্যাদা দান করেছে।

অন্যায়ভাবে চড়াও হয়ে : অন্যের সম্পদ হরণকারী ব্যক্তি যদি ধন-হরণ ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় তবে তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে সম্পদের মালিক মৃতবরণ করে তবে সে শহীদের মর্যদা পাবে। আর যদি লুটেরা মারা যায় তবে এর জন্য মালিক পক্ষ দায়ী থাকবে না এবং লুটের ইহপর উভয় কালে ক্ষতিগ্রস্থ থাকবে।

١٢٢٦. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ اُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَيَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ .

১২২৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াহ্ কোন একজনের সাথে মারামারী করতে গিয়ে তাদের একজন অপর জনের (হাতে) কামড় বসিয়ে দেয়। ফলে তার মুখ থেকে হাত ছাড়াতে ঝট্‌কা টান মারলে প্রতিপক্ষের সামনের দাঁত উঠে চলে আসে। অত:পর নবী করীম ﷺ এর নিকট বিষয়টির সমাধানে দুজন স্বরণাপন্ন হলে নবী (সা) বলেন! সন্তান উটের ন্যায় একভাই অপর ভাই কে কি কামড় দিতে থাকবে (আর সে চুপচাপ বসে থাকবে? এতে তার জন্য দিয়াতের (ক্ষতি পূরণের) কোন ব্যবস্থা নেই।

(দাঁত ভাঙ্গার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬৮৯২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪১২, মুসলিম, হাদীস প্রকাডেমী-১৬৭৩, ইসলামীক সেন্টার-৪২১৯ শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ : قَاتَلَ - সে মারামারি করল, عَضَّ - কামড় দিলো, نَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - তার সামনের দাত উঠিয়ে ফেলল, اَلْفَحْلُ - মর্দা উট বা ষাঁড়।

١٢٢٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ امْرَاَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. (فَلَادِيَةَ لَهُ وَالْقِصَاصُ).

১২২৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কোন লোক কোন অনুমতি ব্যতীতই (বাড়ির/গোপন অবস্থানের মধ্যে) তোমার দিকে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কাঁকর ছুঁড়ে নিক্ষেপ কর এবং এতে তার চক্ষু নষ্ট করে হয়ে যায় তোমার কোন অপরাধ হবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী- ৬৯০২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪২৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৫৮, ইসলামীক সেন্টার-৫৪৮০]

আহমদ ও নাসায়ীর শব্দে রয়েছে, এর জন্য দিয়াত বা কিসাস নেই। ইবনে হিব্বানও বর্ধিত অংশকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

[সহীহ আহ্মদ-২৪৩, নাসায়ী-৪৮৬০, ইবনে হিব্বান-৫৯৭২]

শব্দার্থ : اِطَّلَعَ - উঁকি মারল, بِغَيْرِ اِذْنٍ - অনুমতি ব্যতীত, خَذَفْتَه - তার দিকে ছুঁড়ে মারো, بِحَصَاةٍ - ছোট পাথর বা কংকর দ্বারা, فَقَاْتَ - ফেঁড়ে দিলে বা নষ্ট করে দিলে, عَيْنَهُ - তার চোখ, لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ - নেই তোমার উপর, جُنَاحٌ - গোনাহ বা অপরাধ।

ব্যাখ্যা : অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এ ফয়সালা প্রযোজ্য।

١٢٢٨. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلٰى اَهْلِهَا، وَاَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلٰى اَهْلِهَا، وَاَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

১২২৮. বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নিম্নরূপ) ফায়সালা করেছিলেন, বাগ-বাগিচার দেখাশোনার দায়িত্ব দিনের বেলা তার মালিকের উপর বর্তায় (দিনের বেলা লোকসানের জন্য মালিক দায়ী থাকবে)। গৃহপালিত জন্তুর রাতের বেলায় দেখাশোনার দায়িত্ব তার মালিকের উপর ন্যস্ত। রাত্রিবেলায় চারণকালে গৃহপালিত পশুর ক্ষয়-ক্ষতির জন্য পশুর মালিক দায়ী থাকবে। [সহীহ আহমদ-৪/২৯৫,৫/৪৩৬, ইবনে মাজাহ-২৩৩২]

শব্দার্থ : حِفْظُ الْحَوَائِطِ - বাগান বা সংরক্ষণ করা, بِالنَّهَارِ - দিনের বেলা, حِفْظَ الْمَاشِيَةِ - গৃহপালিত পশু সংরক্ষণের দাযিত্ব, بِاللَّيْلِ- রাতের বেলা, أَهْلُ الْمَاشِيَةِ - পশুর মালিক।

١٢٢٩. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) فِىْ رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ - وَكَانَ قَدْ أُسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

১২২৯. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একজন নব-মুসলিমের পুন: ইয়াহুদী হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা অনুযায়ী তাকে হত্যা না করে আমি বসছি না। ফলে তাঁকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হল অতপর তাকে হত্যা করা হল। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৯২৩, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪৪৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮২৪, ইসলামীক সেন্টার-৪৫৭০]

আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হত্যা করার আগে তাকে তাওবাহ্ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান করা হয়েছিল।

শব্দার্থ : أَسْلَمَ - ইসলাম গ্রহণ করল, تَهَوَّدَ - ইয়াহূদী হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা : হাদীসে আছে অর্থাৎ কুফরী একই ধর্ম সুতরাং اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ইসলাম ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম কুফ্রীর দিক থেকে সবই সমান। ইসলাম ত্যাগ করার নাম মুরতাদ হওয়া এবং সকল মুরতাদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য তথা হত্যা। তবে এই দণ্ড একমাত্র রাষ্ট্র কার্যকর করবে কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে নয়।

١٢٣٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

১২৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলাম)-কে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম অনুসরণ করবে তাকে তোমরা হত্যা কর।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৯২২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪৪২]

শব্দার্থ : بَدَّلَ - পরিবর্তন করল।

١٢٣١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ اَعْمٰى كَانَتْ لَهُ اُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِىْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَخَذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِىْ بَطْنِهَا، وَاتَّكَاَ عَلَيْهَا. فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : اَلَا اشْهَدُوْا اَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ .

১২৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক অন্ধ সাহাবীর উম্মে অলাদ (মণিক কতৃক সন্তানের জননী হওয়া দাসী) ছিল সে নবী করীম ﷺ-কে গালি দিত এবং তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় মন্তব্য করত। সাহাবী তাকে নিষেধ করতেন কিন্তু সে তা শুনতো না। এক রাত্রে অন্ধ সাহাবী (তার এরূপ দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে) কুড়াল জাতীয় এক অস্ত্র নিয়ে ঐ দাসীর পেটে বসিয়ে দেন ও তার উপর বসে যান ও তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ সংবাদ নবী করীম ﷺ-এর নিকটে পৌছালে তিনি বলেন : তোমরা সাক্ষী থাক, এ খুন বাতিল এ জন্য কোন দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৬১]

শব্দার্থ : تَشْتُمُ - গালি দিত, تَقَعُ فِيْهِ - তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করত। لَا تَنْتَهِىْ - বিরত হত না, اَلْمِعْوَلَ - কুঠার, جَعَلَهُ - সেটা রাখল, فِىْ بَطْنِهَا - তার পেটে উপর, اِتَّكَاَ - সে ঠেস দিলো, বসলো, هَدَرٌ - বাতিল।

١٠. كِتَابُ الْحُدُوْدِ

দশম অধ্যায় : দণ্ডবিধি

আরবী حُدُوْدٌ শব্দ حَدٌّ শব্দের বহুবচন। শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলত: দুটি বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকার জন্য যে সীমারেখা থাকে তাকে হদ্দ বলা হয়। এখানে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য যেসব শাস্তি শরীয়ত কর্তৃক ধার্য করা হয়েছে ঐগুলোকে হদ্দ বলা হয়েছে। হদ্দ জারি করার ফলে যার ওপরে হদ্দ জারি হয় তাকে ও অন্যকেও ন্যায়ের সীমালংঘন করে অন্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া হতে বিরত রাখতে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

١. بَابُ حَدِّ الزَّانِيْ

১. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীর শাস্তি

١٢٣٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اِلَّا قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَالَ الْاٰخَرُ. وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ. نَعَمْ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِيْ، فَقَالَ : قُلْ قَالَ : اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ، وَاِنِّيْ اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلٰى اِبْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ، فَاَخْبَرُوْنِيْ : اَنَّمَا عَلٰى اِبْنِيْ

جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .

১২৩২. আবূ হুরায়রা ও যাইদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি আল্লাহ্র কিতাব থেকে আমার ফয়সালা করবেন। আর একজন বলল : সে তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল– হ্যাঁ আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন আর আমাকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ লোকটিকে বলতে দিলেন। সে বলল : অবশ্য আমার পুত্র তার বাড়িতে দিনমজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আমি (প্রথমত) জানতে পারি যে আমার পুত্রের উপর রজম (প্রস্তারাঘাতে প্রাণনাশের বিধান) রয়েছে। ফলে আমি তার প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে তাকে একশত ছাগল ও একটি দাসী প্রদান করি। তারপর আলিমদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে জানাল যে, আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়ার শাস্তি রয়েছে আর এর স্ত্রীকে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার বিধান রয়েছে।

এবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন : আল্লাহ্র কসম, অবশ্য আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ মতোই ফায়সালা প্রদান করব। তা হচ্ছে, দাসী ও ছাগল তোমার নিকট ফেরত আসবে আর তোমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিস্কার করার শাস্তি কার্যকর হবে। (ছেলেটির অবিবাহিত হওয়া ও যিনার অপরাধ স্বীকার করা; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

জানা ছিল।) তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উনাইস' নামক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন : তুমি আগামীকাল এর স্ত্রীর নিকটে যাবে যদি সে তার যিনার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৯৫, ২৬৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৫০০, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৪২৮৭, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ : اَنْشُدُكَ - আমি আপনার নিকট চাচ্ছি, قَضَيْتَ - তুমি ফায়সালা করলো, اَفْقَهُ - অধিক জ্ঞানী, اِقْضِ - তুমি ফায়সালা করো, اِئْذَنْ لِىْ - আমাকে অনুমতি দিন, عَسِيْفٌ - চাকর/মজুর, اُخْبِرْتُ - আমাকে অবহিত করা হয়েছে, اِفْتَدَيْتُ - আমি মুক্তিপণ দিয়েছি, وَلِيْدَةٌ - দাসী, تَغْرِيْبٌ - নির্বাসন, لَاَقْضِيَنَّ - অবশ্যই আমি ফায়সালা করব, رَدٌّ - ফেরত, اُغْدُ - তুমি সকালে যাবে, اِعْتَرَفَتْ - সে স্বীকার করল, اُرْجُمْهَا - তাকে রজম করো।

١٢٣٣. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ، خُذُوْا عَنِّىْ، فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ .

১২৩৩. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, অবশ্য আল্লাহ্ ব্যভিচারিণীদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন; তা হচ্ছে, কুমার-কুমারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে-একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা, আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করা ও রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৯০, ইসলামীক সেন্টার-৪২৬৭]

শব্দার্থ : خُذُوْا - তোমরা গ্রহণ করো, نَفْىُ سَنَةٍ - এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা।

ব্যাখ্যা : সহীহ হাদীস মূলে বিবাহিতদের যেনার শাস্তি উভয় প্রকার সাব্যস্ত হয়েছে। তবে মহানবী ﷺ-এর অন্য হাদীসে কেবল রজম করার হুকুম থাকায় জমহুর বা বহু সংখ্যক আলেম কেবল রজম করার পক্ষে রয়েছেন।

١٢٣٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ .

১২৩৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক মুসলিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে এলো। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে অবস্থান করছিলেন; অত:পর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ডেকে বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি তার দিক থেকে মুখ অন্য দিকে ফিরালেন। সে আবার তাঁর সামনে এসে বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে চার বার সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের সামনে গিয়ে বলল : আমি যিনা করেছি, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুখকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সে যখন তার অপরাধের সাক্ষী স্বীয় স্বীকৃতি দ্বারা চার বার দিয়ে দিল তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন : তোমার মধ্যে কি পাগলামী রয়েছে? সে বলল : না। তুমি কি বিবাহিত? সে বলল : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে বলেন : একে নিয়ে গিয়ে রজম কর (প্রস্তারাঘাতে হত্যা কর)। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২৭১, আধুনিক প্রকাশনী ৪৮৮৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬১, ইসলামীক সেন্টার-৪২৭৩]

শব্দার্থ : نَادَاهُ - সে তাকে ডাকলো, زَنَيْتُ - আমি যিনা করেছি, أَعْرَضَ - সে মুখ ফিরাল, تَنَحَّى - সে অন্য দিকে গেল, تِلْقَاءَ وَجْهِهِ - তার চেহারার সামনে, أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - চারবার, شَهِدَ - সাক্ষী দিলো, جُنُوْنٌ - পাগলামী, فَهَلْ أَحْصَنْتَ - তুমি কি বিবাহিত?

١٢٣٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، اَوْ غَمَزْتَ، اَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ : لَايَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

১২৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মায়িয্ ইবনে মালিক নবী করীম ﷺ-এর নিকটে আসল তিনি তাকে বললেন, তুমি হয়তো তাকে (মেয়েটিকে) চুম্বন দিয়েছিলে? বা হাত দ্বারা স্পর্শ করেছিলে? বা কেবল দৃষ্টি দিয়েছিলে? সে বলল : না আল্লাহ্র রাসূল।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮২৪, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৫৩]

শব্দার্থ : غَمَزْتَ - তুমি চোখ দিয়ে ইশারা করেছে, نَظَرْتَ - তুমি দৃষ্টিপাত করেছে।

ব্যাখ্যা : পূর্ণ যৌনমিলন ছাড়া রজমের হদ জারী করা যায় না বলে যেনা সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বিশ্বাস একান্ত দরকার। এসব হাদীস তারই স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে।

١٢٣٦. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) اَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ. وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اٰيَةَ الرَّجْمِ. قَرَاْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ، وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ زَنٰى، اِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، اَوْ كَانَ الْحَبَلُ، اَوْ اَلاعْتِرَافُ .

১২৩৬. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : আল্লাহ অবশ্য মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য সহকারে নবী করে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর তাঁর বাণী কুরআনও নাযিল করেছেন। তাঁর উপর নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে রজমের আয়াত ছিল তা আমরা মুখে তেলাওয়াত করেছি, হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, জ্ঞান দ্বারা তার অর্থ অনুধাবন করেছি। অত:পর আল্লাহ্র রাসূল ﷺ

রজমের শাস্তি কার্যকর করেছেন আমরাও তারপর রজম করেছি। (এখন) আমার ভয় হচ্ছে যে, মানুষের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে কিছু লোক বলবে : আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের কথা দেখতে পাই না। এর ফলে আল্লাহর নাযিলকৃত একটা ফরয কাজ বর্জন করার জন্য তারা পথভ্রষ্ট হবে। এটা ঠিক যে, বিবাহিত নর ও নারীর ব্যভিচারের হদ্দ আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের ব্যবস্থা থাকা সত্য– যদি তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় বা গর্ভ প্রকাশ পায় বা স্বীকৃতি পাওয়া যায়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮২৯, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৫৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৯১, ইসলামীক সেন্টার-৪২৯৭, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ : وَعَيْنَاهَا - আমরা তা মুখস্থ করেছি, عَقَلْنَاهَا - আমরা তা বুঝেছি, اَخْشَى - আমি আশঙ্কা করি, طَالَ - দীর্ঘ হলো, قَائِلٌ - বক্তা, مَانَجِدُ - আমরা পাই না, فَيَضِلُّوْا - তারা গোমরাহ হবে, فَرِيْضَةٌ - ফারয কাজ, اَنْزَلَ - অবতীর্ণ করেছেন, حَقٌّ - সঠিক বা সত্য, اَلْبَيِّنَةُ -সাক্ষী, اَلْحَبْلُ - গর্ভ, اَلْاِعْتِرَافُ - স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যা : হাদীসের উপর আমল করার বিশেষ গুরুত্ব এ হাদীস হতে প্রমাণিত হচ্ছে। আর এসব ক্ষেত্রে হাদীসের উপর আমল না করা মুসলিম জাতির পথভ্রষ্ট হওয়া এ ধ্বংসের কারণ।

١٢٣٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ .

১২৩৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তা প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ৫০ বেত্রাঘাত করবে– তাকে তিরস্কার করবে না। তারপর যদি দ্বিতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দিবে, তাকে তিরস্কার করবে না। তারপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে আর তার এ ব্যভিচার প্রকট

হয়ে উঠে তবে তাকে বিক্রয় করে দেবে যদি এ একখানা লোমের দড়ির (নগণ্য মূল্যের) বিনিময়েও হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২১৫২, আধুনিক প্রকাশনী-২০০৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০৩, ইসলামীক সেন্টার-৪২৯৭, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ : اَمَةٌ - দাসী, تَبَيَّنَ - প্রকাশ পেল, لاَيُثَرِّبُ - তিরস্কার করবে না, حَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ - চুলের রশি, বেণী।

١٢٣٨. وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

১২৩৮. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদের দাস-দাসীর উপরও হদ্দ জারী করবে।
[মারফূ হিসেবে হাদীসটি য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৭৩, এটি মুসলিম মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত আছে। এ বর্ণনাটি হাসান : মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০৫, ইসলামীক সেন্টার-৪৩০৪]

শব্দার্থ : اَقِيْمُوْا - তোমরা কায়িম করো, প্রতিষ্ঠা করো, বাস্তবায়ন করো।

١٢٣٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا، فَاَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا. فَقَالَ : اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِىْ بِهَا فَفَعَلَ. فَاَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : اَتُصَلِّىْ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ .

১২৩৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনাহ গোত্রের কোন এক স্ত্রীলোক যিনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল : হে আল্লাহ্র নবী! হদ্দের উপযুক্ত হয়েছি, আপনি আমার উপর যিনার হদ্দ

কার্যকর করুন (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে আমার প্রায়শ্চিত্ত বা তাওবার ব্যবস্থা করুন)। নবী করীম ﷺ তার ওলীকে (অভিভাবককে) ডাকলেন ও বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর, সন্তান প্রসব করলে আমার নিকটে তাকে নিয়ে এসো।

অভিভাবক তাই করল (সন্তান প্রসব করার পর তাকে নবীর দরবারে নিয়ে এলো; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার শরীরের সাথে তার পরনের কাপড় শক্ত করে বেঁধে দিতে আদেশ করলেন তারপর তাঁর আদেশক্রমে তাকে রজম করা হলো। তারপর তার জানাযা সালাত আদায় করলেন। উমর (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! সে ব্যভিচার করেছে তবুও আপনি তার জানাযা সালাত পড়বেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে তো এমন তাওবাহ্ করেছে (স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেছে) যে, যদি তা মদীনাবাসীর ৭০ জনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তবে তাদের জন্য তার এ তাওবাহ যথেষ্ট হয়ে যাবে। (হে উমর!) তুমি কি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ব্যক্তি পেয়েছ? যে স্বয়ং আল্লাহর জন্য প্রাণ বিসর্জন (দান) দিয়েছে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৯৬, ইসলামীক সেন্টার-৪২৯৫]

শব্দার্থ : حُبْلٰى - গর্ভবতী, اَصَبْتُ حَدًّا - আমি হাদ্দের (শাস্তির) উপযুক্ত হয়েছি, اَقِمْهُ - তা প্রতিষ্ঠা করুন, عَلَيَّ - আমার উপরে, وَلِيَّهَا - তার অভিভাবক, اَحْسِنْ اِلَيْهَا - তার সাথে ভাল আচরণ করবে, فَاِذَا وَضَعَتْ - যখন সে প্রসব করবে, فَأْتِنِيْ - আমার নিকট আসবে, بِهَا- তাকে নিয়ে, شُكَّتْ - শক্ত করে বাঁধা হলো, رُجِمَتْ - রজম করা হলো, لَوْقُسِمَتْ - যদি বণ্টন করা হয়, جَادَتْ بِنَفْسِهَا - সে প্রাণ বিসর্জন করেছেন,

١٢٤٠. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ، وَامْرَاَةً .

১২৪০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের একজন পুরুষ, একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন রমণীকে রজম করেছিলেন। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০১, ইসলামীক সেন্টার-৪২৯৪]

শব্দার্থ : مِنْ اَسْلَمَ - আসলাম গোত্রের।

ব্যাখ্যা : ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতেও যেনার অপরাধীকে 'রজম' করার কথা আছে। কিন্তু ইহুদীগণ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রজমের শাস্তিকেও গোপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে বিচার প্রার্থী হলে তিনি তাদেরকে রজম করতেন।

١٢٤١. وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ فِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.

১২৪১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন ইয়াহুদীকে রজম করা প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৪১, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৬৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৬৯৯, ইসলামীক সেন্টার-৪২৮৯]

١٢٤٢. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رضى) قَالَ كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ. فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ : خُذُوْا عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. فَفَعَلُوْا .

১২৪২. সা'ঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাদের মহল্লায় একটা জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষুদ্র লোক বসবাস করত। সে তাদের কোন এক দাসীর সাথে অশ্লীল কাজে (যিনা) লিপ্ত হলো। ফলে সা'দ এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকটে উত্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তার উপর হদ্দ জারি কর। লোকেরা বলল : সে এর থেকে অনেক দুর্বল (একশো দুর্‌রা তো সহ্য করার কোন শক্তি তার নেই)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একটা ডাল নাও, যাতে একশো শাখা থাকে, তারপর তাকে ঐটি দিয়ে একবার প্রহার কর। ফলে লোকেরা তাই করল। [সহীহ আহ্মদ-৫২২, নাসায়ী কুবরা-৪/৩১৩, ইবনে মাজাহ, হাদীস-২৭৫৪, হাদীসটি কি মুত্তাসিল না মুরসাল? এ নিয়ে মতনৈক্য রয়েছে।]

শব্দার্থ : أَبْيَاتٌ - ঘরসমূহ বা মহল্লা, رُوَيْجِلٌ - ক্ষুদ্রলোক, خَبَثَ - সে নোংরা কাজ করল, عِثْكَالٌ - ডাল, شِمْرَاخٌ - ছোট শাখা।

١٢٤٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلٰى بَهِيْمَةٍ، فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ .

১২৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাকে তোমরা লূত (আ)-এর কওমের ন্যায় পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে, যাকে কোন জন্তুর সাথে ব্যভিচার করতে দেখবে তাতে এবং জন্তুটিকেও হত্যা করবে। [হাসান আহমদ-১/৩০০, আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৬২, নাসায়ী-৪/৩২২, তিরমিযী হাদীস-১৪৫৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৫৬১]

শব্দার্থ : اَلْفَاعِلُ - কর্তা, اَلْمَفْعُوْلُ - যার সাথে কাজ করা হয়েছে, وَقَعَ - পতিত হয়েছে বা সঙ্গম করেছে, بَهِيْمَةٌ - পশু।

١٢٤٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ . إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِى رَفْعِهِ، وَوَقْفِهِ.

১২৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হদ্দের দুর্‌রা মেরেছেন (মারিয়েছেন) ও দেশ হতে বহিস্কার করেছেন। আবূ বক্‌র (রা) তাঁর খিলাফাতকালে দুর্‌রা মেরেছেন ও দেশ হতে বহিস্কার করেছেন। উমর (রা) দুর্‌রা মেরেছেন ও দেশ হতে বহিস্কার করেছেন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৪৩৮]

শব্দার্থ : غَرَّبَ - দেশান্তর করেছে।

١٢٤٥. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ .

১২৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখান্নাস (মেয়েলী সাজে যারা সজ্জিত) পুরুষদের ও মুতারাজ্জিলাত (পুরুষের অনুরূপ সাজে সজ্জিত) মেয়েদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। আর বলেছেন : তাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দাও।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৩৪, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৬০]

শব্দার্থ : اَلْمُخَنَّثِيْنَ - মেয়েলী সাজে সজ্জিত, اَلْمُتَرَجِّلَاتُ - পুরুষের সাজে সজ্জিত।

١٢٤٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا.

১২৪৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সম্ভব হলে হদ্দকে এড়িয়ে চলো (হদ্দ জারি তড়িত করবে না– বাধ্য হলে করবে)। [য'ঈফ ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৪৫]

শব্দার্থ : اِدْفَعُوْا - প্রতিহত করো, مَدْفَعًا - প্রতিহত করার সুযোগ।

١٢٤٧. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ (رضى) بِلَفْظِ اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

১২৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিরমিযীতে এরূপ শব্দে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাধ্যানুযায়ী মুসলিমদের উপর থেকে হদ্দকে প্রতিহত কর। [অত্যন্ত দুর্বল তিরমিযী হাদীস-১৪২৪, হাকিম-৪/৩৮৪]

শব্দার্থ : اِدْرَأُوْا - তোমরা প্রতিহত করো, مَا اسْتَطَعْتُمْ - তোমরা যতটুকু সক্ষম হও।

١٢٤٨. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ : عَنْ عَلِيٍّ (رضى) (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظٍ : اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ الشُّبُهَاتِ.

১২৪৮. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্দেহের অবকাশ থাকলে হদ্দকে প্রতিহত করবে। [অত্যন্ত দুর্বল বায়হাকী-৮৩৮]

শব্দার্থ : اَلشُّبُهَاتُ - সন্দেহ।

١٢٤٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوْا هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِيْ نَهَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا، فَمَنْ اَلَمَّ بِهَا

فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ،

فَاِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ .

১২৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যেসব নোংরা বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন তা হতে দূরে থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি কেউ তাতে পতিত হয়েই যায়, তবে সে তা গোপন করে নেয়– আল্লাহ্র পর্দা দিয়ে, আর মহান আল্লাহ্র কাছে তাওবাহ্ করে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের রহস্যাবৃত বস্তুকে প্রকাশ করে ফেলবে তার উপরে আমরা আল্লাহ্র কিতাবের ফায়সালা জারি করব।

[সহীহ্ মুশকিলুল আসার তাহাবী-৯১]

শব্দার্থ : اِجْتَنِبُوْا - তোমরা দূরে থাকো, اَلْقَاذُوْرَاتِ - অশ্লীল কাজ, اَلَمَّ بِهَا - তা টের পেল, করে ফেলল, فَلْيَسْتَتِرْ - সে যেন তা ঢেকে ফেলে, গোপন করে, لِيَتُبْ - সে যেন তাওবাহ্ করে, مَنْ يُبْدِ - যে প্রকাশ করবে, صَفْحَتَهُ - তার গোপনীয় বস্তু, نُقِمْ - আমরা কায়িম করব বা বাস্তবায়ন করব।

ব্যাখ্যা : নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত অপরাধের হদ্দ জারী করা আবশ্যক কিন্তু সন্দেহ থাকা কোন হদ্দ জারি করা যাবে না। কোন অপরাধী তার অপরাধকে একান্তই গোপনে রাখার চেষ্টা করে এবং তাওবা করে তাহলো অপরাধ যতই বড়মাপের হোক তা ক্ষমা হয়ে যাবে কেন এই অপরাধ ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এর দ্বারা অপরাধমূলক পরিবেশ তথা অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হয় না। এ কারণে আল্লাহ তাকে অন্য সৎ আমল দ্বারাও ক্ষমা করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে যারা প্রকাশ্যে অপরাধ করে অথবা অপরাধ করে তা প্রকাশ করে দেয়। এটা এক দিক দিয়ে পক্ষহীনতা অপরাধ প্রবণতা, অপরাধের প্রতি অসক্তি থাকা বা অপরাধ সম্পর্কে বেপরওয়া থাকা প্রকাশ পায় তেমনি এর মাধ্যমে অপরাধমূলক পরিবেশ তৈরী হয়, অন্যরাও অনুরূপ অপরাধ করতে উৎসাহিত হয়, আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করা হয়। ফলে এরূপ অপরাধের জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

٢. بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

২. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত শাস্তি

١٢٥٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلَا الْقُرْاٰنَ، فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ .

১২৫০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কুরআনে আমার উপর আরোপিত অপবাদ থেকে মুক্তি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন ও এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। তারপর মিম্বর হতে অবতরণ করলেন, এবং দু'জন পুরুষ (হাস্সান ইবনে সাবিত, মিস্তাহ ইবনে ও সাসা) ও একজন স্ত্রীলোক (হামনা বিনতে জাহাশ)-কে তাঁর আদেশক্রমে হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। [য'ঈফ আহমদ-৬/৩৫, আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৭৪, নাসায়ী কুবরা-৪/৩২৫, তিরমিযী-৩১৮১, ইবনে মাজাহ-২৫৬৭]

শব্দার্থ : عُذْرِىْ - আমার ওযর বা আমার অপবাদের নিষ্কৃতি, تَلَا - তিনি পাঠ করলেন

١٢٥١. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : اَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِى الْاِسْلَامِ اَنَّ شَرِيْكَ بْنَ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ بِامْرَاَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّنَةَ وَاِلَّا فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ .

১২৫১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইসলামের সর্বপ্রথম সংঘটিত 'লি'আন' এজন্য ছিল যে, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ তার স্ত্রীর সাথে শারীক ইবনে সাহ্মার ব্যভিচারের অপবাধ আরোপ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (হিলালকে) বলেন, প্রমাণ উপস্থিত কর অন্যথায় তোমার পিঠের উপর অপবাদের হদ্দ মারা হবে। [সহীহ মুসনাদ আবু ইয়ালা-২৮২৪]

শব্দার্থ : فِىْ ظَهْرِكَ - তোমার পিঠে।

١٢٥٢. وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১২৫২. বুখারীতে হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। [বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৭১, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৭৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) قَالَ : لَقَدْ اَدْرَكْتُ اَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ (رضى) وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ اَرَهُمْ يَضْرِبُوْنَ الْمَمْلُوْكَ فِي الْقَذْفِ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবীআহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) খলিফাগণের এবং তাঁদের পরবর্তী খালিফাগণের যুগও পেয়েছি– তাঁরা কেউ দাসের উপর অপবাদের হদ্দ ৪০ কোড়া ব্যতীত (তার বেশি) মারতেন না। [সহীহ মুয়াত্তা মালিক-৯২/৮২৮৭]

শব্দার্থ : اَلْقَذْفُ - যিনার অপবাদ।

١٢٥٣. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

১২৫৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে তার দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করবে তার উপর কিয়ামত দিবসে অপবাদের হদ্দ জারি করা হবে, তবে যদি সে সত্য ঘটনা ব্যক্ত করে থাকে (তবে শাস্তি থেকে অব্যাহিত পাবে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৮১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬০, ইসলামীক সেন্টার-৪১৬৪]

শব্দার্থ : قَذَفَ - যিনার অপবাদ দিলো।

٣. بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : চুরির শাস্তি

١٢٥٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ اِلَّا فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ اِقْطَعُوْا فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ.

১২৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন চোরের হাত চার ভাগের এক ভাগ দিনার বা তার অধিক পরিমাণ মাল চুরি ব্যতীত কাটা যাবে না। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৮৪, ইসলামীক সেন্টার-৪২৫৬, বুখারীতে এভাবে আছে, দীনার বা তার অধিক চুরির কারণে হাত কাটা যাবে তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৮৯, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩২০, আহমদে আছে দীনার চুরির কারণে হাত কাট এক-চতুর্থাংশ, এর কমে হাত কাটা যাবে না। আহ্মদ-৬]

শব্দার্থ : اَلسَّارِقُ - চোর, لَا تُقْطَعُ - কাটা যাবে না, فَصَاعِدًا - ততোধিক, رُبُعِ دِيْنَارٍ - এক চতুর্থাংশ দীনার, اَدْنٰى - কম।

ব্যাখ্যা : বাস্তবকে উপেক্ষা করে যারা কেবল পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার চাকচিক্যের মোহে নিজেদের চিন্তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন তারা ব্যভিচারের ও চুরির জন্য ইসলামের ধার্য শাস্তিকে অমানসিক ও অমানবিক বলে অপপ্রচার করেন। কিন্তু হাজার হাজার লোককে প্রগতিবাদীরা ভৌগোলিক জাতীয়তার দোহাই দিয়ে বা অন্য অজুহাত খাড়া করে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন তখন তারা একদম নীরব থেকে যাচ্ছেন– এদেরকে বিপর্যস্ত বিবেকের মানুষ ছাড়া আর কি বলা চলে! এই কিছু দিন আগে কেবল আকাশসীমা সংলঘন করার জন্য অসহায় নারী ও শিশুসহ শত শত নিরপরাধ মানুষকে এক নিমেষে হত্যা করা হলো। এটা কি মানবিকতার সহায়ক না পাশবিকতা চরিতার্থ করার অপকৌশল? বিশ্ব-বিবেকের কাছে আমাদের এ একটা জিজ্ঞাসা রইলো।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হবে যে, চোরের হাত কাটার ফলে চুরি তো বন্ধ হবে, তার সঙ্গে বহু চোর এমনকি চুরি সন্দেহে বহু নিরপরাধী লোককে পিটিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে তারাও মুক্তি পাবে। সৌদি আরবের শরীয়তী শাসনের সফলতা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।–অনুবাদক

বুখারীর শব্দ চার ভাগের এক ভাগ দিনার বা তার বেশিতে হাত কাটা হবে। আহমদের একটি রেওয়ায়াতে আছে চার ভাগের এক ভাগ (হাত) কাটবে তার কমে কাটবে না।

١٢٥٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

১২৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢালের চুরিতে হাত কেটেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩২৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৮৬, ইসলামিক সেন্টার-৪২৫৯]

শব্দার্থ : مِجَنٌّ - ঢাল, ثَمَنُهُ - সেটার মূল্য।

١٢٥٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

১২৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক চোরের উপর সে একটা ডিম চুরি করে এতে তার হাত কাটা হয় আর একখানা দড়ি চুরি করে এতেও তার হাত কাটা যায়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৯৯, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৩০, মুসলিম ইসলামীক সেন্টার-৪২৬১]

শব্দার্থ : يَسْرِقُ - চুরি করে, اَلْبَيْضَةُ - ডিম।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসকে সামনে রেখে চুরির দায়ে হাত কাটার নেসাব' বা 'পরিমিত মান' নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। তার মধ্যে ৪/১ দিনারকে পরিমিত মান বা নেসাব খাড়া করার অভিমতটি প্রমাণের দিক থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। এক দিনার-সাড়ে চার মাশা সোনা ও এক দিরহাম-সাড়ে তিন মাশা রূপা। ডিম বা দড়ি চুরির অপরাধকে কেন্দ্র করে এমন দুর্ঘটনাও এসে যায় যে, শরীয়তের নেসাবকে উপেক্ষা করে এসব ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য হাতও কাটা যেতে পারে– এর অর্থ হাত কাটতে হবে তা নয়। –সুবুল : কেউ রূপার

ডিমের অর্থও করেছেন। ডিম ও দড়ি থেকে প্রকৃত অর্থও হতে পারে তখন এর অর্থ এই দাড়াবে যে চুরি প্রবণতা যদি এমন হয় যে পরিবেশ পরিশুদ্ধ করতে এসব চুরির দায়েও হাত কাটা ও শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন তখন সেই অবস্থায় তাই করতে হবে। আর যদি শব্দ দ্বয় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন এর দ্বারা নিদৃষ্ট ডিম ও দড়ি উদ্দেশ্য না হয়ে সামান্য মূল্য পরিমাণ বুঝাবে যা ৪ এর ১ চতুর্থাংশ দিনার ততধিক মূল্যের পন্যকে বুঝাবে উভয়টায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

١٢٥٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ... وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتْ اِمْرَاَةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا.

১২৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : তোমরা কি আল্লাহর হাদ্দের ব্যাপারেও (হাদ্দ মাওকুফের) সুপারিশ পেশ করছ? তারপর তিনি উঠে তাঁর ভাষণে বললেন : হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আগের জাতিগুলো এজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে উচ্চবংশের লোকেরা চুরি করলে তাকে অব্যাহতি দিত আর দুর্বলদের মধ্য থেকে কেউ চুরি করলে তার উপর চুরির হাদ্দ জারী করত। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৮৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩১৯, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৪২৬১, শব্দ মুসলিমের]

অন্য সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক রমণী আসবাবপত্র চেয়ে নিয়ে তা (ফেরত না দিয়ে) অস্বীকার জ্ঞাপন করে বসত, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৪২৬৫]

শব্দার্থ : اَتَشْفَعُ - তুমি কি সুপারিশ করছ? اِخْتَطَبَ - তিনি ভাষণ দিলেন, هَلَكَ - ধ্বংস হয়েছে, اَلشَّرِيْفُ - উচ্চবংশের লোক, মর্যাদাবান ব্যক্তি, تَرَكُوْهُ - তারা তাকে ছেড়ে দিলো, اَلضَّعِيْفُ - দুর্বল।

١٢٥٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ۔

১২৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : আমানতের খিয়ানাতকারী, ছিনতাইকারী, লুণ্ঠকারীর হাত কাটা যাবে না।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৪৪৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৮৯, নাসায়ী হাদীস-৪৯৭১]

শব্দার্থ : خَائِنٌ - আমানাত আত্মসাৎকারী, مُنْتَهِبٌ - ছিনতাইকারী, مُخْتَلِسٌ - লুণ্ঠনকারী।

١٢٥٩. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ .

১২৫৯. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফলে ও খেজুরের গাছের মাথিতে হাত কাটার বিধান নেই। [সহীহ আহমদ-৩/৪৬৩,৪৬৪, ৫৪০, আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৮৮, নাসায়ী হাদীস-৪৯৬০, ৪৯৬১, ৪৯৬৩, ৪৯৬৪, ৪৯৬৫, ৪৯৬৬, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, ৪৯৬৯, তিরমিযী হাদীস-১৪৪৯]

শব্দার্থ : ثَمَرٌ - ফল, كَثَرٌ - খেজুর গাছের মাথি।

ব্যাখ্যা : গাছের অরক্ষিত ফল চুরি হলে এরূপ বিধান। অন্যথায় রক্ষিত ফল অন্য বস্তুর ন্যায় বিবেচিত হবে এবং নেসাব পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে।–সুবুল

١٢٦٠. وَعَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيِّ (رضى) قَالَ : اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلِّصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اِخَالُكَ سَرَقْتَ . قَالَ : بَلٰى، فَاَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، فَاَمَرَ بِهٖ فَقُطِعَ. وَجِىْءَ بِهٖ، فَقَالَ : اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ، فَقَالَ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ، فَقَالَ : "اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا .

১২৬০. আবূ উমাইয়া মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকটে কোন এক চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলো সে যথারীতি চুরির কথা স্বীকার করেছিল, কিন্তু তার নিকটে কোন মালামাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি চুরি করেছ বলে তো আমি মনে করছি না! সে বলল : হ্যাঁ আমি চুরি করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই কি তিনবার তাকে এ কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। অত:পর তাঁর আদেশক্রমে তার হাত কাটা হলে এবং তাকে পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আনা হলো। তাকে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবাহ্ কর। সে বলল : আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইছি ও তাওবাহ্ প্রার্থনা করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটির জন্য ৩ বার এই বলে প্রার্থনা জানালেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি তার তাওবাহ্ কবুল করে নাও। [যঈফ নাসায়ী, হাদীস-৪৮৭৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৯৭]

শব্দার্থ : لِصٌّ - চোর, مَتَاعٌ - সম্পদ বা মাল, مَا اِخَالُكَ - আমি তোমাকে মনে করি না, ধারণা করি না।

١٢٦١. وَاَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيْهِ : اِذْهَبُوْا بِهِ، فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسِمُوْهُ.

১২৬১. ইমাম হাকিম আবূ হুরায়রা (রা) হতে এ অর্থেই একটি হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তাকে নিয়ে গিয়ে তার হাত কর্তন করে দাও ও তার রক্তবন্ধ করে দাও। হাদীসটি বাযযারও সংকলন করেছেন ও তিনি হাদীসটির সনদকে নির্ভুল বলেছেন।

শব্দার্থ : اِحْسِمُوْهُ - তার রক্ত বন্ধ করে দাও।

١٢٦٢. وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ اِذَا اُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

১২৬২. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : চোরের উপর হাদ্দ জারি করা হলে তাকে মালের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যাবে না। [যঈফ নাসায়ী হাদীস-৪৯৮৪]

শব্দার্থ : لَا يَغْرَمُ - ক্ষতিপূরণ দিবে না বা জরিমানা দিবে না।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু হানিফার একটি মত ও অন্যান্য আলেমদের মতে মাল চোরের কাছে হারিয়ে গেলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।–সুবুল ও ইত্তেহাফ দ্রষ্টব্য।

١٢٦٣. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى)، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ : مَنْ اَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ، غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوْبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ـ

১২৬৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে গাছে ঝুলন্ত খেজুর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : যদি নিয়ে যাবার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন (ক্ষুধা) মেটানোর জন্য খায় তবে তাতে কোন অপরাধ নেই। আর যদি কিছু নিয়ে বের হয়ে যায় তবে তাকে জরিমানা করতে হবে ও শাস্তিও দিতে হবে। আর যদি খামারে রাখার পর সেখান থেকে তার কিছু উঠিয়ে নিয়ে যায় আর তার মূল্য একটি ঢাল পরিমাণ হয়ে যায় তবে তার হাত কাটা হবে। [হাসান নাসায়ী হাদীস-৪৯৫৮, সহীহ আবু দাউদ হাদীস-১৫০৪]

শব্দার্থ : اَلثَّمْرُ الْمُعَلَّقُ - গাছে ঝুলন্ত খেজুর, اَصَابَ بِفِيْهِ- শাস্তি, اَلْجَرِيْنُ - খেজুর শুকানোর স্থান।

١٢٦٤. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَمَّا اَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِىْ سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيْهِ ـ هَلَّا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِىْ بِهِ؟

১২৬৪. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাকে বলেছিলেন : যখন তিনি (সাফওয়ান) তার এক চাদর চুরির ব্যাপারে হাত কাটার আদেশ দেয়ার পর সুপারিশ করেছিলেন, কেন তুমি তাকে (চোরকে) আমার কাছে আনার আগেই এ সুপারিশ করনি। [সহীহ্ আহমদ-৬/৪৬৬, আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৯৪, নাসায়ী হাদীস-৪৮৭৮,৪৮৭৯, ৪৮৮০, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৯৫]

শব্দার্থ : رِدَاءَهُ- তার চাদর।

١٢٦٥. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : جِئَ بِسَارِقٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اُقْتُلُوْهُ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ : اِقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ، ثُمَّ جِئَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِئَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذٰلِكَ، ثُمَّ جِئَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : اُقْتُلُوْهُ.

১২৬৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক চোরকে নবী করীম ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে হত্যা করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সাহাবীগণ বলেন : এতো চুরি করেছে মাত্র। তিনি বলেন : তার হাত কেটে দাও। ফলে তার হাত কাটা হল। তারপর দ্বিতীয় বার তাকে আনা হলে তিনি এবারেও বললেন : তাকে হত্যা করো। কিন্তু পূর্বের মতোই ঘটল (হত্যা করা হল না)। তারপর তৃতীয়বার তাকে আনা হলে ঐরূপই ঘটলো। তারপর চতুর্থবার তাকে আনা হলো এবং ঐরূপ ঘটল। তারপর তাকে পঞ্চম দফা আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। [হাসান, নাসায়ী হাদীস-৪৯৭৮]

শব্দার্থ : جِيْئَ - নিয়ে আসা হলো।

١٢٦٦. وَذَكَرَ الشَّافِعِىُّ اَنَّ الْقَتْلَ فِى الْخَامِسَةِ مَنْسُوْخٌ.

১২৬৬. হারিস ইবনে হাত্বিব থেকে অনুরূপ হাদীস নাসায়ীতে সংকলিত হয়েছে।
[মুনকার : নাসায়ী হাদীস-৪৯৭৭]

আর ইমাম শাফিঈ বলেন : ৫ম দফায় চোরকে হত্যা করার আদেশ মানসূখ বা বাতিল হয়ে গেছে।

শব্দার্থ : مَنْسُوْخٌ - রহিত হয়ে গেছে, বাদ হয়ে গেছে।

٤. بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

৪. অনুচ্ছেদ : মদ পানকারীর শাস্তি ও মাদকদ্রব্যের বিবরণ

١٢٦٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ. قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، : أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

১২৬৭. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মদ পান করেছিল এমন একটি লোককে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে দু'খানা ছড়ি (এক যোগে ধরে তার) দ্বারা চল্লিশের মতো দোররা মারলেন। আনাস (রা) বলেন : প্রথম খলিফা আবূ বকর (রা) এরূপ দোররা মেরেছেন, উমর (রা) (তাঁর খিলাফাতকালে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন : সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি হচ্ছে আশি (দোররা)। উমর (রা) ঐ (৮০-র) আদেশই জারি করলেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৭৩, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩০৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০৬, ইসলামীক সেন্টার-৪৩০৪]

শব্দার্থ : اَلْخَمْرَ - মদ, بِجَرِيْدَتَيْنِ - খেজুরের দু' ডাল দিয়ে, اِسْتَشَارَ - পরামর্শ করল, أَخَفُّ - সর্বাধিক হালকা, ثَمَانُوْنَ - আশি।

١٢٦٨. وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَلِيٍّ (رضى) فِيْ قِصَّةِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ : أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتّٰى شَرِبَهَا.

১২৬৮. মুসলিমে ওয়ালীদ ইবনে উকবার ঘটনায় আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ৪০ দোররা মেরেছেন, আবূ বকর (রা)ও ৪০ দোররা মেরেছেন,

উমর (রা) ৮০ দোররা মেরেছেন, আলী (রা) বলেন : এগুলো সবই সুন্নাত (সঠিক) কিন্তু ৮০ দোররা মারা আমার নিকট অধিক প্রিয় (বুখারীর বর্ণনায় ৮০ দোররা মারার কথা আছে)।

এ হাদীসে আরো আছে, কোন একজন লোক তার বিরুদ্ধে মদ বমি করেছিল বলে সাক্ষী দিয়েছিল। ফলে উসমান (রা) বললেন : সে মদ খেয়েছে বলেই তো মদ বমি করেছে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০৭, ইসলামীক সেন্টার-৪৩০৯]

শব্দার্থ : اَحَبُّ - অধিক পছন্দনীয়, يَتَقَيَّأُ - বমি করছে।

١٢٦٩. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ شَارِبِ الْخَمْرِ : اِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ اِذَا شَرِبَ (الثَّانِيَةَ) فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ اِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ اِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ.

১২৬৯. মু'আবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মদ পানকারী প্রসঙ্গে বলেন : যখন সে তা পান করবে তখন তাকে দোররা মারো, তারপর পান করলে দোররা মারো তারপর তৃতীয় বার পান করলেও তাকে দোররা মারো, তারপর চতুর্থ বার মদ পান করলে তার গর্দান কেটে দাও। [সহীহ আহমদ-৪/১০১, আবূ দাউদ হাদীস-৪৪৮২, তিরমিযী হাদীস-১৪৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৭৩]

তিরমিযীর বক্তব্যে হাদীসটি মানসূখ হয়েছে বলে উল্লেখ হয়েছে, ইমাম যুহরী থেকে আবূ দাউদ এটা মানসূখ হওয়াকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

[মানসূখ হওয়ার বিষয়টি মৌখিক দাবি মাত্র। এর কোন প্রমাণ নেই। আহমদ শাকির মুসনাদ আহমদের (৬১৯৭) হাদীসের টীকা।]

শব্দার্থ : شَارِبٌ - পানকারী, فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ - তার গর্দান উড়িয়ে দাও, তাকে হত্যা করো।

١٢٧٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

১২৭০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা হাদ্দ প্রয়োগ করবে তখন মুখমণ্ডলে মারবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৫৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৭৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬১২, ইসলামীক সেন্টার-৬৪৬৪,৬৪৬৫]

শব্দার্থ : فَلْيَتَّقِ - সে যেন বাঁচিয়ে রাখে, পরিত্যাগ করে।

١٢٧١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ .

১২৭১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মসজিদে কোন হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করা (জারি করা) যাবে না। [হাসান : তিরমিযী হাদীস-১৪০১, হাকিম-৪/৩৬৯]

শব্দার্থ : لَا تُقَامُ - প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, বাস্তবায়ন করা যাবে না।

١٢٧٢. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ لَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ اِلَّا مِنْ تَمْرٍ-

১২৭২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ মদ হারাম করার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আর মদীনায় (তখন) খেজুরের মদ ব্যতীত অন্য কোন মদ পান করা হতো না। [হাসান মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৮২, ইসলামীক সেন্টার-৪৯৮৩]

শব্দার্থ : يُشْرَبُ - পান করা হয়।

١٢٧٣. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

১২৭৩. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদ হারাম করার নির্দেশ কুরআনে অবতীর্ণ হয়। আর তা পাঁচটি বস্তু হতে তৈরি হতো– আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। মদ ওটা যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। (চেতনার মধ্যে

ব্যতিক্রম ঘটায়, সঠিকভাবে কোন বস্তুকে উপলব্দি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।)
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫৮১, আধুনিক প্রকাশনী-৫১৭২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩০৩২, ইসলামীক সেন্টার-৭৩৩৪]

শব্দার্থ : اَلْعِنَبُ - আঙ্গুর, اَلْعَسَلُ - মধু, اَلشَّعِيْرُ - যব, خَامَرَ - ঢেকে ফেলে, বিলোপ করে।

১২৭৪. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

১২৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। অবশ্যই নবী করীম ﷺ বলেন : প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু খামর (মাদক) আর প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু হারাম। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০০৩, ইসলামীক সেন্টার-৫০৫৯]

শব্দার্থ : مُسْكِرٌ - নেশাদায়ক।

১২৭৫. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

১২৭৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা উদয় হয় ঐ বস্তুর অল্প ব্যবহারও হারাম।
[সহীহ আহমদ-৩/৩৪৩, আবূ দাউদ হাদীস-৩৬৮১, তিরমিযী হাদীস-১৮৬৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৩৯৩, ইবনে হিব্বান-৫৩৫৮ এটি নাসায়ী বর্ণনা করেননি।]

শব্দার্থ : مَا - যা বা যে বস্তু, اَسْكَرَ- নেশাগ্রস্ত করে, كَثِيْرُهُ- সেটার অধিক পরিমাণ, فَقَلِيْلُهُ- সেটার অল্প।

১২৭৬. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِى السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَوْمَهُ وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَاِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَاِنْ فَضَلَ شَيْئٌ اَهْرَقَهُ .

১২৭৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশকে কিশমিশ ভিজিয়ে নাবিয করা হতো আর তিনি তা সে দিন, পরের দিন এবং তার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যা বেলাও তা পান করতেন। তারপরও কিছু থেকে গেলে তা ঢেলে ফেলে দিতেন।

[সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০০৪, ইসলামীক সেন্টার-৫০৬৯]

শব্দার্থ : يُنْبَذُ - নবীয বানানো হয়, لَهُ - তার জন্য, اَلسِّقَاءُ - পাত্র বা মশক, اَلْغَدُ- আগামী দিন, পরের দিন, مَسَاءُ - সন্ধ্যা, اَهْرَاقَهُ- তিনি তা ফেলে দিলেন।

١٢٧٧. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

১২৭৭. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাঁর হারামকৃত বস্তুর মধ্যে করেননি।

[হাসান বায়হাকী-১০/৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৩৯১]

শব্দার্থ : لَمْ يَجْعَلْ - বাবাননি, করেননি, রাখেননি, شَفَاءٌ - নিরাময়.রোগ মুক্তি, حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।

١٢٧٨. وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ (رضى) سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : اِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ .

১২৭৮. ওয়ায়িল আল হাযরামী থেকে বর্ণিত। তারিক ইবনে সুওয়াইদ (রা) মদ দিয়ে ওষুধ তৈরি করা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে তিনি বলেন : ওটাতো ঔষুধ নয় বরং তা ব্যাধি। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৮৪]

শব্দার্থ : يَصْنَعُهَا - তিনি তা তৈরি করেন, لِلدَّوَاءِ - ঔষধের জন্য, دَاءٌ - রোগ।

٥. بَابُ التَّعْزِيْرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

৫. অনুচ্ছেদ : তা'যীর ও আক্রমণকারীর বিধান

যেসব অপরাধের জন্য কোন শাস্তি শরীয়ত নির্ধারণ করেনি এমন সব অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থাকে তাযীর বলে।

١٢٧٩. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ (رضى) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ .

১২৭৯. আবূ বরদাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনি বলতে শুনেছেন, তা'যীর-এর শাস্তি দশ কোড়ার বেশি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে আল্লাহ্র কোন হাদ্দ জারি করার ব্যাপার স্বতন্ত্র। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৮৪৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩৭১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭০৮, ইসলামীক সেন্টার-৪৩১২]

শব্দার্থ : أَسْوَاطٌ - سَوْطٌ - (চাবুক)-এর বহুবচন।

١٢٨٠. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ.

১২৮০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : সম্মানী ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবে। তবে আল্লাহ্ হাদ্দের ব্যাপারে তা করতে পারবে না।
[হাসান, আবূ দাউদ হাদীস-৪৩৭৫, নাসায়ী সুনান কুবরা]

শব্দার্থ : أَقِيْلُوْا - তোমরা ক্ষমা করে দাও, উঠিয়ে নাও, ذَوِي الْهَيْئَاتِ - সম্মানী ব্যক্তি, عَثَرَاتٌ - ত্রুটিসমূহ, وَدَيْتُهُ - আমি তার দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করব।

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوْتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ.

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কারো উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে মরে গেলে এমন কিছু আমি মনে করি না, তবে মদ পানকারীর ক্ষেত্রে আমি মনে করি সে মরে গেলে আমি তার দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) আদায় করে দেব। (দিয়াত অর্থ খুনের ক্ষতিপূরণ)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৭৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩০৯]

শব্দার্থ : وَدَيْتُهُ - আমি তার দিয়াত (রক্তপণ) আদায় কর।

١٢٨١. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

১২৮১. সা'ঈদ ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৪৭৭২, নাসায়ী হাদীস-৪০৯০, তিরমিযী হাদীস-১৪২১, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৮০]

শব্দার্থ : دُوْنَ مَالِهِ - তার মালের জন্য বা মাল রক্ষার জানা, قُتِلَ - নিহত হলো।

١٢٨٢. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ (رضى) يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : تَكُوْنُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيْهَا عَبْدَ اللّٰهِ الْمَقْتُوْلَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ .

১২৮২. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সমাজে ফিত্না সৃষ্টি হলে হে আল্লাহর বান্দা! তুমি তাতে হত্যাকারী না হয়ে নিহত ব্যক্তি হও। হাসান

শব্দার্থ : تَكُوْنُ فِتَنٌ - ফিত্নাহ্ হবে, ফিত্নাহ দেখা দিবে, فَكُنْ - তুমি হও, فِيْهَا- তাতে, اَلْمَقْتُوْلُ- নিহত اَلْقَاتِلُ - হত্যাকারী।

١٢٨٣. وَاَخْرَجَ اَحْمَدُ نَحْوَهُ : عَنْ خَالِدِبْنِ عُرْفَطَةَ (رضى)

১২৮৩. ইমাম আহমদও অনুরূপ হাদীস খালিদ ইবনে উরফুতাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। [মুসনাদে বর্ণিত সনদ দুর্বল তবে শাহিদ থাকাতে হাদীসটি হাসান।]

١١. كِتَابُ الْجِهَادِ

১১তম অধ্যায় : জিহাদ

আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন সকল মানবের তথা যাবতীয় সৃষ্টির জন্য প্রকৃত কল্যাণের একমাত্র উপায়। একে সুরক্ষিত ও মনুষ্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তা প্রতিহত করার জন্য কালে কালে যে সাধনা করা হয়েছে ও করা হবে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী জিহাদ থেকে অনেক বেশি মানুষ ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই; কিন্তু এই ক্ষতির তুলনায় মানুষ মোটেই তাতে উপকৃত হতে পারেনি এবং আরো অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে এনেছে ও আনছে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বাতিল মতবাদের আগুনই দাউ দাউ করে জ্বলছে, এ সবকে প্রতিহত করে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার সাধনা আজকের দিনের সর্বোত্তম পুণ্যের কাজ।

١٢٨٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

১২৮৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে অথবা জিহাদের কামনা পোষণ না করে মারা যাবে সে মুনাফিকীর অংশ বিশেষের সঙ্গে মারা যাবে।

শব্দার্থ : لَمْ يَغْزُ - যুদ্ধ করেনি, জিহাদ করেনি, لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ - মনে মনে সেটার কল্পনা করেনি, شُعْبَةٌ - অংশ, نِفَاقٌ - মুনাফিকী।

١٢٨٥. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ ـ

১২৮৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের মাল, জান ও কথার দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাতে থাকবে।
[সহীহ আহমদ-৩১২৪,১৫৩২৫, হাদীস-৩০৯৬, হাকিম-২/৮১, আবূ দাউদ হাদীস-২৫০৪]

শব্দার্থ : جَاهِدُوْا - তোমরা জিহাদ করো, اَلْمُشْرِكِيْنَ - মুশরিকদের বিরুদ্ধে, بِاَمْوَالِكُمْ - তোমাদের সম্পদ দ্বারা, وَاَنْفُسِكُمْ - তোমাদের জান দ্বারা, وَاَلْسِنَتِكُمْ - তোমাদের জিহ্বা দ্বারা, কথা দ্বারা।

١٢٨٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : (نَعَمْ . جِهَادٌ لَاقِتَالَ فِيْهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)

১২৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম। হে আল্লাহ্ রাসূল! মেয়েদের উপর কি জিহাদের কোন দায়িত্ব রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ আছে। তবে তাতে যুদ্ধ নেই। তাদের জিহাদ হচ্ছে- হাজ্জ ও উমরাহ পর্ব সম্পাদন করা। [সহীহ ইবনে মাজাহ-২৯০১, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে হয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৫২০, আধুনিক প্রকাশনী-১৪২১]

শব্দার্থ : لَا قِتَالَ فِيْهِ - তাতে মারামারি নেই।

١٢٨٧. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ : اَ حَىٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ : فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

১২৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদ করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন : তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল : হ্যাঁ আছেন। তিনি বললেন, তবে তাঁর মধ্যে (তাদের সেবার মধ্যে) জিহাদে লিপ্ত হও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩০০৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৭৮৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৪৯, ইসলামীক সেন্টার-৬৩২২]

শব্দার্থ : يَسْتَأْذِنُهُ - তার নিকট অনুমতি চাইল, أَحَيٌّ - জীবিত আছে কী, وَالِدَاكَ- তোমার মাতা-পিতা।

১২৮৮. وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِيْ دَاوُدَ : مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ : اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا.

১২৮৮. আবু সা'ঈদের বর্ণিত হাদীসে আহমদ ও আবূ দাউদেও অনুরূপ বর্ণনা আছে তাতে আরো আছে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও ও পিতা-মাতার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাও, তাঁরা যদি অনুমতি দান করেন ভালো, অন্যথায় তাঁদের কল্যাণে (সেবায়) নিয়োজিত থাক। [সহীহ আাহমদ-৯৩/৭৫-৭৬, আবূ দাউদ হাদীস-২৫৩০]

শব্দার্থ : اِرْجِعْ - তুমি ফিরে যাও, فَاسْتَأْذِنْهُمَا - তাদের নিকট অনুমতি চাও, اِنْ أَذِنَا- যদি তারা দু'জনে অনুমতি দেয়, لَكَ - তোমাকে, وَإِلَّا - অন্যথায়, فَبِرَّهُمَا - তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকো।

১২৮৯. وَعَنْ جَرِيْرٍ الْبَجَلِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

১২৮৯. জারীর (আল-বাজালী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঐসব মুসলমানদের থেকে দায়ীত্ব মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে (তাদের হয়ে) অবস্থান করে।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১২৬৪৫, তিরমিযী হাদীস-১৬০৪, নাসায়ী হাদীস-৪৭৮০]

শব্দার্থ : أَنَابَرِيٌّ - আমি মুক্ত, অসন্তুষ্ট, يُقِيْمُ -অবস্থান করে, بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ - মুশরিকদের মাঝে।

১২৯০. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

১২৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মক্কা বিজয়ের পরে হিজরাত (দ্বীনের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ) নেই; তবে জিহাদ ও জিহাদের জন্য নিয়াত (মানসিক প্রস্তুতি) রয়েছে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮২৫, আধুনিক প্রকাশনী-২৬১৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৩৫৩]

শব্দার্থ : لَا هِجْرَةَ - হিজরাত নেই, بَعْدَ الْفَتْحِ - (মাক্কাহ) বিজয়ের করে।

١٢٩١. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১২৯১. আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালিমা (দ্বীন)-কে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ করবে, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে বলে গণ্য হবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮১০, আধুনিক প্রকাশনী-২৬০০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯০৪, ইসলামীক সেন্টার-৪৭৬৭, ৪৭৬৮]

শব্দার্থ : قَاتَلَ -লড়াই করল, كَلِمَةُ اللّٰهِ - আল্লাহর কালিমাহ, اَلْعُلْيَا - উন্নত, উঁচু, মর্যাদা।

١٢٩٢. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ .

১২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হিজরাত বন্ধ হবে না যতক্ষণ শত্রুর সাথে লড়াই চলতে থাকবে।
[সহীহ নাসায়ী হাদীস-৪১৭২, ইবনে হিব্বান-১৫৭৯]

শব্দার্থ : لَا تَنْقَطِعُ - শেষ হবে না, বিচ্ছিন্ন হবে না, مَا قُوْتِلَ - যতক্ষণ লড়াই চলবে, সংগ্রাম চলবে, اَلْعَدُوُّ - শত্রু।

١٢٩٣. وَعَنْ نَافِعٍ (رضى) قَالَ : أَغَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّوْنَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبٰى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِيْ بِذَالِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ (رضى) .

১২৯৩. নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর হঠাৎ করে আক্রমণ করেছিলেন। তখন ঐ গোত্রের লোকেরা খুবই উদাসীন ছিল। তাদের যুদ্ধরতদের হত্যা করলেন ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করলেন। নাফি' (রা) বলেছেন, এ সংবাদ আমাকে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৪১, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৫৬, মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৭০]

শব্দার্থ : اَغَارَ - আক্রমণ করলেন, غَارُّوْنَ - উদাসীন, مُقَاتِلٌ - - যোদ্ধা, سَبَى - তিনি বন্দি করলেন, ذُرِّيَّهُمْ - তাদের সন্তানদের।

(ঐ যুদ্ধে জুয়াইরিয়া বন্দিনী হন ও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।)

١٢٩٤. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّرَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ اَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ : اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ، فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ، اُغْزُوْا، وَّلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدُرُوْا، وَّلَا تُمَثِّلُوْا، وَّلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَاَيَّتُهُنَّ اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ.

১২৯৪. সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সৈন্যদলের জন্য কাউকে নেতা নিযুক্ত করে দিতেন তখন বিশেষভাবে তাঁকে আল্লাহকে ভয় করার, মুজাহিদ মুসলিমদের সাথে কল্যাণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করে দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, যে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছে তার সাথে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করবে গনিমাতের মালে খিয়ানাত করবে না, প্রতারণা করবে না, অঙ্গহানী করবে না, বালকদের হত্যা করবে না, যখন তুমি মুশরিক শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দিবে তার যে-কোন একটি কবুল করে নিলে তুমি তা মেনে নেবে- তাদের উপর হাত উত্তোলন করবে না।

শব্দার্থ : اِذَا اَمَّرَ - যখন আমীর নিযুক্ত করতেন, جَيْشٌ - সৈন্যবাহিনী, اَوْصَاهُ - তিনি তাকে উপদেশ দিলেন, اُغْزُوْا - তোমরা যুদ্ধ করো, قَاتِلُوْا - তোমরা হত্যা করা, লড়াই করো, لَا تَغُلُّوْا - গনীমাতের মাল চুরি করবে না, لَا تَغْدُرُوْا

- বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, لَا تُمَثِّلُوْا - অঙ্গহানী করবে না, وَلِيْدٌ - বালক, اِذَا لَقِيْتَ - যখন তুমি সাক্ষাৎ করবে, خِصَالٌ - স্বভাব/বিষয়, اَجَابُوْكَ - তোমাকে সাড়া দিবে/গ্রহণ করবে, كُفَّ عَنْهُمْ - তাদের উপর হতে হাত গুটিয়ে নিবে, থেমে যাবে।

اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَاِنْ اَبَوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْغَنِيْمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ اِلَّا اَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْاَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلٰكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَاِنَّكُمْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ. اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ، وَاِذَا اَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِىْ اَتُصِيْبُ فِيْهِمْ حُكْمَ اللّٰهِ اَمْ لَا.

ক. তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে তুমি তাদের এ স্বীকৃতি মেনে নেবে। তারপর তাদেরকে মুহাজিরদের কাছে হিজরাত করে আসার জন্য দাওয়াত পেশ করবে। যদি তারা তা গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে বলে দেবে যে, তারা সাধারণ গ্রাম্য মুসলিমদের সমশ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকবে আর গনিমাত ও ফাই-এর মালে তাদের জন্য কোন অংশ হবে না, তবে যদি তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে (মাত্র তখন পাবে)।

খ. যদি তারা ইসলাম কবুল করতে সম্মতি না হয় তবে তাদের কাছে জিযিয়া (এক প্রকার ট্যাক্স) দাবি করবে যদি তারা স্বীকার করে নেয় তবে তাদের এ

স্বীকৃতি মেনে নেবে (আর তাদের দিকে আক্রমণের হাত উঠাবে না)। আর যদি তারা জিযিয়া কর দিতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে মাল হস্তগত হয় তাকে ফাই বলে।)

গ. আর যখন কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করবে তখন যদি তারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের জিম্মায় আসার কোন প্রস্তাব তোমার কাছে উত্থাপন করে, তবে তুমি তা স্বীকার করবে না। বরং তুমি তোমার নিজের জিম্মায় তাদের নিতে পারবে। কেননা তোমাদের জিম্মা নষ্ট করা অনেক সহজ সাধ্য ব্যাপার, আল্লাহ্‌র জিম্মাকে বিনষ্ট করার থেকে। আর যদি তারা আল্লাহ্‌র ফায়সালায় উপনীত হওয়ার প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তা করবে না। বরং তুমি নিজের ফায়সালা তাদের উপর সঠিকভাবে করতে পারবে কি, পারবে না তা তুমি জান না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৩১, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৭২]

শব্দার্থ : اَلتَّحَوُّلُ - পরিবর্তন করা, فَاَخْبِرْهُمْ - তাদেরকে জানাবে, অবহিত করবে, كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ - সাধারণ গ্রাম্য মুসলিমদের ন্যায়, اَلْجِزْيَةُ - কার, ট্যাক্স, فَاسْتَعِنْ - সাহায্য কামনা করবে, وَاِذَا حَاصَرْتَ - যখন তুমি অবরোধ করবে, اَهْلُ حِصْنٍ - দূর্গের অধিবাসী, اَرَادُوْكَ - তোমার নিকট চায়/কামনা করে, ذِمَّةَ اللّٰهِ - আল্লাহর জিম্মা, اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ - তাদেরকে তোমার যিম্মায় নিবে, اَهْوَنُ - অধিক সহজ, اَنْ تُخْفِرُوْا - তোমরা ভঙ্গ করবে, বিনষ্ট করবে, اَنْ تُنْزِلَهُمْ - তুমি তাদের ব্যাপারে উপনীত হবে, عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ। - আল্লাহর ফায়সালার উপর, لَا تَدْرِىْ - তুমি জানো না, اَتُصِيْبُ - তুমি কি তাদের ব্যাপারে পৌঁছতে পারবে?, তুমি কী সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে? حُكْمَ اللّٰهِ - আল্লাহর হুকুম।

١٢٩٥. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ غَزْوَةً وَرّٰى بِغَيْرِهَا.

১২৯৫. কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন কোন যুদ্ধাভিযানের ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে তা গোপন করতেন। (অর্থাৎ কৌশলগত অন্য অভিমুখে রওয়ানা হওয়া জহির করে গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৯৪৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৭৩০, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৭৬৯, ইসলামীক সেন্টার-৬৮১৬]

শব্দার্থ : وَرّٰى - তিনি তাওরিয়াহ করলেন, একটা বলে অন্যটা বুঝালেন।

ব্যাখ্যা : কিন্তু তাবুকের কথা গোপন করেনি। এই যুদ্ধে মোট মুসলিম সৈন্য ৩০ হাজার ও শত্রুপক্ষের সেন্য ১ লক্ষ ছিল।

١٢٩٦. وَعَنْ مَعْقِلٍ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ (رضى) قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ.

১২৯৬. মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। নু'মান ইবনে মুক্বারিন (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি যখন দিনের প্রথমাংশে যুদ্ধ না করতেন তখন তিনি যুদ্ধকে আরো বিলম্ব করে সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পরে (স্নিগ্ধ) হাওয়া চললে এবং আল্লাহর সাহায্য নাযিল হলে যুদ্ধ করতেন। [সহীহ আহমদ-৫/৪৪৪-৪৪৫, আবূ দাউদ হাদীস-২৬৫৫, নাসায়ী কুবরা-৫/১৯১, হাকিম-২/১১৬, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৬০, আধুনিক প্রকাশনী-২৯৩০]

শব্দার্থ : أَخَّرَ - বিলম্ব/পিছিয়ে দিলো, حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ - সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত।

١٢٩٧. وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (رضى) قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. يُبَيَّتُوْنَ، فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، فَقَالَ : هُمْ مِنْهُمْ.

১২৯৭. সা'ব ইবনে জাস্‌সামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলিমদের রাত্রিকালের অভিযানের ফলে মুশরিকদের কিছু ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোক নিহত হয়ে যায় তাদের পরিণতি প্রসঙ্গে। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তারা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩০১২, আধুনিক প্রকাশনী-২৭৯১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৪৫, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৯৯]

শব্দার্থ : يُبَيَّتُوْنَ - তাদের রাতে আক্রমণ করা হয়, فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ - তাদের মহিলাদের হত্যা করে ফেলা হয়।

١٢٩٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ. اِرْجِعْ. فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ.

১২৯৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক (মুশরিক) লোক বদরের যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ-এর সাথে যাচ্ছিল। তিনি ঐ লোকটিকে বলেন : তুমি ফিরে যাও, আমি কখনোও মুশরিকদের সাহায্য (এ কাজে) নেব না।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮১৭, ইসলামীক সেন্টার-৪৫৫২]

শব্দার্থ : تَبِعَهُ - তাঁর অনুসরণ করল, لَنْ اَسْتَعِيْنَ - আমি কখনো সাহায্য নিব না।

ব্যাখ্যা : এ লোকটি পরে মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছে।–মিশরীয় টীকা।

١٢٩٩. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى اِمْرَاَةً مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَاَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ-

১২৯৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোন একটি স্ত্রীলোককে তাঁর কোন যুদ্ধে নিহত দেখে মেয়েদের ও বালকদের নিহত হওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন (অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩০১৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৯৭২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৪৪, ইসলামীক সেন্টার-৪৩৯৭]

শব্দার্থ : مَقْتُوْلَةٌ - নিহত মহিলা, اَنْكَرَ - অস্বীকার করলেন, মেনে নিলেন না, اَلصِّبْيَانُ - শিশু।

١٣٠٠. وَعَنْ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ .

১৩০০. সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুশরিকদের মধ্যে (যুদ্ধে পরামর্শ ও কৌশল উদ্ভবনকারী) বৃদ্ধদেরকে হত্যা কর এবং কিশোরদেরকে অব্যাহতি দাও। [যঈফ আবু দাউদ হাদীস-২৬৭০, তিরমিযী হাদীস-১৫৮৩]

শব্দার্থ : اِسْتَبْقُوْا - অবশিষ্ট রাখো, شَرْخٌ - কিশোর।

١٣٠١. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) اَنَّهُمْ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ .

১৩০১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধে তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় (এককভাবে) সৈন্য দলের মধ্যে হতে বের হয়ে লড়েছিলেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৯৬৫, আধুনিক প্রকাশনী-৩৬৭৩, আবূ দাউদ আরোও দীর্ঘভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৬৬৫]

শব্দার্থ : تَبَارَزُوْا - তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

ব্যাখ্যা : ইমামের সেনাপতির অনুমতি থাকলে একাকী কোন শত্রুর মুকাবিলায় সাধারণ সৈন্যের মধ্যে থেকে বের হয়ে লড়তে পারেন।

١٣٠٢. وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ (رضى) قَالَ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، يَعْنِيْ : وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَهُ رَدًّا عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ عَلٰى مَنْ حَمَلَ عَلٰى صَفِّ الرُّوْمِ حَتّٰى دَخَلَ فِيْهِمْ .

১৩০২. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'ওয়ালা তুলক...... আয়াতটি আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আয়াতটির অর্থ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতটি ঐসব আনসারী মুসলিমদের মনোভাবের প্রতিবাদে নাযিল হয়েছিল যাঁরা-রূম সৈন্যের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশকারী মুজাহিদদের কাজকে অনুচিত কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন। (কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মুসলিমদের যুদ্ধে উৎসাহী ও নির্ভিক হওয়ার জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে এবং ধর্মীয় সংগ্রামকে ধ্বংসের কারণ মনে করার ঘোর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকাকে ধ্বংসের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৫১২, নাসায়ী তাফসীর-৪৯, তিরমিযী হাদীস-২৯৭২, ইবনে হিব্বান-১৬৬৭, হাকিম-২/২৭৫]

শব্দার্থ : اُنْزِلَتْ - অবতীর্ণ করা হয়েছে, فِيْنَا - আমাদের ব্যাপারে, مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ - আনসার সম্প্রদায়, مَنْ حَمَلَ - যে আক্রমণ করেছিল, عَلٰى صَفِّ الرُّوْمِ - রোম সৈন্য বুহ্যের উপর, حَتّٰى دَخَلَ فِيْهِمْ - এমনকি তাদের ভিতরে প্রবেশ করে।

١٣٠٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : حَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ، وَقَطَّعَ.

১৩০৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু নাযীর গোত্রের খেজুরের গাছ জ্বালিয়ে দেন ও কেটে ফেলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ-৪০৩১, আধুনিক প্রকাশনী-৩৭৩১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৪৬, ইসলামীক সেন্টার-৪৪০২]

শব্দার্থ : حَرَّقَ - তিনি জ্বালিয়ে দিলেন, نَخْلٌ - খেজুর বাগান, قَطَعَ - কেটে ফেলেন।

ব্যাখ্যা : বিশ্বাসঘাতকতা বা অনুরূপ বিশেষ কোন অপরাধের জন্য এরূপ করা হয়েছিল, সাধারণ অবস্থায় নয়।

١٣٠٤. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَغُلُّوْا، فَاِنَّ الْغُلُوْلَ نَارٌ وَعَارٌ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

১৩০৪. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গণীমাতের মালে কোন খিয়ানাত (অন্যায়ভাবে অধিকার) করবে না। কারণ এরূপ করার ফলে দুনিয়াতে ও পরকালে অগ্নি ও লজ্জা উভয়ই ভোগ করতে হবে। [হাসান আহমদ-৫/৩১৬, ৩২৬]

শব্দার্থ : اَلْغُلُوْلُ - গানীমাতের মাল চুরি করা, عَارٌ - লজ্জা।

١٣٠٥. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ .

১৩০৫. আওফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হত্যাকারী মুজাহিদকে (প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির) সালাব (পরিত্যক্ত সামগ্রী) দেয়ার ফায়সালা দিয়েছিলেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৭১৯, এর মূল বক্তব্য মুসলিমে রয়েছে। মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৫৩, ইসলামীক সেন্টার-৪৪২১]

শব্দার্থ : اَلسَّلَبُ - নিহত শত্রুর রেখে যাওয়ার যুদ্ধ সামগ্রী।

١٣٠٦. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) فِىْ قِصَّةِ قَتْلِ اَبِىْ جَهْلٍ - قَالَ : فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتّٰى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ، فَقَالَ : اَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ

مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَ لَا . قَالَ : فَنَظَرَ فِيْهِمَا، فَقَالَ : كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ.

১৩০৬. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। (আবূ জাহ্লের হত্যার ঘটনায়) তিনি বলেন : আবূ জাহ্লের হত্যাকারীদ্বয় তরবারি নিয়ে তার প্রতি অগ্রসর হলো ও তাকে হত্যা করল, অত:পর তারা রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে তার হত্যার সংবাদ দিল, তিনি তাদেরকে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তোমাদের তরবারি কি তোমরা মুছে ফেলেছ? তারা বলল : না। তারপর তিনি ঐ দু'টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বলেন : তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু জাহেলের সালাব (যুদ্ধ সামগ্রী) মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে দিয়ে দিলেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৪১, আধুনিক প্রকাশনী-২৯০৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৫২, ইসলামীক সেন্টার-৪৪১৯

শব্দার্থ : ابْتَدَرَاهُ - তারা দু'জনে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো, انْصَرَفَا - তারা উভয়ে ফিরে এলো, مَسَحْتُمَا - তোমরা মুছে ফেলেছে, سَيْفَيْكُمَا - তোমাদের দু'জনের তরবারি।

١٣٠٧. وَعَنْ مَكْحُوْلٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ.

১৩০৭. মাকহুল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তায়েফবাসীর উপর মিনজানিক (দূর থেকে শত্রুকে পাথর মেরে আঘাত করার যন্ত্র) ব্যবহার করেছিলেন। [যঈফ মারাসীল আবূ দাউদ-৩৩৫, হাদীসটি উকাইলী আলী (রা)-থেকে দুর্বল সনদে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। মুনকার : 'উকাইলী যু'আফা আলকাবীর-২/২৪৪]

শব্দার্থ : نَصَبَ - দাঁড় করালেন, اَلْمَنْجَنِيْقَ - পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র/কামান।

١٣٠٨. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : اُقْتُلُوْهُ.

১৩০৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন তাঁর মাথায় মিগফার নামক লোহার টুপি পরা ছিল। (লোহার জাল নির্মিত শিরস্ত্রাণ বা যুদ্ধের সময় টুপি বা পাগড়ীর নিচে পড়া হতো) তারপর যখন তা খুলে ফেললেন এমন সময় কোন লোক এসে বলল : ইবনে খাতাল নামক ব্যক্তি কা'বাঘরের পর্দা ধরে ঝুলছে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩০৪৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৮১৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৫৭]

শব্দার্থ ঃ اَلْمِغْفَرُ - শিরস্ত্রণ বা হেলমেট, مُتَعَلِّقٌ - ঝুলে আছে বা লটকে আছে, بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ - কা'বা ঘরের পর্দা ধরে।

١٣٠٩. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا.

১৩০৯. সা'ঈদ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধে তিনজনকে বেঁধে হত্যা করেছিলেন। [যঈফ মারাসীল আবূ দাউদ-৩৩৭]

শব্দার্থ ঃ قَتَلَ صَبْرًا - আটকিয়ে হত্যা করল।

١٣١٠. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৩১০. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য বিনিময়ে একজন মুশরিক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৫৬৮, এর মূল বক্তব্য মুসলিমের বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৬৪১]

শব্দার্থ ঃ فَدَى - বিনিময় করল।

١٣١١. وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا؛ اَحْرَزُوْا دِمَاهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ.

১৩১১. সাখ্‌র ইবনে আইলাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন সম্প্রদায় যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করে নেয়। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৩০৬৭]

শব্দার্থ ঃ اَحْرَزُوْا - নিরাপদ করে নিলো, دِمَاؤُهُمْ - তাদের রক্ত।

ব্যাখ্যা : যুদ্ধ না করে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের ওপর অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ।

١٣١٢. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِىْ أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

১৩১২. জুবাইর ইবনে মুত্ঈম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, যদি আদীর পুত্র মুতইম (হাতিম তাই-এর নাতি) জীবিত থাকতেন ও এসব নিকৃষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য আমার কাছে আবেদন পেশ করতেন তবে আমি (তাঁর অনুরোধ রক্ষায়) এদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৩৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৯০৪]

শব্দার্থ ঃ أُسَارَى - বন্দীসমূহ, النَّتْنَى - নিকৃষ্ট।

١٣١٣. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ اَوْطَاسٍ لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فَتَحَرَّجُوْا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

১৩১৩. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেছেন : আওতাস নামক যুদ্ধে আমরা এমন কিছু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করি যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে। ঐসব বন্দিনীদের সাথে সহবাসকে মুসলিমগণ পাপের কাজ মনে করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন– 'স্বামীওয়ালী মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম; কিন্তু বন্দিনী দাসী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়'। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪৫৬, ইসলামিক সেন্টার-৩৪৭৫]

ব্যাখ্যা : বন্দিনী হওয়ার ফলে এদের পূর্ব বিবাহ ছিন্ন হয়। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য ইমামগণের অভিমত ঐসব বন্দিনীদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সহবাস করা যাবে না।–উর্দু টীকা।

শব্দার্থ ঃ اَصَبْنَا - আমরা পেলাম, লাভ করলাম, سَبَايَا - যুদ্ধবন্দীণী, يَوْمَ اَوْطَاسٍ - আওত্বাস যুদ্ধের দিন, لَهُنَّ اَزْوَاجٌ - তাদের স্বামী রয়েছে, تَحَرَّجُوْا - তারা গুনাহ্ মনে করল।

١٣١٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيْهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوْا اِبِلًا كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

১৩১৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদ অভিমুখে একটি ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন, আমি তাদের সাথে অবস্থান করেছিলাম। তারা অনেক উট গনীমত হিসেবে লাভ করেছিলেন। তাদের প্রত্যেক অংশে বারোটি করে উট ছিল। উপরোক্ত একটি করে উট অতিরিক্ত (নফল) দেয়া হয়েছিল। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৩৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৮৯৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৪৯, ইসলামিক সেন্টার-৪৪০৮]

শব্দার্থ : بَعَثَ - প্রেরণ করলেন, سَرِيَّةً - ছোট সৈন্যদল, سُهْمَانُهُمْ - তাদের প্রত্যেকের অংশ, نُفِّلُوْا - তাদের অতিরিক্ত দেয়া হলো।

١٣١٥. وَعَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

১৩১৫. উক্ত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবার যুদ্ধের গনীমত থেকে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ ও পদাতিকের জন্য একটি অংশ প্রদান করেছিলেন। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪২২৮, আধুনিক প্রকাশনী-৩৯০৪, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৭৬২, ইসলামিক সেন্টার-৪৪৩৬, উল্লেখিত শব্দ বুখারীর।]

শব্দার্থ : لِلْفَرَسِ - ঘোড়ার জন্য, سَهْمَيْنِ - দু' অংশ, اَلرَّاجِلُ - পদাতিক সৈন্য।

١٣١٦. وَلِأَبِىْ دَاوُدَ : أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ. سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ.

১৩১৬. আবূ দাউদে আছে, যোদ্ধা ও ঘোড়ার জন্য তিনটি অংশ দিয়েছিলেন, দুই ভাগ তার ঘোড়ার ও একটি ভাগ তার নিজের।

١٣١٧. وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا نَفْلَ اِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ.

১৩১৭. মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : গনীমতের মাল (সরকারি) এক-পঞ্চমাংশ আদায় করার পর নফল বা অতিরিক্ত দেয়া যাবে (তার আগে নয়)।
[সহীহ আহমদ-৩/৪৭০, আবূ দাউদ হাদীস-২৭৫৩, ২৭৫৪, আলমা'আনী তাহাভী-৩/২৪২]

শব্দার্থ : اَلْخُمُسُ - এক পঞ্চমাংশ।

١٣١٨. وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ (رضى) قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِى الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ.

১৩১৮. হাবীব ইবনে মাস্‌লামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবলোকন করেছি, তিনি প্রথম দফার আক্রমণের কারণে আক্রমণকারী মুসলিম মুজাহিদকে গণীমত থেকে এক-চতুর্থাংশ দিয়েছিলেন আর (ঐ মুজাহিদের) পুনর্বার আক্রমণ করার জন্য এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৭৫০, ইবনুল জারূদ-১০৭৯, ইবনে হিব্বান-৪৮১৫, হাকিম-২/১৩৩]

শব্দার্থ : اَلْبَدْأَةُ - প্রথমকার বা শুরুতে আক্রমণ, اَلرَّجْعَةُ - পুনরায় আক্রমণ।

١٣١٩. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

১৩১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণ সৈন্যের জন্য প্রদত্ত অংশ ব্যতীতও কোন খণ্ড যুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরিত সৈন্যদেরকে গনীমাতের মাল থেকে নফল বা অতিরিক্ত মাল নির্দিষ্ট করে প্রদান করতেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৩৫, আধুনিক প্রকাশনী-২৯০০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৫০, ইসলামিক সেন্টার-৪৪১৫]

শব্দার্থ : يُنَفِّلُ - অতিরিক্ত দিতেন, بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ - যাকে প্রেরণ করতেন, سِوٰى - ব্যতীত, قَسْمٌ - অংশ, عَامَّةِ الْجَيْشِ - সাধারণ সৈন্যদল।

١٣٢٠. وَعَنْهُ (قَالَ) كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.

১৩২০. উক্ত রাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের যুদ্ধে মধু ও আঙ্গুর পেতাম, ফলে আমরা তা খেতাম, কিন্তু নিজে রাখার জন্য উঠিয়ে নিতাম না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৫৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৯১৩, আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে তাতে এক-পঞ্চমাংশ নেয়া হতো না। সহীহ আবূ দাউদ-৯২৭০১, ইবনে হিব্বান-৪৮০৫]

শব্দার্থ : فِي مَغَازِيْنَا - আমাদের যুদ্ধে, لَا نَرْفَعُهُ - তা আমরা উঠিয়ে নিতাম না।

١٣٢١. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ: اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا يَكْفِيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

১৩২১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে গনিমতের খাদ্যসামগ্রী লাভ করি, ফলে লোকেরা প্রয়োজন মেটানোর মতো খাদ্য নিয়ে আপন আপন স্থানে ফিরে যেত।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৭০৪, ইবনুল জারূদ-১০৭২, হাকিম-২/১২৬]

শব্দার্থ : كَانَ يَجِيْئُ - আগমন করত, يَأْخُذُ مِنْهُ - তা থেকে নিয়ে যেত, مَا يَكْفِيْهِ - যতটুকু তার জন্য যথেষ্ট হত।

١٣٢٢. وَعَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ.

১৩২২. রুওয়াইফি ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলিম যেন এমন না করে যে, 'ফাই'-এর (বিনা যুদ্ধে অধিকৃত সরকারি মালের) কোন জন্তু ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করে ফেলে ফেরত দেয়; আর ঐ মালের কোন কাপড়

ব্যবহার করে পুরাতন করে ফেলে তা ফেরত দেয়। (সরকারি মাল শরী'আত সম্মত অনুমতি ও সদিচ্ছা ব্যতীত কারো ব্যবহার করা জায়েয হবে না)।

[হাসান আবূ দাউদ হাদীস-২১৬৯, ২৭০৮, দারিমী-২/২৩০]

শব্দার্থ ঃ لَا يَرْكَبُ - আরোহণ করবে না, دَابَّةً - পশু, فَيْءُ الْمُسْلِمِيْنَ - মুসলিমদের বিনা যুদ্ধে পাওয়া বস্তু, إِذَا أَعْجَفَهَا - যখন তাকে দুর্বল করে ফেলে, إِذَا أَخْلَقَهُ - যখন তা পুরাতন করে ফেলে।

١٣٢٣. وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ.

১৩২৩. আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম নিজ দায়িত্বে আশ্রয় দিলে তা অন্য মুসলিমের পক্ষেও অবশ্য পালনীয় হবে। (যদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে কোন মুসলিম কোন বিধর্মীকে আশ্রয় দান করে তবে সকল মুসলিমের উপর তা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হবে)।

[হাদীসটির শাহিদ থাকাতে এটি সহীহ আহ্‌মদ-১/১৯৫, আবূ ইয়ালা-৮৭৬ম ৮৭৭]

শব্দার্থ ঃ يُجِيْرُ - আশ্রয় দান করে।

١٣٢٤. وَلِلطَّيَالِسِيِّ : مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ.

১৩২৪. তাইয়ালিসীতে আম্‌র ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একজন অতি সাধারণ মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে আশ্রয় দানের অধিকার রাখে।

[শাহিদ থাকাতে হাদীসটি সহীহ আহ্‌মদ-৪/১৯৭]

শব্দার্থ ঃ أَدْنَاهُمْ - তাদের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যক্তি।

١٣٢٥. وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ : عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ.

১৩২৫. বুখারী ও মুসলিমে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। মুসলিমের জিম্মা দান একই, এতে একজন নগণ্য মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৫৫, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৮৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৭০, ইসলামিক সেন্টার-৩৬৫২]

শব্দার্থ ঃ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ - মুসলিমদের যিম্মাদারী, وَاحِدَةٌ - একই, يَسْعَى بِهَا - তা বহন করে বা তা নিয়ে চলে, اَقْصَاهُمْ - তাদর মধ্যে দূরবর্তী লোক।

زَادَ اِبْنُ مَاجَةْ مِنْ وَجْهٍ اُخَرَ : يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ.

ইবনে মাজাহ্ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুসলিমদের একজন দূরতম ব্যক্তি অর্থাৎ নগণ্য লোকও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে আশ্রয় প্রদানের অধিকার রাখে। [হাসান ইবনে মাজাহ হাদীস-২৬৮৫]

١٣٢٦. وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ اُمِّ هَانِئٍ : قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ .

১৩২৬. বুখারী ও মুসলিমে উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তুমি যাকে আশ্রয় দান করবে তাকে আমরাও আশ্রয় দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হবে।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৭১, আধুনিক প্রকাশনী-২৯৩৩, মুসলিম ইসলামিক সেন্টার-১৫৪৬]

শব্দার্থ ঃ قَدْ اَجَرْنَا - আমরা আশ্রয় দিয়েছি, مَنْ اَجَرْتِ - তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ।

١٣٢٧. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، حَتّٰى لَا اَدَعَ اِلَّا مُسْلِمًا.

১৩২৭. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : অবশ্যই ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আরবের মাটি থেকে বের করে দেব, আর কেবল মুসলিমদেরকেই এখানে অবস্থান করতে দেব।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৬৭, ইসলামিক সেন্টার-৪৪৪৪]

শব্দার্থ ঃ لَاُخْرِجَنَّ - অবশ্যই আমি বের করে দিব, جَزِيْرَةِ - উপদ্বীপ, لَا اَدَعَ - ছাড়ব না বা রাখব না।

١٣٢٨. وَعَنْهُ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ، مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ

فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

১৩২৮. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী নাযীর সম্প্রদায়ের সম্পদ যা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের ঘোড়া ও উটের অভিযান পরিচালনা ব্যতীতই হস্তগত হয়েছিল তা নবী করীম ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

তিনি এর উৎপন্ন বস্তু থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের জন্যে খরচ করতেন, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা যুদ্ধের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র- মহান আল্লাহর পথের যুদ্ধ সামগ্রী তৈরির জন্য ব্যবহার করতেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৯০৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৬৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৫৭]

শব্দার্থ : أَفَاءَ اللّٰهُ - আল্লাহ বিনা যুদ্ধেই দিয়েছেন, لَمْ يُوْجِفْ - অভিযান চালায় নি, خَيْلٌ - ঘোড়া, رِكَابِ - উট বা বাহন, يُنْفِقُ - ব্যয় করেন বা খরচ করেন, نَفَقَةَ سَنَةٍ - এক- বৎসরের খরচ, اَلْكُرَاعُ - ঘোড়া, اَلسِّلَاحِ - অস্ত্র।

١٣٢٩. وَعَنْ مُعَاذٍ (رضى) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ ـ

১৩২৯. মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে থেকে খাইবারে যুদ্ধে করেছি। সে যুদ্ধে আমরা গনীমতের যে মাল অর্জন করেছিলাম তার কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সৈনিকদের মধ্যে ভাগ ভাটোয়ারা করে দিয়েছিলেন আর অবশিষ্ট গনীমতের মালে জমা করেছিলেন।

[আবু দাউদ হাদীস-২৭০৭]

শব্দার্থ : غَنَمٌ- ছাগল-ভেড়া, اَلْمَغْنَمُ - গনীমাতের মাল।

١٣٣٠. وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ ـ

১৩৩০. আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না (রাষ্ট্রীয়) দূতকে বন্দীও করি না।
[সহীহ আবূ দাউদ-২৭৫৮, নাসায়ী কুবরা-৫/২০৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৬৩০]

শব্দার্থ : لَا أَخِيْسُ - আমি ভঙ্গ করি না, الْعَهْدَ। অঙ্গীকার, لَا أَحْبِسُ - আমি আটক করি না, الرُّسُلُ - রাষ্ট্রীয় দূত, (رَسُوْلٌ - এর বহুবচন)।

١٣٣١. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوْهَا ، فَأَقَمْتُمْ فِيْهَا ، فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

১৩৩১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে লোকালয়ে (বস্তিতে) তোমরা আগমন করে বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেখানে অবস্থান করবে, সে ক্ষেত্রে তা তোমরা তোমাদের অংশ হিসেবে লাভ করবে। আর যে লোকালয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানীর কারণে যুদ্ধের সম্মুখীন হবে ও লড়াই-এর পর পরাজিত হবে সেখানে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য হবে। তারপর তা তোমাদের জন্য থাকবে।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৫৬, ইসলামিক সেন্টার-৪৪২৪]

শব্দার্থ : أَقَمْتُمْ فِيْهَا - তোমরা সেখানে অবস্থান করো, عَصَتِ اللّٰهَ - আল্লাহ অবাধ্য হলো।

٢. بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

২. অনুচ্ছেদ : জিযিয়া ও সন্ধি

জিযিয়া কর একটি সহজ সরল ব্যাপার ছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিকের সংকীর্ণ মানসিকতা তাকে অন্যভাবে চিত্রিত করে রেখেছে। অথচ মুসলিম শাসনে অমুসলিমদের আর্থিক ও সামাজিক কোন সংকটই ছিল না। জিযিয়া কর যারা দিত তাদের জান মালের পূর্ণ হিফাজতসহ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব মুসলিমদের ওপর অর্পিত হতো, অমুসলিম প্রজাগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করত। মুসলিম শাসনগণ তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে জিযিয়া কর

অমুসলিম প্রজাদের ফেরত দিয়েছেন ইতিহাসে এমন নজিরও বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই করের সমালোচকগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে রেখে মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মালের নিরাপত্তাকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছেন। তা তাঁরা একটি বারও চিন্তা করে দেখার অবসর পাচ্ছেন না– এটা বিকৃত বিবেকের পরিচয় নয় কি? হুদনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনাক্রমণ চুক্তিকে বলা হয়।

١٣٣٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَخَذَهَا - يَعْنِىْ : اَلْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

১৩৩২. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ঐটা অর্থাৎ জিযিয়া বা কর হাজরবাসী মাজুসীদের কাছ থেকে নিয়েছেন।

[সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৫৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৯১২, মুয়াত্তাতে এটি মুনকাতি' সানাদে বর্ণিত আছে। মুয়াত্তামালিক-১/২৭৮/৪২]

শব্দার্থ ঃ مَجُوْسٌ - অগ্নিপূজক।

١٣٣٣. وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ (رضى) : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ، فَأَخَذُوْهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

১৩৩৩. আসিম ইবনে ওমর, আনাস ও ওসমান ইবনে আবু সুলাইমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে যুদ্ধাভিযানে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদিরের নিকটে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যা করা থেকে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সাথে জিযিয়া করের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করেন।

[হাসান আবূ দাউদ-৩০৩৭)]

শব্দার্থ ঃ حَقَنَ دَمَهُ - তার রক্ত সংরক্ষণ করলেন, হাকে হত্যা করা হতে বাঁচালেন, صَالَحَهُ - তার সাথে সন্ধি করলেন।

١٣٣٤. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِىْ أَنْ آخُذَ مِنْ حَالِمٍ دِيْنَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرِيًّا.

১৩৩৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে ইয়ামান প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক বয়:প্রাপ্ত জিম্মী প্রজার মাথাপিছু (বার্ষিক) কর একটি দিনার বা তার সমমূল্যের মু'আফিরী কাপড় আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। [সহীহ আবূ দাউদ ৯৩০৩৮, ৩০৩৮, নাসায়ী-২৪৫০, ২৪৫১, তিরমিযী-৬২৩, ইবনে হিব্বান-৭৯৪, হাকিম-১/৩৯৮]

শব্দার্থ : حَالِمٌ - বালেগ, عَدْلَهُ - তার সমপরিমাণ, তার সমূল্য, مَعَافِرِىٌّ - এক প্রকার কাপড়।

১৩৩৫. وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِىِّ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ، وَلَا يُعْلَى.

১৩৩৫. আয়িয ইবনে 'আমর মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলাম উচুঁ থাকবে- কখনো নীচু হবে না। [হাসান দারাকুত্বনী-৩/২৫২/৩১]

শব্দার্থ : يَعْلُوْ - উঁচু হবে, বিজয়ী হবে, لَا يُعْلَى - বিজিত হবে না, নীচু হবে না।

১৩৩৬. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوْهُ اِلَى اَضْيَقِهِ.

১৩৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সালাম আদান-প্রদানকালে ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম-প্রদান করবে না। রাস্তায় চলাকালে (কাছাকাছি হলে) তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেত বাধ্য করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৬৭, ইসলামিক সেন্টার-৫৪৯৮]

শব্দার্থ : لَا تَبْدَؤُوا بِالسَّلَامِ - আগে সালাম দিবে না, اِذَا لَقِيْتُمْ - যখন তোমরা সাক্ষাৎ করবে, فِىْ طَرِيْقٍ - রাস্তায়, فَاضْطَرُّوْهُ - তাকে তোমরা বাধ্য করবে, اِلَى اَضْيَقِهِ - সংকীর্ণতার দিকে (যেতে)।

ব্যাখ্যা : ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মানসিক ব্যাধি তখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। দুর্বল জনগণকে শোষণ করতে ও মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে রাখতে কোনই দ্বিধা করত না। তারা বলতো লাইসা আলায়না ফিল উম্মিয়ীনা সাবীল- (যে ইহুদী ও নাসারা নয় এমন উম্মীদের (সাধারণ মানুষের) অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। সূরা

৩–আলে ইমরান ৭৫। ইহুদীরা বহু নবীর হত্যাকারী কলঙ্কিত জাতি; মহানবী ﷺ-কে তারা সালাম দেওয়ার পরিবর্তে- আস্সাম (তোমার মৃত্যু হোক) বলত। বিষ প্রয়োগ করে ও উপর থেকে পাথর ফেলে তাঁকে শহীদ করার চেষ্টাও তারা করেছে। আজকের সভ্যতাভামানী ব্রাহ্মণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দুর্বল জনসাধারণকে মানবাধিকার হতেও বঞ্চিত করে রেখেছে। আমেরিকার কালাদের সঙ্গে সাদা খ্রিস্টানদের এবং ভারতের দলিতের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের ঘৃণ্য মানসিকতা হতে এ সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এদের ওপর সর্বত্র চাপ সৃষ্টি করা অযৌক্তিক মোটেই নয়। এছাড়া যারা স্রষ্টার প্রকৃত বান্দা হিসেবে উৎসর্গ করেছে তাদের প্রাধান্য অবাধ্য বান্দাদের উপরে হওয়া দোষের কিছু নয় বরং সেটাই যুক্তি যুক্ত ও বাঞ্ছনীয়।

١٣٣٧. وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، وَفِيْهِ : هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو : عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

১৩৩৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন বের হয়েছিলেন। (হাদীসটি লম্বা, তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।) এটা ঐ সন্ধি যা আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ সুহাইল ইবনে আমরের সাথে দশ বছর যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্য চুক্তি সম্পাদন করলেন। জনসাধারণ এতে নিরাপদে থাকবে ও একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর আক্রমণ করবে না।

[হাসান আবূ দাউদ হাদীস-২৭৬৬, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।]

শব্দার্থ ঃ وَضْعُ الْحَرْبِ - যুদ্ধ বন্ধ রাখা, يَأْمَنُ - নিরাপত্তা লাভ করবে, يَكُفُّ - বিরত থাকবে।

١٣٣٨. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، وَفِيْهِ : أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوْا : أَنَكْتُبُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

১৩৩৮. মুসলিমে আনাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের একটা অংশে এরূপ আছে, (প্রতিপক্ষ কুরাইশ বলল) তোমাদের যে লোক আমাদের নিকট চলে আসবে, আমরা তাকে তোমাদের মাঝে ফেরত দেব না। আর আমাদের মধ্য থেকে যে লোক তোমাদের মাঝে চলে যাবে তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। (এরূপ শর্ত প্রসঙ্গে) সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ শর্ত কি আমরা লিপিবদ্ধ করব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হ্যাঁ। কেননা, যে আমাদেরকে ছেড়ে তাদের কাছে চলে যাবে (জানতে হবে) আল্লাহ্ তাকে (আমাদের থেকে) দূর করে দিয়েছেন। আর যে তাদের মধ্য থেকে আমাদের কাছে চলে আসবে তার জন্য আল্লাহ্ অচিরেই মুক্তি ও বিপদ থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭৮৪, ইসলামিক সেন্টার-৪৪৮৩]

শব্দার্থ : مَنْ جَاءَ - যে ব্যক্তি আসবে, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্য থেকে, لَمْ نَرُدَّهُ - আমরা তাকে ফেরত দিব না, مَنْ جَاءَكُمْ - যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে, مِنَّا - আমাদের মধ্য থেকে, رَدَدْتُمُوهُ - তোমরা তাকে ফেরত দিবে, سَيَجْعَلُ اللّٰهُ - অচিরেই আল্লাহ তার জন্য বানিয়ে দিবেন বা করে দিবেন, فَرَجًا - বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা, مَخْرَجًا - বের হওয়ার জায়গা।

١٣٣٩. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

১৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। আর জান্নাতের সুবাস ৪০ বছরের দূর পথের ব্যবধান থেকেও পাওয়া যায়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩১৬৬, আধুনিক প্রকাশনী-২৯২৮]

শব্দার্থ : مُعَاهِدٌ - জিম্মি, لَمْ يَرَحْ - ঘ্রাণ পাবে না, يُوْجَدُ - অবশ্যই পাওয়া যায়, مَسِيْرَةٌ - চলার পথ বা দূরত্ব।

٣. بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

৩. অনুচ্ছেদ : ঘোড়া-দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীর নিক্ষেপ

١٣٤٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْخَيْلِ الَّتِيْ قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلٰى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ - قَالَ سُفْيَانُ : مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلٰى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ.

১৩৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইয্‌মারকৃত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা হাফ্‌ইয়া থেকে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত করিয়েছিলেন। আর ইয্‌মারকৃত নয় এমন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা সানিয়াতুল ওয়াদা থেকে বনী যুরাইক্বের মসজিদ পর্যন্ত করিয়েছিলেন। ইবনে ওমর (রা) নিজে প্রতিযোগিতাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪২০, আধুনিক প্রকাশনী-৪৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৮১৭, ইসলামিক সেন্টার-৪৬৯১]

বুখারীতে আছে, সুফ্‌ইয়ান (রা) বলেন : হাফ্‌ইয়া থেকে সানিয়াতুল ওয়াদা পাঁচ বা ছয় মাইল এবং সানিয়া থেকে বনী যুরাইক্বের মসজিদ এক মাইল। (হাফ্‌ইয়া এটা মদীনার বাইরের একটা স্থানের নাম।]

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৬৬, আধুনিক প্রকাশনী-২৬৪৭]]

শব্দার্থ : سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ - ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করিয়েছেন, الَّتِيْ قَدْ أُضْمِرَتْ - যা নির্দিষ্ট নিয়মে হালকা করা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমানো হয়েছে,, كَانَ أَمَدُهَا - তার দূরত্ব ছিল বা তার সীমা ছিল, لَمْ تَضَمَّرْ - হালকা হয়নি।

ব্যাখ্যা : ইয্‌মার এর অর্থ ঘোড়াকে ভালোভাবে খাওয়ায়ে মোটাতাজা করার পর পুন: খাবার কমিয়ে দিয়ে দুর্বল করা। এটা চল্লিশ দিনের মধ্য করা হয়।

١٣٤١. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقَرْحَ فِى الْغَايَةِ.

১৩৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছেন, তিনি এতে পূর্ণ বয়সের ঘোড়া বা দীর্ঘ পথ অতিক্রম সক্ষম ঘোড়াগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[সহীহ আহ্মদ-২/১৫৭, আবূ দাউদ হাদীস-২৫৭৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-৪৬৬৯]

শব্দার্থ ঃ فَضَّلَ - প্রাধান্য দিয়েছেন, اَلْقُرْحُ - পূর্ণ বয়সের ঘোড়া, اَلْغَايَةِ - সীমা।

١٣٤٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا سَبْقَ اِلَّا فِىْ خُفٍّ، اَوْ نَصْلٍ، اَوْ حَافِرٍ.

১৩৪২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উট, তীর ও ঘোড়া ব্যতীত অন্য বস্তুতে কোন প্রতিযোগিতা নেই।

[সহীহ আহ্মাদ-২/৪৭৪, আবূ দাউদ হাদীস-২৫৭৪, নাসায়ী হাদীস-৩৫৮৬, তিরমিযী হাদীস-১৭০০, ইবনে হিব্বান হাদীস-৪৬৭১]

শব্দার্থ ঃ خُفٌّ - উটের খুর বা উট, نَصْلٌ - তীর, حَافِرٌ - ঘোড়ার খুর, ঘোড়া।

١٣٤٣. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ- وَهُوَ لَا يَاْمَنُ اَنْ يَسْبِقَ فَلَاَ بَاْسَ بِهِ، فَاِنْ اَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ.

১৩৪৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন ঘোড়াকে দুটি ঘোড়ার মধ্যে পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে ঢুকিয়ে দেয় এরূপ ক্ষেত্রে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা না থাকা অবস্থায় ঢুকানো জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। [যঈফ আহ্মদ-২/৫০৫, আবূ দাউদ হাদীস-২৫৭৯, ইবনে মাজাহ-২৮৭৬]

শব্দার্থ ঃ مَنْ اَدْخَلَ - যে প্রবেশ করায়, لَا يَاْمَنُ - সে নিরাপদ নয়, নিশ্চিত নয়, اَنْ يَسْبِقَ - ছাড়িয়ে যাবে, لَا بَاْسَ بِهِ - তাতে ক্ষতি নেই, قِمَارٌ - জুয়া।

١٣٤٤. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَاُ : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

১৩৪৪. উক্ববাহ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে মিম্বারের উপরে ওয়া আ'ইদ্দুলাহুম' এ আয়াতটির তেলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, তোমরা সতর্ক হও-তীর নিক্ষেপই শক্তি। সতর্ক হও, তীর নিক্ষেপই শক্তি রয়েছে। সতর্ক হও, তীর নিক্ষেপই শক্তি রয়েছে। (অর্থা তীর নিক্ষেপ তখনকার দিনের বিশেষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে অন্যতম ছিল। তিনি তার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছেন। সমসাময়িক কালে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন বলে যা সাব্যস্ত হবে সেটাকেই আয়ত্ব করা মুজাহিদগণের কর্তব্য।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৭১, ইসলামিক সেন্টার-৪৭৯৪]

শব্দার্থ : أَعِدُّوا - তোমরা প্রস্তুত হও, مَا اسْتَطَعْتُمْ - তোমরা যতটুকু সক্ষম হও, اَلْقُوَّةُ - শক্তি, اَلرَّمْيُ - নিক্ষেপ করা।

١٢. كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

১২তম অধ্যায় : খাদ্যসমূহ

আহার্য বস্তুর বৈধ ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মহানবী ﷺ-এর হাদীসে বহু তাগিদ দেখা যায়। এমনকি ইবাদত-বন্দেগী ও দোয়া কবুলের জন্যে, হালাল রুযী খাওয়া বিশেষ শর্তরূপে গণ্য হয়েছে। সামাজিক জীবনকে উন্নত করার পক্ষে এর প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী।

١٣٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَاَكْلُهُ حَرَامٌ.

১৩৪৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : চোয়ালের দুই ধারে লম্বা কর্তন দন্ত বিশিষ্ট সকল হিংস্র পশুর গোশত খাওয়া হারাম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৩৩, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৪০]

শব্দার্থ : ذُوْنَابٍ - কর্তন দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী, যাদের চোয়ালের দুধারে মাড়ির দাঁত সংলগ্ন দু'টি বড় লম্বা দাঁত থাকে, اَلسِّبَاعُ - হিংস্র পশু।

١٣٤٦. وَاَخْرَجَهُ : مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ : نَهٰى وَزَادَ : وَكُلُّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

১৩৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে আরো আছে 'বড় নখবিশিষ্ট পাখির গোশত খাওয়া হারাম'। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৩৪, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৪২]

শব্দার্থ : ذُوْمِخْلَبٍ - বড় নখবিশিষ্ট, اَلطَّيْرُ - পাখী।

١٣٤٧. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، وَاَذِنَ فِى لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

১৩৪৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাইবার যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস-১৯৪১, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৬৭, বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪২১৯, আধুনিক প্রকাশনী-৩৮৯৮]

বুখারীর শব্দে আছে, ওয়া-রাখ্খাসা (ঘোড়ার গোশত খাবার ছাড় দিয়েছিলেন)।

শব্দার্থ ঃ اَذِنَ - (অনুমতি দিয়েছেন)-এর স্থলে رَخَّصَ শব্দে আছে, অর্থ একই।

١٣٤٨. وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاْكُلُ الْجَرَادَ.

১৩৪৮. ইবনে আবু আওফা (আবূ আওফার পুত্র) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথী হয়ে সাতটা যুদ্ধ করেছি, তাতে আমরা জারাদ (বিশেষ এক প্রকারের পঙ্গপাল) খেতাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৫২, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৪৯]

শব্দার্থ ঃ اَلْجَرَادَ - ফড়িং।

١٣٤٩. وَعَنْ اَنَسٍ - فِىْ قِصَّةِ الْاَرْنَبِ - قَالَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبِلَهُ.

১৩৪৯. আনাস (রা) থেকে (খরগোশের বিবরণে) বর্ণিত। তিনি বলেন : তা যবেহ করে তার একখানা রান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। (তাঁর কবুল করে নেয়া হালাল হওয়ার প্রমাণ।)
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৭২, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৮৫, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৯৫৩]

শব্দার্থ ঃ اَلْاَرْنَبُ - খরগোশ, وَرِكٌ - রান।

١٣٥٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : اَلنَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ ـ

১৩৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি জন্তু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আর সেগুলো হল– পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ, ও সুরাদা (এক প্রকার শিকারী পাখি)। [সহীহ আহ্মদ-৩/৩৩২, ৩৪৭, আবূ দাউদ হাদীস-৫২৬৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩২২৪, ইবনে হিব্বান হাদীস-১০৭৮]

শব্দার্থ ঃ اَلنَّمْلَةُ - পিঁপড়া, اَلنَّحْلَةُ - মৌমাছি।

ব্যাখ্যা : (সোরাদ) কষ্টদায়ক জন্তুকে হত্যা করা যাবে, তবে হুদহুদ ও সোরাদ পাখিদ্বয়কে গোশত খাওয়ার জন্য হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কম কষ্ট দেয় এমন পিপিলিকা হত্যা করা বৈধ নয়।

١٣٥١. وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ (رضى) قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : اَلضَّبُعُ صَيْدٌ هِىَ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : نَعَمْ.

১৩৫১. ইবনে আবী আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে বললাম, হায়েনা কি হালাল শিকার? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।
[সহীহ আহ্মদ-৩/৩১৮,৩২২, আবূ দাউদ হাদীস-৩৮০১, নাসায়ী হাদীস-৪৩২৩, তিরমিযী হাদীস-৮৫১, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩২৩৬, ইবনে হিব্বান হাদীস-১০৬৮]

শব্দার্থ ঃ اَلضَّبُعُ - হায়েনা, صَيْدٌ - শিকার।

ব্যাখ্যা : (যাবুউ) ফার্সী ভাষায় 'কোফতার' বলে। বিশেষ প্রকারের জন্তু বছরান্তে তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, পুরুষ থাকার সময় গর্ভ ধারণ করে ও স্ত্রী থাকার সময় প্রসব করে। হালাল জন্তুর মধ্য গণ্য।–নায়নুল আওতার, ইস্তেহাফ।

١٣٥٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لَا اَجِدُ فِىْ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ.

১৩৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে সজারু (কন্টকাকীর্ণ পাখাবিশিষ্ট জীব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তরে একটা আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যার সারমর্ম- এটাতো আহার গ্রহণকারীর জন্য হারামকৃত বস্তুর অন্তর্গত বলে পাচ্ছি না। তাঁর নিকটে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ সাহাবী বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-একে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এ কুনুফুয প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়ায় তিনি বলেন : অবশ্য এটা নাপাক বস্তুর মধ্যে একটা বস্তু।

শব্দার্থ : اَلْقُنْفُذ - সজারু, خَبِيْثَةٌ - নোংড়া, নাপাক।

١٣٥٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

১৩৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাপাক বস্তু ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৭৮৫, তিরমিযী হাদীস-১৮২৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৮৯]

শব্দার্থ : اَلْجَلَّالَةُ - মল ভক্ষণকারী প্রাণী, اَلْبَانِ - لَبَنٌ -(দুধ) -এর বহুবচন।

١٣٥٤. وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضى) فِيْ قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ. فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

১৩৫৪. আবূ ক্বাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বন্য গাধার (নীল গাভী) ঘটনায় রয়েছে নবী করীম ﷺ ওটার গোশত খেয়েছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৫৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৬৪৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১১৯৬, ইসলামিক সেন্টার-২৭২৪]

শব্দার্থ : اَلْوَحْشِيُّ - বন্য প্রাণী।

١٣٥٥. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ (رضى) قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ.

১৩৫৫. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে ঘোড়া নাহর (যবেহ) করেছিলাম এবং এর গোশত ভক্ষণ করেছিলাম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫১০, আধুনিক প্রকাশনী-৫১০৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৪২, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৬৯]

١٣٥٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ أُكِلَ الضَّبُّ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৩৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দস্তরখানের উপর গুঁইসাপ শাদৃস্য প্রাণী (সান্ডা) খাওয়া হয়েছে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭৩৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৮৪৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৪৭, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৮৩]

শব্দার্থ ঃ اَلضَّبُّ - সাণ্ডা বা গুঁইসাপ। সাদৃশ্য এক প্রকার প্রাণী।

ব্যাখ্যা : (দাব্বো) সুসমার; পানি পান না করে কেবল শিশির ও বায়ুসেবন করে থাকে। চল্লিশ দিনে এক বিন্দু পেশাব করে, শীতকালে গর্তের বাইরে যায় না। এর গোস্ত খাওয়ার ফলে পুরুষত্ব বৃদ্ধি পায়। আরবের লোক বিশেষ করে নজদবাসীরা এর গোশত বেশি খায়। গো-সাপ বলে অর্থ করা ভুল; এটা হালাল জন্তুর মধ্যে গণ্য।–ইত্তেহাফ।

١٣٥٧. وَعَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ (رضى) اَنَّ طَبِيْبًا سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ، فَنَهٰى عَنْ قَتْلِهَا.

১৩৫৭. আব্দুর রহমান ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। কোন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ব্যাঙ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এটা ঔষধে প্রয়োগ করবেন কি না? তিনি ওটা হত্যা করতে নিষেধ করলেন। [সহীহ আহ্মদ-৩/৪৯৯, হাকিম-৪/৪১১]

শব্দার্থ ঃ طَبِيْبٌ - ডাক্তার, اَلضِّفْدَعُ - ব্যাঙ।

٢. بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

২. অনুচ্ছেদ : শিকার ও যবেহকৃত জন্তু

١٣٥٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

১৩৫৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ বা শিকার করার জন্য বা শস্য পাহারার জন্য ছাড়া যদি কেউ কুকুর লালন-পালন করে তবে তার প্রত্যেক দিনের পুণ্য থেকে এক ক্বীরাত করে পুণ্য হ্রাস পাবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৩২২, আধুনিক প্রকাশনী-২১৫৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৭৫, ইসলামিক সেন্টার ৩৮৮৩]

শব্দার্থ : كَلْبُ مَاشِيَةٍ - গৃহপালিত পশু পাহারাদার কুকুর, كَلْبُ صَيْدٍ - শিকার ধরার কুকুর, كَلْبُ زَرْعٍ - ফসল পাহারাদার কুকুর, اِنْتَقَصَ - কমে গেছে বা কমে যাবে।

١٣٥٩. وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ : فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ.

১৩৫৯. আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : যখন তুমি তোমার কুকুর শিকার ধরার জন্য পাঠাবে তখন

আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠাবে। যদি কুকুর শিকার তোমার জন্য রেখে থাকে তুমি তা জীবিত পেলে যবেহ করবে, আর মৃত পেলে যদি কুকুর তা থেকে না খেয়ে থাকে তবে তুমি খাবে, আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও পাও এবং শিকার নিহত হয়েছে দেখ তবে ওটা খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তুমি জানতে পারলে না যে, কোন কুকুর ওটাকে হত্যা করেছে।

আর তোমার তীর যদি তুমি নিক্ষেপ কর তবে আল্লাহর নাম নিয়ে নিক্ষেপ করবে এমতাবস্থায় যদি একদিন তোমার শিকার তোমার হস্তগত না হয় আর তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কোন আঘাত-চিহ্ন তাতে না পাও তবে তুমি ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। আর যদি পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তবে ওটা ভক্ষণ করে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৮৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৭৮, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৯২৯, ইসলামিক সেন্টার-৪৮২৯]

শব্দার্থ ঃ اَنْ اَمْسَكَ - যদি ধরে রাখে, فَاَدْرَكْتَهُ - আর তা তুমি পাও, حَيٌّ - জীবিত, لَمْ يُؤْكَلْ - খাওয়া হয়নি, لَا تَدْرِيْ - তুমি জানো না, اِنْ رَمَيْتَ - যদি তুমি নিক্ষেপ করো, سَهْمَكَ - তোমার তীর, غَرِيْقٌ - আঘাতে নিহত।

١٣٦٠. وَعَنْ عَدِيٍّ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ : اِذَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَاِذَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ، فَلاَ تَاْكُلْ .

১৩৬০. আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মি'রাদ (ফলকহীন অস্ত্র, যার উভয় দিকের ডগা সরু মধ্যভাগ মোটা) দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত শিকার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন : যদি শিকারকে তুমি তীক্ষ্ম অংশ দ্বারা আঘাত করে থাক তবে তা খেতে পার আর যদি পার্শ্ব দিয়ে আঘাত করো আর তা যদি নিহত হয়ে যায় তবে তা মাওকূয-এর মধ্যে গণ্য হবে। (খাওয়া হারাম হবে) তুমি তা খাবে না।

[বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৭৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৭১]

শব্দার্থ ঃ اَلْمِعْرَاضُ - ফলকবিহীন অস্ত্র, حَدٌّ - ধার বা ধারালো, عَرْضٌ - প্রশস্ত বা মোটা, وَقِيْذٌ - আঘাতে নিহত।

ব্যাখ্যা : وقيذ বলা হয় কোন কিছুর তীক্ষ্ণধার দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত না হয়ে আড়াআড়িভাবে আঘাত লেগে (যা দ্বারা সাধারণতঃ রক্ত ঝরার মত ক্ষত সৃষ্টি হয় না) মারা যায়।

١٣٦١. وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ.

১৩৬১. আবূ সা'লাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : (আল্লাহর নাম নিয়ে) তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ করার পর যদি ঐ শিকার হস্তগত না হয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকে, তারপর তুমি ওটা পেলে এবারে তুমি তা ভক্ষণ কর যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা দুর্গন্ধযুক্ত না হয়।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৩১, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৩৩]

শব্দার্থ ঃ مَالَمْ يُنْتِنْ - যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ না হয়।

١٣٦٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِيْ أَذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ : سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوْهُ.

১৩৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কওম নবী করীম ﷺ-কে বলল : অবশ্য কিছু লোক আমাদের নিকটে গোশত নিয়ে আসে, আমরা জানি না তা যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়েছে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নিয়ে ওটা খাওয়া শুরু করা। ওটা খাও।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫০৭, আধুনিক প্রকাশনী-৫১০১]

শব্দার্থ ঃ اَللَّحْمُ - গোশ্ত।

١٣٦٣. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلٰكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

১৩৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুজানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায্ফ করতে নিষেধ করেছেন। (ছোট পাথর, খেজুরের আঁটি বা এ প্রকার কোন ছোট বস্তুকে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করাকে খায্ফ বলা হয়।)

তিনি আরো বলেন : কেননা এটি কোন শিকারও করে না, শত্রুকেও গুরুতর আহত করে না কিন্তু এটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে ও চক্ষু ফুঁড়ে দেয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৭৯, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৭৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৫৪, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৯৭]

শব্দার্থ : اَلْخَذْفُ - ছোট পাথর নিক্ষেপ করা, لَا تَنْكَى - যখম করে না, تَكْسِرُ - ভেঙ্গে ফেলে, اَلسِّنُّ - দাঁত, تَفْقَأُ - নষ্ট করে, উপড়ে ফেলে, اَلْعَيْنِ - চোখ।

١٣٦٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

১৩৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন জীবন্ত জন্তুকে তীর নিক্ষেপের জন্য নিশানারূপে গ্রহণ করবে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৫৭, ইসলামিক সেন্টার-৪৯০৩]

শব্দার্থ : غَرَضٌ - তীর ছোঁড়ার লক্ষ্য বস্তু।

١٣٦٥. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ امْرَاَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَاَمَرَ بِاَكْلِهَا.

১৩৬৫. কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কোন একজন স্ত্রীলোক পাথর দ্বারা ছাগল যবেহ করেছিল সে সম্পর্কে নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করা হল। তিনি ওটা খেতে নির্দেশ দিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫০৪, আধুনিক প্রকাশন-৫০৯৮]

শব্দার্থ : حَجَرٌ - পাথর।

ব্যাখ্যা : পাথরের ধারালো সিক দিয়ে কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা হলেও ঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হলে সঠিক যবেহ হয়েছে বলে ধরা যাবে ও খাওয়া যাবে।

١٣٦٦. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا اَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفْرُ : فَمُدَى الْحَبَشِ.

১৩৬৬. রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যা (যে আঘাত) রক্ত প্রবাহিত করে আর তাতে (যে আঘাতে) আল্লাহ্‌র নাম দেয়া হয় (বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা হয়) তা ভক্ষণ কর। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহকৃত হলে নয়। দাঁত তো হাড় ও নখ অসভ্য হাবশীদের অস্ত্র। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫০৩, আধুনিক প্রকাশনী-৫০৯৭, মুসলিম, হাদীস-১৯৬৮, ইসলামিক সেন্টার-৪৯৩৬]

শব্দার্থ : مَا اَنْهَرَ - যা প্রবাহিত করে, اَلظُّفُرُ - নখ, عَظْمٌ - হাড়, مُدًى - ছুরি বা অস্ত্র।

١٣٦٧. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْتَلَ شَىْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

১৩৬৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন জন্তুকে বেঁধে রেখে নিশানা করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৫৯, ইসলামিক-৪৯০৭]

শব্দার্থ : قَتْلُ صَبْرٍ - বেঁধে রেখে নিশানা করে হত্যা করা।

١٣٦٨. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

১৩৬৮. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবের উপর দেয়া করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, (কোন ন্যায্য কারণে) যদি হত্যা কর তবে উত্তমরূপে হত্যা করবে, (যথাসম্ভব কষ্টের লাঘব করবে) যবেহ করলে উত্তমরূপে যবেহ করবে– ছুরি ভালো করে ধার দেবে, যবেহকৃত জন্তুর কষ্টের লাঘব করবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৫৫, ইসলামিক সেন্টার-৪৮৯৯]

শব্দার্থ : كَتَبَ - ফরয করেছেন বা নির্ধারণ করেছেন, اَلْاِحْسَانَ -দয়া বা দয়া করা, شَفْرَةٌ - ছুরি, وَلْيُرِحْ - সে যেন আরাম দেয়।

١٣٦٩. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ.

১৩৬৯. আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ভ্রুণের যবেহ্ কাজ তার মায়ের যবেহ্ দ্বারা সম্পাদিত হয়।
[সহীহ্ আহমদ-৩/৩৯, ইবনে হিব্বান হাদীস-১০৭৭, তালখীস-৪/১৬৫]

শব্দার্থ : ذَكَاةُ - যাবাহ্ করা, اَلْجَنِيْنُ - পেটের বাচ্চা।

١٣٧٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيْهِ اِسْمُهُ، فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يُسَمِّىَ حِيْنَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَاْكُلْ.

১৩৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলিমের জন্য (আল্লাহ্‌র) নামই যথেষ্ট, যদি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যায় তবে আল্লাহ্‌র নাম নেবে (বিসমিল্লাহ বলবে) তারপর আহার করবে। [য'ঈফ দারাকুত্বনী-৪/২৯৬/৯৬]
[আব্দুর রায্‌যাক্-৪/৪৮, হাদীস-৮৫৪৮, হাফিয ইবনে হাজার এ বর্ণনাটি সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন ফাতহুল বারী-৯/৬২৪]

শব্দার্থ : يَكْفِيْهِ - তার জন্য যথেষ্ট, اِسْمُهُ - তার (আল্লাহর) নাম (নেয়া), اِنْ نَسِىَ - যদি সে ভুলে যায়, اَنْ يُسَمِّىَ - নাম নিতে, فَلْيُسَمِّ - তাহলে সে নাম নিবে বা 'বিস্‌মিল্লাহ-হ' বলবে, ثُمَّ لِيَاْكُلْ - অতঃপর সে খাবে।

١٣٧١. وَاَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ.

১৩৭১. আব্দুর রায্‌যাক, ইবনে আব্বাস (রা) হতে সহীহ সানাদে হাদীসটি তাঁর ওপর মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। [আব্দুর রায্‌যাক-৪/৪৮,৮৫৪৮; ফাতহুল বারী-৯/৬২৪]

١٣٧٢. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَبِىْ دَاوُدَ فِىْ مَرَاسِيْلِهِ بِلَفْظٍ : ذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَوْ لَمْ يَذْكُرْ.

১৩৭২. ইমাম আবূ দাউদের মারাসিল নামক হাদীস গ্রন্থে এর একটা শাহিদ (সম অর্থবাহী) হাদীস আছে–তাতে উল্লেখ রয়েছে, মুসলিমের যবেহকৃত জন্তু হালাল, সে তাতে বিসমিল্লাহ্ বলুক কিংবা না-ই বলুক। এর বর্ণনাকারী রাবীগণ মজবুত (নির্ভরযোগ্য)। [য'ঈফ মারাসীল আবূ দাউদ-৩৭৮]

٢. بَابُ الْأَضَاحِيّ

৩. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর বিবরণ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হল- সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা ও উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ। আর সমস্ত বস্তুর শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু বা ধংশ। এমতাবস্থায় কোনো কোনো জীবের মৃত্যু যদি স্রষ্টার সন্তুষ্টি কামনার নিমিত্তে হয় তবে তা সর্বাবস্থাতেই যে সর্বোৎকৃষ্ট পূণ্য কাজ– এতে কোন শংসয়ের অবকাশ নেই। বরং তা সর্বতভাবে সমর্থনযোগ্য। ইসলামে কুরবানীও সেই সত্যেরই বাস্তবরূপ।

(অনুবাদক)

١٣٧٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّيْ، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِيْ لَفْظٍ : ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

১৩৭৩. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মৃদু শ্যামল ও শিং বিশিষ্ট দুটি দুম্বা কুরবানী করতেন আর আল্লাহর নাম নিতেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন এবং তিনি (যবেহ করার সময়) নিজ পা তাদের পাঁজরে চোয়ালে রাখতেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নিজ হাতে ঐ দু'টিকে যবেহ করেছেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫৬৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫১৫৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৬৬, ইসলামিক সেন্টার-৪৯৩১]

অন্য বর্ণনার শব্দে আছে, সামীনাইনে (দুটি মোটাতাজা), হাসান : ইবনে মাজাহ (৩১২২) আর আবূ আওয়ানার সহীহ সংকলনে আছে, (ছামীনাইনে) দু'টি মূল্যবান দুম্বা- অর্থাৎ 'সীন'-এর বদলে 'ছা' রয়েছে। আর মুসলিমের শব্দে আছে, তিনি বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলতেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৬৬, ইসলামিক সেন্টার-৪৯৩৪]

শব্দার্থ ঃ كَبْشٌ - মেষ বা দুম্বা, كَبْشَيْنِ - দু'টি মেষ, اَمْلَحَيْنِ - সাদা কালো মিশ্রিত রং বিশিষ্ট, اَقْرَنَيْنِ - শিং বিশিষ্ট, صَفَاحٌ - ঘাড় বা ঘাড়ের পার্শ্ব।

١٣٧٤. وَلَهُ : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ (رضى) عَنْهَا اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ، يَطَأُ فِىْ سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِىْ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ لِيُضَحِّىَ بِهِ، فَقَالَ : اِشْحَذِى الْمُدْيَةَ، ثُمَّ اَخَذَهَا، فَاَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

১৩৭৪. সহীহ্ মুসলিমে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কুরবানী করার জন্য শিং বিশিষ্ট একটা দুম্বা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন– যার পা, পেট, চোখের পার্শ্বদেশ কালো রংয়ের ছিল। তিনি [আয়েশা (রা)-কে] বলেন : ছুরিখানা পাথরে ঘষে ধারালো করে দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরিটি হাতে নিলেন এবং দুম্বাটি ধরলেন, তারপর দুম্বাটিকে মাটিতে ফেলে ধরে যবেহ করলেন, যবেহ করার সময় বললেন।

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল, মিন্ মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন্ ওয়া মিন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে-হে আল্লাহ্! তুমি এটা মুহাম্মদ মুহাম্মদের স্বজন ও তাঁর উম্মাতগণের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৭৬, ইসলামিক সেন্টার-৪৯৩৫]

শব্দার্থ ঃ يَطَأُ - চলে বা পা ফেলে, سَوَادٌ - কালো, يَبْرُكُ - হাঁটু রাখে বা ফেলে বা শয়ন করে, يَنْظُرُ - দেখে, لِيُضَحِّىَ بِهِ - সে যেন তা কুরবানী করে, هَلُمِّىْ - তুমি নিয়ে এসো, اَلْمُدْيَةُ - ছুরি, اِشْحَذِىْ - তুমি ধার দাও, بِحَجَرٍ - পাথর দ্বারা, اَضْجَعَهُ - তিনি তা শুয়ালেন, تَقَبَّلْ - তুমি কবুল করো।

١٣٧٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا.

১৩৭৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার কুরবানী করার সামর্থ্য রয়েছে তবুও সে কুরবানী আদায় করল না

তবে যেন সে আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে। [হাসান আহ্মদ হাদীস-৮২৫৬, হাকিম-৪/২৩১/২৩২, ইবনে মাজাহ্ হাদীস-৩১২৩, হাকিম একে সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ একে মাওকূফ বলেছেন।]

শব্দার্থ ঃ سَعَةٌ - স্বচ্ছলতা/প্রশস্ততা, لَمْ يُضَحِّ - কুরবানী করেনি, করল না, فَلاَ يَقْرَبَنَّ - সে যেন নিকটবর্তী না হয়, مُصَلاَّنَا - আমাদের ঈদগাহ।

١٣٧٦. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ (رضى) قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ اِلٰى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ.

১৩৭৬. জুন্দুব ইবনে সুফ্ইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে থেকে কুরবানী পর্ব উদযাপন করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন লোকদেরকে নিয়ে (ঈদুল আয্হার) সালাত সমাপ্ত করলেন তখন একটা যাবাহকৃত ছাগল দেখে বললেন : যে ব্যক্তি (ঈদুল আযহার) সালাতের পূর্বে যবেহ্ করেছে সে যেন পুনরায় একটা ছাগল তার স্থলে যবেহ্ করে। আর যে সালাতের আগে যবেহ করেনি (সে ঠিক করেছে) এখন সে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করুক। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৫৬২, আধুনিক প্রকাশনী-৫১৫৫, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৬০, ইসলামিক সেন্টার-৪৯০৯]

শব্দার্থ ঃ اَلْأَضْحَى - কুরবানী পর্ব, কুরবানী, قَضٰى صَلَاتَهُ - তিনি সালাত শেষ করলেন।

ব্যাখ্যা : হাদীস হতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরবানী যবেহ করার সময় ঈদুল আযহা বা বক্রাঈদের সালাতের পর হতে আরম্ভ হবে তার আগে নয়।

١٣٧٧. وَعَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: اَرْبَعٌ لَا تَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا : اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْكَبِيْرَةُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ.

১৩৭৭. বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, চার প্রকার জন্তুর কুরবানী করা জায়েয

হবে না– কানা, যার কানা হওয়া সুস্পষ্ট নিদর্শন (নিশ্চিত) রয়েছে; রুগ্ন যার রুগ্নতা প্রকট আকার ধারণ; খোঁড়া যার খঞ্জত্ব সন্দেহাতীত ও মেদ শূন্য, বয়:বৃদ্ধভাবে প্রমাণিত। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৮০২, নাসায়ী হাদীস-৪৩৭০, তিরমিযী হাদীস-১৪৯৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৪৪, আহমদ-৪/৮৪২৮৯, ইবনে হিব্বান-১০৪৬]

শব্দার্থ ঃ لَا تَجُوْزُ - বৈধ নয়, ضَحَايَا - ضَحِيَّةٌ - (কুরবানী) বহুবচন, اَلْعَوْرَاءُ - কানা, اَلْبَيِّنُ - স্পষ্ট বা প্রকাশ্য, عَوَرٌ - কানা হওয়া, اَلْمَرِيْضَةُ - অসুস্থ, اَلْعَرْجَاءُ - ঘোড়া বা লেংরা, ظَلْعٌ - খঞ্জত্ব, اَلْكَبِيْرَةَ - বৃদ্ধ, لَا تُنْقِىْ - অস্থি-মজ্জা বিহীন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস 'কাবীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে–যার অর্থ বয়ঃবৃদ্ধ। কিন্তু যদি উক্ত শব্দের স্থলে 'কাশীরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তার অর্থ হবে ভগ্ন অঙ্গবিশিষ্ট পশু।

١٣٧٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوْا اِلَّا مُسِنَّةً، اِلَّا اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ.

১৩৭৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা মুসিন্না জন্তু ব্যতীত কুরবানী করবে না। যদি তা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য না হয় তবে জাযা' (ছয়'মাসের ভেড়া) কুরবানী করবে।
[য'ঈফ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৯৬৩, ইসলামিক সেন্টার-৪৯২৬]

শব্দার্থ ঃ مُسِنَّةً - দাঁতল পশু বা বছর পূর্ণ পশু, اَنْ يَعْسُرَ - কঠিন হয় বা সংগ্রহ না করা যায়, اَلضَّانِ - ভেড়া, جَذَعَةً - ৬-৭ মাস থেকে এক বৎসর বয়সের ভেড়া।

ব্যাখ্যা : মুসিন্না শব্দের অর্থ দুধের দাঁত উঠে গিয়ে তার স্থলে স্থায়ী দাঁত নির্গত হওয়া। মতান্তরে বয়সের দিক দিয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করা। ফিক্হুল ইসলাম।

١٣٧٩. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ، وَّلَا نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ. وَّلَا مُقَابَلَةٍ، وَّلَا مُدَابَرَةٍ، وَّلَا خَرْقَاءَ، وَّلَا شَرْقَاءَ.

১৩৭৯. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কুরবানীর জন্তু, (কেনার সময়) চোখ, কান ভালোভাবে দেখে নিতে আদেশ দিয়েছেন। আর কানা, কানের অগ্রভাগ কাটা, পেছনের অংশ কাটা, ছিদ্র কান বা কান ফাড়া জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। [যঈফ তিরমিযী হাদীস-১৪৯৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৪২, নাসায়ী হাদীস-৪৩৭, ৪৩৭৩, ৪৩৭৫]

শব্দার্থ : أَنْ نَسْتَشْرِفَ - ভালোভাবে দেখি, اَلْعَيْنَ - চোখ, اَلْأُذُنُ - কান, مُقَابَلَةٌ - কানের অগ্রভাগ কাটা, مُدَابَرَةٌ - কানের পিছনের দিক কাটা, خَرْقَاءُ - কান ছিদ্র, شَرْمَاءُ - কান কাটা।

١٣٨٠. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ أَمَرَنِى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ. وَلَا أُعْطِيَ فِيْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

১৩৮০. আলী ইবনে আবু ত্বালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে আদেশ করেছিলেন যে, আমি যেন তার নির্বাচিত কুরবানীর উটের কাছে অবস্থান করি এবং এর গোশত, চামড়া ও ঝুলগুলো মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করি আর চামড়ার ছিলা ও গোশত কাটার মজুরি যেন কুরবানীর জন্তুর কোন অংশ থেকে না দেই। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৭০৭, আধুনিক প্রকাশনী-১৫৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩১৭, ইসলামিক সেন্টার-৩০৪৩]

শব্দার্থ : بُدْنٌ - উট, جِلَالٌ - গদি ও ঝুল, جِزَارَةٌ - পশুর চামড়া ছিলা ও গোশ্‌ত কাটা।

١٣٨١. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : اَلْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

১৩৮১. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হুদায়বিয়ার (ঐতিহাসিক) সন্ধির সময় নবী করীম ﷺ-এর সাথে থেকে একটা উট সাতজনের পক্ষ থেকে ও একটা গরু সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম। [যঈফ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩১৮, ইসলামিক সেন্টার-৩০৪৮]

শব্দার্থ : نَحَرْنَا - আমরা যাবাহ করেছি।

ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ একটি উটকে কুরবানীর ক্ষেত্রে দশটি ছাগলের সমমূল্যের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বুখারী, মুসলিস, সুবুল ৪র্থ খণ্ড, মিশরীয় ছাপা, ৯৬ পৃষ্ঠা।

٤. بَابُ الْعَقِيْقَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : আক্বীকার বিবরণ

١٣٨٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

১৩৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা)-এর জন্য একটা করে দুম্বা আক্বীকাহ করেছেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৮৪১, ইবনুল জারূদ-৯১১, আবূ হাতিম ও বর্ণনাটি মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইলাল আবী হাতিম-২/৪৯/১৬৩১]

শব্দার্থ : عَقَّ - 'আকীকাহ করেছেন, كَبْشًا كَبْشًا - একটি করে মেষ।

١٣٨٣. وَاَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ نَحْوَهُ.

১৩৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অনুরূপ একটা হাদীস ইমাম ইবনে হিব্বান সংকলন করেছেন। [সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-১০৬১]

١٣٨٤. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُمْ اَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

১৩৮৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি সমজুটি ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটা ছাগল আক্বীকাহ করার আদেশ করেছেন। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৫১৩]

শব্দার্থ : اَنْ يُعَقَّ - 'আকীকাহ দেয়া হবে, مُكَافِئَتَانِ - একই রকম দু'টি বা সমান সমান দু'টি, اَلْغُلَامِ - পুত্র সন্তান, اَلْجَارِيَةُ - কন্যা সন্তান।

١٣٨٥. وَاَخْرَجَ الْخَمْسَةُ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

১৩৮৫. আহমদসহ আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, উম্মু কুরযিল কা'বীয়া (সাহাবিয়াহ রা.) থেকে, অনুরূপ একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন।] [সহীহ আহ্মদ-৬/৩৮১, আবূ দাউদ হাদীস-২৮৫, ২৮৩৬, নাসায়ী হাদীস-৪২১৭, ৪২১৮, তিরমিযী হাদীস-১৫১৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৬২]

١٣٨٦. وَعَنْ سَمُرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمّٰى.

১৩৮৬. সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক শিশুকে তার আক্বীকার বিনিময়ে রেহেন রাখা হয়, ফলে তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকাহ যবেহ করতে হবে, তার মাথার চুল কামানো (মুণ্ডানো) হবে ও তার নামকরণ করতে হবে। [সহীহ আহমদ-৫/৭.১২,১৭, আবূ দাউদ হাদীস-২৮৩৮, তিরমিযী হাদীস-১৫২২, নাসায়ী হাদীস-৪২২০, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩১৬৫, ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

শব্দার্থ : مُرْتَهَنٌ - আবদ্ধ, تُذْبَحُ - যাবাহ করা হয়, يُحْلَقُ - মাথা মুণ্ডনো হয়, يُسَمّٰى - নাম রাখা হয়।

ব্যাখ্যা : আকীকা করা সুন্নাত কিন্তু সুন্নাত ঐ আমলকে গণ্য করা হবে যা মহানবী ﷺ প্রদর্শিত আদর্শানুযায়ী পালন করা হয় না। আদর্শচ্যুত কাজ কোন দিনই সুন্নাত বলে গণ্য হবে না। আকীকা ও খাৎনাকে অবলম্বন করে অনেক বিদআত সমাজে চালু হয়েছে–যা পাপের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১. আকীকা সন্তানের বয়সের সপ্তম দিনে করা উত্তম তবে যঈফ হাদীসে ১৪ ও ২১ জন্ম তারিখে কথা এসেছে। আমল যঈফ হাদীসের ভিত্তিতে নয় তবে সুন্নাত মোতাবেক সপ্তম দিনে আকীক দিতে না পারলে যে কোন দিন দেওয়ার সমর্থনে হাদীস পাওয়া যায়।

২. একটা বকরা-বকরী বা ভেড়া-ভেড়ী দেয়া যায় তবে পুত্র সন্তানের জন্য দুটি দেয়া উত্তম। কারণ কাওলী হাদীস (নির্দেশসূচক বাণী) থেকে এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

৩. আকীকা দেয়ার দিন সন্তানের চুল কামান ও ঐ চুলের সম ওজনের চাঁদি বা তার মূল্য খয়রাত করা উত্তম।

৪. সন্তান ভূমিষ্ট হলে সেই মূহূর্তে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হয়। বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণীত নয়।

৫. সন্তানের পেটে প্রথম খাদ্য দেয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে কোন নেক্কার মানুষের কোলে দিয়ে তাঁর চিবান খেজুর বা কোন সুখাদ্য ছেলে বা মেয়ের তালুতে লাগিয়ে দেয়া। একে আরবী ভাষায় 'তাহ্নিক' বলে।–উঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬. আমাদের মুসলিম সমাজে সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে এখন অনৈসলামিক ভাবধারাকে প্রবেশ করাবার জন্য জোর অপচেষ্টা চালান হচ্ছে– এটা যে একটা অশুভ ইঙ্গিত তা বলা বাহুল্য।

١٣. كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

১৩তম অধ্যায় : শপথ করা ও মান্নত করা

١٣٨٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِىْ رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّا اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ، اَوْ لِيَصْمُتْ.

১৩৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে একদল আরোহী যাত্রী দলের মধ্যে তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছেন এমন অবস্থায় পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। যার কসম করার প্রয়োজন হবে সে যেন আল্লাহ্র নামেই কসম করে অথবা নীরব থাকে। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৬৪৬, আধুনিক প্রকাশনী-৬১৮৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৪৬, ইসলামিক সেন্টার-৪১০৯]

শব্দার্থ : اَدْرَكَ - সে পেল, رَكْبٌ - যাত্রী দল, يَحْلِفُ - শপথ করে, بِاَبِيْهِ - তার বাবার নামে, مَنْ كَانَ حَالِفًا - যে শপথ করতে চায়, فَلْيَحْلِفْ - সে যেন শপথ করে, بِاللّٰهَ - আল্লাহর নামে, لِيَصْمُتْ - সে যেন চুপ থাকে।

١٣٨٨. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ، النَّسَائِىِّ: عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ، وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْاَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوْا اِلَّا بِاللّٰهِ، وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

১৩৮৮. আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত হাদীসে আছে, তোমরা তোমাদের পিতার নামে কখনো কসম করবে না, মাতার বা দেবদেবির নামেও না। কেবল আল্লাহর নামেই কসম করবে। আর আল্লাহ্র নামে কসম করার ব্যাপারে তোমাদেরকে সত্যবাদী থাকতে হবে (মিথ্যা কসম করবে না)। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩২৪৮, নাসায়ী হাদীস-৩৭৬৯]

শব্দার্থ ঃ لَاتَحْلِفُوْا - তোমরা শপথ করো না, بِاٰبَائِكُمْ - তোমাদের বাপ-দাদার নামে, وَلَا بِالْاَنْدَادِ - আর না দেব-দেবীর নামে, اَنْتُمْ - তোমরা, صَادِقُوْنَ - সত্যবাদী।

١٣٨٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

১৩৮৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কসম করার জন্য তোমাকে যে ব্যক্তি চাপ প্রয়োগ করে বা দাবি জানায় তার উদ্দেশ্যের অনুকূলে তোমাকে কসম করতে হবে।

শব্দার্থ ঃ يَمِيْنُكَ - তোমার শপথ, مَا يُصَدِّقُكَ -যে বিষয়ে তোমাকে স্বীকৃতি দেয়, صَاحِبُكَ - তোমার সাথী।

١٣٩٠. وَفِىْ رِوَايَةٍ : اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

১৩৯০. অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কসম তলবকারীর নিয়তের বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে (কসম সাব্যস্ত) হবে [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩২৪৮, নাসায়ী হাদীস-৩৭৬৯]

শব্দার্থ ঃ اَلْمُسْتَحْلِفُ - শপথ দাবীকারী, কামনাকারী।

ব্যাখ্যা : প্রতিপক্ষে নিয়াতের উদাহরণ নিম্নরূপ–কোন লোক অন্য লোককে টাকা ধার দিতে সক্ষম বলল, ভাই তোমার কাছে টাকা থাকে তো দাও। উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমার কাছে টাকা নেই।; কিন্তু তার কাছে না থাকলেও তার বাড়িতে টাকা রয়েছে। এরূপ কসম করার জন্য ২য় ব্যক্তি মিথ্যা কসম করার দায়ে গোনাহগার হবে। কারণ সে জানে যে, আমার টাকা যেখানেই থাক না কেন, সে সেই টাকা আমার কাছে ধার চাইছে। ফাঁকি দেয়ার জন্য 'কাছে' শব্দ ব্যবহার করে সে মিথ্যা কসমের গোনাহ হতে রেহাই পাবে না। তবে টাকা আছে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেওয়ার মত

টাকা নেই অথবা ঋণ তলবকারী যদি এমন ব্যক্তি হয় যে সে ঋণ পরিশোধ করবে বলে আত্মবিশ্বাস না থাকে অথচ সরাসরি না বলে দিলে তার পক্ষ থেকে ক্ষতি সম্ভাবনা রয়েছে এমতাবস্থায় তাওরিয়া করা জায়েয অর্থাৎ নেই বলে দেওয়া সুযোগ বা সম্ভব না থাকা উদ্দেশ্য নেওয়া যায়।

١٣٩١. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ، فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ اَئْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ. وَفِىْ لَفْظٍ لِلْبُخَارِىِّ : (فَائْتِ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ). وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَبِىْ دَاوُدَ : (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ).

১৩৯১. আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তুমি যদি কোন বস্তুর ওপর কসম করে বস, তারপর দেখ যে, কসম ঠিক রাখার চেয়ে কসম ভেঙ্গে তার বিপরীত বস্তুই তোমার জন্য কল্যাণকর তবে কসমের কাফ্ফারা প্রদান করে ভালো কাজটিই সম্পাদন কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৬২২, আধুনিক প্রকাশনী-৬১৬১, মুসলিম, হাদীস একা-১৬৫২, ইসলামিক সেন্টার-৪১২৬, ৪১২৭, বুখারীর শব্দে আছ 'ভালো কাজটি কর আর শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে দাও। বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭২২, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৬৭, আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে 'শপথ ভঙ্গের কাফ্ফরা দাও তারপর ভালো কাজটি কর। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩২৭৮]

শব্দার্থ : اِذَا حَلَفْتَ - যখন তুমি শপথ করবে, رَاَيْتَ - তুমি দেখলে, দেখতে পেলে, خَيْرٌ - উত্তম বা কল্যাণকর, كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ - তোমার কসম ভঙ্গের কাফফারাহ দিবে, اِئْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ - যা কল্যাণকর তা করবে।

ব্যাখ্যা : কসম ভাঙ্গার পরে কাফ্ফারা দিতে হবে, তার আগে নয় এমন ফতওয়া দেয়া একেবারে ভুল, তা উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

١٣٩٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ.

১৩৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কেউ 'ইন্‌শাআল্লাহ' বাক্য জুড়ে দিয়ে কোন কসম করে তবে সে ক্বসম ভঙ্গকারী হবে না (যদিও সে কসমের বিপরীত কাজ করে বসে)।
[সহীহ আহমদ-৯২/১০, আবূ দাউদ-৩২৬১, নাসায়ী হাদীস-৩৭৯৩, তিরমিযী হাদীস-১৫৩১, ইবনে মাজাহ হাদীস-২১০৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-১১৮৪]

শব্দার্থ ঃ لَاحِنْثَ عَلَيْهِ - তার শপথ ভঙ্গের গুনাহ হবে না।

١٣٩٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

১৩৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর ক্বসম (এরূপ বাক্য) থাকত। না (নতুবা) হৃদয়ের পরিবর্তনকারীর কসম। (মনের পরিবর্তন আনয়নকারীর (আল্লাহর ক্বসম)।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৬২৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬১৬৬]

শব্দার্থ ঃ مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ - অন্তর পরিবর্তনকারী।

١٣٩٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ؟.. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ قُلْتُ : وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ : اَلَّذِيْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ .

১৩৯৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ কাবীরা গুনাহ্ (বড় পাপ) কি? এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীসে রাবী বলেছেন তাতে রয়েছে, আমি বললাম : ইয়ামিনুল গামুস কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৯২০, আধুনিক প্রকাশনী-৬৪৪০]

শব্দার্থ ঃ اَلْكَبَائِرُ - كَبِيْرَةٌ - এর (বড় গুনাহ) বহুবচন, اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ - মিথ্যা শপথ, كَاذِبٌ - মিথ্যুক।

١٣٩٥. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ قَالَتْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ : لَا وَاللّٰهِ. بَلٰى وَاللّٰهِ.

১৩৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী- "আল্লাহ্ তোমাদের উদ্দেশ্যহীন (কোন) কসমের জন্য তোমাদেরকে ধৃত করবেন না।"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ কথায় কথায় বলে থাকে 'না, আল্লাহর কসম বা হ্যাঁ, আল্লাহর কসম এরূপ উদ্দেশ্যবিহীন ও স্বার্থশূন্য কসম' (এ গুলোতে কোন পাপ বা অপরাধ হয় না)। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৬৬৩, আধুনিক প্রকাশনী-৬১৯৮, আবূ দাউদ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন হাদীস-৩২৫৪]

শব্দার্থ : لَا يُؤَاخِذُكُمْ - তোমাদের ধরবেন না বা পাকড়াও করবেন না, بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ - তোমাদের উদ্দেশ্যহীন শপথের কারণ।

١٣٩٦. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

১৩৯৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অবশ্যই আল্লাহর নিরানব্বই নাম রয়েছে। ঐগুলোকে যে আয়ত্বে রাখবে (আমলে আনবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৭৩৬, আধুনিক প্রকাশনী-২৫৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৭৭, ইসলামিক সেন্টার-৬৬১৯, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান নামগুলো উল্লেখ করেছেন। সঠিক কথা নামের উল্লেখ কোন রাবীর পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ। তিরমিযী হাদীস-৩৫০৭, ইবনে হিব্বান-৮০৮]

শব্দার্থ : مَنْ اَحْصَاهَا - যে সেটা আয়ত্ব করবে বা মুখস্থ করবে বা হিফাযাত করবে।

١٣٩٧. وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا. فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ.

১৩৯৭. উসামাহ ইবনে যাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার প্রতি কোন কল্যাণ করা হবে আর সে তার ঐ কল্যাণের বিনিময়ে কল্যাণকারীর উদ্দেশ্যে বলবে (দোয়া করবে) আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম

প্রতিদান দান করুক তবে সে তার অধিক গুণ বর্ণনা করল। অর্থাৎ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-২০৩৫, ইবনে হিব্বান হাদীস-৩৪০৪]

শব্দার্থ ঃ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ - যার জন্য করা হবে, مَعْرُوْفٌ - সদাচরণ বা কল্যাণ, لِفَاعِلِهِ - সেটা সম্পাদনকারীর জন্য, جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا - আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ - পরিপূর্ণভাবে গুণ গাইল বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

١٣٩٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ : اِنَّهُ لَا يَأْتِى بِخَيْرٍ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ .

১৩৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। নিশ্চয় তা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। এতে কেবল কৃপণের মাল বের করা হয় মাত্র। [সহীহ বুখারী, তাওদীস প্রকাশনী-৬৬০৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬১৪৭, মুসলিম, তাওহীদ একাডেমী-১৬৩৯, ইসলামিক সেন্টার-৪০৯১]

শব্দার্থ ঃ اَلنَّذْرُ - মানত মানা, لَا يَاْتِى بِخَيْرٍ - কোন কল্যাণ আনয়ন করে না, يُسْتَخْرَجُ - বের করা হয়, اَلْبَخِيْلُ - কৃপণ।

ব্যাখ্যা : মানতে যেহেতু একদিকে মানতকারীর কৃপণতা প্রকাশ পায় যে আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ করার পর বিনিময়ে দেবে অন্য দিকে প্রকাশ পায় যে আল্লাহ তার কাছে মানত পাওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে তাই আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তার ভাগ্য পরিবর্তন করবেন না। ভাগ্যে আগে থেকে তার যেটা আছে সেটাই হবে। এই হিসেবে কখনো কখনো ভাগ্য তার উদ্দেশ্যের সাথে মিলে যায়। অথচ তাকে মানত পূরণ করতে হয়।

١٣٩٩. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

১৩৯৯ উকবাহ্ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মানতের (পূরণ না করার) কাফ্ফারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৪৫, ইসলামিক সেন্টার-৪১০৫, তিরমিযীতে আরো বর্ণিত রয়েছে, যদি মান্নতে বস্তুর নাম উল্লেখ না করে। যঈফ : তিরমিযী হাদীস-১৫২৮]

١٤٠٠. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : مِنْ حَادِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

১৪০০. আবূ দাউদে ইবনে আব্বাস (রা) দ্বারা মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন (বস্তুর) নাম উল্লেখ না করে মানত করবে তার কাফ্‌ফারা হবে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তা ভেঙ্গে ফেলার কাফ্‌ফারার অনুরূপ। আর যে পাপ করার মানত করবে তার কাফ্‌ফারা হবে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তা ভাঙ্গার অনুরূপ কাফ্‌ফারা। আর যে এমন বস্তুর মানত করবে যা তার সাধ্যাতীত তার কাফ্‌ফারা হবে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। এর সনদ সহীহ্ কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের হাফিযগণ হাদীসটির মাওকুফ হওয়াকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

[মারফু হিসেবে হাদীসটি য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৩৩২২]

শব্দার্থ ঃ مَنْ نَذَرَ - যে ব্যক্তি মানত করবে, لَمْ يُسَمِّهِ - সেটার নাম করেনি, كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ - শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা. مَعْصِيَةٌ - গুনাহ, لَا يُطِيْقُهُ - সক্ষম হয় না বা করতে পারে না।

١٤٠١. وَلِلْبُخَارِيِّ : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ : وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ.

১৪০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বুখারীতে আছে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করার নযর মানবে সে যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করে। (নযর পূর্ণ না করে।)

[সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭০০, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৩৩]

শব্দার্থ ঃ فَلَا يَعْصِهِ - সে যেন গুনাহের কাজ না করে।

١٤٠٢. وَلِمُسْلِمٍ : مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ.

১৪০২. মুসলিমে ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে; পাপ কাজের নযর মানলে তা পূরণ করা যাবে না। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৪১, ইসলামিক সেন্টার-৪০৯৮]

শব্দার্থ ঃ لَاوَفَاءَ - পূরণ করতে হবে না, لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ - পাপ কাজের মানৎ।

١٤٠٣. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي تَمْشِيَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

১৪০৩. উক্ববাহ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন কা'বা শরীফে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার নযর মেনেছিলেন। ফলে (তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া জানার জন্য বললেন। আমি ফাতওয়া জিজ্ঞেস করায়) নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হেঁটেও যাবে আর সওয়ার হয়েও যাবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৮৬৬, আধুনিক প্রকাশনী-১৭৩১, মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৬৪৪, ইসলামিক সেন্টার-৪১০০, শব্দ মুসলিমের।]

শব্দার্থ ঃ حَافِيَةٌ - খালি পা, اَنْ تَمْشِيَ - হেঁটে যাবে, لِتَمْشِ - সে যেন হেঁটে যায়, وَلْتَرْكَبْ - এবং সওয়ারীতেও আরোহণ করে।

١٤٠٤. فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا : (فَلْتَخْتَمِرْ) وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.

১৪০৪. আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অবশ্যই তোমার বোনের কোন কষ্ট দ্বারা আল্লাহ্ কিছু করবেন না। তোমার বোনকে বল সে যেন ওড়না (চাদর) পরে নেয়। সাওয়ার হোক আর তিন দিন রোযা রাখুক। [মুনকার আহমদ-৪/১৪৩, ১৪৫, ১৪৯, আবূ দাউদ হাদীস-৩২৯৩, নাসায়ী হাদীস-৩৮১৫, তিরমিযী হাদীস-১৫৪৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-২১৩]

শব্দার্থ ঃ لَا يَصْنَعُ - করবেন না, بِشَقَاءِ اُخْتِكَ - তোমার বোনের কষ্ট দ্বারা, فَلْتَخْتَمِرْ - সে যেন ওড়না পরে, وَلْتَرْكَبْ - এবং আরোহণ করে, وَلْتَصُمْ - আর সওম পালন করে।

١٤٠٥. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (رضى) سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ : اِقْضِهِ عَنْهَا.

১৪০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা)-এর মা নযর মেনে তা পূরণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সে

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তা পূরণ করে দাও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৭৬১, আধুনিক প্রকাশনী-২৫৫৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৩৮, ইসলামিক সেন্টার-৪০৮৮]

শব্দার্থ ঃ اِسْتَفْتَى - ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করল, জানতে চাইল, تُوُفِّيَتْ - মৃত্যুবরণ করেছে, قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ - তা পূরণ করাই আগেই, اِقْضِهِ - তুমি তা পূরণ করো, عَنْهَا - তার পক্ষ থেকে।

١٤٠٦. وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رضى) قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ : فَقَالَ : هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ؟ فَقَالَ : لَا فَقَالَ : اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ، وَلَا فِىْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ .

১৪০৬. সাবিত ইবনে যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে 'বুওয়ানা' নামক স্থানে একটা উট যবেহ করার জন্য মানত করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বললেন, ঐ স্থানে কি কোন ঠাকুরের মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো? সে বলল, না। তিনি বললেন, সেখানে কি মুশরিকদের কোন ঈদের মেলা হতো? সে বলল, না; তা হতো না। এবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার মানত পূরণ কর। কেননা কোন পাপ কাজের মানত, আত্মীয়তা ছিন্ন করার মানত আর মানুষ যার অধিকারী নয় এমন বস্তুর মানত পূরণ করার কোন বিধান নেই। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৩১৩, ত্বাবারনী কাবীর-২/৫৭-৭৬/১৩৪১, উল্লেখিত শব্দ ত্বাবারানীর।]

শব্দার্থ ঃ بُوَانَةُ - জায়গার নাম, وَثَنٌ - মূর্তি, يُعْبَدُ - পূজা করা হয়, عِيْدٌ - উৎসব, اَوْفِ - পূর্ণ করো, قَطِيْعَةِ رَحِمٍ - আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, لَا يَمْلِكُ - মালিক হয় না, অধিকারী হয় না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে, হোক না তিনি পীর, পয়গম্বর কোন মানত মানলে তা শিরকের মধ্য গণ্য হবে; আর তা পূরণ করা মহাপাপ।

١٤٠٧. وَلَهُ شَاهِدٌ : مِنْ حَدِيْثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ اَحْمَدَ .

১৪০৭. আহমদে কারদাম থেকে বর্ণিত এর একটি শাহিদ (সম অর্থবোধক হাদীস আছে)

١٤٠٨. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ : صَلِّ هَا هُنَا. فَسَالَهُ فَقَالَ : صَلِّ هَا هُنَا : فَسَالَهُ . فَقَالَ : شَأْنُكَ اِذًا.

১৪০৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমি এরূপ মান্নত করেছি যে, যদি মক্কা আপনার হাতে বিজয় অর্জিত হয় তবে আমি বাইতুল মাকদিসের মসজিদে সালাত আদায় করব। তিনি বললেন : তুমি এখানে (মক্কায়) সালাত পড়; তারপর জিজ্ঞেস করায় বললেন : এখানে সালাত আদায় কর, তারপর তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : তবে তোমার যা ইচ্ছা (হয় তাই কর)।

[সহীহ আহ্‌মদ-৩/৩৬৩, আবূ দাউদ হাদীস-৩৩০৫, হাকিম-৪/৩০৪, ৩০৫]

শব্দার্থ : اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ - আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয় দেন, صَلِّ هَاهُنَا - এখানেই সালাত আদায় কর, شَأْنُكَ اِذًا - এখন তোমার ইচ্ছা।

١٤٠٩. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِالْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، وَمَسْجِدِىْ هٰذَا.

১৪০৯. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি মসজিদ ছাড়া কোন স্থানের যিয়ারতের জন্য সফরের আয়োজন করা যাবে না। এগুলো হচ্ছে, মসজিদুল হারামে (কা'বা শরীফ), বাইতুল মাক্বদিস ও

আমার এ মাসজিদ (এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট নিয়াতে যাত্রা করা যায়)। উল্লেখিত শব্দ বুখারীর। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-১৯৯৫, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৫৫, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার ৩২৪৭]

শব্দার্থ ঃ لَا تُشَدُّ - বাঁধা যাবে না, প্রস্তুতি নেয়া যাবে না, الرِّحَالُ - সফরের আসবাবপত্র, বাহন।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত ত্রিশটি মসজিদ ছাড়া অধিক নেকীর উদ্দেশ্যে কোথাও যাত্রা করা বৈধ হবে না। তবে জগতিক উদ্দেশ্যে পাপের উদ্দেশ্যে নয় এমন যে কোন যায়গায় যাত্রা করতে পারে।

١٤١٠. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ : فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ.

১৪১০. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : আমি হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। জাহিলী যুগে (মক্কায়) মসজিদুল হারামে একরাত্রি ই'তিকাফ করার (কেবল উপাসনার মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত করার) জন্য মানত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তুমি তোমার মানত পূরণ কর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২০৩২, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৮৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৫৬, ইসলামিক সেন্টার-৪১৪৫, বুখারীর এক বর্ণনায় আছে। তিনি এক রাত ই'তিকাফ করলেন। তাওহীদ প্রকাশনী-২০৪২, আধুনিক প্রকাশনী-১৮৯৯]

শব্দার্থ ঃ اَعْتَكِفَ - ই'তিকাফ করব।

١٤. كِتَابُ الْقَضَاءِ

১৪তম অধ্যায় : বিচার-ফায়সালা

বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ ও উন্নতমানের হওয়া সভ্যতা রক্ষা ও মানবতার মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট সোপান। এ ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলিম জাতির অতীত অতি গৌরবোজ্জ্বল।

কুরআন ঘোষণা করেছে– ন্যায়বিচার কর, এটা আল্লাভীরুতার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। (সূরা মায়িদা ৫, আয়াত ৮)। অন্যত্র আছে– কথা যখন বলবে তখন ন্যায্য কথাই বলবে, যদিও তা স্বজনদের বিপক্ষে যায়। [সূরা ৬ আয়াত, ১৫৩)। ইহুদীগণ বহু নবীকে হত্যা করেছে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কেও হত্যা করার জন্য কম চেষ্টা করেনি; কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর আজীবন শত্রু, বিদ্বেষী সেই ইহুদীর ক্ষেত্রেও জনৈক মুসলিমের স্বার্থের প্রতিকূল্যে নায্য ফয়সালা দিয়েছেন, ইতিহাস আজও তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

সুলতান সালাহউদ্দিন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধরত শত্রু শিবিরের সন্তানহারা খ্রিস্টান রমণীর সন্তানকে স্বীয় অর্থ ও তদারকীর বিনিময়ে উদ্ধার করে তার মাতাকে শত্রু শিবিরে সসম্মানে পৌছে দেয়ার মতো বাস্তব ঘটনাবলী পৃথিবীর শাসক ও বিচারকদেরকে উদার থাকার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাতিল মতবাদের ধ্বজাধারী শাসকগণ নিরপেক্ষতার সম্পদ হতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত রয়েছে। (অনুবাদ)

١٤١١. وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : اِثْنَانِ فِى النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضٰى بِهِ، فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ،

وَجَارَ فِى الْحُكْمِ، فَهُوَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ، فَهُوَ فِى النَّارِ.

১৪১১. বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ক্বাযী (বিচারক) তিন প্রকারের। তার মধ্যে দুই প্রকার ক্বাযী জাহান্নাম হবে আর এক প্রকার জান্নাতী। যে ক্বাযী সত্য উপলব্দি করবে এবং তদানুযায়ী ফায়সালা করবে সে জান্নাত হবে, আর এক ক্বাযী সে সত্য উপলব্দি করতে সক্ষম, অথচ ন্যায়ের ভিত্তিতে লোকের জন্য মীমাংসা প্রদান করে না সে জাহান্নামী হবে। (তার নীতি ভ্রষ্টতা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে)। আর আরেক প্রকার কাজী যে সত্য জানল না, অতঃপর অজ্ঞতার ভিত্তিতে রায় দিল সেও জাহান্নামী। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৭৩, নাসায়ী কুবরা ৩/৪৬১,৪৬২, তিরমিযী হাদীস-১৩২২, হাকিম-৪/৯০]

শব্দার্থ : اَلْقَاضِىْ - এর (বিচারক) اَلْقُضَاةُ - বহুবচন, جَارَ - অন্যায় করল বা যুলুম করল, جَهْلٌ - অজ্ঞতা, عَرَفَ الْحَقَّ - সত্য বুঝতে পেরেছে বা জেনেছে।

١٤١٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ .

১৪১২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাকে ক্বাযীর পদে নিযুক্ত করা হলো তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যবেহ করা হলো। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৭১,৩৫৭২, নাসায়ী কুবরা-৩.৪৬২, তিরমিযী হাদীস-১৩২৫, ইবনে মাজাহ্ হাদীস-২৩০৮, আহমদ-২/২৩০,৩৬৫]

শব্দার্থ : وَلِىَ الْقَضَاءَ - বিচার কাজে নিযুক্ত হলো বা দায়িত্ব গ্রহণ করল, ذُبِحَ - যাবাহ করা হলো, بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ - বিনা ছুরিতে।

ব্যাখ্যা : বিচারকের পদে বসার অর্থ কঠিনতম দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়া, এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য কঠিন সাধনার সম্মুখীন হয়ে জীবনকে বিড়ম্বিত করতে হবে। আর দায়িত্বে অবহেলা করলে পরকালে নরকবাসী হতে হবে। এই উভয়রূপ সংকটকে বিনা ছুরিতে যবেহ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

١٤١٣. وَعَنْهُ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

১৪১৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা শীঘ্রই ইমারতের (নেতৃত্বে) উপর লালায়িত হবে। ফলশ্রুতিতে অচিরেই কিয়ামতের ময়দানে লজ্জিত হবে। এ নেতৃত্ব উত্তম দুধ প্রদানকারিণী কিন্তু দুধ ছড়ানোর দিক থেকে এটা খুব মন্দ। (নেতৃত্বের অবস্থাকে ভালো বলে মনে করলেও তার পরিণাম নিতান্তই মন্দ)।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৪৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৪৯]

শব্দার্থ : سَتَحْرِصُوْنَ - তোমরা অচিরেই প্রলুব্ধ হবে, اِمَارَةٌ - নেতৃত্ব, نَدَامَةٌ - লজ্জিত বা লজ্জার কারণ, نِعْمَ - উত্তম, اَلْمُرْضِعَةُ - ধাত্রী বা দুধ দানকারিণী, بِئْسَتِ - নিকৃষ্ট বা খারাপ, اَلْفَاطِمَةُ - দুধ হতে বঞ্চিতকারিণী।

ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব (اَلْاِمَارَةُ)এর অর্থ যে কোন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে বোঝানো হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক হতে রাষ্ট্রের প্রতিটি দায়িত্বশীল সদস্য ও পদাধিকারী ব্যক্তি। এতে পার্থিব অর্থ-যশের প্রবাহিত ধারা রয়েছে–যাকে দুধের ধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর দুধ ছাড়ানোর উল্লেখ করে তাঁদের দায়িত্বহীনতার মন্দ পরিণতি সম্বন্ধেও সতর্ক করা হয়েছে। তথা দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাওয়ার পরের অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে।

١٤١٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ اَصَابَ، فَلَهُ اَجْرَانِ، وَاِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ اَخْطَاَ، فَلَهُ اَجْرٌ.

১৪১৪. আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, বিচারক যখন বিচার করতে গিয়ে ন্যায়বিচার করার জন্য ইজতিহাদ (যথাযথভাবে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করার চেষ্টা) করেও তার দরুণ সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয় তখন সে দ্বিগুণ পুণ্য লাভ করে। আর যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভুল করে বসে তার জন্যও একটা পুণ্য রয়েছে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭৩৫২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৮৩৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১৬, ইসলামিক সেন্টার-৪৩৩৯]

শব্দার্থ : إِذَا حَكَمَ - যখন বিচার করে বা বিচার করতে ইচ্ছা করে, اَلْحَاكِمُ - বিচারক, اِجْتَهَدَ - চেষ্টা কর, اَصَابَ - সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, اَجْرَانِ - দু'টি পুরস্কার।

١٤١٥. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَحْكُمُ اَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ .

১৪১৫. আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাগান্বিত অবস্থায় কেউ দু'জন বিবাদমান লোকের মধ্যে ফায়সালা দেবে না। অর্থাৎ, বিচারক যেন স্বীয় ক্রোধের অবস্থায় কারো প্রতি কোন ফায়সালা না দেয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৫৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৫৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১৭, ইসলামিক সেন্টার-৪৩৪১]

শব্দার্থ : لَا يَحْكُمُ - বিচার করবে না, بَيْنَ اِثْنَيْنِ - দু'জনের মধ্যে, غَضْبَانُ - রাগান্বিত অবস্থায়।

١٤١٦. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَقَاضَى اِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِىْ لِلْاَوَّلِ، حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِىْ كَيْفَ تَقْضِىْ. قَالَ : عَلِىٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ .

১৪১৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন দু'জন লোক (দুটো পক্ষ) কোন মোকদ্দমা তোমার কাছে নিয়ে আসবে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির (অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য) শ্রবণ না করা ব্যতিত প্রথম ব্যক্তির (অভিযোগকারীর) অনুকূলে কোন ফয়সালা প্রদান করবে না। এ নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করলে তুমি ফয়সালা কিভাবে করতে হয় তার সঠিক ধারা জানতে পারবে। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উপদেশ দানের ভিত্তিতে এর পর থেকে আমি বরাবর কাযীর দায়িত্ব সম্পাদন করেছি।
[হাসান আহামদ-১/৯০, আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৮২, তিরমিযী হাদীস-১৩৩১]

শব্দার্থ : تَقَاضَى اِلَيْكَ - তোমার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, لَا تَقْضِ - ফায়সালা করবে না বা রায় দিবে না, لِلْاَوَّلِ - প্রথম ব্যক্তির পক্ষে বা বাদীর পক্ষে, حَتّٰى

فَسَوْفَ تَدْرِيْ - শোনা ব্যতিত, كَلَامَ الْاٰخَرِ - অন্যের কথা বা বিবাদীর কথা, فَسَوْفَ تَدْرِيْ - অতিসত্ত্বর জানতে পারবে, مَازِلْتُ قَاضِيًا - সর্বদাই বিচার কাজ সম্পাদন করেছি বা অব্যাহতভাবে বিচারক থেকেছি।

١٤١٧. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ : مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৪১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত এই হাদীসের সহায়ক একটা হাদীস হাকিমে রয়েছে সহীহ সনদে। [য'ঈফ হাকিম-৪/৮৯-৯৯]

١٤١٨. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَاَقْضِيَ لَهُ عَلٰى نَحْوٍ مِمَّا اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا ، فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

১৪১৮. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা আমার নিকটে মোকদ্দমা নিয়ে এসে থাক। আর এটা হতে পারে যে, তোমাদের বিবাদমানদের মধ্যে কেউ (কোন পক্ষ) অন্যের তুলনায় আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা ভঙ্গিতে বেশি শক্তিশালী। ফলে আমি তার কথার ভিত্তিতে তার অনুকূলে ফয়সালা করে থাকি। এতে করে যদি আমি তার ভাই-এর কিছু হক্ব কেটে নিয়ে তাকে (প্রতিপক্ষকে) প্রদান করি তবে তা আগুনের টুকরো ব্যতীত অন্য কিছুই কেটে নিয়ে দেব না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৬৯, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৬৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১৩, ইসলামিক সেন্টার-৪৩২৫]

শব্দার্থ : تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ - আমার নিকট মুকদ্দামা নিয়ে আসো বা বিচারপ্রার্থী হও, اَلْحَنَ - অধিক বাকপটু, بِحُجَّتِهِ - তার প্রমাণ উপস্থাপনে, فَاَقْضِيَ لَهُ - আমি তার পক্ষে রায় দেই, عَلٰى نَحْوٍ مِمَّا اَسْمَعُ - আমি যা শুনি সে অনুপাতে, مَنْ قَطَعْتُ لَهُ - আমি যাকে দিয়ে দেই, مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ - তার ভাই-এর প্রাপ্য অধিকার হতে, شَيْئًا - কোন কিছু, اَقْطَعُ لَهُ - আমি তাকে দেই, قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - আগুনের টুকরা।

١٤١٩. وعَنْ جَابِرٍ (رضـى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيْدِهِمْ لِضَعِيْفِهِمْ؟.

১৪১৯. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, কি করে পবিত্র করা যাবে ওই জাতিকে, যাদের দুর্বলদের হক্ব সবলদের কাছ থেকে (বিচার মূলে) আদায় করা না যাবে!
[সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস-১৫৫৪, কাশফুল আসতার-১৫৯৬]

শব্দার্থ : كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ - কিভাবে জাতিকে পবিত্র করা যাবে? لَا يُؤْخَذُ - নেয়া হয় না বা ধরা হয় না, مِنْ شَدِيْدِهِمْ - তাদের সবলদের হতে, لِضَعِيْفِهِمْ - তাদের দুর্বলদের জন্য।

ব্যাখ্যা : রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্বলের ন্যায্য অধিকার সবলের কাছ থেকে আদায় করে দেয়া। দুর্বলতা বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। সর্বপ্রকার দুর্বলের হয়ে রাষ্ট্রকে ইনসাফ করতে হবে।–অনুবাদক।

١٤٢٠. وَلَهُ شَاهِدٌ : مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ، عِنْدَ الْبَزَّارِ.

১৪২০. বুরাইদাহ হতে বায্যার নামক হাদীসগ্রন্থে একটা হাদীস এ হাদীসের সহায়করূপে বর্ণিত হয়েছে। [কাশ্ফুল আসতার-১৫৯৬]

١٤٢١. وَآخَرُ : مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

১৪২১. আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণিত। ইবনে মাজায় অনুরূপ একটি সহায়ক হাদীস রয়েছে। [ইবনে মাজাহ হাদীস-৪০১০]

١٤٢٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُدْعَى بِالْقَاضِى الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقٰى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنّٰى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِىْ عُمْرِهِ -

১৪২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ন্যায়বিচারক ক্বাযীকে কিয়ামাতের দিন ডাকা হবে এবং সে ঐ দিন

হিসাবের কঠোরতার সম্মুখীন হয়ে আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! সে যদি জীবনে দুজন লোকের মধ্যে ফয়সালা না করত (তাই মঙ্গল ছিল)।

[য'ঈফ ইবনে হিব্বান, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৬৩, হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাতে আছে যদি একটি খেজুরের ব্যাপারেও ফয়সালা না করত। আহমদ-৬/৫]

শব্দার্থ : يُدْعَى - ডাকা হবে বা আহ্বান করা হবে, اَلْقَاضِيُ الْعَادِلُ - ন্যায় বিচারক, فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ - হিসাবে কঠোরতা সম্মুখীন হবে, يَتَمَنّٰى - আকাঙ্ক্ষা করবে, لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ - যদি দু'জনের মধ্যে ফায়সালা না করত, فِي عُمْرِهِ - তার জীবনে।

١٤٢٣. وَعَنْ اَبِى بَكْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً.

১৪২৩. আবূ বক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ঐ জাতি কখনও মুক্তি লাভে সক্ষম হবে না যে জাতি নিজেদের নেতৃত্ব স্ত্রীলোকের উপর নিয়োজিত করবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৪২৫, আধুনিক প্রকাশনী-৪০৭৭]

শব্দার্থ : لَنْ يُفْلِحَ - কখনো সফল হবে না, قَوْمٌ - জাতি, وَلَّوْا اَمْرَهُمْ - তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে।

١٤٢٤. وَعَنْ اَبِى مَرْيَمَ الْاَزْدِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِمْ، اِحْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ.

১৪২৪. আবূ মারইয়াম আযদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ যাকে মুসলিমদের কোন কিছুর অভিভাবক বানিয়ে দেন (পরিচালনা দায়িত্ব অর্পণ করেন)। সে যদি মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রহরী রাখে তবে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজনের সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-২৯৯৪, তিরমিযী হাদীস-১৩৩৩]

শব্দার্থ : وَلاَّهُ اللّٰهُ - আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিলেন, اِحْتَجَبَ - আড়ালে থাকল বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল, حَاجَةٌ - প্রয়োজন, عَنْ حَاجَتِهِمْ - তাদের প্রয়োজন মিটানো থেকে, فَقِيْرٌ - দরিদ্র, اِحْتَجَبَ اللّٰهُ - আল্লাহ প্রতিবন্ধক হবেন।

١٤٢٥. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ فِى الْحُكْمِ.

১৪২৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন। [এ শব্দের হাদীসটি য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-১৩৩৬, আহমদ-২/৩৮৭, ৩৮৮, ইবনে হিব্বান হাদীস-১১৯৬]

শব্দার্থ : اَلرَّاشِىْ - ঘুষদাতা, اَلْمُرْتَشِىْ - ঘুষগ্রহীতা।

١٤٢٦. لَهُ شَاهِدٌ : مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو.

১৪২৬. এ হাদীসের অনুরূপ অর্থের একটা সহায়ক হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৮০, তিরমিযী হাদীস-১৩৩৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৩১৩]

١٤٢٧. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضى) قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ.

১৪২৭. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী বিচারকের সামনে উপবিষ্ট থাকবে।

[য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৩৫৮৮, হকিম-৪/৯]

শব্দার্থ : اَلْخَصْمَيْنِ - বাদী ও বিবাদী, يَقْعُدَانِ - দু'জন বসবে, بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ - বিচারকে সামনে।

١. بَابُ الشَّهَادَاتِ

১. অনুচ্ছেদ : সাক্ষ্য প্রদান

বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সঠিকভাবে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে বিচার-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভূল ও নিরপেক্ষ সৎ সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে। অতএব সাক্ষীর গুণাগুণ নির্ণিত হওয়া আল্লাহ সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করে বলেছেন– যারা সাক্ষ্য গোপন করে তারা পাপী এবং মিথ্যা বলা কবিরা গোনাহ।

١٤٢٨. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِىْ يَاْتِىْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا.

১৪২৮. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীগণের সংবাদ দেব না কি? (অবশ্যই দেব) তারা হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করার আগেই যারা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য হাজির হয়। [সহীহ মুসলিম হাদীস-১৭১৯, ইসলামিক সেন্টার-৪৩৪৫]

শব্দার্থ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ - আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না, بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ - উত্তম সাক্ষীগণের, الَّذِىْ - যে ব্যক্তি, يَاْتِىْ - আসে বা আগমন করে, بِشَهَادَتِهِ - তার সাক্ষ্য নিয়ে, قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا - তার নিকট সাক্ষী চাওয়ার আগেই।

١٤٢٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

১৪২৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই তোমাদের (আমার উম্মাতের) যুগগুলোর মধ্যে আমার যুগটি উত্তম, তারপর যারা আসবে তারা অপেক্ষাকৃত ভালো হবে এবং তারপরের যামানার লোকও অপেক্ষাকৃতভাবে (পরবর্তীদের থেকে) উত্তম হবে। তারপরের যুগে এমন কিছু মানবমণ্ডলী আসবে, যাদের সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান না করা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে, তারা আমানতের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য গণ্য হবে। তারা নাযর (মানত) মানবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না, তাদের মধ্যে মেদওয়ালা দেখা দেবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৬৫১; মুসলিম, হাদীস একাডেমী ২৫৩৩; ইসলামীক সেন্টার ৬২৯৩]

শব্দার্থ : قَرْنِىْ – আমার যুগ, اَلَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ – যারা তাদের অনুগামী হবে বা তাদের পরে আসবে, يَشْهَدُوْنَ – সাক্ষী দিবে, لَا يُسْتَشْهَدُوْنَ – তাদের নিকট সাক্ষী চাওয়া হবে না, يَخُوْنُوْنَ – তারা খিয়ানাত করবে, لَا يُؤْتَمَنُوْنَ – তারা আমানাতদার হবে না, يَنْذُرُوْنَ – তারা মানত মানবে, لَايُوْفُوْنَ – তারা পুরো করবে না, يَظْهَرُ – প্রকাশ পাবে, اَلسِّمَنُ – স্থূলতা বা মেদ বা মোটা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ে ব্যবহৃত : বৈপরীত্য (গরমিল) দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। প্রথম হাদীসে সব সাক্ষীদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা হকদারের হক উদ্ধার ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেরাই স্বত:স্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দান করেন।

আর দ্বিতীয় হাদীসে সেসব সাক্ষীদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা দ্বারা দুর্বলের হককে নষ্ট করে ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি বা দলীয় মান-সম্মান রক্ষার জন্য অনাহূত অবস্থায় সাগ্রহে সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হয়।

١٤٣٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَّلَا خَائِنَةٍ، وَّلَا ذِىْ غِمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ، وَّلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ.

১৪৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন খিয়ানতকারী খিয়ানাতকারিণীর ও কোন হিংসুকের সাক্ষ্য তার মুসলিম ভাইয়ের বিপক্ষে এবং কোন চাকরের সাক্ষ্য তার মালিকের পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। [হাসান : আহমদ ২/২০৪,২২৫,২২৬; আবু দাউদ ৩৬০০]

শব্দার্থ : خَائِنٌ – খিয়ানাতকারী, ذُوْغِمْرٍ – হিংসুক, الْقَانِعُ – চাকর, أَهْلُ الْبَيْتِ – বাড়ীর মালিক।

١٤٣١. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .

১৪৩১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, কোন অজ্ঞ যাযাবরের সাক্ষ্য গ্রামীন (স্থায়ী) বাসিন্দার বিপক্ষে গৃহীত তথা বৈধ হবে না। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস ৩৬০২, ইবনে মাজাহ্ হাদীস-২৩৬৭]

শব্দার্থ : بَدَوِيٌّ – যাযাবর, صَاحِبُ قَرْيَةٍ – গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা।

١٤٣٢. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : إِنَّ أُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ.

১৪৩২. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর খুত্‌বায় (ভাষণে) বলেছিলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ওহীর দ্বারা কোন কোন মানুষকে (তাদের অপরাধের জন্যে) পাকড়াও করা হতো। আর এখন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর) ওহী বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমরা তোমাদের থেকে প্রকাশিত কার্যাবলীর দ্বারা তোমাদেরকে পাকড়াও করব (অপরাধী বলে চিহ্নিত করব)।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৬৪১, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৪৯]

শব্দার্থ : كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ – গ্রেফতার করা হত, بِالْوَحْيِ – ওয়াহীর দ্বারা, انْقَطَعَ – বন্ধ হয়ে গেছে, نَأْخُذُكُمْ – আমরা তোমাদের গ্রেফতার করব, بِمَا ظَهَرَ لَنَا – যা আমাদের নিকট প্রকাশ পাবে তা দ্বারা, أَعْمَالِكُمْ – তোমার কার্যাবলী।

١٤٣٣. وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّوْرِ فِيْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.

১৪৩৩. আবূ বক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে বড় পাপ বলে গণ্য করেছেন। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৯৭৬, আধুনিক প্রকাশনী ৫৫৪৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী -৮৭, ইসলামিক সেন্টার-১৬৭]

শব্দার্থ : شَهَادَةُ الزُّوْرِ - মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, عَدَّ - গণ্য করেছেন, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ - সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্।

١٤٣٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ : تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : عَلٰى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ.

১৪৩৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একজন লোককে বলেছিলেন : তুমি কি সূর্য দেখছ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : এরূপ নিশ্চিত জানা বস্তুর সাক্ষ্য দেবে। অন্যথায় তা পরিহার করবে। (সূর্যের মতো তোমার কাছে যা নিশ্চিতভাবে জানা আছে ঐ বস্তুর সাক্ষ্য দেবে, সন্দেহের অবস্থায় সাক্ষ্য থেকে বিরত থাকবে।) হাদীসটি ইবনে আদী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। হাকিম এটিকে সহীহ মন্তব্য করে ভুল করেছেন। কামিল ইবনে আদী-৬/২২১৩]

শব্দার্থ : تَرٰى - তুমি দেখতে পাও, اَلشَّمْسُ - সূর্য, فَاشْهَدْ - সাক্ষী দাও, دَعْ - ত্যাগ করো বা ছেড়ে দাও।

١٤٣٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ.

১৪৩৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কসম ও সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা বিচার করেছেন।

(সাক্ষী মাত্র একজন থাকার অবস্থায় বাদী কসম করলে ফয়সালা দেয়া যাবে। সাক্ষী কমপক্ষে দুজন হতে হবে। কুরআনে দু'জন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে।) [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১২, ইসলামিক সেন্টার-৪৩২৪, আবূ দাউদ হাদীস-৩৬০৮, নাসায়ী কুবরা-৩/৪৯০]

শব্দার্থ : قَضٰى - তিনি বিচার করেছেন, بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ - একজনের সাক্ষী ও কসম দ্বারা।

١٤٣٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অনুরূপ একটি হাদীস ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন, ইবনে হিব্বান সহীহ উল্লেখ করেছেন।
[সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-৩৬১০, ৩৬১১, তিরমিযী হাদীস-১৩৪৩, হাদীস-১৩৪৩, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৩৬৮]

٢. بَابُ الدَّعْوٰى وَالْبَيِّنَاتِ

২. অনুচ্ছেদ : দাবি ও প্রমাণাদি

١٤٣٧. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَاَمْوَالَهُمْ، وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

১৪৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি শুধুমাত্র দাবির ভিত্তিতে লোকদেরকে কিছু দেয়া হতো তবে তারা বহু মানুষের খুনের ও তাদের সম্পদের দাবি করে বসত। কিন্তু কসম করানো হবে বিবাদীকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৪৫৫২, আধুনিক প্রকাশনী-৪১৯১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৭১১, ইসলামিক সেন্টার-৪৩২২]

শব্দার্থ : لَوْيُعْطٰى – যদি দেয়া হত, بِدَعْوَاهُمْ – তাদের দাবীর কারণে বা অনুপাতে, لَادَّعٰى – অবশ্যই দাবী করত, دِمَاءُ نَاسٍ – মানুষের খুনের বদলা, اَلْمُدَّعِىْ عَلَيْهِ – বিবাদী।

١٤٣٨. وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ، وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ.

১৪৩৮. বায়হাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রমাণ দিতে হবে বাদীকে আর বাদী প্রমাণ দিতে না পারলে কসমের দায়িত্ব বিবাদীর ওপর বর্তাবে।
[সহীহ বায়হাক্বী-১০/২৫২]

শব্দার্থ : اَلْبَيِّنَةُ – সাক্ষী বা প্রমাণ, اَلْمُدَّعِىْ – বাদী, مَنْ اَنْكَرَ – যে অস্বীকার করে বা বিবাদী।

ব্যাখ্যা : প্রমাণ দিতে হয় অন্যাথায় শপথ করান হয় বলে অন্যায় দাবির সংখ্যা কম হয়ে থাকে। বায়হাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে– প্রমাণ দিতে হবে বাদীকে আর বাদী প্রমাণ দিতে না পারলে বিচারক দাবি অস্বীকারকারীকে (বিবাদীকে) কসমের জন্য উপযুক্ত মনে করলে কসমের দায়িত্ব বিবাদীর ওপর অর্পিত হবে।

١٤٣٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَرَضَ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ، فَاَسْرَعُوْا، فَاَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ، اَيُّهُمْ، يَحْلِفُ.

১৪৩৯. আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে কসম করার প্রস্তাব করেছিলেন, এতে তারা সবাই ধাবিত হলো। ফলে তিনি তাদের মধ্যে কে কসম করার সুযোগ পাবে তা নির্ণয়ের জন্য 'কুরআ' নিক্ষেপের (লটারী করার) আদেশ প্রদান করেছিলেন। (এ লটারীতে পয়সা লাভ-লোকসানের বা অন্যের হক্ব নষ্টের কারণ ছিল না)।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৬৭৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৪৮০]

শব্দার্থ : عَرَضَ – প্রস্তাব পেশ করল, اَسْرَعُوْا – তাড়াতাড়ি করল বা সকলেই অগ্রসর হলো, اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ – তাদের মাঝে লটারী করতে হবে, اَيُّهُمْ – তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, يَحْلِفُ – শপথ করবে।

١٤٤٠. وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْحَارِثِىِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : وَاِنْ قَضِيْبٌ مِنْ اَرَاكٍ.

১৪৪০. আবূ উমামাহ হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় মিথ্যা কসম দ্বারা কোন মুসলিমের হক্ব আত্মসাৎ করবে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন, আর তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। কোন এক লোক তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি

(অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার) বস্তুটি তুচ্ছ হয়? উত্তরে তিনি বলেন, যদিও তা বাবলা গাছের একটা শাখা হয়।[মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৩৭, ইসলামিক সেন্টার-২৬১]

শব্দার্থ : حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ – মুসলিম ব্যক্তির হক্ব, أَوْجَبَ اللّٰهُ – আল্লাহ ওয়াজিব করবেন, شَيْئٌ يَسِيْرٌ – অল্প বা তুচ্ছ বস্তু, قَضِيْبٌ – শাখা বা ডাল, أَرَاكٍ – বাবলা গাছ।

١٤٤١. وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

১৪৪১. আশ'আছ ইবনে ক্বাইস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কসম দ্বারা কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে সে ঐ ব্যাপারে অন্যায়কারী। সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৬৬৯, ২৬৭০, আধুনিক প্রকাশনী ২৪৭৬; মুসলিম, হাদীস একাডেমী ১৩৮, ইসলামীক ২৬৩]

শব্দার্থ : فَاجِرٌ – পাপী বা অন্যায়কারী, غَضْبَانُ – রাগান্বিত।

١٤٤٢. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ. بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

১৪৪২. আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক একটা জন্তুর দাবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ করল। এ ব্যাপারে তাদের কারো কোন প্রমাণাদী ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জন্তুটির (মূল্য) তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করে দিলেন। [য'ঈফ: আহমদ ৪/৪০২, আবু দাউদ (হাদীস ৩৬১৩-৩৬১৫, নাসায়ী কুবরা ৩/৪৮৭, উল্লেখিত শব্দ নাসায়ীর।]

শব্দার্থ : دَابَّةٌ – পশু, نِصْفَيْنِ – অর্ধেক বা দু'ভাগ।

١٤٤٣. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِىْ هٰذَا بِيَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ، تَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১৪৪৩. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এ মিম্বারের উপরে পাপের (মিথ্যা) কসম করবে সে তার জন্য জাহান্নামে অবস্থান ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে। [সহীহ আহমদ-৩/৩৪৪, আবূ দাউদ হাদীস-৩২৪৬, নাসায়ী কুবরা-৩/৪৯১, ইবনে হিব্বান (হাদীস ১১৯২]

শব্দার্থ : اٰثِمَة – পাপ বা অন্যায় ও মিথ্যা, تَبَوَّأَ – ঠিক করে নিলো, مَقْعَدَهُ – তার স্থান বা তার বসার জায়গা।

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে কোন স্থানে মিথ্যা কসম করা জাহান্নামী হওয়ার কারণ বলে ঘোষিত হয়েছে। তবে ধর্মীয় স্থানের গুরুত্ব মর্যাদা হিসাবে সেখানে কৃত পাপ-পুণ্যের তারতম্য থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার।

١٤٤٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَّلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، وَّلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ : لَاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ اِلَّا لِلدُّنْيَا، فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفٰى، وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ.

১৪৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন করেছেন : কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে তিনি পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি–

১. যে ব্যক্তি জনমানবশূন্য মাঠের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিকৃত পানি মুসাফিরদেরকে ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

২ যে ব্যক্তি আসরের পর কোন বস্তু বিক্রয় করতে গিয়ে এ বলে কসম খায় যে, আমি বস্তুটি এত মূল্যে ক্রয় করেছি, ক্রেতা তা বিশ্বাস করে নেয় কিন্তু আসলে তা নয় (সে মিথ্যা কসম করে মূল্য বাড়িয়ে ক্রেতাকে ধোকা দেয়)।

৩. যে ব্যক্তি ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের) হাতে বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) কেবল পার্থিব স্বার্থের জন্য করে, যদি তিনি তার স্বার্থ পূরণ করেন তবে সে তার আনুগত্য বজায় রাখে আর যদি তা তিনি পূর্ণ না করেন তবে সে তার আনুগত্য (বাই'আত) ভঙ্গ করে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭২১২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৭০৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৮, ইসলামিক সেন্টার-২০৫, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : لَا يُكَلِّمُهُمْ – তাদের সাথে কথা বলবেন না, لَايُزَكِّيْهِمْ – তাদেরকে পবিত্র করবেন না, عَذَابٌ اَلِيْمٌ – যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, فَضْلِ مَاءٍ – অতিরিক্ত পানি, اَلْفَلَاةُ – মরুভূমি, يَمْنَعُهُ – সে তাতে বাধা দেয় বা নিষেধ করে, اِبْنُ السَّبِيْلِ – মুসাফির, بَايَعَ – বিক্রয় করেছে, سِلْعَةٌ – পণ্য বা বস্তু, لَاخَذَهَا – অবশ্যই সে তা নিয়েছে বা ক্রয় করেছে, فَصَدَّقَهُ – সে তাকে বিশ্বাস করল, وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ – সে এর বিপরীতে আছে বা সে সত্যের উপরে নয়, بَايَعَ اِمَامًا – ইমাম বা শাসকের সাথে আনুগত্যের শপথ করে বা করল, لِلدُّنْيَا – দুনিয়ার জন্য বা প্রার্থিব স্বার্থের জন্য, فَاِنْ اَعْطَاهُ – যদি তিনি তাকে তা দেন বা তিনি তা পূর্ণ করেন, وَفٰى – অঙ্গীকার পুর্ণ করে বা আনুগত্য বজায় রাখে, وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ – যদি তিনি তাকে তা না দেন, لَمْ يَفِ – অঙ্গীকার ঠিক রাখে না বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে না।

١٤٤٥. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِىْ نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِىْ، وَاَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ هِىَ فِىْ يَدِهِ.

১৪৪৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক একটা উটনী নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকেই বলে : এটা আমার উটনী, আমার অধীনেই বাচ্চা প্রসব করেছে– তাদের দাবির ওপরে প্রত্যেকেই সাক্ষ্য প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ

উটনীটা উপস্থিত সময়ে যার অধিকারে ছিল তার অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করেছিলেন। [যঈফ : দারাকুতনী-৪/১২০৯, তালখীস-৪/২০৯, তালখীস-৪/২১১০]

শব্দার্থ : نَاقَةٌ - উটনী, نُتِجَتْ - বাচ্চা প্রসব করেছে, عِنْدِيْ - আমার নিকটে, اَقَامَا - তারা দু'জনে প্রতিষ্ঠা করল, لِمَنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ - তার জন্য যার হাতে বা অধিকার তা আছে।

١٤٤٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِيْنَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ .

১৪৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ (বিবাদী কসম প্রত্যাখ্যান করার ফলে) দাবিদার (বাদী)-কে কসম করিয়েছিলেন। [যঈফ : দারাকুত্নী ৪/২১৩] (যদি বাদী তার দাবির অনুকূলে কসম করে তবে তার দাবি স্বীকৃত হবে, নচেৎ না)

শব্দার্থ : رَدَّالْيَمِيْنَ - শপথ ফিরিয়ে দিয়েছেন বা শপথ করিয়েছেন, طَالِبِ الْحَقِّ - বিবাদী বা হাক্ব দাবীকারী।

ব্যাখ্যা : বাদীর সাক্ষী না থাকলে বিবাদীকে কসম দিতে হবে। কিন্তু বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করলে বাদীকে কসম দিতে হবে। দ্বারাকুতনীর সনদ দুটি দুর্বল। যদি বাদী তার দাবির অনুকূলে কসম করে তবে তার দাবী স্বীকৃত হবে, নচেত না। উ: টীকা।

١٤٤٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا، تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ : اَلَمْ تَرَى اِلٰى مُجَزِّزِنِ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ اٰنِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ : هٰذِهِ اَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

১৪৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আনন্দিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো দীপ্ত ছিল। তিনি বলেন : দেখেছ আয়েশা, মুজায্যিয্ আল মুদ্লিজী এ মাত্র যায়েদ বিন

হারিসা এবং উসামা ইবনে জায়েদকে দেখল অত:পর সে বলল : এ পাগুলো একটা অপরের হতে উদ্ভুত। (পিতা-পুত্র সম্পর্কে জড়িত)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৭৭০, আধুনিক প্রকাশনী-৬৩০১, মুসলিম হাদীস-১৪৫, ইসলামিক সেন্টার-৩৪৮১]

শব্দার্থ : ذَاتَ يَوْمٍ – একদিন, مَسْرُوْرًا – আনন্দিত অবস্থায়, تَبْرُقُ – উজ্জ্বল বা দীপ্ত হচ্ছে ও চমকাচ্ছে, أَسَارِيْرُوَجْهِهِ – তার মুখমণ্ডলের রেখাগুলো, أَلَمْ تَرَى – তুমি কি দেখনি? اٰنِفًا – এই মাত্র, اَقْدَامٌ – পাগুলো, بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ – একটা অপরটা হতে উদ্ভূত বা একটা আরেকটার অংশ।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা অবয়ব সাদৃশ্যতা হতে নসব বা বংশসূত্র প্রমাণিত হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে উসামার সঙ্গে যায়েদ বিন হারেসার রং-এর পার্থক্য থাকায় কাফেরগণ উসামাকে যায়েদের ঔরশজাত পুত্র নয় বলে অপবাদ দিত। একদা তাঁর পিতা-পুত্র একই স্থানে পা ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত করে শুয়েছিলেন; ঘটনাক্রমে কেফায়া বিদ মুজায্যেয বিন আওয়ার ঐ স্থানে অতিক্রম করার সময় বললেন, এই লোক দুটি একই বংশোদ্ভুত। এটা শুনে মহানবী ﷺ কাফেরদের অপবাদের এতে খণ্ডন হয়েছে বলে আনন্দিত হন।

١٥- كِتَابُ الْعِتْقِ

১৫তম অধ্যায় : দাস মুক্ত করা

সভ্যতার গর্বে আজ যেসব জাতি গর্বিত ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা ও বিকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সব জাতির বুদ্ধিজীবী ও শাসকবৃন্দ দাস প্রথার পৃষ্ঠপোষক এমনকি প্রবর্তকও ছিল, এরা সকলেই স্বাধীন মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতের 'অস্পৃশ্যতা' দাসত্বেরই অঙ্গ বিশেষ যা আজও ভারতে বর্ণ হিন্দুদের মানস রাজ্যকে দখল করে আছে। আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবনবিধান ইসলামই দাসত্ব মুক্তির বিভিন্ন প্রকার পন্থা প্রয়োগ করে দাসত্বের মতো গ্লানি মুছে ফেলে মানুষের মুক্ত জীবনদানে সক্ষম হয়েছে।

١٤٤٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرِىٍٔ مُسْلِمٍ اَعْتَقَ امْرَاً مُسْلِمًا، اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

১৪৪৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করবে মহান আল্লাহ্ ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ২৫১৭, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৩৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫০৯, ইসলামিক সেন্টার-৩৬৫৬]

শব্দার্থ : اَيُّمَا امْرِىٍٔ – যে কোন ব্যক্তি, اَعْتَقَ – আযাদ করবে বা মুক্ত করবে, اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ – আল্লাহ্ মুক্ত করবেন বা বাঁচাবেন ও রক্ষা করবেন, بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ – তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে, عُضْوًا مِنْهُ – তার প্রতিটি অঙ্গ।

١٤٤٩. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ؛ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ : وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ

১৪৪৯. তিরমিযীতে আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– যে মুসলিম দু'জন মুসলিম মহিলাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করবে ঐ দু'জন মহিলার মুক্তির বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে তার মুক্তি লাভ হবে।

[ইমাম তিরমিযী হাদীস ১৫৪৭, হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

শব্দার্থ : اِمْرَأَتَيْنِ – দু'জন মহিলা, كَانَتَا فِكَاكَهُ – তারা দু'জনে তার (মুক্তির) বিনিময় হবে।

١٤٥٠. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ : وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ.

১৪৫০. আবূ দাউদে কা'ব ইবনে মুররা হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, কোন মুসলিম রমণী যদি কোন মুসলিম রমণীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তবে এটা তার জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের কারণ হবে। [সহীহ : আবূ দাউদ হাদীস-৩৯৬৭]

١٤٥١. وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ (رضى) : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ، وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ. قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

১৪৫১. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল (ধর্মকর্ম) অধিক শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা (সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা) আর আল্লাহ্র পথে লড়াই করা (ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ প্রকারের দাসত্ব মুক্তি (ক্রীতদাস আযাদ করা) সর্বোত্তম? তিনি বললেন, মূল্যের দিক থেকে যা অধিক মূল্যবান (উচ্চ মূল্যের) আর মনিবের নিকটে সর্বোত্তম। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫১৮, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৩, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৬৪, ইসলামিক সেন্টার-১৫৮]

শব্দার্থ : أَيُّ الرِّقَابِ – কোন গর্দান বা গোলাম আযাদ করা, أَغْلَاهَا ثَمَنًا – মূল্যের দিক দিয়ে যা উর্ধ্বে, أَنْفَسُهَا – তার মধ্যে অধিক উত্তম, عِنْدَ أَهْلِهَا – তার মালিকের নিকটে।

١٤٥٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

১৪৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসের শরীকত্বে স্বীয় অংশ বিশেষকে আযাদ করে দেয় আর তার কাছে সেই দাসের পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে সেই সম্পদ থেকে দাসের সঠিক মূল্য নির্ণয় করে অন্য অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্য আংশিক মূল্য পরিষোধ করে দাসটিকে পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে দাসের যে পরিমাণ সে মুক্ত করে দিয়েছে শুধু সে পরিমাণই মুক্ত হবে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৫২২, আধুনিক প্রকাশনী, ২৩৩৯, মুসলিম (হাদীস একাডেমী ১৫০১, ইসলামিক সেন্টার-৩৬২৮]

শব্দার্থ : شِرْكًا لَهُ – তার অংশ, فِيْ عَبْدٍ – গোলামের বা দাসের, يَبْلُغُ – পৌছে, ثَمَنَ الْعَبْدِ – দাসের মূল্য, قُوِّمَ – মূল্য নির্ধারণ করা হবে, قِيْمَةَ عَدْلٍ – ন্যায্য মূল্য, فَأَعْطَى – অতঃপর সে দিয়ে দিবে, شُرَكَاءَ – তার অংশীদারগণকে, حِصَصَهُمْ – তাদের অংশ, عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ – দাসটি তার দ্বারা পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে, إِلَّا – নচেৎ বা নতুবা, فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ – তার সে অংশ মুক্ত হবে, مَا عَتَقَ – সে যতটুকু মুক্ত করেছে।

١٤٥٣. وَلَهُمَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ وَقِيْلَ : إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ.

১৪৫৩. বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, একাকী পূর্ণ আযাদ করতে সক্ষম না হলে মূল্য নির্ধারণ করা হবে আর মূল্য সংগ্রহের জন্য দাসের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলবে। এতে তার উপরে কোন কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫২৭, আধুনিক প্রকাশনী ২৩৪৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫০৩, ইসলামিক সেন্টার-৩৬৩১]

বলা হয়ে থাকে চেষ্টা করার জন্য যে বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে তা 'মুদ্‌রাজ' বা কোন রাবীর নিজস্ব বক্তব্য– হাদীসের অংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটিও হাদীসেরই একটি অংশ। [ফাতহুল বারী-৫/১৫৭]

শব্দার্থ : وَاسْتُسْعِيَ – চেষ্টা চালানো হবে, غَيْرَ مَشْقُوْقٍ – কষ্ট ব্যতীত বা কঠোরতা ব্যতীত, عَلَيْهِ – তার উপর।

١٤٥٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَعْتِقَهُ.

১৪৫৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : কোন পুত্র তার পিতার হক্ব আদায় করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু যদি পিতাকে গোলাম বা দাস অবস্থায় পায় আর তাকে ক্রয় করে আযাদ করে (তবে তার পিতার হক্ব পরিশোধ হতে পারে)।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫১০, ইসলামিক সেন্টার-৩৬৫৭]

শব্দার্থ : لَا يَجْزِيْ – প্রতিদান দিতে পারবে না বা সক্ষম হবে না, وَلَدٌ – সন্তান, وَالِدَهُ – তার পিতার, أَنْ يَجِدَهُ – তাকে পায়, مَمْلُوْكًا – দাস অবস্থায়, فَيَعْتِقَهُ – অতঃপর সে তাকে আযাদ করে দেয়।

١٤٥٥. وَعَنْ سَمُرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.

১৪৫৫. সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমন কোন আত্মীয়ের (রক্ত সম্পর্কযুক্ত লোকের) মনিব হয় যাদের মধ্যে বিবাহ হারাম তবে সে (উক্ত গোলাম) আযাদ হয়ে যায়। [সহীহ আহ্‌মদ-৫/১৫,২০; আবূ দাউদ হাদীস ৩৯৪৯, তিরমিযী হাদীস-১৩৬৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫৩৪, একদল হাদীস বিশেষজ্ঞ এটিকে মাওকূফ বলেছেন। (আরেক দল বিশেষজ্ঞ একে মারফূ বলে অভিহিত করেছেন]

শব্দার্থ : مَنْ مَلَكَ – যে মালিক হলো বা মুনিব হলো, ذَا رَحِمٍ – রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, مَحْرَمٍ – বিয়ে সম্পর্কে স্থাপন হারাম এমন ব্যক্তি।

١٤٥٦. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِيْنَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا.

১৪৫৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি দাস আযাদ করে দেন ঐ দাসগুলো ব্যতীত তার আর কোন সহায় সম্পদ ছিল না। রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও তিন ভাগে ভাগ করে দিলেন। তারপর প্রত্যেক ভাগের উপর লটারী দিয়ে এর ভিত্তিতে দু'জনকে আযাদ করে দিলেন ও চারজনকে দাস হিসেবে রাখলেন। এবং তাকে (এদের মনিবকে) কঠোর বাণী শুনলেন। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৬৬৮, ইসলামিক সেন্টার-৪১৮৮]

শব্দার্থ : سِتَّةَ مَمْلُوكِيْنَ – ছয়জন দাস, فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا – তিনি তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করলেন, أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ – তাদের মাঝে লটারী করলেন, أَعْتَقَ – দু'জন মুক্ত করে দিলেন, أَرَقَّ أَرْبَعَةً – চারজনকে দাস করে রাখলেন, قَالَ لَهُ – তাকে বললেন, قَوْلاً شَدِيْدًا – কঠোর কথা।

١٤٥٧. وَعَنْ سَفِيْنَةَ (رضى) قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عِشْتَ.

১৪৫৭. সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (নবীর সহধর্মিণী) উম্মে সালামাহ (রা)-এর দাস ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করে দিচ্ছি যে, তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর খিদমতে অতিবাহিত করবে। [হাসান আহমদ-৫/২২১, আবূ দাউদ হাদীস-৩৯৩২, নাসায়ী কুবরা-৩/১৯০-১৯১, হাকিম-২/২১৩-২১৪]

শব্দার্থ : أُعْتِقُكَ – আমি তোমাকে আযাদ করে দিবো, أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ – আমি তোমার উপর শর্তারোপ করব, أَنْ تَخْدِمَ – তুমি খিদমাত করবে, مَا عِشْتَ – যতদিন বেঁচে থাকবে।

١٤٥٨. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

১৪৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন : ওয়ালা (মুক্ত দাসের উত্তরাধিকার) পরিত্যক্ত সম্পদ ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যে দাসকে মুক্ত করেছে। (এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১৪৯৩, (আধুনিক প্রকাশনী-১৩৯৭, মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার-৩৬৩৪]

শব্দার্থ : اَلْوَلَاءُ – দাসত্ব মুক্তি সূত্রে উত্তরাধিকার, لِمَنْ اَعْتَقَ – যে আযাদ করে তার জন্য।

١٤٥٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ .

১৪৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : মুক্তদাসের পরিত্যক্ত সম্পদটি বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদের মতো স্থিতিশীল ও মর্যাদাবান। সুতরাং তা বিক্রি করা যায় না এবং দান করাও যায় না। কারণ এরও (মুক্তকারী মুনিব) উত্তরাধিকারী রয়েছে। [৯৫৬ নং হাদীসে এর কথা করা হয়েছে।]

শব্দার্থ : لُحْمَةٌ – গোশতের টুকরা বা সম্পর্কে, كَلُحْمَةِ النَّسَبِ – রক্ত সম্পর্কের ন্যায়, لَايُبَاعُ – বিক্রি করা যায় না, لَا يُوْهَبُ – দান করা যায় না।

٢. بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

১. অনুচ্ছেদ : মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মু ওয়ালাদ

১. যে গোলামকে মনিব তার মৃত্যুর পর আযাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঐ গোলামকে 'মুদাব্বার' বলা হয়। ২. যে গোলাম মনিবের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে নিজেকে আযাদ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তবে 'মুকাতাব' গোলাম বলা হয়। ৩. যে দাসীর গর্ভে মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে 'উম্মে ওলাদ' বলা হয়। ইসলাম দাস দাসীদের মুক্ত করার জন্য যে বিভিন্ন পথ খুলে দিয়েছিল এ তিনটিও তার অন্যতম। দাসত্বমুক্তির ইসলামি পন্থাসমূহের প্রবর্তন হওয়ার ফলেই আজ দাস প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব হয়েছে।

١٤٦٠. عَنْ جَابِرٍ (رضى) أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

১৪৬০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক আনসারী ব্যক্তি তার মাল হিসেবে মাত্র একটি গোলাম থাকা সত্ত্বেও ঐটিকে তার মৃত্যুর পর আযাদ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়। নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এ সংবাদ পৌছাল। তারপর তিনি বললেন : কে এ গোলামটি আমার কাছ থেকে ক্রয় করবে? ফলে নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ ঐটিকে আটশত দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ৬৭১৬, আধুনিক প্রকাশনী ৬২৪৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ৯৯৭, ইসলামিক সেন্টার ৪১৯১)]

বুখারীর শব্দে আছে, লোকটি তার দাসকে আযাদ করে দেয়ার পর অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (তাওহীদ প্রকাশনী ২১৪১) নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, লোকটির ঋণ ছিল। ফলে গোলামটিকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রয় করে তাকে দিয়ে বললেন : তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। [সহীহ : নাসায়ী (৮/২৪৬)]

শব্দার্থ : أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ – সে তার দাস আযাদ করে দিলো, عَنْ دُبُرٍ – মৃত্যুর পর কার্যকর হবে, لَمْ يَكُنْ لَهُ – তার ছিল না, مَالٌ – কোন মাল, غَيْرُهُ – তা ব্যতীত, بَلَغَ ذٰلِكَ – বিষয়টি পৌছল, مَنْ يَشْتَرِيهِ – কে তা ক্রয় করবে, مِنِّي – আমার নিকট থেকে।

ব্যাখ্যা : দানের থেকে ঋণ পরিশোধের মূল্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বেশি।

١٤٦١. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ.

১৪৬১. আমর ইবনে শু'আইব (রা) তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন : মুকাতাব গোলাম তার মুক্তির জন্য নির্ধারিত অর্থের মধ্যে একটা দিরহাম পরিশোধ করতে বাকি থাকা পর্যন্ত সে দাস (বলে গণ্য হবে)। [হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-৩৯২৬, এর মূল বক্তব্য আহমদ ও আরো তিনটি গ্রন্থে রয়েছে। আহমদ-২/১৭৮, ২০৬, ২-৯; আবূ দাউদ হাদীস-৩৯২৭, নাসায়ী কুবরা-৩/১৯৭, তিরমিযী হাদীস-১২৬০, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫১৯, হাকিম (২/২১৮), একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।]

শব্দার্থ : اَلْمُكَاتَبُ – নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ দাস, مَا بَقِيَ – যতক্ষণ পর্যন্ত বাকী থাকবে, عَلَيْهِ – তার উপর, مِنْ مُكَاتَبَتِهِ – তার চুক্তিবদ্ধ অর্থ হতে।

١٤٦٢. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّيْ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

১৪৬২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের (মেয়ে জাতির বা নবীর সহধর্মিণীদের) কারো যখন কোন মুকাতাব গোলাম থাকে আর সে গোলামের নিকটে চুক্তিকৃত টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে তবে ঐরূপ গোলাম থেকে সে যেন পর্দা অবলম্বন করে চলে। [যঈফ : আহমদ-৬/২৯০,৩০৮, ৩১১; আবূ দাউদ হাদীস-৩৯২৮, নাসায়ী কুবরা ৩/১৯৮, তিরমিযী হাদীস-১২৬১, ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫২০]

শব্দার্থ : إِذَا كَانَ – যখন থাকবে, لِإِحْدَاكُنَّ – তোমাদের কারো, وَكَانَ عِنْدَهُ – আর তার নিকট মওজুদ থাকে, مَا يُؤَدِّيْ – যা সে আদায় করবে, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ – তাহলে সে যেন তার সাথে পর্দা করে।

١٤٦٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

১৪৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াত (খুনের ক্ষতিপূরণ) যে পরিমাণ অংশ আযাদ ছিল সে পরিমাণের জন্য আযাদের রক্ত পণ আদায় করতে হবে। আর যে অংশ দাস ছিল সে পরিমাণের জন্য গোলামের অনুরূপ রক্ত মূল্য (দিয়াত) প্রদান করতে হবে। [সহীহ আহ্মদ-১/২২২, ২২৩, ২২৬, ২৬০; আবূ দাউদ হাদীস-৪৫৮, নাসায়ী-৪৮০৯,৪৮১০ শব্দ আহমদের।]

শব্দার্থ : يُوْدَى الْمُكَاتَبُ – মুকাতাবের দিয়াত আদায় করা হবে, بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ – যে পরিমাণ সে আযাদ হয়েছে সে পরিমাণ, دِيَةَ الْحُرِّ – আযাদ ব্যক্তির দিয়াতের অনুরূপ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ – আর যে পরিমাণ সে গোলামই রয়ে গেছে সে পরিমাণ, دِيَةَ الْعَبْدِ – দাসের দিয়াতের অনুরূপ।

١٤٦٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. اَخِى جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ - (رضى) قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا ، وَّلَا دِيْنَارًا، وَّلَا عَبْدًا، وَّلَا اَمَةً، وَّلَا شَيْئًا ، اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسَلَاحَهُ، وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

১৪৬৪. উম্মুল মু'মিনীন জুওইরিয়ার ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর ইন্তিকালের সময় কোন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), কোন দিনার, কোন গোলাম বা কোন দাসী আর না কোন বস্তু রেখে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর একটা মাত্র সাদা রং-এর খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও কিছু জমিও ছিল যা সদকাহ করে রেখেছিলেন। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৭৩৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৫৩৭]

শব্দার্থ : مَاتَرَكَ – রেখে যাননি, عِنْدَمَوْتِهِ – তার মৃত্যুকালে, بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ – তার সাদা রং-এর খচ্চর, وَسَلَاحَهُ – তার যুদ্ধাস্ত্র, وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً – আর কিছু জমি যা তিনি সদাক্বাহ করেছিলেন।

١٤٦٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَهِىَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ.

১৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : যে কোন দাসী তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করবে সে তার মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে। [যঈফ : ইবনে মাজাহ হাদীস-২৫১৫, হাকিম হাদীস-২/১৯, একদল হাদীস বিশারদ এটিকে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদীস হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।]

শব্দার্থ : أَيُّمَا أَمَةٍ - যে কোন দাসী, وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا - তার মুনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে, فَهِيَ حُرَّةٌ - ঐ দাসী আযাদ হবে, بَعْدَ مَوْتِهِ - মুনিবের মৃত্যুর পর।

١٤٦٦. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ غَارِمًا فِىْ عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِىْ رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

১৪৬৬. সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ কে সাহায্য করবে বা কোন ঋণী ব্যক্তিকে (সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণে ঋণী গ্রস্ত) বা মুকাতাব দাস বা দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য করবে তাকে আল্লাহ্ ছায়াহীন কিয়ামতের কঠিন দিনে ছায়া প্রদান করবেন। [আহমদ-১৫৪১৭, ১৫৪১৮; হাকেম সহীহ্ বলেছেন, হাদীসটি হাসান, তাওযীহুল আহকাম ৭ম/২৭৬ পৃষ্ঠা]

শব্দার্থ : مَنْ أَعَانَ - যে সাহায্য করবে, مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের মুজাহিদকে, أَوْ غَارِمًا - অথবা ঋণগ্রস্তকে সাহায্য করবে, عِنْدَ عُسْرَتِهِ - তার কঠিন সময়ে, أَوْ مُكَاتَبًا - অথবা মুকাতাব দাসকে সাহায্য করবে, فِىْ رَقَبَتِهِ - তার দাসত্ব মুক্তির জন্য, أَظَلَّهُ اللّٰهُ - আল্লাহ্ তাকে ছায়া দিবেন, يَوْمَ لَا ظِلَّ - যেদিন কোন ছায়া থাকবে না, إِلَّا ظِلُّهُ - তার ছায়া ব্যতীত।

١٦. كِتَابُ الْجَامِعِ

১৬তম অধ্যায় : বিভিন্ন প্রসঙ্গ

١. بَابُ الْأَدَبِ

১. অনুচ্ছেদ : শিষ্টাচারিতা

١٤٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ.

১৪৬৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের ছয়টি হক্ব রয়েছে− ১. কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে; ২. আমন্ত্রণ করলে তা কবূল করবে; ৩. পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে; ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লে তার জবাব দেবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে।) ৫. পীড়িত হলে তার কাছে গিয়ে তার খবরা খবর নেবে; ৬. সে ইন্তিকাল করলে তার জানাযা সালাতে অংশগ্রহণ করবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৬২, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫৪৮৮]

শব্দার্থ : حَقُّ الْمُسْلِمِ - মুসলিমের অধিকার, عَلَى الْمُسْلِمِ - মুসলিমের উপর, سِتٌّ - ছয়টি, إِذَا - যখন, لَقِيْتَهُ - তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, فَسَلِّمْ عَلَيْهِ - তুমি তাকে সালাম দিবে, إِذَا دَعَاكَ - যখন সে তোমাকে দা'ওয়াত দিবে, فَأَجِبْهُ - তুমি তার দাওয়াত গ্রহণ করবে, إِذَا اسْتَنْصَحَكَ -

যখন তোমার নিকট পরামর্শ চাইবে, فَانْصَحْهُ – তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, إِذَا عَطَسَ – সে যখন হাঁচি দিবে, فَحَمِدَ اللّٰهَ – অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করবে বা 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলবে, فَشَمِّتْهُ – তুমি তার জওয়াব দিবে বা ইয়ারহামুকাল্লা-হ, বলবে, إِذَا مَرِضَ – যখন সে অসুস্থ হবে, فَعُدْهُ – তুমি তার দেখাশুনা করবে, إِذَا مَاتَ – যখন সে মারা যাবে, فَاتْبَعْهُ – তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।

ব্যাখ্যা : শেষেরটিকে ফরযে কেফায়ার মধ্যে গণ্য করা হয়।

١٤٦٨. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ.

১৪৬৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (পার্থিব ব্যাপারে) তুমি তোমার চেয়ে দুর্বলের ওপর দৃষ্টি রাখবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উঁচু তার ওপর দৃষ্টি রাখবে না। এরূপ করলে তুমি আল্লাহ প্রদত্ত তোমার নিয়ামতের প্রতি অবহেলা ও তাচ্ছিল্যতা প্রকাশ করার অপরাধ থেকে পরিত্রাণ পাবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৯৬৩, ইসলামি সেন্টার হাদীস-৭২১৪, বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৪৯০, আধুনিক প্রকাশনী-৬০৪০, শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : أُنْظُرُوْا – তোমরা দৃষ্টি দিবে, أَسْفَلَ مِنْكُمْ – তোমাদের চেয়ে নীচু বা তোমাদের চেয়ে দুর্বল, لَاتَنْظُرُوْا – তোমরা দৃষ্টি দিবে না, مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ – যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উঁচু, أَجْدَرُ – অধিক উপযোগী, أَنْ لَاتَزْدَرُوْا – তোমরা অবজ্ঞা করবে না।

١٤٦٩. وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ : اَلْبِرُّ : حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ : مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

১৪৬৯. নাওওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে নেকী ও বদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : উত্তম চরিত্র পুণ্য কর্ম। আর পাপ সেটাই যা তোমার মনে খটকা জাগায় ও যার প্রসঙ্গে লোকের অবগতিকে তুমি অপছন্দ মনে কর।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৫৩, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৬৩৩৪]

শব্দার্থ : اَلْبِرُّ – সাওয়াব বা সৎকাজ, اَلْاِثْمُ – গুনাহ বা পাপ, حُسْنُ الْخُلُقِ – উত্তম চরিত্র, مَا حَاكَ – যা সন্দেহ জাগায় বা খটকা তৈরি করে, فِىْ صَدْرِكَ – তোমার অন্তরে।

١٤٧٠. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلاَ يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ، حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ.

১৪৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আপোষে তিনজন একত্রে অবস্থান করবে তখন তোমাদের একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কোন গোপন আলাপ করবে না। যতক্ষণ না তোমরা জনসাধারণের মধ্যে মিশে যাও। এরূপ করা অপর ব্যক্তির মনে কষ্ট জাগ্রত করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬২৯০, আধুনিক প্রকাশনী-৫৮৪৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ২১৮৪, ইসলামিক সেন্টার-৫৫৩৪, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : اِذَا كُنْتُمْ – যখন তোমরা থাকবে, ثَلَاثَةٌ – তিনজন, لَايَتَنَاجٰى اِثْنَانِ – দু'জনে গোপনে আলাপ করবে না, دُوْنَ الْاٰخَرِ – অন্য একজনকে রেখে বা বাদ দিয়ে, حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ – জনগণের সাথে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত, مِنْ اَجْلِ – এজন্য যে, اَنَّ ذٰلِكَ – এটা – يُحْزِنُهُ – তাকে চিন্তায় ফেলে দিবে।

١٤٧١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا، وَتَوَسَّعُوْا.

১৪৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন লোক যেন কোন লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং তোমরা বসার ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত কর। [সহীহ : বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬২৭০, আধুনিক প্রকাশনী-৫৮২৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৭৭, ইসলামিক সেন্টার-৫৫২১]

শব্দার্থ : لَايُقِيْمُ الرَّجُلُ – কোন লোক উঠিয়ে দিবে না, مِنْ مَجْلِسِهِ – তার বসার স্থান হতে, ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ – অতঃপর সে তাতে বসে, تَفَسَّحُوْا – সম্প্রসারিত করো, تَوَسَّعُوْا – প্রশস্ত করো।

١٤٧٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتّٰى يَلْعَقَهَا، اَوْ يُلْعِقَهَا.

১৪৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন খাদ্য খাবে সে যেন হাত নিজে চেটে নেয়ার বা অপরকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়ার আগে তার হাত না মুছে (বা ধুয়ে) ফেলে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৪৬, আধুনিক প্রকাশনী ৫০৫২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৩১, ইসলামিক সেন্টার-৫১৩৩]

শব্দার্থ : لَايَمْسَحْ يَدَهُ – সে যেন তার হাত না মুছে, حَتّٰى يَلْعَقَهَا – যতক্ষণ সে তা চেটে না খায়, اَوْيُلْعِقَهَا – অথবা অন্যকে দিয়ে তা চাটায়।

١٤٧٣. وعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُسَلِّمِ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ.

১৪৭৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বয়সে ছোট ব্যক্তি বড়কে, পথযাত্রী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, অল্পসংখ্যক বড় দলকে সালাম প্রদান করবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬২৩১, ৬২৩৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৭৯০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৬০, ইসলামিক সেন্টার-৫৪৮৩, মুসলিমের বর্ণনায় আছে আরোহী পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাম দেবে।]

শব্দার্থ : لِيُسَلِّمِ الصَّغِيْرُ – ছোট ব্যক্তি সালাম করবে, عَلَى الْكَبِيْرِ – বড় ব্যক্তিকে, اَلْمَارُّ – পথযাত্রী বা রাস্তা অতিক্রমকারী, اَلْقَاعِدُ – বসা ব্যক্তি, اَلْقَلِيْلُ – সংখ্যায় কম, اَلْكَثِيْرُ – বেশী সংখ্যক।

١٤٧٤. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ.

১৪৭৪. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজনের সালাম প্রদান করা যথেষ্ট ও অনুরূপভাবে দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের উত্তর দেয়া সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। এর সমর্থক হাদীস থাকায় এটি হাসান। [আবূ দাউদ হাদীস-৫২১০, বাইহাকী হাদীস ৯/৪৯]

শব্দার্থ : يُجْزِئُ – যথেষ্ট হবে, عَنِ الْجَمَاعَةِ – দলের পক্ষ থেকে, اِذَا مَرُّوْا – যখন তারা পথ চলে, اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ – তাদের একজনের সালাম করা, اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ – তাদের একজনের সালামের জওয়াব দেয়া।

١٤٧٥. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ، وَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِهِ.

১৪৭৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দিবে না। আর যখন তোমরা তাদের সাথে রাস্তায় মিলবে তখন তাদেরকে রাস্তায় সংকীর্ণতম দিকে যেতে বাধ্য করবে। [সহীহ মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার ৫৪৯৮]

শব্দার্থ : لَاتَبْدَؤُوْا – তোমরা শুরু করবে না, اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ – যখন তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পাবে, فِىْ طَرِيْقٍ – রাস্তায়, فَاضْطَرُّوْهُمْ – তাদেরকে বাধ্য করবে, اِلٰى اَضْيَقِهِ – সেটার সংকীর্ণতম দিকে।

١٤٧٦. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

১৪৭৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিবে সে যেন তখন আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলে। (অর্থ : আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা) আর তার সাথী মুসলিম ভাই বলবে– ইয়ারহামুকাল্লাহ্ (আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন) এবার হাঁচিদাতা তার সাথীর জন্য বলবে– ইয়াহ্‌দিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। (আল্লাহ্ আপনাকে সুপথে প্রতিষ্ঠিত করুন, আপনার আস্থা কল্যাণময় করুন)

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬২২৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৭৮৩]

শব্দার্থ : عَطَسَ اِذَا – যখন হাঁচি দিবে, فَلْيَقُلْ – তখন সে যেন বলে, وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ – তার ভাই যেন তার উদ্দেশ্যে বলে, يُصْلِحُ بَالَكُمْ – তিনি তোমাদের অবস্থা ভাল করে দিন।

١٤٧٧. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا.

১৪৭৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনও দাঁড়িয়ে (পানি) পান না করে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী ২০২৬, ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৫১১৮]

শব্দার্থ : لَايَشْرَبَنَّ – অবশ্যই পান করবে না, قَائِمًا – দাঁড়ানো অবস্থায়।

١٤٧٨. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

১৪৭৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে সে যেন ডান পায়ে আগে পরে আর খুলবার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলে নেয়। জুতা পরার সময় ডান পা আগে এবং খুলবার সময় ডান পা শেষে হওয়া চাই। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৮৫৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫৪২৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৯৭, ইসলামিক সেন্টার-৫৩৩৪, শব্দ বুখারীর]

শব্দার্থ : اِنْتَعَلَ – সে জুতা পরিধান করল, نَزَعَ – সে খুলে ফেলল, فَلْيَبْدَأْ – সে যেন শুরু করে, تُنْعَلُ – জুমা পরানো হয়, تُنْزَعُ – খুলে ফেলা হয়।

١٤٧٩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمْشِ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

১৪৭৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন একখানা জুতা পরে না চলে– হয় দুখানাই পরবে, না হয় দুখানাই খুলে রাখবে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৮৫৬, আধুনিক প্রকাশনী ৫৪৩০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী ২০৯৭, ইসলামিক সেন্টার-৫৩৩৫]

শব্দার্থ : لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا – হয় দু'খানা জুতাই পরবে, لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا – দু'খানাই খুলে রাখবে।

١٤٨٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

১৪৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তাঁর (স্নেহের) দৃষ্টি ঐ ব্যক্তির প্রতি নিক্ষেপ করবেন না যে অহংকারভরে তার কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে (পায়ের গিঁটের নিচে পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৭৮৩, আধুনিক প্রকাশনী-৫৩৫৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০৮৫, ইসলামিক সেন্টার-৫২৯২]

শব্দার্থ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ – যে তার কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, خُيَلَاءَ – অহংকারব ভরে।

١٤٨١. وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

১৪৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন ডান হাতে খায়, আর যখন পান করবে

তখন ডান হাতে পাত্র ধরে পান করবে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২০২০, ইসলামিক সেন্টার-৫১০৪]

শব্দার্থ : فَلْيَأْكُلْ – সে যেন খায়, بِيَمِينِهِ – তার ডান হাত দ্বারা, فَلْيَشْرَبْ – সে যেন পান করে।

١٤٨٢. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ.

১৪৮২. আম্র ইবনে শু'আইব (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ব্যয়বাহুল্য ও অহংকার থেকে দূরে থেকে- খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং সদকাহ্ আদায় কর। [হাসান : তায়ালিসী হাদীস-২২৬১, আহমাদ-৬৬৯৫,৬৭০৮, বুখারী মু'আল্লাক, ফাতহুল বারী-১০/২৫২]

শব্দার্থ : كُلْ – তুমি খাও, اِشْرَبْ – তুমি পান করো, اِلْبَسْ – তুমি পোষাক পরো, تَصَدَّقْ – সদাক্বাহ করো, فِيْ غَيْرِ سَرَفٍ – অপচয় ব্যতীত, مَخِيلَةٌ – অহংকার।

٢. بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

২. অনুচ্ছেদ : কল্যাণসাধন ও আত্মীয়তার হক্ব আদায়

ইসলাম যে মানবতার মূল্যায়নে একটা গৌরবময় ইতিহাসের জন্মদান করেছে। হাদীস শাস্ত্রের এসব অধ্যায়গুলো পাঠে তা সঠিকভাবে জানা যায়।

١٤٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৪৮৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী-রোজগারে প্রসারতা করা হোক ও তার হায়াতকে পিছানো (বর্ধিত করা) হোক–তবে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধনকে সুরক্ষিত করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৯৮৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫৫৫০]

শব্দার্থ : مَنْ اَحَبَّ – যে পছন্দ করে, اَنْ يُبْسَطَ لَهُ – তার জন্য প্রশস্ত করা হবে, فِىْ رِزْقِهِ – তার জীবিকা, يُنْسَاَلَهُ – তার জন্য পিছিয়ে দেয়া হবে বা বৃদ্ধি করা হবে, فِىْ اَثَرِهِ – তার হায়াত, فَلْيَصِلْ – সে যেন ঠিক রাখে বা অটুট রাখে, رَحِمَهُ – তার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

١٤٨٤. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يَعْنِىْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

১৪৮৪ : জুবাইর ইবনে মুত্বইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৫৯৮৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৫৪৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী ২৫৫৬, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৩৮]

শব্দার্থ : قَاطِعَ رَحِمٍ – আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

١٤٨٥. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَعِيْدٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ.

১৪৮৫. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন মায়ের সাথে অসদাচারণ করা, কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করা, সৎপথে দান বন্ধ করা এবং দাও দাও বলাকে। আর তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন যে তোমরা বলবে– 'বলা হয়েছে' 'বলেছে' (সমালচনা করা) এবং অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা। [সহীহ: বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী ৫৯৭৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫৫৪২, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৪৩৩৫]

শব্দার্থ : حَرَّمَ عَلَيْكُمْ – তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, عُقُوْقَ – অসদাচরণ করা বা অবাধ্য হওয়া, اَلْاُمَّهَاتِ – মাতাগণ, وَاْدَ – জীবিত কবর দেয়া, اَلْبَنَاتُ – কন্যাগণ, مَنْعًا – (দান) বন্ধ করা, هَاتِ – (অন্যের কাছে) চাওয়া, قِيْلَ وَقَالَ – অনর্থক কথাবার্তা বলা, كَثْرَةُ السُّؤَالِ – অধিক প্রশ্ন করা বা চাওয়া, اِضَاعَةٌ – বিনষ্ট করা।

١٤٨٦. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رِضَا اللّٰهِ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللّٰهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ.

১৪৮৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (অর্জিত হয়), তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।

[হাসান : তিরমিযী হাদীস-১৯০০, ইবনে হিব্বান-২০২৬, হাকিম-৪/১৫১-১৫২]

শব্দার্থ : رِضَا للّٰهِ – আল্লাহর সন্তুষ্টি, سَخَطٌ – অসন্তুষ্টি।

١٤٨٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِجَارِهِ. اَوْ لِاَخِيْهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

১৪৮৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ঐ বস্তু প্রতিবেশীর বা (তিনি বলেছেন) তার ভাই-এর জন্য ভালোবাসবে যা তার নিজের জন্য ভালোবাসে। [সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-১৩, আধুনিক প্রকাশনী-১২, মুসলিম হাদীস একাডেমী-৪৫, ইসলামিক সেন্টার-৭৯]

শব্দার্থ : جَارٌ – প্রতিবেশী।

١٤٨٨. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ؟ قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَاْكُلَ مَعَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

১৪৮৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন পাপ সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বলেন, কোন বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য (জ্ঞান) করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন পাপ বড়? তিনি বলেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। (খেতে দেয়ার ভয়ে শিশু

সন্তানকে হত্যা করা অথবা জন্ম নিরোধ করা।) আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (অন্যায়ভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া)।

শব্দার্থ : أَىُّ الذَّنْبِ - কোন গুনাহ, أَعْظَمُ - অধিক বড়, نِدٌّ - সমকক্ষ বা অংশীদার, خَلَقَكَ - তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, خَشْيَةً - ভয় বা আশংকা, أَنْ تُزَانِىَ - তুমি ব্যভিচার করবে বা তোমার ব্যভিচার করা, حَلِيْلَةُ جَارِكَ - তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী।

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবনে সর্বপ্রধান পাপ হচ্ছে শিরক। কারণ আল্লাহ আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, ফলে আল্লাহ এককভাবে আমাদের ইবাদতের নায্য হকদার আর কোন সৃষ্টির এতে কোনই হক নেই। বড় হকদারের হক নষ্ট করা অবশ্য সর্বাপেক্ষা বড় পাপ বলে গণ্য হবে। পিতা-মাতা সন্তানের রক্ষাকারী তা না করে হত্যাকারী হওয়া অতীব জঘন্য কাজ। এটাও বড় পাপ বলে গণ্য হবে এবং প্রতিবেশী স্বাভাবিকভাবে তার জান, মাল ও ইজ্জতের সহায়ক বলে প্রতিবেশীকে মনে করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীত্বের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ফলে এটাও বড় পাপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

١٤٨٩. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ : وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ اَبَاهُ، وَيَسُبُّ اُمَّهُ، فَيَسُبُّ اُمَّهُ.

১৪৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পিতা-মাতাকে গালি দেয়া বড় পাপ। তাঁকে বলা হলো মানুষ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন : হ্যাঁ দেয়। (এভাবে) সে কারো পিতাকে গালি দেয় তখন সেও তার পিতাকে গালি দেয়, সে কারো মাতাকে গালি দেয়, সেও তার মাতাকে পাল্টা গালি দেয়। (অপরের পিতা-মাতাকে গালি দিয়ে নিজের মাতা-পিতাকে সে গালি খাওয়ানোর কারণ সৃষ্টি করে পাপী সাব্যস্ত হয়। এরূপ করাও বড় পাপ।) [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৯৭৩, আধুনিক প্রকাশনী-৫৫৪০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৯০, ইসলামিক সেন্টার-১৭১]

শব্দার্থ : شَتْمٌ – গালি দেয়া, قِيْلَ – জিজ্ঞেস করা হলো বা বলা হলো, يَسُبُّ – গালি দেয়, يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ – সে কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, فَيَسُبُّ اَبَاهُ – অতঃপর সে তার পিতাকে গালি দেয়।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আরবের লোকেরা নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না।

١٤٩٠. وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هٰذَا، وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

১৪৯০. আবূ আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের অধিক কথা বলা বন্ধ রাখবে এমনভাবে দু'জনে দেখা হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে আগে (তার মুসলিম ভাইকে সালাম দিবে)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০৭৭, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬৩৯, মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৫৬০, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৫০]

শব্দার্থ : لَايَحِلُّ – বৈধ নয়, اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ – তার ভাই-এর সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা, فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ – তিন দিনের (রাতের) বেশী, يَلْتَقِيَانِ – দু'জনের সাক্ষাৎ হয়, يُعْرِضُ هٰذَا – এ মুখ ফিরিয়ে নেয়, خَيْرُهُمَا – তাদের দু'জনের মাঝে উত্তম, اَلَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ – যে প্রথমে সালাম দেয়।

١٤٩١. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

১৪৯১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সৎকর্ম সদকাহ সমতুল্য পুণ্য কাজ।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০২১, আধুনিক প্রকাশনী-৫৮৭]

শব্দার্থ : كُلُّ مَعْرُوْفٍ – সকল ভাল কাজ।

ব্যাখ্যা : কেবল আর্থিক সাহায্য সদকা বলে গণ্য হবে তা নয়– বরং কথা ও কাজের সাহায্যও সাদকা বলে গণ্য হবে।

١٤٩٢. وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

১৪৯২. আবূ যার্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সৎ কাজকে কখনও তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও সেটা তোমার কোন (মুসলিম) ভাই-এর সাথে আনন্দের সাথে সাক্ষাৎকার হয়। (এটাকেও সৎকর্মের দিক থেকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬২৬, ইসলামিক সেন্টার-৬৫০২]

শব্দার্থ : لَاتَحْقِرَنَّ – অবশ্যই তুচ্ছ মনে করবে না, اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ – তোমার ভাই-এর সাথে সাক্ষাৎ করা, بِوَجْهٍ طَلْقٍ – হাস্যোজ্বল চেহারায়।

١٤٩٣. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَاَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

১৪৯৩. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি দিয়ে প্রতিবেশীর খবরগিরি করবে। (প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬২৫, ইসলামিক সেন্টার-৬৪৯৯]

শব্দার্থ : اِذَا طَبَخْتَ – যখন তুমি রান্না করবে, مَرَقَةً – গোশতের ঝোল, فَاَكْثِرْ مَاءَهَا – তাতে পানি বেশি দিবে, تَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ – তোমার প্রতিবেশীর হক্ব সংরক্ষণ করবে।

١٤٩٤. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

১৪৯৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব বিপদ দূর করবে আল্লাহ তা'আলা তার পরকালে বিপদ থেকে কোন বিপদ দূর করবেন। কেউ যদি কোন অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা করবে তবে আল্লাহ্ তার ইহকাল ও পরকালের উভয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই-এর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা ইহকালে ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৯৯, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৬১]

শব্দার্থ : مَنْ نَفَّسَ – যে দূর করবে, كُرْبَةً – বিপদ, مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا – দুনিয়ার বিপদসমূহ হতে, مَنْ يَسَّرَ – যে সহজ করবে বা সহযোগিতা করবে, مُعْسِرٌ – অভাবগ্রস্ত, مَنْ سَتَرَ – যে গোপন করবে, اَللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ – আল্লাহ বান্দার প্রতি সাহায্য অব্যাহত রাখেন, مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ اَخِيْهِ – যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের প্রতি সাহায্য।

١٤٦٥. وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ.

১৪৯৫. আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান দান করে, তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর অনুরূপ পুণ্য রয়েছে।

[সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-১৮৯৩, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৪৭]

শব্দার্থ : مَنْ دَلَّ - যে দেখায়, عَلٰى خَيْرٍ - কল্যাণের পথ, فَلَهُ - তার জন্য রয়েছে, مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ - সেটা সম্পাদনকারী অনুরূপ পুর্ণ্য।

١٤٦٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَاَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ، وَمَنْ اَتٰى اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا، فَادْعُوْا لَهُ.

১৪৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে (আল্লাহ্‌র নামে) আশ্রয় প্রার্থী হয় তাকে আশ্রয় প্রদান কর। আর যে আল্লাহর নাম নিয়ে (শরী'আতসম্মতভাবে) তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাকে সাহায্য কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ করে থাকে তাকে তুমি তার প্রতিদান যথারীতি দাও আর তাতে সক্ষম না হলে তার জন্য নেক দোয়া কর। [সহীহ বায়হাকী-৪/১৯৯, আবূ দাউদ হাদীস-১৬৭২,৫১০, নাসায়ী-২৫৬৭, আহমদ-৯২/৬৮, ৯৯, ১২৭]

শব্দার্থ : مَنِ اسْتَعَاذَ - যে আশ্রয় প্রার্থনা করে, بِاللّٰهِ - আল্লাহর ওয়াস্তে, আল্লাহর নামে, فَأَعِيْذُوْهُ - তাকে তোমরা আশ্রয় দাও, فَأَعْطُوْهُ - তাকে তোমরা দান করো, فَكَافِئُوْهُ - তাকে তোমরা সমান প্রতিদান দাও, فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا - যদি দিতে সক্ষম না হও, فَادْعُوْا لَهُ - তাহলে তার জন্য দু'আ করো।

٣. بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

৩. অনুচ্ছেদ : পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি ও পাপকার্যে নির্লিপ্ততা

ধর্মীয় জীবনের সফলতা এই দুটি নৈতিক গুণের ওপর নির্ভরশীল। এ গুণ দুটির শূন্যতা ধর্মীয় জীবন নিষ্ফল হওয়ার নামান্তর মাত্র। ইসলামের প্রথম যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগরূপে গড়ে তুলতে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের এই যোহদ ও তাকওয়াই প্রধান উপকরণরূপে কাজ করেছে। ওমর ও আলীর মতো আদর্শ যোদ্ধা ও শাসক এই গুণ দুটিরই বাস্তবায়ন।

١٤٦٧. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِاِصْبَعَيْهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ : اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ، كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى، يُوْشِكُ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ، اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، اَلَا وَاِنَّ

حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ، اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً، اِذَا صَلُحَتْ، صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

১৪৯৭. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দু'হাতের দু'আঙ্গুলকে তাঁর কানের দিকে ঝুকিয়ে (ইঙ্গিত করে) বলেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (নিজ কানে) বলতে শুনেছি, এটা নিশ্চিত যে, হালাল সুস্পষ্ট আর হারামও সুস্পষ্ট। কিন্তু এ দু-এর মাঝে কিছু অস্পষ্ট বস্তুও আছে যা অনেকেই খবর রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সংশয়যুক্ত বস্তু থেকে দূরে অবস্থান করবে, সে নিজের দ্বীন ও ইয্যাতকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। আর যে ব্যক্তি ঐসব সন্দেহযুক্ত বস্তুর মধ্যে লিপ্ত হবে সে হারামেই পতিত হবে। সে ঐ রাখালের মতো যে নিজের পশুকে রক্ষিত ক্ষেতের আশেপাশে চরায়, ফলে তার পশু রক্ষিত ভূমিতে গিয়ে অচিরেই পতিত হয়। সাবধান! প্রত্যেক রাজার কিছু রক্ষিত এলাকা থাকে। সতর্ক থাকো- শরী'আত কর্তৃক 'হারাম' বলে ঘোষিত বস্তুগুলো আল্লাহর রক্ষিত চারণভূমি। সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটা গোশ্‌ত টকরা আছে যা ঠিক ও সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীরটাই ঠিক থাকে আর ঐটি খারাপ বা বিকৃত হয়ে গেলে সমস্ত শরীরটাই খারাপ ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর সেটা হচ্ছে হৃদয়।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫২, আধুনিক প্রকাশনী-৫০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৫৯৯, ইসলামিক সেন্টার-৩৯৪৮]

শব্দার্থ ঃ اَهْوَى - তিনি ঝুকিয়ে দিলেন, بِاُصْبُعَيْهِ - তার দু' আঙ্গুল, بَيِّنٌ - স্পষ্ট, مُشْتَبِهَاتٌ - অস্পষ্ট বা সন্দেহমূলক বস্তু, مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ - যে ব্যক্তি সন্দেহমূলক কাজ হতে দূরে থাকল, فَقَدِاسْتَبْرَا - সে মুক্ত রাখল বা নিরাপদে রাখল, لِدِيْنِهِ - তার দ্বীনকে, وَعِرْضِهِ - তার মর্যাদাকে, وَقَعَ - প্রতিত হলো, فِى الشُّبُهَاتِ - সন্দেহমূলক কাজে, اَلرَّاعِىْ - রাখল, يَرْعَى - চরায়, حَوْلَ الْحِمَى - সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে, يُوْشِكُ - অচিরেই বা নিকটবর্তী সময়েই, اَنْ يَقَعَ فِيْهِ - তাতে পতিত হবে, مَلِكٌ - বাদশাহ, حِمَى - সংরক্ষিত জায়গা, حِمَى اللّٰهِ - আল্লাহর সংরক্ষিত জায়গা, مَحَارِمُهُ - তার কর্তৃক হারাম বস্তুসমূহ, مُضْغَةٌ - গোশতের টুকরা, اِذَا صَلُحَتْ - যখন তা ঠিক থাকে বা বিশুদ্ধ থাকে, اِذَا فَسَدَتْ - যখন তা বিনষ্ট, হয়, اَلَا - জেনে রাখো।

ব্যাখ্যা : পার্থিব সম্পদের সঙ্গে মানুষের অন্তঃকরণের সম্পর্কে বিভিন্নরূপ থাকে। আল্লাহর দান অল্প-বিস্তর যাইহোক না কেন, তাতে মনের তৃপ্তি সাধনকে কানাআত (قناعة) বলা হয়। সম্পদের প্রতি ইচ্ছা থাকলেও লালসা থাকে না। পার্থিব সম্পদ তা বেশি হোক বা কম হোক অন্তরে তার প্রতি কোনো আসক্তি না থাকে তবে তাকে যুহদ বলে। সর্বপ্রকার পাপ ও অন্যায় হতে নিজেকে দূরে রাখার নাম তাকওয়া। আর যদি তৎসহ সন্দেহজনক বস্তু ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারকেও বর্জন করে চলে তবে এরূপ গুণকে 'অরা' বলা হয়।

সাবধান শরীরের মধ্যে এমন একটা মাংস টুকরা আছে যা ঠিক ও সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীরটাই ঠিক থাকে আর সে টি খারাপ বা বিকৃত হয়ে গেলে সমস্ত শরীরটাই খারাপ ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনযোগ সহকারে শোনা ওটা হচ্ছে হৃদয়।'– বুখারী, মুসলিম।

١٤٦٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيْفَةِ، اِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ.

১৪৯৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও সম্পদের দাস (অর্থলিপ্সু হীনমন্য লোকেরা) ধ্বংস হোক তারা এ প্রকৃতির মানুষ যে, যদি দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর দেয়া না হলেই অসন্তুষ্ট হয়। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৮৮৬, আধুনিক প্রকাশনী-২৬৭৪]

শব্দার্থ ঃ تَعِسَ - ধ্বংস হলো, الدِّيْنَارِ - স্বর্ণমুদ্রার দাম, اَلْقَطِيْفَةُ - ঝালরযুক্ত চাদর, اِنْ أُعْطِيَ - যদি তাকে দেয়া হয়, رَضِيَ - সন্তুষ্ট হয়।

١٤٦٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِيَّ، فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَاِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

১৪৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উভয় কাঁধ ধরে বলেছেন : তুমি তোমার দুনিয়ার জীবনকে এমনভাবে

রাখ যেন তুমি একজন বিদেশী মানুষ অথবা একজন পথিক মাত্র। ইবনে ওমর (রা) নিজে বলতেন : তোমার সন্ধ্যা হলে আর সকাল হওয়ার অর্থাৎ সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করবে না, আর সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার অপেক্ষা (আশা) করবে না। তোমার সুস্থকালে সৎ কাজে এমনভাবে তৎপর থাকো যেন তা তোমার অসুস্থ কালের অতৎপরতার অভাব পূরণ হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় এমন কাজ করে রাখ যাতে তা মৃত্যুর পর কাজে পাওয়া যায়।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৬৪১৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৬৮]

শব্দার্থ ঃ مَنْكِبٌ - কাঁধ, غَرِيْبٌ - অপরিচিত বা বিদেশী, عَابِرُ سَبِيْلٍ - পথিক, اِذَا اَمْسَيْتَ - যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, فَلَاتَنْتَظِرِ - তুমি অপেক্ষা করবে না, اَلصَّبَاحُ - সকাল বেলা, اَلْمَسَاءَ - সন্ধ্যা বেলা, صِحَّتِكَ - তোমার অসুস্থতা, سَقَمِكَ - তোমার সুস্থতা।

١٤٧٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ ، فَهُوَ مِنْهُمْ،

১৫০০. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে ঐ সম্প্রদায়ের বলেই গণ্য হবে। [সহীহ আবু দাঊদ হাদীস-৪০৩১]

শব্দার্থ ঃ تَشَبَّهَ - সে সাদৃশ্য গ্রহণ করল।

١٤٧١. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ.

১৫০১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একদা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে ছিলাম, তিনি বললেন, হে বালক! তুমি আল্লাহর হক্ব রক্ষা কর, আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখ, তাঁকে তোমার সামনে পাবে (তোমার সহযোগী থাকবেন)। আর যখন প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-২৫১৬]

শব্দার্থ ঃ خَلْفَ - পিছনে, اِحْفَظِ اللّٰهَ - আল্লাহর হাক্ব সংরক্ষণ করো, تَجِدْهُ - তাকে তুমি পাবে, تُجَاهَكَ - তোমার সামনে, اِذَا اسْتَعَنْتَ - যখন তুমি সাহায্য চাবে, فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ - আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।

١٤٧٢. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِى اللّٰهُ، وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ. قَالَ : اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.

১৫০২. সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটা কাজের কথা অভিহিত করুন যদি আমি তা করি আল্লাহ্ আমাকে ভালোবাসবেন। আর লোকও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ হও, আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর লোকের অধিকারভুক্ত বস্তুর প্রতি অনাসক্ত থাক, লোকে তোমাকে ভালোবাসবে।

[হাসান ইবনে মাজাহ্ হাদীস-৪১০২]

শব্দার্থ ঃ دُلَّنِيْ - আমাকে দেখিয়ে দিন বা সংবাদ দিন, عَلٰى عَمَلٍ -এক কাজ, اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا - দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, يُحِبَّكَ اللّٰهُ - আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসবেন, مَا عِنْدَ النَّاسِ - যা রয়েছে লোকজনের নিকট।

١٤٧٣. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ، الْغَنِىَّ، الْخَفِىَّ.

১৫০৩. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন যে আল্লাহ্ ভীরু (পাপ কাজ হতে বিরত থাকে) মুখাপেক্ষীহীন (আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপর নির্ভরশীল নয়) ও আত্মগোপনকারী (নিজের গুণ প্রকাশে অনিচ্ছুক)।

[সহীহ মুসলিম ইসলামিক সেন্টার-৭২১৬]

শব্দার্থ ঃ اَلتَّقِىُّ - ধর্মভীরু বা মুত্তাকী, اَلْغَنِىُّ - অমুখাপেক্ষী বা ধনী বা লোভ-লালসাবিহীন, اَلْخَفِىُّ- আত্মগোপনকারী।

١٤٧٤. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

১৫০৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করার মধ্যেই তার ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজ করে। [হাসান তিরমিযী হাদীস-২৩১৮]

শব্দার্থ ঃ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ - কোনো ব্যক্তি ইসলামের সৌন্দর্যতা, تَرْكُهُ - তার পরিত্যাগ করা, مَا لَا يَعْنِيْهِ - তার অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা তার অধিকার বহির্ভূত বিষয়।

١٤٧٥. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَلَا ابْنُ اٰدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ.

১৫০৫. মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যেসব পাত্র ভর্তি করে তার মধ্যে সবচেয়ে মন্দ পাত্র হচ্ছে (মানুষের) পেট। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-২৩৮০]

শব্দার্থ ঃ مَا مَلَا - পরিপূর্ণ করেনি, وِعَاءٌ - পাত্র, شَرٌّ -খারাপ বা মন্দ, بَطْنٌ - পেট।

١٤٧٦. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

১৫০৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মানুষই ভুল-ক্রটিকারী আর ভুল-ক্রটিকারীদের মধ্যে যারা তাওবাহ করে তারাই উত্তম। [হাসান তিরমিযী হাদীস-২৪৯৯]

শব্দার্থ ঃ خَطَّاءٌ - অপরাধী বা ভুল-ক্রটিকারী, اَلتَّوَّابُوْنَ - তাওবাহ্কারীগণ।

١٤٧٧. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ.

১৫০৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নীরবতা অবলম্বন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিন্তু এটা পালনকারীর সংখ্যা খুব অল্প। [সহীহ বায়হাকী শু'আবুল ঈমান-৫০২৭, কামিল ইবনি'আদী-৫/১৮১৬, মূলত এটি লোকমান হাকীমের বক্তব্য। হাকিম-২/৪২২, ৪২৩]

শব্দার্থ : اَلصَّمْتُ - নীরব থাকা বা চুপ থাকা, حِكْمَةٌ - বুদ্ধিমত্তা, قَلِيْلٌ فَاعِلُهُ - এর পালনকারীর সংখ্যা খুবই কম।

٤. بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

৪. পরিচ্ছেদ : মন্দ চরিত্র সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

١٤٧٨. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

১৫০৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নিজেদেরকে হিংসার অনিষ্টতা থেকে নিজকে হেফাযত কর। কারণ হিংসা নেকী সমূহকে ঐভাবেই খেয়ে ফেলে (বিনষ্ট করে) যেভাবে আগুন কাঠ ও খড় পুড়িয়ে ধ্বংস করে। [য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস-৪৯০৩]

শব্দার্থ : اِيَّاكُمْ - তোমরা দূরে থাকবে, اَلْحَسَدُ - হিংসা, يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ - সৎকাজ খেয়ে ফেলে, كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ - যেমন আগুনে খেয়ে ফেলে, اَلْحَطَبُ - শুকনা কাঠ।

١٤٧٩. وَلِابْنِ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ نَحْوُهُ.

১৫০৯. ইবনে মাজাহয়ে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। (হা. ৪২১০) এর সনদে একজন মাতরুক রাবী রয়েছে।

١٤٨٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৫১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আছাড় মেরে পরাজিত করা বীরত্বের প্রমাণ করে না। বরং ক্রোধের সময় যে

ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম, সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীরত্ব। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৬১১৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬৭৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬০৯, ইসলামিক সেন্টার-৬৪৫৬]

শব্দার্থ ঃ اَلشَّدِيْدُ- শক্তিশালী বা ব্যয় বা কুষ্ঠ, بِالصُّرَعَةِ - ধরাশায়ী করা বা বিজয়ী হওয়া, يَمْلِكُ نَفْسَهُ- নিজেকে আয়ত্বে রাখে, عِنْدَ الْغَضَبِ - রাগের সময়।

١٤٨١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫০১১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অত্যাচার (যুলুম) কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে। (অত্যাচার করার পরিণাম ভয়ংকর হবে।) [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-২৪৪৭, অধুনিক প্রকাশনী-২২৬৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৭৯, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৯১]

শব্দার্থ ঃ اَلظُّلْمُ - অত্যাচার বা অন্যায়, ظُلُمَاتٌ- অন্ধকার।

١٤٨٢. وَعَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

১৫১২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুলুম করা থেকে নিজেকে বাঁচাও, কেননা কিয়ামতের দুর্বিসহ দিনে যুলুম কঠিন অন্ধকাররূপে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কৃপণতা থেকেও নিজেকে রক্ষা কর। কারণ ওটা আগের জাতিগুলোকে ধ্বংস সাধন করেছে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৭৮, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৯০]

শব্দার্থ ঃ اَلشُّحُّ - কৃপণতা, اَهْلَكَ- ধ্বংস করেছে, اِتَّقُوْا - তোমরা বেঁচে থাকো বা দূরে থাক বা পরিত্যাগ করো।

١٤٨٣. وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ : اَلرِّيَاءُ.

১৫১৩. মাহমূদ্ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের ব্যাপারে আমার সর্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু যা আমি ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে ছোট শিরক- রিয়া (লোক দেখানো)। [হাসান আহমদ-৫/৪২৮,৪২৯০]

শব্দার্থ : أَخْوَفُ- অধিক ভয়ের বস্তু, أَخَافُ عَلَيْكُمْ - তোমাদের ব্যাপারে আমি ভয় করি, اَلرِّيَاءُ - লোক দেখানো কাজ।

١٤٨٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

১৫১৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। কথা বলতে মিথ্যা বলে, কথা দিলে (ওয়াদা করলে) তা ভঙ্গ করে, আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে। [সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩৩, আধুনিক প্রকাশনী-৩২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫৯, ইসলামিক সেন্টার-১১৯]

শব্দার্থ : اٰيَةُ - চিহ্ন বা নিদর্শন, اِذَا حَدَّثَ - যখন কথা বলে, كَذَبَ - মিথ্যা বলে, اَخْلَفَ - ভঙ্গ করে, اِذَا اؤْتُمِنَ - যখন আমানত রাখা হয় বা বিশ্বাস করা হয়, خَانَ - খিয়ানত করে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে।

١٤٨٥. وَلَهُمَا : مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

১৫১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে উক্ত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ দুটিতে রয়েছে, ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৩৪, আধুনিক প্রকাশনী-৩৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫৮, ইসলামিক সেন্টার-১১৮]

শব্দার্থ : اِذَا خَاصَمَ - যখন ঝগড়া করে, فَجَرَ - অশ্লীল কথা বলে।

١٤٨٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

১৫১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী কাজ, (পাপাচার) আর তাকে হত্যা করা কুফরী (কাফিরের কাজ)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০৪৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬০৯, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৬৪, ইসলামিক সেন্টার-১২৯]

শব্দার্থ : سِبَابٌ - গালি দেয়, فُسُوْقٌ - অন্যায় কাজ, قِتَالُهُ- তাকে হত্যা করা, كُفْرٌ- কুফরী কাজ।

١٤٨٧. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

১৫১৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধারণা বা সন্দেহযুক্ত কাজ ও কথা থেকে দূরে থাক। কেননা ধারণাভিত্তিক কথা সর্বাধিক মিথ্যা কথা। (অধিকাংশই তা মিথ্যা প্রমাণীত হয়)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৪৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৬৪, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৬৩, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৫৩]

শব্দার্থ : اَلظَّنُّ - ধারণা করা, اَكْذَبُ- সর্বাধিক মিথ্যা।

١٤٨٨. وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১৫১৮. মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যে বান্দার ওপরে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন সে যদি তার অধিনস্থদের প্রতি প্রতারণাকারী অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম করে দেন।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৭৫, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৫২, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১৪২, ইসলামিক সেন্টার-২৭১, উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের]

শব্দার্থ : يَسْتَرْعِيْهِ - তাকে কর্তৃত্ব অর্পণ করে, رَعِيَّةً -প্রজা, غَاشٌّ - প্রতারণাকারী, لِرَعِيَّتِهِ - তার প্রজাদের প্রতি বা অধিনস্থদের প্রতি।

١٤٨٩. وَعَنْ عَائِشَةَ ـ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ.

১৫১৯. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে

আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ওপর শাসন কর্তৃত্ব অধিকারী হওয়ার পর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে, তুমিও তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। [সহীহ মুসলিম-১৮২৮, ইসলামিক সেন্টার-৪৫৭৪]

শব্দার্থ ঃ مَنْ وَلِىَ - যে অভিভাবক হলো, شَقَّ عَلَيْهِ - তার উপর কঠোরতা করল, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ- তুমি তার উপর কঠোরতা করো।

١٤٩٠. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ.

১৫২০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন অপর ব্যক্তিকে আঘাত করবে সে যেন তার মুখমণ্ডলে আঘাত না করে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৫৫৯, আধুনিক প্রকাশনী-২৩৭৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬১২, ইসলামিক সেন্টার]

শব্দার্থ ঃ اِذَا قَاتَلَ - যখন আঘাত করে, فَلْيَتَجَنَّبْ - সে যেন দূরে থাকে, বেঁচে থাকে, বিরত থাকে।

١٤٩١. وَعَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ. فَقَالَ لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ : لَا تَغْضَبْ.

১৫২১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোনো এক লোক বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : রাগান্বিত হবে না, লোকটা কয়েক দফা উপদেশ দিন এ কথা বলল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ অত:পর বলতে থাকলেন রাগান্বিত হয়ো না।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬১১৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬৭৬]

শব্দার্থ ঃ اَوْصِنِىْ - আমাকে উপদেশ দিন, لَا تَغْضَبْ - তুমি রাগান্বিত হবে না, فَرَدَّدَ مِرَارًا - সে কথাটি বারবার বলল।

١٤٩٢. وَعَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ

رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫২২. খাওলা আনসারীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই কিছু লোক অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র মালে অনধিকার চর্চা করে থাকে। কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে।

[সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৩১১৮, আধুনিক প্রকাশনী-২৮৮৪]

শব্দার্থ : يَتَخَوَّضُوْنَ - প্রবেশ করে বা ব্যয় করে, بِغَيْرِحَقٍّ - অন্যায়ভাবে।

١٤٩٣. وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ. قَالَ : يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَّالَمُوْا.

১৫২৩. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : তাঁর প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে নিজের ওপর হারাম ঘোষণা করেছি! এবং ওটা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি কোনো যুলুম করো না।

[সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৭৭, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৮৭]

শব্দার্থ : حَرَّمْتُ الظُّلْمَ - আমি যুলম বা অত্যাচার হারাম করেছি, عَلٰى نَفْسِيْ - আমার নিজের উপরে, وَجَعَلْتُهُ - সেটাকে আমি করেছি, بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا - তোমাদের জন্য হারাম, فَلَا تَظَّالَمُوْا- তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করবে না।

١٤٩٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ.قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيْلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

১৫২৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা কি

জান গীবত কাকে বলে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত রয়েছে। তিনি বললেন : তোমার ভাই যে কথা তার সম্পর্কে বলা অপছন্দ মনে করে তার অসাক্ষাতে তা বলে বেড়ানোর নাম গীবত। কেউ বলল : আপনি কি মনে করেন? আমি যা বলছি তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা বিদ্যমান না থাকে তবে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৮৯, ইসলামিক সেন্টার-৬৪০৭]

শব্দার্থ : أَتَدْرُوْنَ - তোমরা জানো কী? مَا الْغِيْبَةُ - গীবাত কী? ذِكْرُكَ أَخَاكَ - তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় উল্লেখ করা, بِمَا يَكْرَهُ - যা সে অপছন্দ করে, فَقَدِ اغْتَبْتَهُ - তুমি তার গীবত করলে, بَهَتَّهُ - তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে।

١٤٩٥. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا، اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوٰى هَا هُنَا، وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

১৫২৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করো না, (ক্রয় করার ভান করে) মূল্যবৃদ্ধি করে প্রতারণা করো না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। একে অপরের পৃষ্ঠপ্রদর্শন (অবজ্ঞা প্রকাশ) করবে না। তোমাদের একজনের সওদা করা শেষ না হলে ঐ বস্তুর সওদা বা কেনা-বেচার প্রস্তাব করবে না। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমদের একে অপরের ভাই। সে তার ওপর অত্যাচার-অবিচার করবে না, অসম্মান করবে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাববে না। আল্লাহ ভীরুতা এখানে এটা বলার সময় তিনি স্বীয় বক্ষস্থলের প্রতি তিনবার ইঙ্গিত করেছিলেন। কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করাটা নিতান্ত মন্দ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট (এরূপ তুচ্ছজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা পাপ

হওয়া সুনিশ্চিত)। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করা, তার মাল আত্মসাৎ করা ও সম্মানে আঘাত দেয়া হারাম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী ২৫৬৪]

শব্দার্থ ঃ لَا تَحَاسَدُوْا - তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, وَلَا تَنَاجَشُوْا - তোমরা দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে ধোঁকা দিবে না, لَا تَبَاغَضُوْا - একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না, لَا تَدَابَرُوْا - পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না বা ষড়যন্ত্র করবে না, لَا يَبِعْ - বিক্রয় করবে না, عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - অপরের বিক্রয়ের উপর, لَا يَظْلِمُهُ - তার প্রতি অত্যাচার করবে না, لَا يَخْذُلُهُ - তাকে অপদস্থ করবে না, لَا يَحْقِرُهُ - তাকে তুচ্ছ মনে করবে না, بِحَسْبِ امْرِئٍ - কোনো ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, مِنَ الشَّرِّ - খারাপ হওয়া বা মন্দ হওয়ার দিক থেকে বা মন্দ হওয়ার জন্য, اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ - তার ভাইকে অবজ্ঞা করা।

١٤٩٦. وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِىْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ، وَالْاَعْمَالِ، وَالْاَهْوَاءِ، وَالْاَدْوَاءِ.

১৫২৬. কুত্‌বাহ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম গর্হিত স্বভাব ও নিকৃষ্ট কাজ, মন্দ কামনা (কুপ্রবৃত্তি) ও ব্যাধি থেকে দূরে রাখ। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৩৫৯১, হাকিম-১/৫৩২]

শব্দার্থ ঃ جَنِّبْنِىْ - আমাকে দূরে রাখ, مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ - খারাপ স্বভাব, اَلْاَهْوَاءُ- প্রবৃত্তি বা বাসনা, اَلْاَدْوَاءُ- রোগ-ব্যাধি।

١٤٩٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُمَارِ اَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

১৫২৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি তোমার মুসলিম ভাই-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না, তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে না ও তার সাথে ওয়াদা করে তা বরখেলাপ করবে না। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-১৯৯৫]

শব্দার্থ ঃ لَا تُمَارِ - তুমি ঝগড়া করো না, لَا تُمَازِحْهُ - তাকে বিদ্রূপ করো না, لَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا - তাকে কোনো ওয়া'দা দিও না, فَتُخْلِفَهُ - অতঃপর তা ভঙ্গ করো না।

١٤٩٨. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ : اَلْبُخْلُ، وَسُوْءُ الْخُلُقِ.

১৫২৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো মু'মিনের মধ্যে দুটি চরিত্র একত্রিত হয় না, কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-১৯৬২০]

শব্দার্থ ঃ خَصْلَتَانِ - দু'টি স্বভাব, لَا يَجْتَمِعَانِ - একত্রিত হয় না, اَلْبُخْلُ - কৃপণতা, سُوْءُ الْخُلُقِ - মন্দ চরিত্র।

١٤٩٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِىْ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ.

১৫২৯ : আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গালিদাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার ওপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাতে থাকে, যতক্ষণ না অত্যাচারিত দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করে। (গালিদানে প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করে না যায়)।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৪৮৭, ইসলামিক সেন্টার-৬৪০৫]

শব্দার্থ ঃ اَلْمُسْتَبَّانِ - দু'জন গালিদাতা, مَا قَالَا - তারা যা বলে, فَعَلَى الْبَادِىْ - প্রথমজনের উপর বর্তায়, مَا لَمْ يَعْتَدِ - যতক্ষণ সীমালঙ্ঘন না করে, مَظْلُوْمٌ - অত্যাচারিত ব্যক্তি বা দ্বিতীয় ব্যক্তি।

١٥٠٠. وَعَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

১৫৩০. আবূ সিরমাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ক্ষতি সাধন করবে প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তার প্রতিদানে তাকে কষ্ট দেবেন। [হাসান আবূ দাউদ, হাদীস৩৬৩৫, তিরমিযী, হাদীস-১৯৪০]

শব্দার্থ : مَنْ ضَارَّ - যে ক্ষতি করবে, مَنْ شَاقَّ - যে কষ্ট দিবে, شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ - আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন।

١٥٠١. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ.

১৫৩১. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতরকে ঘৃণা পোষণ করে থাকেন।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৯৭৭]

শব্দার্থ : يُبْغِضُ - ঘৃণাকরণ, اَلْفَاحِشُ - অশ্লীল ভাষী, اَلْبَذِيءُ- নির্লজ্জ, ইতর।

١٥٠٢. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَفَعَهُ :لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ.

১৫৩২. তিরমিযীতে ইবন মাসউদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মু'মিন তিরস্কারকারী, অভিসম্পাত দানকারী, অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতর প্রকৃতির হয় না। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-১৯৭৭]

শব্দার্থ : اَلطَّعَّانُ- তিরস্কারকারী, আঘাতকারী, اَللَّعَّانِ- অভিসম্পাতকারী।

١٥٠٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا.

১৫৩৩ . আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিদের গালি দিবে না, তারা তো তাদের পূর্বকৃত কর্ম (ফল)-এর সাথে

যুক্ত হয়ে গেছে (ভালো বা মন্দ কর্মফল তারা তো ভোগ করছে, তাদের প্রসঙ্গে খারাপ মন্তব্য করার কোনো যুক্তি নেই)।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ১৩৯৩০, আধুনিক প্রকাশনী-১৩০৩]

শব্দার্থ ঃ لَا تَسُبُّوْا - তোমরা গালি দিবে না, اَلْاَمْوَاتُ - মৃত্যু ব্যক্তিবর্গ, اَفْضَوْا - তারা মিলিত হয়েছে, সংযুক্ত হয়েছে, مَا قَدَّمُوْا - যে কাজ তারা পূর্বে করেছে।

١٥٠٤. وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

১৫৩৪. হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চোগলখোর ব্যক্তি (বিবাদে ইন্ধন প্রয়োগকারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০৫৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬২১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-১০৫, ইসলামিক সেন্টার-১৯৯]

শব্দার্থ ঃ قَتَّاتٌ - চোগলখোর।

١٥٠٥. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ.

১৫৩৫ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে (ক্রোধের বশে কোনো অঘটন না ঘটায়) আল্লাহ্ তাকে শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। [এটির সমার্থক ও হাদীস থাকায় হাদীসটি সহীহ]

শব্দার্থ ঃ مَنْ كَفَّ - যে ফিরিয়ে রাখে বা দমন করে, غَضَبَهُ - তার ক্রোধ বা রাগ।

١٥٠٦. وَلَهُ شَاهِدٌ : مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عُمَرَ عِنْدَ اِبْنِ اَبِى الدُّنْيَا.

১৫৩৬ : এ হাদীসের একটা পৃষ্ঠপোষক হাদীস 'ইবনে আবুদ দুনিয়া' সাহাবী ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন সহীহ।

١٥٠٧. وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيْلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

১৫৩৭ : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে না ধোঁকাবাজ, কৃপণ, কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী। [যঈফ তিরমিযী হাদীস-১৯৪৭,১৯৬৪]

শব্দার্থ ঃ خَبٌّ - ধোঁকাবাজ, سَيِّئُ الْمَلَكَةُ - ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী।

١٥٠٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيْثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، صُبَّ فِىْ أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫৩৮ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কথা শুনাতে রাজি নয় এমন লোকদের গোপন কথা যে চুরি করে শুনবে কিয়ামতের দিন তার কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭০৪২, আধুনিক প্রকাশনী-৬৫৫২]

শব্দার্থ ঃ مَنْ تَسَمَّعَ- যে ব্যক্তি শুনবার চেষ্টা করবে, حَدِيْثَ قَوْمٍ - কোনো সম্প্রদায়ের (গোপন) কথা, وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ - তারা তা অপছন্দ করে, صُبَّ - ঢেলে দেয়া হবে, فِىْ أُذُنَيْهِ - তার দু'কানে, اَلْآنُكُ - সীসা, اَلرَّصَاصُ- সীসা।

١٥٠٩. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ.

১৫৩৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির জন্য তুবা নামক বিশেষ জান্নাত বা খুশি যে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার জন্য অন্যের ত্রুটির প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। [অত্যন্ত দুর্বল। এর সমার্থক হাদীস রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই দুর্বল।]

শব্দার্থ ঃ طُوْبٰى - সুসংবাদ, لِمَنْ شَغَلَهُ - যাকে ব্যস্ত রাখে, عَيْبُهُ - তার নিজের ত্রুটি, عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ - লোকের ত্রুটি খোঁজা থেকে।

١٥١٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَاظَمَ فِىْ نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِىْ مِشْيَتِهِ، لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

১৫৪০ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের মনেই নিজেকে বড় বলে মনে করে, চলার সময় অহঙ্কার করে চলে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় থাকবেন। [সহীহ হাকিম-১/৬০, বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীস-৫৪৯]

শব্দার্থ : مَنْ تَعَاظَمَ - যে বড় মনে করে, فِىْ نَفْسِهِ - নিজে নিজেকেই, وَاخْتَالَ- আর অহঙ্ককার করে, فِىْ مِشْيَتِهِ - তার চলার মধ্যে, لَقِىَ اللّٰهَ- সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, وَهُوَ عَلَيْهِ - তিনি থাকবেন তার উপর, غَضْبَانُ - রাগান্বিত।

١٥١١. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

১৫৪১. সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তাড়াহুড়া অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করেই কথা বলা বা কাজ করা শয়তানের প্রভাব থেকে হয়ে থাকে। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-২০১২]

শব্দার্থ : اَلْعَجَلَةُ - তাড়াহুড়া করা, مِنَ الشَّيْطَانِ - শয়তানের কাজ।

١٥١٢. وَعَنْ عَائِشَةَ(رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّؤْمُ : سُوْءُ الْخُلُقِ.

১৫৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুলক্ষণই খারাপ চরিত্র। [য'ঈফ আহমদ-৬/৮৫]

শব্দার্থ : اَلشُّؤْمُ - কোনো কিছুকে খারাপ মনে করা, سُوْءُ الْخُلُقِ - অসৎ চরিত্র।

١٥١٣. وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫৪৩. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অধিক অভিসম্পাতকারীগণ (তিরস্কার ও অভিসম্পাতকারী) পরকালে সুপারিশকারী ও সাক্ষ্য প্রদানকারী হতে পারবে না। (এরূপ দুটি বিশেষ মর্যাদা লাভ থেকে এরা বঞ্চিত হবে)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৮৯, ইসলামিক সেন্টার-৬৪২৪]

শব্দার্থ ঃ اَللَّعَانِيْنَ - অভিসম্পাতকারীগণ, لَايَكُوْنُوْنَ - হবে না, হতে পারবে না, شُفَعَاءُ - সুপারিশকারী, شُهَدَاءُ - সাক্ষী।

١٥١٤. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ.

১৫৪৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কোনো পাপ সম্পর্কীয় কথা বলে লজ্জা দেয় সে ঐ পাপ কাজ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। (তাকে এ কাজে লিপ্ত হয়ে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।) [মাওযূ : তিরমিযী হাদীস-২৫০৫, এর সনদে একজন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তিনি মিথ্যুক।]

শব্দার্থ ঃ مَنْ عَيَّرَ - যে অপমান করে বা লজ্জা দেয়, اَخَاهُ - তার ভাইকে, بِذَنْبٍ - (তার) পাপের কথা কারণে, لَمْ يَمُتْ - সে মরবে না, حَتّٰى يَعْمَلَهُ - ঐ পাপ না করে।

١٥١٥. وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ.

১৫৪৫. বাহয ইব্‌নু হাকিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।
[হাসান : আবূ দাউদ হাদীস-৪৯৯০, নাসায়ী তাফসীর হাদীস-১৪৬, ৬৭৫, তিরমিযী হাদীস-২৩১৫]

শব্দার্থ ঃ وَيْلٌ - দুর্ভোগ বা সর্বনাশ, لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ - ঐ ব্যক্তির জন্য যে কথা বলে, فَيَكْذِبُ - মিথ্যা বলে, لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ - যাতে (ঐ কারণে) মানুষ হাসে, وَيْلٌ لَهُ - তার জন্য সর্বনাশ।

١٥١٦. وَعَنْ اَنَسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ.

১৫৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : গীবতের (পরনিন্দার) কাফ্‌ফারা (গুনাহ্ ক্ষমার উপায়) হচ্ছে যার গীবত করেছ তার পাপের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে থাকা।

[মাওযু' এর সনদে 'আম্বাসাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান' রাবী রয়েছে, সে হাদীস রচনা করত।]

শব্দার্থ : كَفَّارَةٌ - গুনাহ ক্ষমার উপায়, مَنِ اغْتَبْتَهُ - তুমি যার গীবত করলে, أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ - তার জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা চাওয়া।

١٥١٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

১৫৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে অতি ঝগড়াটে লোক। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৬৮, ইসলামিক সেন্টার-৬৫৯০, বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১৮৮, আধুনিক প্রকাশনী-৬৬৮৫]

শব্দার্থ : أَبْغَضُ الرِّجَالِ - সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি, إِلَى لِلّٰهَ - আল্লাহর নিকট, الْأَلَدُّ الْخَصِمُ - অধিক ঝগড়াকারী।

٥. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

৫. পরিচ্ছেদ : সৎ চরিত্রের জন্য উৎসাহ দান

١٥١٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

১৫৪৮ . আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সত্যবাদিতাকে মজবুতভাবে ধারণ কর। কারণ সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে ধাবিত করে। আর সৎকাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর সত্য কথা বলতে থাকলে ও সত্য কথা বলার অনুশীলন চালাতে থাকলে পরিণতিতে সে আল্লাহ্র দরবারে মহা সত্যবাদী বলে গণ্য করা হয়। তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক। কেননা মিথ্যাবাদিতা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামে দিকে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর মিথ্যা বলতে থাকলে আর মিথ্যা কথা বলার তৎপরতা চালাতে থাকলে পরিণতিতে সে আল্লাহ্র দরবারে মহা মিথ্যুক বলে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬০৯৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬৫৬, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার-৬৪৫২]

শব্দার্থ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ - তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরো, يَهْدِيْ - পথ দেখায়, اِلَى الْبِرِّ - সৎকাজের দিকে, مَا يَزَالُ - অব্যাহত থাকে বা সর্বদা, يَصْدُقُ - সত্য বলে, يَتَحَرَّى অন্বেষণ করে বা চয়ন করে, يُكْتَبُ - লেখা হয়, صِدِّيْقٌ - সত্যবাদী, اِيَّاكُمْ - তোমরা দূরে থাক, اَلْكَذِبُ - মিথ্যা বলা, اَلْفُجُوْرُ- পাপ, كَذَّابٌ- মিথ্যুক।

١٥١٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

১৫৪৯ . আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অনুমান বা ধারণা থেকে তোমরা সতর্ক হও। (ধারণা বশবর্তী হয়ে কোনো কথা বলবে না বা কোনো কাজ করবে না।) কেননা, তা সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা (অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলে সাব্যস্ত হয়)। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫১৪৩, আধুনিক প্রকাশনী-৪৭৬৪, মুসলিম হাদীস-২৬০৭, ইসলামিক সেন্টার-৬৩৫৩]

শব্দার্থ : اَلظَّنُّ - মন্দ ধারণা, اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ - সর্বাপেক্ষা মিথ্যা।

١٥٢٠. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ

مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ : فَاَمَّا اِذَا اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالُوْا : وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

১৫৫০. আবূ সা'দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রাস্তায় বসা থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। লোকেরা বলল : আপোষে কথা-বার্তা বলার জন্য আমরা রাস্তায় না বসে তো পারি না। তিনি বললেন : তোমরা যদি তা না করতে পার তবে রাস্তার হক্ব আদায় করবে। লোকেরা বলল : রাস্তার হক্ব আবার কি? তিনি বললেন : দৃষ্টি অবদমনিত করে রাখা (শালীনতা বজায় রাখা), কষ্টদানে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেয়া, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬২২৯, আধুনিক প্রকাশনী-৫৭৮৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১২১, ইসলামিক সেন্টার-৫৪৮৫]

শব্দার্থ : اَلْجُلُوْسَ - বসা, اَلطُّرُقَات - রাস্তাসমূহ, مَا لَنَا بُدٌّ - আমাদের কোনো উপায় নেই, مِنْ مَجَالِسِنَا - আমাদের বসা থেকে, نَتَحَدَّثُ - আমরা কথাবার্তা বলি, اِذَا اَبَيْتُمْ - তোমরা যখন অস্বীকার করছ, اُعْطُوْا - তোমরা দাও বা আদায় করো, اَلطَّرِيْقَ- রাস্তাকে, حَقَّهُ - তার হক্ব, وَمَا حَقُّهُ - সেটার হক কী? غَضُّ الْبَصَرِ - দৃষ্টি নিচু রাখা, كَفُّ الْاَذَى - কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, رَدُّ السَّلَامِ - সালামের জওয়াব দেয়া, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ- সৎকাজের আদেশ দেয়া, وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা।

١٥٢١. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

১৫৫১ . মু'আবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।

[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৭১, আধুনিক প্রকাশনী-৭১, মুসলিম হাদীস-১০৩৭]

শব্দার্থ ঃ يُّرِيْدِ اللّٰهُ مَنْ - আল্লাহ্ যার জন্য চান, خَيْرًا - কল্যাণ, يُفَقِّهْهُ - তাকে বুঝ দেন বা জ্ঞান দান করেন, فِى الدِّيْنِ - দ্বীনের।

١٥٢٢. وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ شَىْءٍ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

১৫৫২. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নেকী ওজনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের থেকে আর কোনো বস্তু বেশি ভারী নয়। [সহীহ্ আবূ দাউদ হাদীস-৪৭৯৯]

শব্দার্থ ঃ اَلْمِيْزَانُ - দাঁড়ি পাল্লা, اَثْقَلُ - অধিক ভারী, مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ - উত্তম চরিত্রের চাইতে।

١٥٢٣. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ .

১৫৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ বিশেষ। [সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-২৪, আধুনিক প্রকাশনী-২৩, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৩৬, ইসলামিক সেন্টার-৬২]

শব্দার্থ ঃ اَلْحَيَاءُ - লজ্জাশীলতা, مِنَ الْاِيْمَانِ - ঈমানের অংশ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর ও পরকালের প্রতি ঈমান মানুষকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে তদ্রূপ লজ্জাও মানুষকে বহু অশ্লীলতা হতে বিরত রাখে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে লজ্জা ঈমানের অংশ হওয়া স্বাভাবিক।—অনুবাদক

١٥٢٤. وعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى : اِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ، مَا شِئْتَ.

১৫৫৪. আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওয়াতের কথার মধ্য থেকে লোকেরা যেসব কথা পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, 'তুমি লজ্জাহীন হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে'।

[সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৬১২০, আধুনিক প্রকাশনী-৫৬৮০]

শব্দার্থ ঃ أَدْرَكَ النَّاسُ - লোকেরা পেয়েছে, مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلٰى - পূর্ববর্তী নবীদের কথাবার্তা, إِذَا لَمْ تَسْتَحِ - যখন তুমি লজ্জা করবে না, فَاصْنَعْ شِئْتَ - তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করো।

ব্যাখ্যা : লজ্জাশীল হওয়া মানবতা উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই গুণের দ্বারা মানুষের পক্ষে অন্যায় অপকর্মের ও অশ্লীল ব্যবহার হতে বিরত থাকা সহজ হয়। বর্তমানে মানুষের মধ্য থেকে এই গুণ লোপ পেতে বসেছে, সমাজেও এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চারিত্রিক পতন ও ধ্বংস নেমে এসেছে।

١٥٢٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٍ، اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا، وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

১৫৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুর্বলচিত্ত মু'মিন অপেক্ষা শক্তিশালী দৃঢ়চিত্ত মু'মিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র কাছে অধিকতর প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই (ঈমানগত) কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার পক্ষে উপকারী তা অর্জনে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, দুর্বলতা প্রকাশ কর না। আর যদি তোমার ওপর কোন মুসিবত পতিত হয় তবে তুমি এরূপ কথা বলবে না যে, আমি এরূপ করলে আমার এরূপ হতো বরং তুমি বলবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটাই নির্ধারণ করা ছিল, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা করেছেন। কেননা 'যদি' শব্দ শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।' (আল্লাহ্র ফায়সালাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে না পারলে ঈমানগত যে দুর্বলতা আসে তার সুযোগ নিয়ে শয়তান তার প্রভাবকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৬৪, ইসলামিক সেন্টার-৬৫৮৪]

শব্দার্থ ঃ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ - শক্তিশালী মুমিন, خَيْرٌ - উত্তম, وَأَحَبُّ - এবং অধিক পছন্দনীয়, فِيْ كُلٍّ خَيْرٌ - প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে কল্যাণ, اِحْرِصْ -

তুমি আগ্রহী হও, مَا يَنْفَعُكَ - যা তোমার উপকার করবে, اسْتَعِنْ بِاللّٰهِ - আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, لَا تَعْجِزْ - তুমি অপারগ হইও না, لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا - আমি যদি এরূপ করতাম, كَانَ كَذَا وَكَذَا - তাহলে এরূপ এরূপ হতো, قَدَّرَ اللّٰهُ - আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, وَمَا شَاءَ فَعَلَ - তিনি যা চান তাই করেছেন, فَإِنَّ لَوْ - অবশ্যই 'যদি' কথাটি, تَفْتَحُ - খোলে দেয়, عَمَلَ الشَّيْطَانِ - শয়তানের কাজের পথ।

١٥٢٦. وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

১৫৫৬. ইয়ায্ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। অবশ্য আল্লাহ আমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আপোষে বিনয়-নম্রতার সাথে চল। যাতে করে তোমাদের কেউ কারো ওপর অত্যাচার-অনাচার করতে না পারে। এবং তোমাদের একজন অপরের ওপর ফখর (তথা গর্ব) না করে। [মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৮৬৫, ইসলামিক সেন্টার-৭০০৪]

শব্দার্থ ঃ أَوْحَى - ওয়াহী করেছেন, إِلَيَّ - আমার প্রতি, أَنْ تَوَاضَعُوْا - তোমরা আপোষ নম্রতা অবলম্বন করো, حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ - যাতে কেউ অত্যাচার না করে, عَلَى أَحَدٍ - কারো উপর, وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ - কেউ অহঙ্কার না কর।

١٥٢٧. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫৫৭. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাই-এর অসাক্ষাতে তার সম্মানহানীকর বস্তুকে প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল থেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনকে দূর করে দেবেন। [হাসান তিরমিযী হাদীস-১৯৩১]

শব্দার্থ ঃ مَنْ رَدَّ - যে প্রতিহত করে, عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ - তার ভাইয়ের সম্মানহানীকর বস্তুকে, بِالْغَيْبِ - অনুপস্থিতিতে, رَدَّ اللّٰهُ - আল্লাহর দূর করে দিবেন, عَنْ وَجْهِهِ - তার মুখমণ্ডল হতে, اَلنَّارُ - জাহান্নামের আগুন।

১٥٢٨. وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ نَحْوُهُ.

১৫৫৮. আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকেও আহ্মদে অনুরূপ একটি হাদীস রয়েছে।
[হাসান আহ্মদ-৬/৪৬২]

١٥٢٩. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ.

১৫৫৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সদকাহ কোনো মাল হ্রাস করে দেয় না। মানুষকে ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ্ ক্ষমাকারীর ইজ্জতই বাড়িয়ে দেন। যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তাকে উঁচু করে থাকেন।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৫৮৮, ইসলামিক সেন্টার-৬৪০৬]

শব্দার্থ ঃ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ - সদাকাহ্ কমিয়ে দেয় না, مِنْ مَالٍ - কোনো সম্পদ, عَفْوٌ - ক্ষমা, عِزٌّ - সম্মান, مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ - কেউ বিনয় হয় না, لِلّٰهِ - আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, إِلَّا رَفَعَهُ - কিন্তু আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

١٥٣٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

১৫৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে মানুষগণ! তোমরা সালাম দানের প্রসারতা বৃদ্ধি কর,

আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় কর খাদ্য দান কর, লোকের নিগূঢ় ঘুমের সময় রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় কর ফলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
[সহীহ তিরমিযী হাদীস-২৪৮৫]

শব্দার্থ ঃ أَفْشُوا السَّلَامَ - সালামের প্রসার ঘটাও, صِلُوا الْأَرْحَامَ - আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় করো, أَطْعِمُوا الطَّعَامَ - খাদ্য দান করো, صَلُّوا بِاللَّيْلِ - রাতে সালাত আদায় করো, وَالنَّاسُ نِيَامٌ - লোকেরা যখন ঘুমায়, تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ - তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, بِسَلَامٍ - নিরাপদে।

١٥٣١. وَعَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ : ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

১৫৬১. তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কল্যাণকামনা করাই দ্বীন। আমরা বললাম : কি প্রসঙ্গে এটা করতে হবে? তিনি বললেন : আল্লাহ্র প্রতি, কুরআনের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা ও আনুগত্য দানের ব্যাপারে এবং মুসলিমদের নেতা ও মুসলিম জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁদের কল্যাণকামনায় (আন্তরিকতা রাখবে)।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-৫৫, ইসলামিক সেন্টার-১০৪]

শব্দার্থ ঃ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ -দ্বীন হচ্ছে নসীহত বা কল্যাণ কামনা, لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ - মুসলিমদের নেতাদের জন্য, وَعَامَّتِهِمْ - জনসাধারণের জন্য।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতের ওপর এটা ব্যাপক উপদেশ দান করেছেন। আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর যে কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা দৃঢ় ঈমানের সাথে নিজের মধ্যে, সমাজের ও রাষ্ট্রের সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং করার জন্য অন্যকেও উপদেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

١٥٣٢. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ .

১৫৬২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যেসব গুণাবলি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তার অধিকাংশই হল তাক্ওয়া (যথারীতি পুণ্য কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা) ও উত্তম চরিত্র।
[হাসান : তিরমিযী হাদীস-২০০৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-৪২৪৬, হাকিম হাদীস-৪/৩২৪]

শব্দার্থ : اَكْثَرُ- অধিকাংশ, مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ - যা জান্নাতে প্রবেশ করাবে, تَقْوَى اللّٰهِ - আল্লাহভীতি, حُسْنُ الْخُلُقِ - উত্তম চরিত্র।

١٥٣٣. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ لَا تَسَعُوْنَ النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ .

১৫৬৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মাল-ধন (খাইরাত) দ্বারা তোমরা অধিকভাবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা এবং চরিত্রের মাধুর্য দ্বারা ব্যাপকভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।
[অত্যন্ত দুর্বল : হাকিম-১/১২৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ (মাতরুক) পরিত্যক্ত।]

শব্দার্থ : لَا تَسَعُوْنَ النَّاسَ - মানুষের সন্তুষ্টি করতে পারবে না, بِاَمْوَالِكُمْ - তোমাদের মাল দ্বারা, بَسْطُ الْوَجْهِ - প্রফুল্ল চেহারা, لِيَسَعْهُمْ - তাদের সন্তুষ্ট করবে।

١٥٣٤. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ.

১৫৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক মু'মিন অন্য মু'মিন ভাই-এর জন্য আয়নাতুল্য (দোষের কথা তাকে ধরিয়ে দেবে কিন্তু অন্যের কাছে তা গোপন রাখবে)। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৪৯১৮]

শব্দার্থ : مِرْاٰةٌ - আয়না।

١٥٣٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذٰهُمْ.

১৫৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন মুসলিম ভাইদের সাথে মিলেমিশে চলে ও তাদের

কষ্টদানকে সহ্য করে সে ঐ মু'মিন থেকে উত্তম, যে লোকের সাথে মিলেমিশে চলে না ও তাদের কষ্ট প্রদানকে সহ্য করে না। [সহীহ্ বুখারী আদাবুল মুফরাদ-৩৮৮, ইবনে মাজাহ্ হাদীস-৪০৩২, এর সনদ দুর্বল, তিরমিযী হাদীস-২৭০৫, তিরমিযীর সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।]

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ - যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিলেমিশে চলে, يَصْبِرُ - সহ্য করে বা ধৈর্য ধরে, عَلٰى اَذَاهُمْ - তাদের কষ্টদায়ক আচরণের সময় বা উপর।

١٥٣٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ كَمَا اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ، فَحَسِّنْ خُلُقِىْ.

১৫৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি আমার গঠন ও আকৃতি যে রকম সুন্দরও সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছ, আমার চরিত্রকেও অনুরূপ সুন্দর কর।

(সহীহ আহমদ-১/৪০৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-৯৫৯]

ব্যাখ্যা : বস্তুবাদী মতবাদগুলোর প্রসার মানবতার অস্তিত্বের জন্য হুমকীর কারণ। কারণ এসবের দ্বারা নৈতিকতার বিপর্যয় অনিবার্য। পক্ষান্তরে ইসলাম চেয়েছে উত্তম চরিত্রের ওপর মানব সভ্যতাকে দাঁড় করাতে। আর এ জন্য উত্তম চরিত্রের এমন কোন গুণাবলি নেই যা ইসলাম উৎসাহ প্রদান ও ধারণা করেনি এবং হীনতা সম্পর্কীয় এমন কোন গুণ সেই যা ইসলাম বর্জন করেনি ও অতিশতর্ক করেনি।

٦. بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র যিকির ও দোয়া

মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহর ধ্যানে ও স্মরণে পরিতৃপ্ত হয়। সালাত কায়েম করার মধ্যে দিয়েও আল্লাহর যিকির করা হয়। –আল কুরআন। মহানবী ﷺ বিপদের সম্মুখীন হলে সালাতে দাঁড়াতেন। (আল হাদীস)

١٥٣٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ، وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ.

১৫৬৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ বলেন : আমি আমার বান্দার সাথে অবস্থান করি যতক্ষণ বান্দা আমাকে

স্মরণ করেও আমার যিকিরে তার দু'টি ঠোঁট নড়তে থাকে। [সহীহ ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৭৯৩, ইবনে হিব্বান হাদীস-৮১৫, বুখারী ফাতহুল বারী-১৩/৪৯৯, সনদ মু'আল্লাক]

শব্দার্থ ঃ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ - আমি আমার বান্দার সহায়তায় থাকি, مَا ذَكَرَنِيْ - যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে, تَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ - আমার স্মরণে তার ঠোঁট হেলে।

١٥٣٨. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ عَمَلًا اَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

১৫৬৮. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো আদম সন্তান আল্লাহ্র যিক্র থেকে এমন কোনো বৃহৎ আমল করেনি যা আল্লাহর শাস্তি থেকে অধিক রক্ষাকারী।

[য'ঈফ মুসন্নাফ ইবনি আবী শাইবাহ্-১০/৩০০, তাবারানী কাবীর-২০/১৬৬-১৬৭]

শব্দার্থ ঃ اَنْجَى - সর্বাধিক রক্ষাকারী।

١٥٣٩. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

১৫৬৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো মানবমণ্ডলী কোনো মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র করলে আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন ও আল্লাহ্র রহমত দ্বারা তাদেরকে আবৃত করে, আর আল্লাহ্ তাঁর নিকটতম ফেরেশ্তাদের মধ্যে তাদের সুখ্যাতি বর্ণনা করেন। [মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৭০০, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৬৩]

শব্দার্থ ঃ حَفَّتْ - ঘিরে ফেলে, বেষ্টন করে ফেলে, غَشِيَتْ - ঢেকে ফেলে ছেয়ে পেলে।

١٥٤٠. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫৭০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মানব দল কোনো মজলিসে বসে কিন্তু তাতে আল্লাহ্র যিক্র করে না আর নবীর ওপর দরূদও প্রেরণ করে না, এদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোস ও আক্ষেপ রয়েছে। [সহীহ তিরমিযী হাদীস-৩৩৮০]

শব্দার্থ : قَعَدَ - সে বসল, مَقْعَدٌ- বসার স্থল বা বৈঠক, حَسْرَةٌ - আফসোস বা আক্ষেপ।

١٥٤١. وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ.

১৫৭১. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ১০ বার এ দোয়াটি পাঠ করবে (অর্থ) আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কোনে মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যেই রাজত্ব ও তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতেই কল্যাণ, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান- সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন লোকের দাসত্ব মুক্তির সমপরিমাণ পুণ্য অর্জন করবে।

উচ্চারণ : লা- ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্ক ওয়া-লাহুল, হাম্দু বি-ইয়াদিহিল খাইরু ইউয়ী, ওয়া-ইউমীতু ওয়া-হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী ৬৪০৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৫৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৯৩, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৫২]

শব্দার্থ : يُحْيِىْ - জীবন দান করে, يُمِيْتُ - মৃত্যু দেন।

١٥٤٢. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৫৭২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহাম্‌দিহি' (অর্থ : আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) একশত বার বলবে তার গুনাহ্ যদি সমুদ্রের ফেনার সমান হয় তবুও তা ক্ষমা করা হবে। (সহীহ্ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-৬৪০৫, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৫৭, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৯১, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৫০]

শব্দার্থ ঃ حُطَّتْ - মুছে ফেলা হয় বা ক্ষমা করা হয়, زَبَدٌ - ফেনা।

١٥٤٣. وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

১৫৭৩. হারিসের কন্যা জুওয়াইরিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমার দোয়া পাঠের পরে চারটি শব্দযুক্ত যে দেয়াটি তিনবার বলেছি তা তোমার আজকের এ পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ দোয়া পাঠের থেকে বেশি ওজনের হবে, যদি তা ওজন করা হয়। (দু'আটি হচ্ছে) সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহি আদাদা খালক্বিহী, ওয়ারিদা নাফ্‌সিহী ওয়াযিনাতা আর্‌শিহী ওয়া-মিদাদা কালিমাতিহি। (অর্থ : আমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসম, তাঁর সন্তুষ্টিসম, তাঁর আরশের ওজনসম, তাঁর অসীম কালিমা (মহত্ব)-সব প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৭২৬, ইস সেন্টার-৬৭১৮]

শব্দার্থ ঃ لَوْ وُزِنَتْ - যদি ওজন করা হয় বা মাপা হয়, لَوَزَنَتْهُنَّ - ঐগুলোর চেয়ে ওজনে ভারী বা বেশি হবে, عَدَدَ خَلْقِهِ - তাঁর সৃষ্টির সমপরিমাণ, رِضَا نَفْسِهِ - তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, زِنَةَ عَرْشِهِ - তাঁর 'আরশের ওজনের সমপরিমাণ, مِدَادَ كَلِمَاتِهِ - তার কালিমাহ -এর কালির সমপরিমাণ।

١٥٤٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

১৫৭৪. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্থায়ী সৎকাজ বা যে সৎকাজের পুণ্য স্থায়ী হবে, সে দোয়াটি হচ্ছে এই– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালহাম্‌দুলিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। (অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ্‌র জন্যই পবিত্রতা, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার ও পুণ্য কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কারো নেই)। [য'ঈফ নাসায়ী 'আমালুল ইয়াউমিওয়াল লাইলাহ্ তুহফা-৩/৩৬২, ইবনে হিব্বান হাদীস-৮৪০, হাকিম-১/৫১২]

শব্দার্থ ঃ اَلْبَاقِيَاتُ - স্থায়ী, اَلصَّالِحَاتُ - সৎ কার্যাবলি, لَا حَوْلَ - নেই কোনো উপায়, وَلَا قُوَّةَ - আর নেই কোনো শক্তি, اِلَّا بِاللّٰهِ - আল্লাহ্ ব্যতীত।

١٥٤٥. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

১৫৭৫. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক প্রিয় হচ্ছে চারটি কালিমা সম্বলিত এ দোয়াটি। এর মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা তুমি শুরু করলে তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।

উচ্চারণ : সুব্‌হানাল্লাহি, ওয়াল্‌হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ : আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২১৩৭, ইসলামিক সেন্টার-৫৪৩৮]

শব্দার্থ ঃ أَحَبُّ - অধিক পছন্দনীয়, اَلْكَلَامُ -বাক্য, কালিমাহ, لَا يَضُرُّكَ- তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ - তার যেকোন একটি দ্বারা শুরু করবে।

١٥٤٦. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. زَادَالنَّسَائِيُّ : (وَلَامَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ).

১৫৭৬. আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে কাইসের পুত্র আব্দুল্লাহ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনের মধ্যে থেকে একটা গুপ্তধনের সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ্। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৩৮৪, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৩৬, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৭০৪, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৭২, নাসায়ীতে আরো আছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই। নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়ালাইলহ-৩৫৮]

শব্দার্থ ঃ كَنْزٌ - গুপ্তধন, أَلَا أَدُلُّكَ - আমি কি তোমাকে জানাব না বা খবর দিব না।

١٥٤٧. وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ.

১৫৭৭. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দোয়াই ইবাদত। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪৭৯, নাসায়ী কুবরা-৬/৪৫০, তিরমিযী হাদীস-৩২৪৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮২৮]

١٥٤٨. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

১৫৭৮. তিরমিযীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মারফূ' সূত্রে এরূপ শব্দেও বর্ণিত হয়েছে, দোয়া ইবাদতের মগজ (মূল বস্তু)। [য'ঈফ তিরমিযী হাদীস-৩২৭১]

١٥٤٩. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) رَفَعَهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

১৫৭৯. ঐ কিতাবে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দোয়ার থেকে আল্লাহর কাছে আর কোনো বস্তু (ইবাদত) অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নয়। [হাসান : তিরমিযী হাদীস-৩৩৭০, ইবনে হিব্বান-৮৭০, হাকিম-১/৪৯০]

শব্দার্থ : أَكْرَمَ - অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বা মর্যাদাশীল।

١٥٥٠. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ .

১৫৮০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী দোয়া (প্রার্থনা) আল্লাহর দরবার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। [সহীহ নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ্ ১৬৮, ইবনে হিব্বান হাদীস-১৬৯৬]

শব্দার্থ : لَا يُرَدُّ - ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

١٥٥١. وَعَنْ سَلْمَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

১৫৮১. সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল, দানশীল। তাঁর বান্দা তাঁর নিকটে দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ তা'আলা এ দুই হাতকে খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪৮৮, তিরমিযী হাদীস-৩৫৫৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৬৫, হাকিম-১/৪৯৭]

শব্দার্থ : حَيِىٌّ - লজ্জাশীল, كَرِيْمٌ - দানশীল, صِفْرًا - শূন্য হাত বা খালি হাত।

١٥٥٢. وَعَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

১৫৮২. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন দোয়া করার জন্য দু'হাত উঠাতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে হাত ফেরানোর আগে তা নামাতেন না। [মুনকার : তিরমিযী হাদীস-৩৩৮৬]

শব্দার্থ : اِذَا مَدَّ يَدَيْهِ - যখন তিনি দু'হাত উঠাতেন বা লম্বা করতেন, لَمْ يَرُدَّهُمَا - ঐ দু'টি ফিরাতেন না বা নামাতেন না, حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا - যতক্ষণ না তা দ্বারা মাসেহ করতেন বা মুছতেন, وَجْهَهُ - তার চেহারা।

١٥٥٣. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ . وَمَجْمُوْعُهَا يَقْتَضِيْ.

১৫৮৩. হাদীসটির অনেক পৃষ্ঠপোষক হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি আবূ দাউদে রয়েছে। ঐগুলোর সনদের সমষ্টির অবস্থা দেখে বলা যায় হাদীসটি হাসান। পূর্বের হাদীসের ন্যায় এটিও মুনকার ।
[ইলাল'আবী হাতিম-২/৩৫১]

শব্দার্থ : مَجْمُوْعُهَا - তার সবগুলো মিলে, يَقْتَضِيْ - দাবি করে, চায়।

١٥٥٤. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

১৫৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার ওপর অধিক দরূদপাঠকারী কিয়ামতের দিনে আমার বেশি সান্নিধ্য অর্জনকারী হবে। [য'ঈফ : তিরমিযী হাদীস-৪৮৪০, ইবনে হিব্বান হাদীস-৯১১]

শব্দার্থ : اَوْلَى النَّاسِ بِيْ - লোকদের আমার অধিক নিকটবর্তী বা সান্নিধ্য অর্জনকারী, اَكْثَرُهُمْ - তাদের মধ্যে অধিক সম্পাদনকারী বা পাঠকারী, عَلَيَّ - আমার উপর, صَلَاةً - দরূদ।

١٥٥. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاَسْتِغْفَارِ، اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ، وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْلِيْ، فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

১৫৮৫ : শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম দোয়া হলো, বান্দাহ

বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আমার আর কোনো মাবুদ নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে প্রদত্ত ওয়াদা ও অঙ্গিকারের (প্রভুত্বের স্বীকৃতি, ঈমান ও ইসলামের ওপর চলার) ওপর অটল আছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার দানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি, আর আমার কৃতপাপ (অপরাধ)-এর স্বীকৃতি জানাচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে না।
[সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৩০৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫৮৬১]

শব্দার্থ ঃ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ - ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ, خَلَقْتَنِىْ - তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, وَاَنَا - আমি আছি, عَلَى عَهْدِكَ - তোমাকে দেয়া অঙ্গীকারের উপর, وَوَعْدِكَ - তোমাকে দেয়া ওয়া'দার উপর, مَا اسْتَطَعْتُ - আমার সাধ্যমত, اَعُوْذُ بِكَ - আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ شَرِّ - অনিষ্ট হতে, مَا صَنَعْتُ - আমি যা করেছি, اَبُوْ - আমি স্বীকার করি, بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ - আমাকে দেয়া তোমার নি'আমাত, اَبُوْلَكَ - তোমার নিকট আমি স্বীকার করি, بِذَنْبِىْ - আমার (কৃত) পাপ সম্পর্কে, فَاغْفِرْلِىْ - অতএব তুমি ক্ষমা করো আমাকে, لَا يَغْفِرُ - ক্ষমা করতে পারে না, الذُّنُوْبَ - গুনাহ্সমূহ, اِلَّا اَنْتَ - তুমি ব্যতীত।

١٥٥٦. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسَاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ، وَدُنْيَاىَ، وَاَهْلِىْ، وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ، وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ، وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

১৫৮৬ : আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল ও সন্ধ্যাকালীন সময়ে এ দোয়াটি পরিত্যাগ করতেন না। দোয়াটি এই- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দ্বীনী, আমার জাগতিক, আমার পরিবার ও আমার সম্পদে সুস্থতা সুরক্ষা চাইছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখ, আমাকে ত্রাস ও শংকা থেকে নিরাপত্তা দান কর। আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম, উপর থেকে (সর্বোতভাবে) আমাকে রক্ষা কর।

আর আমার নিম্নদিক থেকে আমার অজ্ঞাতে আক্রান্ত হওয়া থেকে আমি তোমার মহান মর্যাদায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [সহীহ্ নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়া লা ইলাহ্-৫৬৬, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৭১, হাকিম-১/৫১৭-৫১৮]

শব্দার্থ ঃ يَدَعُ - সে পরিত্যাগ করে বা ছেড়ে দেয়, حِيْنَ يُمْسِيْ - যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, حِيْنَ يُصْبِحُ - যখন সকালে উপনীত হয়, اَلْعَافِيَةُ - নিরাপত্তা বা সুস্থতা, اُسْتُرْ - তুমি গোপন করো, عَوْرَاتِيْ - আমার দোষ-ত্রুটি - নিরাপত্তা দাও, رَوْعَاتِيْ - আমার ভয়-ভীতি থেকে, وَاحْفَظْنِيْ - আমাকে হিফাযত করো, اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ - আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার মহত্ত্বের নিকট, اَنْ اُغْتَالَ - অজ্ঞাত আক্রমণ হওয়া থেকে, مِنْ تَحْتِيْ- আমার নিম্নদিক থেকে।

١٥٥٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْاَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

১৫৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি অবশ্য তোমার দানের অবসান থেকে, তোমার প্রদত্ত সুখের পরিবর্তন থেকে, আর হঠাৎ করে তোমার শাস্তি থেকে, আর তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী-২৭৩৯, ইসলামিক-৬৭৪৭]

শব্দার্থ : وَتَحَوُّلِ - مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ আপনার নি'আমাত দূর হওয়া থেকে, عَافِيَتِكَ - আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ - হঠাৎ আসা আপনার শাস্তি হতে, وَجَمِيعِ سَخَطِكَ - আপনার সকল অসন্তুষ্টি হতে।

১৫৫৮. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

১৫৮৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দোয়া বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঋণের যন্ত্রণা থেকে, শত্রুর বিজয় লাভ থেকে ও শত্রুর নিকটে হাস্যস্পদ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
[সহীহ নাসায়ী হাদীস-৫৪৭, হাকিম-১/১০৪]

শব্দার্থ : مِنْ غَلَبَهِ الدَّيْنِ - ঋণের বোঝা হতে, وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ - শত্রুর বিজয় হতে, وَشَمَاتَهِ الْاَعْدَاءِ - শত্রুর আনন্দিত হওয়া থেকে।

১৫৫৯. وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ، اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. فَقَالَ : لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى، وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ.

১৫৮৯. বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোনো এক লোককে বলতে শুনেছিলেন, হে আল্লাহ! অবশ্য আমি তোমার কাছে এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি একক ও অভাবমুক্ত, তুমি এমন যে তুমি কারো জনক নও ও কারো ঔরশজাত সন্তান নও, আর তোমার সমকক্ষও কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকটি আল্লাহ্র কাছে তাঁর এমন নাম যোগে প্রার্থনা করল, যে নাম যোগে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তা প্রদান করেন ও আহ্বান করা হলে সে আহ্বানে সাড়া দেন। [সহীহ আবূ দাউদ হাদীস-১৪৯৩, নাসায়ী কুবরা-৪/৩৯৪-৩৯৫, তিরমিযী হাদীস-৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৫৭, ইবনে হিব্বান হাদীস-২৩৮৩]

শব্দার্থ : اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْتَ اللّٰهُ - নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ, لَا اِلٰهَ - নেই কোনো ইলাহ, اِلَّا اَنْتَ - তুমি ব্যতীত, اَلْاَحَدُ - একক, اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী, اَلَّذِیْ لَمْ یَلِدْ - যিনি (কাউকে) জন্ম দেননি, وَلَمْ یُوْلَدْ - এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, لَمْ یَكُنْ لَهُ - নেই তার, كُفُوًا - সমকক্ষ, اَحَدٌ - কেউ, لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ - অবশ্যই সে আল্লাহর নিকট চেয়েছে, بِاسْمِهِ - তার সে নামে, اَلَّذِیْ اِذَا سُئِلَ بِهِ - যে নামে তার নিকট চাওয়া হলো, اَعْطٰی - তিনি দেন, اِذَا دُعِیَ بِهِ - যে নামে তাকে ডাক হলে, اَجَابَ - তিনি সাড়া দেন।

١٥٦٠. وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ، یَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ اَمْسَیْنَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَاِلَیْكَ النُّشُوْرُ. وَاِذَا اَمْسَی قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، اِلَّا اَنَّهُ قَالَ : وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ.

১৫৯০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্যে সকাল অতিবাহিত করলাম, তোমারই করুণাবলে সন্ধ্যা করি, তোমারই দয়ায় জীবিত থাকি, আর তোমারই নির্দেশে মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই দিকে আমাদের পুনরুত্থান হবে। আর যখন সন্ধ্যা করতেন তখন এ দোয়াটি পড়তেন, হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যা করলাম, তোমারই সাহায্যে সকাল করব,... বেঁচে আছি ও মৃত্যুবরণ করব আর তোমারই নিকটে প্রত্যাবর্তন করব। [হাসান আবূ দাউদ হাদীস-৫০৬৯, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলা-৫৬৪, তিরমিযী হাদীস-৩৩৯১, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৬৮]

শব্দার্থ : بِكَ اَصْبَحْنَا - তোমার সাহায্যে সকালে উপনীত হলাম, وَبِكَ اَمْسَیْنَا - তোমার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করি, اِلَیْكَ النُّشُوْرُ - তোমাদের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

١٥٦١. وَعَنْ اَنَسٍ (رضی) قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১৫৯১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দোয়া বেশিরভাগে এটি ছিল– হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে পৃথিবীর মঙ্গল দান কর এবং পরকালের কল্যাণও দান কর, আর জাহান্নামের আগুন থেকেও পরিত্রাণ দাও। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৩৮৯, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৪১, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৯০, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৪৩]

শব্দার্থ : وَقِنَا - আর আমাদের বাঁচাও, عَذَابَ النَّارِ - জাহান্নামের শাস্তি হতে।

١٥٦٢. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ، وَجَهْلِيْ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ، وَهَزْلِيْ، وَخَطَئِيْ، وَعَمَدِيْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

১৫৯২. আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ : দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষত্রুটি ক্ষমা কর আর আমার মূর্খতা, নিজ কর্মে সীমালংঘন করা, আর আমার যে ব্যাপারে তুমি আমার থেকে বেশি অবগত (এ সবই ক্ষমা কর)। হে আল্লাহ! আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যথার্থভাবে কৃত ও পরিহাসজনিত কৃত দোষ-ত্রুটি, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কর, আর এগুলোই আমার রয়েছে (সবই ক্ষমা করে)। আমার পূর্বের সম্পাদিত অপরাধ ও পরের অপরাধ যা হবে, যে পাপ আমি গোপনে করেছি আর যে পাপ আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যেগুলো তুমি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত রয়েছে ঐ সবই তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমি অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি দানকারী (উন্নতি ও অবনতির বিধায়ক) এবং তুমি প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান'। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৬৩৯৮, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৫০, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৭১৯, ইসলামিক সেন্টার-৬৭০৬]

শব্দার্থ ঃ اغْفِرْلِيْ - আমাকে ক্ষমা করো, خَطِيْئَتِيْ - আমার দোষ-ত্রুটি, جَهْلِيْ - আমার অজ্ঞতা, اِسْرَافِيْ - আমার সীমালঙ্ঘন, فِيْ اَمْرِيْ - আমার কর্মে বা কাজে, جِدِّيْ - আমার প্রচেষ্টা, هَزَالِيْ - আমার রসিকতা বা হাসি-তামাশা, خَطِيْئَتِيْ - অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, عَمَدِيْ - ইচ্ছাকৃত অপরাধ, مَا قَدَّمْتُ - যা আমি পূর্বে করেছি, وَمَا اَخَّرْتُ - যা আমি পরে করেছি বা আমি বিলম্ব করেছি, وَمَا اَسْرَرْتُ - যা আমি গোপন করেছি, مَا اَعْلَنْتُ - যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, اَلْمُقَدِّمُ - অগ্রগতি দানকারী, اَلْمُؤَخِّرُ - পশ্চাদগামীকারী।

١٥٦٣. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ اِلَيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

১৫৯৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্ আমার দ্বীন যে সব ব্যাপারে আমার জন্য রক্ষা কবজ সে দ্বীনকে আমার জন্য নির্ভেজাল করে দাও, আমার পার্থিব বিষয় যা আমার জীবিকার আধার সে বিষয়াদিকেও নির্বাচিত করে দাও। আমার আখিরাত (পরকালে জীবন) যা আমার জন্য সর্বশেষ অবস্থানক্ষেত্র তা অনুকূলে (সহজ) করে দাও। প্রত্যেক কল্যাণময় ব্যাপারে আমার জীবনে আধিক্যতা দান কর আর অকল্যাণকর ব্যাপারে যেন জড়িয়ে না পড়ি সে জন্য আমার মৃত্যুকে তার উপকরণ করে দাও।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৭২০, ইসলামিক সেন্টার-৬৭০৮]

শব্দার্থ ঃ اَصْلِحْ - সংশোধন করো, دِيْنِيْ - আমার দ্বীন বা ধর্ম, هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ - আমার রক্ষা কবজ বা আমার রক্ষাকারী, اَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ - আমার পার্থিব বিষয় ঠিক করে দাও, اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ - যাতে রয়েছে আমার জীবিকা, اٰخِرَتِيْ - আমার পরকাল, اِلَيْهَا مَعَادِيْ - সেখানে আমার পুনরুত্থান

বা অবস্থান ক্ষেত্র, اِجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً - আমার জীবনে আধিক্য দান করো, فِيْ كُلِّ خَيْرٍ - সকল কল্যাণের ব্যাপারে, اِجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً - মৃত্যুকে সুখময় কর বা আরামদায়ক কর, مِنْ كُلِّ شَرٍّ - সকল অকল্যাণ হতে।

١٥٦٤. وَعَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، عِلْمًا يَنْفَعُنِيْ.

১৫৯৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ দোয়াটি পড়তেন- হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যা শিক্ষা দান করেছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আর যা আমার জন্য উপকারে আসবে তা আমাকে শিক্ষা দান কর এবং আমার উপকারে আসবে এমন জ্ঞান আমাকে দান কর।

[হাসান : হাকিম-১/৫১০, হাদীসটি নাসায়ীতে নেই]

শব্দার্থ : اِنْفَعْنِيْ - আমার উপর করো, بِمَا عَلَّمْتَنِيْ - যা আমাকে শিখিয়েছ তা দ্বারা, عَلِّمْنِيْ - আমাকে শিক্ষা দান করো, مَا يَنْفَعُنِيْ - যা আমাকে উপকার করবে।

١٥٦٥. وَلِلتِّرْمِذِيِّ : مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهِ : وَزِدْنِيْ عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ.

১৫৯৫. তিরমিযীতে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস রয়েছে তার শেষাংশে আছে, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, সকল অবস্থাতেই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য আর আমি জাহান্নামীদের দূরাবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় চাইছি। [এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়া হাদীসটি হাসান : তিরমিযী-৩৫৯৯]

শব্দার্থ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ - আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ - জাহান্নামীদের দূরাবস্থা হতে।

١٥٦٦. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِىْ خَيْرًا.

১৫৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তাঁকে এ দোয়াটি শিখিয়েছিলেন- হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা তড়িৎগতিতে আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা অজানা আছে। আর আমি যাবতীয় মন্দ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি- যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঐ থেকে চাইছি যা চেয়েছেন– তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ কামনা করছি যা থেকে তোমার বান্দা ও নবী পানাহ্ চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত কামনা করছি এবং ঐসব কথা ও কাজ কামনা করছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট পানাহ চাইছি এবং ঐসব কথা ও কাজ থেকেও পানাহ চাইছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর তোমার কাছে এ ফায়সালা কামনা করছি, তোমার যে ফায়সালা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। [সহীহ্ ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৮৪৬, ইবনে হিব্বান-৮৬৯, হাকিম-১/৫২১-৫২২]

শব্দার্থ ঃ اَسْاَلُكَ - তোমার নিকট চাই, مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ - সকল কল্যাণ, عَاجِلِهِ - যা তাড়াতাড়ি আসে, وَاٰجِلِهِ - যা বিলম্বে আসে, مَا عَلِمْتُ - আমি যা জানি, وَمَالَمْ اَعْلَمْ - আর যা জানি না, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ - অবশ্যই আমি তোমার কাছে চাই, مِنْ خَيْرِ - কল্যাণ থেকে, مَا سَاَلَكَ - যা চেয়েছে তোমার

কাছে, عَبْدُكَ - তোমার সৎ বান্দা, وَنَبِيُّكَ - এবং তোমার নবী, مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا - যা সেটার নিকটবর্তী করে দেয়, مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ - কথা অথবা কাজ, أَنْ تَجْعَلَ -তুমি করে দিবে, كُلَّ قَضَاءٍ - সকল ফয়সালা, قَضَيْتَهُ - যে ফয়সালা তুমি করেছ, لِيْ - আমার জন্য, خَيْرًا - কল্যাণ।

١٥٦٧. وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

১৫৯৭. বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'টি কথা অসীম করুণাময় আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়, উচ্চারণে হালকা ও নেকীর পাল্লায় ভারী- ঐ কথা দুটি হচ্ছে- আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা সম্বলিত আল্লাহ্র পরম পবিত্রতা ঘোষণা করছি- মহান আল্লাহ মহা পবিত্র। [সহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী-৫৪৬, আধুনিক প্রকাশনী-৫৯৫৮, মুসলিম, হাদীস একাডেমী-২৬৯৪, ইসলামিক সেন্টার-৬৬৫৪]

শব্দার্থ : كَلِمَتَانِ - দু'টি বাক্য, حَبِيْبَتَانِ - পছন্দনীয়, إِلَى الرَّحْمٰنِ - আল্লাহর নিকট, خَفِيْفَتَانِ - হালকা, عَلَى اللِّسَانِ - উচ্চারণে, ثَقِيْلَتَانِ - ভারী, فِي الْمِيْزَانِ - ওজনে বা পাল্লায়।

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		
৪.	শব্দার্থ আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)		৩০০
৫.	আল লুলু ওয়াল মারজান (মুত্তাফিকুন আলাইহি) বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন		১০০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ	–মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	–মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	–আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বিবাহ ও তালাকের বিধান	– মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার)	– সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন		
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন		
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	–মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	–যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	– আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	–সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	–মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	–সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত	–মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	– ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ		১৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা – শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আয়াতুল কুরসীর তাফসির	১০০
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ-এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রসূল-এর রোযা	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল-এর অজিফা, খ. আল্লাহ কোথায়?, গ. পাঞ্জে সূরা, ঘ. চল্লিশ হাদীস, ঙ. ফাজায়েলে আমল, চ. খাছ পর্দা, ছ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, জ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায় ঝ. তওবা ও ক্ষমা, ঞ. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত, ট.আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঠ. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার)।